সুনানু নাসাঈ শরীফ

তৃতীয় খণ্ড

ইমাম আবূ আবদির রাহমান
আহমদ ইব্‌ন শু'আয়ব আন্-নাসাঈ (র)

সুনানু নাসাঈ শরীফ

তৃতীয় খণ্ড

ইমাম আবূ আবদির রাহমান আহমদ ইব্ন শু'আয়ব আন্-নাসাঈ (র)

অনুবাদ
মাওলানা রিজাউল করীম ইসলামাবাদী

সম্পাদনা পরিষদ
অধ্যাপক আবদুল মালেক
ডঃ আবু বকর রফীক আহমদ
অধ্যাপক আবুল কালাম পাটোয়ারী

দ্বিতীয় সংস্করণ সম্পাদনায়
হাফেয মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাঈল

অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

সুনানু নাসাঈ শরীফ (তৃতীয় খণ্ড)
ইমাম আবূ আবদির রাহমান আহমদ ইবন শু'আয়ব আন্-নাসাঈ (র)
অনুবাদ : মাওলানা রিজাউল করীম ইসলামাবাদী
সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত

পৃষ্ঠা সংখ্যা : ৫৬৮
ইফাবা অনুবাদ ও সংকলন প্রকাশনা : ২১৪/১
ইফাবা প্রকাশনা : ২০৪৭/১
ইফাবা গ্রন্থাগার : ২৯৭.১২৪৫
ISBN : 984-06-1231-0

প্রকাশকাল
জুন ২০০৩

দ্বিতীয় সংস্করণ
জ্যৈষ্ঠ ১৪১৫
জমাদিউস সানী ১৪২৯
জুন ২০০৮

প্রকাশক
মুহাম্মাদ শামসুল হক
পরিচালক, অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
ফোন : ৯১৩৩৩৯৮

মুদ্রণ ও বাঁধাই
মুহাম্মদ আবদুর রহীম শেখ
প্রকল্প ব্যবস্থাপক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৯১১২২৭১

প্রচ্ছদ অংকনে : **জসিম উদ্দিন**

মূল্য : ২৫২.০০ (দুইশত বায়ান্ন) টাকা মাত্র।

SUNANU NASAYEE SHARIF (3ND VOLUME): Compiled by Imam Abu Abdir Rahman Ahmad Ibn Shoaib An-Nasayee (Rh) in Arabic, translated by Maulana Rezaul Karim Islamabadi into Bangla, edited by Editorial Board and published by Director, Translation & Compilation Dept, Islamic Foundation Bangladesh, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka -1207. June 2008

Website : www.islamicfoundation.bd.org
E-mail : Info@islamicfoundation.bd.org
Price : Tk 252.00 US Dollar : 8.00

মহাপরিচালকের কথা

সিহাহ্ সিত্তাহ্র হাদীস গ্রন্থসমূহের মধ্যে সুনানু নাসাঈ শরীফ অন্যতম। ইমাম আবূ আবদির রাহমান আহমদ ইব্ন শু'আয়ব আন্-নাসাঈ (র) (৮৩০-৯১৫ খ্রিস্টাব্দ) এই হাদীস গ্রন্থটি সংকলন করেন। মহানবী (সা)-এর বিশুদ্ধ হাদীসসমূহ সংকলনের উদ্দেশ্যে তিনি আরব দেশসমূহের বিভিন্ন অঞ্চল সফর করেন। তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রম ও সাধনার ফলশ্রুতিতে এই গ্রন্থটি সংকলিত হয়।

আল-কুরআন মানব জাতির হিদায়েত ও পথ-নির্দেশনা, আর হাদীস ও সুন্নাহ্ কুরআনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ। এজন্য ইসলামী জীবন-বিধানে কুরআনের পরেই হাদীস ও সুন্নাহ্র স্থান। বিদায় হজ্জের ভাষণে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম উদাত্তকণ্ঠে আহ্বান জানিয়েছেন, "আমি তোমাদের মধ্যে দু'টো জিনিস রেখে যাচ্ছি, যতদিন তোমরা এ দু'টো আঁকড়ে থাকবে ততদিন কখনও পথভ্রষ্ট হবে না। এ দু'টো জিনিস হচ্ছে কুরআন ও সুন্নাহ্।" প্রকৃতপক্ষে হাদীস বাদ দিয়ে কুরআনের মর্মার্থ হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব নয়। কারণ পবিত্র কুরআন হলো সংক্ষিপ্ত, ইংগিতধর্মী ও ব্যঞ্জনাময় আসমানী কিতাব। হাদীস হলো পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ইসলামী প্রকাশনা কার্যক্রম প্রকল্পের আওতায় 'সিহাহ্ সিত্তাহ্' অনুবাদ ও প্রকাশনা কর্মসূচির আওতায় ইতিমধ্যে সিহাহ্ সিত্তাহ্ভুক্ত বুখারী শরীফ, মুসলিম শরীফ, তিরমিযী শরীফ, আবূ দাউদ শরীফ, সুনানু নাসাঈ শরীফ এবং সুনানু ইব্ন মাজাহ্ শরীফ এবং মুয়াত্তা ইমাম মালিক ও মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মদ ইত্যাদি হাদীস গ্রন্থের অনুবাদ খণ্ডাকারে প্রকাশিত হয়েছে। সুনানু নাসাঈ শরীফের তৃতীয় খণ্ডটি ২০০৩ খৃ. প্রথম প্রকাশিত হয়। কিন্তু সমুদয় কপি নিঃশেষ হওয়ায় এক্ষণে পুনঃসম্পাদনাকৃত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হলো। এ গ্রন্থটি প্রকাশ করতে পেরে আমরা মহান আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে অশেষ শুকরিয়া আদায় করছি এবং সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর উদ্দেশে দরূদ ও সালাম পেশ করছি।

নাসাঈ শরীফের অনুবাদ, সম্পাদনা এবং তা প্রকাশের ক্ষেত্রে অনুবাদ ও সংকলন বিভাগসহ প্রকাশনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীকে আন্তরিক মুবারকবাদ জানাচ্ছি। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন আমাদের সকলের শ্রম কবূল করুন।

মোঃ ফজলুর রহমান
মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকের কথা

মানব সভ্যতার বিকাশ, অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির জন্য আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ জীবন-বিধান হিসেবে মনোনীত করেছেন। ইসলামের শাশ্বত ও চিরন্তন বাণী কুরআন ও হাদীসের মাধ্যমেই আমরা পেয়েছি। কুরআন শরীফ হচ্ছে তাত্ত্বিক বিধি-বিধান সম্বলিত আসমানী গ্রন্থ, হাদীস হচ্ছে তার প্রায়োগিক বিশ্লেষণ; আর সুন্নাহ্ হচ্ছে তার বাস্তবায়নের নমুনা। কুরআন শরীফে আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা দিয়েছেন, 'নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মধ্যে তোমাদের জন্য উসওয়ায়ে হাসানা বা সর্বোত্তম আদর্শ রয়েছে।' হাদীস শরীফে হযরত আয়েশা (রা) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে : 'রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চরিত্র হচ্ছে কুরআনের বাস্তব রূপ।'

কুরআন বুঝতে হলে হাদীসের অপরিহার্যতা অনস্বীকার্য। মহানবী (সা)-এর লক্ষ-লক্ষ হাদীস থেকে যাচাই-বাছাই করে হাদীস গ্রন্থসমূহ সংকলিত হয়েছে। তন্মধ্যে বিশুদ্ধতার মানদণ্ডে ছয়টি হাদীস গ্রন্থকে সর্বোচ্চ মর্যাদা দেয়া হয়েছে। এগুলোকে সিহাহ্ সিত্তাহ্ বা বিশুদ্ধতম ছয়টি হাদীস গ্রন্থ বলা হয়।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ এই ছয়টি বিশুদ্ধতম হাদীস গ্রন্থ বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে ইতিমধ্যে প্রকাশ করেছে। সুনানু নাসাঈ শরীফও উপরোক্ত মহতী কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত। সুনানু নাসাঈ শরীফের তৃতীয় খণ্ডটি ২০০৩ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। সমুদয় কপি নিঃশেষ হওয়ায় এক্ষণে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হলো। এ সংস্করণ প্রকাশের পূর্বে পুনঃসম্পাদনা করানো হয়েছে। সম্পাদনা করেছেন শায়খুল হাদীস হাফেয মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাঈল এবং প্রুফ সংশোধন করেছেন— জনাব আবদুস সামাদ আযাদ। এই অমূল্য হাদীস-গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডটি পুনঃ প্রকাশের শুভ-মুহূর্তে আমরা আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে অশেষ শুকরিয়া আদায় করছি।

পরিশেষে গ্রন্থটির অনুবাদক (মরহুম) মাওলানা রিজাউল করীম ইসলামাবাদী, সম্পাদক ও এর প্রকাশনার বিভিন্ন পর্যায়ে যাঁরা আন্তরিক শ্রম দিয়েছেন, তাঁদের সবাইকে অভিনন্দন জানাই। মহান আল্লাহ্ তাঁদের সবাইকে উত্তম জাযা দান করুন।

মুহাম্মাদ শামসুল হক
পরিচালক
অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

সূচিপত্র

বিষয় | পৃষ্ঠা

বিষয় পৃষ্ঠা

বিষয় পৃষ্ঠা

অধ্যায় : হজ্জের বিধি-বিধানসমূহ – ১০৯-২৮০

বিষয় | পৃষ্ঠা

বিষয় পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয় পৃষ্ঠা

বিষয় ... পৃষ্ঠা

বিষয় পৃষ্ঠা

বিষয় পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয় — পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয় পৃষ্ঠা

অধ্যায় : ঘোড়া– ৪৯৬-৫০৭

অধ্যায় : ওয়াক্ফ (আল্লাহ্‌র রাস্তায় নিজের মাল দান করা)– ৫০৮-৫১৭

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ الزَّكَاةِ

অধ্যায় : যাকাত

بَابُ وَجُوْبُ الزَّكَاةِ

পরিচ্ছেদ : যাকাত ফরয হওয়া

٢٤٣٦. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمَّارٍ الْمَوْصِلِيُّ عَنِ الْمُعَافَى عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ اسْحٰقَ الْمَكِّيِّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ اَبِى مَعْبَدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِمُعَاذٍ حِيْنَ بَعَثَهُ اِلَى الْيَمَنِ اِنَّكَ تَاتِى قَوْمًا اَهْلَ كِتَابٍ فَاِذَا جِئْتَهُمْ فَادْعُهُمْ اِلَى اَنْ يَشْهَدُوْا اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاِنْ هُمْ اَطَاعُوْكَ بِذٰلِكَ فَاَخْبِرْهُمْ اَنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِى يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَاِنْ هُمْ يَعْنِى اَطَاعُوْكَ بِذٰلِكَ فَاَخْبِرْهُمْ اَنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ اَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ فَاِنْ هُمْ اَطَاعُوْكَ بِذٰلِكَ فَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُوْمِ *

২৪৩৬. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) - - - -ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন মু'আয (রা)-কে ইয়ামানে পাঠিয়েছিলেন তখন তিনি তাঁকে বলেছিলেন যে, তুমি এমন এক জাতির কাছে যাচ্ছো যারা (আসমানী) কিতাবধারী, যখন তুমি তাদের কাছে পৌঁছবে তখন তাদের তুমি এ সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য আহ্বান করবে যে, "আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই এবং মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহ্‌র রাসূল।" যদি তারা তোমার এই আহ্বানে সাড়া দেয় তবে তাদের তুমি অবহিত করবে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের উপর দিনরাতে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয করেছেন। যদি তারা অর্থাৎ তোমার এই আহ্বানে সাড়া দেয় তবে তাদের তুমি অবহিত করবে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের উপর যাকাত ফরয করেছেন যা তাদের মধ্যকার বিত্তবানদের থেকে নেয়া হবে এবং বিত্তহীনদের মধ্যে ফিরিয়ে দেয়া (বণ্টন করা) হবে। যদি তারা তোমার এই দাওয়াতে সাড়া দেয় তবে তুমি নিজকে অত্যাচারিতের ফরিয়াদ থেকে বাঁচিয়ে রাখবে।

٢٤٣٧. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ بَهْزَ بْنَ حَكِيْمٍ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قُلْتُ يَانَبِيَّ اللّٰهِ مَا اَتَيْتُكَ حَتّٰى حَلَفْتُ اَكْثَرَ مِنْ عَدَدِهِنَّ لِاَصَابِعِ يَدَيْهِ اَنْ لَا اٰتِيَكَ وَلَا اٰتِيَ دِيْنَكَ وَاِنِّي كُنْتُ امْرَأً لَا اَعْقِلُ شَيْئًا اِلَّا مَا عَلَّمَنِي اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُوْلُهُ وَاِنِّي اَسْاَلُكَ بِوَحْيِ اللّٰهِ بِمَا بَعَثَكَ رَبُّكَ اِلَيْنَا قَالَ بِالْاِسْلَامِ قُلْتُ وَمَا اٰيَاتُ الْاِسْلَامِ قَالَ اَنْ تَقُوْلَ اَسْلَمْتُ وَجْهِيَ اِلَى اللّٰهِ وَتَخَلَّيْتُ وَتُقِيْمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ *

২৪৩৭. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল আ'লা (র) - - - - বাহ্‌য্ (র)-এর দাদা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম : হে আল্লাহ্‌র নবী ﷺ ! আমি আপনার কাছে এসেছি আমার দু'হাতের আংগুলসমূহের সংখ্যারও অধিক এ শপথ করার পরেই যে, আমি আপনার কাছেও আসব না আর আপনার ধর্মও গ্রহণ করব না। আর এখন আমি এমন হয়েছি যে, আল্লাহ্ তা'আলা এবং তাঁর রাসূল ﷺ আমাকে যা শিক্ষা দিয়েছেন তাছাড়া আমি আর কিছুই জানি না। আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি আল্লাহ্ তা'আলার ওহী সম্পর্কে, কি দিয়ে আপনার রব আপনাকে আমাদের কাছে পাঠিয়েছেন ? তিনি বললেন, ইসলাম দিয়ে। আমি বললাম, ইসলামের চিহ্ন কি কি ? তিনি বললেন, তোমার এ কথা বলা যে, আমি আমার চেহারাকে (নিজকে) আল্লাহ্ তা'আলার সমীপে সমর্পণ করলাম, অন্য সব কিছু থেকে সম্পর্কচ্ছেদ করে ফেললাম। আরও হলো, তোমার সালাত আদায় করা এবং যাকাত প্রদান করা।

٢٤٣٨. اَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ مُسَاوِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ شَابُوْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سَلَّامٍ عَنْ اَخِيْهِ زَيْدِ بْنِ سَلَّامٍ اَنَّهُ اَخْبَرَهُ عَنْ جَدِّهِ اَبِي سَلَّامٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ غَنْمٍ اَنَّ اَبَا مَالِكٍ الْاَشْعَرِيَّ حَدَّثَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِسْبَاغُ الْوُضُوْءِ شَطْرُ الْاِيْمَانِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ تَمْلَأُ الْمِيْزَانَ وَالتَّسْبِيْحُ وَالتَّكْبِيْرُ يَمْلَأُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ وَالصَّلَاةُ نُوْرٌ وَالزَّكَاةُ بُرْهَانٌ وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ وَالْقُرْاٰنُ حُجَّةٌ لَكَ اَوْ عَلَيْكَ *

২৪৩৮. ঈসা ইব্‌ন মুসাবির (র) - - - - আবূ মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : পূর্ণাংগ রূপে উযূ করা ঈমানের অর্ধেক। আর আলহামদু লিল্লাহ্ মীযানকে পরিপূর্ণ করে ফেলবে, তাসবীহ্ এবং তাকবীর আসমানসমূহ এবং যমীনকে পরিপূর্ণ করে ফেলবে। সালাত হল নূর (আলো) আর যাকাত হল দলীল, ধৈর্য (সাওম) হল জ্যোতি এবং কুরআন হল তোমার পক্ষে অথবা বিপক্ষে প্রমাণ।

٢٤٣٩. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنْ شُعَيْبٍ عَنِ اللَّيْثِ قَالَ اَنْبَاَنَا خَالِدٌ عَنِ ابْنِ اَبِي هِلَالٍ عَنْ نُعَيْمٍ الْمُجْمِرِ اَبِي عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنِي صُهَيْبٌ اَنَّهُ سَمِعَ مِنْ اَبِي هُرَيْرَةَ وَمِنْ اَبِي سَعِيْدٍ يَقُوْلَانِ خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمًا فَقَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

ثُمَّ اَكَبَّ فَاَكَبَّ كُلُّ رَجُلٍ مِّنَّا يَبْكِي لَانَدْرِي عَلَى مَاذَا حَلَفَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فِي وَجْهِهِ الْبُشْرَى فَكَانَتْ أَحَبَّ اِلَيْنَا مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ ثُمَّ قَالَ مَامِنْ عَبْدٍ يُصَلِّى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ وَيَصُوْمُ رَمَضَانَ وَيُخْرِجُ الزَّكَاةَ وَيَجْتَنِبُ الْكَبَائِرَ السَّبْعَ اِلاَّ فُتِّحَتْ لَهُ اَبْوَابُ الْجَنَّةِ فَقِيْلَ لَهُ ادْخُلْ بِسَلَامٍ *

২৪৩৯. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) - - - - আবূ হুরায়রা এবং আবূ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁরা বলেন যে, একদিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে সম্বোধন করে তিনবার বললেন : ঐ সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার প্রাণ। তিনবার বলার পর তিনি উপুড় হয়ে পড়ে গেলেন। আমাদের প্রত্যেকেই উপুড় হয়ে পড়ে গিয়ে ক্রন্দন করতে লাগল। আমরা বুঝতেই পারলাম না যে, তিনি কোন কথার উপর শপথ করলেন। এরপর তিনি তাঁর মাথা উত্তোলন করলেন। তাঁর চেহারায় তখন আনন্দের বিচ্ছুরণ পরিলক্ষিত হচ্ছিল, যা আমাদের কাছে লাল বর্ণের উট (সব রকমের নিআমত) অপেক্ষা অধিক প্রিয় ছিল। তারপর তিনি বললেন : যে বান্দা দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করে, রমাযান মাসে সাওম পালন করে, যাকাত প্রদান করে এবং সাতটি কবিরা গুনাহ্ পরিত্যাগ করে থাকে, অবশ্যই তার জন্য জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হবে এবং তাকে বলা হবে যে, তুমি প্রশান্ত চিত্তে জান্নাতে প্রবেশ কর।

٢٤٤٠. اَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ كَثِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِي عَنْ شُعَيْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ اَنْفَقَ زَوْجَيْنِ مِنْ شَيْءٍ مِنَ الْاَشْيَاءِ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ دُعِيَ مِنْ اَبْوَابِ الْجَنَّةِ يَاعَبْدَ اللّٰهِ هٰذَا خَيْرٌ لَكَ وَلِلْجَنَّةِ اَبْوَابٌ فَمَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الصَّلَاةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلَاةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الْجِهَادِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ وَمَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الصِّيَامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ قَالَ اَبُوْبَكْرٍ هَلْ عَلَى مَنْ يُدْعَى مِنْ تِلْكَ الْاَبْوَابِ مِنْ ضَرُوْرَةٍ فَهَلْ يُدْعَى مِنْهَا كُلِّهَا اَحَدٌ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ نَعَمْ وَاِنِّي اَرْجُوْ اَنْ تَكُوْنَ مِنْهُمْ يَعْنِي اَبَا بَكْرٍ *

২৪৪০. আমর ইব্‌ন উসমান (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) বলেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র রাস্তায় যে কোন জিনিসের এক জোড়া বস্তুও দান করে, তাকে জান্নাতের দরজাসমূহ হতে আহবান করা হবে : হে আল্লাহ্‌র বান্দা, এ (দরজা) তোমার জন্য উত্তম। (বস্তুত:) জান্নাতের অনেক দরজা আছে। যে সালাত আদায়কারী হবে তাকে সালাতের দরজা হতে ডাকা হবে, যে ব্যক্তি জিহাদকারী হবে তাকে জিহাদের দরজা হতে আহবান করা হবে। যে ব্যক্তি যাকাত প্রদানকারী হবে তাকে যাকাতের দরজা হতে আহবান করা হবে। যে ব্যক্তি সাওম পালনকারী হবে তাকে 'রাইয়্যান' (পরিতৃপ্তি) নামক দরজা হতে আহবান করা হবে। আবূ বকর (রা) জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! যাকে ঐসব দরজা দিয়ে আহবান করা হবে, তার

তো কোন সংকটই নেই। তবে কাউকে কি প্রত্যেক দরজা দিয়েই আহবান করা হবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ এবং আমি আশা করি যে, তুমি তাদের মধ্য থেকেই হবে অর্থাৎ আবূ বকর (রা)।

بَابٌ اَلتَّغْلِيْظُ فِى حَبْسِ الزَّكَاةِ

পরিচ্ছেদ : যাকাত প্রদান না করার ব্যাপারে কঠোর সতর্ক বাণী

٢٤٤١. اَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِىِّ فِى حَدِيْثِهِ عَنْ اَبِى مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنِ الْمَعْرُوْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ اَبِى ذَرٍّ قَالَ جِئْتُ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ وَهُوَ جَالِسٌ فِى ظِلِّ الْكَعْبَةِ فَلَمَّا رَاٰنِى مُقْبِلاً قَالَ هُمُ الْاَخْسَرُوْنَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ فَقُلْتُ مَالِى لَعَلِّى اُنْزِلَ فِىَّ شَىْءٌ قُلْتُ مَنْ هُمْ فِدَاكَ اَبِى وَاُمِّى قَالَ الْاَكْثَرُوْنَ اَمْوَالاً اِلاَّ مَنْ قَالَ هٰكَذَا وَهٰكَذَا حَتّٰى بَيْنَ يَدَيْهِ وَعَنْ يَمِيْنِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ ثُمَّ قَالَ وَالَّذِىْ نَفْسِى بِيَدِهِ لاَ يَمُوْتُ رَجُلٌ فَيَدَعُ اِبِلاً اَوْ بَقَرًا لَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهَا اِلاَّ جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْظَمَ مَاكَانَتْ وَاَسْمَنَهُ تَطَؤُهُ بِاَخْفَافِهَا وَتَنْطِحُهُ بِقُرُوْنِهَا كُلَّمَا نَفِدَتْ اُخْرَاهَا اُعِيْدَتْ اُوْلاَهَا حَتّٰى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ *

২৪৪১. হান্নাদ ইব্‌ন সারী (র) - - - - আবূ যর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-এর কাছে আসলাম; তখন তিনি কা'বার ছায়ায় বসা ছিলেন। তিনি আমাকে অগ্রসর হতে দেখে বললেন, কা'বার রবের শপথ, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত। আমি (মনে মনে) বললাম, আমার সর্বনাশ, মনে হয় আমার সম্পর্কে কোন বিষয় অবতীর্ণ হয়েছে। আমি বললাম, আপনার উপর আমার পিতা-মাতা কুরবান হোক। তারা কারা? তিনি বললেন, তারা হল অধিক সম্পদশালী ব্যক্তিরা, কিন্তু যারা এরূপে, এরূপে দান-খয়রাত করে এমনকি তাদের সামনে, ডানে এবং বামে (কল্যাণের বিভিন্ন খাতে) দান-খয়রাত করে। এরপর তিনি বললেন যে, ঐ সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার জীবন, যে ব্যক্তি উট কিংবা গরুর যাকাত প্রদান না করে মারা যায় কিয়ামতের দিন সেগুলোকে পূর্বাপেক্ষা বিরাট এবং বলিষ্ঠাকারে তার সামনে আনা হবে ; সেগুলো (পালাক্রমে) চক্রাকারে তাকে ক্ষুর দ্বারা পদদলিত করতে থাকবে এবং শিং দ্বারা আঘাত করতে থাকবে। যখন (সারির) শেষটি পার হয়ে যাবে তখন প্রথমটি ফিরে আসবে। এরূপ চলতে থাকবে লোকজনের মাঝে বিচার কার্য নিষ্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত।

٢٤٤٢. اَخْبَرَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوْسَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ جَامِعِ بْنِ اَبِى رَاشِدٍ عَنْ اَبِى وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَامِنْ رَجُلٍ لَهُ مَالٌ لاَ يُؤَدِّى حَقَّ مَالِهِ اِلاَّ جُعِلَ لَهُ طَوْقًا فِى عُنُقِهِ شُجَاعٌ اَقْرَعُ وَهُوَ يَفِرُّ مِنْهُ وَهُوَ يَتْبَعُهُ ثُمَّ قَرَأَ مِصْدَاقَهُ مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَا اٰتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُوْنَ مَابَخِلُوْا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْاٰيَةَ *

২৪৪২. মুজাহিদ ইব্‌ন মূসা (র) - - - - আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তির ধন-সম্পদ রয়েছে অথচ সে তার সম্পদের 'হক' (যাকাত) প্রদান করছে না, সেগুলো দিয়ে তার গলায় দুর্দান্ত ও অতি বিষাক্ত সাপ রূপে বেড়ি দেওয়া হবে, সেই ব্যক্তি সর্প থেকে পলায়ন করতে থাকবে কিন্তু সর্প তার পশ্চাদ্ধাবন করতে থাকবে। এরপর তিনি কুরআন থেকে তার প্রমাণ পাঠ করলেন : وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَا آتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُوْنَ مَابَخِلُوْا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ – (এবং আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে যা তাদের দিয়েছেন তাতে যারা কৃপণতা করে, তাদের জন্য তা মঙ্গল , ইহা যেন তারা কিছুতেই মনে না করে। বরং ইহা তাদের জন্য অমঙ্গল। যাতে তারা কৃপণতা করে কিয়ামতের দিন তাই তাদের গলায় বেড়ি বানিয়ে দেয়া হবে (৩ : ১৮০)।

٢٤٤٣. اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ أَبِى عَرُوْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ اَبِى عَمْرٍو الْغُدَانِىِّ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَيُّمَا رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ اِبِلٌ لَايُعْطِىْ حَقَّهَا فِى نَجْدَتِهَا وَرِسْلِهَا قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَانَجْدَتُهَا وَرِسْلُهَا قَالَ فِى عُسْرِهَا وَيُسْرِهَا فَاِنَّهَا تَأْتِىْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَاَغَذِّ مَاكَانَتْ وَأَسْمَنِهِ وَاَشَرِهِ يُبْطَحُ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ فَتَطَؤُهُ بِاَخْفَافِهَا اِذَا جَاءَتْ اُخْرَاهَا اُعِيْدَتْ عَلَيْهِ اُوْلاَهَا فِى يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ حَتّٰى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ فَيَرَى سَبِيْلَهُ وَاَيُّمَا رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ بَقَرٌ لَايُعْطِى حَقَّهَا فِى نَجْدَتِهَا وَرِسْلِهَا فَاِنَّهَا تَأْتِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَغَذَّمَا كَانَتْ وَأَسْمَنَهُ وَاَشَرَهُ يُبْطَحُ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ فَتَنْطَحُهُ كُلُّ ذَاتِ قَرْنٍ بِقَرْنِهَا وَتَطَؤُهُ كُلُّ ذَاتِ ظِلْفٍ بِظِلْفِهَا اِذَا جَاوَزَتْهُ اُخْرَاهَا اُعِيْدَتْ عَلَيْهِ اُوْلاَهَا فِى يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ حَتّٰى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ فَيَرَى سَبِيْلَهُ وَاَيُّمَا رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ غَنَمٌ لَايُعْطِى حَقَّهَا فِى نَجْدَتِهَا وَرِسْلِهَا فَاِنَّهَا تَاْتِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَاَغَذِّمَا كَانَتْ وَاَكْثَرِهِ وَاَسْمَنِهِ وَاَشَرِهِ ثُمَّ يُبْطَحُ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ فَتَطَؤُهُ كُلُّ ذَاتِ ظِلْفٍ بِظِلْفِهَا وَتَنْطَحُهُ كُلُّ ذَاتِ قَرْنٍ بِقَرْنِهَا لَيْسَ فِيْهَا عَقْصَاءُ وَلاَ عَضْبَاءُ اِذَا جَاوَزَتْهُ اُخْرَاهَا اُعِيْدَتْ عَلَيْهِ اُوْلاَهَا فِى يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ حَتّٰى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ فَيَرَى سَبِيْلَهُ *

২৪৪৩. ইসমাঈল ইব্‌ন মাসউদ (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তির উট রয়েছে কিন্তু সে অনটন ও প্রাচুর্যের অবস্থায় সেগুলোর যাকাত প্রদান করে না, সাহাবিগণ জিজ্ঞাসা করলেন যে, সেগুলোর অনটন ও প্রাচুর্যের অর্থ কি ? তিনি বললেন : সেগুলোর (মালিকের) দুর্দিনে কিংবা সুদিন থাকা। কেননা সেগুলো কিয়ামতের দিন পূর্বাপেক্ষা অধিক দ্রুতগতি সম্পন্ন,

অধিক হৃষ্টপুষ্ট এবং অধিক দুর্বিনীতরূপে উপস্থিত হবে। সেই ব্যক্তিকে ঐ উটগুলোর সামনে একটি প্রশস্ত এবং সমতল ভূমিতে উপুড় করে রাখা হবে। সেগুলো তাকে তাদের ক্ষুর দ্বারা (চক্রাকারে) দলন করতে থাকবে। যখন শেষ উটটি পার হয়ে যাবে তখন প্রথম উটটি ফিরে আসবে। (এই শাস্তি) এমন একদিন (দেওয়া হবে) যেই দিন পঞ্চাশ হাজার বছরের সমপরিমাণ হবে, এই শাস্তি লোকদের মাঝে বিচার কার্য সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত দেওয়া হবে। এরপর সে (জান্নাত কিংবা জাহান্নামের দিকে) তার পথ দেখে নেবে। আর যে ব্যক্তির গরু রয়েছে কিন্তু সে সেগুলোর অনটন বা সচ্ছলতার অবস্থায় যাকাত প্রদান করে না, সেগুলো কিয়ামতের দিন পূর্বাপেক্ষা অধিক দ্রুতগতি সম্পন্ন, অধিক হৃষ্টপুষ্ট এবং অধিক দুর্বিনীত রূপে উপস্থিত হবে। সে ব্যক্তিকে ঐ গরুগুলোর সামনে একটি প্রশস্ত এবং সমতল ভূমিতে উপুড় করে রাখা হবে। তাকে প্রত্যেক শিং বিশিষ্ট জন্তু তার শিং দ্বারা আঘাত করতে থাকবে এবং প্রত্যেক ক্ষুর বিশিষ্ট জন্তু তার ক্ষুর দ্বারা দলন করতে থাকবে। যখন তাদের শেষটি পার হয়ে যাবে তখন প্রথমটি ফিরে আসবে, এমন একদিন (এই শাস্তি দেওয়া হবে) যেই দিন পঞ্চাশ হাজার বছরের সমপরিমাণ হবে। এই শাস্তি লোকজনের মাঝে বিচার কার্য সম্পন্ন হওয়া না পর্যন্ত দেওয়া হবে। এরপর সে (জান্নাত কিংবা জাহান্নামের দিকে) তার পথ দেখে নেবে। আর যে ব্যক্তির ছাগল রয়েছে কিন্তু সে সেগুলোর যাকাত প্রদান করে না অনটন ও সচ্ছলতার অবস্থায়, সেগুলো কিয়ামতের দিন পূর্বাপেক্ষা অধিক দ্রুতগতি সম্পন্ন, অধিক হৃষ্টপুষ্ট এবং অতি বীভৎস আকৃতিতে উপস্থিত হবে। এরপর সেই ব্যক্তিকে ঐ ছাগলগুলোর সামনে একটি প্রশস্ত এবং সমতল ভূমিতে উপুড় করে রাখা হবে। তখন প্রত্যেক ক্ষুর বিশিষ্ট জন্তু তাকে তার ক্ষুর দ্বারা দলন করতে থাকবে এবং প্রত্যেক শিং বিশিষ্ট জন্তু তাকে তার শিং দ্বারা আঘাত করতে থাকবে। (কিয়ামতের দিন) সেগুলোর কোনটি বাঁকা শিং বিশিষ্ট বা ভাঙ্গা শিং বিশিষ্ট হবে না। যখন শেষটি পার হয়ে যাবে তখন প্রথমটি ফিরে আসবে। (এই শাস্তি) এমন একদিন দেওয়া হবে, যেই দিন পঞ্চাশ হাজার বছরের সম পরিমাণ হবে। এই শাস্তি লোকজনের মাঝে বিচার কার্য সম্পন্ন না হওয়ার পর্যন্ত দেওয়া হবে। এরপর সে তার গন্তব্য স্থান দেখে নেবে।

بَابُ مَانِعُ الزَّكَاةِ

পরিচ্ছেদ : যাকাত আদায়ে অস্বীকৃতি প্রদানকারী

٢٤٤٤. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُوْدٍ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اسْتُخْلِفَ اَبُوْ بَكْرٍ بَعْدَهُ وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ قَالَ عُمَرُ لِاَبِي بَكْرٍ كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُمِرْتُ اَنْ اُقَاتِلَ النَّاسَ حَتّٰى يَقُوْلُوْا لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ فَمَنْ قَالَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ اِلَّا بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللّٰهِ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ لَاُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ فَاِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ وَاللّٰهِ لَوْمَنَعُوْنِي عِقَالًا كَانُوْا يُؤَدُّوْنَهُ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهِ قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَوَاللّٰهِ مَاهُوَ اِلَّا اَنْ رَاَيْتُ اللّٰهَ شَرَحَ صَدْرَ اَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ فَعَرَفْتُ اَنَّهُ الْحَقُّ *

২৪৪৪. কুতায়বা (র) --- আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর ওফাত হয়ে গেল এবং তাঁর পরে আবূ বকর (রা) খলীফা মনোনীত হলেন আর আরবের যারা কাফির হওয়ার ছিল তারা কাফির হয়ে গেল। (একটি দল যাকাত দিতে অস্বীকার করল) তখন উমর (রা) আবূ বকর (রা)-কে বললেন : আপনি লোকদের বিরুদ্ধে কিভাবে যুদ্ধ করবেন অথচ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যতক্ষণ পর্যন্ত লোকজন "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্" না পড়বে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে আদিষ্ট হয়েছি। তবে যে ব্যক্তি "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্" বলবে তার জানমাল আমার পক্ষ থেকে নিরাপদ হয়ে যাবে, তবে আইনগত কারণে (অপরাধের শাস্তি তাকে পেতে হবে।) তার (বাস্তব) হিসাব আল্লাহ্র কাছে সোপর্দ। তখন আবূ বকর (রা) বললেন : আমি অবশ্যই তাদের বিরুদ্ধেও জিহাদ করব যে সালাত এবং যাকাতের মধ্যে পার্থক্য করবে। কেননা যাকাত হল (শরী'আত নির্ধারিত) সম্পদের 'হক'। আল্লাহ্র শপথ, যদি লোকজন আমার কাছে এমন একটি রশিও প্রদান না করে যা তারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে প্রদান করত, তাহলে তা প্রদান না করার কারণেও আমি তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করব। উমর (রা) বলেন যে, আল্লাহ্র শপথ, আমি আবূ বকর (রা)-এর সিদ্ধান্তের সাথে এই কারণে ঐকমত্য পোষণ করলাম যে, আমি দেখলাম, আল্লাহ্ তা'আলা আবূ বকর (রা)-এর অন্তর জিহাদের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। সুতরাং আমি বুঝতে পারলাম যে, তা-ই সঠিক (সিদ্ধান্ত)।

بَابُ عُقُوْبَةِ مَانِعِ الزَّكَاةِ

পরিচ্ছেদ : যাকাত প্রদান অস্বীকারকারীর শাস্তি

٢٤٤٥. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ جَدِّى قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ فِى كُلِّ اِبِلٍ سَائِمَةٍ فِى كُلِّ اَرْبَعِيْنَ ابْنَةُ لَبُوْنٍ لاَ يُفَرَّقُ اِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا مَنْ اَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فَلَهُ اَجْرُهَا وَمَنْ اَبَى فَاِنَّا اٰخِذُوْهَا وَشَطْرَ مَالِهِ (اِبِلِهِ) عَزْمَةٌ مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا لاَ يَحِلُّ لاٰلِ مُحَمَّدٍ ﷺ مِنْهَا شَيْئٌ *

২৪৪৫. আমর ইব্ন আলী (র) ---- বাহ্য ইব্ন হাকীম (র)-এর দাদা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে প্রত্যেক অবাধে বিচরণকারী উটের ব্যাপারে বলতে শুনেছি : প্রত্যেক চল্লিশে একটি বিনৃত লাবূন (তিন বছর বয়সী মাদী উট) দিতে হবে (যখন উটের সংখ্যা এক শত বিশের অধিক হবে।) এই হিসাব থেকে কোন উট বাদ যাবে না। যে ব্যক্তি সওয়াবের নিয়্যতে তা প্রদান করবে তাকে তার সওয়াব প্রদান করা হবে। আর যে ব্যক্তি তা প্রদানে অস্বীকার করবে আমিই তার থেকে তা উসূল করে নেব এবং তার আরো অর্ধেক মাল (উট) উসূল করে নেব। এটা আল্লাহ্ তা'আলার (অবশ্য পালনীয়) ওয়াজিবসমূহের এক ওয়াজিব। যাকাতের কোন বস্তু মুহাম্মাদ ﷺ -এর বংশধরদের জন্য বৈধ নয়।[১]

بَابُ الزَّكَاةِ الْاِبِلِ

পরিচ্ছেদ : উটের যাকাত

٢٤٤٦. اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَمْرُو بْنُ يَحْيَى ح

১. সম্ভবতঃ বিধানটি আর্থিক দণ্ড (জরিমানা) বৈধ থাকার সময়ের। যা পরে রহিত (মানসুখ) হয়েছে।

وَاَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ سُفْيَانَ وَشُعْبَةَ وَمَالِكٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ اَوْسُقٍ صَدَقَةٌ وَلَافِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ وَلاَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ اَوَاقٍ صَدَقَةٌ *

২৪৪৬. উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন সাঈদ (র) এবং মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুসান্না (র) - - - - আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : পাঁচ ওয়াসাক (এক হাজার কেজি বা ১ টন)-এর কম মালে (শষ্যে) যাকাত ওয়াজিব হয় না। পাঁচ উটের কমেও যাকাত ওয়াজিব হয় না এবং পাঁচ ওকিয়া (দুই শত দিরহাম-সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপা)-এর কমেও যাকাত ওয়াজিব হয় না।

٢٤٤٧. اَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ اَنْبَانَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ اَوَاقٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ اَوْسُقٍ صَدَقَةٌ *

২৪৪৭. ঈসা ইব্‌ন হাম্মাদ (র) - - - - আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : পাঁচটির কম উটে যাকাত নেই, পাঁচ ওকিয়ার কমে (রূপায়) যাকাত নেই আর পাঁচ ওয়াসাকের কম (ফসলে)ও কোন যাকাত নেই।

٢٤٤٨. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُظَفَّرُ بْنُ مُدْرِكٍ اَبُوْكَامِلٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ اَخَذْتُ هٰذَا الْكِتَابَ مِنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ اَبَا بَكْرٍ كَتَبَ لَهُمْ اِنَّ هٰذِهِ فَرَائِضُ الصَّدَقَةِ الَّتِى فَرَضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ الَّتِى اَمَرَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا رَسُوْلَهُ ﷺ فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ الْمُسْلِيْنَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِ وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَ ذٰلِكَ فَلاَ يُعْطِ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسٍ وَعِشْرِيْنَ مِنَ الْاِبِلِ فِى كُلِّ خَمْسِ ذَوْدٍ شَاةٌ فَاِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِيْنَ فَفِيْهَا بِنْتُ مَخَاضٍ اِلَى خَمْسٍ وَثَلاَثِيْنَ فَاِنْ لَمْ تَكُنْ بِنْتُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ فَاِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلاَثِيْنَ فَفِيْهَا بِنْتُ لَبُوْنٍ اِلَى خَمْسٍ وَاَرْبَعِيْنَ فَاِذَا بَلَغَتْ سِتَّةً وَاَرْبَعِيْنَ فَفِيْهَا حِقَّةٌ طَرُوْقَةُ الْفَحْلِ اِلَى سِتِّيْنَ فَاِذَا بَلَغَتْ اِحْدَى وَسِتِّيْنَ فَفِيْهَا جَذَعَةٌ اِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِيْنَ فَاِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَسَبْعِيْنَ فَفِيْهَا بِنْتَا لَبُوْنٍ اِلَى تِسْعِيْنَ فَاِذَا بَلَغَتْ اِحْدَى وَتِسْعِيْنَ فَفِيْهَا حِقَّتَانِ طَرُوْقَتَا الْفَحْلِ اِلَى عِشْرِيْنَ وَمِائَةٍ فَاِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِيْنَ وَمِائَةٍ فَفِى كُلِّ اَرْبَعِيْنَ بِنْتُ لَبُوْنٍ وَفِى كُلِّ خَمْسِيْنَ حِقَّةٌ فَاِذَا تَبَايَنَ

أَسْنَانُ الْإِبِلِ فِي فَرَائِضِ الصَّدَقَاتِ فَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ أَوْعِشْرِينَ دِرْهَمًا وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ حِقَّةٌ وَعِنْدَهُ جَذَعَةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْشَاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ بِنْتُ لَبُونٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ ابْنَةِ لَبُونٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلاَّ حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ ابْنَةِ لَبُونٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ بِنْتُ لَبُونٍ وَعِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ ابْنَةِ مَخَاضٍ وَلَيْسَ عِنْدَهُ إِلاَّ ابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ وَلَيْسَ مَعَهُ شَىْءٌ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ إِلاَّ أَرْبَعٌ مِنَ الْإِبِلِ فَلَيْسَ فِيهَا شَىْءٌ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا ثَلاَثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلاَثِ مِائَةٍ فَإِذَا زَادَتْ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ وَلاَ يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلاَ ذَاتُ عَوَارٍ وَلاَ تَيْسُ الْغَنَمِ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ وَلاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً وَاحِدَةً فَلَيْسَ فِيهَا شَىْءٌ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا وَفِي الرِّقَةِ رُبْعُ الْعُشْرِ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ إِلاَّ تِسْعِينَ وَمِائَةَ دِرْهَمٍ فَلَيْسَ فِيهَا شَىْءٌ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا *

২৪৪৮. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) - - - - আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, আবূ বকর (রা) তাদেরকে (যাকাত আদায়কারীদের) লিখলেন যে, মহান মহিয়ান আল্লাহ তা'আলার নির্দেশক্রমে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মুসলমানদের উপর এ ফরয যাকাত ধার্য করেছেন। অতএব, যে মুসলমানকে নিয়ম মাফিক যাকাত আদায় করতে বলা হবে সে আদায় করে দেবে, আর যে ব্যক্তিকে এর চেয়ে বেশি আদায় করতে বলা হবে সে তা আদায় করবে না। পঁচিশটির কম উট হলে প্রত্যেক পাঁচ উটে একটি বকরী দিতে হবে। পঁচিশ হতে পঁয়ত্রিশ পর্যন্ত বিন্‌ত মাখায (দুই বছরী উট) দিতে হবে। দুই বছরী উট না থাকলে একটি ইব্‌ন লাবূন (তিন বছরী পুরুষ উট) দিবে। ছত্রিশ হতে পঁয়তাল্লিশ পর্যন্ত একটি তিন বছরী উট, ছেচল্লিশ হতে ষাট পর্যন্ত একটি আরোহণের উপযোগী (চার বছরী মাদী উট), একষট্টি হতে পঁচাত্তর পর্যন্ত একটি জাযা'মা (পাঁচ বছরী মাদী উট), ছিয়াত্তর

হতে নব্বই পর্যন্ত দুইটি তিন বছরী উট, একানব্বই হতে একশত বিশ পর্যন্ত আরোহণের উপযোগী দুইটি চার বছরী উট দিতে হবে। যখন একশত বিশটি উটের বেশি হবে তখন প্রত্যেক চল্লিশে একটি তিন বছরী উট এবং প্রত্যেক পঞ্চাশে একটি চার বছরী উট ওয়াজিব হবে। যখন যাকাত আদায়কালীন সময় উটের বয়সের বিভিন্নতা দেখা দেয়, যেমন কারো উপর একটি পাঁচ বছরী মাদী উট ওয়াজিব হয়েছে কিন্তু তার কাছে কোন পাঁচ বছরী মাদী উট নেই বরং তার কাছে চার বছরী উট আছে তখন তার কাছ থেকে চার বছরী উট আদায় করে আরো দুটি ছাগল ধার্য করা (আদায় করা) হবে- যদি তা সহজ হয়। অন্যথা বিশটি দিরহাম আদায় করবে। যার উপর একটি চার বছর বয়সী মাদী উট ওয়াজিব হয়েছে অথচ তার কাছে পাঁচ বছর বয়সী মাদী উটই আছে তখন তার কাছ থেকে তাই আদায় করে নেবে এবং যাকাত উসূলকারী তাকে বিশটি দিরহাম অথবা দুইটি ছাগল যা সহজ হয় ফিরিয়ে দেবে। যার উপর চার বছরী মাদী উট ওয়াজিব হয়েছে কিন্তু তার কাছে চার বছর বয়সী মাদী উট নেই বরং তিন বছর বয়সী উট আছে, তখন তার কাছে থেকে তাই আদায় করা হবে এবং দুইটি ছাগল যদি তা সহজ হয়। অন্যথা বিশটি দিরহাম। তার সাথে আদায় করে নেবে। আর যার উপর তিন বছর বয়সী মাদী উট ওয়াজিব হয়েছে কিন্তু তার কাছে শুধুমাত্র চার বছর বয়সী উট রয়েছে, তাহলে তার কাছে থেকে তাই আদায় করবে এবং যাকাত উসূলকারী তাকে বিশটি দিরহাম বা দুইটি ছাগল ফিরিয়ে দেবে। আর যার উপর তিন বছর বয়সী মাদী উট ওয়াজিব হয়েছে কিন্তু তার কাছে তিন বছর বয়সী উট নেই বরং তার কাছে দুই বছর বয়সী উট আছে তাহলে তার কাছ থেকে তাই উসূল করে নেবে এবং তার সাথে দুইটি ছাগল যদি তা সহজ হয়। অন্যথা বিশটি দিরহাম নেবে। আর যার উপর দুই বছরী মাদী উট ওয়াজিব হয়ে যায় অথচ তার কাছে শুধুমাত্র তিন বছর বয়সী পুরুষ উট থাকে তাহলে তার কাছ থেকে তাই উসূল করে নেবে এবং তার সাথে অন্য কোন কিছু নেবে না এবং দিবে না। আর যার কাছে শুধুমাত্র চারটি উট আছে তার উপর কোন যাকাত ওয়াজিব হবে না। তবে হ্যাঁ, তার মালিক যদি কিছু প্রদান করতে চায় (তবে সেটা ভিন্ন কথা)। আর চল্লিশটি হতে একশত বিশটি পর্যন্ত অবাধে বিচরণকারী ছাগলে যাকাত হিসাবে একটি ছাগল ওয়াজিব হবে। একশত একুশ হতে দুইশত পর্যন্ত ছাগলে দু'টি ছাগল ওয়াজিব হবে। দুইশত এক হতে তিনশত পর্যন্ত ছাগলে তিনটি ছাগল ওয়াজিব হবে। যখন এরও অধিক হয়ে যাবে তখন প্রত্যেক একশত ছাগলে একটি ছাগল ওয়াজিব হবে। আর অতি বৃদ্ধ (খুঁত বিশিষ্ট) এবং পাঠা ছাগলও আদায় করবে না। তবে হ্যাঁ, উসূলকারী যদি ইচ্ছা করে তবে আদায় করতে পারবে। যাকাতের ভয়ে বিচ্ছিন্ন পশু কখনো একত্রিত করবে না এবং একত্রিত পশুও কখনো বিচ্ছিন্ন করবে না। আর শরিকী মালে যাকাত উভয় মালে সমভাবে প্রযোজ্য হবে। কারো বিচরণকারী ছাগল যদি চল্লিশটি থেকে একটিও কম হয়, তবে তাতে যাকাত ওয়াজিব হবে না, অবশ্য মালিক যদি যাকাত দিতে ইচ্ছে করে (তবে সেটা ভিন্ন কথা)। রূপায় চল্লিশ ভাগের এক ভাগ যাকাত ওয়াজিব হবে। কারো কাছে যদি শুধু একশত নব্বই দিরহাম থাকে তবে তাতে যাকাত ওয়াজিব হবে না, অবশ্য মালিক যদি যাকাত দিতে ইচ্ছা করে (তবে সেটা ভিন্ন কথা)।

بَابٌ مَانِعِ زَكَاةِ الاِبِلِ

পরিচ্ছেদ : উটের যাকাত প্রদান অস্বীকারকারী প্রসঙ্গে

٢٤٤٩. اَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنِى اَبُو الزِّنَادِ مِمَّا حَدَّثَهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ الاَعْرَجُ مِمَّا ذَكَرَ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ بِهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَاتِى الاِبِلُ عَلَى رَبِّهَا عَلَى خَيْرِ مَاكَانَتْ اِذَا هِىَ لَمْ يُعْطِ فِيْهَا حَقَّهَا تَطَؤُهُ

بِاَخْفَافِهَا وَتَاتِى الْغَنَمُ عَلَى رَبِّهَا عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ اِذَا لَمْ يُعْطِ فِيْهَا حَقَّهَا تَطَوُّهُ بِاَظْلاَفِهَا وَتَنْطَحُهُ بِقُرُوْنِهَا قَالَ وَمِنْ حَقِّهَا اَنْ تُحْلَبَ عَلَى الْمَاءِ اَلاَ لاَ يَاتِيَنَّ اَحَدُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِبَعِيْرٍ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ لَهُ رُغَاءٌ فَيَقُوْلُ يَامُحَمَّدُ فَاَقُوْلُ لاَ اَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْبَلَّغْتُ اَلاَ لاَ يَاتِيَنَّ اَحَدُكُمْ الْقِيَامَةِ بِشَاةٍ يَحْمِلُهَا عَلَى رَقَبَتِهِ لَهَا يُعَارٌ فَيَقُوْلُ يَامُحَمَّدُ فَاَقُوْلُ لاَ اَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ بَلَّغْتُ قَالَ وَيَكُوْنُ كَنْزُ اَحَدِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا اَقْرَعَ يَفِرُّ مِنْهُ صَاحِبُهُ وَيَطْلُبُهُ اَنَا كَنْزُكَ فَلاَ يَزَالُ حَتَّى يُلْقِمَهُ اُصْبُعَهُ *

২৪৪৯. ইমরান ইবন বাক্কার (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : উটের মালিক তাতে প্রাপ্য হক (ও ধার্যকৃত) যাকাত আদায় না করলে তা তার কাছে পূর্বাপেক্ষা অধিক বলিষ্ঠাকারে উপস্থিত হবে। তাকে তাদের ক্ষুর দ্বারা দলন করতে থাকবে। আর ছাগলের মালিকও তাতে প্রাপ্য 'হক' (যাকাত) আদায় না করলে তা তার সামনে পূর্বাপেক্ষা অধিক বলিষ্ঠাকারে উপস্থিত হবে ; তাকে স্বীয় ক্ষুর দ্বারা দলন করতে থাকবে এবং তাদের শিং দ্বারা আঘাত করতে থাকবে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আরো বলেছেন যে, জীব-জন্তুতে প্রাপ্য 'হক'-এর অন্যতম হল পানির কাছে তার দুধ দোহন করা।[1] সাবধান, কেউ যেন কিয়ামতের দিন তার কাঁধে কোন উট নিয়ে উপস্থিত না হয়, যা চিৎকার করতে থাকবে। আর ঐ ব্যক্তি বলতে থাকবে : হে মুহাম্মাদ (সাহায্য করুন)! আমি বলব : আমি তোমার জন্য কিছুই করতে পারব না। আমি তো আগেই (আল্লাহ্র হুকুম) পৌঁছিয়ে দিয়েছিলাম। সাবধান, তোমাদের কেউ যেন কিয়ামতের দিন তার কাঁধে কোন ছাগল নিয়ে উপস্থিত না হয়, যা চিৎকার করতে থাকবে। আর ঐ ব্যক্তি বলতে থাকবে, হে মুহাম্মাদ ! তখন আমি বলব : আমি তো আগেই (আল্লাহ্র হুকুম) পৌঁছিয়ে দিয়েছিলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আরো বলেছেন : তাদের কারো কারো সম্পদ (যে সম্পদে যাকাত ওয়াজিব হওয়া সত্ত্বেও যাকাত আদায় করা হয় না) কিয়ামতের দিন বিষাক্ত সাপের আকার ধারণ করবে। আর তার মালিক তা থেকে পলায়ন করতে থাকবে। কিন্তু সে তার পিছনে ধাওয়া করতে থাকবে (এবং বলতে থাকবে :) আমি তো তোমার সম্পদ। (এইরূপ পিছু নিতে নিতে) অবশেষে সে (ব্যক্তি) বাধ্য হয়ে তার আংগুল তার (সাপের) মুখের মধ্যে ঢুকিয়ে দিবে এবং ঐ সাপ তার অঙ্গুলী এবং পর্যায়ক্রমে সমস্ত দেহ গিলে ফেলবে।

بَابٌ سُقُوْطِ الزَّكَاةِ عَنِ الاِبِلِ اِذَا كَانَتْ رُسُلاً لاَهْلِهَا وَلِحَمُوْلَتِهِمْ

পরিচ্ছেদ : উটের যাকাত থেকে অব্যাহতি– যদি তা তার মালিকদের দুধের জন্য এবং পরিবহনের জন্য হয়

٢٤٥٠. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الاَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ بَهْزَ بْنَ حَكِيْمٍ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ فِى كُلِّ اِبِلٍ سَائِمَةٍ مِنْ كُلِّ اَرْبَعِيْنَ ابْنَةُ

১. আরবের লোকদের মধ্যে এই প্রথা চালু ছিল যে, দুগ্ধবতী পশুকে কোথাও পানি পান করাতে নেওয়া হলে দুধ দোহন করার পর উপস্থিত গরীব লোকদের কিছু দুধ দান করা হত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এ প্রথাকে মুস্তাহাব হিসেবে বহাল রেখেছেন।

لَبُوْنٍ لَا تُفَرَّقُ اِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا مَنْ اَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا لَهُ اَجْرُهَا وَمَنْ مَنَعَهَا فَاِنَّا اٰخِذُوْهَا وَشَطْرَ اِبِلِهِ عَزْمَةٌ مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا لَايَحِلُّ لِاٰلِ مُحَمَّدٍ ﷺ مِنْهَا شَيْءٌ *

২৪৫০. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল 'আলা (র) - - - - বাহয্ ইব্‌ন হাকীম (র)-এর দাদা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি : প্রত্যেক অবাধে বিচরণকারী উটের যাকাত হল প্রত্যেক চল্লিশে একটি বিন্‌ত লাবুন (তিন বছর বয়সী উটনী)। উটের হিসাব থেকে কোন উটকে বাদ দেওয়া হবে না। যে ব্যক্তি সওয়াবের নিয়্যতে তা দান করবে তার জন্য তার সওয়াব রয়েছে আর যে ব্যক্তি তা আদায় করতে অস্বীকার করবে আমরা অবশ্যই তার থেকে তা এবং সাথে সাথে তার অর্ধেক উট নিয়ে নেব। এটা আমার আল্লাহ্‌র অবশ্য পালনীয় বিধানসমূহ থেকে একটি বিধান। মুহাম্মাদ (সা)-এর বংশধরদের জন্য এর কোন কিছু বৈধ নয়।

بَابٌ زَكَاةُ الْبَقَرِ

পরিচ্ছেদ : গরুর যাকাত

٢٤٥١. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اٰدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُفَضَّلٌ وَهُوَ ابْنُ مُهَلْهِلٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ مُعَاذٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَعَثَهُ اِلَى الْيَمَنِ وَاَمَرَهُ اَنْ يَاْخُذَ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِيْنَارًا اَوْعِدْلَهُ مَعَافِرَ وَمِنَ الْبَقَرِ مِنْ ثَلَاثِيْنَ تَبِيْعًا اَوْتَبِيْعَةً وَمِنْ كُلِّ اَرْبَعِيْنَ مُسِنَّةً *

২৪৫১. মুহাম্মাদ ইব্‌ন রাফি (রা) - - - - মু'আয (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে ইয়ামানে পাঠালেন এবং তাঁকে আদেশ দিলেন যেন, তাদের প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তি থেকে এক দীনার করে আদায় করেন অথবা তার সমমূল্যের মা'আফির ইয়ামানী চাদর আদায় করেন। আর গরুর যাকাত হিসেবে প্রত্যেক ত্রিশে একটি তাবী (দুই বছর বয়সী) বৃষ বা গাভী এবং প্রত্যেক চল্লিশে একটি 'মুসিন্না' (তিন বছর বয়সী গাভী) আদায় করেন।

٢٤٥٢. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْلَى وَهُوَ ابْنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ مَسْرُوْقٍ وَالْاَعْمَشُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ قَالَا قَالَ مُعَاذٌ بَعَثَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلَى الْيَمَنِ فَاَمَرَنِيْ اَنْ اٰخُذَ مِنْ كُلِّ اَرْبَعِيْنَ بَقَرَةً ثَنِيَّةً وَمِنْ كُلِّ ثَلَاثِيْنَ تَبِيْعًا وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِيْنَارًا اَوْعِدْلَهُ مَعَافِرَ *

২৪৫২. আহমাদ ইব্‌ন সুলায়মান (র) - - - - মু'আয (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইয়ামানে পাঠালেন এবং আমাকে আদেশ দিলেন যেন, আমি প্রত্যেক চল্লিশটি গরু থেকে একটি তিন বছর বয়সী গাভী এবং প্রত্যেক ত্রিশটি থেকে একটি তাবী' (দুই বছর বয়সী) গরু আর প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তি থেকে এক দীনার অথবা তার সমমূল্যের মা'আফির (ইয়ামানী কাপড়) আদায় করি।

٢٤٥٣. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ مُعَاذٍ قَالَ لَمَّا بَعَثَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلَى الْيَمَنِ اَمَرَهُ اَنْ يَاخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلاَثِيْنَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِيْعًا اَوْ تَبِيْعَةً وَمِنْ اَرْبَعِيْنَ مُسِنَّةً وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِيْنَارًا اَوْعِدْلَهُ مُعَافِرَ *

২৪৫৩. আহমাদ ইব্ন হারব্ (র) - - - - মু'আয (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে ইয়ামানে পাঠান তখন তাঁকে আদেশ করেন যেন, তিনি প্রত্যেক ত্রিশটি গরুতে একটি তাবী' (দুই বছর বয়সী গরু বা গাভী) এবং প্রত্যেক চল্লিশটি গরুতে একটি 'মুসিন্না' (তিন বছর বয়সী গাভী) আর প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তি থেকে এক দীনার অথবা তার 'মা'আফির' সমমূল্যের (ইয়ামানী চাদর) আদায় করেন।

٢٤٥٤. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ الطُّوْسِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِى عَنِ ابْنِ اِسْحٰقَ قَالَ حَدَّثَنِى سُلَيْمٰنُ الاَعْمَشُ عَنْ اَبِى وَائِلٍ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ اَمَرَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ بَعَثَنِى اِلَى الْيَمَنِ اَنْ لاَ اٰخُذَ مِنَ الْبَقَرِ شَيْئًا حَتّٰى تَبْلُغَ ثَلاَثِيْنَ فَاِذَا بَلَغَتْ ثَلاَثِيْنَ فَفِيْهَا عِجْلٌ تَابِعٌ جَذَعٌ اَوْ جَذَعَةٌ حَتّٰى تَبْلُغَ اَرْبَعِيْنَ فَاِذَا بَلَغَتْ اَرْبَعِيْنَ فَفِيْهَا بَقَرَةٌ مُسِنَّةٌ *

২৪৫৪. মুহাম্মাদ ইব্ন মানসূর তূসী (র) - - - - মু'আয ইব্ন জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইয়ামানে পাঠানোর সময় আদেশ দিয়েছিলেন যেন, আমি গরুর সংখ্যা ত্রিশ না হওয়া পর্যন্ত তার থেকে কিছু (যাকাত) আদায় না করি । যখন ত্রিশ হয়ে যাবে তখন একটি তাবী' (দুই বছর বয়সী) পুরুষ অথবা স্ত্রী বাছুর (এঁড়ে বা বকনা দিতে হবে)। এ হুকুম চল্লিশ পর্যন্ত (ত্রিশের বেশী কিন্তু চল্লিশের কম)। চল্লিশ হয়ে গেলে তাতে একটি 'মুসিন্না' (তিন বছর বয়সী গাভী ওয়াজিব হবে)।

بَابٌ مَانِعُ زَكَاةِ الْبَقَرِ

পরিচ্ছেদ : গরুর যাকাত প্রদানে অস্বীকারকারী প্রসঙ্গে

٢٤٥٥. اَخْبَرَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الاَعْلٰى عَنِ ابْنِ فُضَيْلٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ اَبِى سُلَيْمَانَ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَامِنْ صَاحِبِ اِبِلٍ وَلاَ بَقَرٍ وَلاَ غَنَمٍ لاَيُؤَدِّى حَقَّهَا اِلاَّ وُقِفَ لَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقَاعٍ قَرْقَرٍ تَطَؤُهُ ذَاتُ الاَظْلاَفِ بِاَظْلاَفِهَا وَتَنْطِحُهُ ذَاتُ الْقُرُوْنِ بِقُرُوْنِهَا لَيْسَ فِيْهَا يَوْمَئِذٍ جَمَّاءُ وَلاَ مَكْسُوْرَةُ الْقَرْنِ قُلْنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَاذَا حَقُّهَا قَالَ اِطْرَاقُ فَحْلِهَا وَاِعَارَةُ دَلْوِهَا وَحَمْلٌ عَلَيْهَا فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلاَ صَاحِبِ مَالٍ لاَيُؤَدِّى حَقَّهُ اِلاَّ يُخَيَّلُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعٌ اَقْرَعُ يَفِرُّ مِنْهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يَتْبَعُهُ يَقُوْلُ

لَهُ هٰذَا كَنْزُكَ الَّذِى كُنْتَ تَبْخَلُ بِهِ فَاِذَا رَاٰى اَنَّهُ لاَبُدَّلَهُ مِنْهُ اَدْخَلَ يَدَهُ فِى فِيْهِ فَجَعَلَ يَقْضَمُهَا كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ *

২৪৫৫. ওয়াসিল ইব্‌ন আবদুল 'আলা (রা) - - - - জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি উট, গরু এবং ছাগলের 'প্রাপ্য' আদায় না করবে তাকে কিয়ামতের দিন একটি সমতল ভূমিতে থামিয়ে (স্থির করে) রাখা হবে। তাকে ক্ষুর বিশিষ্ট (জন্তু)রা ক্ষুর দ্বারা দলন করতে থাকবে এবং শিং বিশিষ্ট (জন্তু)রা শিং দ্বারা আঘাত করতে থাকবে। সে দিন সেগুলোর মধ্যে কোন শিং বিহীন বা ভগ্ন শিং বিশিষ্ট থাকবে না। আমরা প্রশ্ন করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! জন্তুতে (মুস্তাহাব) 'প্রাপ্য' কি? তিনি বললেন, প্রজননের জন্য ষাঁড় গরু ধার দেওয়া, ডোল (বালতি) পানি সেচের জন্য ধার দেওয়া এবং পশুর উপর আল্লাহ্‌র রাস্তায় ভার বহন করা।[১] (আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ করার জন্য পশু ধার দেওয়া) আর যে ধনবান ব্যক্তি ধন সম্পদের যাকাত আদায় না করবে কিয়ামতের দিন ঐ সমস্ত ধন-সম্পদ তার সামনে বিষাক্ত সাপের আকৃতিতে উপস্থিত হবে। তার মালিক তার থেকে পলায়ন করবে কিন্তু তা (সাপ) তার পশ্চাদ্ধাবন করতে থাকবে এবং বলবে যে, এতো তোমার ধন-সম্পদ যা থেকে তুমি কৃপণতা করতে (প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ব্যয় করতে না)। যখন সে ব্যক্তি দেখবে যে, তার (সাপের) হাত থেকে বাঁচার কোন উপায় নেই তখন সে তার হাত তার মুখে প্রবেশ করিয়ে দেবে আর সাপ তা কামড়াতে থাকবে যে রূপ ষাঁড় কামড়াতে থাকে।

بَابٌ زَكَاةُ الْغَنَمِ

পরিচ্ছেদ : ছাগলের যাকাত

٢٤٥٦. اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ فَضَالَةَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ النَّسَائِىُّ قَالَ اَنْبَانَا شُرَيْحُ بْنُ النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ اَبَا بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ كَتَبَ لَهُ اَنَّ هٰذِهِ فَرَائِضُ الصَّدَقَةِ الَّتِى فَرَضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ الَّتِى اَمَرَ اللّٰهُ بِهَا رَسُوْلَهُ ﷺ فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فَلاَيُعْطِهِ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسٍ وَعِشْرِيْنَ مِنَ الْاِبِلِ فِى خَمْسٍ ذَوْدٍ شَاةٌ فَاِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِيْنَ فَفِيْهَا بِنْتُ مَخَاضٍ اِلَى خَمْسٍ وَثَلاَثِيْنَ فَاِنْ لَمْ تَكُنِ ابْنَةُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُوْنٍ ذَكَرٌ فَاِذَا بَلَغَتْ سِتَّةً وَثَلاَثِيْنَ فَفِيْهَا بِنْتُ لَبُوْنٍ اِلَى خَمْسٍ وَاَرْبَعِيْنَ فَاِذَا بَلَغَتْ سِتَّةً وَاَرْبَعِيْنَ فَفِيْهَا حِقَّةٌ طَرُوْقَةُ الْفَحْلِ اِلَى سِتِّيْنَ فَاِذَا بَلَغَتْ اِحْدَى وَسِتِّيْنَ فَفِيْهَا جَذَعَةٌ اِلَى خَمْسَةٍ وَسَبْعِيْنَ فَاِذَا بَلَغَتْ سِتَّةً وَسَبْعِيْنَ فَفِيْهَا اَبْنَتَا لَبُوْنٍ اِلَى تِسْعِيْنَ فَاِذَا بَلَغَتْ اِحْدَى وَتِسْعِيْنَ فَفِيْهَا حِقَّتَانِ طَرُوْقَتَا الْفَحْلِ اِلَى عِشْرِيْنَ وَمِائَةٍ فَاِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِيْنَ

১. প্রশ্নকারিগণ মুস্তাহাব 'প্রাপ্য' সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। তাই মানবিক কারণে যা করণীয় তাই বলেছেন। ফরয 'প্রাপ্য' তারা অবগত ছিলেন।

وَمِائَةٍ فَفِى كُلِّ اَرْبَعِيْنَ اَبْنَةُ لَبُوْنٍ وَفِى كُلِّ خَمْسِيْنَ حِقَّةٌ فَاذَا تَبَايَنَ اَسْنَانُ الْاِبِلِ فِى فَرَائِضِ الصَّدَقَاتِ فَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ فَانَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ اِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ اَوْ عِشْرِيْنَ دِرْهَمًا وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ اِلاَّ جَذَعَةٌ فَانَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيُعْطِيْهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِيْنَ دِرْهَمًا اَوْ شَاتَيْنِ وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ ابْنَةُ لَبُوْنٍ فَانَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ اِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ اَوْ عِشْرِيْنَ دِرْهَمًا وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ بِنْتِ لَبُوْنٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ اِلاَّ حِقَّةٌ فَانَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيُعْطِيْهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِيْنَ دِرْهَمًا اَوْشَاتَيْنِ وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ بِنْتِ لَبُوْنٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ بِنْتُ لَبُوْنٍ وَعِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ فَانَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ اِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ اَوْعِشْرِيْنَ دِرْهَمًا وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ ابْنَةِ مَخَاضٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ اِلاَّ ابْنُ لَبُوْنٍ ذَكَرٌ فَانَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ وَلَيْسَ مَعَهُ شَىْءٌ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ اِلاَّ اَرْبَعَةٌ مِنَ الْاِبِلِ فَلَيْسَ فِيْهَا شَىْءٌ اِلاَّ اَنْ يَّشَاءَ رَبُّهَا وَفِى صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِى سَائِمَتِهَا اِذَا كَانَتْ اَرْبَعِيْنَ فَفِيْهَا شَاةٌ اِلَى عِشْرِيْنَ وَمِائَةٍ فَاذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيْهَا شَاتَانِ اِلَى مِائَتَيْنِ فَاذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيْهَا ثَلاَثُ شِيَاهٍ اِلَى ثَلاَثِمَائَةٍ فَاذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِى كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ وَلاَ تُؤْخَذُ فِى الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلاَ ذَاتُ عَوَارٍ وَلاَتَيْسُ الْغَنَمِ اِلاَّ اَنْ يَّشَاءَ الْمُصَّدِّقُ وَلاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيْطَيْنِ فَانَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ وَاِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ اَرْبَعِيْنَ شَاةً وَاحِدَةً فَلَيْسَ فِيْهَا شَىْءٌ اِلاَّ اَنْ يَّشَاءَ رَبُّهَا وَفِى الرِّقَةِ رُبْعُ الْعُشْرِ فَاِنْ لَمْ يَكُنِ الْمَالُ اِلاَّ تِسْعِيْنَ وَمِائَةً فَلَيْسَ فِيْهِ شَىْءٌ اِلاَّ اَنْ يَّشَاءَ رَبُّهَا *

২৪৫৬. উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন ফাদালাহ্ (রা) - - - - আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, আবূ বকর (রা) তাঁকে লিখেছিলেন : এ হলো ফরয যাকাত যা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আল্লাহ্‌র নির্দেশে মুসলমানদের উপর ধার্য করেছেন। তাই যে কোন মুসলমানের কাছে তা নিয়ম মাফিক চাওয়া হবে সে তা দিয়ে দেবে। আর যার কাছে অধিক দাবী করা হবে সে তাকে দিবে না। উট, পঁচিশের কম হলে প্রত্যেক পাঁচ উটে একটি বকরী। পঁচিশ হয়ে গেলে পঁয়ত্রিশ পর্যন্ত একটি 'বিন্‌ত মাখায' (দুই বছর বয়সী উটনী ওয়াজিব)। 'বিন্‌ত মাখায'(দুই বছর বয়সী উটনী) না পেলে 'ইব্‌ন লাবুন' (তিন বছর বয়সী) পুরুষ উট দিতে হবে। ছত্রিশ হয়ে গেলে পঁয়তাল্লিশ পর্যন্ত একটি 'বিন্‌ত লাবুন' (তিন বছর বয়সী উটনী ওয়াজিব)। ছেচল্লিশ থেকে ষাট পর্যন্ত উটে 'হিককা' (চার বছর

বয়সী) আরোহণের উপযোগ্য একটি উটনী ওয়াজিব। একষট্টি থেকে পঁচাত্তর পর্যন্ত উটে একটি 'জায'আ' (পাঁচ বছর বয়সী উটনী দিতে হবে)। উটের সংখ্যা ছিয়াত্তর থেকে নব্বই পর্যন্ত হলে তাতে দুটি 'বিন্‌ত লাবুন' (তিন বছর বয়সী উটনী ওয়াজিব হবে)। উটের সংখ্যা একানব্বই থেকে একশত বিশ পর্যন্ত হলে তাতে আরোহণের উপযোগী (চার বছর বয়সী) দু'টি (উটনী ওয়াজিব হবে)। একশত বিশের অধিক হয়ে গেলে প্রত্যেক চল্লিশে একটি 'বিন্‌ত লাবুন' (তিন বছর বয়সী উটনী) এবং প্রত্যেক পঞ্চাশে একটি 'হিককা' (চার বছর বয়সী উটনী দিতে হবে)। যদি ফরয যাকাত আদায়কালে উটের বয়সের তারতম্য হয়ে যায়– যেমন, কারো উপর একটি জায'আ (পাঁচ বছর বয়সী উট) ওয়াজিব হয়ে গেল অথচ তার কাছে জায'আ (পাঁচ বছর বয়সী উট) নেই বরং (চার বছর বয়সী) উট রয়েছে তাহলে তার কাছ থেকে তাই আদায় করা হবে এবং তার সাথে যদি সহজ সাধ্য হয় দু'টি ছাগল দিয়ে দিবে অথবা বিশটি দিরহাম দিয়ে দিবে। আর কারো উপর একটি হিক্‌কা (চার বছরের উটনী)-র যাকাত ওয়াজিব হল, কিন্তু তার কাছে জাযা'আ (পাঁচ বছরের) ব্যতীত অন্যটি নেই তবে তার কাছ থেকে তা (জায'আ)-ই গ্রহণ করা হবে এবং যাকাত উসূলকারী তাকে বিশ দিরহাম দিবে, অথবা দু'টি ছাগল। আর যার উপর একটি 'হিককা' যাকাত ওয়াজিব হল, কিন্তু তা তার কাছে নেই, বরং তার কাছে 'বিন্‌ত লাবুন' (তিন বছরের মাদী) আছে তবে তা-ই তার কাছ থেকে গ্রহণ করা হবে এবং সে তার সংগে দু'টি ছাগল দিবে। যদি তা সহজসাধ্য হয়। অন্যথা বিশ দিরহাম (দিবে)। আর যার উপর একটি 'বিন্‌ত লাবুন' যাকাত ওয়াজিব হল, কিন্তু তার কাছে 'হিককা' ব্যতীত অন্য কিছু নেই তবে তার কাছ থেকে তা-ই গ্রহণ করা হবে এবং যাকাত উসূলকারী তাকে (যাকাতদাতাকে) বিশ দিরহাম অথবা দু'টি ছাগল (ফিরিয়ে) দিবে। আর কারো উপর একটি 'বিন্‌ত লাবুন' (তিন বছর বয়সী উটনী) ওয়াজিব হয়ে গেল কিন্তু তার কাছে 'বিন্‌ত লাবুন' (তিন বছর বয়সী উটনী) নেই এবং 'বিনত মাখায' (দুই বছর বয়সী উটনী) আছে, তাহলে তার কাছ থেকে তাই আদায় করা হবে এবং তার সাথে (যাকাত প্রদানকারী যাকাত উসূলকারীকে) যদি সহজসাধ্য হয় দুটি ছাগল দিবে অথবা বিশটি দিরহাম (দিয়ে দিবে)। আর কারো উপর 'বিনত মাআয' (দু' বছর বয়সী উটনী) ওয়াজিব হয়ে গেল অথচ তার কাছে শুধুমাত্র 'ইবন লাবুন' (তিন বছর বয়সী উট) রয়েছে তাহলে তার থেকে তাই গ্রহণ করা হবে এবং তার সাথে আর কিছু লেনদেন করতে হবে না। আর যার কাছে শুধুমাত্র চারটি উট রয়েছে তার উপর কোন যাকাত ওয়াজিব হবে না। অবশ্য তার মালিক যদি কিছু আদায় করতে ইচ্ছা করে (তবে সেটা ভিন্ন কথা)। ছাগলের যাকাত অবাধে চরে বেড়ানো চল্লিশটি হতে একশত বিশটি পর্যন্ত একটি ছাগল। যদি (একশত বিশটির উপর) একটি ছাগলও বেশী হয় তবে দু'টি ছাগল (ওয়াজিব হবে) দুইশত পর্যন্ত। যদি তার থেকে একটি বেশী হয়ে যায় তাহলে তিনশত পর্যন্ত তিনটি ছাগল (দিতে হবে)। যদি তার থেকে একটিও বেশি হয়ে যায় তবে প্রতি একশতে একটি করে ছাগল ওয়াজিব হবে। আর যাকাত আদায়কালে অতি বৃদ্ধ এবং ত্রুটিযুক্ত ও পাঁঠা ছাগল গ্রহণ করা হবে না। অবশ্য যাকাত উসূলকারী যদি ভাল মনে করে (তবে তা গ্রহণ করতে পারবে)। যাকাত আদায়ের ভয়ে বিচ্ছিন্ন পশু একত্রিত করা যাবে না আর একত্রিত পশুও বিচ্ছিন্ন করা যাবে না। শরীকী মালে দু'জন (শরীকরা) সমহারে লেনদেন করে নিবে। কারো বিচরণকারী যদি চল্লিশটি ছাগলের থেকে একটিও কম হয় তবে তাতে যাকাত ওয়াজিব হবে না, অবশ্য তার মালিক যদি আদায় করতে ইচ্ছা করে (তবে সেটা ভিন্ন কথা)। আর রূপার যাকাত হল (দু'শ দিরহাম হলে) চল্লিশ ভাগের এক ভাগ। (প্রতি শতে আড়াই ভাগ) যদি কারো কাছে একশত নব্বইটি দিরহাম (দু'শ-এর কম) থাকে তাহলে তাতে যাকাত ওয়াজিব হবে না, অবশ্য তার মালিক যদি আদায় করতে ইচ্ছা করে (তবে সেটা ভিন্ন কথা)।

بَابٌ مَانِعُ زَكَاةِ الْغَنَمِ

পরিচ্ছেদ : ছাগলের যাকাত অস্বীকারকারী প্রসঙ্গে

٢٤٥٧. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنِ الْمَعْرُوْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَامِنْ صَاحِبِ اِبِلٍ وَلاَ بَقَرٍ وَلاَ غَنَمٍ لاَ يُؤَدِّى زَكَاتَهَا اِلاَّ جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْظَمَ مَاكَانَتْ وَاَسْمَنَهُ تَنْطَحُهُ بِقُرُوْنِهَا وَتَطَؤُهُ بِاَخْفَافِهَا كُلَّمَا نَفِدَتْ اُخْرَاهَا اَعَادَتْ عَلَيْهِ اُوْلاَهَا حَتّٰى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ *

২৪৫৭. মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র) - - - - আবূ যর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি উট, গরু এবং ছাগলের মালিক হয়েও তার যাকাত আদায় না করবে, কিয়ামতের দিন ঐ সমস্ত পশু পূর্বাপেক্ষা বিশালদেহী এবং মোটা-তাজা আকারে তার কাছে উপস্থিত হবে তারা তাকে তাদের শিং দ্বারা আঘাত এবং তাদের ক্ষুর দ্বারা (চক্রাকারে) দলন করতে থাকবে। যখনই তাদের শেষেরটি পার হয়ে যাবে তখনই পূর্বেরটা ফিরিয়ে আনা হবে। এ রকমই চলতে থাকবে লোকজনের বিচার কার্য সম্পন্ন হওয়া পর্যন্ত।

بَابٌ اَلْجَمْعُ بَيْنَ الْمُتَفَرِّقِ وَالتَّفْرِيْقُ بَيْنَ الْمُجْتَمِعِ

পরিচ্ছেদ : বিচ্ছিন্ন (পশু)-কে একত্রিত এবং একত্রিতকে বিচ্ছিন্ন করা প্রসঙ্গে

٢٤٥٨. اَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِىِّ عَنْ هُشَيْمٍ عَنْ هِلاَلِ بْنِ خَبَّابٍ عَنْ مَيْسَرَةَ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ اَتَانَا مُصَدِّقُ النَّبِىِّ ﷺ فَاَتَيْتُهُ فَجَلَسْتُ اِلَيْهِ فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ اِنَّ فِى عَهْدِى اَنْ لاَ نَاْخُذَ رَاضِعَ لَبَنٍ وَلاَ نَجْمَعَ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ فَاَتَاهُ رَجُلٌ بِنَاقَةٍ كَوْمَاءَ فَقَالَ خُذْهَا فَاَبَى *

২৪৫৮. হান্নাদ ইব্ন সারিয়্যী (র) - - - - সুওয়াইদ ইব্ন গাফালাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার কাছে নবী ﷺ-এর যাকাত উসূলকারী আসলে আমি তার কাছে গিয়ে বসলাম। আমি তাঁকে বলতে শুনলাম : "আমার অঙ্গীকারের (আদেশ-এর) মধ্যে আছে আমি যেন দুগ্ধবতী পশু না নেই এবং বিচ্ছিন্ন পশুগুলো একত্রিত না করি, একত্রিত (পশু)গুলো বিচ্ছিন্ন না করি। (রাবী বলেন,) ইতিমধ্যে তাঁর কাছে এক ব্যক্তি উচু কুঁজ বিশিষ্ট একটি উট নিয়ে এসে বলল যে, এটা আপনি গ্রহণ করুন, কিন্তু তিনি গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানালেন।

٢٤٥٩. اَخْبَرَنَا هَرُوْنُ بْنُ زَيْدِ بْنِ يَزِيْدَ يَعْنِى ابْنَ اَبِى الزَّرْقَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِى قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ بَعَثَ سَاعِيًا فَاَتَى رَجُلاً فَاَتَاهُ فَصِيْلاً مَخْلُوْلاً فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ بَعَثْنَا مُصَدِّقَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ

وَاَنَّ فُلاَنًا اَعْطَاهُ فَصِيْلاً مَخْلُوْلاً اَللّٰهُمَّ لاَ تُبَارِكْ فِيْهِ وَلاَ فِى اِبِلِهِ فَبَلَغَ ذٰلِكَ الرَّجُلَ فَجَاءَ بِنَاقَةٍ حَسْنَاءَ فَقَالَ اَتُوْبُ اِلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَاِلَى نَبِيِّهِ ﷺ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ فِيْهِ وَفِى اِبِلِهِ *

২৪৫৯. হারূন ইব্‌ন যায়দ (র) - - - - ওয়ায়িল ইব্‌ন হুজ্‌র (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ একজন যাকাত উসূলকারীকে পাঠালেন। তিনি এক ব্যক্তির কাছে গেলে সে তাকে উটের একটি দুর্বল (কৃষ) বাচ্চা দিল। (বিষয়টি অবগত হলে) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : আমি আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল ﷺ-এর পক্ষ থেকে যাকাত উসূলকারীকে পাঠালাম, অথচ অমুক ব্যক্তি তাকে একটি উটের দুর্বল বাচ্চা দিল। হে আল্লাহ; তুমি তাকে এবং তার উটে বরকত দিও না। এ সংবাদ তার কাছে পৌঁছলে সে একটি উত্তম উটনী নিয়ে আসল এবং বলল : আমি আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল ﷺ -এর কাছে তওবা করছি। তখন নবী ﷺ বললেন : আল্লাহ্ তুমি তাকে এবং তার উটের বরকত দান কর।[১]

بَابٌ صَلاَةُ الْاِمَامِ عَلَى صَاحِبِ الصَّدَقَةِ

পরিচ্ছেদ : যাকাত দাতার জন্য ইমামের দু'আ করা

٢٤٦٠. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ اَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ اَخْبَرَنِى قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ اَبِى اَوْفَى قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ قَالَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى اٰلِ فُلاَنٍ فَاَتَاهُ اَبِى بِصَدَقَتِهِ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى اٰلِ اَبِى اَوْفَى *

২৪৬০. আমর ইব্‌ন ইয়াযীদ (র) - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ আওফা (রা) বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে যখন সমাজের কেউ যাকাত নিয়ে আসত তখন তিনি বলতেন : হে আল্লাহ্ ; অমুকের বংশধরদের উপর রহমত বর্ষণ কর। (রাবী বলেন) : আমার পিতা তাঁর কাছে যাকাত নিয়ে আসলে তিনি দু'আ করলেন, হে আল্লাহ্! তুমি আবূ আওফার বংশধরদের উপর রহমত বর্ষণ কর।

بَابٌ اِذَا جَاوَزَ فِى الصَّدَقَةِ

পরিচ্ছেদ : যাকাত আদায়কারীর সীমালংঘন করা প্রসঙ্গে

٢٤٦١. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَبِى اِسْمٰعِيْلَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ هِلاَلٍ قَالَ قَالَ جَرِيْرٌ اَتَى النَّبِىَّ ﷺ نَاسٌ مِنَ الْاَعْرَابِ فَقَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ يَاتِيْنَا نَاسٌ مِنْ مُصَدِّقِيْكَ يَظْلِمُوْنَ قَالَ اَرْضُوْا مُصَدِّقِيْكُمْ

---

১. পবিত্র কুরআনের নির্দেশ পালনার্থে তিনি এ দু'আ করলেন। কেননা আল্লাহ্ রাসূলুল্লাহ্ (সা) কে নির্দেশ দিয়েছেন : صَلِّ عَلَيْهِمْ اِنَّ صَلاَتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ 'আপনি তাদের জন্য দোয়া করুন, কেননা আপনার দু'আ তাদের জন্য প্রশান্তিদায়ক হবে।

قَالُوْا وَاِنْ ظَلَمَ قَالَ اَرْضُوْا مُصَدِّقِيْكُمْ ثُمَّ قَالُوْا وَاِنْ ظَلَمَ قَالَ اَرْضُوْا مُصَدِّقِيْكُمْ قَالَ جَرِيْرٌ فَمَا صَدَرَ عَنِّى مُصَدِّقٌ مُنْذُ سَمِعْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِلاَّ وَهُوَ رَاضٍ *

২৪৬১. মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুসান্না (র) এবং মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) - - - - জারীর (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ-এর কাছে কয়েকজন বেদুঈন এসে বলল : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমাদের কাছে আপনার পক্ষ থেকে কোন কোন যাকাত উসূলকারী আসে; যারা জুলুম (সীমালংঘন) করে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমরা তোমাদের যাকাত উসূলকারীদেরকে সন্তুষ্ট রাখবে। তারা বলল (যাকাত উসূলকারী), জুলুম করলেও ? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তোমরা তোমাদের যাকাত উসূলকারীদের সন্তুষ্ট রাখবে। তারা আবারও বলল, যাকাত উসূলকারী জুলুম করলেও ? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তোমরা তোমাদের যাকাত উসূলকারীদের সন্তুষ্ট রাখবে। জারীর (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে থেকে (এ কথা) শোনার পর হতে কোন যাকাত উসূলকারী আমার কাছ থেকে অসন্তুষ্ট হয়ে ফিরে যায়নি।

٢٤٦٢. اَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ اَيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ هُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ اَنْبَانَا دَاوُدُ عَنِ الشَّعْبِىِّ قَالَ قَالَ جَرِيْرٌ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَتَاكُمُ الْمُصَدِّقُ فَلْيَصْدُرْ وَهُوَ عَنْكُمْ رَاضٍ *

২৪৬২. যিয়াদ ইব্‌ন আইয়ূব (র) - - - - জারীর (রা) বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যখন তোমাদের কাছে যাকাত উসূলকারী আসবে তখন (তোমরা তার সাথে এমন ব্যবহার করবে,) সে যেন তোমাদের উপর সন্তুষ্ট হয়ে ফিরে যায়।

بَابٌ اِعْطَاءُ السَّيِّدِ الْمَالَ بِغَيْرِ اِخْتِيَارِ الْمُصَدِّقِ

পরিচ্ছেদ : যাকাত উসূলকারীর বাছাই করে নেয়া ব্যতীত সম্পদের মালিকের উত্তম মাল দান করা প্রসঙ্গে

٢٤٦٣. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ اِسْحٰقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ اَبِى سُفْيَانَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ ثَفِنَةَ قَالَ اَسْتَعْمَلَ بْنُ عَلْقَمَةَ اَبِى عَلَى عِرَافَةِ قَوْمِهِ وَاَمَرَهُ اَنْ يُصَدِّقَهُمْ فَبَعَثَنِى اَبِى اِلَى طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ لاَتِيَهُ بِصَدَقَتِهِمْ فَخَرَجْتُ حَتّٰى اَتَيْتُ عَلَى شَيْخٍ كَبِيْرٍ يُقَالُ لَهُ سَعْرٌ فَقُلْتُ اَنَّ اَبِى بَعَثَنِى اِلَيْكَ لِتُؤَدِّىَ صَدَقَةَ غَنَمِكَ قَالَ ابْنَ اَخِى وَاَىَّ نَحْوٍ تَاْخُذُوْنَ قُلْتُ نَخْتَارُ حَتّٰى اِنَّا لَنَشْبُرُ ضُرُوْعَ الْغَنَمِ قَالَ ابْنَ اَخِى فَاِنِّى اُحَدِّثُكَ اَنِّى كُنْتُ فِى شِعْبٍ مِنْ هٰذِهِ الشِّعَابِ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِى غَنَمٍ لِى فَجَاءَنِى رَجُلاَنِ عَلَى بَعِيْرٍ فَقَالاَ اِنَّا رَسُوْلاَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِلَيْكَ لِتُؤَدِّىَ صَدَقَةَ غَنَمِكَ قَالَ قُلْتُ وَمَا عَلَىَّ فِيْهَا قَالاَ شَاةٌ فَاَعْمِدُ اِلَى شَاةٍ قَدْ عَرَفْتُ مَكَانَهَا مُمْتَلِئَةً مَحْضًا وَشَحْمًا فَاَخْرَجْتُهَا اِلَيْهِمَا فَقَالَ

هٰذِهِ الشَّافِعُ وَالشَّافِعُ الْحَائِلُ وَقَدْ نَهَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ نَاخُذَ شَافِعًا قَالَ فَاَعْمِدُ اِلٰى عَنَاقٍ مُعْتَاطٍ وَالْمُعْتَاطُ الَّتِى لَمْ تَلِدْ وَلَدًا وَقَدْ حَانَ وِلاَدُهَا فَاَخْرَجْتُهَا اِلَيْهِمَا فَقَالاَ نَاوِلْنَاهَا فَرَفَعْتُهَا اِلَيْهِمَا فَجَعَلاَهَا مَعَهُمَا عَلٰى بَعِيْرِهِمَا ثُمَّ انْطَلَقَا *

২৪৬৩. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) - - - - মুসলিম ইব্‌ন ছাফিনা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : ইব্‌ন আলকামা (র) আমার পিতাকে তাঁর গোত্রের (অবস্থা দেখাশুনার জন্য) প্রতিনিধি নিযুক্ত করলেন এবং তাঁকে তাদের থেকে যাকাত উসূল করার আদেশ দিলেন। আমার পিতা আমাকে একটি ছোট গোত্রের নিকট পাঠালেন, যাতে আমি তাদের থেকে যাকাত উসূল করে তাঁর কাছে নিয়ে আসি। আমি বের হয়ে গেলাম এবং সা'র নামক একজন বৃদ্ধ লোকের কাছে গেলাম। আমি তাকে বললাম যে, আমার পিতা আপনার ছাগলের যাকাত উসূল করার জন্য আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন। তিনি বললেন, হে আমার ভ্রাতুস্পুত্র, তোমরা কিরূপ (ছাগল) নিয়ে থাক? আমি বললাম যে, আমরা পছন্দ করে উসূল করে থাকি, এমনকি আমরা বকরীর দুধের স্তনও পরিমাণ করে নেই। তিনি বললেন, হে ভ্রাতুষ্পুত্র! আমি তোমার কাছে বর্ণনা করছি, (শুন) আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর যুগে উপত্যকাসমূহের কোন এক উপত্যকায় আমার ছাগল নিয়ে থাকতাম, তখন উটের উপর আরোহণ করে দুইজন লোক আমার কাছে এসে বললেন : আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর (প্রেরিত প্রতিনিধি)। আপনার কাছে এসেছি আপনার ছাগলের যাকাত উসূল করার জন্য। তিনি বলেন, আমি বললাম যে, আমার এ (সমস্ত ছাগলের জন্য) কিরূপ (যাকাত) ওয়াজিব হবে? তারা বললেন, একটা বকরী (ওয়াজিব হবে)। তখন আমি এমন একটি বকরী দেওয়ার ইচ্ছা করলাম যার সম্পর্কে আমার জানা ছিল যে, সেটা অত্যধিক দুগ্ধবতী এবং বলিষ্ঠদেহী। আমি সেটাই তাদেরকে বের করে দিলাম। তারা বললেন যে, এটাতো 'শাফি' গর্ভবতী। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে গর্ভবতী বকরী নিতে নিষেধ করেছেন। তখন আমি তাদেরকে এমন একটি উত্তম বকরী দিতে ইচ্ছা করলাম, যা এখনো গর্ভবতী হয়নি, তবে অচিরেই গর্ভবতী হওয়ার সম্ভাবনা আছে। (গর্ভবতী হওয়ার বয়সে পৌঁছেছে। আমি তা তাদের সামনে বের করে দিলে তারা বললেন, এটা আমাদের কাছে তুলে দিন। আমি তা তাদেরকে তুলে দিলাম। তারা সেটাকে তাদের সাথে তাদের উটের উপর উঠিয়ে নিলেন এবং প্রস্থান করলেন।

٢٤٦٤. اَخْبَرَنَا هٰرُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ اِسْحٰقَ قَالَ حَدَّثَنِى عَمْرُو بْنُ اَبِى سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِى مُسْلِمُ بْنُ ثَفِنَةَ اَنَّ ابْنَ عَلْقَمَةَ اسْتَعْمَلَ اَبَاهُ عَلٰى صَدَقَةِ قَوْمِهِ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ *

২৪৬৪. হারূন ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) - - - - মুসলিম ইব্‌ন ছাফিনা (র) বলেন যে, আলকামা (রা) তাঁর পিতাকে (মুসলিম এর পিতা ছাফিনাকে) তার গোত্রের যাকাত উসূল করার জন্য নিযুক্ত করেছিলেন। রাবী পূর্ণ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٢٤٦٥. اَخْبَرَنِى عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنِى اَبُو الزِّنَادِ مِمَّا حَدَّثَهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ الْاَعْرَجُ مِمَّا ذَكَرَ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ قَالَ وَقَالَ

عُمَرُ اَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِصَدَقَةٍ فَقِيْلَ مَنَعَ ابْنُ جَمِيْلٍ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ وَعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ مَايَنْقِمُ ابْنُ جَمِيْلٍ اِلاَّ اَنَّهُ كَانَ فَقِيْرًا فَاَغْنَاهُ اللّٰهُ وَاَمَّا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ فَاِنَّكُمْ تَظْلِمُوْنَ خَالِدًا قَدِ احْتَبَسَ اَدْرَاعَهُ وَاَعْتُدَهُ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاَمَّا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَمُّ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَهِىَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ وَمِثْلُهَا مَعَهَا *

২৪৬৫. ইমরান ইব্‌ন বাক্কার (র) - - - -আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, উমর (রা) বলেছেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যাকাত আদায় করতে আদেশ করলেন। (একসময়) তাঁকে বলা হল যে, ইব্‌ন জামীল, খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা) এবং আব্বাস ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব (রা) যাকাত প্রদানে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, (হ্যাঁ), জামীলের যাকাত প্রদানে অসম্মতির(ও অস্বীকৃতি)-র কারণ শুধু এই যে, সে একজন দরিদ্র লোক ছিল, তারপর আল্লাহ্ তা'আলা তাকে সম্পদশালী করেছেন। আর খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা)-এর উপর তোমরা অবিচার করছ। কেননা সে তার বর্মসমূহ এবং অন্যান্য যুদ্ধাস্ত্র আল্লাহ্‌র রাস্তায় ওয়াক্‌ফ করে দিয়েছে। আর আব্বাস ইব্‌ন আবদুল মুত্তলিব (রা), রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর চাচা; তাঁর উপরে তো যাকাত প্রযোজ্য হবেই, বরং তার সাথে তার সমপরিমাণ (আরো কিছু তাঁকে দান করতে হবে)। (যেহেতু তিনি সম্মানিত ব্যক্তি।)[১]

٢٤٦٦. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَفْص قَالَ حَدَّثَنِى اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنِى اِبْرَاهِيْمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ مُوْسَى قَالَ حَدَّثَنِى اَبُوْ الزِّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ اَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِصَدَقَةٍ مِثْلَهُ سَوَاءً *

২৪৬৬. আহমাদ ইব্‌ন হাফ্‌স্ (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যাকাত উসূল করার আদেশ দিলেন। রাবী হুবহু পূর্বের ন্যায় বর্ণনা করেছেন।

٢٤٦٧. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُوْرٍ وَمَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الاَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ هِلاَلٍ الثَّقَفِىِّ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ كِدْتُ اُقْتَلُ بَعْدَكَ فِى عَنَاقٍ اَوْشَاةٍ مِنَ الصَّدَقَةِ فَقَالَ لَوْلاَ اَنَّهَا تُعْطٰى فُقَرَاءَ الْمُهَاجِرِيْنَ مَا اَخَذْتُهَا *

২৪৬৭. আমর ইব্‌ন মানসূর (র) ও মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান (র) - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হিলাল সাকাফী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন। এক ব্যক্তি নবী করীম ﷺ -এর কাছে এসে বলল, মনে হয় যেন, (পরিস্থিতি এই যে,) আপনার তিরোধানের পরে আমাকে যাকাতের ছাগল ছানা অথবা বকরীর জন্য হত্যা করা হবে, (যাকাতের ব্যাপারে আপনার জীবদ্দশায়ই যখন এত কষাকষি, না জানি আপনার তিরোধানের পর কত কষাকষি করা হয়)

১. একটি বর্ণনামতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) সরকারী বিশেষ প্রয়োজনে আব্বাস (রা)-এর নিকট হতে দুই বছরের যাকাত (পরিমাণ) আগাম (বা ধার রূপে) নিয়েছিলেন। সুতরাং দু' বছরের যাকাত তার নিকট দাবী করার সুযোগ ছিল না।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, যদি সেগুলো গরীব মুহাজিরদের মাঝে দান করে দেয়া না হত, (অর্থাৎ প্রয়োজন না থাক) তাহলে তা আমি গ্রহণই করতাম না।

بَابُ زَكَاةِ الْخَيْلِ

পরিচ্ছেদ : ঘোড়ার যাকাত

٢٤٦٨. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ وَسُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِى عَبْدِهِ وَلاَ فَرَسِهِ صَدَقَةٌ *

২৪৬৮. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) ---- আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : মুসলমানের উপরে তার (খিদমতের) গোলাম এবং (আরোহণের) ঘোড়ার জন্য কোন যাকাত নেই (ওয়াজিব হবে না)।

٢٤٦٩. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِىِّ بْنِ حَرْبٍ الْمَرْوَزِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحْرِزُ بْنُ الْوَضَّاحِ عَنْ اِسْمٰعِيلَ وَهُوَ ابْنُ اُمَيَّةَ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ لاَزَكَاةَ عَلَى الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ فِى عَبْدِهِ وَلاَ فَرَسِهِ *

২৪৬৯. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আলী (র) ---- আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : মুসলিম ব্যক্তির উপরে তার (খিদমতের) গোলাম এবং (আরোহণের) ঘোড়ার জন্য কোন যাকাত নেই (ওয়াজিব হবে না)।

٢٤٧٠. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا اَيُّوبُ بْنُ مُوسَى عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ يَرْفَعُهُ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِى عَبْدِهِ وَلاَ فِى فَرَسِهِ صَدَقَةٌ *

২৪৭০. মুহাম্মাদ ইব্‌ন মানসূর (র) ---- আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ থেকে মারফূ' রূপে বর্ণনা করে বলেন যে, মুসলমানের উপরে তার (খিদমতের) গোলামে এবং (আরোহণের) ঘোড়ায় কোন যাকাত নেই (ওয়াজিব হয় না)।

٢٤٧١. أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ خُثَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِى عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لَيْسَ عَلَى الْمَرْءِ فِى فَرَسِهِ وَلاَ فِى مَمْلُوكِهِ صَدَقَةٌ *

২৪৭১. উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন সাঈদ (র) ----আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেছেন, মুসলমানের (আরোহণের) ঘোড়ায় এবং (খিদমতের) গোলামে এর কোন যাকাত নেই (ওয়াজিব হবে না)।

بَابٌ زَكَاةُ الرَّقِيقِ

পরিচ্ছেদ : গোলামের যাকাত

٢٤٧٢. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِى عَبْدِهِ وَلاَ فِى فَرَسِهِ صَدَقَةٌ *

২৪৭২. মুহাম্মাদ ইব্‌ন সালামা এবং হারিস ইব্‌ন মিসকীন (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, মানুষের উপরে তার (খিদমতের) গোলামে এবং (আরোহণের) ঘোড়ায় কোন যাকাত নেই (ওয়াজিব হবে না)।

٢٤٧٣. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ خُثَيْمِ بْنِ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ صَدَقَةٌ فِى غُلاَمِهِ وَلاَ فِى فَرَسِهِ *

২৪৭৩. কুতায়বা (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : মুসলমানের উপরে তার খিদমতের গোলামে এবং আরোহণের ঘোড়ায় কোন যাকাত নেই (ওয়াজিব হবে না)।

بَابٌ زَكَاةُ الْوَرِقِ

পরিচ্ছেদ : রূপার যাকাত

٢٤٧٤. اَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيْبِ بْنِ عَرَبِىٍّ عَنْ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِى سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ اَوَاقٍ صَدَقَةٌ وَلاَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ اَوْسُقٍ صَدَقَةٌ *

২৪৭৪. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন হাবীব (র) - - - - আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : পাঁচ ওকিয়ার কম রূপায়[১] যাকাত নেই (ওয়াজিব হবে না)। পাঁচটি উটের কম উটে কোন যাকাত নেই। পাঁচ ওসকের[২] কম ফসলেও কোন যাকাত নেই।

٢٤٧٥. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ اَنْبَانَا ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ قَالَ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِى صَعْصَعَةَ الْمَازِنِىُّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ اَنَّ

---

১. সাড়ে বায়ান্ন তোলার কম রূপায় যাকাত ওয়াজিব হবে না।

২. বাংলাদেশীয় হিসাবে এক ওসক এ প্রায় ৫ মন ২১ সের ৪ ছটাক। সুতরাং পাঁচ ওসক এ ২৭ মন ২৬ সের ৪ ছটাক (বা এক টন) বর্তমানে প্রচলিত হিসাব অনুসারে ১০০০ (এক হাজার) কে.জি. বলা যেতে পারে।

رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ اَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ اَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الْاِبِلِ صَدَقَةٌ *

২৪৭৫. মুহাম্মাদ ইব্‌ন সালামা (র) - - - - আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : পাঁচ ওসকের কম খেজুরে কোন যাকাত নেই; পাঁচ ওকিয়ার কম রূপায় কোন যাকাত নেই এবং পাঁচটি উটের কম উটেও কোন যাকাত নেই (ওয়াজিব হবে না)।

٢٤٧٦. اَخْبَرَنَا هٰرُوْنَ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ كَثِيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ صَعْصَعَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ وَعَبَّادِ بْنِ تَمِيْمٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَصَدَقَةَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ اَوْسَاقٍ مِنَ التَّمْرِ وَلاَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ اَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ وَلاَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الْاِبِلِ صَدَقَةٌ *

২৪৭৬. হারূন ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) - - - - আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, পাঁচ ওসকের কম খেজুরে কোন যাকাত নেই পাঁচ ওকিয়ার কম রূপায় কোন যাকাত নেই এবং পাঁচটি উটের (কম উটেও) কোন যাকাত নেই (ওয়াজিব হবে না)।

٢٤٧٧. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ الطُّوْسِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اِسْحٰقَ قَالَ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ صَعْصَعَةَ وَكَانَا ثِقَةً عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ بْنِ اَبِىْ حَسَنٍ وَعَبَّادِ بْنِ تَمِيْمٍ وَكَانَا ثِقَةً عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ اَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسٍ مِنَ الْاِبِلِ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ اَوْسُقٍ صَدَقَةٌ *

২৪৭৭. মুহাম্মাদ ইব্‌ন মানসূর তূসী (র) - - - - আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, পাঁচ ওকিয়ার কম রূপায় কোন যাকাত নেই; পাঁচটি উটের কম উটে কোন যাকাত নেই এবং পাঁচ ওসকের কম ফসলেও কোন যাকাত নেই (ওয়াজিব হবে না)।

٢٤٧٨. اَخْبَرَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِىٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَدْ عَفَوْتُ عَنِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيْقِ فَاَدُّوْا زَكَاةَ اَمْوَالِكُمْ مِنْ كُلِّ مِائَتَيْنِ خَمْسَةً *

২৪৭৮. মাহমূদ ইব্ন গায়লান (র) - - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আমি (আরোহণের) ঘোড়া এবং (খিদমতের) ক্রীতদাসের যাকাত থেকে তোমাদেরকে অব্যাহতি দিলাম। এখন তোমরা তোমাদের মালের প্রত্যেক দুইশততে (দিরহামে) পাঁচ (দিরহাম) হারে যাকাত আদায় কর।[১]

٢٤٧٩. اَخْبَرَنَا حُسَيْنُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا الاَعْمَشُ عَنْ اَبِى اِسْحٰقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِىٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَدْ عَفَوْتُ عَنِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيْقِ وَلَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ مِائَتَيْنِ زَكَاةٌ *

২৪৭৯. হুসায়ন ইব্ন মানসূর (র) - - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আমি (আরোহণের) ঘোড়া এবং (খিদমতের) ক্রীতদাসের (যাকাত) থেকে তোমাদেরকে অব্যাহতি দিলাম। আর দু'শত এর কমে (রূপায়)ও কোন যাকাত নেই (ওয়াজিব হবে না)।

بَابٌ زَكَاةُ الْحُلِىِّ

পরিচ্ছেদ : অলংকারের যাকাত

٢٤٨٠. اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ امْرَاَةً مِنْ اَهْلِ الْيَمَنِ اَتَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَبِنْتٌ لَهَا فِى يَدِ ابْنَتِهَا مَسَكَتَانِ غَلِيْظَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ اَتُؤَدِّيْنَ زَكَاةَ هٰذَا قَالَتْ لاَ قَالَ اَيَسُرُّكِ اَنْ يُسَوِّرَكِ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ قَالَ فَخَلَعَتْهُمَا فَاَلْقَتْهُمَا اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ هُمَا لِلّٰهِ وَلِرَسُوْلِهِ ﷺ *

২৪৮০. ইসমাঈল ইব্ন মাসউদ (র) - - - - আমর ইব্ন শু'আয়ব তার পিতা তার (রা) দাদা থেকে বর্ণিত যে, এক ইয়ামানী মহিলা এবং তার কন্যা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে আসল। তার কন্যার হাতে স্বর্ণের দু'টি পুরু কাঁকন ছিল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি এগুলোর যাকাত আদায় করে থাক ? সে বলল, না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তুমি কি এটা পছন্দ কর যে, আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন তোমাকে এ দু'টি কাঁকনের পরিবর্তে আগুনের দু'টি কাঁকন পরাবেন ? রাবী বলেন, তখন সে দুটি (কাঁকনই) খুলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে দিয়ে দিল এবং বলল যে, এ দু'টিই আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল ﷺ -এর জন্য।

٢٤٨١. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ حُسَيْنًا قَالَ حَدَّثَنِى عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ جَاءَتْ امْرَاَةٌ وَمَعَهَا بِنْتٌ لَهَا اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَفِى يَدِ ابْنَتِهَا مَسَكَتَانِ نَحْوَهُ مُرْسَلٌ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ خَالِدٌ اَثْبَتُ مِنَ الْمُعْتَمِرِ *

---

১. অর্থাৎ চল্লিশ ভাগের এক ভাগ।

২৪৮১. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল আ'লা (র) - - - - আমর ইব্‌ন শু'আয়ব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, এক মহিলা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর খিদমতে আসল তার সংগে তার একটি মেয়ে ছিল এবং তার কন্যার হাতে দু'টি কাঁকন ছিল। এরপর রাবী পূর্ব বর্ণনার ন্যায় 'মুরসাল' রূপে বর্ণনা করেছেন।

بَابٌ مَانِعُ زَكَاةِ مَالِهِ

পরিচ্ছেদ : নিজ সম্পদের যাকাত অস্বীকারকারী প্রসঙ্গে

٢٤٨٢. اَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو النَّضْرِ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الَّذِى لاَيُؤَدِّى زَكَاةَ مَالِهِ يُخَيَّلُ اِلَيْهِ مَالُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا اَقْرَعَ لَهُ زَبِيْبَتَانِ قَالَ فَيَلْتَزِمُهُ اَوْ يَطَوَّقُهُ قَالَ يَقُوْلُ اَنَا كَنْزُكَ اَنَا كَنْزُكَ *

২৪৮২. ফযল ইব্‌ন সাহ্‌ল (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি তার মালের যাকাত আদায় করে না কিয়ামতের দিন তার মাল তার কাছে এক বিষধর সাপের আকৃতিতে উপস্থিত করা হবে, যার চোখের উপর দু'টি কাল (বিন্দু) থাকবে। রাবী বলেন, সে সাপ তাকে জড়িয়ে ধরবে অথবা গলায় বেড়ি রূপে পেঁচিয়ে ধরবে। রাবী বলেন, সে সাপ বলতে থাকবে যে, আমি তোমার ধন-ভাণ্ডার, আমি তোমার ধন-ভাণ্ডার।

٢٤٨٣. اَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوْسَى الْاَشْيَبُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ الْمَدَنِىُّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِى صَالِحٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنْ اٰتَاهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ مَالاً فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا اَقْرَعَ لَهُ زَبِيْبَتَانِ يَأْخُذُ بِلِهْزِمَتَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُوْلُ اَنَا مَالُكَ اَنَا كَنْزُكَ ثُمَّ تَلاَ هٰذِهِ الْاٰيَةَ وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَا اٰتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ الْاٰيَةَ *

২৪৮৩. ফযল ইব্‌ন সাহ্‌ল (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : মহান মহিয়ান আল্লাহ্ তা'আলা যাকে ধন-সম্পত্তি দান করলেন অথচ সে তার যাকাত আদায় করল না, কিয়ামতের দিন সে ধন-সম্পত্তিগুলোকে বিষধর সাপের আকার করে দেয়া হবে যার চোখের উপর দু'টি কাল দাগ(বিন্দু) থাকবে। কিয়ামতের দিন সে সাপ তার চোয়ালদ্বয়ে আঁকড়িয়ে (কামড়ে) ধরবে এবং বলবে, আমি তোমার ধন-সম্পদ, আমি তোমার ধন-ভাণ্ডার। এরপর তিনি এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন :[১] وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَا اٰتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُوْنَ مَابَخِلُوْا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ –

১. অনুবাদ : এবং আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে যা তাদেরকে দিয়েছেন তাতে যারা কৃপণতা করে তাদের জন্য তা মঙ্গল, এটা যেন তারা কিছুতেই মনে না করে। বরং এটা তাদের জন্য অমঙ্গল। যাতে তারা কৃপণতা করবে কিয়ামতের দিন তা তাদের গলার বেড়ি বানিয়ে দেয়া হবে। (সূরা আল-ইমরান : ১৮০)।

بَابٌ زَكَاةُ التَّمْرِ

পরিচ্ছেদ : খেজুরের যাকাত

٢٤٨٤. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اِسْمٰعِيْلَ بْنِ اُمَيَّةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ عَنْ اَبِى سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ اَوْسَاقٍ مِنْ حَبٍّ اَوْتَمْرٍ صَدَقَةٌ *

২৪৮৪. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) - - - - আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : পাঁচ ওসকের কম শস্যে এবং খেজুরে যাকাত নেই (ওয়াজিব হবে না)।

بَابٌ زَكَاةُ الْحِنْطَةِ

পরিচ্ছেদ : গমের যাকাত

٢٤٨٥. اَخْبَرَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِى عَمْرُوْ بْنُ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِى سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ يَحِلُّ فِى الْبُرِّ وَالتَّمْرِ زَكَاةٌ حَتّٰى تَبْلُغَ خَمْسَةَ اَوْسُقٍ وَلاَيَحِلُّ فِى الْوَرِقِ زَكَاةٌ حَتّٰى تَبْلُغَ خَمْسَةَ اَوَاقٍ وَلاَ يَحِلُّ فِى اِبِلٍ زَكَاةٌ حَتّٰى تَبْلُغَ خَمْسَ ذَوْدٍ *

২৪৮৫. ইসমাঈল ইব্‌ন মাসঊদ (র) - - - - আবূ সাঈদ খুদরী (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, পাঁচ ওসক না হওয়া পর্যন্ত গমে যাকাত সাব্যস্ত (ওয়াজিব) হবে না। আর পাঁচ ওকিয়া না হওয়া পর্যন্ত রূপায় যাকাত সাব্যস্ত (ওয়াজিব) হবে না। পাঁচটি উট না হওয়া পর্যন্ত উটেও যাকাত সাব্যস্ত (ওয়াজিব) হবে না।

بَابٌ زَكَاةُ الْحُبُوْبِ

পরিচ্ছেদ : শস্য দানার যাকাত

٢٤٨٦. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اِسْمٰعِيْلَ بْنِ اُمَيَّةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ عَنْ اَبِى سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لَيْسَ فِى حَبٍّ وَلاَ تَمْرٍ صَدَقَةٌ حَتّٰى تَبْلُغَ خَمْسَةَ اَوْسُقٍ وَلاَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ ذَوْدٍ وَلاَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ اَوَاقٍ صَدَقَةٌ *

২৪৮৭৬. মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুসান্না (র) - - - - আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : পাঁচ ওসক না হওয়া পর্যন্ত শস্য দানায় এবং খেজুরে কোন যাকাত নেই। আর পাঁচটির কম উটে এবং পাঁচ ওকিয়ার কম রূপাও কোন যাকাত নেই (ওয়াজিব হবে না)।

اَلْقَدْرُ الَّذِىْ تَجِبُ فِيْهِ الصَّدَقَةُ

যে পরিমাণে (সম্পদে) যাকাত ওয়াজিব হবে

٢٤٨٧. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا اِدْرِيْسُ الْاَوْدِىُّ عَنْ عَمْرِوبْنِ مُرَّةَ عَنْ اَبِى الْبَخْتَرِىِّ عَنْ اَبِى سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ اَوَاقٍ صَدَقَةٌ *

২৪৮৭. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) ---- আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : পাঁচ ওকিয়ার কমে (রূপায়) কোন যাকাত নেই (ওয়াজিব হবে না)।

٢٤٨٨. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ بْنُ عَبْدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ وَعُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِى سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ اَوَاقٍ صَدَقَةٌ وَلَافِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ اَوْسُقٍ صَدَقَةٌ *

২৪৮৮. আহমাদ্ ইব্‌ন আবদাহ্ (র) ---- আবূ সাঈদ খুদরী (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : পাঁচ ওকিয়ার কমে (রূপায়) কোন যাকাত নেই এবং পাঁচটির কম উটেও কোন যাকাত নেই। আর পাঁচ ওসকের কমে (শস্যেও) কোন যাকাত নেই (ওয়াজিব হবে না)।

بَابٌ مَايُوْجِبُ الْعُشْرَ وَمَا يُوْجِبُ نِصْفَ الْعُشْرِ

পরিচ্ছেদ : কোন্ শস্যে 'উশর' এবং কোন্ শস্যে উশরে অর্ধেক ওয়াজিব হবে ?

٢٤٨٩. اَخْبَرَنَا هرُوْنُ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ الْهَيْثَمِ اَبُوْ جَعْفَرِ الْاَيْلِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فِيْمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْاَنْهَارُ وَالْعُيُوْنُ اَوْ كَانَ بَعْلاً الْعُشْرُ وَمَا سُقِىَ بِالسَّوَانِى وَالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ *

২৪৮৯. হারূন ইব্‌ন সাঈদ (র) ---- সালিমের পিতা (আবদুল্লাহ্ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যা (যে শস্যক্ষেত্র) বৃষ্টির পানি, খাল-বিল ও পুকুর-ঝর্ণা দ্বারা (প্রাকৃতিক উপায়ে) সেচপ্রাপ্ত হয়ে অথবা মাটিতে সিঞ্চিত পানি দ্বারা (স্বয়ংক্রিয়) সেচপ্রাপ্ত হয় তাতে 'উশর'(এক-দশমাংশ) যাকাত ওয়াজিব হবে। আর যা সেচের উট (পশু) বা বালতি ইত্যাদি দ্বারা অথবা যান্ত্রিক প্রক্রিয়ায়) সেচপ্রাপ্ত হয় তাতে 'উশরের অর্ধেক (বিশ ভাগের এক ভাগ) যাকাত (ওয়াজিব হবে)।

٢٤٩٠. اَخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ سَوَّادِ بْنِ الْاَسْوَدِ بْنِ عَمْرٍو وَاَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ

قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ اَنَّ اَبَا الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فِيْمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْاَنْهَارُ وَالْعُيُوْنُ الْعُشْرُ وَفِيْمَا سُقِىَ بِالسَّانِيَةِ نِصْفُ الْعُشْرِ *

২৪৯০. আমর ইব্‌ন সাওয়াদ ও আহমাদ ইব্‌ন আমর এবং হারিছ ইব্‌ন মিসকীন (র) - - - - জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : বৃষ্টির পানি, নদীর পানি এবং ঝরনার পানি দ্বারা সেচকৃত (জমিতে) (শস্যে) উশর এবং সেচের পশু দ্বারা সেচকৃত (জমিতে চাষ) উশরের অর্ধেক (যাকাত ওয়াজিব হবে)।

٢٤٩١. اَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِىِّ عَنْ اَبِى بَكْرٍ وَهُوَ ابْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ اَبِى وَائِلٍ عَنْ مُعَاذٍ قَالَ بَعَثَنِى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلَى الْيَمَنِ فَاَمَرَنِىْ اَنْ اٰخُذَ مِمَّا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرَ وَفِيْمَا سُقِىَ بِالدَّوَالِى نِصْفَ الْعُشْرِ *

২৪৯১. হান্নাদ ইব্‌নুল সারি (র) - - - - মু'আয (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে ইয়ামানে পাঠালেন এবং নির্দেশ দিলেন যে, আমি বৃষ্টির পানি দ্বারা সেচকৃত (শস্য) থেকে উশর $\frac{১}{১০}$ এবং বালতি (ইত্যাদি যন্ত্রের) দ্বারা সেচকৃত (শস্য) থেকে উশর এর অর্ধেক $\frac{১}{২০}$ (যাকাত আদায় করি)।

كَمْ يَتْرُكُ الْخَارِصُ

আগাম পরিমাণ নির্ধারণকারী কি পরিমাণ ছাড় দেবে ?

٢٤٩٢. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ خُبَيْبَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مَسْعُوْدِ بْنِ نِيَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ اَبِى حَثْمَةَ قَالَ اَتَانَا وَنَحْنُ فِى السُّوْقِ فَقَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا خَرَصْتُمْ فَخُذُوْا وَدَعُوا الثُّلُثَ فَاِنْ لَمْ تَاْخُذُوْا اَوْتَدَعُوْا الثُّلُثَ شَكَّ شُعْبَةُ فَدَعُوْا الرُّبُعَ *

২৪৯২. মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) - - - - সাহ্‌ল ইব্‌ন আবূ হাছামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের কাছে আসলেন তখন আমরা বাজারে ছিলাম। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যখন তোমরা আনুমানিক পরিমাণ নির্ধারণ করবে তখন (নির্ধারিত পরিমাণের যাকাত) নিয়ে নেবে এবং এক-তৃতীয়াংশ ছাড় দেবে। আর যদি তোমরা তা না নাও অথবা তিনি বলেছেন, এক-তৃতীয়াংশ ছাড় না দাও তাহলে এক-চতুর্থাংশ ছাড় দাও। "যদি তোমরা না নাও।" "(যদি তোমরা এক-তৃতীয়াংশ) ছাড় না দাও।" এ বাক্য দু'টির মধ্যে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কোনটি বলেছেন শু'বা (র) নিশ্চয়তার সাথে তা বলতে পারেন নি।

قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلاَتَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ

মহান মহিয়ান আল্লাহ্ তা'আলা বাণী : وَلاَ تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ [১]

٢٤٩٣. اَخْبَرَنَا يُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الاَعْلَى وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِى عَبْدُ الْجَلِيْلِ بْنُ حُمَيْدٍ الْيَحْصَبِىُّ اَنَّ ابْنَ شِهَابٍ حَدَّثَهُ قَالَ حَدَّثَنِى اَبُوْ اُمَامَةَ بْنُ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ فِى الاَيَةِ الَّتِىْ قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلاَ تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ قَالَ هُوَ الْجُعْرُوْرُ وَلَوْنُ حُبَيْقٍ فَنَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ تُؤْخَذَ فِى الصَّدَقَةِ الرُّذَالَةُ *

২৪৯৩. ইউনুস ইব্ন আবদুল 'আ'লা এবং হারিস ইব্ন মিসকীন (র) - - - - আবূ উমামা ইব্ন সাহ্ল (রা) থেকে বর্ণিত। আল্লাহ্ তা'আলার বাণী : وَلاَ تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ -এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেছেন যে, তা হল 'জু'রূর' এবং লাতুন 'হুবায়ক' (নামক দু' প্রকার নিম্নমানের খেজুর)। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যাকাত আদায়কালে নিকৃষ্ট দ্রব্য উসূল করতে নিষেধ করেছেন।

٢٤٩٤. اَخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَانَا يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنِى صَالِحُ بْنُ اَبِى عَرِيْبٍ عَنْ كَثِيْرِ بْنِ مُرَّةَ الْحَضْرَمِىِّ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَبِيَدِهِ عَصًا وَقَدْ عَلَّقَ رَجُلٌ قِنْوَ حَشَفٍ فَجَعَلَ يَطْعَنُ فِى ذٰلِكَ الْقِنْوِ فَقَالَ لَوْ شَاءَ رَبُّ هٰذِهِ الصَّدَقَةِ تَصَدَّقَ بِاَطْيَبَ مِنْ هٰذَا اِنَّ رَبَّ هٰذِهِ الصَّدَقَةِ يَاْكُلُ حَشَفًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ *

২৪৯৪. ইয়া'কূব ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - - আউফ ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একবার বের হলেন। তখন তাঁর হাতে একটি লাঠি ছিল। ইতিপূর্বে এক ব্যক্তি এক ছড়া নিকৃষ্ট খেজুর লটকিয়ে রেখেছিল (দান করার জন্য)। তিনি লাঠি দ্বারা তাতে গুঁতো দিচ্ছিলেন এবং বলছিলেন যে, যদি এ সাদাকার মালিক ইচ্ছা করত তা হলে এর চেয়ে উত্তম খেজুর সাদাকা আদায় করতে পারত। এ সাদাকার মালিক কিয়ামতের দিন এ রকম নিকৃষ্ট খেজুরই খাবে।

بَابُ الْمَعْدِنِ

পরিচ্ছেদ : খনিজ দ্রব্যের যাকাত প্রসঙ্গে

٢٤٩٥. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ الاَخْنَسِ عَنْ عَمْرِو بْنِ

---

১. তোমাদের উপার্জিত ধন-সম্পদ (শষ্য ইত্যাদি) হতে তার উত্তম অংশ আল্লাহ্র পথে ব্যায় করবে এবং তার নিকৃষ্ট অংশ ব্যয় করার সংকল্প করবে না।

شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ اللُّقْطَةِ فَقَالَ مَاكَانَ فِى طَرِيْقٍ مَأْتِىٍّ اَوْ فِى قَرْيَةٍ عَامِرَةٍ فَعَرِّفْهَا سَنَةً فَاِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَاِلاَّ فَلَكَ وَمَا لَمْ يَكُنْ فِى طَرِيْقٍ مَأْتِىٍّ وَلاَ فِى قَرْيَةٍ عَامِرَةٍ فَفِيْهِ وَفِى الرِّكَازِ الْخُمْسُ *

২৪৯৫. কুতায়বা (র) - - - - আমর ইব্‌ন শুআয়ব (রা) তাঁর পিতা — তাঁর দাদা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে কুড়িয়ে পাওয়া মাল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেছিলেন, যা চলাচলের রাস্তা এবং জন অধ্যুষিত জনপদে কুড়িয়ে পাবে এক বছর পর্যন্ত তার প্রচার করতে থাকবে। যদি তার মালিক এসে পড়ে (তাহলে তাকে তা দিয়ে দেবে)। অন্যথা তা তোমার অধিকারে এসে যাবে। আর চলাচলের রাস্তা এবং জনবসতি সম্পন্ন জনপদে না হলে তাতে (কুড়িয়ে পাওয়া দ্রব্যে) এবং মাটির তলায় প্রাপ্ত সম্পদে (খনিজ দ্রব্যে) এক-পঞ্চমাংশ (যাকাত আদায় করবে)।

٢٤٩٦. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ ح وَاَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَعِيْدٍ وَاَبِى سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ وَالْبِئْرُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَفِى الرِّكَازِ الْخُمْسُ *

২৪৯৬. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, চতুষ্পদ জন্তু(র আঘাতজনিত মৃত্যুতে) ক্ষতিপূরণমুক্ত। কুয়া(য় পড়ে মৃত্যুবরণ করলে তার কোন) ক্ষতিপূরণমুক্ত। আর খনি(তে পড়ে মৃত্যুবরণ করলেও তার কোন) ক্ষতিপূরণমুক্ত এবং মাটির তলায় প্রাপ্ত সম্পদে (খনিজ দ্রব্যে) এক-পঞ্চমাংশ (যাকাত ওয়াজিব হবে)।

٢٤٩٧. اَخْبَرَنَا يُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدٍ وَعُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِمِثْلِهِ *

২৪৯৭. ইউনুস ইব্‌ন আবদুল 'আলা (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণিত।

٢٤٩٨. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدٍ وَاَبِى سَلَمَةَ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ جَرْحُ الْعَجْمَاءِ جُبَارٌ وَالْبِئْرُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَفِى الرِّكَازِ الْخُمْسُ *

২৪৯৮. কুতায়বা (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : চতুষ্পদ জন্তু(র

আঘাতজনিত মৃত্যুতে কোন) ক্ষতিপূরণমুক্ত। কুয়া(য় পড়ে মুত্যুবরণ করলে তার কোন) ক্ষতিপূরণমুক্ত, খনি(তে পড়ে মৃত্যুবরণ করলে তার কোন) ক্ষতিপূরণমুক্ত এবং মাটির তলায় প্রাপ্ত সম্পদে (খনিজ দ্রব্যে) এক-পঞ্চমাংশ (যাকাত ওয়াজিব হবে)।

٢٤٩٩. اَخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ اَنْبَانَا مَنْصُوْرٌ وَهِشَامٌ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْبِئْرُ جُبَارٌ وَالْعَجْمَاءُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَفِى الرِّكَازِ الْخُمُسُ *

২৪৯৯. ইয়াকূব ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : কুয়া(তে পড়ে মৃত্যুবরণ করলে তার কোন) ক্ষতিপূরণমুক্ত, চতুষ্পদ জন্তু(র আঘাতজনিত মৃত্যুতে কোন) ক্ষতিপূরণমুক্ত, খনি(তে পড়ে মৃত্যুবরণ করলে তার কোন) ক্ষতিপূরণমুক্ত আর মাটির তলায় প্রাপ্ত সম্পদে (খনিজ দ্রব্যে) এক-পঞ্চমাংশ (যাকাত ওয়াজিব হবে)।

بَابٌ زَكَاةُ النَّحْلِ

পরিচ্ছেদ : মধুর যাকাত

٢٥٠٠. اَخْبَرَنَا الْمُغِيْرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ اَبِى شُعَيْبٍ عَنْ مُوْسَى بْنِ اَعْيَنَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ جَاءَ هِلَالٌ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِعُشُوْرِ نَحْلٍ لَهُ وَسَاَلَهُ اَنْ يَحْمِىَ لَهُ وَادِيًا يُقَالُ لَهُ سَلَبَةُ فَحَمٰى لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ذٰلِكَ الْوَادِىَ فَلَمَّا وَلِىَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ كَتَبَ سُفْيَانُ بْنُ وَهْبٍ اِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَسْاَلُهُ فَكَتَبَ عُمَرُ اِنْ اَدَّى اِلَىَّ مَاكَانَ يُؤَدِّى اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنْ عُشْرِ نَحْلِهِ فَاحْمِ لَهُ سَلَبَةَ ذٰلِكَ وَاِلَّا فَاِنَّمَا هُوَ ذُبَابُ غَيْثٍ يَاْكُلُهُ مَنْ شَاءَ *

২৫০০. মুগীরা ইব্‌ন আবদুর রহমান (র) - - - - আমর ইব্‌ন শু'আয়ব (রা) তাঁর পিতা— তার দাদা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হিলাল (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে তার কিছু মধুর উশর ($\frac{1}{10}$ অংশ) নিয়ে আসলেন এবং "সালাবাহ্" নামক উপত্যকা সমভূমি তাকে বরাদ্দ প্রদানের (তাঁর তত্ত্বাবধানে ছেড়ে দিতে) আবেদন জানালেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তা তাকে বরাদ্দ (খাসরূপে ছেড়ে) দিলেন। যখন উমর (রা) খলীফা হলেন, তখন সুফইয়ান ইব্‌ন ওয়াহাব উমর ইব্‌নুল খাত্তাব (রা)-এর কাছে এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে লিখে পাঠালেন। উমর ইব্‌নুল খাত্তাব (রা) (উত্তরে) লিখলেন যে, যদি সে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে তার মধুর যে উশর ($\frac{1}{10}$) আদায় করত তা যদি আমার কাছেও আদায় করে তাহলে "সালাবাহ্" তার জন্য 'খাসভূমি' রূপে (তার তত্ত্বাবধানেই) রেখে দাও। অন্যথা তা ফুলে ফুলে বিচরণকারী মধু-মক্ষিকা। যার— ইচ্ছা সেই (ঐ মধু-মক্ষিকার আহরিত মধু) খেতে পারবে।

بَابٌ فَرْضُ زَكَاةِ رَمَضَانَ

পরিচ্ছেদ : রমাযানের যাকাত (সাদাকায় ফিতরা) ওয়াজিব হওয়া প্রসঙ্গে

٢٥٠١. أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ زَكَاةَ رَمَضَانَ عَلَى الْحُرِّ وَالْعَبْدِ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْصَاعًا مِنْ شَعِيرٍ فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ *

২৫০১. ইমরান ইব্‌ন মূসা (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (প্রত্যেক) স্বাধীন, গোলাম, পুরুষ এবং নারীর উপর রমাযানের যাকাত (ফিতরা) ওয়াজিব করেছেন। এক "সা" করে খেজুর এবং এক "সা" করে যব।[১] পরে লোকজন অর্ধ "সা" গমকে তার সমতুল্য সাব্যস্ত করেছে।[২]

بَابٌ فَرْضُ زَكَاةِ رَمَضَانَ عَلَى الْمَمْلُوكِ

পরিচ্ছেদ : গোলামদের উপর রমাযানের ফিতরা ওয়াজিব হওয়া

٢٥٠٢. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ قَالَ فَعَدَلَ النَّاسُ إِلَى نِصْفِ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ *

২৫০২. কুতায়বা (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (প্রত্যেক) পুরুষ, নারী, স্বাধীন এবং গোলাম ব্যক্তির উপর এক "সা" করে খেজুর বা এক "সা" করে যব সাদাকায় ফিতরা স্বরূপ ওয়াজিব করেছেন। রাবী বলেন, তারপর লোকেরা অর্ধ "সা" গমকে তার সমান সাব্যস্ত করেছে।

فَرْضُ زَكَاةِ رَمَضَانَ عَلَى الصَّغِيرِ

অপ্রাপ্ত বয়স্কদের উপর রমাযানের ফিতরা ওয়াজিব হওয়া

٢٥٠٣. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ زَكَاةَ رَمَضَانَ عَلَى كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ حُرٍّ وَعَبْدٍ ذَكَرٍ وَأُنْثَى صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ *

২৫০৩. কুতায়বা (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (প্রত্যেক) অপ্রাপ্ত বয়স্ক, প্রাপ্ত বয়স্ক, স্বাধীন, গোলাম, পুরুষ এবং নারীর উপর এক "সা" করে খেজুর অথবা এক "সা" করে যব রমাযানের ফিতরা স্বরূপ ওয়াজিব করেছেন।

---

১. দু'শত সত্তর তোলা বা প্রায় সাড়ে তিন কে.জি।
২. গম, যব ও খেজুরের মূল্য বিবেচনা করে ফকীহগণ গমের ক্ষেত্রে অর্ধেক সা নির্ধারণ করেছেন।

فَرْضُ زَكَاةُ رَمَضَانَ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ دُوْنَ الْمُعَاهِدِيْنَ

রমাযানের ফিতরা শুধুমাত্র মুসলমানদের উপর ওয়াজিব, যিম্মিদের উপর নয়

٢٥٠٤. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ اَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ اَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ *

২৫০৪. মুহাম্মাদ ইব্‌ন সালামা (র) এবং হারিস ইব্‌ন মিসকীন (রা) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ লোকদের উপর রমাযান মাসের সাদাকায়ে ফিতর ওয়াজিব করেছেন। এক এক "সা" করে খেজুর অথবা এক এক "সা" করে যব, প্রত্যেক মুসলমান স্বাধীন, গোলাম, পুরুষ এবং নারীর উপর।

٢٥٠٥. اَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّكَنِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ فَرَضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ اَوْصَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ عَلَى الْحُرِّ وَالْعَبْدِ وَالذَّكَرِ وَالْاُنْثَى وَالصَّغِيْرِ وَالْكَبِيْرِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَاَمَرَ بِهَا اَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوْجِ النَّاسِ اِلَى الصَّلَاةِ *

২৫০৫. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন মুহাম্মাদ (রা) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ প্রত্যেক মুসলমান স্বাধীন, গোলাম, পুরুষ, নারী, অপ্রাপ্ত বয়স্ক এবং প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তির উপর এক "সা" করে খেজুর অথবা এক "সা" করে যব সাদাকায়ে ফিতর রূপে ওয়াজিব করেছেন এবং এও আদেশ করেছেন যে, তা যেন লোকজন সালাতের জন্য বের হওয়ার পূর্বেই আদায় করে দেওয়া হয়।

كَمْ فَرَضَ

সাদাকায়ে ফিতর কি পরিমাণ ওয়াজিব ?

٢٥٠٦. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَاَنَا عِيْسَى قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ فَرَضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى الصَّغِيْرِ وَالْكَبِيْرِ وَالذَّكَرِ وَالْاُنْثَى وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ اَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ *

২৫০৬. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (রা) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (প্রত্যেক) অপ্রাপ্ত বয়স্ক ও প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষ, নারী, স্বাধীন এবং গোলামের উপর (গোলামের মালিকের উপর) এক "সা" করে খেজুর অথবা এক "সা" করে যব সাদাকায়ে ফিতর রূপে ওয়াজিব করেছেন।

بَابٌ فَرْضُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ قَبْلَ نُزُوْلِ الزَّكَاةِ

পরিচ্ছেদ : যাকাতের বিধান নাযিল হওয়ার পূর্বেই সাদাকায়ে ফিত্‌র ওয়াজিব হওয়া প্রসঙ্গে

٢٥٠٧. اَخْبَرَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ اَنْبَأَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيْلَ عَنْ قَيْسِ ابْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ قَالَ كُنَّا نَصُوْمُ عَاشُوْرَاءَ وَنُؤَدِّىْ زَكَاةَ الْفِطْرِ فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ وَنَزَلَتِ الزَّكَاةُ لَمْ نُؤْمَرْ بِهِ وَلَمْ نُنْهَ عَنْهُ وَكُنَّا نَفْعَلُهُ *

২৫০৭. ইসমাঈল ইব্‌ন মাসঊদ (রা) - - - - কায়স ইব্‌ন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আশুরার দিন (মুহাররাম মাসের ১০ তারিখে) সাওম পালন করতাম এবং সাদাকায়ে ফিতর আদায় করতাম। এরপর রমাযান (এর সাওম পালন করার) এবং যাকাত (আদায় করার) বিধান অবতীর্ণ হলে আমাদেরকে আর তা আদায় করার নির্দেশও দেওয়া হত না এবং বারণও করা হত না। তবুও আমরা তা পালন করতাম।

٢٥٠٨. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ عَنْ اَبِىْ عَمَّارٍ الْهَمْدَانِىِّ عَنْ قَيْسِ ابْنِ سَعْدٍ قَالَ اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ قَبْلَ اَنْ تَنْزِلَ الزَّكَاةُ فَلَمَّا نَزَلَتِ الزَّكَاةُ لَمْ يَاْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا وَنَحْنُ نَفْعَلُهُ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَبُوْ عَمَّارٍ اِسْمُهُ عَرِيْبُ بْنُ حُمَيْدٍ وَعَمْرُو بْنُ شُرَحْبِيْلَ يُكْنٰى اَبَا مَيْسَرَةَ وَسَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ خَالَفَ الْحَكَمَ فِىْ اِسْنَادِهِ وَالْحَكَمُ اَثْبَتُ مِنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ *

২৫০৮. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) - - - - কায়স ইব্‌ন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে যাকাতের বিধান অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে সাদাকায়ে ফিত্‌র আদায় করার আদেশ দিয়েছিলেন। এরপর যাকাত (এর বিধান) অবতীর্ণ হওয়ার পর আমাদেরকে তা পালন করার নির্দেশও দিতেন না আর বারণও করতেন না। তবুও আমরা তা পালন করতাম।

مَكِيْلَةُ زَكَاةِ الْفِطْرِ

সাদাকায়ে ফিতরের পরিমাণ

٢٥٠٩. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَهُوَ اَمِيْرُ الْبَصْرَةِ فِىْ اٰخِرِ الشَّهْرِ اَخْرِجُوْا زَكَاةَ صَوْمِكُمْ فَنَظَرَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ فَقَالَ مَنْ هٰهُنَا مِنْ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ قُوْمُوْا فَعَلِّمُوْا اِخْوَانَكُمْ

فَانَّهُمْ لاَيَعْلَمُوْنَ اِنَّ هٰذِهِ الزَّكَاةَ فَرَضَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى كُلِّ ذَكَرٍ وَ اُنْثَى حُرٍّ وَ مَمْلُوْكٍ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ اَوْ تَمْرٍ اَوْ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ قَمْحٍ فَقَامُوْا خَالَفَهُ هِشَامٌ فَقَالَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ *

২৫০৯. মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুসান্না (রা) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) বসরার আমীর থাকাকালীন রমাযান মাসের সমাপ্তি লগ্নে বলেছিলেন, তোমরা নিজ নিজ সাদাকায়ে ফিতর আদায় করে দাও। তখন তাঁরা একে অপরের দিকে তাকাতে লাগলেন। তিনি বললেন, এখানে মদীনার অধিবাসী কারা কারা আছ ? তোমরা দাঁড়াও এবং তোমাদের সাথীদেরকে শিক্ষা দাও। যেহেতু তারা জানে না যে, এ সাদাকায়ে ফিতর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ প্রত্যেক পুরুষ, নারী, স্বাধীন এবং গোলাম ব্যক্তির উপর এক "সা" করে যব অথবা খেজুর অথবা অর্ধ "সা" করে গম ওয়াজিব করে দিয়েছেন। তখনি তাঁরা দৌড়ালেন এবং লোকদের তা'লীম করলে তারা তা আদায় করে দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলেন)।

٢٥١٠. اَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُوْنٍ عَنْ مَخْلَدٍ عَنْ هِشَامٍ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ ذَكَرَ فِى صَدَقَةِ الْفِطْرِ قَالَ صَاعًا مِنْ بُرٍّ اَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ اَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ اَوْ صَاعًا مِنْ سُلْتٍ *

২৫১০. আলী ইব্‌ন মায়মূন (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, (একবার) সাদাকায়ে ফিতর এর পরিমাণ সম্পর্কে আলোচনা হতে থাকলে তিনি বললেন যে, তার পরিমাণ হল, এক "সা" গম, এক "সা" খেজুর, এক "সা" যব অথবা এক "সা" সুল্‌ত (এক প্রকার যব)।

٢٥١١. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ اَبِى رَجَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَخْطُبُ عَلَى مِنْبَرِكُمْ يَعْنِى مِنْبَرَ الْبَصْرَةِ يَقُوْلُ صَدَقَةُ الْفِطْرِ صَاعٌ مِنْ طَعَامٍ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ هٰذَا اَثْبَتُ الثَّلاَثَةِ *

২৫১১. কুতায়বা (রা) - - - - আবূ রাজা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে তোমাদের মিম্বার অর্থাৎ বসবার মিম্বারে দাঁড়িয়ে খুতবা দানরত অবস্থায় বলতে শুনেছি যে, সাদাকায়ে ফিতরের পরিমাণ হল এক "সা" করে খাদ্য দ্রব্য।

بَابٌ اَلتَّمْرُ فِى زَكَاةِ الْفِطْرِ

পরিচ্ছেদ : সাদাকায়ে ফিতরে খেজুর প্রদান প্রসঙ্গে

٢٥١٢. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحْرِزُ بْنُ الْوَضَّاحِ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ وَهُوَ ابْنُ اُمَيَّةَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِى ذُبَابٍ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى سَرْحٍ

عَنْ اَبِى سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ قَالَ فَرَضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ اَوْصَاعًا مِنْ تَمْرٍ اَوْصَاعًا مِنْ اَقِطٍ *

২৫১২. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আলী (র) - - - - আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক "সা" যব এক "সা" খেজুর অথবা এক "সা" পনির সাদাকায়ে ফিতর রূপে ওয়াজিব করেছেন।

اَلزَّبِيْبِ

শুষ্ক আঙ্গুর (কিশমিশ)

٢٥١٣. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى سَرْحٍ عَنْ اَبِى سَعِيْدٍ قَالَ كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ اِذْ كَانَ فِيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ اَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ اَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ اَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيْبٍ اَوْ صَاعًا مِنْ اَقِطٍ *

২৫১৩. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) - - - - আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের মাঝে অবস্থানকালে আমরা এক "সা" খাদ্য, এক "সা" যব, এক "সা" খেজুর, এক "সা" শুষ্ক আঙ্গুর (কিশমিশ) অথবা এক "সা" পনির সাদাকায়ে ফিতর রূপে আদায় করতাম।

٢٥١٤. اَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِىِّ عَنْ وَكِيْعٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِى سَعِيْدٍ قَالَ كُنَّا نُخْرِجُ صَدَقَةَ الْفِطْرِ اِذْ كَانَ فِيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ اَوْصَاعًا مِنْ تَمْرٍ اَوْصَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ اَوْصَاعًا مِنْ اَقِطٍ فَلَمْ نَزَلْ كَذَالِكَ حَتّٰى قَدِمَ مُعَاوِيَةُ مِنَ الشَّامِ وَكَانَ فِيْمَا عَلَّمَ النَّاسَ اَنَّهُ قَالَ مَا اَرٰى مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ اِلاَّ تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ هٰذَا قَالَ فَاَخَذَ النَّاسُ بِذٰلِكَ *

২৫১৪. হান্নাদ ইব্‌নুস্ সারী (র) - - - - আবূ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের মাঝে অবস্থানকালে আমরা এক "সা" করে খাদ্য, এক "সা" খেজুর, এক "সা" যব অথবা এক "সা" পনির সাদাকায়ে ফিতররূপে আদায় করতাম। মুআবিয়া (রা) সিরিয়া থেকে আগমন করা পর্যন্ত (আমরা এ পরিমাণেই আদায় করতাম)। এরপর তিনি লোকদেরকে শিক্ষা দিতে গিয়ে বলতে লাগলেন যে, সিরিয়ার দু' মুদ্দ (সের) গম আমাদের (দেশীয় এক "সা") যব, খেজুর ইত্যাদি)এর সমপরিমাণ হবে বলেই আমার মনে হয়। রাবী বলেন, এরপর লোকজন এর উপরেই আমল করতে শুরু করে দিল।

اَلدَّقِيْقُ

আটা দ্বারা সাদাকায়ে ফিতর আদায় করা প্রসঙ্গে

٢٥١٥. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ قَالَ سَمِعْتُ عِيَاضَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يُخْبِرُ عَنْ اَبِى سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ لَمْ نُخْرِجْ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِلاَّ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ اَوْصَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ اَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيْبٍ اَوْصَاعًا مِنْ دَقِيْقٍ اَوْ صَاعًا مِنْ اَقِطٍ اَوْ صَاعًا مِنْ سُلْتٍ ثُمَّ شَكَّ سُفْيَانُ فَقَالَ دَقِيْقٍ اَوْ سُلْتٍ *

২৫১৫. মুহাম্মাদ ইব্ন মানসূর (রা) - - - - আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর যুগে এক "সা" খেজুর, এক "সা" যব, এক "সা" শুষ্ক আঙ্গুর, এক "সা" আটা, এক "সা" পনির অথবা সুল্ত সাদাকায়ে ফিতর রূপে আদায় করতাম।

اَلْحِنْطَةُ

গম দ্বারা সাদাকায়ে ফিতর আদায় করা প্রসঙ্গে

٢٥١٦. اَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هرُوْنَ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنِ الْحَسَنِ اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ خَطَبَ بِالْبَصْرَةِ فَقَالَ اَدُّوْا زَكَاةَ صَوْمِكُمْ فَجَعَلَ النَّاسُ يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ اِلَى بَعْضٍ فَقَالَ مَنْ هٰهُنَا مِنْ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ قُوْمُوْا اِلَى اِخْوَانِكُمْ فَعَلِّمُوْهُمْ فَاِنَّهُمْ لاَيَعْلَمُوْنَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَرَضَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى الصَّغِيْرِ وَالْكَبِيْرِ وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ وَالذَّكَرِ وَالْاُنْثٰى نِصْفَ صَاعِ بُرٍّ اَوْصَاعًا مِنْ تَمْرٍ اَوْ شَعِيْرٍ قَالَ الْحَسَنُ فَقَالَ عَلِيٌّ اَمَّا اِذَا اَوْسَعَ اللّٰهُ فَاَوْسِعُوْا اَعْطُوْا صَاعًا مِنْ بُرٍّ اَوْ غَيْرِهِ *

২৫১৬. আলী ইব্ন হুজ্র (রা) - - - - হাসান (রা) থেকে বর্ণিত যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বসরায় খুতবা দানকালে বললেন যে, তোমরা নিজ নিজ সাদাকায়ে ফিতর আদায় কর। তখন লোকজন একে অপরের দিকে তাকাতে লাগল। ইব্ন আব্বাস (রা) বললেন, এখানে মদীনার অধিবাসী কে কে আছ? তোমরা উঠে তোমাদের সাথীদেরকে কাছে গিয়ে তাদেরকে শিক্ষা দাও। কেননা তারা জানে না যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ প্রত্যেক অপ্রাপ্ত বয়স্ক, প্রাপ্ত বয়স্ক, স্বাধীন, গোলাম, পুরুষ এবং নারীর উপর অর্ধ "সা" গম অথবা এক "সা" খেজুর বা যব সাদাকায়ে ফিত্র রূপে ওয়াজিব করেছেন। হাসান (রা) বলেন, আলী (রা) বলেছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা যখন তোমাদেরকে স্বচ্ছলতা দান করেছেন তাহলে তোমরাও স্বচ্ছলভাবে (হাত খুলে) দান কর এবং এক "সা" করে গম অথবা অন্যান্য বস্তু আদায় করতে থাক।

اَلسُّلْتُ

'সুল্‌ত' দ্বারা সাদাকায়ে ফিতর আদায় করা প্রসঙ্গে

٢٥١٧. اَخْبَرَنَا مُوْسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ عَنْ زَائِدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ ابْنُ اَبِى رَوَّادٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّاسُ يُخْرِجُوْنَ عَنْ صَدَقَةِ الْفِطْرِ فِى عَهْدِ النَّبِىِّ ﷺ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ اَوْتَمْرٍ اَوْسُلْتٍ اَوْزَبِيْبٍ *

২৫১৭. মূসা ইব্‌ন আবদুর রহমান (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর যুগে লোকজন এক "সা" করে যব, খেজুর, সুল্‌ত[১] অথবা কিশমিশ সাদাকায়ে ফিতর রূপে আদায় করত।

اَلشَّعِيْرُ

যব দ্বারা সাদাকায়ে ফিতর আদায় করা প্রসঙ্গে

٢٥١٨. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ قَالَ حَدَّثَنَا عِيَاضٌ عَنْ اَبِى سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ كُنَّا نُخْرِجُ فِى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ اَوْ تَمْرٍ اَوْزَبِيْبٍ اَوْ اَقِطٍ فَلَمْ نَزَلْ كَذٰلِكَ حَتّٰى كَانَ فِى عَهْدِ مُعَاوِيَةَ قَالَ مَا اَرَى مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ اِلاَّ تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ *

২৫১৮. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর যুগে আমরা এক "সা" যব, খেজুর, কিশমিশ অথবা পনির (সাদাকায়ে ফিত্‌র) রূপে আদায় করতাম। আমরা এ (রূপেই) আদায় করছিলাম। মুআবিয়া (রা)-এর যুগ আসলে তিনি বললেন যে, সিরিয়ার দু'-মুদ্দ (সাময়া) গম এক "সা" যবের সমপরিমাণ হবে বলেই আমার মনে হয়।

اَلاَقِطُ

পনির দ্বারা সাদাকায়ে ফিতর আদায় করা প্রসঙ্গে

٢٥١٩. اَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ اَنْبَاَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ عن عبيد اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُثْمَانَ اَنَّ عِيَاضَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَهُ اَنَّ اَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِىَّ قَالَ كُنَّا نُخْرِجُ فِى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ اَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ اَوْ صَاعًا مِنْ اَقِطٍ لاَنُخْرِجُ غَيْرَهُ *

২৫১৯. ঈসা ইব্‌ন হাম্মাদ (র) - - - - আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর

---

১. সুল্‌ত : গমের সংগে সাদৃশ্যযুক্ত এক প্রকার যব।

যুগে আমরা এক "সা" করে খেজুর, যব অথবা পনির (সাদাকায়ে ফিতর) রূপে আদায় করতাম। অন্য কিছু আমরা আদায় করতাম না।

كَمِ الصَّاعُ

"সা"-এর পরিমাণ কত?

٢٥٢٠. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ قَالَ اَنْبَأَنَا الْقَاسِمُ وَهُوَ ابْنُ مَالِكٍ عَنِ الْجُعَيْدِ سَمِعْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيْدَ قَالَ كَانَ الصَّاعُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مُدًّا وَثُلُثًا بِمُدِّكُمُ الْيَوْمَ وَقَدْ زِيْدَ فِيْهِ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَحَدَّثَنِيْهِ زِيَادُ بْنُ اَيُّوْبَ *

২৫২০. আমর ইব্ন যুরারাহ্ (র) - - - - সাইব ইব্ন ইয়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর যুগে এক "সা"-এর পরিমাণ ছিল বর্তমান কালের (তোমাদের) এক মুদ্দ এবং এক মুদ্দের এক-তৃতীয়াংশ। (অর্থাৎ) পরে তাতে বৃদ্ধি করা হয়েছে।

٢٥٢١. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَنْظَلَةَ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْمِكْيَالُ مِكْيَالُ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ وَالْوَزْنُ وَزْنُ اَهْلِ مَكَّةَ *

২৫২১. আহমাদ ইব্ন সুলায়মান (র) - - - - ইব্ন উমর (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, (গ্রহণযোগ্য) মাপ হল মদীনাবাসীদের মাপ এবং (গ্রহণযোগ্য) ওযন হল মক্কাবাসীদের ওযন।

بَابٌ اَلْوَقْتُ الَّذِىْ يُسْتَحَبُّ اَنْ تُؤَدَّى صَدَقَةُ الْفِطْرِ فِيْهِ

পরিচ্ছেদ : সাদাকায়ে ফিতর আদায় করার উত্তম (মুস্তাহাব) সময় প্রসঙ্গে

٢٥٢٢. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْدَانَ بْنِ عِيْسَى قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا مُوْسَى ح قَالَ وَاَنْبَاَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بَزِيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ قَالَ حَدَّثَنَا مُوْسَى عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَمَرَ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ اَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوْجِ النَّاسِ اِلَى الصَّلَاةِ قَالَ ابْنُ بَزِيْعٍ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ *

২৫২২. মুহাম্মাদ ইব্ন মা'দান এবং মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র) - - - - ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সাদাকায়ে ফিতরের ব্যাপারে আদেশ দিয়েছেন যে, লোকজন ঈদগাহের দিকে বের হয়ে যাওয়ার পূর্বেই যেন তা আদায় করে দেওয়া হয়। ইব্ন বাযী'-এর বর্ণনায় ফিতরে 'যাকাত' শব্দ রয়েছে।

اِخْرَاجُ الزَّكَاةِ مِنْ بَلَدٍ اِلَى بَلَدٍ

এক এলাকার যাকাত (ও সাদাকায়ে ফিতর) অন্য এলাকায় নিয়ে যাওয়া

٢٥٢٣. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ اِسْحٰقَ وَكَانَ ثِقَةً عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ اَبِى مَعْبَدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ بَعَثَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ اِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ اِنَّكَ تَاتِى قَوْمًا اَهْلَ كِتَابٍ فَادْعُهُمْ اِلَى شَهَادَةِ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنِّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاِنْ هُمْ اَطَاعُوْكَ فَاَعْلِمْهُمْ اَنَّ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِى كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَاِنْ هُمْ اَطَاعُوْكَ فَاَعْلِمْهُمْ اَنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِى اَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ اَغْنِيَائِهِمْ فَتُوْضَعُ فِى فُقَرَائِهِمْ فَاِنْ هُمْ اَطَاعُوْكَ لِذٰلِكَ فَاِيَّاكَ وَكَرَائِمَ اَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُوْمِ فَاِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ حِجَابٌ *

২৫২৩. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ মু'আয ইব্‌ন জাবাল (রা)-কে ইয়ামানে পাঠালেন এবং বললেন যে, তুমি আহলে কিতাব (আসমানী গ্রন্থধারী ইয়াহূদী ও খৃস্টান) সম্প্রদায়ের কাছে যাচ্ছ। "আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন মাবূদ নাই এবং আমি আল্লাহ্ তা'আলার প্রেরিত রাসূল"-এর সাক্ষ্য প্রদানের জন্য তুমি তাদেরকে আহবান জানাবে। যদি তারা তোমার আনুগত্য করে (এ আহ্বানে সাড়া দেয়) তাহলে তাদের জানিয়ে দেবে যে, মহান মহিয়ান আল্লাহ্ তা'আলা তাদের উপর প্রত্যেক দিন রাত্রে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয করেছেন। এতে যদি তারা তোমার আনুগত্য করে তাহলে তাদের জানিয়ে দেবে যে, মহান মহিয়ান আল্লাহ্ তা'আলা তাদের উপর তাদের মালে তাদের উপর যাকাত ফরয করেছেন যা (তাদের) স্বচ্ছল ব্যক্তিদের থেকে নিয়ে তাদের অস্বচ্ছল ব্যক্তিদের মধ্যে বিতরণ করা হবে। এতে যদি তারা তোমার আনুগত্য করে তাহলে তুমি তাদের উৎকৃষ্ট মাল নেওয়া থেকে বিরত থাকবে। আর অত্যাচারিতের বদ দু'আকে ভয় করবে। কেননা, মহান মহিয়ান আল্লাহ্ তা'আলা এবং তার তাদের (দু'আর) মধ্যে কোন পর্দা নেই।

بَابٌ اِذَا اَعْطَاهَا غَنِيًّا وَهُوَ لاَيَشْعُرُ

পরিচ্ছেদ : অজ্ঞাতসারে কোন স্বচ্ছল ব্যক্তিকে যাকাত (ও সাদাকায়ে ফিতর) দিয়ে দিলে

٢٥٢٤. اَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنِى اَبُو الزِّنَادِ مِمَّا حَدَّثَهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ الْاَعْرَجُ مِمَّا ذَكَرَ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ بِهِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَقَالَ قَالَ رَجُلٌ لاَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِى يَدِ سَارِقٍ فَاَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُوْنَ تُصُدِّقَ عَلَى سَارِقٍ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى سَارِقٍ لاَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِى يَدِ زَانِيَةٍ فَاَصْبَحُوْا يَتَحَدَّثُوْنَ تُصُدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلَى زَانِيَةٍ فَقَالَ

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلٰى زَانِيَةٍ لَاتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِى يَدِ غَنِىٍّ فَاَصْبَحُوْا يَتَحَدَّثُوْنَ تُصُدِّقَ عَلٰى غَنِىٍّ قَالَ اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلٰى زَانِيَةٍ وَعَلٰى سَارِقٍ وَعَلٰى غَنِىٍّ فَأُتِىَ فَقِيْلَ لَهُ اَمَّا صَدَقَتُكَ فَقَدْ تُقُبِّلَتْ اَمَّا الزَّانِيَةُ فَلَعَلَّهَا اَنْ تَسْتَعِفَّ بِهِ مِنْ زِنَاهَا وَلَعَلَّ السَّارِقَ اَنْ يَسْتَعِفَّ بِهِ عَنْ سَرِقَتِهِ وَلَعَلَّ الْغَنِىَّ اَنْ يَعْتَبِرَ فَيُنْفِقَ مِمَّا اَعْطَاهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ *

২৫২৪. ইমরান ইব্‌ন বাক্কার (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন যে, (একবার) এক ব্যক্তি (বনী ইসরাঈল-এর এক ব্যক্তি) (মনে মনে) বলল যে, আমি অবশ্যই কিছু সাদাকা করব। সে সাদাকা নিয়ে বের হয়ে সেগুলো এক চোরের হাতে দিয়ে দিল। সকালে লোকজন বলাবলি করতে লাগল যে, একজন চোরকে সাদাকা দেয়া হয়েছে। সে (সাদাকাদাতা) বলল, ইয়া আল্লাহ্! তোমার প্রশংসা একজন চোরের ব্যাপারে—(আমি একজন চোরকে সাদাকা দিতে পেরেছি)। (সে বলল,) আমি অবশ্যই (আবারো) সাদাকা করব। সাদাকা নিয়ে বের হয়ে তা এক ব্যভিচারিণীর হাতে দিয়ে দিল। সকালে লোকজন বলাবলি করতে লাগল যে, গত রাতে একজন ব্যভিচারিণীকে সাদাকা দেয়া হয়েছে। সে (সাদাকা দাতা) বলল যে, ইয়া আল্লাহ্! তোমার প্রশংসা এক ব্যভিচারিণীর জন্য (যে, একজন ব্যভিচারিণীকে সাদাকাদিতে পেরেছি)। আমি অবশ্যই (আবারো) সাদাকা করব। সে সাদাকা নিয়ে বের হয়ে তা এক স্বচ্ছল ব্যক্তির হাতে দিয়ে দিল। সকালে লোকজন বলাবলি করতে লাগল যে, একজন স্বচ্ছল ব্যক্তিকে সাদাকা দেয়া হয়েছে। সে (সাদাকাদাতা) বলল, ইয়া আল্লাহ্! তোমার প্রশংসা যে, একজন চোর, একজন ব্যভিচারিণী এবং একজন স্বচ্ছল ব্যক্তির জন্য (তাদের সাদাকা দিতে পেরেছি)। তাকে স্বপ্নে দেখানো হল যে, তোমার সাদাকা কবূল করে নেয়া হয়েছে। ব্যভিচারিণী! সে হয়ত প্রাপ্ত সাদাকা দ্বারা ব্যভিচার থেকে বেঁচে থাকবে। চোর! সে হয়ত প্রাপ্ত সাদাকা দ্বারা চুরিকরা হতে নিবৃত্ত থাকবে। আর স্বচ্ছল ব্যক্তি! সে হয়ত উপদেশ গ্রহণ করবে এবং তাকে মহান মহিয়ান আল্লাহ্ তা'আলা প্রদত্ত সম্পত্তি থেকে দান করবে।

بَابٌ اَلصَّدَقَةُ مِنْ غُلُوْلٍ

পরিচ্ছেদ : খিয়ানতের (আত্মসাতকৃত) মাল থেকে সাদাকা করা

٢٥٢٥. اَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّارِعُ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ وَاَنْبَاَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرٌ وَهُوَ ابْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَاللَّفْظُ لِبِشْرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِى الْمَلِيْحِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَقْبَلُ صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُوْرٍ وَلَاصَدَقَةً مِنْ غُلُوْلٍ *

২৫২৫. হুসায়ন ইব্‌ন মুহাম্মাদ (রা) - - - - আবুল মালীহ (র)-এর পিতা উসামাহ ইব্‌ন উমায়র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে আমি বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্রতা (তাহারাত)

ছাড়া সালাত কবূল করেন না এবং খিয়ানতের (আত্মসাত, প্রতারণা চুরি ইত্যদির) মাল থেকেও সাদাকা কবূল করেন না।

٢٥٢٦. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِى سَعِيْدٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ يَسَارٍ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَاتَصَدَّقَ اَحَدٌ بِصَدَقَةٍ مِنْ طَيِّبٍ وَلاَ يَقْبَلُ اللّٰهُ عَزَّ وَ جَلَّ اِلاَّ الطَّيِّبَ اِلاَّ اَخَذَهَا الرَّحْمٰنُ عَزَّ وَجَلَّ بِيَمِيْنِهِ وَاِنْ كَانَتْ تَمْرَةً فَتَرْبُوْ فِى كَفِّ الرَّحْمٰنِ حَتَّى تَكُوْنَ اَعْظَمَ مِنَ الْجَبَلِ كَمَا يُرَبِّى اَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ اَوْ فَصِيْلَهُ *

২৫২৬. কুতায়বা (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে কেউ পবিত্র (হালাল মাল) থেকে সাদাকা করলে — আর বস্তুত: মহান মহিয়ান আল্লাহ্ পবিত্র (হালাল) ব্যতীত কবূল করেন না– তা (দান) আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর ডান হাতে গ্রহণ করেন। যদিও তা একটি খেজুরই হোক না কেন এবং তা (সে দান) 'রহমান'-এর হাতে প্রবৃদ্ধি লাভ করতে থাকে। এমনকি তা পাহাড় থেকেও বিরাট আকার ধারণ করে। যেরূপ তোমাদের কেউ কেউ তার ঘোড়ার শাবক বা উটের শাবকের লালন-পালন করে থাক।

جَهْدُ الْمُقِلِّ

অনটনগ্রস্তের মেহনতের (উপার্জন হতে) দান

٢٥٢٧. اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنْ حَجَّاجٍ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِى عُثْمَانُ بْنُ اَبِى سُلَيْمَانَ عَنْ عَلِىٍّ الْاَزْدِىِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حُبْشِىٍّ الْخَثْعَمِىِّ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ سُئِلَ اَىُّ الاَعْمَالِ اَفْضَلُ قَالَ اِيْمَانٌ لاَ شَكَّ فِيْهِ وَجِهَادٌ لاَغُلُوْلَ فِيْهِ وَحَجَّةٌ مَبْرُوْرَةٌ قِيْلَ فَاَيُّ الصَّلاَةِ اَفْضَلُ قَالَ طُوْلُ الْقُنُوْتِ قِيْلَ فَاَىُّ الصَّدَقَةِ اَفْضَلُ قَالَ جَهْدُ الْمُقِلِّ قِيْلَ فَاَىُّ الْهِجْرَةِ اَفْضَلُ قَالَ مَنْ هَجَرَ مَاحَرَّمَ اللّٰهُ عَزَّ وَ جَلَّ قِيْلَ فَاَىُّ الْجِهَادِ اَفْضَلُ قَالَ مَنْ جَاهَدَ الْمُشْرِكِيْنَ بِمَالِهِ وَنَفْسِهِ قِيْلَ فَاَىُّ الْقَتْلِ اَشْرَفُ قَالَ مَنْ اُهْرِيْقَ دَمُهُ وَعُقِرَ جَوَادُهُ *

২৫২৭. আবদুল ওয়াহ্হাব ইব্ন আবদুল হাকাম (র) - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্ন হুব্শী খাছআমী (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ -কে প্রশ্ন করা হল যে, সর্বোত্তম 'আমল কোন্‌টি ? তিনি বললেন, সংশয়মুক্ত ঈমান, খিয়ানত বিহীন জিহাদ এবং 'মাবরুর' (পাপমুক্ত) হজ্জ। জিজ্ঞাসা করা হল যে, সর্বোত্তম সালাত কোন্‌টি ? তিনি বললেন, দীর্ঘ কিরাআত (বিশিষ্ট সালাত,)। জিজ্ঞাসা করা হল যে, সর্বোত্তম সাদাকা কোনটি ? তিনি বললেন, অনটনগ্রস্ত ব্যক্তির কষ্টসাধ্যের দান। জিজ্ঞাসা করা হল যে, সর্বোত্তম হিজরত কোনটি ? তিনি বললেন, মহান মহিয়ান আল্লাহ্ তা'আলা যা নিষিদ্ধ করেছেন তা যে বর্জন করে। প্রশ্ন করা হল যে, সর্বোত্তম জিহাদ কোন্‌টি ? তিনি বললেন, যে মুশরিকদের বিরুদ্ধে নিজের জানমাল নিয়ে জিহাদ করে। জিজ্ঞাসা করা হল যে, সম্মানজনক নিহত হওয়া কোন্‌টি ? তিনি বললেন, যার রক্ত প্রবাহিত করা হয়েছে এবং ঘোড়াকে হত্যা করা হয়েছে (যে ব্যক্তি জিহাদে নিজের ধন-সম্পদ ব্যয় করেছে এবং নিজের জীবন উৎসর্গ করেছে।)

٢٥٢٨. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِى سَعِيْدٍ وَالْقَعْقَاعِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ سَبَقَ دِرْهَمٌ مِائَةَ اَلْفِ دِرْهَمٍ قَالُوْا وَكَيْفَ قَالَ كَانَ لِرَجُلٍ دِرْهَمَانِ تَصَدَّقَ بِاَحَدِهِمَا وَانْطَلَقَ رَجُلٌ اِلَى عُرْضِ مَالِهِ فَاَخَذَ مِنْهُ مِائَةَ اَلْفِ دِرْهَمٍ فَتَصَدَّقَ بِهَا *

২৫২৮. কুতায়বা (র) - - - -আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : এক দিরহাম এক লাখ দিরহামের উপর প্রাধান্য পেয়ে গেল। তাঁরা (সাহাবিগণ) বললেন, এটা কিভাবে ? তিনি বললেন, এক ব্যক্তির শুধু দুইটি দিরহাম ছিল। সেখান থেকে সে একটি দান করে দিল। আর এক ব্যক্তি তার (বিশাল) ধন-সম্পদের মধ্য থেকে এক লাখ দিরহাম নিয়ে তা দান করল।

٢٥٢٩. اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيْسَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَجْلاَنَ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ اَبِى صَالِحٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَبَقَ دِرْهَمٌ مِائَةَ اَلْفٍ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَكَيْفَ قَالَ رَجُلٌ لَهُ دِرْهَمَانِ فَاَخَذَ اَحَدَهُمَا فَتَصَدَّقَ بِهِ وَرَجُلٌ لَهُ مَالٌ كَثِيْرٌ فَاَخَذَ مِنْ عُرْضِ مَالِهِ مِائَةَ اَلْفٍ فَتَصَدَّقَ بِهَا *

২৫২৯. উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন সাঈদ (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, এক দিরহাম এক লাখ দিরহাম এর উপর প্রাধান্য লাভ করল। তাঁরা (সাহাবিগণ) বললেন, সেটা কিভাবে ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! তিনি বললেন, এক ব্যক্তির শুধু দু'টি দিরহামই রয়েছে, সেখান থেকে সে একটি দিরহাম নিল এবং তা সাদাকা করে দিল। আর এক ব্যক্তির অনেক মাল রয়েছে, তার মধ্য থেকে সে এক লাখ দিরহাম নিল এবং দান করল।

٢٥٣٠. اَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ اَنْبَانَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسَى عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ اَبِى مَسْعُوْدٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَاْمُرُنَا بِالصَّدَقَةِ فَمَا يَجِدُ اَحَدُنَا شَيْئًا يَتَصَدَّقُ بِهِ حَتَّى يَنْطَلِقَ اِلَى السُّوْقِ فَيَحْمِلَ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَجِيْءَ بِالْمُدِّ فَيُعْطِيَهُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنِّىْ لَاَعْرِفُ الْيَوْمَ رَجُلاً لَهُ مِائَةُ اَلْفٍ مَاكَانَ لَهُ يَوْمَئِذٍ دِرْهَمٌ *

২৫৩০. হুসায়ন ইব্‌ন হুরায়ছ (র) - - - - আবূ মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে সাদাকা করার আদেশ দিতেন। কিন্তু আমাদের মধ্যে এমন ব্যক্তিও ছিল যার কাছে সাদাকা করার মত কিছুই ছিল না। অগত্যা সে বাজারে যেত এবং বোঝা বহন করত এবং এক মুদ্দ (সের) নিয়ে এসে তা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে দিত। আমি এমন এক ব্যক্তিকে জানি যার আজ লাখ দিরহাম রয়েছে। অথচ সে দিন তার কাছে এক দিরহামও ছিল না।

٢٥٣١. اَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ اَبِى وَائِلٍ عَنْ اَبِى

مَسْعُوْدٍ قَالَ لَمَّا اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالصَّدَقَةِ فَتَصَدَّقَ اَبُوْ عَقِيْلٍ بِنِصْفِ صَاعٍ وَجَاءَ اِنْسَانٌ بِشَىْءٍ اَكْثَرَ مِنْهُ فَقَالَ الْمُنَافِقُوْنَ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ لَغَنِىٌّ عَنْ صَدَقَةِ هٰذَا وَمَا فَعَلَ هٰذَا الْاٰخَرُ اِلاَّ رِيَاءً فَنَزَلَتَ الَّذِيْنَ يَلْمِزُوْنَ الْمُطَّوِّعِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فِى الصَّدَقَاتِ وَالَّذِيْنَ لاَيَجِدُوْنَ اِلاَّ جُهْدَهُمْ *

২৫৩১. বিশ্‌র ইব্‌ন খালিদ (র) - - - - আবূ মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন আমাদেরকে সাদাকা করার আদেশ দিলেন। তখন আবূ আকীল অর্ধ "সা" সাদাকা করলেন আর অন্য একজন প্রচুর মাল-সামান নিয়ে আসল। তখন মুনাফিকরা বলল যে, আল্লাহ্ তা'আলা এর সাদাকার মুখাপেক্ষী নন। আর ঐ দ্বিতীয় ব্যক্তি তা লোক দেখানোর জন্য সাদাকা করল। তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হল :

اَلَّذِيْنَ يَلْمِزُوْنَ الْمُطَّوِّعِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فِى الصَّدَقَاتِ وَالَّذِيْنَ لاَيَجِدُوْنَ اِلاَّ جُهْدَهُمْ –

অর্থ : মু'মিনদের মধ্যে যারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাদাকা দেয় এবং যারা নিজ শ্রম ব্যতিরেকে কিছুই পায় না (এবং তা থেকেই) সাদাকা করে—) এদের যারা দোষারোপ (সমালোচনা) করে (এরে উপহাস করে, আল্লাহ্ তাদের উপহাস করবেন ....)।

اَلْيَدُ الْعُلْيَا

উপরের হাত (দাতা হাত)

২৫৩২. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ اَخْبَرَنِى سَعِيْدٌ وَعُرْوَةُ سَمِعَا حَكِيْمَ ابْنَ حِزَامٍ يَقُوْلُ سَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاَعْطَانِى ثُمَّ سَاَلْتُهُ فَاَعْطَانِى ثُمَّ سَاَلْتُهُ فَاَعْطَانِى ثُمَّ قَالَ اِنَّ هٰذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ فَمَنْ اَخَذَهُ بِطِيْبِ نَفْسٍ بُوْرِكَ لَهُ فِيْهِ وَمَنْ اَخَذَهُ بِاِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيْهِ وَكَانَ كَالَّذِىْ يَاْكُلُ وَلاَ يَشْبَعُ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى *

২৫৩২. কুতায়বা (র) - - - - হাকীম ইব্‌ন হিযাম (রা) বলেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে (একবার সাহায্য) চাইলে তিনি আমাকে দান করলেন। আবার (সাহায্য) চাইলে আবারও তিনি আমাকে দান করলেন। পুনরায় (সাহায্য) চাইলে তিনি দান করলেন এবং বললেন যে, এ সমস্ত ধন-সম্পদ খুবই সুদৃশ্য ও সুস্বাদু (মনোমুগ্ধকর এবং চিত্তাকর্ষক)। তাই যে ব্যক্তি সেগুলো মনের প্রশান্তির সংগে (নির্লোভ হয়ে) গ্রহণ করবে সেগুলোতে তার জন্য বরকত দেয়া হবে, আর যে ব্যক্তি সেগুলো লোভাতুর অন্তরে গ্রহণ করবে তার জন্য সেগুলোতে বরকত দেয়া হবে না। আর সে ব্যক্তি তার মত হবে যে আহার করে কিন্তু পরিতৃপ্ত হতে পারে না। আর উপরের (দাতা) হাত নীচের (গ্রহীতার) হাত থেকে উত্তম।

بَابٌ اَيَّتُهُمَا الْيَدُ الْعُلْيَا؟

পরিচ্ছেদ : উপরের হাত কোন্‌টি ?

٢٥٣٣. اَخْبَرَنَا يُوْسُفُ بْنُ عِيْسَى قَالَ اَنْبَأَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسَى قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ وَهُوَ ابْنُ زِيَادِ ابْنِ اَبِى الْجَعْدِ عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ طَارِقِ الْمُحَارِبِىِّ قَالَ قَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ فَاِذَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَائِمٌ عَلَى الْمِنْبَرِ يَخْطُبُ النَّاسَ وَهُوَ يَقُوْلُ يَدُ الْمُعْطِى الْعُلْيَا وَاَبْدَأْ بِمَنْ تَعُوْلُ اُمَّكَ وَاَبَاكَ وَاُخْتَكَ وَاَخَاكَ ثُمَّ اَدْنَاكَ اَدْنَاكَ مُخْتَصَرٌ *

২৫৩৩. ইউসুফ ইব্‌ন ঈসা (র) ---- তারিক আল-মুহারিবী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা (একবার) মদীনা শরীফে আসলাম। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মিম্বারের উপর দাঁড়িয়ে উপস্থিত লোকদের সামনে খুতবা দিচ্ছিলেন এবং বলছিলেন : দাতার হাত হল উপরের হাত। আর (দান করা) শুরু করবে তোমার পোষ্যদের থেকে— তোমার আম্মা, আব্বা, ভাই-বোন, তারপর ক্রমান্বয়ে তোমার নিকটাত্মীয়, নিকটাত্মীয়। (সংক্ষিপ্ত)

اَلْيَدُ السُّفْلَى

নিম্নের হাত (গ্রহীতার হাত)

٢٥٣٤. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ وَهُوَ يَذْكُرُ الصَّدَقَةَ وَالتَّعَفُّفَ عَنِ الْمَسْئَلَةِ الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى وَالْيَدُ الْعُلْيَا الْمُنْفِقَةُ وَالْيَدُ السُّفْلَى السَّائِلَةُ *

২৫৩৪. কুতায়বা (র) ---- আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সাদাকা এবং (কারো কাছে কিছু না) চাওয়া থেকে আত্মরক্ষার বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে বললেন : উপরের হাত নীচের হাত থেকে উত্তম। উপরের হাত হল (দাতার) ব্যয়কারী হাত আর নীচের হাত হল প্রার্থী (গ্রহীতার) হাত।

اَلصَّدَقَةُ عَنْ ظَهْرِ غِنًى

সচ্ছলতা হতে (নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত জিনিস) দান করা

٢٥٣٥. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا بَكْرٌ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُوْلُ *

২৫৩৫. কুতায়বা (র) ---- আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উত্তম দান হল নিজ সচ্ছলতা অক্ষুণ্ন রেখে (প্রয়োজনের অতিরিক্ত জিনিস) সাদাকা করা। আর উপরের হাত নীচের হাত থেকে উত্তম এবং তোমার পোষ্য থেকে দান করা শুরু করবে।

تَفْسِيْرُ ذٰلِكَ

উপরোক্ত হাদীসের ব্যাখ্যা

٢٥٣٦. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَصَدَّقُوْا فَقَالَ رَجُلٌ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عِنْدِى دِيْنَارٌ قَالَ تَصَدَّقْ بِهِ عَلٰى نَفْسِكَ قَالَ عِنْدِى اٰخَرُ قَالَ تَصَدَّقْ بِهِ عَلٰى زَوْجَتِكَ قَالَ عِنْدِى اٰخَرُ قَالَ تَصَدَّقْ بِهِ عَلٰى وَلَدِكَ قَالَ عِنْدِى اٰخَرُ قَالَ تَصَدَّقْ بِهِ عَلٰى خَادِمِكَ قَالَ عِنْدِى اٰخَرُ قَالَ اَنْتَ اَبْصَرُ *

২৫৩৬. আমর ইব্ন আলী এবং মুহাম্মাদ ইব্ন মুসান্না (র) ---- আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তোমরা সাদাকা করতে থাকো। এক ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমার কাছে (যদি) শুধু একটি দীনার থাকে ? তিনি বললেন, তুমি তা নিজের জন্য ব্যয় কর। সে বলল, আমার কাছে যদি আর একটি দীনার থাকে ? তিনি বললেন, তুমি তা তোমার স্ত্রীর জন্য ব্যয় কর। সে বলল, আমার কাছে যদি আর একটি দীনার থাকে ? তিনি বললেন তুমি তা তোমার সন্তানের জন্য ব্যয় কর। সে বলল, আমার কাছে যদি আর একটি দীনার থাকে ? তিনি বললেন, তুমি তা তোমার খাদেমের জন্য ব্যয় কর। সে বলল, আমার কাছে যদি আর একটি দীনার থাকে ? তিনি বললেন, সে ব্যাপারে তুমিই অধিক বিবেচনাকারী।

بَابٌ اِذَا تَصَدَّقَ وَهُوَ مُحْتَاجٌ اِلَيْهِ هَلْ يُرَدُّ عَلَيْهِ

পরিচ্ছেদ : কেউ অভাবগ্রস্ত অবস্থায় দান করলে তা কি তাকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে ?

٢٥٣٧. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَجْلَانَ عَنْ عِيَاضٍ عَنْ اَبِى سَعِيْدٍ اَنَّ رَجُلاً دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَخْطُبُ فَقَالَ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ جَاءَ الْجُمُعَةَ الثَّانِيَةَ وَالنَّبِىُّ ﷺ يَخْطُبُ فَقَالَ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ جَاءَ الْجُمُعَةَ الثَّالِثَةَ فَقَالَ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ تَصَدَّقُوْا فَتَصَدَّقُوْا فَاَعْطَاهُ ثَوْبَيْنِ ثُمَّ قَالَ تَصَدَّقُوْا فَطَرَحَ اَحَدَ ثَوْبَيْهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلَمْ تَرَوْا اِلٰى هٰذَا اِنَّهُ دَخَلَ الْمَسْجِدَ بِهَيْئَةٍ بَذَّةٍ فَرَجَوْتُ اَنْ تَفْطَنُوْا لَهُ فَتَصَدَّقُوْا عَلَيْهِ فَلَمْ تَفْعَلُوْا فَقُلْتُ تَصَدَّقُوْا فَتَصَدَّقْتُمْ فَاَعْطَيْتُهُ ثَوْبَيْنِ ثُمَّ قُلْتُ تَصَدَّقُوْا فَطَرَحَ اَحَدَ ثَوْبَيْهِ خُذْ ثَوْبَكَ وَانْتَهَرَهُ *

২৫৩৭. আমর ইব্‌ন আলী (র) ---- আবূ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি জুমুআর দিনে মসজিদে প্রবেশ করল, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খুতবা দিচ্ছিলেন। তিনি (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ) বললেন, তুমি দু'রাক'আত সালাত আদায় করে নাও। তারপর সে দ্বিতীয় জুমুআতেও আসল। তখনও নবী ﷺ খুতবা দিচ্ছিলেন। তিনি (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ) বললেন, তুমি দু'রাক'আত সালাত আদায় করে নাও। তৃতীয় জুমুআতেও সে আসল। তিনি (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ) বললেন, তুমি দু' রাক'আত সালাত আদায় করে নাও। এরপর বললেন, তোমরা সাদাকা কর! তোমরা সাদাকা কর এবং তিনি ﷺ তাকে দু'টি কাপড় দান করলেন। আবার বললেন, তোমরা সাদাকা কর! তখন সে তার কাপড়ের দু'টির একটি দিয়ে (সাদাকা করে) দিল। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তোমরা কি এ ব্যক্তিকে দেখেছো ? সে ছিন্ন বস্ত্রে মসজিদে প্রবেশ করেছিল, তখন আমি আশা করেছিলাম যে, তোমরা তার অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করে তাকে কিছু সাদাকা করবে। কিন্তু তোমরা তা করলে না। তখন আমি বললাম, তোমরা সাদাকা কর। তখন তোমরা সাদাকা করলে এবং আমি তাকে দু'টি কাপড় দিলাম। এরপর আমি বললাম, তোমরা সাদাকা কর। তখন সে তার দু'টি কাপড়ের একটি দিয়ে (সাদাকা করে) দিল। (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঐ ব্যক্তিকে বললেন,) তুমি তোমার কাপড় নিয়ে নাও তাকে (মৃদু) ধমক দিলেন।

صَدَقَةُ الْعَبْدِ

গোলামের সাদাকা করা প্রসঙ্গে

٢٥٣٨. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِى عُبَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ عُمَيْرًا مَوْلَى اَبِى اللَّحْمِ قَالَ اَمَرَنِى مَوْلاَىَ اَنْ اُقَدِّدَ لَحْمًا فَجَاءَ مِسْكِيْنٌ فَاَطْعَمْتُهُ مِنْهُ فَعَلِمَ بِذٰلِكَ مَوْلاَىَ فَضَرَبَنِى فَاَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَدَعَاهُ فَقَالَ لِمَ ضَرَبْتَهُ فَقَالَ يُطْعِمُ طَعَامِى بِغَيْرِ اَنْ اٰمُرَهُ وَقَالَ مَرَّةً اُخْرٰى بِغَيْرِ اَمْرِى قَالَ الْاَجْرُ بَيْنَكُمَا *

২৫৩৮. কুতায়বা (র) ---- আবুল্লাহম (রা)-এর গোলাম উমায়র (রা) বলেছেন যে, আমাকে আমার মুনিব গোশত টুকরা করতে বললেন। তখন একজন মিসকীন আসলে আমি তাকে সেখান থেকে কিছু (খাওয়ার জন্য) দিলাম। আমার মুনিব তা জানতে পেরে আমাকে প্রহার করলেন। তখন আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে গেলাম (এবং অভিযোগ (করলাম) তিনি তাকে ডাকালেন এবং বললেন যে, তুমি তাকে কেন প্রহার করেছ? তিনি বললেন, যেহেতু সে আমার খাদ্য সামগ্রী আমার অনুমতি ছাড়া খাওয়ার জন্য (দান করে) দেয়। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, সওয়াব তো তোমরা দু'জনেই পাবে।

٢٥٣٩. اَخْبَرَنِى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ اَخْبَرَنِى ابْنُ اَبِى بُرْدَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبِى يُحَدِّثُ عَنْ اَبِى مُوْسٰى عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ قِيْلَ اَرَاَيْتَ اِنْ لَمْ يَجِدْهَا قَالَ يَعْتَمِلُ بِيَدِهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ قِيْلَ اَرَاَيْتَ اِنْ لَمْ يَفْعَلْ قَالَ يُعِيْنُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوْفَ قِيْلَ فَاِنْ لَمْ يَفْعَلْ قَالَ يَاْمُرُ بِالْخَيْرِ قِيْلَ اَرَاَيْتَ اِنْ لَمْ يَفْعَلْ قَالَ يُمْسِكُ عَنِ الشَّرِّ فَاِنَّهَا صَدَقَةٌ *

২৫৩৯. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল 'আলা (র) ---- আবূ মূসা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : সাদাকা করা প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য। প্রশ্ন করা হল যে, যদি সাদাকা করার সামর্থ্য না থাকে (তার সম্পর্কে আপনি কি বলেন) ? তিনি বললেন, সে নিজের হাতে কাজ করবে এবং তার দ্বারা সে নিজেকে উপকার পৌঁছাবে এবং কিছু সাদাকা করবে। প্রশ্ন করা হল যদি কেউ তা না করে (তার সম্পর্কে আপনি কি বলেন) ? তিনি বললেন, তাহলে সে নিরুপায় অভাবগ্রস্তকে সাহায্য করবে। জিজ্ঞাসা করা হল, যদি তাও না করে? তিনি বললেন, তাহলে সে সৎ কাজের আদেশ দেবে। প্রশ্ন করা হল যে, যদি তা-ও না করে ? (তার সম্পর্কে আপনি কি বলেন ?) তিনি বললেন, তাহলে সে অনিষ্ট সাধন থেকে বিরত থাকবে। সেটাই (তার জন্য) সাদাকা স্বরূপ হবে।

صَدَقَةُ الْمَرْاَةِ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا

স্বামীর ঘরের সম্পদ থেকে স্ত্রীর সাদাকা করা

٢٥٤٠. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا وَائِلٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِذَا تَصَدَّقَتِ الْمَرْاَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا كَانَ لَهَا اَجْرٌ وَلِلزَّوْجِ مِثْلُ ذٰلِكَ وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذٰلِكَ وَلاَ يَنْقُصُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ اَجْرِ صَاحِبِهِ شَيْئًا لِلزَّوْجِ بِمَا كَسَبَ وَلَهَا بِمَا اَنْفَقَتْ *

২৫৪০. মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুসান্না এবং মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) ---- আয়েশা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : স্ত্রী স্বামীর ঘরের (সম্পদ) থেকে সাদাকা করলে তার (স্ত্রীর) জন্যও সওয়াব হবে এবং স্বামীর জন্যও অনুরূপ (সওয়াব) হবে এবং খাজাঞ্চি (রক্ষণাবেক্ষণকারীও) অনুরূপ (সওয়াব) পাবে। এদের মধ্যে কেউ কারো সওয়াব হ্রাস করবে না। স্বামীর (সওয়াব) হবে সম্পদ উপার্জন করার কারণে এবং তার (স্ত্রীর) (সওয়াব) হবে ব্যয় (সাদাকা) করার কারণে।

عَطِيَّةُ الْمَرْاَةِ بِغَيْرِ اِذْنِ زَوْجِهَا

স্বামীর অনুমতি ব্যতীত স্ত্রীর দান করা

٢٥٤١. اَخْبَرَنَا اِسْمٰعِيلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحٰرِثِ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ اَنَّ اَبَاهُ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ لَمَّا فَتَحَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَكَّةَ قَامَ خَطِيْبًا فَقَالَ فِىْ خُطْبَتِهِ لاَيَجُوْزُ لاِمْرَاَةٍ عَطِيَّةٌ اِلاَّ بِاِذْنِ زَوْجِهَا * مُخْتَصَرٌ *

২৫৪১. ইসমাঈল ইব্‌ন মাসঊদ (র) ---- আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মক্কা বিজয়ের পর খুতবা দিতে দাঁড়ালেন এবং তাঁর খুতবায় তিনি বললেন : স্ত্রীর জন্য স্বামীর বিনা

অনুমতিতে দান করা বৈধ নয়।[১] (সংক্ষিপ্ত)

فَضْلُ الصَّدَقَةِ

সাদাকা করার ফযীলত

٢٥٤٢. اَخْبَرَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ اَنْبَانَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ فِرَاسٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ اَزْوَاجَ النَّبِىِّ ﷺ اِجْتَمَعْنَ عِنْدَهُ فَقُلْنَ اَيَّتُنَا بِكَ اَسْرَعُ لُحُوْقًا فَقَالَ اَطْوَلُكُنَّ يَدًا فَاَخَذْنَ قَصَبَةً فَجَعَلْنَ يَذْرَعْنَهَا فَكَانَتْ سَوْدَةُ اَسْرَعَهُنَّ بِهِ لُحُوقًا فَكَانَتْ اَطْوَلَهُنَّ يَدًا فَكَانَ ذٰلِكَ مِنْ كَثْرَةِ الصَّدَقَةِ *

২৫৪২. আবূ দাউদ (র) ---- আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, নবী ﷺ -এর স্ত্রীগণ (একবার) তাঁর কাছে একত্রিত হয়ে বললেন : আমাদের মধ্যে কে সর্বাগ্রে আপনার সাথে মিলিত হবে? (মৃত্যুবরণ করবে ?) তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে যার হাত দীর্ঘ। তখন তাঁরা একটি কঞ্চি নিয়ে সবার হাত মাপতে লাগলেন (আমরা ধারণা করলাম) সাওদা (রা) সর্বাগ্রে তাঁর সাথে মিলিত হবেন। যেহেতু তাঁর হাত সর্বাধিক দীর্ঘ ছিল। "অথচ যার হাত দীর্ঘ" এর অর্থ ছিল যে অত্যধিক সাদাকা করে।

بَابٌ اَىُّ الصَّدَقَةِ اَفْضَلُ

পরিচ্ছেদ : সর্বোত্তম সাদাকা কোন্‌টি ?

٢٥٤٣. اَخْبَرَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَىُّ الصَّدَقَةِ اَفْضَلُ قَالَ اَنْ تَصَدَّقَ وَاَنْتَ صَحِيْحٌ شَحِيْحٌ تَاْمُلُ الْعَيْشَ وَتَخْشَى الْفَقْرَ *

২৫৪৩. মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান (র) ---- আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, এক ব্যক্তি (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে) বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! সর্বোত্তম সাদাকা কোনটি ? তিনি বললেন : তুমি যখন সুস্থ থাক, মালের প্রতি তোমার লোভ থাকে, অনেক দিন বেঁচে থাকার আশা কর এবং দারিদ্রকে ভয় কর তখন তোমার সাদাকা করা (সর্বোত্তম সাদাকা)

٢٥٤٤. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ اَنَّ حَكِيْمَ بْنَ حِزَامٍ حَدَّثَهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَاكَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى وَابْدَاْ بِمَنْ تَعُوْلُ *

---

১. দান করার ব্যাপারে স্বামীর অসন্তুষ্টির আশংকা থাকলে স্পষ্ট অনুমতির প্রয়োজন হবে। বেশী দানের জন্যও অনুমতির প্রয়োজন হবে। পূর্ব অনুমতি থাকলে, স্বামী দানশীল হলে বারবার অনুমতির প্রয়োজন পড়বে না।

২৫৪৪. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - হাকীম ইব্‌ন হিযাম (রা) বর্ণনা যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : সর্বোত্তম সাদাকা হল; যা স্বচ্ছল অবস্থায় (সাদাকা) করা হয়। আর উপরের হাত নিম্নের হাত থেকে শ্রেয়। তুমি নিজের পোষ্যদের থেকে (দান-সাদাকা) শুরু করবে।

٢٠٤٥. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادِ بْنِ الاَسْوَدِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ اَنْبَأَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَاكَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُوْلُ *

২৫৪৫. আমর ইব্‌ন সাওওয়াদ (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, 'সর্বোত্তম সাদাকা হল ; যা স্বচ্ছল অবস্থায় (সাদাকা) করা হয়। আর তুমি নিজের পোষ্যদের থেকে (সাদাকা) শুরু করবে।

٢٠٤٦. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ يَزِيْدَ الاَنْصَارِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِى مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِذَا اَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى اَهْلِهِ وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً *

২৫৪৬. মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) - - - - আবূ মাসঊদ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : কোন ব্যক্তি স্বীয় পরিবার-পরিজনের জন্য সওয়াবের নিয়্যতে খরচ করলে তা তার জন্য সাদাকারূপে গণ্য হবে।

٢٠٤٧. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ اَعْتَقَ رَجُلٌ مِنْ بَنِى عُذْرَةَ عَبْدًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ فَبَلَغَ ذٰلِكَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اَلَكَ مَالٌ غَيْرُهُ قَالَ لاَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ يَشْتَرِيْهِ مِنِّى فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْعَدَوِىُّ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَجَاءَ بِهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَدَفَعَهَا اِلَيْهِ ثُمَّ قَالَ ابْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا فَاِنْ فَضَلَ شَىْءٌ فَلاَهْلِكَ فَاِنْ فَضَلَ شَىْءٌ عَنْ اَهْلِكَ فَلِذِى قَرَابَتِكَ فَاِنْ فَضَلَ عَنْ ذِى قَرَابَتِكَ شَىْءٌ فَهٰكَذَا وَهٰكَذَا يَقُوْلُ بَيْنَ يَدَيْكَ وَعَنْ يَمِيْنِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ *

২৫৪৭. কুতায়বা (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, উযরা গোত্রের এক ব্যক্তি তার এক গোলামকে তার মৃত্যুর পর মুক্ত (আযাদ) হওয়ার ঘোষণা দিল। এ সংবাদ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে পৌঁছলে তিনি তাকে বললেন, তোমার কি এ (গোলাম) ছাড়া অন্য কোন সম্পত্তি আছে? সে বলল, না। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, এ গোলামকে আমার কাছ থেকে কে খরিদ করবে? তখন নুআয়ম ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ আদাবী (রা) তাকে আটশত দিরহাম দিয়ে খরিদ করে নিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উক্ত দিরহাম নিয়ে এসে ঐ লোকটিকে দিয়ে দিলেন এবং বললেন, তুমি নিজের থেকে (ব্যয়) শুরু কর (অর্থাৎ) নিজের জন্য সাদাকা কর। কিছু উদ্বৃত্ত থাকলে তা তোমার পরিবার-পরিজনের জন্য (খরচ কর)। তারপর কিছু উদ্বৃত্ত থাকলে তা তোমার

আত্মীয়-স্বজনের জন্য (খরচ কর।) তারপরও কিছু উদ্বৃত্ত থাকলে তা এরকম এরকমভাবে (খরচ করবে) অর্থাৎ ইশারা করলেন যে, তোমার সামনে, তোমার ডানে ও তোমার বামে (ব্যয় করবে)।

صَدَقَةُ الْبَخِيْلِ

কৃপণের সাদাকা করা

٢٠٤٨. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ ثُمَّ قَالَ حَدَّثَنَاهُ اَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ مَثَلَ الْمُنْفِقِ الْمُتَصَدِّقِ وَالْبَخِيْلِ كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُبَّتَانِ اَوْ جُبَّتَانِ مِنْ حَدِيْدٍ مِنْ لَدُنْ ثُدِيِّهِمَا اِلَى تَرَاقِيْهِمَا فَاِذَا اَرَادَ الْمُنْفِقُ اَنْ يُنْفِقَ اتَّسَعَتْ عَلَيْهِ الدِّرْعُ اَوْ مَرَّتْ حَتّٰى تُجِنَّ بَنَانَهُ وَتَعْفُوَا اَثَرَهُ وَاِذَا اَرَادَ الْبَخِيْلُ اَنْ يُنْفِقَ قَلَصَتْ وَلَزِمَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ مَوْضِعَهَا حَتّٰى اِذَا اَخَذَتْهُ بِتَرْقُوَتِهِ اَوْ بِرَقَبَتِهِ يَقُوْلُ اَبُوْ هُرَيْرَةَ اَشْهَدُ اَنَّهُ رَاَى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُوَسِّعُهَا فَلَا تَتَّسِعُ قَالَ طَاوُسٌ سَمِعْتُ اَبَاهُرَيْرَةَ يُشِيْرُ بِيَدِهِ وَهُوَ يُوَسِّعُهَا وَلَا تَتَوَسَّعُ *

২৫৪৮. মুহাম্মাদ ইব্‌ন মানসূর (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, দানশীল ব্যয়কারী এবং কৃপণের উদাহরণ ঐ দুই ব্যক্তির ন্যায় যাদের বুক থেকে গলার হাঁসুলী পর্যন্ত (লম্বা) দুটি লোহার বর্ম বা জুব্বা রয়েছে (পরিধান করেছে)। (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জুব্বা বলেছেন না লোহার বর্ম বলেছেন রাবী তা নিশ্চয়তার সাথে বলতে পারেন নি) দানশীল ব্যক্তি দান করার ইচ্ছা করলে বর্ম সম্প্রসারিত হয়ে যায় অথবা প্রলম্বিত হয়ে যায়। (এখানেও রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সম্প্রসারিত হয়ে যায় বলেছেন, না প্রলম্বিত হয়ে যায় বলেছেন রাবী সেটা নিশ্চয়তার সাথে বলতে পারেন নাই।) সম্প্রসারিত হয়ে তার আঙ্গুল ঢেকে ফেলে এবং তার পদচিহ্ন মুছে দেয়। আর কৃপণ যখন ব্যয় করতে ইচ্ছা করে তখন বর্মটি আরো সংকুচিত হয়ে যায় এবং প্রত্যেকটি কড়া নিজ নিজ স্থানে আঁটসাঁট হয়ে লেগে থাকে এবং তাকে তার হাঁসুলী অথবা ঘাড়ের সাথে আটকিয়ে দেয়।[১]

আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, বিষয়টি বুঝিয়ে দেয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে আমি তা সম্প্রসারিত করতে দেখেছি। কিন্তু তা সম্প্রসারিত হচ্ছিল না। তাউস (র) বলেন, আমি আবূ হুরায়রা (রা)-এর ব্যাপারে শুনেছি যে, তিনি স্বীয় হাত দ্বারা ইশারা করে দেখিয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তা সম্প্রসারিত করতে চেষ্টা করেছেন, কিন্ত তা সম্প্রসারিত হয়নি।

٢٠٤٩. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ

---

১. রাসূলুল্লাহ্ (সা) একটি উদাহরণ দ্বারা বুঝিয়েছেন যে, দানশীল ব্যক্তি যখন দান করে তখন তার মন বড় হয়ে যায়, সে সন্তুষ্টচিত্তে দান করে। কৃপণ ব্যক্তির মনে যদি কখনও দান করার ধারণা আসেও তখন তার মন সঙ্কুচিত হয়ে যায়, দানের প্রবৃত্তি জন্মে না। হাত যেন ছোট হয়ে যায়, দানের স্পৃহা হয় না।

بْنُ طَاوُسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَثَلُ الْبَخِيْلِ وَالْمُتَصَدِّقِ مَثَلُ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُنَّتَانِ مِنْ حَدِيْدٍ قَدِ اضْطَرَّتْ اَيْدِيَهُمَا اِلَى تَرَاقِيْهِمَا فَكُلَّمَا هَمَّ الْمُتَصَدِّقُ بِصَدَقَةٍ اتَّسَعَتْ عَلَيْهِ حَتّٰى تُعَفِّىَ اَثَرَهُ وَكُلَّمَا هَمَّ الْبَخِيْلُ بِصَدَقَةٍ تَقَبَّضَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ اِلٰى صَاحِبَتِهَا وَتَقَلَّصَتْ عَلَيْهِ وَانْضَمَّتْ يَدَاهُ اِلَى تَرَاقِيْهِ وَسَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ فَيَجْتَهِدُ اَنْ يُوَسِّعَهَا فَلاَ تَتَّسِعُ *

২৫৪৯. আহমাদ ইব্‌ন সুলায়মান (র) ---- আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, কৃপণ এবং দানশীল ব্যক্তির দৃষ্টান্ত এমন দু'জন ব্যক্তির ন্যায় যাদের গায়ে দুটি লোহার বর্ম রয়েছে। (যার দরুন) তাদের হাত গলার হাঁসুলীর (কণ্ঠনালীর) সাথে লেগে রয়েছে। যখন দানশীল ব্যক্তি কোন কিছু দান করতে চায় তখন তা সম্প্রসারিত হয়ে যায় এবং এমন কি (তা এত লম্বা হয়) যে, তার পদচিহ্নকে মুছে ফেলে। আর কৃপণ যখন কোন কিছু দান করতে ইচ্ছা করে তখন প্রতিটি কড়া (আংটা) তার পার্শ্ববর্তীটির সংগে সংকুচিত হয়ে যায় এবং আঁটসাঁট হয়ে যায় এবং তার দুই হাত তার কণ্ঠনালীর সংগে সংযুক্ত হয়ে যায়। আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, সে তা সম্প্রসারিত করতে চায় কিন্তু সম্প্রসারিত হয় না।

بَابُ الْاِحْصَاءِ فِى الصَّدَقَةِ

হিসাব করে সাদাকা করা প্রসঙ্গে

٢٥٥٠. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنْ شُعَيْبٍ حَدَّثَنِى اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنِ ابْنِ اَبِى هِلاَلٍ عَنْ اُمَيَّةَ بْنِ هِنْدٍ عَنْ اَبِى اُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ كُنَّا يَوْمًا فِى الْمَسْجِدِ جُلُوْسًا وَنَفَرٌ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ فَاَرْسَلْنَا رَجُلاً اِلَى عَائِشَةَ لِيَسْتَاْذِنَ فَدَخَلْنَا عَلَيْهَا قَالَتْ دَخَلَ عَلَىَّ سَائِلٌ مَرَّةً وَعِنْدِى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاَمَرْتُ لَهُ بِشَىْءٍ ثُمَّ دَعَوْتُ بِهِ فَنَظَرْتُ اِلَيْهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَمَا تُرِيْدِيْنَ اَنْ لاَيَدْخُلَ بَيْتَكِ شَىْءٌ وَلاَ يَخْرُجَ اِلاَّ بِعِلْمِكِ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ مَهْلاً يَاعَائِشَةُ لاَتُحْصِى فَيُحْصِىَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْكِ *

২৫৫০. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) ---- আবূ উসামা ইব্‌ন সাহ্‌ল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, একদিন আমরা কিছু সংখ্যক মুহাজির ও আনসারসহ মসজিদে বসা ছিলাম। আমরা আয়েশা (রা)-এর কাছে একজন লোককে অনুমতি নেওয়ার জন্য পাঠালাম। এরপর আমরা তাঁর খিদমতে উপস্থিত হলাম। তিনি বললেন যে, একবার আমার কাছে একজন ভিক্ষুক আসল। তখন নবী ﷺ আমার কাছে ছিলেন। আমি তাকে কিছু দেওয়ার জন্য (খাদিমকে) আদেশ করলাম। এরপর তাঁকে ডেকে তা দেখলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তুমি কি চাও যে, তোমার ঘরে তোমার অবগতি ব্যতীত কোন কিছু প্রবেশ না করুক এবং কোন কিছু বেরও না হোক ? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, হে আয়েশা, তুমি কখনও এরূপ করো না ; তুমি

কখনও হিসাব (কষাকষি) করে খরচ করবে না ; নয়তো মহান মহিয়ান আল্লাহ্ তা'আলাও তোমাকে হিসাব করে করে দেবেন।

٢٥٥١. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اٰدَمَ عَنْ عَبْدَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ فَاطِمَةَ عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِى بَكْرٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لَهَا لاَ تُحْصِى فَيُحْصِىَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْكِ *

২৫৫১. মুহাম্মাদ ইব্ন আদম (র) ---- আসমা বিন্ত আবূ বকর (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ তাঁকে বলেছেন : তুমি হিসাব করে খরচ (দান) করবে না নতুবা আল্লাহ্ তা'আলাও তোমাকে হিসাব করে দিবেন।

٢٥٥٢. اَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ حَجَّاجٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِى ابْنُ اَبِى مُلَيْكَةَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِى بَكْرٍ اَنَّهَا جَاءَتِ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَتْ يَانَبِىَّ اللّٰهِ لَيْسَ لِى شَىْءٌ اِلاَّ مَا اَدْخَلَ عَلَىَّ الزُّبَيْرُ فَهَلْ عَلَىَّ جُنَاحٌ فِى اَنْ اَرْضَخَ مِمَّا يُدْخِلُ عَلَىَّ فَقَالَ اَرْضَخِى مَا اسْتَطَعْتِ وَلاَ تُوْكِى فَيُوْكِىَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْكِ *

২৫৫২. হাসান ইব্ন মুহাম্মাদ (র) ---- আসমা বিন্ত আবূ বকর (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি (একবার) নবী ﷺ-এর কাছে আসলেন এবং বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমার কাছে তো (আমার স্বামী) যুবায়র (রা)-এর দেয়া কিছু (সম্পদ) ছাড়া অন্য কিছু নেই। অতএব তার দেয়া সম্পদ থেকে আমি কি কিছু দান করলে দোষ হবে কি ? (তিনি ﷺ বললেন, তুমি অল্প-সল্প দান করবে এবং আটকে রাখবে (কৃপণতা করবে) না ; নয়তো আল্লাহ্ তা'আলাও তোমাকে (প্রদান করা) আটকে দেবেন।

اَلْقَلِيْلُ فِى الصَّدَقَةِ

সামান্য দান করা

٢٥٥٣. اَخْبَرَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِىٍّ عَنْ خَالِدٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْمُحِلِّ عَنْ عَدِىِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ *

২৫৫৩. নাসর ইব্ন আলী (র) ---- আদী ইব্ন হাতিম (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : তোমরা জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচ (নিজেদের রক্ষা কর) যদিও তা খেজুরের টুকরা দ্বারাও হয়। (সামান্য বস্তু সাদাকা করতে পারলেও তা কর।)

٢٥٥٤. اَنْبَاَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ اَنَّ عَمْرَو بْنَ مُرَّةَ حَدَّثَهُمْ عَنْ خَيْثَمَةَ عَنْ عَدِىِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ ذَكَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ النَّارَ فَاَشَاحَ بِوَجْهِهِ وَتَعَوَّذَ مِنْهَا ذَكَرَ شُعْبَةُ اَنَّهُ فَعَلَهُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ التَّمْرَةِ فَاِنْ لَمْ تَجِدُوا فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ *

২৫৫৪. ইসমাঈল ইব্‌ন মাসউদ (র) - - - - আদী ইব্‌ন হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (জাহান্নামের) আগুনের আলোচনা করলেন ও তিনি তাঁর চেহারা মুবারক ফিরিয়ে নিলেন (এভাবে ফিরালেন যেন তিনি জাহান্নামকে সামনে দেখছিলেন।) এরপর তা (জাহান্নামের আগুন) থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করলেন। শু'বা (র) উল্লেখ করেছেন যে, তিনবার তিনি এরূপ করেছিলেন। তারপর বললেন, তোমরা (জাহান্নামের) আগুন থেকে বাঁচো, যদিও তা খেজুরের টুকরা দ্বারাও হয়। তাও যদি না পাও তাহলে অন্তত উত্তম কথা দ্বারা (জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচো)।

بَابٌ اَلتَّحْرِيْضُ عَلَى الصَّدَقَةِ

পরিচ্ছেদ : সাদাকা করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা

٢٥٥٥. اَخْبَرَنَا اَزْهَرُ بْنُ جَمِيْلٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ وَذَكَرَعَوْنُ ابْنُ اَبِى جُحَيْفَةَ قَالَ سَمِعْتُ الْمُنْذِرَ بْنَ جَرِيْرٍ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِى صَدْرِ النَّهَارِ فَجَاءَ قَوْمٌ عُرَاةٌ حُفَاةٌ مُتَقَلِّدِى السُّيُوْفِ عَامَّتُهُمْ مِنْ مُضَرَ بَلْ كُلُّهُمْ مِنْ مُضَرَ فَتَغَيَّرَ وَجْهُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لِمَا رَاَى بِهِمْ مِنَ الْفَاقَةِ فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ فَاَمَرَ بِلاَلاً فَاَذَّنَ فَأَقَامَ الصَّلاَةَ فَصَلَّى ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ يَااَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيْرًا وَّنِسَاءً وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِى تَسَاءَلُوْنَ بِهِ وَالْاَرْحَامَ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا وَاتَّقُوْا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ تَصَدَّقَ رَجُلٌ مِنْ دِيْنَارِهِ مِنْ دِرْهَمِهِ مِنْ ثَوْبِهِ مِنْ صَاعِ بُرِّهِ مِنْ صَاعِ تَمْرِهِ حَتّٰى قَالَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْاَنْصَارِ بِصُرَّةٍ كَادَتْ كَفُّهُ تُعْجِزُ عَنْهَا بَلْ قَدْ عَجَزَتْ ثُمَّ تَتَابَعَ النَّاسُ حَتّٰى رَاَيْتُ كَوْمَيْنِ مِنْ طَعَامٍ وَثِيَابٍ حَتّٰى رَاَيْتُ وَجْهَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَتَهَلَّلُ كَاَنَّهُ مُذْهَبَةٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ سَنَّ فِى الْاِسْلاَمِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ اَجْرُهَا وَاَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ اَنْ يَنْقُصَ مِنْ اُجُوْرِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ سَنَّ فِى الْاِسْلاَمِ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ اَنْ يَنْقُصَ مِنْ اَوْزَارِهِمْ شَيْئًا *

২৫৫৫. আযহার ইব্‌ন জামীল (র) - - - - জারীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, আমরা একবার দুপুর বেলা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কাছে বসা ছিলাম এমতাবস্থায় কিছু নগ্নদেহী এবং নগ্নপদী লোক তলোয়ার (কাঁধে) লটকানো অবস্থায় (আমাদের কাছে) আসল। তাদের অধিকাংশ বরং সবাই মুদার গোত্রের ছিল। তাদের অনাহারে থাকার অবস্থা দেখে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর মুখমণ্ডল বিবর্ণ রূপ ধারণ করল। তিনি (বাড়ির) ভিতরে গেলেন এবং বের হয়ে এসে বিলাল (রা)-কে আযান দিতে নির্দেশ দিলেন। তিনি আযান এবং সালাতের

ইকামাত দিলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (জামাআতে) সালাত আদায় করে খুতবা (ভাষণ) দিলেন এবং বললেন :

অর্থ : হে মানব ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি (সত্ত্বা) হতেই সৃষ্টি করেছেন এবং তা হতে তার সঙ্গিনী সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের দু'জন হতে বহু নর-নারী (সৃষ্টি করে) ছড়িয়ে দিয়েছেন ; এবং আল্লাহ্কে ভয় কর যাঁর নামে তোমরা একে অপরের নিকট যাচ্ঞা কর এবং (সতর্ক থাক) জ্ঞাতিবন্ধন সম্পর্কে। আল্লাহ্ তোমাদের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন। তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর, প্রত্যেকেই ভেবে দেখুক, আগামীকালের জন্য সে কী অগ্রীম পাঠিয়েছে (সূরা : ৪ নিসা : ৪)।

প্রত্যেকে নিজ নিজ দীনার, দিরহাম, কাপড়, এক সা' গম হতে এবং এক সা' খেজুর হতেও দান কর বলতে বলতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এ পর্যন্ত বললেন যে, এক টুকরা খেজুর হলেও (দান কর)। তখন একজন আনসারী (সাহাবী) একটি থলি নিয়ে আসলেন যেন তাঁর হাত তা বহন করতে অপারগ হয়ে পড়ছিল বরং অপারগ হয়েই গিয়েছিল। এরপর অন্যান্য লোকজনও তার অনুসরণ করল। আমি সেখানে কাপড় এবং খাদ্যের দু'টো স্তূপ দেখতে পেলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর চেহারা মুবারক উজ্জ্বল (ও তাঁকে প্রফুল্ল দেখতে পেলাম)। যেন তা সোনালী প্রলেপযুক্ত। তখন তিনি বললেন : যে ব্যক্তি ইসলামে কোন উত্তম প্রথা প্রবর্তন করবে সে তার সওয়াব তো পাবেই, উপরন্তু সে অনুসারে আমলকারীদের সমপরিমাণ সওয়াবও পাবে। অথচ আমলকারীদের সওয়াব এর পরিমাণ কিছুমাত্র হ্রাস করা হবে না। আর যে ব্যক্তি ইসলামে কোন খারাপ প্রথার প্রচলন করবে, তার জন্য তার গুনাহ্ তো রয়েছেই, উপরন্তু সে (খারাপ প্রথার) অনুসারে আমলকারীদের সমপরিমাণ গুনাহ্ও তার জন্য (রয়েছে)। অবশ্য তাদের গুনাহ বিন্দুমাত্র হ্রাস করা হবে না (সূরা : ৫৯ হাশ্‌র : ২৮)।

٢٥٥٦. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ حَارِثَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَقُولُ تَصَدَّقُوا فَاِنَّهُ سَيَاْتِى عَلَيْكُمْ زَمَانٌ يَمْشِى الرَّجُلُ بِصَدَقَتِهِ فَيَقُولُ الَّذِى يُعْطَاهَا لَوْجِئْتَ بِهَا بِالْاَمْسِ قَبِلْتُهَا فَاَمَّا الْيَوْمَ فَلَا *

২৫৫৬. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল 'আলা (র) - - - - হারিসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, তোমরা সাদাকা কর। কেননা তোমাদের সামনে এমন এক সময় আসবে যখন কেউ সাদাকা নিয়ে তা দেওয়ার জন্য ঘুরতে থাকবে এবং যাকে দিতে চাইবে সে বলবে, তুমি যদি এগুলো গতকাল আনতে তাহলে আমি গ্রহণ করতাম। আজ তো আমার (এগুলোর কোন প্রয়োজন নেই)।

اَلشَّفَاعَةُ فِى الصَّدَقَةِ

সাদাকা দেওয়ার জন্য সুপারিশ করা

٢٥٥٧. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ اَخْبَرَنِى اَبُو بُرْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى بُرْدَةَ عَنْ جَدِّهِ اَبِى بُرْدَةَ عَنْ اَبِى مُوسَى عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اشْفَعُوا تُشَفَّعُوا وَيَقْضِى اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ مَا شَاءَ *

২৫৫৭. মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) - - - - আবূ মূসা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমরা সুপারিশ কর, তোমাদের সুপারিশ গ্রহণ করা হবে। (তোমরা সুপারিশ করার জন্য সওয়াবের অধিকারী হবে।) মহান মহিয়ান আল্লাহ্ তাঁর নবীর কথার মাধ্যমে যা ইচ্ছা তা পূর্ণ করেন।

٢٥٥٨. اَخْبَرَنَا هٰرُوْنُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ اَنْبَأَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنِ ابْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ اَخِيْهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ اَبِى سُفْيَانَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ الرَّجُلَ لَيَسْاَلُنِى الشَّىْءَ فَاَمْنَعُهُ حَتّٰى تَشْفَعُوافِيْهِ فَتُوْجَرُوْا وَاِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اُشْفَعُوْا تُؤْجَرُوْا ‌*

২৫৫৮. হারূন ইব্‌ন সাঈদ (র)- - - - মুআবিয়া ইব্‌ন আবূ সুফিয়ান (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, কেউ আমার কাছে কিছু চাইলে আমি তাকে নিষেধ করে দেই যাতে তোমরা তার ব্যাপারে সুপারিশ কর এবং তোমরা সওয়াব পাও। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আরও বলেছেন, তোমরা সুপারিশ কর তাহলে তোমরাও সওয়াব পাবে।

اَلْاِخْتِيَالُ فِى الصَّدَقَةِ

সাদাকায় বাহাদুরী প্রকাশ করা প্রসঙ্গে

٢٥٥٩. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِىُّ عَنْ يَحْيَى ابْنِ اَبِى كَثِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِىُّ عَنِ ابْنِ جَابِرٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ مِنَ الْغَيْرَةِ مَايُحِبُّ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمِنْهَا مَا يُبْغِضُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمِنَ الْخُيَلَاءِ مَا يُحِبُّ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمِنْهَا مَا يُبْغِضُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ فَاَمَّا الْغَيْرَةُ الَّتِى يُحِبُّ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ فَالْغَيْرَةُ فِى الرِّيْبَةِ وَاَمَّا الْغَيْرَةُ الَّتِى يُبْغِضُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ فَالْغَيْرَةُ فِى غَيْرِ رِيْبَةٍ وَالْاِخْتِيَالُ الَّذِى يُحِبُّ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ اُخْتِيَالُ الرَّجُلِ بِنَفْسِهِ عِنْدَ الْقِتَالِ وَعِنْدَ الصَّدَقَةِ وَالْاِخْتِيَالُ الَّذِى يُبْغِضُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ الْخُيَلَاءُ فِى الْبَاطِلِ ‌*

২৫৫৯. ইসহাক ইব্‌ন মানসূর (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, এমন কিছু আত্মসম্মানবোধ আছে যা মহান মহিয়ান আল্লাহ্ তা'আলা পছন্দ করেন, আবার তা (আত্মসম্মানবোধ) এমনও কিছু আছে যা মহান মহিয়ান আল্লাহ্ তা'আলা অপছন্দ করেন। অনুরূপ এমন কিছু অহং (বাহাদুরী) আছে যা মহান মহিয়ান আল্লাহ্ তাআলা পছন্দ করেন এবং তা বীরত্ব এমনও কিছু আছে যা মহান মহিয়ান আল্লাহ্ তা'আলা অপছন্দ করেন। মহান মহিয়ান আল্লাহ্ তা'আলার পছন্দনীয় আত্মসম্মানবোধ হল সন্দেহ ও বদনামের ক্ষেত্রে (আত্মসম্মানবোধ)। আর মহান মহিয়ান আল্লাহ্ তা'আলার অপছন্দনীয় আত্মসম্মানবোধ হল সন্দেহ ও বদনামের ক্ষেত্র ব্যতীত অন্যস্থানের (সম্মানবোধ)। মহান মহিয়ান আল্লাহ্ তা'আলার পছন্দনীয় অহং হল জিহাদের সময় এবং দান করার সময় বাহাদুরী করা। আর মহান মহিয়ান আল্লাহ্ তা'আলার অপছন্দনীয় বাহাদুরী হল অন্যায়

ক্ষেত্রে (বীরত্ব করা)।[১]

٢٥٦٠. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلُوا وَتَصَدَّقُوا وَالْبَسُوْا فِى غَيْرِ اِسْرَافٍ وَلاَ مَخِيْلَةٍ *

২৫৬০. আহমাদ ইব্ন সুলায়মান (র) - - - - আমর ইব্ন শু'আয়ব (র) তার পিতা — তার দাদা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমরা অপব্যয় ও আত্মম্ভরিতা না করে খাও, দান কর এবং পরিধান কর।

بَابٌ اَجْرُ الْخَازِنِ اِذَا تَصَدَّقَ بِاِذْنِ مَوْلاَهُ

পরিচ্ছেদ : মালিকের অনুমতিতে দান করলে খাজাঞ্চির সওয়াব প্রসঙ্গে

٢٥٦١. اَخْبَرَنِى عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْهَيْثَمِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ اَبِى بُرْدَةَ عَنْ جَدِّهِ عَنْ اَبِى مُوْسَى قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا وَقَالَ الْخَازِنُ الاَمِيْنُ الَّذِى يُعْطِى مَااُمِرَبِهِ طَيِّبًا بِهَا نَفْسُهُ اَحَدُ الْمُتَصَدِّقِيْنَ *

২৫৬১. আবদুল্লাহ্ ইব্নুল হায়ছাম (র) - - - - আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন যে, এক মু'মিন অন্য মু'মিনের জন্য ঐ দেয়াল সমতুল্য, যার এক অংশ অন্য অংশকে মজবুত করে। তিনি আরো বলেছেন : বিশ্বস্ত খাজাঞ্চির (রক্ষণাবেক্ষণকারী) যে আদেশ প্রাপ্ত হয়ে সন্তুষ্টচিত্তে দান করে সেও দু'জন দানকারীর একজন।

بَابٌ اَلْمُسِرُّ بِالصَّدَقَةِ

পরিচ্ছেদ : গোপনে দানকারী

٢٥٦٢. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ كَثِيْرِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الْجَاهِرُ بِالْقُرْاٰنِ كَالْجَاهِرِ بِالصَّدَقَةِ وَالْمُسِرُّ بِالْقُرْاٰنِ كَالْمُسِرِّ بِالصَّدَقَةِ *

---

১. হাদিসটির মর্ম হল : ইসলামী শরীআত বিরোধী কাজে ঘৃণাবোধ করাকে আল্লাহ্ পছন্দ করেন। পক্ষান্তরে শরীআত অনুমোদিত কার্যাবলীতে ঘৃণাবোধ করাকে আল্লাহ্ অপছন্দ করেন, অনুরূপভাবে জিহাদের ময়দানে বাহাদুরী প্রকাশ করা এবং সাদাকা দেওয়ার সময় ধন-সম্পদকে তুচ্ছ মনে করে হিম্মত ও বাহাদুরীর সংগে দান করা আল্লাহ্র নিকট পছন্দনীয়। পক্ষান্তরে অন্যায় কাজে বীরত্ব প্রকাশ করা আল্লাহ্র নিকট অপছন্দীয়।

২৫৬২. মুহাম্মাদ ইব্ন সালামা (র) - - - - উকবা ইব্ন আমির (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, সশব্দে কুরআন পাঠকারী প্রকাশ্যে দানকারীর ন্যায় আর নিঃশব্দে কুরআন পাঠকারী গোপনে দানকারীর ন্যায়।

اَلْمَنَّانُ بِمَا اَعْطَى

দানকৃত বস্তু দ্বারা খোঁটা (গঞ্জনা) দেওয়া

٢٥٦٣. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَلاَثَةٌ لاَيَنْظُرُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ اِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَلْعَاقُّ لِوَالِدَيْهِ وَالْمَرْأَةُ الْمُتَرَجِّلَةُ وَالدَّيُّوْثُ وَثَلاَثَةٌ لاَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ الْعَاقُّ لِوَالِدَيْهِ وَالْمُدْمِنُ عَلَى الْخَمْرِ وَالْمَنَّانُ بِمَا اَعْطَى *

২৫৬৩. আমর ইব্ন আলী (র) - - - - সালিম-এর পিতা আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তিন ব্যক্তির প্রতি মহান মহিয়ান আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন দৃষ্টি দিবেন না (রহমতের দৃষ্টিতে দেখবেন না) পিতা-মাতার অবাধ্য (সন্তান), পুরুষের বেশধারী নারী এবং দায়ূছ (নিজ স্ত্রী-কন্যার পাপাচারে যে ঘৃণাবোধ করে না।) আর তিন ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না— পিতা-মাতার অবাধ্য (সন্তান), মাদকাসক্ত ব্যক্তি (যে মদ্যপ তাওবা ছাড়া মৃত্যুবরণ করে) এবং দানকৃত বস্তুর খোঁটা দানকারী ব্যক্তি (দান করার পর যে দানের উল্লেখ করে গঞ্জনা দেয়।)

٢٥٦٤. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلِىِّ بْنِ الْمُدْرِكِ عَنْ اَبِى زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيْرٍ عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ عَنْ اَبِى ذَرٍّ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ ثَلاَثَةٌ لاَيُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَيَنْظُرُ اِلَيْهِمْ وَلاَيُزَكِّيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ فَقَرَأَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اَبُوْ ذَرٍّ خَابُوْا وَخَسِرُوا خَابُوْا وَخَسِرُوا قَالَ الْمُسْبِلُ اِزَارَهُ وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ وَالْمَنَّانُ عَطَاءَهُ *

২৫৬৪. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র) - - - - আবূ যর (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : মহান মহিয়ান আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন তিন ব্যক্তির সংগে কথা বলবেন না। তাদের দিকে তাকাবেন না, তাদের সাথে কোন কথাও বলবেন না, তাদের পরিশুদ্ধতা প্রত্যায়ন করবেন না। আর তাদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তা ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত (সংশ্লিষ্ট আয়াত) পাঠ করলেন। তখন আবূ যর (রা) বললেন, তারা ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গেছে, তারা ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গেছে। তিনি (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ) বললেন, (তারা হল) যারা পায়ের গিরার নীচে (পায়ের উঁচু হাড়) কাপড় পরিধান করে, মিথ্যা কসম খেয়ে পণ্য চালিয়ে দেয় (বিক্রয় করে) এবং দানকৃত বস্তুর খোঁটা দেয়।

٢٥٦٥. اَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ وَهُوَ الْاَعْمَشُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُسْهِرٍ عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ عَنْ اَبِى ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَلاَثَةٌ لاَيُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يَنْظُرُ اِلَيْهِمْ وَلاَ يُزَكِّيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ اَلْمَنَّانُ بِمَا اَعْطَى وَالْمُسْبِلُ اِزَارَهُ وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ *

২৫৬৫. বিশ্‌র ইব্‌ন খালিদ (র) - - - -আবূ যর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তিন ব্যক্তির সাথে মহান মহিয়ান আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন কথা বলবেন না এবং তাদের দিকে তাকাবেন না আর তাদের পবিত্রতা প্রত্যায়ন করবেন না। তাদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি। (তারা হল) দানকৃত বস্তুর খোঁটাদানকারী, পায়ের গিরার নীচে কাপড় পরিধানকারী এবং মিথ্যা কসম খেয়ে পণ্য বিক্রয়কারী।

بَابٌ رَدُّ السَّائِلِ

পরিচ্ছেদ : ভিক্ষুককে ফিরিয়ে দেয়া

٢٥٦٦. اَخْبَرَنَا هٰرُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ ح وَاَنْبَانَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنِ ابْنِ بُجَيْدٍ الْاَنْصَارِىُّ عَنْ جَدَّتِهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ رُدُّوا السَّائِلَ وَلَوْبِظِلْفٍ فِى حَدِيْثِ هٰرُوْنَ مُحْرَقٍ *

২৫৬৬. হারূন ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ এবং কুতায়বা (র) - - - - ইব্‌ন বুজায়দ আনসারী (র)-এর দাদী থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমরা ভিক্ষুককে কিছু দিয়ে দাও যদিও তা খুরই (তুচ্ছ) হোক না কেন। আর হারূন (র)-এর হাদীসে রয়েছে পোড়া খুর। (অর্থাৎ ভিক্ষুককে খালি হাতে না ফিরায়ে যৎকিঞ্চিত হলেও দাও।)

بَابٌ مَنْ يُسْاَلُ وَلاَ يُعْطِىْ

পরিচ্ছেদ : সওয়াল করা সত্ত্বেও না দেওয়া

٢٥٦٧. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ بَهْزَ بْنَ حَكِيْمٍ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَيَاتِى رَجُلٌ مَوْلاَهُ يَسْاَلُهُ مِنْ فَضْلٍ عِنْدَهُ فَيَمْنَعُهُ اِيَّاهُ اِلاَّ دُعِىَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعٌ اَقْرَعُ يَتَلَمَّظُ فَضْلَهُ الَّذِى مَنَعَ *

২৫৬৭. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল 'আলা (র) - - - - বাহ্‌য্ ইব্‌ন হাকীম (র) সূত্রে তার পিতা— তার দাদা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি স্বীয় মুনীবের কাছে এসে তার কাছে বিদ্যমান (উদ্বৃত্ত) বস্তু চায় অথচ তাকে তা দেয়া না হয়, কিয়ামতের দিন তার জন্য একটি বিরাট সাপ ডাকা হবে যা তার না দেয়া উদ্বৃত্ত বস্তু (জিহবা দ্বারা) চাটতে থাকবে। (উদ্বৃত্ত সম্পদ সাপের রূপ ধারণ করে চাটতে থাকবে।)

مَنْ سَأَلَ بِاللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ

যে ব্যক্তি মহান মহিয়ান আল্লাহ্‌র নামে কিছু চায়

٢٥٦٨. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنِ اسْتَعَاذَ بِاللّٰهِ فَأَعِيْذُوْهُ وَمَنْ سَأَلَكُمْ بِاللّٰهِ فَأَعْطُوْهُ وَمَنِ اسْتَجَارَ بِاللّٰهِ فَأَجِيْرُوْهُ وَمَنْ أَتَى إِلَيْكُمْ مَعْرُوْفًا فَكَافِئُوْهُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوْا فَادْعُوْا لَهُ حَتّٰى تَعْلَمُوْا أَنْ قَدْ كَافَأْتُمُوْهُ *

২৫৬৮. কুতায়বা (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে প্রার্থনা করে তাকে আশ্রয় দাও, যে ব্যক্তি তোমাদের কাছে আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে (কিছু) চায় তাকে দিয়ে দাও, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নামে আত্মরক্ষা প্রার্থনা করে তাকে সুরক্ষা দাও আর যে ব্যক্তি তোমাদের উপর ইহসান করে (দান-সদাচরণ) তার প্রতিদান দিয়ে দাও। অগত্যা যদি দিতে নাই পার তাহলে তার জন্য দু'আ কর যে পর্যন্ত না তোমরা মনে কর যে, তোমরা তার প্রতিদান দিতে পেরেছ।

مَنْ سَأَلَ بِوَجْهِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ

যে ব্যক্তি মহান মহিয়ান আল্লাহ্‌র নামে চায়

٢٥٦٩. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ بَهْزَ بْنَ حَكِيْمٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قُلْتُ يَانَبِيَّ اللّٰهِ مَا أَتَيْتُكَ حَتّٰى حَلَفْتُ أَكْثَرَ مِنْ عَدَدِهِنَّ لِأَصَابِعِ يَدَيْهِ أَلاَّ آتِيَكَ وَلاَ آتِيَ دِيْنَكَ وَإِنِّيْ كُنْتُ امْرَأً لاَ أَعْقِلُ شَيْئًا إِلاَّ مَا عَلَّمَنِيَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ وَإِنِّيْ أَسْأَلُكَ بِوَجْهِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ بِمَا بَعَثَكَ رَبُّكَ إِلَيْنَا قَالَ بِالْإِسْلَامِ قَالَ قُلْتُ وَمَا آيَاتُ الْإِسْلَامِ قَالَ أَنْ تَقُوْلَ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ إِلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَتَخَلَّيْتُ وَتُقِيْمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ كُلُّ مُسْلِمٍ عَلٰى مُسْلِمٍ مُحَرَّمٌ أَخَوَانِ نَصِيْرَانِ لَا يَقْبَلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ مُشْرِكٍ بَعْدَمَا أَسْلَمَ عَمَلًا أَوْ يُفَارِقَ الْمُشْرِكِيْنَ إِلَى الْمُسْلِمِيْنَ *

২৫৬৯. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল 'আলা (র) - - - - বাহ্‌য্ ইব্‌ন হাকীম (র)-এর দাদা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, আমি বললাম, ইয়া নবীয়াল্লাহ্ ! আমি আপনার কাছে আসার পূর্বে এই সংখ্যার (আমার দুই হাতের অঙ্গুলীসমূহের সংখ্যার) চেয়েও অধিক সংখ্যক শপথ করেছিলাম যে, আমি আপনার কাছে আসব না এবং আপনার ধর্মও গ্রহণ করব না। এখন আমি এমন এক ব্যক্তি, যে আল্লাহ্ তা'আলা এবং তাঁর রাসূলের শিখানো শিক্ষা ছাড়া আর কিছুই আমি বুঝি না। আমি মহান মহিয়ান আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে (আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য) আপনার কাছে জানতে চাই আপনার পালনকর্তা আপনাকে কি সহ আমাদের কাছে পাঠিয়েছেন? তিনি বললেন, (আল্লাহ্

তা'আলা আমাকে) ইসলামসহ (পাঠিয়েছেন,) আমি বললাম, ইসলামের পরিচয় কি? তিনি বললেন, তুমি বলবে যে, আমি আমার চেহারা মহান মহিয়ান আল্লাহ্ তা'আলার দিকে ফিরিয়ে দিলাম এবং (মুক্ত হলাম) (শির্ক পরিত্যাগ করলাম)। এবং তুমি সালাত আদায় করবে, যাকাত আদায় করবে। প্রত্যেক মুসলমান অন্য মুসলমানের জন্য সম্মানের পাত্র; তারা দুই ভাইয়ের (ন্যায়) একে অন্যের সাহায্যকারী। মহান মহিয়ান আল্লাহ্ তা'আলা মুশরিকদের ইসলাম গ্রহণের পরও তাদের কোন আমল কবূল করবেন না যতক্ষণ না তারা মুশরিকদেরকে পরিত্যাগ করে মুসলমানদের কাছে এসে যায়।

مَنْ يُسْأَلُ بِاللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلَايُعْطِي بِهِ

আল্লাহ্ তা'আলার নামে যাঞ্চা করার পরও যে না দেয়

٢٥٧٠. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى فُدَيْكٍ قَالَ اَنْبَانَا ابْنُ اَبِى ذِئْبٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْقَارِظِىِّ عَنْ اِسْمٰعِيْلَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَلَا اُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ النَّاسِ مَنْزِلاً قُلْنَا بَلٰى يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ رَجُلٌ اٰخِذٌ بِرَأْسِ فَرَسِهِ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ حَتّٰى يَمُوْتَ اَوْيُقْتَلَ وَاُخْبِرُكُمْ بِالَّذِىْ يَلِيْهِ قُلْنَا نَعَمْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ رَجُلٌ مُعْتَزِلٌ فِى شِعْبٍ يُقِيْمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتِى الزَّكَاةَ وَيَعْتَزِلُ شُرُوْرَ النَّاسِ وَاُخْبِرُكُمْ بِشَرِّ النَّاسِ قُلْنَا نَعَمْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ الَّذِى يُسْأَلُ بِاللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلَايُعْطِى بِهِ *

২৫৭০. মুহাম্মাদ ইব্ন রাফি' (র) - - - - ইব্ন আব্বাস (র) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আমি কি তোমাদেরকে সর্বোচ্চ মর্যাদাশীল ব্যক্তি সম্পর্কে অবহিত করব না ? আমরা বললাম, কেন নয়? (নিশ্চয়ই) ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তিনি বললেন : সে ঐ ব্যক্তি, যে মহান মহিয়ান আল্লাহ্র রাস্তায় তাঁর ঘোড়ার লাগাম ধরে বের হয়ে যায় এবং মৃত্যুবরণ করে বা শহীদ হয়ে যায়। তার পরবর্তী পর্যায়ের লোকের সংবাদও তোমাদেরকে দেব কি ? আমরা বললাম, হ্যাঁ; ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! তিনি বললেন, সে হল ঐ ব্যক্তি যে নির্জনে কোন গুহায় থাকে, সেখানে সে সালাত আদায় করে, যাকাত আদায় করে এবং লোকদের অনিষ্ট থেকে দূরে সরে থাকে। তোমাদেরকে কি সর্বনিকৃষ্ট লোক সম্পর্কে অবহিত করব? আমরা বললাম, হ্যাঁ; ইয়া রাসূলাল্লাহ্! (অবহিত করুন)। তিনি বললেন, সে হল ঐ ব্যক্তি যার কাছে কেউ আল্লাহ্ তা'আলার নামে (সাহায্য) চায় কিন্তু সে তাকে দান করে না।

ثَوَابُ مَنْ يُعْطِى

দাতার সওয়াব প্রসঙ্গে

٢٥٧١. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُوْرٍ قَالَ سَمِعْتُ رِبْعِيًا يُحَدِّثُ عَنْ زَيْدِ بْنِ ظُبْيَانَ رَفَعَهُ اِلٰى اَبِى ذَرٍّ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ ثَلَاثَةٌ يُحِبُّهُمْ

اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ وَثَلاَثَةٌ يُبْغِضُهُمُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ اَمَّا الَّذِيْنَ يُحِبُّهُمُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ فَرَجُلٌ اَتَى قَوْمًا فَسَأَلَهُمْ بِاللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلَمْ يَسْأَلْهُمْ بِقَرَابَةٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ فَمَنَعُوهُ فَتَخَلَّفَهُ رَجُلٌ بِاَعْقَابِهِمْ فَاَعْطَاهُ سِرًّا لاَيَعْلَمُ بِعَطِيَّتِهِ اِلاَّ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ وَالَّذِى اَعْطَاهُ وَقَوْمٌ سَارُوا لَيْلَتَهُمْ حَتّٰى اِذَا كَانَ النَّوْمُ اَحَبَّ اِلَيْهِمْ مِمَّا يُعْدَلُ بِهِ نَزَلُوْا فَوَضَعُوْا رُؤُسَهُمْ فَقَامَ يَتَمَلَّقُنِى وَيَتْلُوا اٰيَاتِى وَرَجُلٌ كَانَ فِى سَرِيَّةٍ فَلَقُوا الْعَدُوَّ فَهُزِمُوْا فَاَقْبَلَ بِصَدْرِهِ حَتّٰى يُقْتَلَ اَوْ يَفْتَحَ اللّٰهُ لَهُ وَالثَّلاَثَةُ الَّذِيْنَ يُبْغِضُهُمُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ الشَّيْخُ الزَّانِى وَالْفَقِيْرُ الْمُخْتَالُ وَالْغَنِىُّ الظَّلُوْمُ *

২৫৭১. মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুসান্না (র) - - - - আবূ যর (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : তিন ব্যক্তিকে মহান মহিয়ান আল্লাহ্ তা'আলা পছন্দ করেন এবং তিন ব্যক্তিকে মহান মহিয়ান আল্লাহ্ অপছন্দ করেন। যাদেরকে মহান মহিয়ান আল্লাহ্ পছন্দ করেন তারা হল : যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের কাছে এসে মহান মহিয়ান আল্লাহ্ তা'আলার নামে কিছু সাহায্য চায়। সে তার এবং তাদের মধ্যকার আত্মীয়তার সম্পর্কের দোহাই দিয়ে সাহায্য চায় না। তারা তাকে কিছু না দিয়েই ফিরিয়ে দেয়। (তাকে ফিরিয়ে দেওয়ার) পরে তাদের মধ্য হতে এক ব্যক্তি তার পিছু পিছু যায় এবং তাকে এমনভাবে গোপনে সাহায্য করে যে, তার সাহায্য সম্পর্কে মহান মহিয়ান আল্লাহ্ তা'আলা এবং সাহায্য গ্রহীতা ছাড়া আর কেউই জানতে পারে না। আর এক দল লোক যারা রাতে সফর করছিল, যখন নিদ্রা তাদের কাছে তার সাথে তুলনায় সমুদয় বস্তু অপেক্ষা প্রিয় হয়ে গেল তখন তারা অবতরণ করল এবং তাদের মাথা (বালিশে) রেখে দিল। তখন এক ব্যক্তি জেগে গেল এবং আমার কাছে (আল্লাহ্‌র কাছে) অনুনয়-বিনয় (করে কান্নাকাটি করে দু'আ) করতে লাগল। আর আমার আয়াতসমূহ (কুরআন) তিলাওয়াত করতে লাগল। আর এক ব্যক্তি জিহাদে কোন বাহিনীর সাথে ছিল, তারা শত্রুর মুখোমুখী হয়ে পরাজয়বরণ করল। কিন্তু সে বুক পেতে দিয়ে (সাহসের সাথে) সামনে অগ্রসর হয়ে শহীদ হয়ে গেল অথবা আল্লাহ্ তা'আলা তাকে বিজয় দান করলেন। আর যে তিন ব্যক্তিকে মহান মহিয়ান আল্লাহ্ তা'আলা অপছন্দ করেন তারা হল, বৃদ্ধ ব্যভিচারী, অহংকারী ফকীর এবং অত্যাচারী ধনী।

تَفْسِيْرُ الْمِسْكِيْنِ

'মিসকীন'-এর ব্যাখ্যা

٢٥٧٢. اَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ اَنْبَاَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيْكٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَيْسَ الْمِسْكِيْنُ الَّذِى تَرُدُّهُ التَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ وَالْلُّقْمَةُ وَالْلُّقْمَتَانِ اِنَّ الْمِسْكِيْنَ الْمُتَعَفِّفُ اِقْرَاُوْا اِنْ شِئْتُمْ لاَيَسْأَلُوْنَ النَّاسَ اِلْحَافًا *

২৫৭২. আলী ইব্‌ন হুজর (র) - - - - আবূ হুরায়রা (র) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, একটা দু'টো খেজুর এবং এক দু' লোকমা খাদ্য যাকে ফিরিয়ে দেয় সে মিসকীন নয় বরং মিসকীন হল যে নিজকে (সওয়াল ভিক্ষা থেকে) বিরত রাখে। যদি তোমাদের ইচ্ছা হয় তাহলে পাঠ কর (এ আয়াত)—

১. = لاَ يَسْئَلُوْنَ النَّاسَ اِلْحَافًا =

٢٥٧٣. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الاَعْرَجِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَيْسَ الْمِسْكِيْنُ بِهٰذَا الطَّوَّافِ الَّذِى يَطُوْفُ عَلَى النَّاسِ تَرُدُّهُ اللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ قَالُوا فَمَا الْمِسْكِيْنُ قَالَ الَّذِى لاَيَجِدُ غِنًى يُغْنِيْهِ وَلاَيُفْطَنُ لَهُ فَيُتَصَدَّقَ عَلَيْهِ وَلاَ يَقُوْمُ فَيَسْاَلَ النَّاسَ *

২৫৭৩. কুতায়বা (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, এমন ঘুরা-ফিরাকারী ব্যক্তি মিসকীন নয়, যে মানুষের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরাঘুরি করে এবং এক দু'লোকমা খাদ্য এবং একটা দু'টা (খেজুর তাকে ফিরিয়ে দেয়। (এবং এক দুই খেজুর ও লোকমার জন্য এক দুয়ার থেকে অন্য দুয়ারে ঘুরে বেড়ায়।) তাঁরা (সাহাবিগণ) বললেন, তাহলে মিসকীন কে? তিনি বললেন, যার এমন সচ্ছলতা নেই যা তাকে পরমুখাপেক্ষী হওয়া থেকে রক্ষা করতে পারে। এবং তাকে (তার দারিদ্র্য) আঁচ করা যায় না। ফলে তাকে সাদাকাও দেয়া হয় না আর সে এমন অবস্থায় দাঁড়ায় না যাতে লোকজন তাকে জিজ্ঞাসা করতে পারে।

٢٥٧٤. اَخْبَرَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الاَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ اَبِى سَلَمَةَ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَيْسَ الْمِسْكِيْنُ الَّذِى تَرُدُّهُ الاُكْلَةُ وَالاُكْلَتَانِ وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ قَالُوا فَمَا الْمِسْكِيْنُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الَّذِى لاَيَجِدُ غِنًى وَلاَ يَعْلَمُ النَّاسُ حَاجَتَهُ فَيُتَصَدَّقَ عَلَيْهِ *

২৫৭৪. নাস্র ইব্ন আলী (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, মিসকীন সে ব্যক্তি নয় যে, এক লোকমা বা দু' লোকমা এবং একটা-দু'টা খেজুর তাকে ফিরিয়ে দেয়। তাঁরা (সাহাবীরা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তাহলে মিসকীন কে? তিনি বললেন, যার কোন সহায়-সম্বলও নেই আর লোকেরাও তার অভাবের বিষয়ে জানে না, যাতে তাকে দান-সাদাকা করা হবে।

٢٥٧٥. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِى سَعِيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ بُجَيْدٍ عَنْ جَدَّتِهِ اُمِّ بُجَيْدٍ وَكَانَتْ مِمَّنْ بَايَعَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الْمِسْكِيْنَ لَيَقُوْمُ عَلَى بَابِى فَمَا اَجِدُ لَهُ شَيْئًا اُعْطِيْهِ اِيَّاهُ فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنْ لَمْ تَجِدِى شَيْئًا تُعْطِيْنَه اِيَّاهُ اِلاَّ ظِلْفًا مُحْرَقًا فَادْفَعِيْهِ اِلَيْهِ *

২৫৭৫. কুতায়বা (র) - - - - আবদুর রহমান ইব্ন বুজায়দ (রা)-এর দাদী উম্মু বুজায়দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে বায়আত গ্রহণকারী (নারী)-দের অন্যতমা ছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বললেন যে, কখনো কোন মিসকীন আমার দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়ে যায়, কিন্তু আমার কাছে তাকে দেয়ার

১. সূরা : বাকারা পারা : ২৭৩ অর্থ : তারা মানুষের নিকট একগুঁয়েমী করে যাঞ্চা করে না।

মত তখন কিছুই থাকে না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে বললেন যে, তুমি যদি তাকে দেয়ার মত একটি ঝলসানো খুর ব্যতীত আর কিছুই না পাও তবে তাকে তাই দাও।

اَلْفَقِيْرُ الْمُخْتَالُ

অহংকারী ফকীর

٢٥٧٦. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ قَالَ سَمِعْتُ اَبِى يُحَدِّثُ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ ثَلاَثَةٌ لاَيُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَلشَّيْخُ الزَّانِى وَالْعَائِلُ الْمَزْهُوُّ وَالاِمَامُ الْكَذَّابُ *

২৫৭৬. মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুছান্না (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তিন ব্যক্তির সাথে মহান মহিয়ান আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন কথা বলবেন না। বৃদ্ধ ব্যভিচারী, অহংকারী ফকীর এবং মিথ্যাবাদী নেতা।

٢٥٧٧. اَخْبَرَنَا اَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا عَارِمٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَرْبَعَةٌ يُبْغِضُهُمُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ اَلْبَيَّاعُ الْحَلاَّفُ وَالْفَقِيْرُ الْمُخْتَالُ وَالشَّيْخُ الزَّانِى وَالاِمَامُ الْجَائِرُ *

২৫৭৭. আবূ দাঊদ (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, চার ব্যক্তিকে মহান মহিয়ান আল্লাহ্ তা'আলা অপছন্দ করেন— অধিকহারে শপথকারী বিক্রেতা, অহংকারী ফকীর, বৃদ্ধ ব্যভিচারী এবং অত্যাচারী শাসক।

فَضْلُ السَّاعِى عَلَى الاَرْمَلَةِ

বিধবার জন্য সাধনাকারীর ফযীলত

٢٥٧٨. اَخْبَرَنَا عَمْرُوبْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ ثَوْرِبْنِ زَيْدٍ الدَّيْلِىِّ عَنْ اَبِى الْغَيْثِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلسَّاعِى عَلَى الاَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِيْنِ كَالْمُجَاهِدِ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ *

২৫৭৮. আমর ইব্‌ন মানসূর (র)- - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, বিধবা এবং মিসকীনদের জন্য চেষ্টা সাধনাকারী ব্যক্তি আল্লাহ্‌র রাস্তার মুজাহিদের ন্যায়।

اَلْمُؤَلَّفَةُ قُلُوْبُهُمْ

মনোরঞ্জন করার জন্য দান করা

٢٥٧٩. اَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِىِّ عَنْ اَبِى الاَحْوَصِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ

أَبِى نُعَيْمٍ عَنْ أَبِى سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ بَعَثَ عَلِيٌّ وَهُوَ بِالْيَمَنِ بِذُهَيْبَةٍ بِتُرْبَتِهَا إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَسَمَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَ أَرْبَعَةِ نَفَرٍ الْأَقْرَعِ بْنِ حَابِسٍ الْحَنْظَلِيِّ وَعُيَيْنَةَ بْنِ بَدْرٍ الْفَزَارِيِّ وَعَلْقَمَةَ بْنِ عُلَاثَةَ الْعَامِرِيِّ ثُمَّ أَحَدِ بَنِى كِلَابٍ وَزَيْدٍ الطَّائِيِّ ثُمَّ أَحَدِ بَنِى نَبْهَانَ فَغَضِبَتْ قُرَيْشٌ وَقَالَ مَرَّةً أُخْرَى صَنَادِيْدُ قُرَيْشٍ فَقَالُوا تُعْطِى صَنَادِيدَ نَجْدٍ وَتَدَعُنَا قَالَ إِنَّمَا فَعَلْتُ ذٰلِكَ لِأَتَأَلَّفَهُمْ فَجَاءَ رَجُلٌ كَثُّ اللِّحْيَةِ مُشْرِفُ الْوَجْنَتَيْنِ غَائِرُ الْعَيْنَيْنِ نَاتِئُ الْجَبِيْنِ مَحْلُوقُ الرَّأْسِ فَقَالَ اتَّقِ اللّٰهَ يَامُحَمَّدُ قَالَ فَمَنْ يُطِعِ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ إِنْ عَصَيْتُهُ أَيَأْمَنُنِى عَلَى أَهْلِ الْأَرْضِ وَلَاتَأْمَنُوْنِى ثُمَّ أَدْبَرَ الرَّجُلُ فَاسْتَأْذَنَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فِى قَتْلِهِ يَرَوْنَ أَنَّهُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ مِنْ ضِئْضِئِ هٰذَا قَوْمًا يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَايُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ يَقْتُلُوْنَ أَهْلَ الْإِسْلَامِ وَيَدَعُوْنَ أَهْلَ الْأَوْثَانِ يَمْرُقُوْنَ مِنَ الْإِسْلَامِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ لَئِنْ أَدْرَكْتُهُمْ لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ *

২৫৭৯. হান্নাদ ইব্‌নুস্ সারী (র) - - - - আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, আলী (রা) (শাসকরূপে) ইয়ামানে অবস্থানকালে মাটি মিশ্রিত কিছু স্বর্ণ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে পাঠালেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সেগুলো চারজন ব্যক্তির মধ্যে বন্টন করে দিলেন : আকরা‘ ইব্‌ন হাবিস হানযালী, উওয়ায়না ইব্‌ন বদর ফাযারী, আলকামা ইব্‌ন উলাছা ‘আমিরী পরবর্তীতে কিলাবী, এবং যায়দ ত্বায়ী (রা) পরবর্তীতে নাবহানী। তখন কুরায়শ বংশের লোকজন রাগান্বিত হয়ে গেলেন। (রাবী) অন্যত্র বলেছেন— কুরায়শের সর্দারগণ (রাগান্বিত হলেন)। তারা বললেন যে, আপনি নাজ্‌দের সর্দারদেরকে দিচ্ছেন আর আমাদেরকে বাদ দিচ্ছেন ? তিনি (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ) বললেন যে, আমি এরকম করেছি তাদের মনোরঞ্জনের জন্য। এমন সময় ঘন শ্মশ্রু, উত্থিত চোয়াল, কোটেরাগত চোখ, উচুঁ ললাট এবং মুণ্ডিত মাথা বিশিষ্ট এক ব্যক্তি এসে বলল যে, হে মুহাম্মাদ! আপনি আল্লাহ্ তা‘আলাকে ভয় করুন। তিনি বললেন যে, যদি আমিই মহান মহিয়ান আল্লাহ্ তা‘আলার অবাধ্য হই তাহলে আর কে আল্লাহ্ তা‘আলার বাধ্য হবে ? তিনি (আল্লাহ্ তা‘আলা) তো আমাকে পৃথিবীর বাসিন্দাদের ব্যাপারে বিশ্বস্ত সাব্যস্ত করে পাঠিয়েছেন আর তোমরা আমাকে বিশ্বস্ত মনে করছ না ? এরপর সে ব্যক্তি চলে গেল এবং উপস্থিত লোকদের একজন তাকে হত্যা করার জন্য অনুমতি চাইলেন। লোকের ধারণা যে, অনুমতি প্রার্থনাকারী ছিলেন খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা)। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন যে, এই ব্যক্তির ঔরসে এমন কিছু লোক জন্মগ্রহণ করবে যারা কুরআন তিলাওয়াত করবে, কিন্তু কুরাআন তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। তারা মুসলমানদেরকে হত্যা করবে এবং প্রতিমা পূজারীদেরেকে ছেড়ে দেবে। তারা ইসলাম থেকে এরকমভাবে দূরে সরে যাবে, যে রকম তীর (তীর) নিক্ষিপ্ত পশু থেকে পার হয়ে যায়। আমি যদি তাদেরকে পেতাম তাহলে তাদেরকে এমনভাবে হত্যা করতাম, যে রকমভাবে ‘আদ গোত্রের লোকদেরকে হত্যা (ধ্বংস) করা হয়েছিল।

اَلصَّدَقَةُ لِمَنْ تَحَمَّلَ بِحَمَالَةٍ

(পাওনা আদায়ের) যামিনদার ব্যক্তিকে দান করা

٢٥٨٠. اَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيْبِ بْنِ عَرَبِيٍّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ هٰرُوْنَ بْنِ رِئَابٍ قَالَ حَدَّثَنِى كِنَانَةُ ابْنُ نُعَيْمٍ ح وَاَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ هٰرُوْنَ عَنْ كِنَانَةَ بْنِ نُعَيْمٍ عَنْ قَبِيْصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ قَالَ تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً فَاَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ فَسَاَلْتُهُ فِيْهَا فَقَالَ اِنَّ الْمَسْاَلَةَ لاَتَحِلُّ اِلاَّ لِثَلاَثَةٍ رَجُلٍ تَحَمَّلَ بِحَمَالَةٍ بَيْنَ قَوْمٍ فَسَاَلَ فِيْهَا حَتّٰى يُؤَدِّيَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ *

২৫৮০. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন হাবীব (র) এবং আলী ইব্ন হুজ্র (র) - - - - কাবীসা ইব্ন মুখারিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, আমি একজনের পাওনা আদায় করে দেয়ার যামিন হয়েছিলাম। তখন আমি নবী ﷺ -এর কাছে আসলাম এবং এব্যাপারে তাঁর সাহায্য চাইলাম। তিনি বললেন, তিন ব্যক্তি ব্যতীত সাহায্য চাওয়া বৈধ নয়। এক ব্যক্তি হল, যে সমাজের কারো পাওনা আদায় করে দেওয়ার যামিন হয়েছে এবং এব্যাপারে অন্য কারো সাহায্য চায় এবং যাতে (সাহায্য দ্বারা) তা আদায় করে দিতে পারে। এরপর সে (সাহায্য চাওয়া থেকে) বিরত থাকে।

٢٥٨١. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النَّضْرِ بْنِ مُسَاوِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ هٰرُوْنَ بْنِ رِئَابٍ قَالَ حَدَّثَنِى كِنَانَةُ بْنُ نُعَيْمٍ عَنْ قَبِيْصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ قَالَ تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً فَاَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَسْاَلُهُ فِيْهَا فَقَالَ اَقِمْ يَاقَبِيْصَةُ حَتّٰى تَاْتِيَنَا الصَّدَقَةُ فَنَاْمُرَلَكَ قَالَ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَاقَبِيْصَةُ اِنَّ الصَّدَقَةَ لاَتَحِلُّ اِلاَّ لاَحَدِ ثَلاَثَةٍ رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْاَلَةُ حَتّٰى يُصِيْبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ اَوْسِدَادًا مِنْ عَيْشٍ وَرَجُلٍ اَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَاَجْتَاحَتْ مَالَهُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْاَلَةُ حَتّٰى يُصِيْبَهَا ثُمَّ يُمْسِكَ وَرَجُلٍ اَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتّٰى يَشْهَدَ ثَلاَثَةٌ مِنْ ذَوِى الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ قَدْ اَصَابَتْ فُلاَنًا فَاقَةٌ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْاَلَةُ حَتّٰى يُصِيْبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ اَوْسِدَادًا مِنْ عَيْشٍ فَمَا سِوَى هٰذَا مِنَ الْمَسْاَلَةِ يَاقَبِيْصَةُ سُحْتٌ يَاْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا *

২৫৮১. মুহাম্মাদ ইব্ন নাদর (র) - - - - কাবীসা ইব্ন মুখারিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একজনের পাওনা আদায় করে দেয়ার যামিন হয়েছিলাম এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে এসে এ ব্যাপারে তাঁর সাহায্য চাইলাম। তিনি বললেন যে, হে কাবীসা! তুমি আমার কাছে সাদাকার কোন মাল আসা পর্যন্ত অপেক্ষা কর; তবে (আসলেই) আমি তোমাকে দিয়ে দেয়ার আদেশ দেব। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, হে কাবীসা! সাদাকা তিন ব্যক্তি ছাড়া আর কারো জন্য বৈধ নয় : যে কারো পাওনা আদায় করে দেওয়ার যামিন হয়,

তার জন্য সাহায্য চাওয়া বৈধ। যাতে সে জীবন ধারণের আবশ্যকীয় প্রয়োজন মিটাতে পারে। যার উপর কোন বিপদ নিপতিত হয় এবং তার ধন-সম্পত্তি সমূলে শেষ করে দেয় তার জন্য সাহায্য চাওয়া বৈধ, যাতে তার বিপদ দূর হয়ে যায়। এরপর সে (সাহায্য চাওয়া থেকে) বিরত হয়ে যায় এবং এমন অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি যার সম্পর্কে তার গোত্রের তিনজন জ্ঞানী ব্যক্তি সাক্ষ্য দেয় যে, সে অভাবগ্রস্ত, তাহলে তার জন্যও সাহায্য চাওয়া বৈধ, যাতে সে নিজের জীবন ধারণের আবশ্যকীয় প্রয়োজন মিটাতে পারে। হে কাবীসা! এ তিন প্রকার ব্যক্তি ব্যতীত আর কারো জন্য সাহায্য চাওয়া সুদ (তুল্য হারাম)। যার আহরণকারী তা সুদ (হারাম) রূপে ভক্ষণ করে।

اَلصَّدَقَةِ عَلَى الْيَتِيْمِ

ইয়াতীমকে দান-সাদাকা করা

٢٥٨٢. اَخْبَرَنِىْ زِيَادُ بْنُ اَيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ قَالَ اَخْبَرَنِىْ هِشَامٌ قَالَ حَدَّثَنِى يَحْيَى بْنُ اَبِى كَثِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِى هِلاَلٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِى سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ جَلَسَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ فَقَالَ اِنَّمَا اَخَافُ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِى مَايُفْتَحُ لَكُمْ مِنْ زَهْرَةِ وَذَكَرَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا فَقَالَ رَجُلٌ اَوَ يَاتِى الْخَيْرُ بِالشَّرِّ فَسَكَتَ عَنْهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقِيْلَ لَهُ مَاشَانُكَ تُكَلِّمُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَلاَ يُكَلِّمُكَ قَالَ وَرَاَيْنَا اَنَّهُ يُنْزَلُ عَلَيْهِ فَاَفَاقَ يَمْسَحُ الرُّحَضَاءَ وَقَالَ اَشَاهِدٌ السَّائِلَ اِنَّهُ لاَيَاْتِى الْخَيْرُ بِالشَّرِّ وَاِنَّ مِمَّا يُنْبِتُ الرَّبِيْعُ يَقْتُلُ اَوْ يُلِمُّ اِلاَّ اٰكِلَةَ الْخَضِرِ فَاِنَّهَا اَكَلَتْ حَتّٰى اِذَا اُمْتَدَّتْ خَاصِرَتَاهَا اُسْتَقْبَلَتْ عَيْنَ الشَّمْسِ فَثَلَطَتْ ثُمَّ بَالَتْ ثُمَّ رَتَعَتْ وَاِنَّ هٰذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ وَنِعْمَ صَاحِبُ الْمُسْلِمِ هُوَ اِنْ اَعْطٰى مِنْهُ الْيَتِيْمَ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَاِنَّ الَّذِى يَاْخُذُهُ بِغَيْرِ حَقِّهِ كَالَّذِى يَاْكُلُ وَلاَيَشْبَعُ وَيَكُوْنُ عَلَيْهِ شَهِيْدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ *

২৫৮২. যিয়াদ ইব্ন আইয়ূব (র) - - - - আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মিম্বারের উপর বসলেন। আমরাও তাঁর চারপাশে বসে গেলাম। তিনি বললেন, আমার পরবর্তীকালে তোমাদের বিজিত পার্থিব ধন-দৌলতের আধিক্যে আমি আশংকিত। (এ প্রসংগে) তিনি দুনিয়া ও তার চাকচিক্যের কথা আলোচনা করলেন। এক ব্যক্তি বলল, ভাল কি মন্দ (পরিনতি) নিয়ে আসে ? তিনি (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ) কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তাকে (প্রশ্নকারীকে) তিনি বলা হল যে, তোমার কি হল, তুমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে কথা বলছ অথচ তিনি তোমার সাথে কথা বলছেন না ? (রাবী বলেন) আমরা দেখলাম যে, তখন তাঁর উপর ওহী অবতীর্ণ হচ্ছে। যখন চেতনা ফিরে পেলেন (ওহী অবতীর্ণ হয়ে গেল) তিনি ঘাম মুছতে মুছতে বললেন, প্রশ্নকারী কি উপস্থিত আছে ? নিশ্চয়ই ভাল মন্দ নিয়ে আসবে না। তবে দেখ, বসন্ত ঋতু যা জন্মায় তা মেরে ফেলে অথবা মেরে ফেলার উপক্রম করে (অথচ সবুজ ঘাসপাতা একটি উত্তম বস্তু কিন্তু কোন চতুষ্পদ

জন্তু যখন তা অপরিমিত ভক্ষণ করে তখন বদহজমীর দরুন মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ার উপক্রম হয় বা মরেই যায়।) কিন্তু কোন তৃণভোজি জন্তু যখন তা ভক্ষণ করে তখন তার পেট ভরে যায় আর সে সূর্যের আলোর মুখোমুখী হয়ে পায়খানা করে ও পেশাব করে। এরপর চড়ে বেড়ায়। অনুরূপভাবে এ সমস্ত মাল মুসলমানদের জন্য কত উৎকৃষ্ট ও সুস্বাদু এবং উপকারী সাথী, যদি তার থেকে ইয়াতীম মিসকীন এবং মুসাফিরকে দান করা হয়। আর যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে ধন-সম্পদ সঞ্চয় করে সে যেন আহার করল কিন্তু পরিতৃপ্ত হতে পারল না আর এ ধন-সম্পদ কিয়ামতের দিন তার বিরুদ্ধে সাক্ষী হিসেবে দাঁড়াবে।

اَلصَّدَقَةُ عَلَى الْاَقَارِبِ

আত্মীয়-স্বজনকে দান করা

٢٥٨٣. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ اُمِّ الرَّائِحِ عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى الْمِسْكِيْنِ صَدَقَةٌ وَعَلَى ذِى الرَّحِمِ اثْنَتَانِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ *

২৫৮৩. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল 'আলা (র) - - - - সালমান ইব্‌ন আমির (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মিসকীনকে দান করার মধ্যে শুধু সাদাকা (র সওয়াব রয়েছে) আর আত্মীয়-স্বজনকে দান করা দু'টি (সওয়াব রয়েছে) দান করা (র সওয়াব) এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা (র সওয়াব)।

٢٥٨٤. اَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ اَبِى وَائِلٍ عَنْ عَمْرِوبْنِ الْحَارِثِ عَنْ زَيْنَبَ اِمْرَاَةِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِلنِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ قَالَتْ وَكَانَ عَبْدُ اللّٰهِ خَفِيْفَ ذَاتِ الْيَدِ فَقَالَتْ لَهُ اَيَسَعُنِى اَنْ اَضَعَ صَدَقَتِى فِيْكَ وَفِى بَنِى اَخٍ لِى يَتَامَى فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ سَلِى عَنْ ذٰلِكَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَتْ فَاَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ فَاِذَا عَلَى بَابِهِ اِمْرَاَةٌ مِنَ الْاَنْصَارِ يُقَالُ لَهَا زَيْنَبُ تَسْاَلُ عَمَّا اَسْاَلُ عَنْهُ فَخَرَجَ اِلَيْنَا بِلَالٌ فَقُلْنَا لَهُ اَنْطَلِقْ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَسَلْهُ عَنْ ذٰلِكَ وَلَا تُخْبِرْهُ مَنْ نَحْنُ فَانْطَلَقَ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ مَنْ هُمَا قَالَ زَيْنَبُ قَالَ اَىُّ الزَّيَانِبِ قَالَ زَيْنَبُ اِمْرَاَةُ عَبْدِ اللّٰهِ وَزَيْنَبُ الْاَنْصَارِيَّةُ قَالَ نَعَمْ لَهُمَا اَجْرَانِ اَجْرُ الْقَرَابَةِ وَاَجْرُ الصَّدَقَةِ *

২৫৮৪. বিশর ইব্‌ন খালিদ (র) - - - - আবদুল্লাহ্ (রা)-এর স্ত্রী যয়নাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মহিলাদের উদ্দেশ্য করে বলেছেন : তোমরা সাদাকা কর যদিও তা তোমাদের অলংকারই হোক না কেন। রাবী বলেন, আবদুল্লাহ্ দরিদ্র ছিলেন, আমি তাঁকে বললাম, আমার সাদাকা আপনাকে এবং আমার ইয়াতীম ভ্রাতুষ্পুত্রদেরকে দেওয়ার অবকাশ আমার আছে কি? আবদুল্লাহ্ (রা) বললেন : তুমি এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা কর। তিনি (যয়নাব রা) বলেন, তখন আমি নবী ﷺ -এর কাছে আসলাম, এসে

দেখলাম তাঁর দরজার সামনে যয়নাব নাম্নী (আর) একজন আনসারী মহিলা দাঁড়িয়ে আছে এবং আমি যে ব্যাপারে প্রশ্ন করতে এসেছি তিনিও সে ব্যাপারেই প্রশ্ন করছেন। আমাদের কাছে বিলাল (রা) আসলেন, আমরা তাঁকে বললাম যে, আপনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে গিয়ে এ ব্যাপারে তাঁকে জিজ্ঞাসা করুন। আর আমরা কারা তা তাঁকে বলবেন না। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে গেলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন যে, তারা কারা ? বিলাল (রা) বললেন, যয়নাব। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : কোন্ যয়নাব ? তিনি বললেন, আবদুল্লাহ্ (রা)-এর স্ত্রী যয়নাব এবং আনসারী যয়নাব। তিনি বললেন, হ্যাঁ ; তাদের জন্য দু'টি (দুই গুণ) সওয়াব রয়েছে, আত্মীয়তার (সম্পর্ক বজায় রাখার) সওয়াব এবং দান করার সওয়াব।

اَلْمَسَالَةُ

ভিক্ষা করা

٢٥٨٥. اَخْبَرَنَا اَبُوْ دَاودَ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِى عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَنَّ اَبَا عُبَيْدٍ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَزْهَرَ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَنْ يَحْتَزِمَ اَحَدُكُمْ حُزْمَةَ حَطَبٍ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيْعَهَا خَيْرٌ مِنْ اَنْ يَسْاَلَ رَجُلاً فَيُعْطِيَهُ اَوْ يَمْنَعَهُ *

২৫৮৫. আবূ দাউদ (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) বলেছেন : তোমাদের কারো এক বোঝা কাঠ সংগ্রহ করে তা নিজ পিঠে বহন করে আনা এবং বিক্রি করা ভিক্ষা করার চেয়ে উত্তম। যে সে কারো কাছে ভিক্ষা চাইবে এবং সে হয়তো তাকে দিবে অথবা দিবে না।

٢٥٨٦. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنْ شُعَيْبٍ عَنِ اللَّيْثِ ابْنِ سَعْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى جَعْفَرٍ قَالَ سَمِعْتُ حَمْزَةَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَايَزَالُ الرَّجُلُ يَسْاَلُ حَتّٰى يَاتِىَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ فِى وَجْهِهِ مُزْعَةٌ مِنْ لَحْمٍ *

২৫৮৬. মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র) - - - - হামযা ইব্ন আবদুল্লাহ্ সূত্রে। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি সর্বদা ভিক্ষা করে বেড়ায় কিয়ামতের দিন সে এমন অবস্থায় উপস্থিত হবে যে, তার চেহারায় গোশতের কোন টুকরাই থাকবে না।

٢٥٨٧. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ اَبِى صَفْوَانَ الثَّقَفِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا اُمَيَّةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ بِسْطَامِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ خَلِيْفَةَ عَنْ عَائِذِ بْنِ عَمْرٍو اَنَّ رَجُلاً اَتَى النَّبِىَّ ﷺ فَسَاَلَهُ فَاَعْطَاهُ فَلَمَّا وَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى اُسْكُفَّةِ الْبَابِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْتَعْلَمُوْنَ مَافِى الْمَسْئَلَةِ مَامَشَى اَحَدٌ اِلَى اَحَدٍ يَسْاَلُهُ شَيْئًا *

২৫৮৭. মুহাম্মাদ ইব্‌ন উসমান (র) - - - - আইয ইব্‌ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি নবী ﷺ -এর কাছে এসে ভিক্ষা চাইলে তিনি (নবী ﷺ) তাকে ভিক্ষা দিলেন। যখন সে দরজার চৌকাঠে পা রেখে প্রস্থান করছিল তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, যদি তোমরা ভিক্ষা(র অপকারিতা) সম্পর্কে জানতে তাহলে তোমাদের কেউ কারো কাছে কখনো কোন কিছু ভিক্ষা চাওয়ার জন্য যেতো না।

سُؤَالُ الصَّالِحِيْنَ

নেক্‌কার লোকদের কাছে ভিক্ষা চাওয়া

٢٥٨٨. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ عَنْ مُسْلِمِ ابْنِ مَخْشِيٍّ عَنِ ابْنِ الْفِرَاسِيِّ اَنَّ الْفِرَاسِيَّ قَالَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَسْأَلُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ وَاِنْ كُنْتُ سَائِلاً لاَبُدَّ فَاسْأَلِ الصَّالِحِيْنَ *

২৫৮৮. কুতায়বা (র) - - - - ইব্‌ন ফিরাসী (রা) থেকে বর্ণিত যে, ফিরাসী (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি কি ভিক্ষা চাইব ? তিনি বললেন, না। অগত্যা যদি চাইতেই হয় তবে নেক্‌কার লোকদের কাছে চাইবে।

اَلاِسْتِعْفَافُ عَنِ الْمَسْأَلَةِ

ভিক্ষা থেকে আত্মরক্ষা করা

٢٥٨٩. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ اَبِى سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ اَنَّ نَاسًا مِنَ الاَنْصَارِ سَأَلُوا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاَعْطَاهُمْ ثُمَّ سَأَلُوْهُ فَاَعْطَاهُمْ حَتَّى اِذَا نَفِدَ مَاعِنْدَهُ قَالَ مَايَكُوْنَ عِنْدِى مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ اَدَّخِرَهُ عَنْكُمْ وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمَنْ يَصْبِرْ يُصَبِّرْهُ اللّٰهُ وَمَا اُعْطِىَ اَحَدٌ عَطَاءً هُوَ خَيْرٌ وَاَوْسَعُ مِنَ الصَّبْرِ *

২৫৮৯. কুতায়বা (র) - - - - আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, কিছু সংখ্যক আনসারী রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে সাহায্য চাইলে তিনি তাদেরকে দিলেন। এরপর তারা আবার চাইলে আবারও দিলেন। এমনিভাবে তাঁর কাছে যা ছিল সব শেষ হয়ে গেলে তিনি বললেন, আমার কাছে কোন সম্পদ থাকলে তা কখনো তোমাদের থেকে সঞ্চয় করে রাখব না। (এখন আমার কাছে আর দেওয়ার মত কিছুই নেই।) যে ব্যক্তি ভিক্ষা থেকে আত্মরক্ষা করতে চায় আল্লাহ্ তা'আলা তাকে সুরক্ষিত রাখেন। আর যে ব্যক্তি ধৈর্যধারণ করে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে ধৈর্যধারণ করার তাওফীক দেন। কাউকে ধৈর্য থেকে উত্তম কোন জিনিস দান করা হয়নি।

٢٥٩٠. اَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ اَنْبَاَنَا مَعْنٌ قَالَ اَنْبَاَنَا مَالِكٌ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الاَعْرَجِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لاَنْ يَأْخُذَ اَحَدُكُمْ

حَبْلَهُ فَيَحْتَطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ اَنْ يَأْتِىَ رَجُلاً اَعْطَاهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ فَضْلِهِ فَيَسْأَلُهُ اَعْطَاهُ اَوْ مَنَعَهُ *

২৫৯০. আলী ইব্‌ন শুআয়ব (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : ঐ সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার জীবন, তোমাদের কেউ তার রশি নিয়ে এবং কাঠ সংগ্রহ করে তা পিঠে বহন করে আনা তার জন্য এর চেয়ে উত্তম, যে মহান মহিয়ান আল্লাহ্‌র দেওয়া ধন-সম্পত্তির অধিকারী কোন ব্যক্তির কাছে এসে তার কাছে ভিক্ষা চাইবে, সে হয়তো ভিক্ষা দেবে নয়তো দেবে না।

فَضْلُ مَنْ لاَيَسْأَلُ النَّاسَ شَيْئًا

যে ব্যক্তি মানুষের কাছে কিছুই চায় না তার ফযীলত

٢٥٩١. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى ذِئْبٍ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ يَضْمَنُ لِى وَاحِدَةً وَلَهُ الْجَنَّةُ قَالَ يَحْيَى هٰهُنَا كَلِمَةٌ مَعْنَاهَا اَنْ لاَيَسْأَلَ النَّاسَ شَيْئًا *

২৫৯১. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - ছাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি আমাকে একটি কথার (প্রতিশ্রুতি দেবে) এ (বিনিময়ের) শর্তে যে, তার জন্য জান্নাত (ওয়াজিব হয়ে যাবে,) ইয়াহ্‌ইয়া (র) বলেন, এখানে এমন এক বাক্য রয়েছে যার অর্থ এই যে, মানুষের কাছে কোন কিছু চাইবে না।

٢٥٩٢. اَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ حَمْزَةَ قَالَ حَدَّثَنِى الْاَوْزَاعِىُّ عَنْ هٰرُوْنَ ابْنِ رِئَابٍ اَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ اَبِى بَكْرٍ عَنْ قَبِيْصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَ تَصْلُحُ الْمَسْأَلَةُ اِلاَّ لِثَلاَثَةٍ رَجُلٍ اَصَابَتْ مَالَهُ جَائِحَةٌ فَيَسْأَلُ حَتّٰى يُصِيْبَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ ثُمَّ يُمْسِكُ وَرَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَيَسْأَلُ حَتّٰى يُؤَدِّىَ اِلَيْهِمْ حَمَالَتَهُمْ ثُمَّ يُمْسِكُ عَنِ الْمَسْأَلَةِ وَرَجُلٍ يَحْلِفُ ثَلاَثَةُ نَفَرٍ مِنْ قَوْمِهِ ذَوِى الْحِجَا بِاللّٰهِ لَقَدْ حَلَّتِ الْمَسْأَلَةُ لِفُلاَنٍ فَيَسْأَلُ حَتّٰى يُصِيْبَ قِوَامًا مِنْ مَعِيْشَةٍ ثُمَّ يُمْسِكُ عَنِ الْمَسْأَلَةِ فَمَا سِوٰى ذٰلِكَ سُحْتٌ *

২৫৯২. হিশাম ইব্‌ন আম্মার (র) - - - - কাবীসা ইব্‌ন মুখারিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি : তিন ব্যক্তি ছাড়া আর কারো জন্য সাহায্য চাওয়া যথার্থ (বৈধ) নয়। যার সম্পদ বিনাশের শিকার হয়েছে। সে সাহায্য চেয়ে জীবন ধারণের প্রয়োজন মিটাতে পারবে, এরপর (সাহায্য চাওয়া থেকে) বিরত থাকবে। যে কারো পাওনার যামিন হয়েছে। সে সাহায্য চেয়ে সে (পাওনা আদায় করে দেবে, পাওনা আদায় করে দেওয়ার) এরপর (আর সাহায্য চাওয়া থেকে) বিরত থাকবে। আর ঐ ব্যক্তি যার সম্পর্কে তার সমাজের তিনজন জ্ঞানী ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নামে কসম করে বলে যে, অমুকের জন্য সাহায্য চাওয়া

বৈধ হয়েছে, তাহলে সে সাহায্য চেয়ে জীবন ধারণের প্রয়োজন মিটাবে। এরপর সাহায্য চাওয়া থেকে বিরত থাকবে। এরা ছাড়া (অন্য কেউ যদি সাহায্য চায় তাহলে তা তার জন্য) হারাম হবে।

حَدُّ الْغِنَى

স্বচ্ছলতার পরিসীমা

২৫৯৩. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ حَكِيمِ ابْنِ جُبَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ سَأَلَ وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ جَاءَتْ خُمُوشًا أَوْ كُدُوحًا فِي وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قِيلَ يَارَسُولَ اللّٰهِ ﷺ وَمَاذَا يُغْنِيهِ أَوْ مَاذَا أَغْنَاهُ قَالَ خَمْسُونَ دِرْهَمًا أَوْ حِسَابُهَا مِنَ الذَّهَبِ قَالَ يَحْيَى قَالَ سُفْيَانُ وَسَمِعْتُ زُبَيْدًا يُحَدِّثُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيدَ *

২৫৯৩. আহমাদ ইব্‌ন সুলায়মান (র) - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি সাহায্য চায় অথচ তার কাছে এই পরিমাণ মাল আছে যাতে তার প্রয়োজন মিটে যায়, তাহলে তা কিয়ামতের দিন তার মুখে ক্ষত কিংবা আঘাত অবস্থায় উত্থিত হবে। প্রশ্ন করা হল যে, কতটুকু মাল দ্বারা প্রয়োজন মিটে যায় ? ('সচ্ছলতা' সাব্যস্ত হয় ?) তিনি বললেন, পঞ্চাশ দিরহাম বা তার সমপরিমাণ স্বর্ণ।

بَابُ الْإِلْحَافِ فِي الْمَسْأَلَةِ

পরিচ্ছেদ : পীড়াপীড়ি করে সাহায্য চাওয়া

২৫৯৪. أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَخِيهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ تُلْحِفُوا فِي الْمَسْأَلَةِ وَلاَ يَسْأَلُنِي أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْئًا وَأَنَا لَهُ كَارِهٌ فَيُبَارَكُ لَهُ فِيمَا أَعْطَيْتُهُ *

২৫৯৪. হুসায়ন ইব্‌ন হুরায়ছ (র) - - - - মুআবিয়া (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমরা সাহায্য চাইতে পীড়াপীড়ি করবে না আর তোমাদের কেউ আমার কাছে এমন জিনিস চাইবে না যা আমি অপছন্দনীয় মনে করি, তাহলে আমি তাকে যা দেব আল্লাহ্ তা'আলা তাতে বরকত দেবেন এমন হবে না।

مَنِ الْمُلْحِفُ ؟

কাকে পীড়াপীড়িকারী বলা হবে ?

২৫৯৫. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ أَنْبَأَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ دَاوُدَ

بْنِ شَابُوْرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ سَأَلَ وَلَهُ اَرْبَعُوْنَ دِرْهَمًا فَهُوَ الْمُلْحِفُ *

২৫৯৫. আহমাদ ইব্‌ন সুলায়মান (র) - - - - আমর ইব্‌ন শু'আয়ব (র)-এর দাদা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি সাহায্য চায় অথচ তার চল্লিশটি দিরহাম রয়েছে সেই পীড়াপীড়িকারী।

٢٥٩٦. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى الرِّجَالِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِى سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَرَّحَتْنِى اُمِّى اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَتَيْتُهُ وَقَعَدْتُ فَاسْتَقْبَلَنِى وَقَالَ مَنِ اسْتَغْنٰى اَغْنَاهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمَنِ اسْتَعَفَّ اَعَفَّهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمَنِ اسْتَكْفٰى كَفَاهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمَنْ سَأَلَ وَلَهُ قِيْمَةُ اُوْقِيَّةٍ فَقَدْ اَلْحَفَ فَقُلْتُ نَاقَتِى الْيَاقُوْتَةُ خَيْرٌ مِّنْ اُوْقِيَّةٍ فَرَجَعْتُ وَلَمْ اَسْأَلْهُ *

২৫৯৬. কুতায়বা (র) - - - - আবদুর রহমান (র)-এর পিতা আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, আমার আম্মা আমাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে পাঠালে আমি তাঁর কাছে আসলাম এবং বসে গেলাম। তিনি আমার দিকে মুখ করে বললেন যে, যে ব্যক্তি (হাত না পেতে) স্বচ্ছলতা প্রকাশ করতে চায় মহান মহিয়ান আল্লাহ্ তা'আলা তাকে স্বচ্ছলতা দান করেন। আর যে ব্যক্তি কারো কাছে কিছু চাওয়া হতে বাঁচতে চায়, মহান মহিয়ান আল্লাহ্ তা'আলা তাকে তা হতে বাঁচিয়ে রাখেন (অভাবমুক্ত রাখেন।) আর যে ব্যক্তি যা আছে তা যথেষ্ট মনে করে (অল্পে তুষ্ট থাকতে চায়) মহান মহিয়ান আল্লাহ্ তা'আলা তাকে সমাধা করে দেন। (অল্পে তুষ্ট রাখেন)। আর যে ব্যক্তি সাহায্য চায় অথচ তার কাছে এক উকিয়া (চল্লিশটি দিরহাম) আছে তাহলে সে পীড়াপীড়ি করল। আমি মনে মনে বললাম যে, আমার ইয়াকূতা নামক উষ্ট্রীর মূল্য তো চল্লিশ দিরহাম থেকেও বেশি হবে, তাই আমি ফিরে আসলাম এবং তাঁর কাছে কিছুই চাইলাম না।

اِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ دَرَاهِمُ وَكَانَ لَهُ عِدْلُهَا

যার নিকট দিরহাম নেই কিন্তু তার সমপরিমাণ (মূল্যের মাল) আছে সে ব্যক্তি প্রসঙ্গে

٢٥٩٧. قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ اَنْبَاَنَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ ابْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِى اَسَدٍ قَالَ نَزَلْتُ اَنَا وَاَهْلِى بِبَقِيْعِ الْغَرْقَدِ فَقَالَتْ لِى اَهْلِى اُذْهَبْ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَسَلْهُ لَنَا شَيْئًا نَاْكُلُهُ فَذَهَبْتُ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَوَجَدْتُ عِنْدَهُ رَجُلاً يَسْاَلُهُ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَ اَجِدُ مَا اُعْطِيْكَ فَوَلَّى الرَّجُلُ عَنْهُ وَهُوَ مُغْضَبٌ وَهُوَ يَقُوْلُ لَعَمْرِى اِنَّكَ لَتُعْطِى مَنْ شِئْتَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّهُ لَيَغْضَبُ عَلَىَّ اَنْ لاَ اَجِدَ مَا اُعْطِيْهِ مَنْ سَاَلَ مِنْكُمْ وَلَهُ اُوْقِيَّةٌ اَوْ عِدْلُهَا فَقَدْ سَاَلَ اِلْحَافًا قَالَ الْاَسَدِىُّ

فَقُلْتُ لَلِقْحَةٌ لَنَا خَيْرٌ مِنْ أُوقِيَّةٍ وَالأُوقِيَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا فَرَجَعْتُ وَلَمْ أَسْأَلْهُ فَقَدِمَ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بَعْدَ ذٰلِكَ شَعِيرٌ وَزَبِيبٌ فَقَسَمَ لَنَا مِنْهُ حَتّٰى أَغْنَانَا اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ *

২৫৯৭. হারিস ইব্ন মিসকীন (র) - - - - 'আতা ইব্ন ইয়সার (র) সূত্রে আসাদ গোত্রের এক ব্যক্তি থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি এবং আমার স্ত্রী বকীউল গারকাদ নামক স্থানে আসলাম। আমার স্ত্রী আমাকে বলল যে, তুমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে যাও এবং তাঁর কাছে থেকে কিছু নিয়ে আস, আমরা খাব। আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে গেলাম। তখন তাঁর সামনে এমন একজন লোক পেলাম, যে তাঁর কাছে কিছু সাহায্য চাচ্ছিল আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলছিলেন, আমার কাছে তোমাকে দেওয়ার মত কিছুই নেই। তখন সে ব্যক্তি ক্ষুদ্ধ হয়ে চলে যাচ্ছিল এবং বলছিল যে, আমার জীবনের কসম ! আপনি যাকে ইচ্ছা তাকেই দেবেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, আমার কাছে তাকে দেওয়ার মত কিছুই না থাকার কারণে সে আমার উপর ক্ষুদ্ধ হচ্ছে। তোমাদের মধ্যে যদি কোন ব্যক্তি সাহায্য চায় অথচ তার কাছে এক উকিয়া (দিরহাম) বা তার সমপরিমাণ মূল্যের কোন বস্তু থাকে তবে সে যেন পীড়াপীড়ি করে সাহায্য প্রার্থনা করল। আসাদী ব্যক্তি মনে মনে বলল যে, আমার উষ্ট্রীর মূল্য এক উকিয়া (দিরহাম) থেকেও বেশী হবে। এক উকিয়া হল চল্লিশ দিরহাম। তাই আমি ফিরে আসলাম এবং কোন সাহায্য চাইলাম না। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে কিছু যব এবং শুষ্ক আঙ্গুর (কিশমিশ) আসলে তিনি তা থেকে আমাদের জন্যও কিছু বণ্টন করে দিলেন। এমনিভাবে মহান মহিয়ান আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে অভাবমুক্ত করে (পরমুখাপেক্ষী তা হতে বাঁচিয়ে) দিলেন।

٢٥٩٨. أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَتَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَلاَلِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ *

২৫৯৮. হান্নাদ ইব্ন সারী (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, স্বচ্ছল ব্যক্তির জন্য সাহায্য চাওয়া বৈধ নয় এবং সক্ষম ও সবল ব্যক্তির জন্যও নয়।

مَسْأَلَةُ الْقَوِيِّ الْمُكْتَسِبِ

উপার্জনে সক্ষম ও সবল ব্যক্তির সাহায্য চাওয়া প্রসঙ্গে

٢٥٩٩. أَخْبَرَنَا عَمْرُوبْنُ عَلِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ أَنَّ رَجُلَيْنِ حَدَّثَاهُ أَنَّهُمَا أَتَيَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَسْأَلاَنِهِ مِنَ الصَّدَقَةِ فَقَلَّبَ فِيهِمَا الْبَصَرَ وَقَالَ مُحَمَّدٌ بَصَرَهُ فَرَاٰهُمَا جَلْدَيْنِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنْ شِئْتُمَا وَلاَحَظَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ وَلاَ لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ *

২৫৯৯. আমর ইব্ন আলী এবং মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না - - - - উবায়দুল্লাহ্ ইবন আদী (র) বর্ণনা করেছেন যে, দু'জন লোক তাঁকে বলেছেন, তাঁরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে এসে তাঁর কাছে সাদাকা (যাকাত) হতে কিছু সাহায্য চাইলেন। তিনি তাদের দিকে তাকিয়ে দেখলেন যে, তারা দু'জনই শক্তিমান। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ

বললেন, যদি তোমরা চাও, (তবে তোমাদেরকে দেব(, কিন্তু স্বচ্ছল ও উপার্জনে সক্ষম ব্যক্তির জন্য এতে কোন অংশ নেই।

مَسْأَلَةُ الرَّجُلِ ذَا سُلْطَانٍ

শাসনকর্তার নিকট সাহায্য চাওয়া

٢٦٠٠. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ اَنْبَانَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ زَيْدِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الْمَسَائِلَ كُدُوحٌ يُكْدَحُ بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ فَمَنْ شَاءَ كَدَحَ وَجْهَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَ اِلاَّ اَنْ يَسْأَلَ الرَّجُلُ ذَاسُلْطَانٍ اَوْشَيْئًا لاَيَجِدُ مِنْهُ بُدًّا *

২৬০০. আহমাদ ইব্ন সুলায়মান (র) - - - - সামুরা ইব্ন জুন্দুব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : ভিক্ষা করা এমন একটি ক্ষত যদ্দ্বারা মানুষ তার চেহারাকে ক্ষতবিক্ষত করে দেয়। তাই যার ইচ্ছা হয় সে চেহারাকে ক্ষতযুক্ত করুক, আর যার ইচ্ছা হয় সে না করুক। তবে হ্যাঁ ; কোন মানুষ শাসনকর্তার নিকট সাহায্য চাইতে পারে অথবা এমন কোন জিনিস সাহায্য চাইতে পারে যা তার একান্ত দরকার।

مَسْأَلَةُ الرَّجُلِ فِى اَمْرٍ لاَبُدَّلَهُ مِنْهُ

অত্যাবশ্যকীয় জিনিস চাওয়া প্রসঙ্গে

٢٦٠١. اَخْبَرَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ زَيْدِ ابْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْمَسْأَلَةُ كَدٌّ يَكُدُّ بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ اِلاَّ اَنْ يَسْأَلَ الرَّجُلُ سُلْطَانًا اَوْ فِى اَمْرٍ لاَبُدَّ مِنْهُ *

২৬০১. মাহমূদ ইব্ন গায়লান (র) - - - - সামুরা ইব্ন জুন্দুব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, ভিক্ষা চাওয়া এমন একটি ক্ষত যা দ্বারা মানুষ তার চেহারাকে ক্ষতবিক্ষত করে দেয়। তবে হ্যাঁ, কোন মানুষ শাসনকর্তার নিকট সাহায্য চাইতে পারে অথবা অত্যাবশ্যকীয় বস্তু চাইতে পারে।

٢٦٠٢. اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ اَخْبَرَنِى عُرْوَةُ عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ سَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاَعْطَانِي ثُمَّ سَاَلْتُهُ فَاَعْطَانِى ثُمَّ سَاَلْتُهُ فَاَعْطَانِى فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَاحَكِيمُ اِنَّ هٰذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ فَمَنْ اَخَذَهُ بِطِيْبِ نَفْسٍ بُوْرِكَ لَهُ فِيْهِ وَمَنْ اَخَذَهُ بِاِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيْهِ وَكَانَ كَالَّذِى يَاْكُلُ وَلاَ يَشْبَعُ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى *

২৬০২. আবদুল জাব্বার ইব্ন 'আলা' (র) - - - - হাকীম ইব্ন হিযাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, আমি (একবার) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে কিছু সাহায্য চাইলে তিনি আমাকে সাহায্য করলেন। এরপর তাঁর কাছে আবারও সাহায্য চাইলে তিনি আবার আমাকে সাহয্যে করলেন। এরপর আমি তাঁর কাছে সাহায্য চাইলে তিনি আমাকে পুনরায় সাহায্য করলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এরপর বললেন, হে হাকীম ! এ সমস্ত ধন-সম্পদ সুদৃশ্য-সুস্বাদু বটে, তবে যে ব্যক্তি এগুলো মনের পবিত্রতার সংগে (লোভাতুর না হয়ে) গ্রহণ করে তার জন্য তাতে বরকত দেয়া হয়, আর যে ব্যক্তি লোভাতুর অন্তরে গ্রহণ করে তার জন্য তাতে কোন বরকত দেয়া হয় না। সে ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে আহার করে কিন্তু পরিতৃপ্ত হয় না। আর উপরের হাত নীচের হাত (দাতা গ্রহীতার চেয়ে) উত্তম।

٢٦٠٣. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مِسْكِيْنُ بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِىُّ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاَعْطَانِى ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَاَعْطَانِى ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَاحَكِيْمُ اِنَّ هٰذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ مَنْ اَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ بُوْرِكَ لَهُ فِيْهِ وَمَنْ اَخَذَهُ بِاِشْرَافِ النَّفْسِ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيْهِ وَكَانَ كَالَّذِى يَاْكُلُ وَلَايَشْبَعُ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى *

২৬০৩. আহমাদ ইব্ন সুলায়মান (র) - - - - হাকীম ইব্ন হিযাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, আমি একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে কিছু (সাহায্য) চাইলে তিনি আমাকে দান করলেন। তাঁর কাছে আবারও কিছু দান (সাহায্য) চাইলে তিনি আমাকে কিছু দান (সাহায্য) করলেন। পুনরায় সাহায্য চাইলে আমাকে দান করলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, হে হাকীম! এ সমস্ত ধন-সম্পদ সুদৃশ্য ও সুস্বাদু (উত্তম এবং উৎকৃষ্ট)। যে ব্যক্তি সেগুলো (লোভমুক্ত মন নিয়ে গ্রহণ করে তার জন্য তাতে বরকত দেয়া হয় আর যে ব্যক্তি তা লোভাতুর অন্তরে গ্রহণ করে তার জন্য তাতে বরকত দেয়া হয় না। সে ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে আহার করে কিন্তু পরিতৃপ্ত হতে পারে না। আর উপরের হাত (দাতা হাত গ্রহীতা হাত) নীচের হাত থেকে উত্তম।

٢٦٠٤. اَخْبَرَنِى الرَّبِيْعُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِى اَبِى عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَسَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ اَنَّ حَكِيْمَ بْنَ حِزَامٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاَعْطَانِى ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَاَعْطَانِى ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَاحَكِيْمُ اِنَّ هٰذَا الْمَالَ حُلْوَةٌ فَمَنْ اَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ بُوْرِكَ لَهُ فِيْهِ وَمَنْ اَخَذَهُ بِاِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيْهِ وَكَانَ كَالَّذِى يَاْكُلُ وَلَايَشْبَعُ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلٰى قَالَ حَكِيْمٌ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَالَّذِى بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَااَرْزَاُ اَحَدًا بَعْدَكَ حَتّٰى اُفَارِقَ الدُّنْيَا بِشَىْءٍ *

২৬০৪. রবী ইব্‌ন সুলায়মান (র) - - - - হাকীম ইব্‌ন হিযাম (রা) থেকে বর্ণিত যে, আমি একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে কিছু (সাহায্য) চাইলাম। তিনি আমাকে দান করলেন। আমি তাঁর কাছে আবার কিছু দান (সাহায্য) চাইলে তিনি আমাকে আবারও দান করলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, হে হাকীম! এ সমস্ত ধন-সম্পদ হলো সুস্বাদু (মনোমুগ্ধকর)। যে ব্যক্তি এগুলো (লোভমুক্ত মন নিয়ে) গ্রহণ করে তার জন্য তাতে বরকত দেয়া হয়, আর যে ব্যক্তি এগুলো লোভাতুর অন্তরে গ্রহণ করে তার জন্য তাতে বরকত দেয়া হয় না। সে ব্যক্তি ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে আহার করল কিন্তু পরিতৃপ্ত হতে পারল না। আর উপরের হাত নীচের হাত থেকে উত্তম। হাকীম (রা) বলেন, 'আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! সে সত্তার শপথ! যিনি আপনাকে সত্য দীনসহ পাঠিয়েছেন, আপনার (কাছে চাওয়ার) পরে আমি আমার দুনিয়া ছেড়ে যাওয়া পর্যন্ত (জীবিত থাকাকালীন) আর কাউকে ঝামেলা করব না। (কারো কাছে কিছুই চাইব না)।

مَنْ أَتَاهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ مَالاً مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ

চাওয়া ব্যতীত আল্লাহ্ তা'আলা যাকে কোন ধন-সম্পদ দান করেন তার প্রসঙ্গে

٢٦٠٥. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنِ ابْنِ السَّاعِدِيِّ الْمَالِكِيِّ قَالَ اسْتَعْمَلَنِى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَلَى الصَّدَقَةِ فَلَمَّا فَرَغْتُ مِنْهَا فَاَدَّيْتُهَا اِلَيْهِ اَمَرَ لِى بِعُمَالَةٍ فَقُلْتُ لَهُ اِنَّمَا عَمِلْتُ لِلّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَاَجْرِى عَلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ خُذْ مَا اَعْطَيْتُكَ فَاِنِّى قَدْ عَمِلْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ لَهُ مِثْلَ قَوْلِكَ فَقَالَ لِى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اُعْطِيْتَ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ اَنْ تَسْأَلَ فَكُلْ وَتَصَدَّقْ *

২৬০৫. কুতায়বা (র) - - - - ইব্‌ন সাঈদী মালিকী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) আমাকে সাদাকা আদায়কারী রূপে নিযুক্ত করলেন। যখন আমি কাজ (সাদাকা আদায়) সম্পন্ন করলাম এবং সেগুলো তাঁকে (উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা)) দিয়ে দিলাম, তখন তিনি আমাকে কাজের বিনিময় নিতে আদেশ দিলেন। আমি তাঁকে বললাম যে, আমি এ কাজ আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে করেছি আর এর প্রতিদান আমি আল্লাহ্‌র কাছ থেকে নেব। তিনি বললেন, আমি তোমাকে যা দিচ্ছি তা তুমি নিয়ে নাও। যেহেতু আমিও রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর যুগে (সাদাকা উসূল করার) কাজ করতাম এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে তোমার মতই বললাম। কিন্তু তিনি আমাকে বললেন যে, চাওয়া ব্যতীত তোমাকে কিছু দেয়া হলে সেটা নিয়ে নেবে এবং খাবে ও (দান-সাদাকা) করে দেবে।

٢٦٠٦. اَخْبَرَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَبُوْ عُبَيْدِ اللّٰهِ الْمَخْزُوْمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ حُوَيْطِبِ بْنِ عَبْدِ الْعُزّٰى قَالَ اَخْبَرَنِى عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ السَّعْدِيِّ اَنَّهُ قَدِمَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ مِنَ الشَّامِ فَقَالَ اَلَمْ اُخْبَرْ اَنَّكَ تَعْمَلُ عَلَى عَمَلٍ مِنْ اَعْمَالِ الْمُسْلِمِيْنَ فَتُعْطَى عَلَيْهِ عُمَالَةً فَلاَ تَقْبَلُهَا قَالَ اَجَلْ اِنَّ لِى اَفْرَاسًا وَاَعْبُدًا وَاَنَ

بِخَيْرٍ وَأُرِيْدُ اَنْ يَكُوْنَ عَمَلِى صَدَقَةً عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ فَقَالَ عُمَرُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنِّى اَرَدْتُ الَّذِىْ اَرَدْتَ وَكَانَ النَّبِىُّ ﷺ يُعْطِيْنِى الْمَالَ فَاَقُوْلُ اَعْطِهِ مَنْ هُوَ اَفْقَرُ اِلَيْهِ مِنِّى وَاِنَّهُ اَعْطَانِى مَرَّةً مَالاً فَقُلْتُ لَهُ اَعْطِهِ مَنْ هُوَ اَحْوَجُ اِلَيْهِ مِنِّى فَقَالَ مَا اٰتَاكَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ هٰذَا الْمَالِ مِنْ غَيْرِ مَسْئَلَةٍ وَلاَاِشْرَافٍ فَخُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ اَوْ تَصَدَّقْ بِهِ وَمَالاَ فَلاَ تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ *

২৬০৬. সাঈদ ইব্‌ন আবদুর রহমান আবূ উবায়দুল্লাহ্ মাখযূমী (র) - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সাদী (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি একবার সিরিয়া থেকে উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা)-এর কাছে আসলে তিনি তাঁকে বললেন যে, আমি শুনেছি যে, তুমি মুসলমানদের কোন কাজ (যাকাত আদায়) করলে তোমাকে তার পারিশ্রমিক দেয়া হলে তা তুমি নাকি গ্রহণ কর না? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমার কিছু ঘোড়া এবং দাস-দাসী রয়েছে এবং আমি স্বচ্ছল অবস্থায় আছি। তাই আমার ইচ্ছা আমার কাজ মুসলমানদের জন্য সাদাকা স্বরূপ হোক। উমর (রা) তাঁকে বললেন, তুমি যা ইচ্ছা করেছ আমিও তাই ইচ্ছা করেছিলাম, কিন্তু নবী ﷺ আমাকে সম্পদ (বিনিময়) দিতেন, আমি তাঁকে বলতাম : যে ব্যক্তি আমার থেকেও বেশি অভাবী আপনি এই (মাল) তাকে দিন। তিনি আমাকে একবার কিছু (মাল) দিলে আমি তাঁকে বললাম, এই (মাল) যে আমার থেকে বেশি অভাবী আপনি তাকেই দিন। তিনি বললেন, তোমার চাওয়া এবং লালসা ব্যতীত যে মাল মহান মহিয়ান আল্লাহ্ তোমাকে দেন তা গ্রহণ করে নেবে এবং ইচ্ছা করলে তা তোমার কাছে রেখে দেবে নয়তো সাদাকা করে দেবে। আর যা তেমন (লোভ বিহীন) নয় তার প্রতি তোমার মনকে ধাবিত করবে না।

٢٦٠٧. اَخْبَرَنَا كَثِيْرُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنِ الزُّبَيْدِىِّ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ اَنَّ حُوَيْطِبَ بْنَ عَبْدِ الْعُزَّى اَخْبَرَهُ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ السَّعْدِىِّ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ قَدِمَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِى خِلاَفَتِهِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ اَلَمْ اُحَدَّثْ اَنَّكَ تَلِى مِنْ اَعْمَالِ النَّاسِ اَعْمَالاً فَاِذَا اُعْطِيْتَ الْعُمَالَةَ رَدَدْتَهَا فَقُلْتُ بَلَى فَقَالَ عُمَرُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَمَا تُرِيْدُ اِلَى ذٰلِكَ فَقُلْتُ لِى اَفْرَاسٌ وَاَعْبُدٌ وَاَنَا بِخَيْرٍ وَاُرِيْدُ اَنْ يَكُونَ عَمَلِى صَدَقَةً عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ فَلاَ تَفْعَلْ فَاِنِّى كُنْتُ اَرَدْتُ مِثْلَ الَّذِىْ اَرَدْتَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُعْطِيْنِى الْعَطَاءَ فَاَقُوْلُ اَعْطِهِ اَفْقَرَ اِلَيْهِ مِنِّى فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ اَوْ تَصَدَّقْ بِهِ مَاجَاءَكَ مِنْ هٰذَا الْمَالِ وَاَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلاَسَائِلٍ فَخُذْهُ وَمَالاَ فَلاَ تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ *

২৬০৭. কাসীর ইব্‌ন উবায়দা (র) - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সাদী (র) অবহিত করেছেন যে, তিনি একবার উমর (রা)-এর খিলাফতকালে তাঁর কাছে গেলেন। উমর (রা) তাঁকে বললেন যে, আমাকে বলা হয়েছে যে, তুমি নাকি মুসলমানদের কাজে নিয়োজিত রয়েছো এবং তোমাকে তোমার কাজের পারিশ্রমিক দেওয়া হলে তুমি তা গ্রহণ কর না ? আমি বললাম, হ্যাঁ। তখন উমর (রা) বললেন, এতে তোমার উদ্দেশ্য কি? আমি বললাম যে, আমার কিছু ঘোড়া এবং দাস-দাসী রয়েছে আর আমি স্বচ্ছল অবস্থায় আছি। তাই আমি চাচ্ছিলাম যে, আমার

কাজ মুসলমানদের জন্য সাদাকা স্বরূপ হোক। উমর (রা) তাঁকে বললেন যে, তুমি এরূপ কর না। কেননা তুমি যে রকম চাচ্ছ আমিও সে রকম চাইতাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে দান (পারিশ্রমিক) দিলে আমি বলতাম যে, আপনি তা আমার থেকে বেশী অভাবীকে দিয়ে দিন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলতেন যে, তুমি এগুলো নিয়ে নাও। ইচ্ছা করলে নিজের কাজে লাগাও নতুবা তা সাদাকা করে দাও। তোমার চাওয়া এবং লালসা ব্যতীত যে মাল তোমার হস্তগত হয় তা তুমি নিয়ে নাও। (কোন মাল) এভাবে (তোমার হস্তগত) না হলে তার প্রতি তোমার মনকে ধাবিত করবে না।

٢٦٠٨. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُوْرٍ وَاِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ نَافِعٍ قَالَ اَنْبَانَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِى السَّائِبُ بْنُ يَزِيْدَ اَنَّ حُوَيْطِبَ بْنَ عَبْدِ الْعُزّٰى اَخْبَرَهُ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ السَّعْدِيِّ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ قَدِمَ عَلٰى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِى خِلاَفَتِهِ فَقَالَ عُمَرُ اَلَمْ اُخْبَرْ اَنَّكَ تَلِى مِنْ اَعْمَالِ النَّاسِ اَعْمَالاً فَاِذَا اُعْطِيْتَ الْعُمَالَةَ كَرِهْتَهَا قَالَ فَقُلْتُ بَلٰى قَالَ فَمَا تُرِيْدُ اِلٰى ذٰلِكَ فَقُلْتُ اِنَّ لِى اَفْرَاسًا وَاَعْبُدًا وَاَنَا بِخَيْرٍ وَاُرِيْدُ اَنْ يَكُوْنَ عَمَلِى صَدَقَةً عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ فَقَالَ عُمَرُ فَلاَ تَفْعَلْ فَاِنِّى كُنْتُ اَرَدْتُ الَّذِى اَرَدْتَ فَكَانَ النَّبِىُّ ﷺ يُعْطِيْنِى الْعَطَاءَ فَاَقُوْلُ اَعْطِهِ اَفْقَرَ اِلَيْهِ مِنِّى حَتّٰى اَعْطَانِى مَرَّةً مَالاً فَقُلْتُ اَعْطِهِ اَفْقَرَ اِلَيْهِ مِنِّى فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ وَتَصَدَّقْ بِهِ فَمَا جَاءَكَ مِنْ هٰذَا الْمَالِ وَاَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلاَسَائِلٍ فَخُذْهُ وَمَالاَ فَلاَ تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ *

২৬০৮. আমর ইব্‌ন মানসূর এবং ইসহাক ইব্‌ন মানসূর (র) - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সাদী (রা) অবহিত করেছেন যে, তিনি একবার উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা)-এর খিলাফতকালে তাঁর কাছে আসলেন। উমর (রা) তাঁকে বললেন, আমাকে তা অবহিত করা হয়েছে যে, তুমি নাকি মানুষের কাজে নিয়োজিত থাক এবং তার বিনিময় দেওয়া হলে তুমি তা অপছন্দ কর ? তিনি বলেন, আমি বললাম : হ্যাঁ। তিনি (উমর (রা)) বললেন, 'এর দ্বারা তোমার উদ্দেশ্য কি ?' আমি বললাম, আমার কিছু ঘোড়া এবং দাস-দাসী রয়েছে আর আমি স্বচ্ছল অবস্থায় রয়েছি। তাই আমি চাচ্ছিলাম যে, আমার কাজগুলো মুসলমানদের জন্য সাদাকা স্বরূপ হোক। উমর (রা) তাঁকে বললেন, তুমি এরূপ করবে না। তুমি যে রকম ইচ্ছা করছ আমিও সে রকমই ইচ্ছা করতাম। কিন্তু নবী ﷺ আমাকে বিনিময় দিতেন আর আমি বলতাম যে, আপনি এটা আমার চেয়েও বেশি অভাবীকে দিয়ে দিন। তিনি আমাকে একবার কিছু মাল দিলে আমি তাকে বললাম যে, আপনি তা আমার চেয়েও বেশি অভাবীকে দিয়ে দিন। তখন নবী ﷺ বললেন : তুমি এটা নিয়ে নাও ; ইচ্ছা করলে নিজের কাজে লাগাও নতুবা সাদাকা করে দাও। আর যে মাল তোমার চাওয়া এবং লালসা ব্যতীত তোমার কাছে আসে তুমি তা নিয়ে নেবে অন্যাথা নিজেকে তার পেছনে ধাবিত করবে না।

٢٦٠٩. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ قَالَ اَنْبَانَا شُعَيْبٌ عَنِ

الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِى سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يُعْطِيْنِى الْعَطَاءَ فَاَقُوْلُ اَعْطِهِ اَفْقَرَ اِلَيْهِ مِنِّى حَتّٰى اَعْطَانِى مَرَّةً مَالاً فَقُلْتُ لَهُ اَعْطِهِ اَفْقَرَ اِلَيْهِ مِنِّى فَقَالَ خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ وَتَصَدَّقْ بِهِ وَمَا جَاءَكَ مِنْ هٰذَا الْمَالِ وَاَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلاَسَائِلٍ فَخُذْهُ وَمَالاَ فَلاَ تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ ٭

২৬০৯. আমর ইব্‌ন মানসূর (র) - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, আমি উমর (রা)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে দান (বিনিময়) দিতেন আর আমি বলতাম, আপনি তা আমার চেয়েও বেশি অভাবীদেরকে দিয়ে দিন। এরপর একবার তিনি আমাকে কিছু দান (বিনিময়) দিলে আমি তাঁকে বললাম : আপনি এটা আমার চেয়েও কোন অভাবী ব্যক্তিকে দিয়ে দিন। তিনি বললেন, তুমি এটা নাও, ইচ্ছা করলে নিজের কাজে ব্যয় কর নতুবা সাদাকা করে দাও। আর তোমার চাওয়া এবং লালসা ব্যতীত এ মাল হতে কিছু যদি তোমার কাছে আসে তাহলে তুমি তা নিয়ে নেবে, অন্যথা তুমি নিজেকে তার পেছনে ধাবিত করবে না।

بَابٌ اِسْتِعْمَالِ آلَ النَّبِىِّ ﷺ عَلَى الصَّدَقَةِ

পরিচ্ছেদ : নবী ﷺ-এর বংশধরগণকে সাদাকা উসূল করার কাজে নিযুক্ত করা প্রসঙ্গে

٢٦١٠. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادِ بْنِ الاَسْوَدِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ الْهَاشِمِىِّ اَنَّ عَبْدَ الْمُطَّلِبِ بْنَ رَبِيْعَةَ بْنِ الْحَارِثِ ابْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اَخْبَرَهُ اَنَّ اَبَاهُ رَبِيْعَةَ بْنَ الْحَارِثِ قَالَ لِعَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ رَبِيْعَةَ بْنِ الْحَارِثِ وَالْفَضْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ائْتِيَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقُوْلاَ لَهُ اسْتَعْمِلْنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ عَلَى الصَّدَقَاتِ فَاَتٰى عَلِىُّ بْنُ اَبِى طَالِبٍ وَنَحْنُ عَلٰى تِلْكَ الْحَالِ فَقَالَ لَهُمَا اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَسْتَعْمِلُ مِنْكُمْ اَحَدًا عَلَى الصَّدَقَةِ قَالَ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ فَانْطَلَقْتُ اَنَا وَالْفَضْلُ حَتّٰى اَتَيْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ لَنَا اِنَّ هٰذِهِ الصَّدَقَةَ اِنَّمَا هِىَ اَوْسَاخُ النَّاسِ وَاِنَّهَا لاَتَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلاَ لاٰلِ مُحَمَّدٍ ﷺ ٭

২৬১০. আমর ইব্‌ন সাওয়াদ (র) - - - - আবদুল মুত্তালিব ইব্‌ন রবীআ (র) থেকে বর্ণিত যে, তাঁর পিতা রবীআ ইব্‌ন হারিস (রা) তাঁকে এবং ফযল ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে বললেন যে, তোমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে যাও এবং তাঁকে বল যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাদেরকে সাদাকা উসূল করার জন্য (কর্মচারী) নিযুক্ত করুন। আমরা এই অবস্থায় থাকাকালে (হযরত) আলী (রা) আসলেন এবং তাদের (আমাদেরকে) বললেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তোমাদের কাউকেও সাদাকা উসূল করার জন্য (কর্মচারী) নিযুক্ত করবেন না। আবদুল

মুত্তালিব (রা) বলেন, তখন আমি এবং ফযল (রা) চলে আসলাম এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে পৌঁছলে (এবং নিবেদন করলে) তিনি আমাদেরকে বললেন যে, সাদাকা লোকজনের ধন-সম্পত্তির ময়লা। তাই তা মুহাম্মাদ ﷺ এবং তাঁর বংশধরদের জন্য হালাল নয়।

بَابٌ اِبْنُ اُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ

পরিচ্ছেদ : কোন সম্প্রদায়ের ভাগ্নে সে সম্প্রদায়ের সদস্য (হিসেবেই পরিগণিত)

٢٦١١. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ قُلْتُ لاَبِى اِيَاسٍ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ اَسَمِعْتَ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِبْنُ اُخْتِ الْقَوْمِ مِنْ اَنْفُسِهِمْ قَالَ نَعَمْ *

২৬১১. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - - শু'বা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবূ ইয়াস (র)-কে জিজ্ঞাসা করলাম — আপনি কি আনাস (রা)-কে বলতে শুনেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : কোন সম্প্রদায়ে ভাগ্নে সে সম্প্রদায়ের সদস্য (হিসাবে পরিগণিত) ? তখন আবূ ইয়াস (র) বললেন : হ্যাঁ, (আমি শুনেছি)।

٢٦١٢. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَاَنَا وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ ابْنُ اُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ *

২৬১২. ইস্হাক ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - - আনাস ইব্ন মালিক (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন যে, কোন সম্প্রদায়ে ভাগ্নে সে সম্প্রদায়ের সদস্য (হিসাবে পরিগণিত হবে)।

بَابٌ مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْهُمْ

পরিচ্ছেদ : কোন সম্প্রদায়ের আযাদকৃত গোলাম সে সম্প্রদায়ের সদস্য (হিসেবে পরিগণিত)

٢٦١٣. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ عَنِ ابْنِ اَبِى رَافِعٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَسْتَعْمَلَ رَجُلاً مِنْ بَنِى مَخْزُوْمٍ عَلَى الصَّدَقَةِ فَاَرَادَ اَبُوْ رَافِعٍ اَنْ يَتْبَعَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الصَّدَقَةَ لاَ تَحِلُّ لَنَا وَاِنَّ مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْهُمْ *

২৬১৩. আমর ইব্ন আলী (র) - - - - আবূ রাফি (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (একবার) মাখযূম গোত্রের এক ব্যক্তিকে সাদাকা উসূল করার জন্য নিযুক্ত করলেন। তখন আবূ রাফি (রা) তাঁর সংগে যেতে চাইলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন যে, সাদাকা আমাদের জন্য বৈধ নয়। আর কোন সম্প্রদায়ের আযাদকৃত গোলাম তাদের অন্তর্ভুক্ত (সদস্য হিসেবেই পরিগণিত)।[১]

১. আবূ রাফি' (রা) নবী পরিবারের আযাদকৃত গোলাম ছিলেন।

اَلصَّدَقَةُ لاَتَحِلُّ لِلنَّبِىِّ ﷺ

সাদাকা নবী ﷺ-এর জন্য হালাল নয়

٢٦١٤. اَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ اَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ وَاصِلٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ عَنْ اَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا اُتِىَ بِشَىْءٍ سَاَلَ عَنْهُ اَهَدِيَّةٌ اَمْ صَدَقَةٌ فَاِنْ قِيلَ صَدَقَةٌ لَمْ يَاْكُلْ وَاِنْ قِيلَ هَدِيَّةٌ بَسَطَ يَدَهُ *

২৬১৪. যিয়াদ ইব্‌ন আইয়ূব (র) ---- বাহ্‌য্ (রা)-এর দাদা (হাযাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন যে, নবী ﷺ-কে কোন কিছু পেশ করা হলে তিনি জিজ্ঞাসা করতেন যে, এটা হাদিয়া না সাদাকা? সাদাকা বলা হলে তিনি তা খেতেন না আর হাদিয়া বলা হলে তিনি হাত প্রসারিত করতেন (খেতেন)।

اِذَا تَحَوَّلَتِ الصَّدَقَةُ

সাদাকা হস্তান্তরিত হলে (তার বিধান)

٢٦١٥. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ اَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ عَنْ اِبْرَاهِيمَ عَنِ الاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا اَرَادَتْ اَنْ تَشْتَرِىَ بَرِيرَةَ فَتَعْتِقَهَا وَاَنَّهُمُ اشْتَرَطُوا وَلاَءَهَا فَذَكَرَتْ ذٰلِكَ لِرَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اشْتَرِيهَا وَاَعْتِقِيهَا فَاِنَّ الْوَلاَءَ لِمَنْ اَعْتَقَ وَخُيِّرَتْ حِينَ اُعْتِقَتْ وَاُتِىَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ بِلَحْمٍ فَقِيلَ هٰذَا مِمَّا تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ فَقَالَ هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ وَكَانَ زَوْجُهَا حُرًّا *

২৬১৫. আমর ইব্‌ন ইয়াযীদ (র) ---- আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বারীরা (রা)-কে খরিদ করে মুক্ত (আযাদ) করে দেওয়ার ইচ্ছা করলেন। তাঁর মালিকেরা তাঁর মীরাছ প্রাপ্তির শর্ত আরোপ করলে তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে একথা জানালেন। তখন তিনি বললেন, তুমি তাকে কিনে মুক্ত করে দাও। কেননা, (গোলামের) মুক্তিদাতাই মীরাছের হকদার। আর মুক্তি দেয়া হলে তাকে (পূর্ববর্তী বিয়ে অক্ষুণ্ন রাখা না রাখার) এখতিয়ার দেয়া হল।(একদিন) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে কিছু গোশ্‌ত আনা হলে তাঁকে বলা হল যে, তা বারীরা (রা)-কে সাদাকা (রূপে প্রদত্ত গোশতের অংশ)। তিনি (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ) বললেন যে, "তা তার জন্য সাদাকা আর আমাদের জন্য হাদিয়া।" তার স্বামীও স্বাধীন ব্যক্তি ছিল।

شِرَاءُ الصَّدَقَةِ

সাদাকা ক্রয় করা প্রসঙ্গে

٢٦١٦. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً وَاَنَا اَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ اَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِى سَبِيلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ فَاَضَاعَهُ الَّذِى كَانَ عِنْدَهُ وَاَرَدْتُ اَنْ اَبْتَاعَهُ مِنْهُ وَظَنَنْتُ اَنَّهُ بَائِعُهُ بِرُخْصٍ

فَسَأَلْتُ عَنْ ذٰلِكَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ لاَتَشْتَرِهِ وَاِنْ اَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ فَاِنَّ الْعَائِدَ فِى صَدَقَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِى قَيْئِهِ ٭

২৬১৬. মুহাম্মাদ ইব্‌ন সালামা এবং হারিস ইব্‌ন মিসকীন (র) - - - - আসলাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি উমর (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, আমি একবার আল্লাহ্‌র রাস্তায় বাহনরূপে একটি ঘোড়া দান করলাম। যার কাছে ঘোড়াটি ছিল সে ওটাকে (যত্ন না নিয়ে) নষ্ট (করে দেওয়ার উপক্রম) করলে আমি তার কাছ থেকে ওটা কিনে নিতে মনস্থ করলাম। আমার মনে হল যে, সে তা সস্তা দামেই বিক্রি করে দেবে। এ ব্যাপারে আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, তুমি সেটা খরিদ করো না, যদিও সে তোমাকে তা এক দিরহামেও দিয়ে দেয়। যেহেতু সাদাকা ফিরিয়ে নেয়া ব্যক্তি নিজের বমি পুনরায় আহারকারী কুকুরের সমতুল্য।

٢٦١٧. اَخْبَرَنَا هٰرُوْنُ بْنُ اِسْحٰقَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عُمَرَ اَنَّهُ حَمَلَ عَلَى اَنَّهُ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ فَرَاٰهَا تُبَاعُ فَاَرَادَ شِرَاءَهَا فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ ﷺ لاَتَعْرِضْ فِى صَدَقَتِكَ ٭

২৬১৭. হারূন ইব্‌ন ইসহাক (র) - - - - উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি একবার একটি ঘোড়া বাহনরূপে আল্লাহ্‌র রাস্তায় দান করে দিলেন। এরপর তিনি তা বিক্রয় হতে দেখে তা ক্রয় করতে চাইলেন (এবং এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর পরামর্শ চাইলে) তিনি (নবী ﷺ) বললেন, তুমি তোমার সাদাকায় হস্তক্ষেপ কর না।

٢٦١٨. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ اَنْبَاَنَا حُجَيْنٌ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُحَدِّثُ اَنَّ عُمَرَ تَصَدَّقَ بِفَرَسٍ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ فَوَجَدَهَا تُبَاعُ بَعْدَ ذٰلِكَ فَاَرَادَ اَنْ يَشْتَرِيَهُ ثُمَّ اَتَى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاسْتَاْمَرَهُ فِى ذٰلِكَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَتَعُدْ فِى صَدَقَتِكَ ٭

২৬১৮. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) বর্ণনা করেন যে, উমর (রা) (একবার) একটি ঘোড়া মহান মহিয়ান আল্লাহ্‌র রাস্তায় সাদাকা করে দিলেন। তারপর তা বিক্রয় হতে দেখে তা ক্রয় করতে চাইলেন, এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে এসে এ ব্যাপারে পরামর্শ চাইলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন যে, তুমি তোমার সাদাকা ঘোড়া ফিরিয়ে নিও না।

٢٦١٩. اَخْبَرَنَا عَمْرُو ابْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرٌ وَيَزِيْدُ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اِسْحٰقَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَمَرَ عَتَّابَ بْنَ اُسَيْدٍ اَنْ يَخْرِصَ الْعِنَبَ فَتُوَدَّى زَكَاتُهُ زَبِيْبًا كَمَا تُودَى زَكَاةُ النَّخْلِ تَمْرًا ٭

২৬১৯. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - সাঈদ ইব্‌ন মুসায়্যাব (রা) থেকে বর্ণিত যে, (একদা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আত্তাব ইব্‌ন উসায়দ (রা)-কে আঙ্গুরের পরিমাপ করে শুকনা আঙ্গুর (কিশমিশ) দ্বারা তার যাকাত আদায় করতে বললেন, যেরূপ খেজুরের যাকাত শুকনা খেজুর দ্বারা আদায় করা হয়।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ مَنَاسِكِ الْحَجِّ

অধ্যায় : হজ্জের বিধি-বিধানসমূহ

بَابُ وُجُوْبُ الْحَجِّ

পরিচ্ছেদ : হজ্জ ফরয হওয়া

٢٦٢. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْمُخَرِّمِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو هِشَامٍ وَاسْمُهُ الْمُغِيْرَةُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ خَطَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ النَّاسَ فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ فَرَضَ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَقَالَ رَجُلٌ فِى كُلِّ عَامٍ فَسَكَتَ عَنْهُ حَتّٰى اَعَادَهُ ثَلاَثًا فَقَالَ لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ وَلَوْ وَجَبَتْ مَاقُمْتُمْ بِهَا ذَرُوْنِىْ مَاتَرَكْتُكُمْ فَاِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلاَفِهِمْ عَلَى اَنْبِيَائِهِمْ فَاِذَا اَمَرْتُكُمْ بِالشَّىْءِ فَخُذُوابِهِ مَااسْتَطَعْتُمْ وَاِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَىْءٍ فَاجْتَنِبُوْهُ *

২৬২০. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুবারক মুখাররামী (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একবার লোকদের সামনে খুৎবা দিলেন। তিনি বললেন : মহান মহিয়ান আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের ওপর হজ্জ ফরয করেছেন, তখন এক ব্যক্তি বললো : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! (তা কি) প্রতি বছরে ? তিনি (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ) তার উত্তর দেয়া থেকে নীরব রইলেন। লোকটি তিনবার এর পুনরাবৃত্তি করলো। পরে তিনি (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ) বললেন : যদি আমি বলতাম, হ্যাঁ, তা হলে অবশ্যই তা (প্রতি বছরের জন্য) ফরয হয়ে যেতো। আর যদি ফরয হয়েই যেতো, তাহলে তোমরা তা আদায় করতে পারতে না। আমি যা বলি তা বলতে দাও, (প্রশ্ন করে সহজ কাজকে জটিল করো না।) কেননা তোমাদের পূর্বে যারা ছিল তারা অধিক প্রশ্ন করা এবং তাদের নবীদের সাথে মতবিরোধের কারণে ধ্বংস হয়েছে। আমি যখন তোমাদেরকে কোন কাজের আদেশ দেই তখন তা তোমরা সাধ্যানুযায়ী পালন করো। আর যখন কোন কাজ করতে নিষেধ করি, তখন তা পরিত্যাগ করো।

٢٦٢١. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ النَّيْسَابُوْرِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِى مَرْيَمَ

قَالَ اَنْبَانَا مُوْسَى بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنِى عَبْدُ الْجَلِيْلِ بْنُ حُمَيْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِى سِنَانٍ الدُّوَلِىِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَامَ فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالَى كَتَبَ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَقَالَ الْاَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ التَّمِيْمِىُّ كُلَّ عَامٍ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَسَكَتَ فَقَالَ لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ ثُمَّ اِذًا لاَتَسْمَعُوْنَ وَلاَ تُطِيْعُوْنَ وَلٰكِنَّهُ حَجَّةٌ وَاحِدَةٌ *

২৬২১. মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আবদুল্লাহ্ নিশাপুরী (র) - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। (একবার) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (ভাষণ দিতে) দাঁড়িয়ে বললেন : আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের ওপর হজ্জ ফরয করেছেন। তখন আকরা ইব্ন হাবিস তামীমী (রা) বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! (তা কি) প্রতি বছরের জন্য ? (তিনি) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নীরব রইলেন। তারপর বললেন : আমি যদি বলতাম, হ্যাঁ, তবে তা ফরয হয়ে যেতো। তখন তোমরা তা শুনতেও না এবং মানতেও না। কিন্তু (তোমরা জেনে রাখ) হজ্জ তা একটিই, হজ্জ একবারই ফরয।

وَجُوْبِ الْعُمْرَةِ

উমরা ওয়াজিব হওয়া

২৬২২. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ سَالِمٍ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَوبْنَ اَوْسٍ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِى رُزَيْنٍ اَنَّهُ قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اَبِى شَيْخٌ كَبِيْرٌ لاَيَسْتَطِيْعُ الْحَجَّ وَلاَ الْعُمْرَةَ وَلاَ الظَّعْنَ قَالَ فَحُجَّ عَنْ اَبِيْكَ وَاَعْتَمِرْ *

২৬২২. মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল 'আলা (র) - - - - আবূ রুযাইন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমার পিতা একজন অতিবৃদ্ধ লোক, হজ্জ ও উমরা করার এবং বাহনে আরোহণেরও ক্ষমতা তাঁর নেই। তিনি (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ) বললেন : তাহলে তুমি তোমার পিতার পক্ষ থেকে হজ্জ ও উমরা আদায় কর।

فَضْلُ الْحَجِّ الْمَبْرُوْرِ

মাবরূর (মাকবূল) হজ্জের ফযীলত

২৬২৩. اَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الصَّفَّارِ الْبَصْرِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ وَهُوَ ابْنُ عَمْرٍو الْكَلْبِىُّ عَنْ زُهَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ عَنْ سُمَىٍّ عَنْ اَبِى صَالِحٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْحَجَّةُ الْمَبْرُوْرَةُ لَيْسَ لَهَا جَزَاءٌ اِلاَّ الْجَنَّةُ وَالْعُمْرَةُ اِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا *

২৬২৩. আবদা ইব্ন আবদুল্লাহ্ সাফ্ফার বাসরী (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন :

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : 'মাবরূর' (কবূল হওয়া) হজ্জের জন্য জান্নাত ব্যতীত কোন প্রতিদান নেই। আর এক উমরা অন্য উমরার মধ্যবর্তী সময়ের জন্য গুনাহ্র কাফ্ফারা হয়।

٢٦٢٤. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ اَخْبَرَنِى سُهَيْلٌ عَنْ سُمَىٍّ عَنْ اَبِى صَالِحٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اَلْحَجَّةُ الْمَبْرُورَةُ لَيْسَ لَهَا ثَوَابٌ اِلاَّ الْجَنَّةُ مِثْلَهُ سَوَاءً اِلاَّ اَنَّهُ قَالَ تُكَفِّرُ مَابَيْنَهُمَا *

২৬২৪. আমর ইব্ন মানসূর (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন : 'মাবরূর' হজ্জের প্রতিদান জান্নাত ব্যতীত আর কিছুই নয়।

فَضْلُ الْحَجِّ

হজ্জের ফযীলত

٢٦٢٥. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَنْبَانَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ سَاَلَ رَجُلٌ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَىُّ الاَعْمَالِ اَفْضَلُ قَالَ الاِيْمَانُ بِاللّٰهِ قَالَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ اَلْجِهَادُ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ قَالَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ ثُمَّ الْحَجُّ الْمَبْرُوْرُ *

২৬২৫. মুহাম্মাদ ইব্ন রাফি' (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করলেন : সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! কোন্ আমল সর্বোত্তম ? তিনি বললেন : আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনা। সে বললেন : এরপর কোন্টি ? তিনি বললেন : আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ করা। ঐ ব্যক্তি আবার বলল : তারপর কোন্টি ? তিনি বললেন : মাবরূর হজ্জ।[১]

٢٦٢٦. اَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ اِبْرَاهِيمَ بْنِ مَثْرُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَخْرَمَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ سُهَيْلَ بْنَ اَبِى صَالِحٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبِى يَقُوْلُ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَفْدُ اللّٰهِ ثَلاَثَةٌ اَلْغَازِىْ وَالْحَاجُّ وَالْمُعْتَمِرُ *

২৬২৬. ঈসা ইব্ন ইবরাহীম ইব্ন মাছরূদ (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ্র প্রতিনিধি তিন ব্যক্তি ; গাযী (মুজাহিদ), হাজী ও উমরা আদায়কারী।

٢٦٢٧. اَخْبَرَنِى مُحَمَّدُ ابْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنْ شُعَيْبٍ عَنِ اللَّيْثِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ

---

১. যে হজ্জের মধ্যে পাপ ও হজ্জ ক্ষুণ্নকারী কোন কাজ সংঘটিত হয় না। মতান্তরে যে হজ্জ আল্লাহ্র নিকট কবূল হয়, তাকে "মাবরূর' হজ্জ বলে।

عَنْ ابْنِ اَبِى هِلَالٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِى سَلَمَةَ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ # قَالَ جِهَادُ الْكَبِيْرِ وَالصَّغِيْرِ وَالضَّعِيْفِ وَالْمَرْاَةِ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ *

২৬২৭. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুল হাকাম (র) ---- আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : বৃদ্ধ, অল্প বয়স্ক, দুর্বল এবং নারীদের জিহাদ হলো হজ্জ ও উমরা।

٢٦٢٨. اَخْبَرَنَا اَبُوْ عَمَّارٍ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ الْمَرْوَزِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ وَهُوَ ابْنُ عِيَاضٍ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اَبِى حَازِمٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ حَجَّ هٰذَا الْبَيْتَ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَمَا وَلَدَتْهُ اُمُّهُ *

২৬২৮. আবূ আম্মার হুসায়ন ইব্‌ন হুরায়স মারওয়াযী (র) ---- আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি এই ঘরের (বায়তুল্লাহ্‌র) হজ্জ করলো এবং অশ্লীল কথা বললো না ও কোন পাপ করলো না সে সদ্যজাত শিশুর মত (নিষ্পাপ) হয়ে প্রত্যাবর্তন করলো।

٢٦٢٩. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَانَا جَرِيْرٌ عَنْ حَبِيْبٍ وَهُوَ ابْنُ اَبِى عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ قَالَتْ اَخْبَرَتْنِى اُمُّ الْمُؤْمِنِيْنَ عَائِشَةُ قَالَتْ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَلَا نَخْرُجُ فَنُجَاهِدَ مَعَكَ فَاِنِّى لَا اَرٰى عَمَلًا فِى الْقُرْاٰنِ اَفْضَلَ مِنَ الْجِهَادِ قَالَ لَا وَ لٰكِنَّ اَحْسَنُ الْجِهَادِ وَاَجْمَلُهُ حَجُّ الْبَيْتِ حَجٌّ مَبْرُوْرٌ *

২৬২৯. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) ---- আয়েশা বিন্‌ত তাল্‌হা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা) আমাকে বলেছেন যে, আমি বললাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমরা কি আপনার সাথে জিহাদে যোগদান করবো না ? আমি কুরআনে জিহাদ অপেক্ষা উত্তম কোন আমলই দেখছি না। তিনি (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ) বললেন : না, বরং তোমাদের (নারীদের) জন্য অতি সুন্দর ও অতি উত্তম জিহাদ হলো বায়তুল্লাহ্‌র হজ্জ (অর্থাৎ) 'মাবরূর' হজ্জ।

فَضْلُ الْعُمْرَةِ

উমরার ফযীলত

٢٦٣٠. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سُمَىٍّ عَنْ اَبِى صَالِحٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْعُمْرَةُ اِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا وَالْحَجُّ الْمَبْرُوْرُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ اِلَّا الْجَنَّةُ *

২৬৩০. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) ---- আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ

বলেছেন : এক উমরা হতে অন্য উমরা পর্যন্ত উভয়ের মধ্যবর্তী সময়ের জন্য কাফ্‌ফারা। আর 'মাবরূর' হজ্জের বিনিময় জান্নাত ব্যতীত আর কিছুই নয়।

فَضْلُ الْمُتَابَعَةِ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

পরস্পর হজ্জ ও উমরা করার ফযীলত

٢٦٣١. أَخْبَرَنَا أَبُوْ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَتَّابٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَزْرَةُ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَابِعُوْا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوْبَ كَمَا يَنْفِي الْكِيْرُ خَبَثَ الْحَدِيْدِ *

২৬৩১. আবূ দাউদ (র) - - - - আমর ইব্‌ন দীনার (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমরা হজ্জ ও উমরা পরস্পর পালন (হজ্জ সমাপনের পর উমরা এবং উমরার পর হজ্জ) করবে, কেননা তা (এ দু'টি) অভাব অনটন ও পাপকে দূর করে দেয় যেমন (কামারের) হাপর লোহার মরিচা দূর করে থাকে।

٢٦٣٢. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَبَّانَ أَبُو خَالِدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَابِعُوْا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوْبَ كَمَا يَنْفِي الْكِيْرُ خَبَثَ الْحَدِيْدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَيْسَ لِلْحَجِّ الْمَبْرُوْرِ ثَوَابٌ دُوْنَ الْجَنَّةِ *

২৬৩২. মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন আইউব (র) - - - - আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমরা হজ্জ ও উমরা পরস্পর (হজ্জ সমাপনের পর উমরা এবং উমরার পর হজ্জ) আদায় করবে, কেননা তা অভাব ও পাপ এরূপ দূর করে দেয়, যেরূপ হাপর লোহা, সোনা ও রূপার ময়লা দূর করে থাকে। আর 'মাবরূর' হজ্জের সওয়াব জান্নাত ব্যতীত আর কিছুই নয়।

اَلْحَجُّ عَنِ الْمَيِّتِ الَّذِي نَذَرَ أَنْ يَحُجَّ

হজ্জ মান্নত করে মৃত্যু বরণকারী ব্যক্তির পক্ষ থেকে হজ্জ করা

٢٦٣٣. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بِشْرٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَمَاتَتْ فَأَتَى أَخُوهَا النَّبِيَّ ﷺ فَسَأَلَهُ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أُخْتِكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاقْضُوْا اللّٰهَ فَهُوَ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ *

২৬৩৩. মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, একজন মহিলা হজ্জ মান্নত করেছিল। সে মৃত্যুবরণ করলো (হজ্জ করতে পারলো না)। এরপর তার ভাই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট এসে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলো। তিনি বললেন : তুমি কি মনে কর, যদি তোমার বোনের দেনা থাকতো তুমি কি তা আদায় করতে ? সে বলল : হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তাহলে, আল্লাহ্‌র হকও আদায় কর; কেননা তা আদায় করার অধিক উপযোগী।

اَلْحَجُّ عَنِ الْمَيِّتِ الَّذِى لَمْ يَحُجَّ

যে ব্যক্তি হজ্জ না করে মারা গেল তার পক্ষ থেকে হজ্জ করা

٢٦٣٤. اَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو التَّيَّاحِ قَالَ حَدَّثَنِى مُوسَى بْنُ سَلَمَةَ الْهُذَلِىُّ اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ اَمَرَتِ امْرَاَةُ سِنَانِ بْنِ سَلَمَةَ الْجُهَنِىِّ اَنْ يَسْاَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَنَّ اُمَّهَا مَاتَتْ وَلَمْ تَحُجَّ اَفَيُجْزِىءُ عَنْ اُمِّهَا اَنْ تَحُجَّ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ لَوْكَانَ عَلَى اُمِّهَا دَيْنٌ فَقَضَتْهُ عَنْهَا اَلَمْ يَكُنْ يُجْزِىءُ عَنْهَا فَلْتَحُجَّ عَنْ اُمِّهَا *

২৬৩৪. ইমরান ইব্‌ন মূসা (র) - - - - মূসা ইব্‌ন সালামা হুযালী (র) থেকে বর্ণিত। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন যে, সিনান ইব্‌ন সালামা জুহানী (রা)-এর স্ত্রী তাকে বললেন, যেন তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করেন যে, তার মা হজ্জ না করেই ইনতিকাল করেছেন। তার মায়ের পক্ষ থেকে সে হজ্জ করলে তা যথেষ্ট হবে কি ? তিনি বললেন : হ্যাঁ, যদি তার মায়ের কোন দেনা থাকতো আর তার পক্ষ হতে সে আদায় করতো, তা হলে কি তার মায়ের পক্ষ থেকে তা আদায় হতো না ? অতএব সে যেন তার মায়ের পক্ষ থেকে হজ্জ আদায় করে।

٢٦٣٥. اَخْبَرَنِى عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ حَكِيمٍ الاَوْدِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الرُّؤَاسِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوبَ السَّخْتِيَانِىِّ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ امْرَاَةً سَاَلَتِ النَّبِىَّ ﷺ عَنْ اَبِيْهَا مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ قَالَ حُجِّى عَنْ اَبِيْكِ *

২৬৩৫. উসমান ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : এক মহিলা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে তাঁর পিতা সম্পর্কে প্রশ্ন করলো যে, তিনি হজ্জ না করে ইনতিকাল করেছেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তুমি তোমার পিতার পক্ষ হতে হজ্জ আদায় কর।

اَلْحَجُّ عَنِ الْحَىِّ الَّذِى لاَيَسْتَمْسِكُ عَلَى الرَّحْلِ

বাহনে স্থির থাকতে অসমর্থ জীবিত ব্যক্তির পক্ষ হতে হজ্জ করা

٢٦٣٦. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ

عَبَّاسٍ اَنَّ اَمْرَاَةً مِنْ خَثْعَمَ سَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ غَدَاةَ جَمْعٍ فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَرِيْضَةُ اللّٰهِ فِي الْحَجِّ عَلَى عِبَادِهِ اَدْرَكَتْ اَبِىْ شَيْخًا كَبِيْرًا لَايَسْتَمْسِكُ عَلَى الرَّحْلِ اَفَاَحُجُّ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ *

২৬৩৬. কুতায়বা (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, খাছআম গোত্রের একজন মহিলা মুযদালিফায় (১০ যিলহাজ্জ) সকালে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করলো : সে ব লল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমার পিতার অতি বৃদ্ধাবস্থায় তার উপর হজ্জ ফরয হয়েছে, কিন্তু তিনি বাহনের উপর স্থির থাকতে পারেন না, এমতাবস্থায় আমি কি তার পক্ষ থেকে হজ্জ করবো ? তিনি বললেন : হ্যাঁ।

٢٦٣٧. اَخْبَرَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَبُو عُبَيْدِ اللّٰهِ الْمَخْزُوْمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ *

২৬৩৭. সাঈদ ইব্‌ন আবদুর রহমান আবূ উবায়দুল্লাহ্ মাখযূমী (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

اَلْعُمْرَةُ عَنِ الرَّجُلِ الَّذِىْ لَايَسْتَطِيْعُ

অসমর্থ ব্যক্তির পক্ষ হতে উমরা করা

٢٦٣٨. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَاَنَا وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ اَوْسٍ عَنْ اَبِىْ رَزِيْنٍ الْعُقَيْلِيِّ اَنَّهُ قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اَبِىْ شَيْخٌ كَبِيْرٌ لَايَسْتَطِيْعُ الْحَجَّ وَلَا الْعُمْرَةَ وَالظَّعْنَ قَالَ حُجَّ عَنْ اَبِيْكَ وَاعْتَمِرْ *

২৬৩৮. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - আবূ রাযীন উকায়লী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার পিতা একজন অতি বৃদ্ধ ব্যক্তি, হজ্জ ও উমরা করার এবং (বাহনে) আরোহণের মত ক্ষমতা নেই। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তুমি তোমার পিতার পক্ষ হতে হজ্জ এবং উমরা আদায় কর।

تَشْبِيْهُ قَضَاءِ الْحَجِّ بِقَضَاءِ الدَّيْنِ

ঋণ পরিশোধের সাথে হজ্জ আদায়ের উপমা

٢٦٣٩. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَاَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ يُوْسُفَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ خَثْعَمَ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اِنَّ اَبِىْ شَيْخٌ كَبِيْرٌ لَايَسْتَطِيْعُ الرُّكُوْبَ وَاَدْرَكَتْهُ فَرِيْضَةُ اللّٰهِ فِي الْحَجِّ فَهَلْ يُجْزِىءُ اَنْ اَحُجَّ عَنْهُ

قَالَ أَنْتَ أَكْبَرُ وَلَدِهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَرَأَيْتَ لَوْكَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَكُنْتَ تَقْضِيْهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَحُجَّ عَنْهُ *

২৬৩৯. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : খাছ'আম গোত্রের এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট এসে বললেন : আমার পিতা একজন বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তি, তিনি বাহনের উপর আরোহণে অসমর্থ অথচ তার উপর হজ্জ ফরয হয়েছে। তার পক্ষ হতে আমি হজ্জ আদায় করলে তিনি দায়মুক্ত হবে কি ? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তুমি কি তার বড় ছেলে ? সে বলল : হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তুমি বলো, যদি তার উপর ঋণ থাকতো তাহলে তুমি কি তা পরিশোধ করতে ? সে বলল : হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তবে তুমি তার পক্ষ হতে হজ্জ আদায় কর।

٢٦٤٠. أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ خُشَيْشُ بْنُ أَصْرَمَ النَّسَائِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ قَالَ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَارَسُولَ اللّٰهِ إِنَّ أَبِي مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ أَفَأَحُجُّ عَنْهُ قَالَ أَرَأَيْتَ لَوْكَانَ عَلَى أَبِيكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَدَيْنُ اللّٰهِ أَحَقُّ *

২৬৪০. আবূ আসিম খুশায়শ ইব্‌ন আসরাম নাসাঈ (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : এক ব্যক্তি বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার পিতা ইনতিকাল করেছেন, অথচ তিনি হজ্জ করেন নি। আমি কি তার পক্ষ হতে হজ্জ করবো ? তিনি বললেন : তুমি বলো— যদি তার উপর ঋণ থাকতো, তাহলে তুমি কি তা আদায় করে দিতে ? সে বলল : হ্যাঁ। তিনি বললেন : আল্লাহ্‌র হক আদায় করা অধিক যুক্তিযুক্ত।

٢٦٤١. أَخْبَرَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى عَنْ هُشَيْمٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحٰقَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ أَنَّ أَبِي أَدْرَكَهُ الْحَجُّ وَهُوَ شَيْخٌ كَبِيرٌ لَايَثْبُتُ عَلَى رَاحِلَتِهِ فَإِنْ شَدَدْتُهُ خَشِيتُ أَنْ يَمُوتَ أَفَأَحُجُّ عَنْهُ قَالَ أَرَأَيْتَ لَوْكَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَضَيْتَهُ أَكَانَ مُجْزِئًا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَحُجَّ عَنْ أَبِيكَ *

২৬৪১. মুজাহিদ ইব্‌ন মূসা (র) - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করলেন : আমার পিতার উপর হজ্জ ফরয হয়েছে, অথচ তিনি একজন অতি বৃদ্ধ লোক। তিনি বাহনের ওপর স্থির থাকতে পারেন না। যদি তাকে (বাহনের সংগে) বেঁধে দেই, তবে ভয় হয় যে, তার মৃত্যু ঘটবে। এমতাবস্থায় আমি কি তার পক্ষ হতে হজ্জ করবো ? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : দেখ, যদি তার উপর ঋণ থাকতো, তবে তুমি তা আদায় করলে তার পক্ষ হতে কি তা আদায় হতো ? সে বলল : হ্যাঁ। তিনি (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ) বললেন : অতএব তোমার পিতার পক্ষ হতে হজ্জ আদায় করো।

حَجُّ الْمَرْأَةِ عَنِ الرَّجُلِ

পুরুষের পক্ষ থেকে নারীর হজ্জ করা

٢٦٤٢. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ الْفَضْلُ ابْنُ عَبَّاسٍ رَدِيْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ تَسْتَفْتِيْهِ وَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ وَجَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشِّقِّ الْآخَرِ فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّ فَرِيْضَةَ اللّٰهِ فِي الْحَجِّ عَلَى عِبَادِهِ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيْرًا لَايَسْتَطِيْعُ أَنْ يَثْبُتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ أَفَأَحُجُّ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ وَذٰلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ *

২৬৪২. মুহাম্মাদ ইব্‌ন সালামা ও হারিস ইব্‌ন মিসকীন (র) - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : (হজ্জের সফরে) ফযল ইব্‌ন আব্বাস (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পেছনে বাহনের উপর উপবিষ্ট ছিলেন। এমন সময় খাছআম গোত্রের এক মহিলা এক সমস্যার সমাধান জিজ্ঞাসা করার জন্য রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট আসলো। তখন ফযল ঐ মহিলার দিকে তাকাচ্ছিলেন। আর ঐ মহিলাও তার দিকে তাকাচ্ছিলো। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফযলের চেহারা অন্য দিকে ফিরিয়ে দিলেন। তখন ঐ মহিলাটি বলল : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আল্লাহ্ বান্দাদের উপর আল্লাহ্ তা'আলার নির্ধারিত (ফরয) হজ্জ আমার পিতার উপর তাঁর অতি বৃদ্ধাবস্থায় সাব্যস্ত হয়েছে। অথচ তিনি বাহনের ওপর স্থির থাকতে পারেন না। আমি কি তার পক্ষ হতে হজ্জ আদায় করবো ? তিনি (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ) বললেন : হ্যাঁ। এঘটনাটি ছিল বিদায় হজ্জের।

٢٦٤٣. أَخْبَرَنَا أَبُوْ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمَ اسْتَفْتَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَالْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رَدِيْفُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّ فَرِيْضَةَ اللّٰهِ فِي الْحَجِّ عَلَى عِبَادِهِ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيْرًا لَايَسْتَوِي عَلَى الرَّاحِلَةِ فَهَلْ يَقْضِي عَنْهُ أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَعَمْ فَأَخَذَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ يَلْتَفِتُ إِلَيْهَا وَكَانَتِ امْرَأَةً حَسْنَاءَ وَأَخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْفَضْلَ فَحَوَّلَ وَجْهَهُ مِنَ الشِّقِّ الْآخَرِ *

২৬৪৩. আবূ দাউদ (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, বিদায় হজ্জের দিন খাছআম গোত্রের এক মহিলা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট ফাতাওয়া চাইলো। তখন ফযল ইব্‌ন আব্বাস (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর বাহনে তাঁর পেছনে আরোহী ছিলেন। সে (মহিলা) বলল : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আল্লাহ্ বান্দাদের উপর আল্লাহ্

তা'আলার নির্ধারিত (ফরয) হজ্জ আমার পিতার উপর তাঁর অতি বৃদ্ধাবস্থায় সাব্যস্ত হয়েছে। অথচ তিনি বাহনের ওপর স্থির থাকতে পারেন না। আমি তার পক্ষ হতে হজ্জ করলে তা কি আদায় হবে? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে বললেন : হ্যাঁ। তখন ফযল ইব্ন আব্বাস (রা) ঐ মহিলার দিকে তাকাচ্ছিলেন, আর ঐ মহিলাটি ছিল সুন্দরী। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফযল (রা)-কে ধরে তার চেহারা অন্যদিকে ফিরিয়ে দিলেন।[১]

بَابُ حَجِّ الرَّجُلِ عَنِ الْمَرْأَةِ

নারীর পক্ষ হতে পুরুষের হজ্জ করা

٢٦٤٤. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ وَهُوَ ابْنُ هٰرُوْنَ قَالَ اَنْبَانَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِى اِسْحٰقَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ كَانَ رَدِيْفَ النَّبِىِّ ﷺ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اُمِّى عَجُوْزٌ كَبِيْرَةٌ وَاِنْ حَمَلْتُهَا لَمْ تَسْتَمْسِكْ وَاِنْ رَبَطْتُهَا خَشِيْتُ اَنْ اَقْتُلَهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَرَاَيْتَ لَوْكَانَ عَلَى اُمِّكَ دَيْنٌ اَكُنْتَ قَاضِيَهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَحُجَّ عَنْ اُمِّكَ *

২৬৪৪. আহমাদ ইব্ন সুলায়মান (র) - - - - ফযল ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বাহনের উপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পেছনে উপবিষ্ট ছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি তাঁর নিকট এসে বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার মাতা অতি বৃদ্ধা, তাকে বাহনের উপর উঠালে তিনি স্থির থাকতে পারেন না, আর তাঁকে বেঁধে (বাহনে) বসিয়ে দিলে আশংকা হচ্ছে, আমি হয়ত তাকে খুন করেই ফেলব। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : বলতো ! যদি তোমার মাতার ঋণ থাকতো, তা হলে তুমি কি তা পরিশোধ করতে? সে বললো : হ্যাঁ। তখন তিনি (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ) বললেন : তাহলে তুমি তোমার মাতার পক্ষ হতে হজ্জ আদায় কর।

مَا يُسْتَحَبُّ اَنْ يَحُجَّ عَنِ الرَّجُلِ اَكْبَرُ وَلَدِهِ

কারো পক্ষ হতে তার বড় ছেলের হজ্জ করা মুস্তাহাব

٢٦٤٥. اَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الدَّوْرَقِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ يُوسُفَ عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لِرَجُلٍ اَنْتَ اَكْبَرُ وَلَدِ اَبِيْكَ فَحُجَّ عَنْهُ *

২৬৪৫. ইয়াকূব ইব্ন ইবরাহীম দাওরাকী (র) - - - - ইব্ন যুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ এক ব্যক্তিকে বললেন : তুমি তোমার পিতার বড় ছেলে? অতএব তুমি তোমার পিতার পক্ষ হতে হজ্জ আদায় কর।

---

১. ফযল (রা) তখন কিশোর বয়সের ছিলেন এবং কৈশোরের চপলতায় এদিক সেদিক তাকাচ্ছিলেন।

اَلْحَجُّ بِالصَّغِيْرِ

শিশু সন্তান (অপ্রাপ্ত বয়স্ক)-কে নিয়ে হজ্জ করা

٢٦٤٦. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ امْرَاَةً رَفَعَتْ صَبِيًّا لَهَا اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَلِهٰذَا حَجٌّ قَالَ نَعَمْ وَلَكِ اَجْرٌ *

২৬৪৬. মুহাম্মাদ ইব্ন মুসান্না (র) - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক মহিলা তার শিশু সন্তানকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দিকে তুলে ধরে বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! এর জন্যও কি হজ্জ রয়েছে ? তিনি বললেন : হ্যাঁ, এবং সওয়াব তোমারই।

٢٦٤٧. اَخْبَرَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِىِّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَفَعَتِ امْرَاَةٌ صَبِيًّا لَهَا مِنْ هَوْدَجٍ فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَلِهٰذَا حَجٌّ قَالَ نَعَمْ وَلَكِ اَجْرٌ *

২৬৪৭. মাহমূদ ইব্ন গায়লান (র) - - - - (আবদুল্লাহ্) ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : এক মহিলা হাওদা থেকে একটি শিশু সন্তানকে বের করে বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! এর জন্যও কি হজ্জ রয়েছে ? তিনি বললেন : হ্যাঁ, এবং তোমার জন্য সওয়াব।

٢٦٤٨. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَفَعَتِ امْرَاَةٌ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ صَبِيًّا فَقَالَتْ اَلِهٰذَا حَجٌّ قَالَ نَعَمْ وَلَكِ اَجْرٌ *

২৬৪৮. আমর ইব্ন মানসূর (র) - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : এক মহিলা একটি শিশু সন্তানকে নবী ﷺ-এর দিকে উঁচু করে ধরে বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! এর জন্যও কি হজ্জ রয়েছে ? তিনি বললেন : হ্যাঁ, এবং তোমার জন্য সওয়াব।

٢٦٤٩. اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ عُقْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ صَدَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَلَمَّا كَانَ بِالرَّوْحَاءِ لَقِىَ قَوْمًا فَقَالَ مَنْ اَنْتُمْ قَالُوْا الْمُسْلِمُوْنَ قَالُوا مَنْ اَنْتُمْ قَالُوْا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فَاَخْرَجَتِ امْرَاَةٌ صَبِيًّا مِنَ الْمِحَفَّةِ فَقَالَتْ اَلِهٰذَا حَجٌّ قَالَ نَعَمْ وَلَكِ اَجْرٌ *

২৬৪৯. আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুর রহমান ও হারিস ইব্ন মিসকীন (র) - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হজ্জ করে ফেরার পথে যখন রাওহা নামক স্থানে পৌঁছলেন, তখন একদল লোকের সাথে তাঁর দেখা হলো। তিনি বললেন : তোমরা কারা ? তারা বললো : আমরা মুসলমান। তারা জিজ্ঞাসা করলো : আপনারা কারা ? (সাহাবায়ে কিরাম) বললেন : (ইনি) তাঁরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ও সাহাবিগণ। রাবী বলেন : এমন সময় একজন মহিলা হাওদা থেকে একটি শিশুকে বের করে বলল : এর জন্য কি হজ্জ আছে ? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : হ্যাঁ, এবং তোমার সওয়াব ।

২৬৫٠. أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ ابْنُ دَاوُدَ بْنِ حَمَّادِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَخِي رِشْدِيْنَ بْنِ سَعْدٍ أَبُوْ الرَّبِيْعِ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَرَّ بِامْرَأَةٍ وَهِيَ فِي خِدْرِهَا مَعَهَا صَبِيٌّ فَقَالَتْ أَلِهٰذَا حَجٌّ قَالَ نَعَمْ وَلَكِ أَجْرٌ *

২৬৫০. সুলায়মান ইব্ন দাউদ ও হারিস ইব্ন মিসকীন (র) - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক মহিলার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, আর মহিলাটি ছিল (পর্দার মধ্যে) এবং তার সাথে একটি শিশু ছিল। তখন সে (শিশুটিকে দেখিয়ে) বললেন : এর জন্য কি হজ্জ আছে ? তিনি বললেন : হ্যাঁ, তবে সওয়াব তোমার জন্য।

اَلْوَقْتُ الَّذِي خَرَجَ فِيْهِ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الْمَدِيْنَةِ لِلْحَجِّ

মদীনা হতে হজ্জের জন্য নবী ﷺ -এর বের হওয়ার সময়

٢٦٥١. أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي زَائِدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ أَخْبَرَتْنِي عَمْرَةُ أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ تَقُوْلُ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لِخَمْسٍ بَقِيْنَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ لَانُرَى إِلَّا الْحَجَّ حَتّٰى إِذَا دَنَوْنَا مِنْ مَكَّةَ أَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ أَنْ يَحِلَّ *

২৬৫১. হান্নাদ ইব্ন সারী (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা (হজ্জের উদ্দেশ্যে) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে যিলকাদ মাসের পাঁচ দিন অবশিষ্ট থাকতে বের হয়েছিলাম। হজ্জ ছাড়া আমাদের অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল না। আমরা যখন মক্কার নিকটবর্তী হলাম, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আদেশ করলেন : যার সাথে কুরবানীর পশু নেই, সে যেন বায়তুল্লাহ্‌র তাওয়াফ সমাপ্ত করে (উমরা করে) হালাল হয়ে যায়।

اَلْمَوَاقِيْتُ مِيْقَاتُ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ

হজ্জের মীকাতসমূহ (ইহরামের নির্ধারিত স্থান) মদীনাবাসীদের মীকাত (ইহ্‌রামের নির্ধারিত স্থান)

٢٦٥٢. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ

يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ وَأَهْلُ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ وَأَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَبَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ وَيُهِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ *

২৬৫২. কুতায়বা (র) - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : মদীনাবাসীরা তালবিয়া পাঠ করবে (ইহ্রাম বাঁধবে) 'যুলহুলায়ফা' থেকে, আর সিরিয়াবাসিগণ 'জুহ্ফা' নামক স্থান থেকে, নজদবাসিগণ 'কারন' (নামক স্থান) হতে এবং আমরা নিকট বর্ণনা পৌছেছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আর ইয়ামানবাসিগণ ইহ্রাম বাঁধবে 'ইয়ালামলাম' থেকে।

مِيقَاتُ أَهْلِ الشَّامِ

শাম (বৃহত্তর সিরিয়া)বাসীদের মীকাত

٢٦٥٣. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلاً قَامَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ مِنْ أَيْنَ تَأْمُرُنَا أَنْ نُهِلَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ وَيُهِلُّ أَهْلُ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ وَيُهِلُّ أَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَيَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ وَيُهِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ لَمْ أَفْقَهْ هٰذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ *

২৬৫৩. কুতায়বা (র) - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি মসজিদে দাঁড়িয়ে বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আপনি কোন্ স্থান থেকে আমাদেরকে ইহ্রাম বাঁধার আদেশ করেন ? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : মদীনাবাসিগণ ইহ্রাম বাঁধবে 'যুল্হুলায়ফা' থেকে। আর সিরিয়াবাসিগণ 'জুহ্ফা' থেকে আর নজদবাসিগণ 'কারন' থেকে। ইব্ন উমর (রা) বলেন : তাঁরা (সাহাবী (রা) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : ইয়ামানবাসিগণ 'ইয়ালামলাম' থেকে তালবিয়া পাঠ (ইহ্রাম) করবে। ইব্ন উমর (রা) বলতেন : এ কথাটি আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে (স্পষ্ট শুনতে ও) বুঝতে পারিনি।

مِيقَاتُ أَهْلِ مِصْرَ

মিসরবাসীদের মীকাত

٢٦٥٤. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ بَهْرَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعَافَى عَنْ أَفْلَحَ ابْنِ حُمَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَقَّتَ لأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلأَهْلِ الشَّامِ وَمِصْرَ الْجُحْفَةَ وَلأَهْلِ الْعِرَاقِ ذَاتَ عِرْقٍ وَلأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ *

২৬৫৪. আমর ইব্ন মানসূর (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মদীনাবাসীদের জন্য

'যুল হুলায়ফা' কে মীকাত নির্ধারণ করেছেন এবং সিরিয়া ও মিসরবাসীদের জন্য 'জুহ্ফা', ইরাকীদের জন্য 'যাতু ইরক' আর ইয়ামানবাসীদের জন্য 'ইয়ালামলাম' কে।

مِيقَاتُ أَهْلِ الْيَمَنِ

ইয়ামানবাসীদের মীকাত

٢٦٥٥. أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ صَاحِبُ الشَّافِعِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَقَّتَ لأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ وَلأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا وَلأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ وَقَالَ هُنَّ لَهُنَّ وَلِكُلِّ آتٍ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ فَمَنْ كَانَ أَهْلُهُ دُونَ الْمِيقَاتِ حَيْثُ يُنْشِئُ حَتَّى يَأْتِيَ ذَلِكَ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ *

২৬৫৫. রবী' ইব্ন সুলায়মান (র) - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মদীনাবাসীদের জন্য 'যুল্‌হুলায়ফা', সিরিয়াবাসীদের জন্য 'জুহ্ফা', নজদবাসীদের জন্য 'কারন', আর ইয়ামানবাসীদের জন্য 'ইয়ালামলাম'-কে মীকাত নির্ধারণ করেছেন। তিনি বলেছেন : এই সকল মীকাত তো ঐ সকল স্থানের অধিবাসীদের জন্য, আর ঐ সকল লোকের জন্যও যারা অন্য স্থানের বাসিন্দা, কিন্তু এসকল স্থান দিয়ে আগমন করে। আর যে ব্যক্তির পরিবার মীকাতের মধ্যে রয়েছে, তারা যে স্থান হতে ইচ্ছা করে, আর এ বিধান মক্কাবাসীদের জন্যও প্রযোজ্য।

مِيقَاتُ أَهْلِ نَجْدٍ

নজদবাসীদের মীকাত

٢٦٥٦. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ وَأَهْلُ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ وَأَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ وَذُكِرَ لِي وَلَمْ أَسْمَعْ أَنَّهُ قَالَ وَيُهِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ *

২৬৫৬. কুতায়বা (র) - - - - সালিম (র) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : মদীনাবাসিগণ তালবিয়া পাঠ করবে (ইহ্রাম বাঁধবে) 'যুলহুলায়ফা' থেকে, সিরিয়াবাসিগণ 'জুহ্ফা' থেকে, নজদবাসিগণ 'কারন' থেকে। আর আমি (নিজে) শুনিনি, কিন্তু আমাকে বলা হয়েছে যে, তিনি (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ) বলেছেন : আর ইয়ামানবাসিগণ তালবিয়া পাঠ করবে 'ইয়ালামলাম' থেকে।

مِيقَاتُ أَهْلِ الْعِرَاقِ

ইরাকবাসীদের মীকাত

٢٦٥٧. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمَّارٍ الْمَوْصِلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو هَاشِمٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ

عَنِ الْمُعَافَى عَنْ أَفْلَحَ بْنِ حُمَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ وَقَّتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لأَهْلِ الْمَدِيْنَةِ ذَاالْحُلَيْفَةِ وَلأَهْلِ الشَّامِ وَمِصْرَ الْجُحْفَةَ وَلأَهْلِ الْعِرَاقِ ذَاتَ عِرْقٍ وَلأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا وَلأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ *

২৬৫৭. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন আম্মার মাওসিলী (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ মদীনাবাসীদের জন্য 'যুলহুলায়ফা', সিরিয়া ও মিসরবাসীদের জন্য 'জুহ্‌ফা', ইরাকবাসিগণ জন্য 'যাতু ইরক', নজদবাসীদের জন্য 'কারন' এবং ইয়ামানবাসীদের জন্য 'ইয়ালামলাম'কে মীকাত নির্ধারণ করেছেন।

مَنْ كَانَ أَهْلُهُ دُوْنَ الْمِيْقَاتِ

যাদের পরিবার মীকাতের মধ্যে বসবাস করে

٢٦٥٨. أَخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ وَقَّتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لأَهْلِ الْمَدِيْنَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ وَلأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا وَلأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ قَالَ هُنَّ لَهُمْ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِمَّنْ سِوَاهُنَّ لِمَنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ وَمَنْ كَانَ دُوْنَ ذٰلِكَ مِنْ حَيْثُ بَدَأَ حَتّٰى يَبْلُغَ ذٰلِكَ أَهْلَ مَكَّةَ *

২৬৫৮. ইয়াকূব ইব্‌ন ইবরাহীম দাওরাকী (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ মদীনাবাসীদের জন্য 'যুলহুলায়ফা', সিরিয়াবাসীদের জন্য 'জুহ্‌ফা', নজদবাসীদের জন্য 'কারন' এবং ইয়ামানবাসীদের জন্য 'ইয়ালামলাম' কে মীকাত নির্ধারণ করেছেন। তিনি বলেন : এ সকল (মীকাত) উল্লিখিতদের (দেশের অধিবাসীদের) জন্য এবং ঐ সকল লোকের জন্যও যারা হজ্জ ও উমরার উদ্দেশ্যে এ সকল স্থান দিয়ে আগমন করে। আর এছাড়া যার এর ভেতরে রয়েছে তারা যে স্থান হতে আরম্ভ করে; এমনকি মক্কাবাসীদের জন্যও ইহা (অর্থাৎ মক্কা)।

٢٦٥٩. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَمْرٍو عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَقَّتَ لأَهْلِ الْمَدِيْنَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ وَلأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ وَلأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا فَهُنَّ لَهُمْ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ مِمَّنْ كَانَ يُرِيْدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَمَنْ كَانَ دُوْنَهُنَّ فَمِنْ أَهْلِهِ حَتّٰى أَنَّ أَهْلَ مَكَّةَ يُهِلُّوْنَ مِنْهَا *

২৬৫৯. কুতায়বা (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ মদীনাবাসীদের জন্য 'যুল হুলায়ফা', সিরিয়াবাসীদের জন্য 'জুহ্‌ফা', ইয়ামানবাসীদের জন্য 'ইয়ালামলাম', নজদবাসীদের জন্য 'কারন' কে

মীকাত নির্ধারণ করেছেন। এ সকল স্থান ঐ সকল লোকদের জন্য এবং ঐ লোকদের জন্যও যারা এ সকল স্থান দিয়ে হজ্জ ও উমরার উদ্দেশ্যে আগমন করবে। ঐ সকল স্থানের অধিবাসী ব্যতীত (ভেতরে যারা হজ্জ ও উমরার ইচ্ছা করে,) তারা নিজ নিজ পরিবার (বাসস্থান) থেকে (ইহ্রাম বাঁধবে)। এমনকি মক্কাবাসীরাও তালবিয়া পাঠ করবে সেখান (মক্কা) থেকে।[১]

اَلتَّعْرِيْسُ بِذِى الْحُلَيْفَةِ

যুল্-হুলায়ফায় রাতযাপন

٢٦٦٠. اَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ مَثْرُوْدٍ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ اَخْبَرَنِىْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ اَبَاهُ قَالَ بَاتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِذِى الْحُلَيْفَةِ بِبَيْدَاءَ وَصَلّٰى فِىْ مَسْجِدِهَا *

২৬৬০. ঈসা ইব্‌ন ইবরাহীম মাসরূদ (র) - - - - ইব্‌ন শিহাব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমরের পুত্র উবায়দুল্লাহ্ আমাকে বলেছেন যে, তার পিতা বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যুল হুলায়ফার বায়দা নামক স্থানে রাতযাপন এবং সেখানকার মসজিদে সালাত আদায় করেন।

٢٦٦١. اَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ سُوَيْدٍ عَنْ زُهَيْرٍ عَنْ مُوْسَى ابْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ وَهُوَ فِى الْمُعَرَّسِ بِذِى الْحُلَيْفَةِ اُتِىَ فَقِيْلَ لَهُ اِنَّكَ بِبَطْحَاءٍ مُبَارَكَةٍ *

২৬৬১. আব্‌দা ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি তখন যুলহুলায়ফার রাতযাপনের স্থানে ছিলেন। সে সময় তাঁর নিকট ওহী আসলো এবং তাঁকে বলা হলো : আপনি বরকতপূর্ণ প্রশস্ত উপত্যকায় আছেন।

٢٦٦٢. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِىْ مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَنَاخَ بِالْبَطْحَاءِ الَّذِىْ بِذِى الْحُلَيْفَةِ وَصَلّٰى بِهَا *

২৬৬২. মুহাম্মাদ ইব্‌ন সালামা ও হারিস ইব্‌ন মিসকীন (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যুল হুলায়ফার ময়দানে (প্রশস্ত উপত্যকায়) উট বসালেন এবং সেখানে সালাত আদায় করলেন।

اَلْبَيْدَاءُ

যুল হুলায়ফার বায়দা প্রসংগ

٢٦٦٣. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا النَّضْرُ وَهُوَ ابْنُ شُمَيْلٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَشْعَثُ

১. এটা কেবল হজ্জের ইহ্‌রামের বেলায় প্রযোজ্য। উমরার ইহ্‌রামের জন্য মক্কাবাসীদেরও নিকটবর্তী মীকাতে গিয়ে ইহ্‌রাম বাঁধতে হবে।

وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ بِالْبَيْدَاءِ ثُمَّ رَكِبَ وَصَعِدَ جَبَلَ الْبَيْدَاءِ فَأَهَلَّ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ حِينَ صَلَّى الظُّهْرَ *

২৬৬৩. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ 'বায়দা' নামক স্থানে জুহরের সালাত আদায় করলেন। এরপর বাহনে সওয়ার হয়ে বায়দার পাহাড়ে আরোহণ করলেন এবং হজ্জ ও উমরার ইহ্‌রাম বাঁধলেন।

اَلْغُسْلُ لِلْإِهْلَالِ

ইহ্‌রাম বাঁধার জন্য গোসল করা

٢٦٦٤. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ أَنَّهَا وَلَدَتْ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ بِالْبَيْدَاءِ فَذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ ذٰلِكَ لِرَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ مُرْهَا فَلْتَغْتَسِلْ ثُمَّ لْتُهِلَّ *

২৬৬৪. মুহাম্মাদ ইব্‌ন সালামা ও হারিস ইব্‌ন মিসকীন (র) - - - - আসমা বিন্‌ত উমায়স (রা) বর্ণনা করেন, তিনি মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবূ বকর সিদ্দীককে বায়দায় প্রসব করেন। আবূ বকর (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে এ সংবাদ জানালে তিনি বললেন : তাকে বল, যেন সে গোসল করে, এরপর ইহ্‌রাম বাঁধে।

٢٦٦٥. أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ فَضَالَةَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ النَّسَائِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهُ خَرَجَ حَاجًّا مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ حَجَّةَ الْوَدَاعِ وَمَعَهُ امْرَأَتُهُ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ الْخَثْعَمِيَّةُ فَلَمَّا كَانُوا بِذِي الْحُلَيْفَةِ وَلَدَتْ أَسْمَاءُ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ فَأَتَى أَبُو بَكْرٍ النَّبِيَّ ﷺ فَأَخْبَرَهُ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ أَنْ يَأْمُرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ ثُمَّ تُهِلَّ بِالْحَجِّ وَتَصْنَعَ مَا يَصْنَعُ النَّاسُ إِلَّا أَنَّهَا لَا تَطُوفُ بِالْبَيْتِ *

২৬৬৫. আহমাদ ইব্‌ন ফাযালা ইব্‌ন ইবরাহীম নাসাঈ (র) - - - - আবূ বকর (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বিদায় হজ্জে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে হজ্জের উদ্দেশ্যে বের হলেন। তখন তাঁর সাথে তার স্ত্রী আসমা (রা) বিন্‌ত উমায়স খাছআমীয়্যাও ছিলেন। যখন তাঁরা যুলহুলায়ফায় ছিলেন, তখন আসমা (রা) মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবূ বকর (রা)-কে প্রসব করেন। আবূ বকর (রা) নবী ﷺ -এর নিকট এ সংবাদ দিলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে (আবূ বকরকে) আদেশ করলেন যে, তিনি যেন তাকে (আসমাকে) গোসল করে হজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধতে আদেশ করেন। এরপর অন্যান্য লোক (হজ্জের আমলরূপে) যা করে সেও তা করবে, কিন্তু সে বায়তুল্লাহ্‌র তওয়াফ করবে না।

غُسْلُ الْمُحْرِمِ

মুহরিমের গোসল করা

٢٦٦٦. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ اِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ اَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَالْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ اَنَّهُمَا اخْتَلَفَا بِالْاَبْوَاءِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ وَقَالَ الْمِسْوَرُ لاَيَغْسِلُ رَأْسَهُ فَأَرْسَلَنِى ابْنُ عَبَّاسٍ اِلَى اَبِى اَيُّوبَ الْاَنْصَارِىِّ اَسْأَلُهُ عَنْ ذٰلِكَ فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ بَيْنَ قَرْنَىِ الْبِئْرِ وَهُوَ مُسْتَتِرٌ بِثَوْبٍ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَقُلْتُ اَرْسَلَنِى اِلَيْكَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبَّاسٍ اَسْأَلُكَ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَوَضَعَ اَبُو اَيُّوبَ يَدَهُ عَلَى الثَّوْبِ فَطَأْطَأَهُ حَتّٰى بَدَا رَأْسُهُ ثُمَّ قَالَ لِاِنْسَانٍ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ ثُمَّ حَرَّكَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَاَقْبَلَ بِهِمَا وَاَدْبَرَ وَقَالَ هٰكَذَا رَاَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَفْعَلُ *

২৬৬৬. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস এবং মিসওয়ার ইব্‌ন মাখরামা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তাঁরা 'আবওয়া' নামক স্থানে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছিলেন। ইব্‌ন আব্বাস বললেন : মুহ্‌রিম ব্যক্তি তার মাথা ধুবে, আর মিসওয়ার বললেন : সে মাথা ধুবে না। এরপর আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) আমাকে আবূ আইয়ূব আনসারী (রা)-এর নিকট পাঠালেন, যেন আমি তাঁকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করি। আমি তাঁকে পেলাম, তিনি কূপের পাশে (পানি তোলার) দুটি কাঠের মধ্যস্থলে গোসল করছিলেন। আর তিনি ছিলেন একটি কাপড়ের পর্দার আড়ালে। আমি তাঁকে সালাম দিয়ে বললাম : কিরূপে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইহ্‌রাম অবস্থায় মাথা ধৌত করতেন, তা আপনার নিকট জিজ্ঞাসা করার জন্য আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) আমাকে আপনার নিকট পাঠিয়েছেন। আমার কথা শুনে আবূ আইয়ূব আনসারী (রা) কাপড়ের উপর হাত রেখে তা সরিয়ে দিলেন, তাতে তার মাথা দৃশ্যমান হলো। পরে তিনি একজন লোককে তার মাথায় পানি ঢালতে বললেন। তারপর দু'হাত দ্বারা তিনি মাথা ঝাড়া দিলেন এবং দুই হাত একবার সামনের দিকে একবার পেছনের দিকে নিলেন। তারপর তিনি বললেন : এভাবে আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে গোসল করতে দেখেছি।

اَلنَّهْىُ عَنِ الثِّيَابِ الْمَصْبُوْغَةِ بِالْوَرْسِ وَالزَّعْفَرَانِ فِى الْاِحْرَامِ

ইহ্‌রাম অবস্থায় যা'ফরান এবং ওয়ারস দ্বারা রঞ্জিত কাপড় ব্যবহার নিষিদ্ধ

٢٦٦٧. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ ثَوْبًا مَصْبُوْغًا بِزَعْفَرَانٍ اَوْ بِوَرْسٍ *

২৬৬৭. মুহাম্মাদ ইব্ন সালমা ও হারিস ইব্ন মিসকীন (র) ---- ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মুহ্রিমকে যা'ফরান ও ওয়ারস দ্বারা রঞ্জিত কাপড় পরিধান করতে নিষেধ করেছেন।

٢٦٦٨. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَايَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ قَالَ لاَ يَلْبَسُ الْقَمِيْصَ وَلاَ الْبُرْنُسَ وَلاَ السَّرَاوِيْلَ وَلاَ الْعِمَامَةَ وَلاَثَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ وَلاَ زَعْفَرَانٌ وَلاَ خُفَّيْنِ اِلاَّ لِمَنْ لاَيَجِدُ نَعْلَيْنِ فَاِنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَقْطَعْهُمَا حَتّٰى يَكُوْنَا اَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ *

২৬৬৮. মুহাম্মাদ ইব্ন মানসূর (র) ---- সালিম (র) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, মুহ্রিম ব্যক্তি কিরূপে কাপড় পরিধান করবে। তিনি বলেছিলেন : মুহরিম ব্যক্তি জামা, বুরনুস[১], পাজামা, পাগড়ী এবং ঐ সকল কাপড়, যা ওয়ারস বা যাফরান দ্বারা রং করা হয়েছে তা পরিধান করবে না। আর (পরিধান করবে না) মোজা। কিন্তু ঐ ব্যক্তি ছাড়া, যার জুতা না থাকে। যদি জুতা না পায় তাহলে নিম্ন পর্যন্ত সে দুটি (মোজা) কেটে তা পরিধান করবে।

اَلْجُبَّةُ فِى الْاِحْرَامِ

ইহ্রাম অবস্থায় জুব্বা পরিধান করা

٢٦٦٩. اَخْبَرَنَا نُوْحُ بْنُ حَبِيْبٍ الْقَوْمَسِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنِى عَطَاءٌ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى بْنِ اُمَيَّةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ قَالَ لَيْتَنِى اَرٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ يُنْزَلُ عَلَيْهِ فَبَيْنَا نَحْنُ بِالْجِعِرَّانَةِ وَالنَّبِىُّ ﷺ فِى قُبَّةٍ فَاَتَاهُ الْوَحْىُ فَاَشَارَ اِلَىَّ عُمَرُ اَنْ تَعَالَ فَاَدْخَلْتُ رَاْسِى الْقُبَّةَ فَاَتَاهُ رَجُلٌ قَدْ اَحْرَمَ فِى جُبَّةٍ بِعُمْرَةٍ مُتَضَمِّخٌ بِطِيْبٍ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَاتَقُوْلُ فِى رَجُلٍ قَدْ اَحْرَمَ فِى جُبَّةٍ اِذْ اُنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْىُ فَجَعَلَ النَّبِىُّ ﷺ يَغِطُّ لِذٰلِكَ فَسُرِّىَ عَنْهُ فَقَالَ اَيْنَ الرَّجُلُ الَّذِى سَاَلَنِى اٰنِفًا فَاُتِىَ بِالرَّجُلِ فَقَالَ اَمَّا الْجُبَّةُ فَاخْلَعْهَا وَاَمَّا الطِّيْبُ فَاغْسِلْهُ ثُمَّ اَحْدِثْ اِحْرَامًا قَالَ اَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ثُمَّ اَحْدِثْ اِحْرَامًا مَا اَعْلَمُ اَحَدًا قَالَهُ غَيْرَ نُوْحِ بْنِ حَبِيْبٍ وَلاَ اَحْسِبُهُ مَحْفُوْظًا وَاللّٰهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالٰى اَعْلَمُ *

২৬৬৯. নূহ্ ইব্ন হাবীব কওমাসী (র) ---- ইয়ালা ইব্ন উমাইয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বললেন : যদি ওহী অবতীর্ণ হওয়ার সময় আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে দেখতে পেতাম ! এরপরে এক সময় আমরা জি'ইররানা নামক স্থানে ছিলাম, তখন নবী ﷺ তাঁবুর ভিতরে ছিলেন। এমতাবস্থায় তাঁর নিকট ওহী আসলে উমর (রা)

১. বুরনুস টুপি সংযুক্ত জুব্বা বা 'ওভারকোট' জাতীয় পোশাক।

আমার দিকে ইশারা করলেন : এদিকে এসো। আমি তাঁবুর ভিতরে আমার মাথা ঢুকালাম। এমন সময় তাঁর নিকট একজন লোক আগমন করলো। সে উমরার জন্য জুব্বা পরিহিত অবস্থায় ইহ্‌রাম বেঁধেছিল এবং সুগন্ধি ব্যবহার করেছিল। সে বলল : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! ঐ ব্যক্তি সম্বন্ধে আপনি কি বলেন, যে জুব্বা পরিহিত অবস্থায় ইহ্‌রাম বেঁধেছে ? হঠাৎ নবী ﷺ -এর ওপর ওহী অবতীর্ণ হতে লাগলো। এজন্য নাক ডাকতে শুরু করলেন। তারপর ওহী অবতীর্ণ হওয়ার অবস্থা কেটে গেলে তিনি বললেন : একটু পূর্বে যে ব্যক্তি আমাকে প্রশ্ন করেছিল, সে কোথায় ? সে লোকটিকে আনা হলে তিনি বললেন : জুব্বা খুলে ফেল, আর সুগন্ধি ধুয়ে ফেল, তারপর নতুন করে ইহ্‌রাম বাঁধো। আবূ আবদুর রহমান (র) বলেন : "নতুন করে ইহ্‌রাম বাঁধ" নূহ্ ইব্‌ন হাবীব ব্যতীত অন্য কেউ এরূপ বলেছেন বলে আমি জানি না। আর এ বর্ণনাকে সুরক্ষিত (যথার্থ) বলেও মনে করি না। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ।

اَلنَّهِىُ عَنْ لَبْسِ الْقَمِيْصِ الْمُحْرِمِ

মুহরিম ব্যক্তির জন্য জামা পরিধান নিষিদ্ধ

٢٦٧٠. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَجُلاً سَاَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَايَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَتَلْبَسُوْا الْقُمُصَ وَلاَ الْعَمَائِمَ وَلاَ السَّرَاوِيْلاَتِ وَلاَ الْبَرَانِسَ وَلاَ الْخِفَافَ اِلاَّ اَحَدٌ لاَيَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا اَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَلاَ تَلْبَسُوْا شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلاَ الْوَرْسُ *

২৬৭০. কুতায়বা (র) - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) বর্ণনা করেন। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে (মুহরিম) কি বস্ত্র পরিধান করবে এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : জামা, পাগড়ি, পায়জামা, বুরনুস, মোজা তোমরা পরিধান করবে না। তবে যদি কেউ জুতা না পায়, তাহলে সে (মোটা) মোজা পরিধান করতে পারবে; আর সে যেন তা গ্রন্থির নীচ পর্যন্ত কেটে নেবে। আর তোমরা ইহ্‌রাম অবস্থায় এমন কাপড় পরিধান করবে না, যাতে যা'ফরান অথবা ওয়ারস (রঞ্জিত হয়েছে) লেগেছে।

اَلنَّهِىُ عَنْ لَبْسِ السَّرَاوِيْلَ فِى الْاِحْرَامِ

ইহ্‌রাম অবস্থায় পায়জামা পরা নিষিদ্ধ

٢٦٧١. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِى نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَجُلاً قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَانَلْبَسُ مِنَ الثِّيَابِ اِذَا اَحْرَمْنَا قَالَ لاَتَلْبَسُوْا الْقَمِيْصَ وَقَالَ عَمْرٌو مَرَّةً اُخْرَى الْقُمُصَ وَلاَ الْعَمَائِمَ وَلاَ السَّرَاوِيْلاَتِ وَلاَ الْخُفَّيْنِ اِلاَّ اَنْ لاَيَكُوْنَ لاَحَدِكُمْ نَعْلاَنِ فَلْيَقْطَعْهُمَا اَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَلاَثَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ وَلاَزَعْفَرَانٌ *

২৬৭১. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। (একদা) এক ব্যক্তি বললেন : ইয়া

রাসূলাল্লাহ্ ﷺ আমরা যখন ইহ্‌রাম অবস্থায় থাকি তখন আমরা কোন্ কোন কাপড় পরিধান করবো ? তিনি (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ) বলেন : তোমরা 'কামীস' (জামা) পরিধান করবে না। আমর (একবার 'কামীস' স্থলে 'কুমুস' (বহুবচন) বলেছেন) বললেন, তোমরা জামা-পাগড়ী, পায়জামা পরিধান করবে না এবং মোজা, ওড়না কিন্তু যদি তোমাদের কারো জুতা না থাকে, তাহলে তা গ্রন্থির নীচ থেকে কেটে নেবে। আর পরিধান করবে না এমন কাপড় যাতে ওয়ারস ও যা'ফরান-এর রং লেগেছে।

اَلرُّخْصَةُ فِى لُبْسِ السَّرَاوِيْلِ لِمَنْ لاَيَجِدُ الْاِزَارَ

যে ব্যক্তি তহবন্দ (খোলা লুংগী) না পায় তার জন্য পায়জামা পরিধানের অনুমতি

٢٦٧٢. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَمْرٍو عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَخْطُبُ وَهُوَ يَقُوْلُ السَّرَاوِيْلُ لِمَنْ لاَيَجِدِ الْاِزَارَ وَالْخُفَّيْنِ لِمَنْ لاَيَجِدِ النَّعْلَيْنِ لِلْمُحْرِمِ *

২৬৭২. কুতায়বা (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি নবী ﷺ-কে খুতবা দেয়ার সময় বলতে শুনেছি যে, (মুহ্‌রিম ব্যক্তিদের মধ্যে) যে তহ্‌বন্দ (খোলা লুংগী) না পায়, সে পায়জামা পরিধান করতে পারে আর যে ব্যক্তি জুতা না পায়, সে মোজা পরিধান করতে পারে।

٢٦٧٣. اَخْبَرَنِى اَيُّوْبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَزَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ لَمْ يَجِدْ اِزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيْلَ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ *

২৬৭৩. আইউব ইব্‌ন মুহাম্মাদ ওয্‌যান (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি তহবন্দ (খোলা লুংগী) না পায়, সে পায়জামা পরিধান করতে পারে, আর যে ব্যক্তি জুতা না পায়, সে মোজা পরতে পারে।

اَلنَّهْىُ عَنْ اَنْ تَنْتَقِبَ الْمَرْاَةُ الْحَرَامُ

মুহ্‌রিম নারীর জন্য 'নিকাব' পরিধান নিষিদ্ধ

٢٦٧٤. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَاذَا تَأْمُرُنَا اَنْ نَلْبَسَ مِنَ الثِّيَابِ فِى الْاِحْرَامِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَتَلْبَسُوا الْقَمِيْصَ وَلاَ السَّرَاوِيْلاَتِ وَلاَ الْعَمَائِمَ وَلاَ الْبَرَانِسَ وَلاَ الْخِفَافَ اِلاَّ اَنْ يَكُوْنَ اَحَدٌ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلاَنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ مَا اَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَلاَ تَلْبَسُوْا شَيْئًا مِنَ الثِّيَابِ مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلاَ الْوَرْسُ وَلاَ تَنْتَقِبُ الْمَرْاَةُ الْحَرَامُ وَلاَ تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ *

২৬৭৪. কুতায়বা (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! ইহ্‌রাম অবস্থায় আমাদেরকে কি কি কাপড় পরিধান করতে আদেশ করেন ? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তোমরা জামা,পায়জামা, পাগড়ী এবং বুরনুস পরবে না, আর মোজা পরিধান করবে না। কিন্তু যদি কারো জুতা না থাকে, তবে সে পায়ের গ্রন্থির নিম্ন পর্যন্ত মোজা পরিধান করতে পারে। আর যে কাপড়ে যা'ফরান বা ওয়ারস রং লেগেছে ঐ সকল কাপড় তোমরা পরিধান করবে না, আর মুহরিম নারী নিকাব পরিধান করবে না আর হাত মোজাও পরিধান করবে না।

اَلنَّهْىُ عَنْ لَبْسِ الْبَرَانِسَ فِى الْاِحْرَامِ

ইহ্‌রামে বুরনুস পরা নিষিদ্ধ

٢٦٧٥. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَايَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَلْبَسُوا الْقَمِيْصَ وَلاَ الْعَمَائِمَ وَلاَ السَّرَاوِيْلاَتِ وَلاَ الْبَرَانِسَ وَلاَ الْخِفَافَ اِلاَّ اَحَدٌ لاَيَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا اَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَلاَ تَلْبَسُوْا شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلاَ الْوَرْسُ *

২৬৭৫. কুতায়বা (র) - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! মুহরিম ব্যক্তি কি কাপড় পরিধান করবে ? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : জামা, পায়জামা, পাগড়ী, বুরনুস ও মোজা পরিধান করবে না, কিন্তু যে ব্যক্তি জুতা না পায়, সে মোজা পরিধান করবে, এবং সে দুটো (মোজা) পায়ের গ্রন্থির নীচ থেকে কেটে নেবে। আর ওয়ারস ও যা'ফরান মিশ্রিত(রঞ্জিত) কাপড় পরিধান করবে না।

٢٦٧٦. اَخْبَرَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ وَعَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ قَالاَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ وَهُوَ ابْنُ هٰرُوْنَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ سَعِيْدٍ الْاَنْصَارِىُّ عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَانَلْبَسُ مِنَ الثِّيَابِ اِذَا اَحْرَمْنَا قَالَ لاَ تَلْبَسُوا الْقَمِيْصَ وَلاَ السَّرَاوِيْلاَتِ وَلاَ الْعَمَائِمَ وَلاَ الْبَرَانِسَ وَلاَ الْخِفَافَ اِلاَّ اَنْ يَكُوْنَ اَحَدٌ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلاَنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ اَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَلاَ تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ وَرْسٌ وَلاَ زَعْفَرَانٌ *

২৬৭৬. মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসমাঈল ও আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করলো যে, আমরা ইহ্‌রাম অবস্থায় কি কাপড় পরিধান করবো ? তিনি বললেন : তোমরা জামা, পায়জামা, পাগড়ী, বুরনুস ও মোজা পরিধান করবে না। তবে কারো যদি জুতা না থাকে, তাহলে সে গ্রন্থির নীচ পর্যন্ত মোজা পরিধান করবে, আর যে কাপড়ে যা'ফরান কিংবা ওয়ারস-এর রং লেগেছে এমন কোন কাপড় পরিধান করবে না।

اَلنَّهْىُ عَنْ لَبْسِ الْعَمَامَةِ فِى الْاِحْرَامِ

ইহ্‌রাম অবস্থায় পাগড়ী পরা নিষেধ

٢٦٧٧. اَخْبَرَنَا اَبُو الاَشْعَثِ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَادَى النَّبِىَّ ﷺ رَجُلٌ فَقَالَ مَانَلْبَسُ اِذَا اَحْرَمْنَا قَالَ لاَ تَلْبَسِ الْقَمِيْصَ وَلاَ الْعِمَامَةَ وَلاَ السَّرَاوِيْلَ وَلاَ الْبُرْنُسَ وَلاَ الْخُفَّيْنِ اِلاَّ اَنْ لاَتَجِدَ نَعْلَيْنِ فَاِنْ لَمْ تَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَمَا دُوْنَ الْكَعْبَيْنِ *

২৬৭৭. আবুল আশআছ (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : এক ব্যক্তি নবী ﷺ-কে সম্বোধন করে বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমরা ইহ্‌রাম অবস্থায় কি (কাপড়) পরিধান করবো? তিনি বললেন : তুমি জামা, পাগড়ী, পায়জামা আর বুরনুস। আর মোজা পরিধান করবে না, কিন্তু যদি জুতা না পাও, (তবে পরতে পার)। যদি জুতা না থাকে তাহলে গ্রন্থির নীচে পর্যন্ত (মোজা পরতে পার)।

٢٦٧٨. اَخْبَرَنَا اَبُو الاَشْعَثِ اَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَادَى النَّبِىَّ ﷺ رَجُلٌ فَقَالَ مَانَلْبَسُ اِذَا اَحْرَمْنَا قَالَ لاَ تَلْبَسِ الْقَمِيْصَ وَلاَ الْعَمَائِمَ وَلاَ الْبَرَانِسَ وَلاَ السَّرَاوِيْلاَتِ وَلاَ الْخِفَافَ اِلاَّ اَنْ لاَيَكُوْنَ نِعَالٌ فَاِنْ لَمْ يَكُنْ نِعَالٌ فَخُفَّيْنِ دُوْنَ الْكَعْبَيْنِ وَلاَ ثَوْبًا مَصْبُوْغًا بِوَرْسٍ اَوْ زَعْفَرَانٍ اَوْمَسَّهُ وَرْسٌ اَوْ زَعْفَرَانٌ *

২৬৭৮. আবুল আশআস আহমাদ ইব্‌ন মিকদাম (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) বর্ণনা করেন : এক ব্যক্তি নবী ﷺ -কে ডাক দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন : আমরা ইহ্‌রাম অবস্থায় কি (কাপড়) পরিধান করবো ? তিনি বললেন : জামা, পাগড়ী, বুরনুস, পায়জামা আর মোজা পরিধান করো না। কিন্তু যদি জুতা না থাকে যদি জুতা না থাকে তাহলে গ্রন্থির নীচ পর্যন্ত এক জোড়া মোজা (পরতে পার)। আর পরিধান করবে না এমন কাপড় যা ওয়ারস্ ও যা'ফরান দ্বারা রঞ্জিত করা হয়েছে। অথবা তিনি বলেছেন, এমন কাপড় যাতে ওয়ারস ও যা'ফরান লেগেছে।

اَلنَّهْىُ عَنْ لَبْسِ الْخُفَّيْنِ فِى الْاِحْرَامِ

ইহ্‌রাম অবস্থায় মোজা পরা নিষেধ

٢٦٧٩. اَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِىِّ عَنِ ابْنِ اَبِى زَائِدَةَ قَالَ اَنْبَأَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ لاَتَلْبَسُوْا فِى الْاِحْرَامِ الْقَمِيْصَ وَلاَ السَّرَاوِيْلاَتِ وَلاَ الْعَمَائِمَ وَلاَ الْبَرَانِسَ وَلاَ الْخِفَافَ *

২৬৭৯. হান্নাদ ইব্‌ন সারী (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) বর্ণনা করেন, আমি নবী ﷺ -কে বলতে শুনেছি : তোমরা ইহ্‌রাম অবস্থায়, জামা, পায়জামা, পাগড়ী, বুরনুস এবং মোজা পরিধান করবে না।

اَلرُّخْصَةُ فِى لَبْسِ الْخُفَّيْنِ فِى الْاِحْرَامِ لِمَنْ لَايَجِدُ نَعْلَيْنِ

যার জুতা নেই তার জন্য ইহ্‌রাম অবস্থায় মোজা পরার অনুমতি

٢٦٨٠. اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ اَنْبَأَنَا اَيُّوْبُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِذَا لَمْ يَجِدْ اِزَارًا فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيْلَ وَاِذَا لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا اَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ *

২৬৮০. ইসমাঈল ইব্‌ন মাসউদ (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, যখন মুহরিমের তহবন্দ (ইযার খোলা লুংগী) না থাকে, তখন সে পায়জামা পরতে পারে, আর যখন জুতা না থাকে, তখন মোজা পরতে পারে। কিন্তু সে যেন সে দু'টিকে গ্রন্থির নীচ পর্যন্ত কেটে নেয়।

قَطْعُهُمَا اَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ

গোড়ালীর নীচ পর্যন্ত মোজা কাটা

٢٦٨١. اَخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ اَنْبَأَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رض) عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِذَا لَمْ يَجِدِ الْمُحْرِمُ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا اَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ *

২৬৮১. ইয়াকূব ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন : যখন মুহ্‌রিম ব্যক্তি জুতা না পায় তখন সে মোজা পরতে পারে এবং সে দু'টি (মোজা) যেন গ্রন্থির নীচ পর্যন্ত কেটে নেয়।

اَلنَّهْىُ عَنْ اَنْ تَلْبِسَ الْمُحْرِمَةُ الْقُفَازَيْنِ

মুহ্‌রিম মহিলার জন্য হাত মোজা পরা নিষিদ্ধ

٢٦٨٢. اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ اَنْبَأَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَجُلاً قَامَ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَاذَا تَأْمُرُنَا اَنْ نَلْبَسَ مِنَ الثِّيَابِ فِى الْاِحْرَامِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَاتَلْبَسُوا الْقُمُصَ وَلَا السَّرَاوِيْلَاتِ وَلَا الْخِفَافَ اِلَّا اَنْ يَكُوْنَ

رَجُلٌ لَهُ نَعْلاَنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ اَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَلاَ يَلْبَسْ شَيْئًا مِنَ الثِّيَابِ مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلاَ الْوَرْسُ وَلاَ تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْحَرَامُ وَلاَ تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ *

২৬৮২. সুওয়ায়দ ইব্‌ন নাস্‌র (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। (একদা)এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! ইহ্‌রাম অবস্থায় আপনি আমাদেরকে কি কাপড় পরিধান করতে আদেশ করেন ? তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তোমরা জামা, পায়জামা, মোজা পরিধান করবে না। অবশ্য ঐ ব্যক্তি, যার জুতা নেই, সে মোজা পরতে পারবে গ্রন্থির নীচ পর্যন্ত। আর পরিধান করবে না এমন কাপড়, যাতে যা'ফরান ও ওয়ারস লেগেছে। আর মুহ্‌রিম মহিলা নেকাব পরিধান করবে না, আর হাত মোজাও পরিধান করবে না।

اَلتَّلْبِيْدُ عِنْدَ الاِحْرَامِ

ইহ্‌রামের সময় তাল্‌বীদ করা[১]

٢٦٨٣. اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنِىْ نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ اُخْتِهِ حَفْصَةَ قَالَتْ قُلْتُ لِلنَّبِىِّ ﷺ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَاشَأْنُ النَّاسِ حَلُّوا وَلَمْ تَحِلَّ مِنْ عُمْرَتِكَ قَالَ اِنِّىْ لَبَّدْتُ رَأْسِىْ وَقَلَّدْتُ هَدْيِىْ فَلاَ اَحِلُّ حَتّٰى اَحِلَّ مِنَ الْحَجِّ *

২৬৮৩. উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন সাঈদ (র) - - - - ইব্‌ন উমার (রা) সূত্রে তাঁর বোন হাফ্‌সা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ -কে বললাম : কী ব্যাপার ? লোকেরা ইহ্‌রাম ছেড়ে হালাল হয়ে গেছে অথচ আপনি উমরা ইহ্‌রাম (থেকে) হালাল হননি। তিনি বললেন : আমি আমার মাথায় "তালবীদ" (আঠাল বস্তু ব্যবহার) করেছি এবং আমার কোরবানীর পশুর গলায় কালাদা বেঁধেছি। আমি হজ্জ (সম্পন্ন করে তা) থেকে হালাল না হওয়া পর্যন্ত হালাল হব না।

٢٦٨٤. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُهِلُّ مُلَبِّدًا *

২৬৮৪. আহ্‌মাদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন সারহ এবং হারিস ইব্‌ন মিসকীন (র) - - - - সালিম (র) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে দেখেছি, তিনি (মাথায়) 'তালবীদ' করা অবস্থায় তালবিয়া পাঠ করেছেন।

اِبَاحَةُ الطِّيْبِ عِنْدَ الاِحْرَامِ

ইহ্‌রাম বাঁধার সময় সুগন্ধি ব্যবহারের বৈধতা

٢٦٨٥. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَمْرٍو عَنْ سَالِمٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ

১. মুহ্‌রিম দীর্ঘ সময় পর্যন্ত ইহ্‌রাম অবস্থায় থাকলে চুলে যাতে ধুলাবালি প্রবেশ না করে এবং চুলে যাতে উঁকুন না জন্মে, সে উদ্দেশ্যে চুলে (আঠাল) তেল বা গাম জাতীয় জিনিষ ব্যবহার করাকে তাল্‌বীদ বলা হয়।

طَيَّبْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عِنْدَ اِحْرَامِهِ حِيْنَ اَرَادَ اَنْ يُحْرِمَ وَعِنْدَ اِحْلاَلِهِ قَبْلَ اَنْ يُحِلَّ بِيَدَىَّ *

২৬৮৫. কুতায়বা (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন ইহ্রাম বাঁধার ইচ্ছা করিলেন, তখন তাঁর ইহ্রামের সময় আর যখন তিনি ইহ্রাম খুলছিলেন, তাঁর ইহ্রাম খোলার পূর্বে তাঁকে আমার নিজ হাতে সুগন্ধি মাখিয়েছি।

٢٦٨٦. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ طَيَّبْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لاِحْرَامِهِ قَبْلَ اَنْ يُحْرِمَ وَلِحِلِّهِ قَبْلَ اَنْ يَطُوْفَ بِالْبَيْتِ *

২৬৮৬. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে তাঁর ইহ্রাম বাঁধার পূর্বে এবং তাঁর বায়তুল্লাহ্ তওয়াফ করার পূর্বে ইহ্রাম খোলার সময়ও তাঁকে সুগন্ধি লাগিয়েছি।

٢٦٨٧. اَخْبَرَنَا حُسَيْنُ بْنُ مَنْصُوْرِ بْنِ جَعْفَرٍ النَّيْسَابُوْرِىُّ قَالَ اَنْبَانَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ طَيَّبْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لاِحْرَامِهِ قَبْلَ اَنْ يُحْرِمَ وَلِحِلِّهِ حِيْنَ اَحَلَّ *

২৬৮৭. হুসায়ন ইব্ন মানসূর ইবন জা'ফর নিশাপুরী (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর গায়ে তাঁর ইহ্রামের সময়, তাঁর ইহ্রাম বাঁধার পূর্বে সুগন্ধি লাগিয়েছি। তাঁর ইহ্রাম খোলার সময়ও যখন তিনি ইহ্রাম খুললেন।

٢٦٨٨. اَخْبَرَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَبُو عُبَيْدِ اللّٰهِ الْمَخْزُوْمِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ طَيَّبْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لِحُرْمِهِ حِيْنَ اَحْرَمَ وَلِحِلِّهِ بَعْدَ مَارَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ قَبْلَ اَنْ يَطُوْفَ بِالْبَيْتِ *

২৬৮৮. সাঈদ ইব্ন আবদুর রহমান আবূ উবায়দুল্লাহ্ মাখযূমী (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে তাঁর ইহ্রামের সময় এবং তাঁর ইহ্রাম খোলার জন্যও, জামারাতুল আকাবায় (বড় শয়তানকে) কঙ্কর নিক্ষেপের পর এবং বায়তুল্লাহ্‌র তাওয়াফের পূর্বে সুগন্ধি লাগিয়েছি।

٢٦٨٩. اَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ مُحَمَّدٍ اَبُوْ عُمَيْرٍ عَنْ ضَمْرَةَ عَنِ الْاَوْزَاعِىِّ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ طَيَّبْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لاِحْلاَلِهِ وَطَيَّبْتُهُ لاِحْرَامِهِ طَيِّبًا لاَيُشْبِهُ طِيْبَكُمْ هٰذَا تَعْنِى لَيْسَ لَهُ بَقَاءٌ *

২৬৮৯. ঈসা ইব্‌ন মুহাম্মাদ আবূ উমায়র (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে তাঁর হালাল হওয়ার সময় সুগন্ধি লাগিয়েছি আর আমি তাঁকে তাঁর ইহ্‌রামের সময় সুগন্ধি লাগিয়েছি। এমন সুগন্ধি যা তোমাদের সুগন্ধির অনুরূপ নয়। তিনি এর দ্বারা বুঝাতে চেয়েছেন যে, তার স্থায়িত্ব ছিল না।

٢٦٩٠. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ بِاَىِّ شَىْءٍ طَيَّبْتِ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَتْ بِاَطْيَبِ الطِّيْبِ عِنْدَ حُرْمِهِ وَحِلِّهِ *

২৬৯০. মুহাম্মাদ ইব্‌ন মানসূর (র) - - - - উসমান ইব্‌ন উরওয়া (র) তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি আয়েশা (রা)-কে বলেছিলাম : আপনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে কোন্ প্রকারের সুগন্ধি লাগিয়েছিলেন ? তিনি বললেন : সর্বোৎকৃষ্ট সুগন্ধি, তাঁর ইহ্‌রামের সময় এবং হালাল হওয়ার সময়।

٢٦٩١. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الْوَزِيْرِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ اَنْبَاَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ اُطَيِّبُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عِنْدَ اِحْرَامِهِ بِاَطْيَبِ مَا اَجِدُ *

২৬৯১. আহমাদ ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ওয়াযীর (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে সুগন্ধি মাখিয়ে দিতাম তাঁর ইহ্‌রামের সময়, উত্তম সুগন্ধি দ্বারা যা আমি যোগাড় করতে পারতাম।

٢٦٩٢. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اِدْرِيْسَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ اُطَيِّبُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بِاَطْيَبِ مَا اَجِدُ لِحُرْمِهِ وَلِحِلِّهِ وَحِيْنَ يُرِيْدُ اَنْ يَزُوْرَ الْبَيْتَ *

২৬৯২. আহমাদ ইব্‌ন হারব (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে উৎকৃষ্ট সুগন্ধি লাগাতাম তাঁর, ইহ্‌রাম-এর সময়, হালাল হওয়ার সময় আর যখন তিনি বায়তুল্লাহ্‌র যিয়ারতের (তাওয়াফের) ইচ্ছা করতেন, যা (সুগন্ধি) আমি সংগ্রহ করতে পারতাম।

٢٦٩٣. اَخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ اَنْبَاَنَا مَنْصُوْرٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْقَاسِمِ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ طَيَّبْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَبْلَ اَنْ يُحْرِمَ وَيَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ اَنْ يَطُوْفَ بِالْبَيْتِ بِطِيْبٍ فِيْهِ مِسْكٌ *

২৬৯৩. ইয়াকূব ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - কাসিম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আয়েশা (রা) বলেছেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে সুগন্ধি লাগিয়েছি তাঁর ইহ্‌রাম বাঁধার পূর্বে, আর 'নহ্‌র' এর দিন (১০ই যিলহাজ্জ) বায়তুল্লাহ্ তওয়াফ করার পূর্বে এমন সুগন্ধি, যাতে কস্তুরী মিশ্রিত ছিল।

٢٦٩٤. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ ابْنُ نَصْرٍ قَالَ اَنْبَأَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْوَلِيْدِ يَعْنِى الْعَدَنِىَّ عَنْ سُفْيَانَ ح وَاَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ اَنْبَأَنَا اِسْحٰقُ يَعْنِى الْاَزْرَقَ قَالَ اَنْبَأَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَاَنِّىْ اَنْظُرُ اِلَى وَبِيْصِ الطِّيْبِ فِى رَأْسِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَ قَالَ اَحْمَدُ بْنُ نَصْرٍ فِى حَدِيْثِهِ وَبِيْصِ طِيْبِ الْمِسْكِ فِى مَفْرِقِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ *

২৬৯৪. আহমাদ ইব্‌ন নাস্‌র ও মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুবারক (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : যেন আমি এমনও দেখছি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর মাথার সুগন্ধির দীপ্তি, যখন তিনি ছিলেন মুহরিম। আহমাদ ইব্‌ন নাসর (র) তাঁর বর্ণনায় বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর মাথার সিঁথিতে কস্তুরীর দীপ্তি (দেখতে পাচ্ছি)।

٢٦٩٥. اَخْبَرَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَنْبَأَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ قَالَ قَالَ لِى اِبْرَاهِيْمُ حَدَّثَنِى الْاَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ لَقَدْ كَانَ يُرَى وَبِيْصُ الطِّيْبِ فِى مَفَارِقِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ *

২৬৯৫. মাহ্‌মূদ ইব্‌ন গায়লান (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর মাথার মধ্যস্থলে (সিঁথিতে) সুগন্ধির দীপ্তি ছিল, তখন তিনি মুহরিম (ইহ্‌রাম অবস্থায়) ছিলেন।

مَوْضِعِ الطِّيْبِ

সুগন্ধির স্থান

٢٦٩٦. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَاَنِّىْ اَنْظُرُ اِلَى وَبِيْصِ الطِّيْبِ فِى رَأْسِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ *

২৬৯৬. মুহাম্মাদ ইব্‌ন কুদামা (র) - - - - আয়েশা (রা) বলেন : আমি যেন দেখছি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর মাথার সুগন্ধির দীপ্তি, তখন তিনি মুহ্‌রিম ছিলেন।

٢٦٩٧. اَخْبَرَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ اَنْبَأَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ اَنْظُرُ اِلَى وَبِيْصِ الطِّيْبِ فِى اُصُوْلِ شَعْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ *

২৬৯৭. মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর মাথার চুলের মূলে সুগন্ধির দীপ্তি দেখেছিলাম ; অথচ তখন তিনি ছিলেন মুহ্‌রিম।

٢٦٩٨. اَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرٌ يَعْنِى ابْنَ الْمُفَضَّلِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَأَنِّىْ اَنْظُرُ اِلَى وَبِيْصِ الطِّيْبِ فِى مَفْرِقِ رَأْسِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ *

২৬৯৮. হুমায়দ ইব্‌ন মাসা'আদা (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যেন দেখছি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর মাথার সিঁথিতে সুগন্ধির দীপ্তি, অথচ তখন তিনি মুহ্‌রিম ছিলেন।

٢٦٩٩. اَخْبَرَنَا بِشْرُ ابْنُ خَالِدٍ الْعَسْكَرِىُّ قَالَ اَنْبَأَنَا مُحَمَّدٌ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَقَدْ رَأَيْتُ وَبِيْصَ الطِّيْبِ فِى رَأْسِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ *

২৬৯৯. বিশ্‌র ইব্‌ন খালিদ আসকারী (র) - - - - আয়েশা (রা) বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর মাথায় সুগন্ধির দীপ্তি দেখেছি তাঁর ইহ্‌রাম অবস্থায়।

٢٧٠٠. اَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِىِّ عَنْ اَبِى مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَأَنِّىْ اَنْظُرُ اِلَى وَبِيْصِ الطِّيْبِ فِى مَفَارِقِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ يُهِلُّ *

২৭০০. হান্নাদ ইব্‌ন সারী (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি যেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর মাথার সিঁথিতে সুগন্ধির দীপ্তি দেখছি, তখন তিনি (ইহ্‌রামের) তাল্‌বিয়া পাঠ করছিলেন।

٢٧٠١. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِىِّ عَنْ اَبِى الْاَحْوَصِ عَنْ اَبِى اِسْحٰقَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ وَقَالَ هَنَّادٌ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا أَرَادَ اَنْ يُحْرِمَ ادَّهَنَ بِأَطْيَبِ مَايَجِدُهُ حَتّٰى اَرَى وَبِيْصَهُ فِى رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ تَابَعَهُ اِسْرَائِيْلُ عَلَى هٰذَا الْكَلَامِ وَقَالَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْاَسْوَدِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ *

২৭০১. কুতায়বা ও হান্নাদ ইব্‌ন সারী (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী ﷺ যখন ইহ্‌রাম বাঁধার ইচ্ছা করতেন, তখন উত্তম যে সুগন্ধি পেতেন, তা ব্যবহার করতেন, এমনকি আমি তাঁর দাড়িতে ও মাথায় এর দীপ্তি দেখতে পেতাম।

٢٧٠٢. اَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ اَنْبَأَنَا يَحْيَى بْنُ اٰدَمَ عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنْ اَبِى اِسْحٰقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْاَسْوَدِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ اُطَيِّبُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بِأَطْيَبِ مَا كُنْتُ اَجِدُ مِنَ الطِّيْبِ حَتّٰى اَرَى وَبِيْصَ الطِّيْبِ فِى رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ قَبْلَ اَنْ يُحْرِمَ *

২৭০২. আবদা ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -কে তাঁর ইহ্রামের পূর্বে সর্বোৎকৃষ্ট সুগন্ধি মাখিয়ে দিতাম, যা আমি পেতাম। এমনকি তাঁর দাড়িতে এবং মাথায় আমি সুগন্ধির দীপ্তি দেখতে পেতাম।

٢٧٠٣. اَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَقَدْ رَأَيْتُ وَبِيْصَ الطِّيْبِ فِى مَفَارِقِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بَعْدَ ثَلَاثٍ *

২৭০৩. ইমরান ইব্ন ইয়াযীদ (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর মাথার সিঁথিতে সুগন্ধির ঔজ্জ্বল্য তিন দিন পরেও দেখতে পেয়েছি।

٢٧٠٤. اَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ اَنْبَأَنَا شَرِيْكٌ عَنْ اَبِى اِسْحٰقَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ اَرَى وَبِيْصَ الطِّيْبِ فِى مَفْرِقِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بَعْدَ ثَلَاثٍ *

২৭০৪. আলী ইব্ন হুজ্র (র) - - - - আয়েশা (রা) বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর মাথার সিঁথিতে তিন দিন পরেও সুগন্ধির দীপ্তি দেখতে পেয়েছি।

٢٧٠٥. اَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ بِشْرٍ يَعْنِى ابْنَ الْمُفَضَّلِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الطِّيْبِ عِنْدَ الْاِحْرَامِ فَقَالَ لَاَنْ اَطَّلِىَ بِالْقَطِرَانِ اَحَبُّ اِلَىَّ مِنْ ذٰلِكَ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِعَائِشَةَ فَقَالَتْ يَرْحَمُ اللّٰهُ اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ لَقَدْ كُنْتُ اُطَيِّبُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَيَطُوْفُ فِى نِسَائِهِ ثُمَّ يُصْبِحُ يَنْضَحُ طِيْبًا *

২৭০৫. হুমায়দ ইব্ন মাসআদাহ (র) - - - - ইবরাহীম ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন মুনতাশির (র) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : আমি ইব্ন উমর (রা)-কে ইহ্রামের সময় সুগন্ধি ব্যবহার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন : আমার নিকট এ থেকে (আলকাতরা) ব্যবহার করা অধিক পছন্দনীয়। আমি আয়েশা (রা)-এর নিকট এ ঘটনা ব্যক্ত করলে তিনি বললেন : আল্লাহ্ তা'আলা আবূ আবদুর রহমান (ইব্ন উমর)-কে রহম করুন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -কে সুগন্ধি লাগাতাম। তারপর তিনি তাঁর সকল স্ত্রীদের সাথে মিলিত হতেন। পরে সকাল বেলায়ও এর সুগন্ধি তাঁর থেকে ছড়িয়ে পড়তো।

٢٧٠٦. اَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِىِّ عَنْ وَكِيْعٍ عَنْ مِسْعَرٍ وَسُفْيَانُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ ابْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ لَاَنْ اُصْبِحَ مُطَّلِيًا بِقَطِرَانٍ اَحَبُّ اِلَىَّ مِنْ اَنْ اُصْبِحَ مُحْرِمًا اَنْضَحُ طِيْبًا فَدَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَاَخْبَرْتُهَا بِقَوْلِهِ فَقَالَتْ طَيَّبْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَطَافَ فِى نِسَائِهِ ثُمَّ اَصْبَحَ مُحْرِمًا *

২৭০৬. হান্নাদ ইব্‌ন সারী (র) - - - - ইবরাহীম ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুনতাশির (র) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন : আমি ইব্‌ন উমর (রা)-কে বলতে শুনেছি : ইহ্‌রাম অবস্থায় সুগন্ধি ব্যবহার করা অপেক্ষা আমার কাছে আলকাতরা ব্যবহার করা অধিক পছন্দনীয়। আমি আয়েশা (রা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে এ কথা জানালে তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে সুগন্ধি লাগিয়েছি ; আর তিনি তাঁর স্ত্রীদের সাথে মিলিত হতেন। তারপর সকালে তিনি ইহ্‌রাম বেঁধেছেন।

اَلزَّعْفَرَانُ لِلْمُحْرِمِ

মুহ্‌রিমের জন্য যা'ফরান ব্যবহার

٢٧٠٧. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ اَنَسٍ قَالَ نَهَى النَّبِىُّ ﷺ اَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ *

২৭০৭. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পুরুষের জন্য যা'ফরান ব্যবহার নিষিদ্ধ করেছেন।

٢٧٠٨. اَخْبَرَنِى كَثِيْرُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ بَقِيَّةَ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِى اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنِى عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ صُهَيْبٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ التَّزَعْفُرِ *

২৭০৮. কাসীর ইব্‌ন উবায়দ (র) - - - - আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যা'ফরান ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।

٢٧٠٩. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهَى عَنِ التَّزَعْفُرِ قَالَ حَمَّادٌ يَعْنِى لِلرِّجَالِ *

২৭০৯. কুতায়বা (র) - - - - আনাস (রা) বর্ণনা করেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যা'ফরান ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন, হাম্মাদ (র) বলেন : অর্থাৎ পুরুষদের জন্য।

فِى الْخَلُوْقِ لِلْمُحْرِمِ

মুহ্‌রিমের জন্য খালুক ব্যবহার

٢٧١٠. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَجُلاً اَتَى النَّبِىَّ ﷺ وَقَدْ اَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَعَلَيْهِ مُقَطَّعَاتٌ وَهُوَ مُتَضَمِّخٌ بِخَلُوْقٍ فَقَالَ اَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ فَمَا اَصْنَعُ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَاكُنْتَ صَانِعًا فِى حَجِّكَ قَالَ كُنْتُ اَتَّقِىْ هٰذَا وَاَغْسِلُهُ فَقَالَ مَاكُنْتَ صَانِعًا فِى حَجِّكَ فَاصْنَعْهُ فِى عُمْرَتِكَ *

২৭১০. মুহাম্মাদ ইব্ন মানসূর (র) - - - - সাফওয়ান ইব্ন ইয়া'লা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি নবী ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হলো। আর তখন সে উমরার ইহ্‌রাম বেঁধেছিল। তার গায়ে কয়েক টুকরা কাপড়ে তৈরি পোশাক ছিল। আর সে খালুক[1] মেখেছিল। সে বললো : আমি উমরার ইহ্‌রাম বেঁধেছি, এখন আমি কি করবো ? নবী ﷺ তাকে বললেন : তুমি তোমার হজ্জে কি করতে ? সে বললো : আমি ইহা পরিত্যাগ করতাম এবং ধুয়ে ফেলতাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তুমি তোমার হজ্জে যা করতে তোমার উমরাতেও তাই কর।

٢٧١١. اَخْبَرَنِى مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيلَ بْنِ اِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِى قَالَ سَمِعْتُ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى عَنْ اَبِيهِ قَالَ اَتَى رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ رَجُلٌ وَهُوَ بِالْجِعِرَّانَةِ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ وَهُوَ مُصَفِّرٌ لِحْيَتَهُ وَرَأْسَهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ اِنِّى اَحْرَمْتُ بِعُمْرَةٍ وَاَنَا كَمَا تَرَى فَقَالَ انْزِعْ عَنْكَ الْجُبَّةَ وَاغْسِلْ عَنْكَ الصُّفْرَةَ وَمَا كُنْتَ صَانِعًا فِى حَجَّتِكَ فَاصْنَعْهُ فِى عُمْرَتِكَ *

২৭১১. মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমাঈল (র) - - - - সাফওয়ান ইব্ন ইয়া'লা (র) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট এক ব্যক্তি আগমন করে। তিনি তখন জি'ইররানায় ছিলেন। তার (আগন্তুকের) গায়ে একটি জুব্বা ছিল, আর মাথা এবং দাড়িতে সুফরা সুগন্ধি লাগান ছিল। সে বললো : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমি উমরার ইহ্‌রাম বেঁধেছি— আর আমার অবস্থা (হলদে বর্ণের) যেরূপ আপনি দেখছেন। তখন তিনি (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ) বললেন : তুমি তোমার জুব্বা খুলে ফেল, আর তোমার শরীর হতে সুফরা (সুগন্ধি) ধুয়ে ফেল। আর তুমি হজ্জে যা করতে উমরাতেও তা-ই কর।

اَلْكُحْلُ لِلْمُحْرِمِ

মুহরিমের সুরমা ব্যবহার

٢٧١٢. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَيُّوبَ بْنِ مُوسَى عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ اَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ اَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ فِى الْمُحْرِمِ اِذَا اشْتَكَى رَأْسَهُ وَعَيْنَيْهِ اَنْ يُضَمِّدَهُمَا بِصَبِرٍ *

২৭১২. কুতায়বা (র) - - - - আবান ইব্ন উসমান (রা) সূত্রে তাঁর পিতা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মুহরিম সম্বন্ধে বলেছেন : যখন তার চোখে এবং মাথায় সমস্যা দেখা দিলে তখন সে যেন ইলুয়া[2] দ্বারা সে দু'স্থানে (মাথা ও চোখ) পালিশ করে।

---

১. যা'ফরান ইত্যাদি দিয়ে তৈরী মিশ্রিত সুগন্ধি দ্রব্য।

২. এক প্রকার গাছের রস।

اَلْكَرَاهِيَةُ فِى الثِّيَابِ الْمُصْبَغَةِ لِلْمُحْرِمِ

মুহ্‌রিম ব্যক্তির রঙ্গীন কাপড় ব্যবহার করা মাকরূহ্

٢٧١٣. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِى اَبِىْ قَالَ اَتَيْنَا جَابِرًا فَسَأَلْنَاهُ عَنْ حَجَّةِ النَّبِىِّ ﷺ فَحَدَّثَنَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَوِاسْتَقْبَلْتُ مِنْ اَمْرِىْ مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمْ أَسُقِ الْهَدْىَ وَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً فَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْىٌ فَلْيَحْلِلْ وَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً وَقَدِمَ عَلِىٌّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ مِنَ الْيَمَنِ بِهَدْىٍ وَسَاقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنَ الْمَدِيْنَةِ هَدْيًا وَاِذَا فَاطِمَةُ قَدْ لَبِسَتْ ثِيَابًا صَبِيْغًا وَاكْتَحَلَتْ قَالَ فَانْطَلَقْتُ مُحَرِّشًا اَسْتَفْتِى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ فَاطِمَةَ لَبِسَتْ ثِيَابًا صَبِيْغًا وَاكْتَحَلَتْ وَقَالَتْ اَمَرَنِىْ بِهِ اَبِى ﷺ قَالَ صَدَقَتْ صَدَقَتْ صَدَقَتْ اَنَا اَمَرْتُهَا *

২৭১৩. মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুসান্না (র) - - - - জা'ফর ইব্‌ন মুহাম্মাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমার পিতা আমার নিকট বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন : আমরা জাবির (রা)-এর নিকট এসে তাকে নবী ﷺ-এর হজ্জ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আমরা যা পরে বুঝতে পেরেছি, যদি তা পূর্বে বুঝতাম, তা হলে আমি কুরবানীর জন্তু (হাদী) সংগে নিয়ে আসতাম না এবং আগে উমরার কাজ সম্পাদন করতাম। অতএব যার কাছে কুরবানীর জন্তু নেই, সে যেন ইহ্‌রাম থেকে হালাল এটিকে উমরা বানিয়ে নেয়। আলী (রা) ইয়ামান হতে কুরবানীর পশু নিয়ে আগমন করেছিলেন। আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মদীনা থেকে কুরবানীর পশু নিয়ে আসেন। হঠাৎ তিনি (আলী রা) দেখতে পেলেন যে, ফাতিমা (রা) রঙ্গীন কাপড় পরিধান করেছেন এবং সুরমা লাগিয়েছেন। আলী (রা) বলেন : আমি উত্তেজিত হয়ে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করার জন্য রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট গেলাম। আমি বললাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! ফাতিমা রঙ্গীন কাপড় পরিধান করেছে এবং সুরমা লাগিয়েছে এবং সে বলছে আমার পিতা আমাকে এর আদেশ করেছেন। শুনে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : (ফাতিমা) সত্যই বলেছে, সে সত্যই বলেছে, সে সত্যই বলেছে। আমি তাকে আদেশ করেছি।

تَخْمِيْرُ الْمُحْرِمِ وَجْهَهُ وَرَأْسَهُ

মুহ্‌রিমের মাথা ও মুখমণ্ডল ঢেকে রাখা

٢٧١٤. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا بِشْرٍ يُحَدِّثُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَجُلاً وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَأَقْعَصَتْهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اغْسِلُوْهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَيُكَفَّنُ فِى ثَوْبَيْنِ خَارِجًا رَأْسُهُ وَوَجْهُهُ فَاِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا *

২৭১৪. মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি বাহন থেকে পড়ে

যাওয়ায় তার ঘাড় ভেঙ্গে যায় (এবং মারা যায়)। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তাকে কুল পাতার পানি দ্বারা গোসল দাও, এবং তাকে এমনভাবে দু'টি কাপড়ে কাফন দিতে হবে, যেন তার মাথা এবং চেহারা বাইরে থাকে। কেননা কিয়ামতের দিন তাকে তালবিয়া পাঠরত (মুহরিম) অবস্থায় উঠানো হবে।

٢٧١٥. اَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الصَّفَّارُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو دَاوُدَ يَعْنِى الْحَفَرِىَّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَاتَ رَجُلٌ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اغْسِلُوْهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوْهُ فِى ثِيَابِهِ وَلاَ تُخَمِّرُوا وَجْهَهُ وَرَاْسَهُ فَاِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا *

২৭১৫. আবদা ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ সাফ্‌ফার (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : এক (মুহরিম) ব্যক্তি মারা গেল। তখন নবী ﷺ (সাহাবাদেরকে) বললেন : তাকে কুল পাতার পানি দ্বারা গোসল করাও এবং তার কাপড়েই তাকে কাফন দাও। তার মাথা ও মুখমণ্ডল ঢাকবে না। কেননা তাকে কিয়ামতের দিন তালবিয়া পাঠরত অবস্থায় উঠানো হবে।

اِفْرَادُ الْحَجِّ

হজ্জে ইফরাদ

٢٧١٦. اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ وَاِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَفْرَدَ الْحَجَّ *

২৭১৬. উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন সাঈদ ও ইসহাক ইব্‌ন মানসূর (র) - - - - আয়েশা (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইফরাদ হজ্জ করেছেন।[১]

٢٧١٧. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ اَبِى الْاَسْوَدِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اَهَلَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالْحَجِّ *

২৭১৭. কুতায়বা (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধেন।

٢٧١٨. اَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيْبِ بْنِ عَرَبِىٍّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مُوَافِيْنَ لِهِلاَلِ ذِى الْحِجَّةِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ شَاءَ اَنْ يُهِلَّ بِحَجٍّ فَلْيُهِلَّ وَمَنْ شَاءَ اَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فَلْيُهِلَّ بِعُمْرَةٍ *

১. শুধু হজ্জের ইহ্‌রাম বেঁধে তা সম্পন্ন করাকে 'ইফরাদ', একই সংগে হজ্জ ও উমরার ইহ্‌রাম বেঁধে প্রথমে উমরা সম্পন্ন করে ইহ্‌রাম অবস্থায় থেকে (হালাল না হয়ে) যথাসময়ে হজ্জ সম্পন্ন করাকে 'কিরান' এবং প্রথমে উমরার ইহ্‌রাম বেঁধে উমরা সম্পন্ন করার পরে হালাল হয়ে এবং পরে (হজ্জের কাছাকাছি সময়ে) নতুন করে হজ্জের ইহ্‌রাম বেঁধে হজ্জ সম্পন্ন করাকে 'তামাত্তু' বলে।

২৭১৮. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন হাবীব (র) - - - - আয়েশা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে (যিলকাদ মাস শেষে) যিলহিজ্জার চাঁদ সামনে রেখে বের হলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : যে হজ্জের ইহ্রাম বাঁধতে চায়, সে যেন (হজ্জের) ইহ্রাম বেঁধে। আর যে উমরার ইহ্রাম বাঁধতে চায়,সে যেন উমরার ইহ্রাম বাঁধে।

٢٧١٩. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ الطَّبَرَانِىُّ اَبُو بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنِى مَنْصُوْرٌ وَسُلَيْمَانُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لاَنَرَى اِلاَّ اَنَّهُ الْحَجُّ *

২৭১৯. মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমাঈল (র) - - - - আয়েশা (রা) বলেন : আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে বের হয়েছিলাম, তখন হজ্জ ছাড়া আমাদের আর কোন কিছুর ধারণা ছিল না।

اَلْقِرَانِ

হজ্জে কিরান

٢٧٢٠. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَأَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ قَالَ قَالَ الصُّبَىُّ ابْنُ مَعْبَدٍ كُنْتُ اَعْرَابِيًّا نَصْرَانِيًّا فَأَسْلَمْتُ فَكُنْتُ حَرِيْصًا عَلَى الْجِهَادِ فَوَجَدْتُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ مَكْتُوْبَيْنِ عَلَىَّ فَاَتَيْتُ رَجُلاً مِنْ عَشِيْرَتِى يُقَالُ لَهُ هُرَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ اجْمَعْهُمَا ثُمَّ اذْبَحْ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْىِ فَأَهْلَلْتُ بِهِمَا فَلَمَّا اَتَيْتُ الْعُذَيْبَ لَقِيَنِى سَلْمَانُ ابْنُ رَبِيْعَةَ وَزَيْدُ بْنُ صُوْحَانَ وَاَنَا اُهِلُّ بِهِمَا فَقَالَ اَحَدُهُمَا لِلاٰخَرِ مَا هٰذَا بِأَفْقَهَ مِنْ بَعِيْرِهِ فَأَتَيْتُ عُمَرَ فَقُلْتُ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِنِّىْ اَسْلَمْتُ وَاَنَا حَرِيْصٌ عَلَى الْجِهَادِ وَاِنِّىْ وَجَدْتُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ مَكْتُوْبَيْنِ عَلَىَّ فَأَتَيْتُ هُرَيْمَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ فَقُلْتُ يَاهَنَّاهُ اِنِّىْ وَجَدْتُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ مَكْتُوْبَيْنِ عَلَىَّ فَقَالَ اجْمَعْهُمَا ثُمَّ اذْبَحْ مَااسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْىِ فَاَهْلَلْتُ بِهِمَا فَلَمَّا اَتَيْنَا الْعُذَيْبَ لَقِيَنِىْ سَلْمَانُ بْنُ رَبِيْعَةَ وَزَيْدُ بْنُ صُوْحَانَ فَقَالَ اَحَدُهُمَا لِلاٰخَرِ مَا هٰذَا بِأَفْقَهَ مِنْ بَعِيْرِهِ فَقَالَ عُمَرُ هُدِيْتَ لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ ﷺ *

২৭২০. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - - আবূ ওয়ায়িল (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : সুবায়্য ইব্ন মা'বাদ বলেছেন : আমি একজন খ্রিস্টান বেদুঈন ছিলাম। আমি ইসলাম গ্রহণ করলাম। তখন আমি জিহাদের জন্য (উদগ্রীব) ছিলাম। আবার দেখলাম, আমার উপর হজ্জ ও 'উমরা' ফরয হয়েছে। আমি আমার গোত্রের হুরায়ম নামক এক ব্যক্তির কাছে আসলাম এবং তাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন : এ দু'টিকে একত্রে আদায় কর। এরপর যে জন্তু তোমার পক্ষে সম্ভব হয় তা যবাই কর। আমি দু'টির ইহ্রাম বাঁধলাম।

যখন আমি উযায়ব নামক স্থানে উপস্থিত হলাম, তখন সালমান ইব্‌ন রাবী'আ এবং যায়দ ইব্‌ন সূহান এর সাথে আমার সাক্ষাৎ হলো। তখনও আমি এ দু'য়ের (হজ্জ ও উমরার) তাল্‌বিয়া পাঠ করছিলাম। তাদের একজন অন্য জনকে বললেন : এই ব্যক্তি তার উট অপেক্ষা অধিক ওয়াকিফহাল নয়। পরে আমি উমর (রা)-এর নিকট এসে বললাম : হে আমীরুল মু'মিনীন, আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি এবং আমি জিহাদ করতে উদগ্রীব। আর আমি দেখছি যে, হজ্জ ও উমরা আমার উপর ফরয। আমি হুরায়ম ইব্‌ন আবদুল্লাহ্-এর নিকট এসে বললাম : আমার উপর হজ্জ ও উমরা ফরয হয়েছে। তিনি আমাকে বললেন : হজ্জ ও উমরা একত্রে আদায় কর। তারপর যে জন্তু তোমার জন্য সহজলভ্য হয় তা যবাই (কুরবানী) কর। আমি এ দু'য়ের নিয়্যতে ইহ্‌রাম বাঁধলাম। যখন আমি উযায়ব নামক স্থানে পৌছলাম, তখন সালমান ইব্‌ন রবী'আ এবং যায়দ ইব্‌ন সূহান-এর সাথে আমার সাক্ষাৎ হলো। তাদের একজন অন্যজনকে বললেন : এই ব্যক্তি তার উট অপেক্ষা অধিক অবহিত নয়। তখন উমর (রা) বললেন : তুমি তোমার নবী ﷺ -এর সুন্নতের সঠিক নির্দেশনা লাভ করেছ।

٢٧٢١. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَأَنَا مُصْعَبُ بْنُ الْمِقْدَامِ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ شَقِيْقٍ قَالَ اَنْبَأَنَا الصُّبَىُّ فَذَكَرَ مِثْلَهُ قَالَ فَاَتَيْتُ عُمَرَ فَقَصَصْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ اِلاَّ قَوْلَهُ يَاهَنَّاهُ *

২৭২১. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - শাকীক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : সুবায়্য (র) আমাদের অবহিত করেছেন— তিনি পূর্ব হাদীসের মত বর্ণনা করে বললেন : আমি উমর (রা)-এর নিকট এসে পূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করেছিলাম—("ইয়া হান্নাহ্" শব্দ ব্যতীত)।

٢٧٢٢. اَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ يَزِيْدَ قَالَ اَنْبَأَنَا شُعَيْبٌ يَعْنِى ابْنَ اِسْحٰقَ قَالَ اَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ح وَاَخْبَرَنِى اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِى حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ مُجَاهِدٍ وَغَيْرِهِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ اَهْلِ الْعِرَاقِ يُقَالُ لَهُ شَقِيْقُ بْنُ سَلَمَةَ اَبُوْ وَائِلٍ اَنَّ رَجُلاً مِنْ بَنِى تَغْلِبَ يُقَالُ لَهُ الصُّبَىُّ بْنُ مَعْبَدٍ وَكَانَ نَصْرَانِيًا فَاَسْلَمَ فَاَقْبَلَ فِى اَوَّلِ مَاحَجَّ فَلَبَّى بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ جَمِيْعًا فَهُوَ كَذٰلِكَ يُلَبِّى بِهِمَا جَمِيْعًا فَمَرَّ عَلَى سَلْمَانَ بْنِ رَبِيْعَةَ وَزَيْدِ بْنِ صُوْحَانَ فَقَالَ اَحَدُهُمَا لَاَنْتَ اَضَلُّ مِنْ جَمَلِكَ هٰذَا فَقَالَ الصُّبَىُّ فَلَمْ يَزَلْ فِى نَفْسِى حَتَّى لَقِيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ هُدِيْتَ لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ ﷺ قَالَ شَقِيْقٌ وَكُنْتُ اَخْتَلِفُ اَنَا وَمَسْرُوْقُ بْنُ الاَجْدَعِ اِلَى الصُّبَىِّ بْنِ مَعْبَدٍ نَسْتَذْكِرُهُ فَلَقَدِ اخْتَلَفْنَا اِلَيْهِ مِرَارًا اَنَا وَمَسْرُوْقُ بْنُ الاَجْدَعِ *

২৭২২. ইমরান ইব্‌ন ইয়াযীদ (র) ও ইবরাহীম ইব্‌ন হাসান (র) - - - - ইরাক অধিবাসী এক ব্যক্তি যাকে শাকীক ইব্‌ন সালামা আবূ ওয়ায়িল বলা হয়, তিনি বর্ণনা করেন, সুবায়্য ইব্‌ন মা'বাদ নামক বনী তাগলিবের এক ব্যক্তি যে খ্রিস্টান ছিল এবং ইসলাম গ্রহণ করলো। সে প্রথম হজ্জ করতে গিয়ে হজ্জ এবং উমরার তাল্‌বিয়া পাঠ

(ইহ্‌রাম) করলো। এভাবে সে হজ্জ ও উমরা উভয়ের তালবিয়া পাঠ করছিল। সে সালমান ইব্‌ন রবী'আ এবং যায়দ ইব্‌ন সুহানের নিকট দিয়ে পথ অতিক্রম করল। তখন তাদের একজন বললেন : তুমি তোমার এই উট হতে অজ্ঞ। সুবায়্য বলেন : আমার অন্তরে এই কথা দাগ কেটে থাকল এবং পরে আমি উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা)-এর সাথে দেখা করলাম ও তাঁর কাছে এ ঘটনা বর্ণনা করলাম। তিনি বললেন : তুমি তোমার নবীর সুন্নতের হিদায়াত প্রাপ্ত হয়েছো। শাকীক (র) বলেন : আমি এবং মসরূক ইব্‌ন আজদা' সুবায়্য ইব্‌ন মা'বাদের নিকট এ বিষয়ে আলোচনার জন্য বারবার যাতায়াত করেছি।

٢٧٢٣. اَخْبَرَنِى عِمْرَانُ بْنُ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا عِيْسَى وَهُوَ ابْنُ يُوْنُسَ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَشْعَثُ عَنْ مُسْلِمِ الْبَطِيْنِ عَنْ عَلِىِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عُثْمَانَ فَسَمِعَ عَلِيًّا يُلَبِّى بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ فَقَالَ اَلَمْ نَكُنْ نُنْهَى عَنْ هٰذَا قَالَ بَلٰى وَلٰكِنِّى سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُلَبِّى بِهِمَا جَمِيْعًا فَلَمْ اَدَعْ قَوْلَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لِقَوْلِكَ *

২৭২৩. ইমরান ইব্‌ন ইয়াযীদ (র) - - - - মারওয়ান ইব্‌ন হাকাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : (একদা) আমি উসমান (রা)-এর নিকট উপবিষ্ট ছিলাম। তিনি তখন আলী (রা)-কে (এক সংগে) হজ্জ এবং উমরার তালবিয়া পাঠ করতে শুনতে পেলেন। তিনি বললেন : আমাদের কি এরূপ করতে নিষেধ করা হত না ? তিনি বললেন : হ্যাঁ। কিন্তু আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে এ দুয়ের জন্য একসাথে তাল্‌বিয়া পাঠ করতে শুনেছি। অতএব আমি তোমার কথায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সুন্নত পরিত্যাগ করি না।

٢٧٢٤. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَاَنَا اَبُوْ عَامِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ عَلِىَّ بْنَ حُسَيْنٍ يُحَدِّثُ عَنْ مَرْوَانَ اَنَّ عُثْمَانَ نَهٰى عَنِ الْمُتْعَةِ وَاَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَقَالَ عَلِىٌّ لَبَّيْكَ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ مَعًا فَقَالَ عُثْمَانُ اَتَفْعَلُهَا وَاَنَا اَنْهٰى عَنْهَا فَقَالَ عَلِىٌّ لَمْ اَكُنْ لِاَدَعَ سُنَّةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لِاَحَدٍ مِنَ النَّاسِ *

২৭২৪. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - মারওয়ান (রা) বর্ণনা করেন, উসমান (রা) তামাত্তু হজ্জে এবং কোন ব্যক্তির হজ্জ ও উমরা একত্র করতে নিষেধ করলেন। তখন আলী (রা) বললেন : হজ্জ ও উমরার জন্য একসঙ্গে লাব্বায়কা। তখন উসমান (রা) বললেন : আমি তা (হজ্জ ও উমরার ইহ্‌রাম একসঙ্গে করা) নিষেধ করা সত্ত্বেও কি তুমি তা করছো ? আলী (রা) বললেন : কোন লোকের কথায় আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সুন্নত পরিত্যাগ করতে পারি না।

٢٧٢٥. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَاَنَا النَّضْرُ عَنْ شُعْبَةَ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ *

২৭২৫. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - শু'বা (র) থেকে উক্ত সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٢٧٢٦. اَخْبَرَنِى مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِى يَحْيَى بْنُ مَعِيْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ عَنْ اَبِى اِسْحٰقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ كُنْتُ مَعَ عَلِىِّ بْنِ اَبِى طَالِبٍ حِيْنَ اَمَّرَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ

عَلَى الْيَمَنِ فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ عَلِيٌّ فَأَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ لِي رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَيْفَ صَنَعْتَ قُلْتُ أَهْلَلْتُ بِإِهْلَالِكَ قَالَ فَإِنِّي سُقْتُ الْهَدْيَ وَقَرَنْتُ قَالَ وَقَالَ ﷺ لِأَصْحَابِهِ لَوِاسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَفَعَلْتُ كَمَا فَعَلْتُمْ وَلٰكِنِّي سُقْتُ الْهَدْيَ وَقَرَنْتُ *

২৭২৬. মু'আবিয়া ইব্ন সালিহ্ (র) - - - - বারা' (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা)-কে ইয়ামানে আমীর নিযুক্ত করে পাঠান তখন আমি তাঁর সাথে ছিলাম। যখন তিনি (সেখান হতে) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট আগমন করেন, আলী (রা) বলেন : তখন আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হলে তিনি বললেন : কিরূপ (ইহ্রাম) করেছ ? আমি বললাম : আমি আপনার ইহ্রামের মত ইহ্রাম বেঁধেছি। রাসূলুল্লাহ্ বললেন : আমি 'হাদী' সঙ্গে (কুরবানীর জন্তু) নিয়ে এসেছি এবং 'কিরান' (হজ্জ ও উমরা সংযুক্ত) নিয়্যত করেছি। বর্ণনাকারী বলেন— রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর সাহাবীদের লক্ষ্য করে বলেন : আমার (কর্ম) বিষয়ে যা আমি পরে বুঝতে পেরেছি তা যদি আমি আগে বুঝতে পারতাম তাহলে তোমরা যা করেছ আমিও তা করতাম। উমরা করে হালাল হয়ে যেতাম। কিন্তু আমি 'হাদী' (কুরবানীর জন্ত) সাথে নিয়ে এসেছি এবং 'কিরান'-এর নিয়্যত করেছি।

٢٧٢٧. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ قَالَ سَمِعْتُ مُطَرِّفًا يَقُوْلُ قَالَ فِي عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ جَمَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَ حَجٍّ وَعُمْرَةٍ ثُمَّ تُوُفِّيَ قَبْلَ أَنْ يَنْهَى عَنْهَا وَقَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ الْقُرْآنُ بِتَحْرِيْمِهِ *

২৭২৭. মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল আ'লা সান'আনী (র) - - - - ইমরান ইব্ন হুসায়ন (রা) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হজ্জ ও উমরা একত্রে সমাধা করেন। তারপর এ ধরনের হজ্জ হারাম হওয়া সম্পর্কে কুরআনের কোন আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার এবং এ ধরনের কাজ থেকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিষেধ করার পূর্বে তিনি ওফাত বরণ করেন।

٢٧٢٨. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عِمْرَانَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ جَمَعَ بَيْنَ حَجٍّ وَعُمْرَةٍ ثُمَّ لَمْ يَنْزِلْ فِيْهَا كِتَابٌ وَلَمْ يَنْهَ عَنْهُمَا النَّبِيُّ ﷺ قَالَ فِيْهِمَا رَجُلٌ بِرَأْيِهِ مَاشَاءَ *

২৭২৮. আমর ইব্ন আলী (র) - - - - ইমরান (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হজ্জ ও উমরা একসাথে আদায় করেন। তারপর এ সম্পর্কে (নিষেধাজ্ঞায়) কুরআনের কোন আয়াত অবতীর্ণ হয়নি এবং নবী ﷺ-ও এর থেকে নিষেধ করেন নি। কেউ কেউ এ বিষয়ে তার নিজস্ব অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

٢٧٢٩. أَخْبَرَنَا أَبُوْ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَاسِعٍ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ لِي عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اِسْمٰعِيْلُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَلاَثَةٌ هٰذَا اَحَدُهُمْ لاَبَاْسَ بِهِ وَاِسْمٰعِيْلُ بْنُ مُسْلِمٍ شَيْخٌ يَرْوِى عَنْ اَبِى الطُّفَيْلِ لاَبَاْسَ بِهِ وَاِسْمٰعِيْلُ بْنُ مُسْلِمٍ يَرْوِى عَنِ الزُّهْرِىِّ وَالْحَسَنِ مَتْرُوْكُ الْحَدِيْثِ *

২৭২৯. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - আবূ দাঊদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমাকে ইমরান ইব্‌ন হুসায়ন (রা) বলেছেন : আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে তামাত্তু হজ্জ আদায় করেছি।

٢٧٣٠. اَخْبَرَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوْسٰى عَنْ هُشَيْمٍ عَنْ يَحْيٰى وَعَبْدَ الْعَزِيْزِ بْنُ صُهَيْبٍ وَحُمَيْدٌ الطَّوِيْلُ ح وَاَنْبَأَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَأَنَا هُشَيْمٌ قَالَ اَنْبَأَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ صُهَيْبٍ وَحُمَيْدٌ الطَّوِيْلُ وَيَحْيٰى بْنُ اَبِى اِسْحٰقَ كُلُّهُمْ عَنْ اَنَسٍ سَمِعُوْهُ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا *

২৭৩০. মুজাহিদ ইব্‌ন মূসা ও ইয়াকূব ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : লাব্বায়কা উমরাতান ওয়া হাজ্জান, লাব্বায়কা উমরাতান ওয়া হাজ্জান। (লাব্বায়কা— হজ্জ ও উমরার ......)

٢٧٣١. اَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِىِّ عَنْ اَبِى الْاَحْوَصِ عَنْ اَبِى اِسْحٰقَ عَنْ اَبِى اَسْمَاءَ عَنْ اَنَسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُلَبِّى بِهِمَا *

২৭৩১. হান্নাদ ইব্‌ন সারী (র) - - - - আনাস (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে এ দুয়ের জন্য তালবিয়া পড়তে শুনেছি।

٢٧٣٢. اَخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيْلُ قَالَ اَنْبَأَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْمُزَنِىُّ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسًا يُحَدِّثُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يُلَبِّى بِالْعُمْرَةِ وَالْحَجِّ جَمِيْعًا فَحَدَّثْتُ بِذٰلِكَ ابْنُ عُمَرَ فَقَالَ لَبَّى بِالْحَجِّ وَحْدَهُ فَلَقِيْتُ اَنَسًا فَحَدَّثْتُهُ بِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ اَنَسٌ مَاتَعُدُّوْنَا اِلاَّ صِبْيَانًا سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا مَعًا *

২৭৩২. ইয়াকূব ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - বকর ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ মুযানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি আনাস (রা) থেকে বলতে শুনেছি। নবী ﷺ -কে হজ্জ ও উমরার একত্রে তালবিয়া পাঠ করতে শুনেছি। রাবী বলেন, আমি এ বিষয়ে (আনাস (রা)-এর কথা) ইব্‌ন উমর (রা)-এর নিকট বর্ণনা করলে তিনি বললেন :

নবী ﷺ কেবলমাত্র হজ্জের তালবিয়া পাঠ করেছেন। এরপর আমি আনাসের সঙ্গে সাক্ষাত করেছি। ইব্‌ন উমরের এই উক্তি তার নিকট ব্যক্ত করলে তিনি বললেন, তোমরা আমাদেরকে বালকই মনে কর ? আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا অর্থাৎ উমরা ও হজ্জের তালবিয়া একত্রে পড়তে শুনেছি।

اَلتَّمَتُّعُ

হজ্জে তামাত্তু[১]

٢٧٣٣. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْمُخَرِّمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حُجَيْنُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ (رض) قَالَ تَمَتَّعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِالْعُمْرَةِ اِلَى الْحَجِّ وَاَهْدٰى وَسَاقَ مَعَهُ الْهَدْىَ بِذِى الْحُلَيْفَةِ وَبَدَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ ثُمَّ اَهَلَّ بِالْحَجِّ وَتَمَتَّعَ النَّاسُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِالْعُمْرَةِ اِلَى الْحَجِّ فَكَانَ مِنَ النَّاسِ مَنْ اَهْدٰى فَسَاقَ الْهَدْىَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُهْدِ فَلَمَّا قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَكَّةَ قَالَ لِلنَّاسِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ اَهْدٰى فَاِنَّهُ لَايَحِلُّ مِنْ شَىْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتّٰى يَقْضِىَ حَجَّهُ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ اَهْدٰى فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلْيُقَصِّرْ وَلْيَحْلِلْ ثُمَّ لِيُهِلَّ بِالْحَجِّ ثُمَّ لِيُهْدِ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا فَلْيَصُمْ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ فِى الْحَجِّ وَسَبْعَةً اِذَا رَجَعَ اِلٰى اَهْلِهِ فَطَافَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ قَدِمَ مَكَّةَ وَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ اَوَّلَ شَىْءٍ ثُمَّ خَبَّ ثَلَاثَةَ اَطْوَافٍ مِنَ السَّبْعِ وَمَشٰى اَرْبَعَةَ اَطْوَافٍ ثُمَّ رَكَعَ حِيْنَ قَضٰى طَوَافَهُ بِالْبَيْتِ فَصَلّٰى عِنْدَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَانْصَرَفَ فَاَتَى الصَّفَا فَطَافَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعَةَ اَطْوَافٍ ثُمَّ لَمْ يَحِلَّ مِنْ شَىْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتّٰى قَضٰى حَجَّهُ وَنَحَرَ هَدْيَهُ يَوْمَ النَّحْرِ وَاَفَاضَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَىْءٍ حَرُمَ مِنْهُ وَفَعَلَ مِثْلَ مَافَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَهْدٰى وَسَاقَ الْهَدْىَ مِنَ النَّاسِ ٭

২৭৩৩. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুবারক মুখাররামী (র) - - - - সালিম ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) বলেছেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হাজ্জাতুল বিদা' বা বিদায় হজ্জের উমরা ও হজ্জ একত্রে (পর্যায়ক্রমে) আদায় করে তামাত্তু করেন। আর তিনি যুল হুলায়ফায় তাঁর সাথে 'হাদী' কুরবানীর পশু নিয়ে আসেন এবং তা সংগে নিয়ে যান। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (ঐ দিনে) হজ্জের কাজ আরম্ভ করেন। তিনি প্রথমে উমরার ইহ্‌রাম বাঁধলেন, তারপর হজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধলেন। আর অন্যান্য লোক তাঁর সাথে পর্যায়ক্রমে উমরা ও

---

১. এখানে তামাত্তু দ্বারা তামাত্তু-হজ্জের পারিভাষিক অর্থ বুঝানো হয়নি বরং অভিধানিক অর্থ অর্থাৎ (একই সফরে হজ্জ ও উমরা সম্পাদন দ্বারা) লাভবান হওয়া বা উপকৃত হওয়ার অর্থ বুঝানো হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) একই ইহ্‌রামে উমরা ও হজ্জের কাজ সমাধা করে লাভবান হওয়া অর্থে তামাত্তু শব্দ ব্যবহার করেছেন। কুরআন মজীদেও এ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। উল্লেখ্য সাহাবাদের নিকট তামাত্তু দ্বারা কিরানও বুঝা যেত।

হজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধলো। লোকদের মধ্যে কতিপয় ব্যক্তি 'হাদী' (কুরবানীর পশু) সাথে নিয়ে এসেছিল এবং তারা 'হাদী' সাথে নিয়ে চলল, আর তাদের মধ্যে কতক এমন ছিল যারা 'হাদী' (কুরবানীর পশু) নিয়ে আসেনি। তারপর যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মক্কায় আগমন করলেন, তখন তিনি লোকদের বললেন : তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি 'হাদী' (কুরবানীর পশু) এনেছে, সে হজ্জ আদায় করা পর্যন্ত তার জন্য যা হারাম করা হয়েছে তা থেকে হালাল হবে না। আর যে ব্যক্তি 'হাদী' (কুরবানীর জন্তু) আনে নি, সে যেন কা'বার তওয়াফ করে এবং সাফা মারওয়ার সাঈ করে এবং মাথার চুল ছাঁটে এবং হালাল হয়ে যায় (ইহ্‌রাম ভঙ্গ করে)। তারপর সে যেন (নতুন করে) হজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধে এবং 'হাদী' (কুরবানী) করে। আর যে ব্যক্তি 'হাদী' কুরবানী করতে সমর্থ না হয়, সে যেন হজ্জের মাসে তিন দিন সিয়াম পালন করে, এবং পরিবার-পরিজনের নিকট ফিরে আসার পর সাতদিন সিয়াম পালন করে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন মক্কায় আগমন করলেন, সর্বপ্রথম তওয়াফ করলেন এবং প্রথম রুকনে (ইয়ামানী) চুম্বন করলেন, তারপর তিনি সাত তওয়াফের তিন তওয়াফে রমল করলেন এবং চার তওয়াফে হাঁটলেন। তওয়াফ সমাপ্ত করে তিনি বায়তুল্লাহ্‌র নিকট মকামে ইবরাহীমে দু' রাকআত সালাত আদায় করলেন। তারপর তিনি সেখান হতে সাফায় আগমন করলেন এবং সাফা ও মারওয়ায় সাতবার সাঈ করলেন। পরে হজ্জ আদায় করার পূর্ব পর্যন্ত যা তাঁর জন্য হারাম ছিল, তার কোনটি করে হালাল হননি (ইহ্‌রাম ভঙ্গ করেন নি)। এরপর কুরবানীর দিন 'হাদী' কুরবানী করলেন এবং সেখান হতে প্রত্যাবর্তন করে বায়তুল্লাহ্‌র তওয়াফ করলেন। তারপর তাঁর জন্য যা হারাম ছিল তার সব কিছু হতে তিনি হালাল (বৈধতাসম্পন্ন) হলেন। পরে লোকদের মধ্যে যারা 'হাদী' (কুরবানীর পশু) এনেছিল বা সাথে নিয়ে এসেছিল, তারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যা করলেন তদ্রূপ করলো।

٢٧٣٤. اَخْبَرَنَا عَمْرُو ابْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ حَرْمَلَةَ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُوْلُ حَجَّ عَلِيٌّ وَعُثْمَانُ فَلَمَّا كُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيْقِ نَهَى عُثْمَانُ عَنِ التَّمَتُّعِ فَقَالَ عَلِيٌّ اِذَا رَأَيْتُمُوْهُ قَدِ ارْتَحَلَ فَارْتَحِلُوا فَلَبَّى عَلِيٌّ وَاَصْحَابُهُ بِالْعُمْرَةِ فَلَمْ يَنْهَهُمْ عُثْمَانُ فَقَالَ عَلِيٌّ اَلَمْ اُخْبَرْ اَنَّكَ تَنْهَى عَنِ التَّمَتُّعِ قَالَ بَلَى قَالَ لَهُ عَلِيٌّ اَلَمْ تَسْمَعْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ تَمَتَّعَ قَالَ بَلَى *

২৭৩৪. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - আবদুর রহমান ইব্‌ন হারমালা (র) বলেন : সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়্যাব (র)-কে বলতে শুনেছি যে, আলী ও উসমান (রা) হজ্জ করলেন। আমরা যখন পথিমধ্যে ছিলাম, তখন উসমান (রা) তামাত্তু' করতে নিষেধ করলেন। তখন আলী (রা) বললেন : যখন তোমরা তাকে প্রস্থান করতে দেখ তোমরাও প্রস্থান কর। পরে আলী (রা) এবং তাঁর অনুসারিগণ উমরার তালবিয়া পড়লেন। আর উসমান তাদেরকে নিষেধ করেন নি। আলী (রা) বললেন : আমাকে কি অবহিত করা হয়নি যে, আপনি তামাত্তু করতে নিষেধ করেন ? তিনি বললেন : হ্যাঁ। তখন আলী (রা) তাকে বললেন : আপনি কি শুনেন নি যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তামাত্তু' করেছেন ? তিনি বললেন : হ্যাঁ।

٢٧٣٥. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اَنَّهُ حَدَّثَهُ اَنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ اَبِي وَقَّاصٍ وَالضَّحَّاكَ بْنَ قَيْسٍ

عَامَ حَجَّ مُعَاوِيَةُ بْنُ اَبِى سُفْيَانَ وَهُمَا يَذْكُرَانِ التَّمَتُّعَ بِالْعُمْرَةِ اِلَى الْحَجِّ فَقَالَ الضَّحَّاكُ لاَيَصْنَعُ ذٰلِكَ اِلاَّ مَنْ جَهِلَ اَمْرَ اللّٰهِ تَعَالَى فَقَالَ سَعْدٌ بِئْسَمَا قُلْتَ يَا ابْنَ اَخِى قَالَ الضَّحَّاكُ فَاِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ نَهَى عَنْ ذٰلِكَ قَالَ سَعْدٌ قَدْ صَنَعَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَصَنَعْنَاهَا مَعَهُ *

২৭৩৫. কুতায়বা (র) - - - - মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস এবং দাহ্‌হাক ইব্‌ন কায়স (রা)-কে মুআবিয়া ইব্‌ন আবূ সুফিয়ানের হজ্জের বছর বলতে শুনেছেন : তারা হজ্জ ও উমরা সংযুক্ত করে তামাত্তু করার ব্যাপারে আলাপ করেছিলেন। দাহ্‌হাক (র) বলেন : "যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র আদেশের ব্যাপারে অজ্ঞ, সে ব্যতীত কেউই এরূপ করতে পারে না।" সা'দ (রা) বলেন : "হে ভ্রাতুষ্পুত্র ! তুমি যা বললে তা অত্যন্ত মন্দ।" তখন দাহ্‌হাক (র) বললেন : "উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) এরূপ করতে নিষেধ করেছেন।" সা'দ (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এরূপ করেছেন। আর আমরাও তাঁর সাথে এরূপ করেছি।"

٢٧٣٦. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ اَبِى مُوْسَى عَنْ اَبِى مُوْسَى اَنَّهُ كَانَ يُفْتِى بِالْمُتْعَةِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ رُوَيْدَكَ بِبَعْضِ فُتْيَاكَ فَاِنَّكَ لاَتَدْرِى مَا اَحْدَثَ اَمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ فِى النُّسُكِ بَعْدُ حَتَّى لَقِيْتُهُ فَسَاَلْتُهُ فَقَالَ عُمَرُ قَدْ عَلِمْتُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَدْ فَعَلَهُ وَلٰكِنْ كَرِهْتُ اَنْ يَظَلُّوْا مُعَرِّسِيْنَ بِهِنَّ فِى الاَرَاكِ ثُمَّ يَرُوْحُوْا بِالْحَجِّ تَقْطُرُ رُؤُسُهُمْ *

২৭৩৬. মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুসান্না ও মুহাম্মাদ বাশ্‌শার (র) - - - - আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি তামাত্তু হজ্জ-এর ফাতাওয়া দিতেন। তাকে এক ব্যক্তি বললেন : আপনি এ ধরনের ফাতাওয়া দান থেকে বিরত থাকুন। কেননা আপনি জানেন না আমীরুল মু'মিনীন হজ্জের আহকামে কি নতুন আদেশ করেছেন। পরে আমি তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করি। উত্তরে উমর (রা) বলেন : আমি নিশ্চিতরূপে জানি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তা করেছেন। কিন্তু লোক আরাকে[১] স্ত্রী সহবাস করে হজ্জে গমন করবে, আর তাদের মাথা থেকে পানি পড়তে থাকবে, তা আমার পছন্দনীয় নয়।

٢٧٣٧. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِىٍّ ابْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيْقٍ قَالَ اَنْبَاَنَا اَبِى قَالَ اَنْبَاَنَا اَبُو حَمْزَةَ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُوْلُ وَاللّٰهِ اِنِّى لاَنْهَاكُمْ عَنِ الْمُتْعَةِ وَاِنَّهَا لَفِى كِتَابِ اللّٰهِ وَلَقَدْ فَعَلَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَعْنِى الْعُمْرَةَ فِى الْحَجِّ *

২৭৩৭. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন হাসান (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি উমর (রা)-কে বলতে শুনেছি : আল্লাহ্‌র শপথ ! আমি তোমাদেরকে তামাত্তু থেকে নিষেধ করছি। অথচ ত-

১. 'আরাক' বাবলা জাতীয় গাছ। এখানে উদ্দেশ্য বনভূমি ও জংগল।

আল্লাহ্‌র কিতাবে বিদ্যমান রয়েছে এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তা করেছেন। অর্থাৎ তিনি হজ্জের সাথে উমরা করেছেন।

٢٧٣٨. اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ عَنْ طَاوُسٍ قَالَ قَالَ مُعَاوِيَةُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ اَعَلِمْتَ اَنِّى قَصَّرْتُ مِنْ رَأْسِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عِنْدَ الْمَرْوَةِ قَالَ لاَ يَقُوْلُ ابْنُ عَبَّاسٍ هٰذَا مُعَاوِيَةُ يَنْهَى النَّاسَ عَنِ الْمُتْعَةِ وَقَدْ تَمَتَّعَ النَّبِىُّ ﷺ *

২৭৩৮. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুর রহমান (র) - - - - তাঊস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : মুআবিয়া (রা) ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে বললেন, আপনি জানেন কি, আমি মারওয়ায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর মাথার চুল ছেঁটেছিলাম ? তিনি বললেন : না। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন : মুআবিয়া (রা) লোকদেরকে তামাত্তু করতে নিষেধ করেন, অথচ নবী ﷺ তামাত্তু করেছেন।

٢٧٣٩. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ قَيْسٍ وَهُوَ ابْنُ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِى مُوْسٰى قَالَ قَدِمْتُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ بِالْبَطْحَاءِ فَقَالَ بِمَا اَهْلَلْتَ قُلْتُ اَهْلَلْتُ بِاِهْلاَلِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ هَلْ سُقْتَ مِنْ هَدْىٍ قُلْتُ لاَ قَالَ فَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ حِلَّ فَطُفْتُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ اَتَيْتُ امْرَأَةً مِنْ قَوْمِى فَمَشَطَتْنِى وَغَسَلَتْ رَأْسِى فَكُنْتُ اُفْتِى النَّاسَ بِذٰلِكَ فِى اِمَارَةِ اَبِى بَكْرٍ وَاِمَارَةِ عُمَرَ وَاِنِّى لَقَائِمٌ بِالْمَوْسِمِ اِذْ جَاءَنِى رَجُلٌ فَقَالَ اِنَّكَ لاَتَدْرِى مَا اَحْدَثَ اَمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ فِى شَأْنِ النُّسُكِ قُلْتُ يَا اَيُّهَا النَّاسُ مَنْ كُنَّا اَفْتَيْنَاهُ بِشَىْءٍ فَلْيَتَّئِدْ فَاِنَّ اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ قَادِمٌ عَلَيْكُمْ فَائْتَمُّوْا بِهِ فَلَمَّا قَدِمَ قُلْتُ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ مَاهٰذَا الَّذِىْ اَحْدَثْتَ فِى شَأْنِ النُّسُكِ قَالَ اِنْ نَأْخُذْ بِكِتَابِ اللّٰهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَاِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ وَاَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ وَاِنْ نَأْخُذْ بِسُنَّةِ نَبِيِّنَا ﷺ فَاِنَّ نَبِيَّنَا ﷺ لَمْ يَحِلَّ حَتّٰى نَحَرَ الْهَدْىَ *

২৭৩৯. মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুসান্না (র) - - - - আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি (ইয়ামান থেকে) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট এলাম। তখন তিনি 'বাতহায়' ছিলেন। তিনি বললেন : কিসের ইহ্‌রাম করেছ ? আমি বললাম : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যার ইহ্‌রাম পাঠ করেছেন, আমিও তার ইহ্‌রাম পাঠ করেছি। তিনি বললেন : তুমি কি 'হাদী' (কুরবানীর পশু) সাথে নিয়ে এসেছ ? আমি বললাম : না। তিনি বললেন : তা হলে তুমি প্রথমে বায়তুল্লাহ্‌র তাওয়াফ ও সাফা মারওয়ায় সাঈ কর, তারপর হালাল হয়ে যাও। (ইহ্‌রাম ভঙ্গ কর)। আমি বায়তুল্লাহ্‌র তওয়াফ এবং সাফা মারওয়ার সাঈ করলাম এরপর আমার বংশের একজন মহিলার নিকট গেলাম, সে আমার মাথা আঁচড়িয়ে ও মাথা ধুইয়ে দিল। আমি লোকদেরকে আবূ বকর ও উমরের খিলাফতের সময় এই ফাতাওয়াই দিতাম*। আমি এক হজ্জের মওসুমে দাঁড়িয়ে আছি, এমন সময় এক ব্যক্তি এসে বললেন :

আমীরুল মু'মিনীন হজ্জের ব্যাপারে যে নতুন কথা বলছেন, তা কি আপনি জানেন না ? আমি বললাম : হে লোকসকল ! আমি যাকে কোন ফাতাওয়া দিয়েছি সে যেন তাড়াহুড়া না করে। কেননা তোমাদের নিকট আমীরুল মু'মিনীন শীঘ্রই আসছেন, তাঁর অনুসরণ কর। যখন তিনি আগমন করলেন, তখন আমি বললাম : হে আমীরুল মু'মিনীন ! হজ্জের ব্যাপারে আপনি কি নতুন বিধান প্রবর্তন করেছেন ? তিনি বললেন : আমরা যদি আল্লাহ্‌র কিতাব অনুসরণ করতে চাই তাহলে মহান মহিয়ান আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন : "তোমরা আল্লাহ্‌র জন্য হজ্জ এবং উমরা পূর্ণ (সতন্ত্র আদায়) কর।" আর আমরা যদি আমাদের নবী ﷺ-এর সুন্নত অনুযায়ী কাজ করি তবে তিনি তো কুরবানী করার পূর্বে হালাল হননি (ইহ্‌রাম ভঙ্গ করেন নি)।

٢٧٤٠. اَخْبَرَنِىْ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ يَعْقُوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَاسِعٍ عَنْ مُطَرِّفٍ قَالَ قَالَ لِىْ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَدْ تَمَتَّعَ وَتَمَتَّعْنَا مَعَهُ قَالَ فِيْهَا قَائِلٌ بِرَأْيِهِ *

২৭৪০. ইবরাহীম ইব্‌ন ইয়াকূব (র) - - - - মুতাররিফ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমাকে ইমরান ইব্‌ন হুসায়ন (রা) বলেছেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তামাত্তু করেছেন এবং তাঁর সাথে আমরাও তামাত্তু করেছি। এ ব্যাপারে কেউ কেউ তার (ব্যক্তিগত) মত ব্যক্ত করেছেন।

تَرْكُ التَّسْمِيَةِ عِنْدَ الْاِهْلاَلِ

তাল্‌বিয়া পাঠের সময় বিসমিল্লাহ্ না পড়া

٢٧٤١. اَخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ قَالَ اَتَيْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ حَجَّةِ النَّبِىِّ ﷺ فَحَدَّثَنَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَكَثَ بِالْمَدِيْنَةِ تِسْعَ حِجَجٍ ثُمَّ اُذِّنَ فِى النَّاسِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِىْ حَاجٍّ هٰذَا الْعَامِ فَنَزَلَ الْمَدِيْنَةَ بَشَرٌ كَثِيْرٌ كُلُّهُمْ يَلْتَمِسُ اَنْ يَأْتَمَّ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَيَفْعَلُ مَا يَفْعَلُ فَخَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِخَمْسٍ بَقِيْنَ مِنْ ذِى الْقَعْدَةِ وَخَرَجْنَا مَعَهُ قَالَ جَابِرٌ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَ اَظْهُرِنَا عَلَيْهِ يَنْزِلُ الْقُرْاٰنُ وَهُوَ يَعْرِفُ تَأْوِيْلَهُ وَمَا عَمِلَ بِهِ مِنْ شَىْءٍ عَمِلْنَا فَخَرَجْنَا لاَنَنْوِىْ اِلاَّ الْحَجَّ *

২৭৪১. ইয়াকূব ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - জা'ফর ইব্‌ন মুহাম্মাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আমার পিতা আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, আমি জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা)-এর নিকট গিয়ে তাঁকে নবী ﷺ-এর হজ্জ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মদীনায় নয় বছর (হজ্জ না করে) অবস্থান করেন। তারপর জনসাধারণের মধ্যে সংবাদ দেয়া হলো যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এ বছর হজ্জ করতে যাবেন। এ সংবাদে মদীনায় বহু লোকের সমাগম হলো। সকলেই কামনা করছিলো যে, তারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর অনুসরণ

(করে হজ্জ সমাপন) করবেন এবং তিনি যা করেন তা করবেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যিলকা'দা মাসের পাঁচ দিন বাকী থাকতে মদীনা থেকে বের হন। আর আমরাও তাঁর সাথে বের হই। জাবির (রা) বলেন : এসময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের মধ্যেই ছিলেন, তাঁর উপর কুরআন অবতীর্ণ হচ্ছিল আর তিনি এর মর্ম অনুধাবন করতেন। তিনি তদনুযায়ী যা করতেন, আমরাও তা করতাম। আমরা একমাত্র হজ্জের উদ্দেশ্যেই বের হয়েছিলাম।

٢٧٤٢. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لِمُحَمَّدٍ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا لاَنَنْوِى اِلاَّ الْحَجَّ فَلَمَّا كُنَّا بِسَرِفَ حِضْتُ فَدَخَلَ عَلَىَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَنَا اَبْكِى فَقَالَ اَحِضْتِ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ اِنَّ هٰذَا شَىْءٌ كَتَبَهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى بَنَاتِ اٰدَمَ فَاقْضِىْ مَا يَقْضِى الْمُحْرِمُ غَيْرَ اَنْ لاَ تَطُوْفِى بِالْبَيْتِ *

২৭৪২. মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইয়াযীদ ও হারিস ইব্ন মিসকীন (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা সফরে বের হলাম। হজ্জ ব্যতীত আমাদের আর কোন উদ্দেশ্য ছিল না। সারিফ নামক স্থানে পৌঁছার পর আমি ঋতুমতী হই। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার নিকট আসলেন। আমি তখন কাঁদছিলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : তোমার কি ঋতুস্রাব দেখা দিয়েছে? আমি বললাম : হ্যাঁ। তিনি বললেন : ইহা এমন বিষয় যা আল্লাহ্ তা'আলা আদমের কন্যা সন্তানদের উপর নির্ধারিত করেছেন। তুমি মুহরিম ব্যক্তি হজ্জের যে সকল কাজ করে তুমিও বায়তুল্লাহ্র তাওয়াফ ব্যতীত তা করতে থাক।

اَلْحَجُّ بِغَيْرِ نِيَّةٍ يَقْصِدُهُ الْمُحْرِمُ

মুহরিম ব্যক্তির সুনির্দিষ্ট নিয়্যত ব্যতীত হজ্জ আদায় করা

٢٧٤٣. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الاَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ اَخْبَرَنِىْ قَيْسُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ طَارِقَ بْنَ شِهَابٍ قَالَ قَالَ اَبُو مُوْسَى اَقْبَلْتُ مِنَ الْيَمَنِ وَالنَّبِىُّ ﷺ مُنِيْخٌ بِالْبَطْحَاءِ حَيْثُ حَجَّ فَقَالَ اَحَجَجْتَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ كَيْفَ قُلْتَ قَالَ قُلْتُ لَبَّيْكَ بِاِهْلاَلٍ كَاِهْلاَلِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ فَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَاَحِلَّ فَفَعَلْتُ ثُمَّ اَتَيْتُ امْرَاَةً فَفَلَتْ رَاْسِى فَجَعَلْتُ اُفْتِى النَّاسَ بِذٰلِكَ حَتَّى كَانَ فِى خِلاَفَةِ عُمَرَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا اَبَا مُوسَى رُوَيْدَكَ بَعْضَ فُتْيَاكَ فَاِنَّكَ لاَتَدْرِى مَا اَحْدَثَ اَمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ فِى النُّسُكِ بَعْدَكَ قَالَ اَبُوْ مُوْسَى يَا اَيُّهَا النَّاسُ مَنْ كُنَّا اَفْتَيْنَاهُ فَلْيَتَّئِدْ فَاِنَّ اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ قَادِمٌ عَلَيْكُمْ فَائْتَمُّوْا بِهِ وَقَالَ عُمَرُ اِنْ نَاْخُذْ بِكِتَابِ اللّٰهِ فَاِنَّهُ يَاْمُرُنَا بِالتَّمَامِ وَاِنْ نَاْخُذْ بِسُنَّةِ النَّبِىِّ ﷺ فَاِنَّ النَّبِىَّ ﷺ لَمْ يَحِلَّ حَتَّى بَلَغَ الْهَدْىُ مَحِلَّهُ *

২৭৪৩. মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল 'আলা (র) - - - - তারিক ইব্ন শিহাব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আবূ মূসা (রা) বলেছেন : আমি ইয়ামান থেকে আসলাম। তখন নবী ﷺ বাতহায় অবস্থানরত ছিলেন। যখন তিনি হজ্জ আদায় করেন। তিনি আমাকে বলেন : তুমি কি হজ্জ (-এর ইহ্‌রাম) করেছ ? আমি বললাম : হ্যাঁ। তিনি বললেন : তুমি কিরূপ বলেছ (নিয়্যত করেছ) ? তিনি বলেন : আমি বললাম : "আমি নবী ﷺ-এর ইহ্‌রামের ন্যায় ইহ্‌রাম করলাম। তিনি বললেন : তাহলে বায়তুল্লাহ্‌র তওয়াফ কর এবং সাফা মারওয়ার সাঈ কর এবং (ইহ্‌রাম ভঙ্গ করে) হালাল হয়ে যাও। আমি তা-ই করলাম। তারপর আমি এক মহিলার নিকট আসলাম, সে আমার মাথা বেছে দিল (উকুন বের করলো)। এরপর আমি লোকদেরকে এরূপ ফাতাওয়া দিতে লাগলাম। এমনকি উমর (রা)-এর খিলাফতকালেও। তখন তাঁকে এক ব্যক্তি বললো : হে আবূ মূসা ! এরূপ ফাতাওয়া দেয়া থেকে আপনি বিরত থাকুন। কেননা জানেন না আপনার পরে আমীরুল মু'মিনীন হজ্জের আহ্‌কামে কি নতুন বিধান দিয়েছেন। আবূ মূসা বললেন : হে লোকসকল ! আমি যাকে ফাতাওয়া দিয়েছি, সে যেন অপেক্ষা করে। কেননা আমীরুল মু'মিনীন তোমাদের নিকট আগমন করছেন। তোমরা তাঁর অনুসরণ করবে। উমর (রা) বললেন : আমরা যদি আল্লাহ্‌র কিতাব অনুসারে কাজ করতে চাই তবে তিনি তো আমাদেরকে (হজ্জ ও উমরা স্বতন্ত্র রূপে) আহকাম পূর্ণ করতে আদেশ করেছেন। আর আমরা নবী ﷺ-এর সুন্নত অনুযায়ী কাজ করলে নবী ﷺ ইহ্‌রাম ভঙ্গ করেন নি, যতক্ষণ না কুরবানীর পশু যবাই-এর স্থানে পৌঁছে যেতো।

٢٧٤٤. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِى قَالَ اَتَيْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ حَجَّةِ النَّبِىِّ ﷺ فَحَدَّثَنَا اَنَّ عَلِيًّا قَدِمَ مِنَ الْيَمَنِ بِهَدْىٍ وَسَاقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنَ الْمَدِيْنَةِ هَدْيًا قَالَ لِعَلِىٍّ بِمَا اَهْلَلْتَ قَالَ قُلْتُ اَللّٰهُمَّ اِنِّى اُهِلُّ بِمَا اَهَلَّ بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَمَعِىَ الْهَدْىُ قَالَ فَلاَ تَحِلُّ *

২৭৪৪. মুহাম্মাদ ইব্ন মুসান্না (র) - - - - জা'ফর ইব্ন মুহাম্মাদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমার পিতা আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন : আমরা জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা)-এর নিকট এসে তাকে নবী ﷺ -এর হজ্জ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি আমাদের নিকট বর্ণনা করলেন : আলী (রা) ইয়ামান থেকে আগমন করলেন 'হাদী' (কুরবানীর জন্তু) নিয়ে। আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ও মদীনা থেকে 'হাদী' (কুরবানীর পশু) এনেছিলেন। তিনি আলী (রা)-কে বললেন : তুমি কিসের ইহ্‌রাম (নিয়্যত) করেছ ? তিনি বললেন : আমি বলেছি : হে আল্লাহ্ ! আমি ইহ্‌রাম করছি, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যার ইহ্‌রাম করেছেন। আর আমার সাথে রয়েছে 'হাদী' (কুরবানীর পশু)। তিনি (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ) বললেন : তাহলে তুমি (হজ্জ সম্পন্ন না করা পর্যন্ত) হালাল হবে না।

٢٧٤٥. اَخْبَرَنِى عِمْرَانُ بْنُ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ عَطَاءٌ قَالَ جَابِرٌ قَدِمَ عَلِىٌّ مِنْ سِعَايَتِهِ فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ ﷺ بِمَا اَهْلَلْتَ يَاعَلِىُّ قَالَ بِمَا اَهَلَّ بِهِ النَّبِىُّ ﷺ قَالَ فَاهْدِ وَامْكُثْ حَرَامًا كَمَا اَنْتَ قَالَ وَاَهْدَى عَلِىٌّ لَهُ هَدْيًا *

২৭৪৫. ইমরান ইব্ন ইয়াযীদ (র) - - - - জাবির (রা) বর্ণনা করেছেন : আলী (রা) ইয়ামানে তাঁর

সাদাকা-জিয্য়া আদায়ের কর্তব্য পালন করে আগমন করলেন। তখন নবী ﷺ তাঁকে বললেন : হে আলী (রা) ! তুমি কিরূপ ইহ্‌রাম করেছ ? তিনি বললেন : নবী ﷺ যেরূপ ইহ্‌রাম করেছেন। নবী ﷺ বললেন : তাহলে তুমি 'হাদী' (কুরবানীর জন্তু) সাথে রাখ এবং মুহরিম অবস্থায় থাক, যেমন তুমি আছ। রাবী বলেন : আলী (রা) তাঁর নিজের জন্য 'হাদী' (কুরবানীর জন্তু) সাথে নিয়ে এসেছিলেন।

٢٧٤٦. اَخْبَرَنِى اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنِى يَحْيَى بْنُ مَعِيْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ كُنْتُ مَعَ عَلِىٍّ حِيْنَ اَمَّرَهُ النَّبِىُّ ﷺ عَلَى الْيَمَنِ فَأَصَبْتُ مَعَهُ أَوَاقِىَ فَلَمَّا قَدِمَ عَلِىٌّ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ قَالَ عَلِىٌّ وَجَدْتُ فَاطِمَةَ قَدْ نَضَحَتِ الْبَيْتَ بِنَضُوْحٍ قَالَ فَتَخَطَّيْتُهُ فَقَالَتْ لِى مَالَكَ فَاِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَدْ اَمَرَ اَصْحَابَهُ فَأَحَلُّوْا قَالَ قُلْتُ اِنِّىْ اَهْلَلْتُ بِاِهْلَالِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ فَأَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ لِى كَيْفَ صَنَعْتَ قُلْتُ اِنِّى اَهْلَلْتُ بِمَا اَهْلَلْتَ قَالَ فَاِنِّىْ قَدْ سُقْتُ الْهَدْىَ وَقَرَنْتُ *

২৭৪৬. আহমদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন জা'ফর (র) - - - - বারা' (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি আলী (রা)-এর সাথে ছিলাম, যখন নবী ﷺ তাকে ইয়ামানে আমীর (প্রশাসক) নিযুক্ত করে পাঠান। তাঁর সাথে আমি কিছু উকিয়া (রৌপ্য মুদ্রা) পেলাম। যখন আলী (রা) নবী ﷺ -এর নিকট এলেন। তখন আলী (রা) বললেন : আমি ফাতিমা (রা)-কে পেলাম যে, সে তার ঘরকে নাদূহ[১] সুগন্ধি দ্বারা সুরভিত করে রেখেছে। আমি তাকে দোষারোপ করলাম (এবং তার নিকট থেকে দূরে রইলাম)। সে আমাকে বললেন : আপনার কি হলো ? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর সাহাবিগণকে (হালাল হওয়ার) আদেশ করেছেন, এবং তাঁরা হালাল হয়েছেন (ইহ্‌রাম ভঙ্গ করেছেন)। আলী (রা) বলেন : আমি বললাম : আমি তো রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর ইহ্‌রামের অনুরূপ ইহ্‌রাম করেছি। তিনি বলেন : তারপর আমি নবী ﷺ -এর নিকট এলাম। তিনি আমাকে বললেন : তুমি কি করেছ ? আমি বললাম : আমি আপনার ইহ্‌রামের ন্যায় ইহ্‌রাম করেছি। তিনি বললেন : আমি তো 'হাদী' (কুরবানীর পশু) সাথে এনেছি এবং কিরান হজ্জের নিয়্যত করেছি।

اِذَا اَهَلَّ بِعُمْرَةٍ هَلْ يَجْعَلُ مَعَهَا حَجًّا

উমরার ইহ্‌রাম করলে তার সাথে হজ্জ সংযুক্ত করা যাবে কি ?

٢٧٤٧. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ اَرَادَ الْحَجَّ عَامَ نَزَلَ الْحَجَّاجُ بِابْنِ الزُّبَيْرِ فَقِيْلَ لَهُ اِنَّهُ كَائِنٌ بَيْنَهُمْ قِتَالٌ وَاَنَا اَخَافُ اَنْ يَصُدُّوْكَ قَالَ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِى رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ اِذًا اَصْنَعُ كَمَا صَنَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنِّى اُشْهِدُكُمْ اَنِّى قَدْ اَوْجَبْتُ عُمْرَةً ثُمَّ خَرَجَ حَتَّى اِذَا كَانَ بِظَاهِرِ الْبَيْدَاءِ قَالَ مَاشَاْنُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ اِلاَّ وَاحِدٌ اُشْهِدُكُمْ اَنِّى قَدْ اَوْجَبْتُ حَجًّا مَعَ عُمْرَتِى وَاَهْدَى هَدْيًا اشْتَرَاهُ بِقُدَيْدٍ ثُمَّ انْطَلَقَ يُهِلُّ بِهِمَا جَمِيْعًا حَتَّى قَدِمَ

১. নাদূহ এক প্রকার সুগন্ধি, যার সৌরভ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

مَكَّةَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذٰلِكَ وَلَمْ يَنْحَرْ وَلَمْ يَحْلِقْ وَلَمْ يُقَصِّرْ وَلَمْ يَحِلَّ مِنْ شَىْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ فَنَحَرَ وَحَلَقَ فَرَأَى اَنْ قَدْ قَضَى طَوَافَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ بِطَوَافِهِ الْاَوَّلِ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ كَذٰلِكَ فَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ *

২৭৪৭. কুতায়বা (র) - - - - নাফি' (র) থেকে বর্ণিত যে, (একবার) ইব্‌ন উমর (রা) হজ্জের ইচ্ছা করলেন। যে বছর হাজ্জাজ ইব্‌ন যুবায়র (রা)-এর সাথে যুদ্ধ করার জন্য এসেছিল। তাঁকে বলা হলো যে, তাদের মধ্যে যুদ্ধ লেগে যাবে এবং আমার ভয় হচ্ছে তারা আপনাকে হজ্জ বাঁধাগ্রস্ত করবে। তিনি বললেন : "তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে।" যদি অবস্থা তা-ই হয়, তা হলে আমি তা-ই করবো — যা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ করেছিলেন। আমি তোমাদেরকে সাক্ষী রেখে বলছি যে, আমি আমার উপর উমরা ওয়াজিব করে নিয়েছি (ইহ্‌রাম করেছি)। তারপর তিনি বের হলেন। পরে যখন তিনি 'বায়দা' নামক স্থানে উপস্থিত হলেন, তখন বললেন : হজ্জ এবং উমরার অবস্থা একই। আমি তোমাদেরকে সাক্ষী রেখে বলছি, আমি আমার উমরার সাথে হজ্জও ওয়াজিব করে নিয়েছি (হজ্জের ও ইহ্‌রাম করলাম)। আর তিনি একটি 'হাদী' (কুরবানীর পশু) এনেছিলেন, যা তিনি কুদায়াদ নামক স্থান থেকে ক্রয় করেছিলেন। তারপর তিনি হজ্জ এবং উমরাহ উভয়ের তালবিয়া পড়তে পড়তে চলতে থাকলেন। পরে তিনি মক্কায় আগমন করে বায়তুল্লাহ্‌র তওয়াফ এবং সাফা ও মারওয়ার সাঈ করেন। এর অতিরিক্ত তিনি কিছু করেন নি। হাদী যবাই করলেন না, মাথা মুণ্ডালেন না, চুলও কাটালেন না এবং যে সকল বস্তু হারাম ছিল, তার কোনটি থেকে 'হালাল' হলেন না। এভাবে কুরবানীর দিন উপস্থিত হলো। তারপর তিনি (হাদী) যবাই (কুরবানী) করলেন ও মাথা মুণ্ডন করলেন। তিনি মনে করলেন যে, প্রথম তওয়াফ দ্বারাই হজ্জ ও উমরার তওয়াফ পূর্ণ করেছেন। ইব্‌ন উমর (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এরূপই করেছেন।

كَيْفَ التَّلْبِيَةُ

কিরূপে তাল্‌বিয়া পড়তে হয় ?

٢٧٤٨. اَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اِنَّ سَالِمًا اَخْبَرَنِىْ اَنَّ اَبَاهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُهِلُّ يَقُوْلُ لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لاَشَرِيْكَ لَكَ وَاِنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَرْكَعُ بِذِى الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ اِذَا اسْتَوَتْ بِهِ النَّاقَةُ قَائِمَةً عِنْدَ مَسْجِدِ ذِى الْحُلَيْفَةِ اَهَلَّ بِهٰؤُلاَءِ الْكَلِمَاتِ *

২৭৪৮. ঈসা ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - ইব্‌ন শিহাব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : সালিম (র) আমাকে সংবাদ দিয়েছেন যে, তাঁর পিতা বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে তাল্‌বিয়া পাঠ করতে শুনেছি। তিনি বলছিলেন : لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لاَشَرِيْكَ لَكَ (অর্থ : আমি হাযির, হাযির, হে আল্লাহ্ ! হাযির আমি হাযির ! হাযির আমি হাযির ! আপনার

কোন শরীর নেই। হাযির আমি হাযির ! সমস্ত প্রশংসা ও নি'আমাত (এর অধিকার) আপনার এবং (সমগ্র) রাজত্ব; (এসবে) আপনার কোন শরীক-অংশীদার নেই। আর আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর বলতেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যুলহুলায়ফায় দু'রাক'আত সালাত আদায় করতেন। তারপর যখন তিনি যুলহুলায়ফা মসজিদের নিকট উটনীর উপর আরোহণ করতেন, তখন তিনি ঐ সকল বাক্য দিয়ে তালবিয়া পাঠ করতেন।

٢٧٤٩. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ زَيْدًا وَاَبَا بَكْرٍ ابْنَىْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ اَنَّهُمَا سَمِعَا نَافِعًا يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لاَشَرِيْكَ لَكَ ٭

২৭৪৯. আহমাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ আল-হাকাম (র) - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলতেন : لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لاَشَرِيْكَ لَكَ

٢٧٥٠. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ تَلْبِيَةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لاَشَرِيْكَ لَكَ ٭

২৭৫০. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর তালবিয়া ছিল : لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لاَشَرِيْكَ لَكَ

٢٧٥١. اَخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ اَنْبَاَنَا اَبُوْ بِشْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كَانَتْ تَلْبِيَةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لاَشَرِيْكَ لَكَ وَزَادَ فِيْهِ ابْنُ عُمَرَ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِىْ يَدَيْكَ وَالرَّغْبَاءُ اِلَيْكَ وَالْعَمَلُ ٭

২৭৫১. ইয়াকূব ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর তালবিয়া ছিল : لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لاَشَرِيْكَ لَكَ ইব্‌ন উমর (রা) তাতে আরও বাড়িয়ে বলেছেন : لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِىْ يَدَيْكَ وَالرَّغْبَاءُ اِلَيْكَ وَالْعَمَلُ[১]

১ অর্থ : (শেষের অংশ:) আমি হাযির, হাযির ! আপনার সমীপে সৌভাগ্য প্রত্যাশী, সৌভাগ্য প্রত্যাশী ! যাবতীয় 'কল্যাণ' আপনার দু' হাতে আকর্ষণ ও প্রত্যাশা আপনার কাছেই এবং আমল ও (আপনার সমীপে)।

২৭৫২. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبَانَ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ كَانَ مِنْ تَلْبِيَةِ النَّبِيِّ ﷺ لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ *

২৭৫২. আহমাদ ইব্ন আবদা (র) - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী ﷺ-এর তালবিয়া ছিল : لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ

২৭৫৩. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ مِنْ تَلْبِيَةِ النَّبِيِّ ﷺ لَبَّيْكَ إِلٰهَ الْحَقِّ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ لاَ أَعْلَمُ أَحَدًا أَسْنَدَ هٰذَا عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْفَضْلِ إِلاَّ عَبْدَ الْعَزِيْزِ رَوَاهُ إِسْمَاعِيْلُ بْنُ أُمَيَّةَ عَنْهُ مُرْسَلاً *

২৭৫৩. কুতায়বা (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী ﷺ-এর তালবিয়ার মধ্যে ছিল : لَبَّيْكَ إِلٰهَ الْحَقِّ (হে সত্যের ইলাহ্, হাজিয আপনার কাছে, হাযির ! আবূ আবদুর রহমান বলেন : আবদুল আযীয ব্যতীত আবদুল্লাহ্ ইব্ন ফজল থেকে অন্য কেউ এটা বর্ণনা করেছেন বলে জানা নেই। ইসমাঈল ইব্ন উমাইয়া তাঁর থেকে মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন।

رَفْعُ الصَّوْتِ بِالْإِهْلاَلِ
উঁচু স্বরে তালবিয়া পড়া

২৭৫৪. أَخْبَرَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ابْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ابْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ خَلاَّدِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ جَاءَنِي جِبْرِيْلُ فَقَالَ لِي يَا مُحَمَّدُ مُرْ أَصْحَابَكَ أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالتَّلْبِيَةِ *

২৭৫৪. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - - খাল্লাদ ইব্ন সাইব তার পিতা থেকে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন : জিবরাঈল (আ) আমার নিকট এসে আমাকে বলেন : হে মুহাম্মাদ ﷺ ! আপনি আপনার সাহাবিগণকে বলে দিন, তারা যেন উঁচু স্বরে তালবিয়া পাঠ করে।

اَلْعَمَلُ فِي الْإِهْلاَلِ
তালবিয়ার করণীয়

২৭৫৫. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ عَنْ خُصَيْفٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أَهَلَّ فِي دُبُرِ الصَّلاَةِ *

২৭৫৫. কুতায়বা (র) - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সালাতের পর তালবিয়া পাঠ করেন।

٢٧٥٦. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَنْبَأَنَا النَّضْرُ قَالَ حَدَّثَنَا اَشْعَثُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ بِالْبَيْدَاءِ ثُمَّ رَكِبَ وَصَعِدَ جَبَلَ الْبَيْدَاءِ وَاَهَلَّ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ حِيْنَ صَلَّى الظُّهْرَ *

২৭৫৬. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বায়দা নামক স্থানে জুহরের সালাত আদায় করে সওয়ার হলেন এবং বায়দার পাহাড়ে আরোহণ করলেন আর জুহরের সালাত আদায়ের পর হজ্জ ও উমরার তালবিয়া পাঠ করলেন।

٢٧٥٧. اَخْبَرَنِىْ عِمْرَانُ بْنُ يَزِيْدَ قَالَ اَنْبَأَنَا شُعَيْبُ قَالَ اَخْبَرَنِى ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَابِرٍ فِىْ حَجَّةِ النَّبِىِّ ﷺ فَلَمَّا اَتَى ذَاالْحُلَيْفَةِ صَلَّى وَهُوَ صَامِتٌ حَتَّى اَتَى الْبَيْدَاءَ *

২৭৫৭. ইমরান ইব্ন ইয়াযীদ (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ -এর হজ্জ সম্বন্ধে বলেন : যখন তিনি যুলহুলায়ফায় আগমন করেন, তখন তিনি সালাত আদায় করেন এবং বায়দায় আসা পর্যন্ত নীরব থাকেন।

٢٧٥٨. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمٍ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَاهُ يَقُوْلُ بَيْدَاءُ كُمْ هٰذِهِ الَّتِى تَكْذِبُوْنَ فِيْهَا عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَا اَهَلَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلاَّ مِنْ مَسْجِدِ ذِى الْحُلَيْفَةِ *

২৭৫৮. কুতায়বা (র) - - - - সালিম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি তাঁর পিতাকে বলতে শুনেছেন : তোমাদের এ বায়দা যার ব্যাপারে তোমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সম্বন্ধে অসত্য বলছো। (কেননা,) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যুলহুলায়ফার মসজিদ ব্যতীত অন্য কোথাও থেকে তালবিয়া পড়া আরম্ভ করেন নি।

٢٧٥٩. اَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ اَخْبَرَهُ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَرْكَبُ رَاحِلَتَهُ بِذِى الْحُلَيْفَةِ ثُمَّ يُهِلُّ حِيْنَ تَسْتَوِى بِهِ قَائِمَةً *

২৭৫৯. ঈসা ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - - ইব্ন শিহাব (র) থেকে বর্ণিত যে, সালিম ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র) তাকে অবহিত করেছেন যে, আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) বলেছেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে যুলহুলায়ফায় তাঁর সওয়ারীতে আরোহণ করতে দেখেছি। পরে যখন তিনি স্থির হয়ে সওয়ারীতে উপবিষ্ট হতেন তখন তালবিয়া পাঠ করতেন।

٢٧٦٠. أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ أَنْبَأَنَا شُعَيْبٌ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ ح وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ يَعْنِي ابْنَ يُوسُفَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُخْبِرُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَهَلَّ حِينَ اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ *

২৭৬০. ইমরান ইব্ন ইয়াযীদ ও মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমাঈল (র) - - - - ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন তাঁর সওয়ারীতে স্থির হয়ে উপবেশন করতেন, তখন তালবিয়া পাঠ করতেন।

٢٧٦١. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ وَابْنُ جُرَيْجٍ وَابْنُ إِسْحَقَ وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ رَأَيْتُكَ تُهِلُّ إِذَا اسْتَوَتْ بِكَ نَاقَتُكَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُهِلُّ إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتُهُ وَانْبَعَثَتْ *

২৭৬১. মুহাম্মাদ ইব্ন আলা (র) - - - - উবায়দ ইব্ন জুরায়জ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি ইব্ন উমর (রা)-কে বললাম : আমি আপনাকে দেখলাম যে, স্বীয় উটনী যখন স্থির হয়ে দাঁড়ায়, তখন আপনি তালবিয়া পাঠ করেন ? তিনি বললেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন তাঁর উটনী স্থির হয়ে দাঁড়াতে এবং চলতে উদ্যত হত, তখন তিনি তালবিয়া পাঠ করতেন।

إِهْلَالُ النُّفَسَاءِ

(প্রসব পরবর্তী) নিফাসগ্রস্ত নারীর তালবিয়া পাঠ (ইহ্রাম বাঁধা)

٢٧٦٢. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنْ شُعَيْبٍ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ أَقَامَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ تِسْعَ سِنِينَ لَمْ يَحُجَّ ثُمَّ أَذَّنَ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ فَلَمْ يَبْقَ أَحَدٌ يَقْدِرُ أَنْ يَأْتِيَ رَاكِبًا أَوْ رَاجِلًا إِلَّا قَدِمَ فَتَدَارَكَ النَّاسُ لِيَخْرُجُوا مَعَهُ حَتَّى جَاءَ ذَا الْحُلَيْفَةِ فَوَلَدَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ مُحَمَّدَ ابْنَ أَبِي بَكْرٍ فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اغْتَسِلِي وَاسْتَثْفِرِي بِثَوْبٍ ثُمَّ أَهِلِّي فَفَعَلَتْ مُخْتَصَرٌ *

২৭৬২. মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবদুল হাকাম (র) - - - - জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (মদীনায়) নয় বছর হজ্জ না করে অবস্থান করেন। তারপর তিনি লোকদেরকে হজ্জের ব্যাপারে ঘোষণা দিলেন। ফলে যে সওয়ার হয়ে অথবা পদব্রজে আসার ক্ষমতা রাখতো, এমন কেউ আসতে বাকী রইলো না। তারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে হজ্জে বের (শরীক) হওয়ার জন্য ভিড়াভিড়ি করল। এমনিভাবে তিনি ﷺ যুলহুলায়ফায় পৌঁছলেন। সেখানে আসমা বিন্ত উমায়স মুহাম্মাদ ইব্ন আবূ বকরকে প্রসব করেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট এ সংবাদ পাঠালে তিনি বললেন : গোসল করে

একখানা কাপড় দিয়ে মযবুত করে (লজ্জাস্থান) বেঁধে নাও, তারপর ইহ্‌রাম বাঁধ (তালবিয়া পাঠ কর)। তিনি তা-ই করেন। (সংক্ষিপ্ত)

٢٧٦٣. اَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ اَنْبَأَنَا اِسْمَاعِيْلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَابِرٍ (رض) قَالَ نَفِسَتْ اَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ مُحَمَّدَ ابْنَ اَبِي بَكْرٍ فَاَرْسَلَتْ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ تَسْأَلُهُ كَيْفَ تَفْعَلُ فَاَمَرَهَا اَنْ تَغْتَسِلَ وَتَسْتَثْفِرَ بِثَوْبِهَا وَتُهِلَّ *

২৭৬৩. আলী ইব্‌ন হুজ্‌র (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আসমা বিন্‌ত উমায়স- মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবূ বকরকে প্রসব করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট সংবাদ পাঠিয়ে জিজ্ঞাসা করেন যে, তাঁকে ঐ অবস্থায় কি করতে হবে ? তখন তিনি তাকে গোসল করতে এবং (লজ্জাস্থানে) একখানা কাপড় শক্ত করে বেঁধে নিয়ে তালবিয়া পড়তে আদেশ করেন।

فِى الْمُهِلَّةِ بِالْعُمْرَةِ تَحِيْضُ وَتَخَافُ فَوْتَ الْحَجِّ .

উমরার তালবিয়া পাঠ (করে ইহ্‌রাম)কারিণী যদি ঋতুমতী হয় এবং হজ্জ অনাদায়ী হওয়ার আশংকা করে

٢٧٦٤. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ اَقْبَلْنَا مُهِلِّيْنَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِحَجٍّ مُفْرَدٍ وَاَقْبَلَتْ عَائِشَةُ مُهِلَّةً بِعُمْرَةٍ حَتّٰى اِذَا كُنَّا بِسَرِفَ عَرَكَتْ حَتّٰى اِذَا قَدِمْنَا طُفْنَا بِالْكَعْبَةِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَاَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يَحِلَّ مِنَّا مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْىٌ قَالَ فَقُلْنَا حِلُّ مَاذَا قَالَ الْحِلُّ كُلُّهُ فَوَاقَعْنَا النِّسَاءَ وَتَطَيَّبْنَا بِالطِّيْبِ وَلَبِسْنَا ثِيَابَنَا وَلَيْسَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَةَ اِلاَّ اَرْبَعُ لَيَالٍ ثُمَّ اَهْلَلْنَا يَوْمَ التَّرْوِيَةِ ثُمَّ دَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى عَائِشَةَ فَوَجَدَهَا تَبْكِى فَقَالَ مَاشَأْنُكِ فَقَالَتْ شَأْنِى اَنِّى قَدْ حِضْتُ وَقَدْ حَلَّ النَّاسُ وَلَمْ اَحْلِلْ وَلَمْ اَطُفْ بِالْبَيْتِ وَالنَّاسُ يَذْهَبُوْنَ اِلَى الْحَجِّ الْآنَ فَقَالَ اِنَّ هٰذَا اَمْرٌ كَتَبَهُ اللّٰهُ عَلَى بَنَاتِ اٰدَمَ فَاغْتَسِلِى ثُمَّ اَهِلِّى بِالْحَجِّ فَفَعَلَتْ وَوَقَفَتِ الْمَوَاقِفَ حَتّٰى اِذَا طَهُرَتْ طَافَتْ بِالْكَعْبَةِ وَالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ قَالَ قَدْ حَلَلْتِ مِنْ حَجَّتِكِ وَعُمْرَتِكِ جَمِيْعًا فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّى اَجِدُ فِى نَفْسِى اَنِّى لَمْ اَطُفْ بِالْبَيْتِ حَتّٰى حَجَجْتُ قَالَ فَاذْهَبْ بِهَا يَاعَبْدَ الرَّحْمٰنِ فَاَعْمِرْهَا مِنَ التَّنْعِيْمِ وَذٰلِكَ لَيْلَةَ الْحَصْبَةِ *

২৭৬৪. কুতায়বা (র) - - - - জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে 'মুফরাদ' হজ্জের তালবিয়া পাঠ করতে করতে গমন করলাম, আর আয়েশা (রা) গেলেন উমরার

তালবিয়া পড়তে পড়তে। আমরা যখন সরিফ নামক স্থানে পৌঁছলাম, তখন আয়েশা (রা) ঋতুমতী হলেন। তারপর যখন আমরা মক্কায় পৌঁছলাম তখন আমরা কা'বা শরীফের তওয়াফ এবং সাফা এবং মারওয়ার সাঈ করলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে আদেশ করলেন, যার সাথে 'হাদী' (কুরবানীর পশু) নেই, সে যেন হালাল হয়ে যায় (ইহ্রাম ভঙ্গ করে)। রাবী বলেন— আমরা বললাম : কোন ধরনের হালাল (হব) ? তিনি বললেন : সকল কিছুই হালাল হবে। (যা ইহ্রামের কারণে হারাম হয়েছিল)। পরে আমরা স্ত্রী সহবাস করলাম, সুগন্ধি ব্যবহার করলাম এবং আমাদের (ব্যবহার্য) কাপড় পরিধান করলাম অথচ আমাদের ও আরাফার মধ্যে মাত্র চার রাতের ব্যবধান ছিল। তারপর আমরা ৮ই যিল্হাজ্জের দিন (হজ্জের) তালবিয়া পাঠ করলাম (ইহ্রাম বাঁধলাম) এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আয়েশা (রা)-এর নিকট গিয়ে দেখলেন, তিনি কাঁদছেন। তিনি বললেন : তোমার অবস্থা কি ? তিনি (আয়েশা (রা) বললেন : আমার অবস্থা হলো আমার ঋতু আরম্ভ হয়েছে। লোকজন তো হালাল হয়েছে (ইহ্রাম ভঙ্গ করেছে) অথচ আমি হালাল হইনি (ইহ্রাম ভঙ্গ করিনি) আর আমি বায়তুল্লাহ্র তওয়াফও করিনি। এখন লোকজন তো হজ্জ আদায়ের জন্য যাচ্ছে। তিনি (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ) বললেন : এটা এমন এক ব্যাপার, যা আল্লাহ্ তা'আলা আদম (আ)-এর কন্যাদের জন্য নির্ধারিত করেছেন। অতএব তুমি গোসল কর এবং হজ্জের ইহ্রাম (নিয়্যত) কর। তারপর তিনি তা-ই করলেন এবং বিভিন্ন অবস্থান স্থলে অবস্থান করলেন। এরপর যখন তিনি পবিত্র হলেন। তখন বায়তুল্লাহ্র (ফরয) তওয়াফ করলেন এবং সাফা ও মারওয়ায় সাঈ করলেন। এরপর নবী ﷺ বললেন : এখন তুমি তোমার হজ্জ ও উমরা থেকে হালাল হলে (উভয়ের ইহ্রাম ভঙ্গ করলে।) আয়েশা (রা) বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমার মনে এ দুঃখ যে, আমি বায়তুল্লাহ্র তওয়াফ করিনি, অথচ হজ্জ করেছি। তিনি (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ) বললেন : হে আবদুর রহমান ! তাকে নিয়ে যাও এবং তান'ঈম হতে উমরা করাও। সেটা ছিল মুহাস্‌সবের (পূর্বে উমরার জন্য) রাত।[১]

٢٧٦٥. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِىْ مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِى حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَاَهْلَلْنَا بِعُمْرَةٍ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْىٌ فَلْيُهْلِلْ بِالْحَجِّ مَعَ الْعُمْرَةِ ثُمَّ لاَيَحِلُّ حَتّٰى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيْعًا فَقَدِمْتُ مَكَّةَ وَاَنَا حَائِضٌ فَلَمْ اَطُفْ بِالْبَيْتِ وَلاَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَشَكَوْتُ ذٰلِكَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ انْقُضِى رَأْسَكِ وَامْتَشِطِى وَاَهِلِّى بِالْحَجِّ وَدَعِى الْعُمْرَةَ فَفَعَلْتُ فَلَمَّا قَضَيْتُ الْحَجَّ اَرْسَلَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ بَكْرٍ اِلَى التَّنْعِيْمِ فَاعْتَمَرْتُ قَالَ هٰذِهِ مَكَانُ عُمْرَتِكِ فَطَافَ الَّذِيْنَ اَهَلُّوْا بِالْعُمْرَةِ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ حَلُّوْا ثُمَّ طَافُوْا طَوَافًا اٰخَرَ بَعْدَ اَنْ رَجَعُوْا مِنْ مِنًى لِحَجِّهِمْ وَاَمَّا الَّذِيْنَ جَمَعُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَاِنَّمَا طَافُوْا طَوَافًا وَاحِدًا *

২৭৬৫. মুহাম্মাদ ইব্ন সালামা ও হারিস ইব্ন মিসকীন (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা বিদায় হজ্জে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে বের হলাম। আমরা উমরার ইহ্রাম বাঁধলাম (তালবিয়া

১. মিনা থেকে প্রত্যাবর্তনের পর মুহাস্‌সাব নামক স্থানে অবস্থানের রাত।

পড়লাম)। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : যার সাথে 'হাদী' (কুরবানীর জন্তু) রয়েছে, সে যেন উমরার সাথে হজ্জেরও ইহ্রাম (নিয়্যত) করে এবং এ দুয়ের কাজ সমাধা করার পূর্বে যেন হালাল না হয় (ইহ্রাম ভঙ্গ না করে), তারপর আমি হায়েয অবস্থায় মক্কায় পৌছলাম। ফলে আমি বায়তুল্লাহ্র তওয়াফ করতে পারলাম না এবং সাফা ও মারওয়ার সা'ঈও না। আমি এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সমীপে অনুরোধ করলাম। তিনি বললেন : তুমি তোমার মাথার চুলের বেণী খুলে ফেল, মাথার চুল আঁচড়াও এবং হজ্জের ইহ্রাম (নিয়্যত) কর। উমরা ছেড়ে দাও। তখন আমি তাই করলাম। যখন হজ্জ শেষ করলাম, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে আবদুর রহমান ইব্ন আবূ বকর (রা)-এর সাথে তানঈমে পাঠিয়ে দিলেন। তখন আমি উমরা করলাম। তিনি বললেন : এটা তোমার (ছেড়ে দেয়া) উমরার স্থানে। অতএব যারা উমরার ইহ্রাম (নিয়্যত) করেছিলেন, তারা কা'বার তওয়াফ এবং সাফা ও মারওয়ার সাঈ করলেন। পরে তারা হালাল হলেন। তারা মিনা থেকে প্রত্যাবর্তনের পর তাদের হজ্জের জন্য আর একটি তওয়াফ করলেন। কিন্তু যারা হজ্জ ও উমরার একত্রে নিয়্যত করেছিলেন তারা একটিই তওয়াফ করলেন (ফরয হিসেবে)।

اَلْاِشْتِرَاطُ فِى الْحَجِّ

হজ্জে শর্ত করা

٢٧٦٦. اَخْبَرَنَا هٰرُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا حَبِيْبٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَعِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ ضُبَاعَةَ اَرَادَتِ الْحَجَّ فَاَمَرَهَا النَّبِىُّ ﷺ اَنْ تَشْتَرِطَ فَفَعَلَتْ عَنْ اَمْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ *

২৭৬৬. হারূন ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র) - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, দুবা'আ (রা) হজ্জের ইচ্ছা করলেন। তাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আদেশ করলেন, যেন তিনি শর্ত করে নেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নির্দেশে তা-ই করলেন।

كَيْفَ يَقُوْلُ اِذَا اشْتَرَطَ

শর্ত করার সময় কি বলবে ?

٢٧٦٧. اَخْبَرَنِىْ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ يَعْقُوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيْدَ الْاَحْوَلُ قَالَ حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ خَبَّابٍ قَالَ سَاَلْتُ سَعِيْدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ الرَّجُلِ يَحُجُّ يَشْتَرِطُ قَالَ الشَّرْطُ بَيْنَ النَّاسِ فَحَدَّثْتُهُ حَدِيْثَهُ يَعْنِى عِكْرِمَةَ فَحَدَّثَنِى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ ضُبَاعَةَ بِنْتَ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اَتَتِ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّى اُرِيْدُ الْحَجَّ فَكَيْفَ اَقُوْلُ قَالَ قُوْلِى لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ وَمَحِلِّى مِنَ الْاَرْضِ حَيْثُ تَحْبِسُنِىْ فَاِنَّ لَكِ عَلَى رَبِّكِ مَااسْتَثْنَيْتِ *

২৭৬৭. ইবরাহীম ইব্ন ইয়াকূব (র) - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন : দুবা'আ বিন্ত যুবায়র ইব্ন আবদুল মুত্তালিব নবী ﷺ -এর নিকট এসে বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমি হজ্জের ইচ্ছা করেছি। এখন আমি কি বলবো ? তিনি বললেন : তুমি বলবে : لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ وَمَحِلِّى مِنَ الْاَرْضِ حَيْثُ تَحْبِسُنِى فَاِنَّ لَكَ عَلَى رَبِّكَ مَااسْتَثْنَيْتَ "লাব্বায়ক আল্লাহুম্মা লাব্বায়ক, পৃথিবীতে আমার ইহ্রাম খোলার স্থান ঐটি যেখানে আমাকে আটকে দিবেন।" কারণ তোমার জন্য তোমার রবের নিকট তা-ই রয়েছে, যা তুমি শর্ত করেছ।

٢٧٦٨. اَخْبَرَنِى عِمْرَانُ بْنُ يَزِيْدَ قَالَ اَنْبَأَنَا شُعَيْبُ قَالَ اَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَنْبَأَنَا اَبُو الزُّبَيْرِ اَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا وَعِكْرِمَةَ يُخْبِرَانِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَتْ ضُبَاعَةُ بِنْتُ الزُّبَيْرِ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّى امْرَأَةٌ ثَقِيْلَةٌ وَاِنِّى اُرِيْدُ الْحَجَّ فَكَيْفَ تَأْمُرُنِى اَنْ اُهِلَّ قَالَ اَهِلِّى وَاشْتَرِطِى اِنَّ مَحِلِّى حَيْثُ حَبَسْتَنِى *

২৭৬৮. ইমরান ইব্ন ইয়াযীদ (র) - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন : দুবা'আ বিন্ত যুবায়র রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট এসে বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমি অসুস্থ মহিলা, অথচ আমি হজ্জ করার মনস্থ করছি। অতএব, আমাকে কি বলে ইহ্রাম করতে আদেশ করেন ? তিনি বলেন : তুমি ইহ্রাম বাঁধার সময় শর্ত করে বলবে : যেখানে (হে আল্লাহ্) আমাকে আট্‌কে দেবেন, সেখানে আমার হালাল হওয়ার স্থান।

٢٧٦٩. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَعَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى ضُبَاعَةَ فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّى شَاكِيَةٌ وَاِنِّى اُرِيْدُ الْحَجَّ فَقَالَ لَهَا النَّبِىُّ ﷺ حُجِّى وَاشْتَرِطِى اِنَّ مَحِلِّى حَيْثُ تَحْبِسُنِى قَالَ اِسْحٰقُ قُلْتُ لِعَبْدِ الرَّزَّاقِ كِلَاهُمَا عَنْ عَائِشَةَ هِشَامٌ وَالزُّهْرِىُّ قَالَ نَعَمْ قَالَ اَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ لَا اَعْلَمُ اَحَدًا اَسْنَدَ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنِ الزُّهْرِىِّ غَيْرَ مَعْمَرٍ وَاللّٰهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى اَعْلَمُ *

২৭৬৯. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দুবা'আ (রা)-এর নিকট উপস্থিত হলে দুবা'আ বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমি অসুস্থ, অথচ আমি হজ্জের ইচ্ছা করেছি। নবী ﷺ তাঁকে বললেন : তুমি হজ্জে যাবে এবং শর্ত করবে যে, (হে আল্লাহ্) আপনি আমাকে যেখানে বাধাগ্রস্ত করবেন, সেখানে আমি হালাল হব।

مَايَفْعَلُ مَنْ حُبِسَ عَنِ الْحَجِّ وَلَمْ يَكُنِ اشْتَرَطَ

যাকে হজ্জে বাধাপ্রাপ্ত করা হয়েছে অথচ সে শর্ত করেনি সে কী করবে ?

٢٧٧٠. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ عَنْ

ابْنِ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِى يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُنْكِرُ الاِشْتِرَاطَ فِى الْحَجِّ وَيَقُوْلُ اَلَيْسَ حَسْبُكُمْ سُنَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِنْ حُبِسَ اَحَدُكُمْ عَنِ الْحَجِّ طَافَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَىْءٍ حَتّٰى يَحُجَّ عَامًا قَابِلاً وَيُهْدِى وَيَصُوْمُ اِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا *

২৭৭০. আহমাদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন সারহ (র) ও হারিস ইব্‌ন মিসকীন (র) - - - - সালিম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : ইব্‌ন উমর (রা) হজ্জে (হালাল হওয়ার) শর্ত করা অস্বীকার করে বলতেন : তোমাদের জন্য কি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সুন্নত যথেষ্ট নয় ? যদি তোমাদের কেউ হজ্জে বাধাপ্রাপ্ত হয় তবে সে বায়তুল্লাহ্‌র তওয়াফ এবং সাফা ও মারওয়ার সাঈ করবে। তারপর সর্বপ্রকার (ইহ্‌রাম অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজ থেকে) হালাল হয়ে যাবে, এবং পরবর্তী বছর হজ্জ করবে ও 'হাদী' (কুরবানীর জন্তু) যবাই করবে। আর যদি হাদী না পায়, তবে সিয়াম পালন করবে।

٢٧٧١. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ كَانَ يُنْكِرُ الاِشْتِرَاطَ فِى الْحَجِّ وَيَقُوْلُ مَا حَسْبُكُمْ سُنَّةُ نَبِيِّكُمْ ﷺ اِنَّهُ لَمْ يَشْتَرِطْ فَاِنْ حَبَسَ اَحَدَكُمْ حَابِسٌ فَلْيَأْتِ الْبَيْتَ فَلْيَطُفْ بِهِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ لْيَحْلِقْ اَوْ يُقَصِّرْ ثُمَّ لْيَحْلِلْ وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ *

২৭৭১. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - সালিম (র) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি হজ্জে শর্ত করতে অপছন্দ করতেন। তিনি বলতেন : তোমাদের জন্য কি তোমাদের নবী ﷺ -এর সুন্নত যথেষ্ট নয় ? তিনি শর্ত করেন নি। যদি কোন বাঁধাদানকারী তোমাদের কাউকে আটকে দেয়, তবে সে যেন বায়তুল্লাহ্‌র তওয়াফ ও সাফা-মারওয়ার সাঈ করে। তারপর মাথা মুণ্ডন করে অথবা চুল কাটে এবং হালাল হয়ে যায়। আর পরের বছর তার জন্য হজ্জ আদায় করা ওয়াজিব হবে।

اِشْعَارُ الْهَدْىِ

হাদীকে (কুরবানীর পশুকে) ইশ'আর করা[1]

٢٧٧٢. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَوْرٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ح وَاَنْبَأَنَا يَعْقُوْبُ ابْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ وَمَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ قَالاَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ

১. উটের কুঁজের একপাশে আঘাত করে রক্ত প্রবাহিত করা, যাতে তা কুরবানীর পশু বলে চিহ্নিত হয়।

فِى بِضْعَ عَشْرَةَ مِائَةٍ مِنْ اَصْحَابِهِ حَتّٰى اِذَا كَانُوْا بِذِى الْحُلَيْفَةِ قَلَّدَ الْهَدْىَ وَاَشْعَرَ وَأَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ مُخْتَصَرٌ *

২৭৭২. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল আলা এবং ইয়াকূব ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - মিসওয়ার ইব্‌ন মাখরামা ও মারওয়ান ইবনুল হাকাম (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁরা বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হুদায়বিয়ার ঘটনার সময় তাঁর হাজারের অধিক কয়েকশত সাহাবীকে সঙ্গে নিয়ে বের হলেন। যখন তাঁরা যুলহুলায়ফা পৌঁছলেন, তখন তিনি হাদীর (কুরবানীর পশুর) গলায় কালাদা পরালেন এবং ইশ'আর করলেন এবং উমরার ইহ্‌রাম বাঁধলেন। (সংক্ষিপ্ত)

٢٧٧٣. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ قَالَ اَنْبَأَنَا وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَشْعَرَ بُدْنَهُ *

২৭৭৩. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর উটের ইশ'আর করেন।

اَىُّ الشِّقَّيْنِ يُشْعَرُ

(পশুর) কোন্‌দিকে ইশ'আর করা হবে ?

٢٧٧٤. اَخْبَرَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوْسٰى عَنْ هُشَيْمٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِى حَسَّانَ الْاَعْرَجِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَشْعَرَ بُدْنَهُ مِنَ الْجَانِبِ الْاَيْمَنِ وَسَلَتَ الدَّمَ عَنْهَا وَأَشْعَرَهَا *

২৭৭৪. মুজাহিদ ইব্‌ন মূসা (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর উটের ডান দিকে ইশ'আর করেন এবং রক্ত মুছে ফেলেন। এভাবে তাকে ইশ'আর করেন।

بَابُ سَلْتِ الدَّمِ عَنِ الْبَدَنِ

পরিচ্ছেদ : উটের শরীর থেকে রক্ত মুছে ফেলা

٢٧٧٥. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِى حَسَّانَ الْاَعْرَجِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ لَمَّا كَانَ بِذِى الْحُلَيْفَةِ اَمَرَ بِبَدَنَتِهِ فَأُشْعِرَ فِى سَنَامِهَا مِنَ الشِّقِّ الْاَيْمَنِ ثُمَّ سَلَتَ عَنْهَا وَقَلَّدَهَا نَعْلَيْنِ فَلَمَّا اسْتَوَتْ بِهِ عَلَى الْبَيْدَاءِ أَهَلَّ *

২৭৭৫. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ যখন যুলহুলায়ফায় পৌঁছলেন, তখন তিনি আদেশ করলেন তাঁর উটকে ইশ'আর করতে। তারপর তাঁর উটের কুঁজের ডানদিকে ইশ'আর করা হলো, তার রক্ত মুছে ফেললেন এবং তার গলায় দু'খানা জুতার কিলাদা বা মালা লাগালেন। আর যখন সেটি তাঁকে নিয়ে বায়দায় পৌঁছলেন, তখন তিনি ইহ্‌রাম বাঁধলেন।

فَتْلَ الْقَلاَئِدَ

কিলাদা পাকান

٢٧٧٦. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ وَعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُهْدِى مِنَ الْمَدِيْنَةِ فَأَفْتِلُ قَلاَئِدَ هَدْيِهِ ثُمَّ لاَيَجْتَنِبُ شَيْئًا مِمَّا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ *

২৭৭৬. কুতায়বা (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মদীনা থেকে কুরবানীর জন্তু পাঠাতেন। আমি তাঁর কুরবানীর জন্তুর কিলাদা[১] পাকিয়ে দিতাম। তারপর তিনি মুহরিম যা বর্জন করে তার কিছুই বর্জন করতেন না।

٢٧٧٧. اَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ قَالَ اَنْبَأَنَا يَزِيْدُ قَالَ اَنْبَأَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ اَفْتِلُ قَلاَئِدَ هَدْيِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَيَبْعَثُ بِهَا ثُمَّ يَأْتِى مَا يَأْتِى الْحَلاَلُ قَبْلَ اَنْ يَبْلُغَ الْهَدْىُ مَحِلَّهُ *

২৭৭৭. হাসান ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন জা'ফারানী (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর হাদীর (কুরবানীর জন্তুর) কিলাদা পাকাতাম। তিনি সেগুলো পাঠিয়ে দিতেন। পরে হাদীর পশু তার যথাস্থানে (হারামে) পৌছার পূর্ববর্তী সময় পর্যন্ত তিনি ঐ সমস্ত কাজই করতেন, যা একজন হালাল ব্যক্তি করে থাকে।[২]

٢٧٧٨. اَخْبَرَنَا عَمْرُوْ بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنَا عَامِرٌ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِنْ كُنْتُ لأَفْتِلُ قَلاَئِدَ هَدْيِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ يُقِيْمُ وَلاَيُحْرِمُ *

২৭৭৮. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর হাদীর (কুরবানীর জন্তুর) কিলাদা পাকাতাম। তারপরও তিনি মদীনায় অবস্থান করতেন, ইহ্‌রাম বাঁধতেন না। (অর্থাৎ 'ইহ্‌রাম বেঁধেছেন' বলে সাব্যস্ত হত না।)

٢٧٧٩. اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الضَّعِيْفُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ اَفْتِلُ الْقَلاَئِدَ لِهَدْيِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَيُقَلِّدُ هَدْيَهُ ثُمَّ يَبْعَثُ بِهَا ثُمَّ يُقِيْمُ لاَيَجْتَنِبُ شَيْئًا مِمَّا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ *

২৭৭৯. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মাদ দাঈফ (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর হাদীর (কুরবানীর পশুর) জন্য কিলাদা পাকাতাম। তারপর তিনি তাঁর হাদীকে তা পরিয়ে (মক্কাভিমুখে) পাঠিয়ে দিতেন। পরে তিনি মদীনায় অবস্থান করতেন এবং মুহরিম যা পরিহার করে, তার কিছুই পরিহার করতেন না।

১. 'কিলাদা' : হজ্জের 'হাদী' পশুর জন্য তৈরী বিশেষ ধরনের মালা।
২. অর্থাৎ নিজে হজ্জে না গিয়ে শুধু 'হাদী' পাঠালে তা দ্বারা ইহ্‌রাম সাব্যস্ত হয় না।

٢٧٨٠. اَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ عَنْ عَبِيْدَةَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَقَدْ رَأَيْتُنِى اَفْتِلُ قَلاَئِدَ الْغَنَمِ لِهَدْيِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ يَمْكُثُ حَلاَلاً *

২৭৮০. হাসান ইব্‌ন মুহাম্মাদ জা'ফারানী (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি যেন দেখতে পাচ্ছি, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হাদীর (কুরবানীর) বকরীর জন্য আমি যে কিলাদা প্রস্তুত করতাম, (তা আমার এখনও মনে আছে)। তারপর তিনি হালাল অবস্থায় অবস্থান করতেন।

مَايُفْتَلُ مِنْهُ الْقَلاَئِدَ

কিলাদা তৈরির উপকরণ

٢٧٨١. اَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ يَعْنِى ابْنَ حَسَنٍ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ اُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ قَالَتْ اَنَا فَتَلْتُ تِلْكَ الْقَلاَئِدَ مِنْ عِهْنٍ كَانَ عِنْدَنَا ثُمَّ اَصْبَحَ فِيْنَا فَيَأْتِى مَا يَأْتِى الْحَلاَلُ مِنْ اَهْلِهِ وَمَا يَأْتِى الرَّجُلُ مِنْ اَهْلِهِ *

২৭৮১. হাসান ইব্‌ন মুহাম্মাদ জা'ফরানী (র) - - - - উম্মুল মু'মিনীন (হযরত আয়েশা) (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি ঐ সব কিলাদা তৈরী করেছিলাম— তুলা দ্বারা, যা আমার নিকট ছিল। তারপর নবী ﷺ আমাদের মধ্যেই অবস্থান করতেন। এরপর তিনি সে সব কাজ করতেন যা একজন হালাল ব্যক্তি তার স্ত্রীর সংগে করে থাকে। আর যা কোন পুরুষ তার স্ত্রীর সাথে করে থাকে।

تَقْلِيْدُ الْهَدْىِ

'হাদী' (কুরবানীর) পশুকে কিলাদা পরান

٢٧٨٢. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ اَنْبَأَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهَا قَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَاشَأْنُ النَّاسِ قَدْ حَلُّوا بِعُمْرَةٍ وَلَمْ تَحْلِلْ اَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ قَالَ اِنِّى لَبَّدْتُ رَأْسِى وَقَلَّدْتُ هَدْيِى فَلاَ اَحِلُّ حَتّٰى اَنْحَرَ *

২৭৮২. মুহাম্মাদ ইব্‌ন সালামা (র) - - - - নবী ﷺ-এর স্ত্রী হাফসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! মানুষের কি হলো, তারা তো উমরা করে হালাল হয়ে গেছে, আর আপনি উমরা আদায় করার পর হালাল হলেন না ? তিনি বললেন : আমি মাথার চুল জমাট করেছি এবং আমার হাদীকে (কুরবানীর পশুকে) কিলাদা পরায়েছি। অতএব আমি (হাদী) যবাই না করা পর্যন্ত হালাল হবো না।

٢٧٨٣. اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذٌ قَالَ حَدَّثَنِى اَبِى عَنْ

قَتَادَةَ عَنْ اَبِى حَسَّانَ الْاَعْرَجِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ نَبِىَّ ﷺ لَمَّا اَتَى ذَا الْحُلَيْفَةِ اَشْعَرَ الْهَدْىَ فِى جَانِبِ السَّنَامِ الْاَيْمَنِ ثُمَّ اَمَاطَ عَنْهُ الدَّمَ وَقَلَّدَهُ نَعْلَيْنِ ثُمَّ رَكِبَ نَاقَتَهُ فَلَمَّا اسْتَوَتْ بِهِ الْبَيْدَاءَ لَبَّى وَاَحْرَمَ عِنْدَ الظُّهْرِ وَاَهَلَّ بِالْحَجِّ *

২৭৮৩. উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন সাঈদ (র) - - - -ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ যখন যুলহুলায়ফায় গমন করেন, তখন হাদীর (কুরবানীর পশুর) কুঁজের ডান দিকে ইশ'আর করেন। তারপর তা থেকে রক্ত মুছে ফেলেন, আর তাকে দু'খানা জুতার (চপ্পলের) কিলাদা পরিয়ে দেন। এরপর তাঁর উটনীর উপর আরোহণ করেন। যখন উটনী তাঁকে নিয়ে বায়দায় স্থির হয়ে দাঁড়াল। তখন তিনি তালবীয়া পাঠ করলেন এবং জুহরের সময় ইহ্‌রামের দু'আ পড়ে ইহ্‌রাম বাঁধেন। আর হজ্জের তালবিয়া পাঠ করেন।

تَقْلِيْدُ الابِلِ

উটকে কিলাদা পরান

٢٧٨٤. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا قَاسِمٌ وَهُوَ ابْنُ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا اَفْلَحُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ فَتَلْتُ قَلَائِدَ بُدْنِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِيَدَىَّ ثُمَّ قَلَّدَهَا وَأَشْعَرَهَا وَوَجَّهَهَا اِلَى الْبَيْتِ وَبَعَثَ بِهَا وَاَقَامَ فَمَا حَرُمَ عَلَيْهِ شَىْءٌ كَانَ لَهُ حَلَالاً *

২৭৮৪. আহমাদ ইব্‌ন হারব (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি নিজ হাতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর হাদীর (কুরবানীর) উটের কিলাদা পাকিয়েছি। তারপর তিনি সেগুলোকে কিলাদা পরালেন এবং ইশ'আর করলেন এবং তা বায়তুল্লাহ্ অভিমুখী করে (কিলাদাসহ) পাঠিয়ে দিলেন। তারপর তিনি অবস্থান করলেন অথচ যে সব বস্তু তাঁর জন্য হালাল ছিল, তার কোনটাই তাঁর জন্য হারাম হয়নি।

٢٧٨٥. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ فَتَلْتُ قَلَائِدَ بُدْنِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ لَمْ يُحْرِمْ وَلَمْ يَتْرُكْ شَيْئًا مِنَ الثِّيَابِ *

২৭৮৫. কুতায়বা (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর হাদীর (কুরবানীর) উটের কিলাদা পাকিয়েছি। অথচ তিনি ইহ্‌রাম বাঁধেন নি (ইহ্‌রামকারী বিবেচিত হয় নি) এবং কোন কাপড়ও পরিত্যাগ করেন নি।

تَقْلِيْدُ الْغَنَمِ

ছাগলকে কিলাদা পরান

٢٧٨٦. اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُوْرٍ قَالَ سَمِعْتُ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ اَفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْىِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ غَنَمًا *

২৭৮৬. ইসমাঈল ইব্‌ন মাসউদ (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর হাদী ছাগলের কিলাদা পাকাতাম।

٢٧٨٧. اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُهْدِى الْغَنَمَ *

২৭৮৭. ইসমাঈল ইব্‌ন মাসউদ (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বকরীকে 'হাদী'রূপে পাঠাতেন।

٢٧٨٨. اَخْبَرَنَا هَنَّادُ ابْنُ السَّرِىِّ عَنْ اَبِى مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَهْدٰى مَرَّةً غَنَمًا وَقَلَّدَهَا *

২৭৮৮. হান্নাদ ইব্‌ন সারী (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একবার বকরীকে হাদী (কুরবানীর পশু)রূপে পাঠালেন, এবং তিনি সেগুলোকে কিলাদা পরালেন।

٢٧٨٩. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ اَفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْىِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ غَنَمًا ثُمَّ لَايُحْرِمُ *

২৭৮৯. মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর হাদী ছাগলের (কুরবানীর পশুর) কিলাদা পাকাতাম। তারপর তিনি মুহ্‌রিম (সাব্যস্ত) হতেন না।

٢٧٩٠. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ اَفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْىِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ غَنَمًا ثُمَّ لَايُحْرِمُ *

২৭৯০. মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর হাদী ছাগলের কিলাদা পাকাতাম। তারপর তিনি মুহ্‌রিম (সাব্যস্ত) হতেন না।

٢٧٩١. اَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عِيْسَى ثِقَةٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنِى اَبِى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ ح وَاَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنِى اَبُوْ مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ اَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَادِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنَّا نُقَلِّدُ الشَّاةَ فَيُرْسِلُ بِهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَلَالًا لَمْ يُحْرِمْ مِنْ شَيْئٍ *

২৭৯১. মুহাম্মাদ ইব্‌ন জুহাদা (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা বকরী ছাগলকে কিলাদা পরিয়ে দিতাম। পরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তা পাঠিয়ে দিতেন এবং তিনি হালাল অবস্থায়ই থাকতেন। কোন কিছুর ব্যাপারে 'ইহ্‌রামকারী) সাব্যস্ত হতেন না। (এ সময় তিনি কোন কিছু বর্জন করতেন না।)

تَقْلِيْدُ الْهَدْىِ نَعْلَيْنِ

কুরবানীর জন্তুকে দু'টি জুতা দ্বারা কিলাদা পরান

٢٧٩٢. اَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِىُّ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِى حَسَّانَ الْاَعْرَجِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَمَّا اَتَى ذَا الْحُلَيْفَةِ اَشْعَرَ الْهَدْىَ مِنْ جَانِبِ السَّنَامِ الْاَيْمَنِ ثُمَّ اَمَاطَ عَنْهُ الدَّمَ ثُمَّ قَلَّدَهُ نَعْلَيْنِ ثُمَّ رَكِبَ نَاقَتَهُ فَلَمَّا اسْتَوَتْ بِهِ الْبَيْدَاءَ اَحْرَمَ بِالْحَجِّ وَاَحْرَمَ عِنْدَ الظُّهْرِ وَاَهَلَّ بِالْحَجِّ *

২৭৯২. ইয়াকূব ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন যুল-হুলায়ফায় আগমন করলেন, তখন হাদীর (কুরবানীর জন্তুর) কুঁজের ডানদিকে ইশ'আর করলেন। তারপর তার রক্ত মুছে ফেললেন। পরে তাকে দু'টি জুতার কিলাদা পরালেন। তারপর তিনি তাঁর উটনীতে আরোহণ করলেন। যখন তা তাঁকে নিয়ে বায়দায় স্থির হয়ে দাঁড়াল, তখন তিনি হজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধলেন। তিনি জুহরের সময় হজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধলেন এবং হজ্জের তালবীয়া পাঠ করলেন।

هَلْ يُحْرِمُ اِذَا قَلَّدَ

কিলাদা পরানোর সময়ে ইহ্‌রাম বাঁধতে হবে কি ?

٢٧٩٣. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ اَنَّهُمْ كَانُوا اِذَا كَانُوا حَاضِرِيْنَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِالْمَدِيْنَةِ بَعَثَ بِالْهَدْىِ فَمَنْ شَاءَ اَحْرَمَ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَ *

২৭৯৩. কুতায়বা (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, তাঁরা (সাহাবিগণ (রা) এমন ছিলেন যে, যখন তাঁরা মদীনায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে উপস্থিত থাকতেন, তখন তিনি (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ) হাদী (মক্কাভিমুখে) (কুরবানীর জন্তু) পাঠিয়ে দিতেন। সে সময় যার ইচ্ছা ইহ্‌রাম বাঁধতেন, আর যার ইচ্ছা ইহ্‌রাম বাঁধতেন না।

هَلْ يُوْجِبُ تَقْلِيْدُ الْهَدْىِ اِحْرَامًا

কুরবানীর জন্তুকে কিলাদা পরানো দ্বারা কি ইহ্‌রাম বাঁধা সাব্যস্ত হয় ?

٢٧٩٤. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى بَكْرٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ اَفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْىِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِيَدَىَّ ثُمَّ يُقَلِّدُهَا

رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِيَدِهِ ثُمَّ يَبْعَثُ بِهَا مَعَ اَبِى فَلاَ يَدَعُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ شَيْئًا اَحَلَّهُ اللّٰهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ حَتّٰى يَنْحَرَ الْهَدْىَ *

২৭৯৪. ইসহাক ইব্‌ন মানসূর (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি আমার নিজের হাতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর হাদীর (কুরবানীর পশুর) কিলাদা পাকাতাম। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিজ হাতে তা তাদের কিলাদারূপে পরিয়ে দিতেন। তারপর তা আমার আব্বার সাথে (মক্কায়) পাঠিয়ে দিতেন। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কুরবানীর জন্তু যবাই না করা পর্যন্ত ঐসকল কোন বিষয়ই পরিত্যাগ করতেন না, যা তাঁর জন্য আল্লাহ্ তা'আলা হালাল করেছিলেন।[১]

٢٧٩٥. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَقُتَيْبَةُ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ اَفْتِلُ قَلاَئِدَ هَدْىِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ لاَيَجْتَنِبُ شَيْئًا مِمَّا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ *

২৭৯৫. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম ও কুতায়বা (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর হাদীর (কুরবানীর পশুর) কিলাদা পাকিয়ে দিতাম। তারপর তিনি মুহ্‌রিম ব্যক্তি যা পরিত্যাগ করে থাকে, ঐরূপ কোন বস্তু পরিত্যাগ করতেন না।

٢٧٩٦. اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ الْقَاسِمِ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ كُنْتُ اَفْتِلُ قَلاَئِدَ هَدْىِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَلاَ يَجْتَنِبُ شَيْئًا وَلاَ نَعْلَمُ الْحَجَّ يُحِلُّهُ اِلاَّ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ *

২৭৯৬. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুর রহমান (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর হাদীর (কুরবানীর জন্তুর) কিলাদা পাকাতাম। তারপর তিনি কিছুই পরিত্যাগ করতেন না। (হযরত আয়েশা (রা) বলেন :) আর বায়তুল্লাহ্‌র তাওয়াফ (যিয়ারত) ব্যতীত অন্য কিছু হজ্জ (এ-ইহ্‌রামের কারণে নিষিদ্ধ বিষয়)-কে হালাল করে দেয় বলে আমাদের জানা নেই।[২]

٢٧٩٧. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ اَبِى اِسْحٰقَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِنْ كُنْتُ لاَفْتِلُ قَلاَئِدَ هَدْىِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَيُخْرَجُ بِالْهَدْىِ مُقَلَّدًا وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مُقِيْمٌ مَايَمْتَنِعُ مِنْ نِسَائِهِ *

২৭৯৭. কুতায়বা (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর হাদীর (কুরবানীর জন্তুর) কিলাদা পাকিয়ে দিতাম। হাদী কিলাদা পরান অবস্থায় বের করা হতো। অথচ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তখনও মদীনায় অবস্থান করতেন এবং তাঁর স্ত্রীদের (সম্ভোগ) থেকে বিরত থাকতেন না।

٢٧٩٨. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ

১. অর্থাৎ তিনি মুহ্‌রিম ব্যক্তির ন্যায় নিষেধাজ্ঞা পালন করতেন না।
২. তওয়াফে যিয়ারত না করা পর্যন্ত হাজীদের জন্য স্ত্রীসম্ভোগ হালাল নয়।

عَائِشَةَ قَالَتْ لَقَدْ رَأَيْتُنِى اَفْتِلُ قَلاَئِدَ هَدْىِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنَ الْغَنَمِ فَيَبْعَثُ بِهَا ثُمَّ يُقِيْمُ فِيْنَا حَلاَلاً *

২৭৯৮. মুহাম্মাদ ইব্‌ন কুদামা (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমার স্মরণ আছে। আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর হাদী (কুরবানীর জন্তু) বকরীর কিলাদা পাকিয়ে দিতাম। তারপর তিনি তা পাঠিয়ে দিতেন। এরপর তিনি আমাদের মধ্যে হালাল অবস্থায় অবস্থান করতেন।

سَوْقُ الْهَدْىِ

কুরবানীর জন্তু পরিচালনা করা

২৭৯৯. اَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ يَزِيْدَ قَالَ اَنْبَأَنَا شُعَيْبُ بْنُ اِسْحٰقَ قَالَ اَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِى جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْهِ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ عَنْ جَابِرٍ اَنَّهُ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ سَاقَ هَدْيًا فِى حَجِّهِ *

২৭৯৯. ইমরান ইব্‌ন ইয়াযীদ (র) - - - - জাফর ইব্‌ন মুহাম্মাদ তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি তাঁকে জাবির (রা) সূত্রে বর্ণনা করতে শুনেছেন। তিনি জাবির (রা)-কে বলতে শুনেছেন যে, নবী ﷺ তাঁর হজ্জের সময় (তাঁর সাথে) হাদী চালিয়ে নিয়েছেন।)

رُكُوْبُ الْبَدْنَةِ

'বাদানায়' (কুরবানীর উটে) আরোহণ করা

২৮০০. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَأَى رَجُلاً يَسُوْقُ بَدَنَةً قَالَ ارْكَبْهَا قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ ارْكَبْهَا وَيْلَكَ فِى الثَّانِيَةِ اَوْ فِى الثَّالِثَةِ *

২৮০০. কুতায়বা (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এক ব্যক্তিকে দেখলেন যে, সে 'বাদানা' (কুরবানীর উট) হাঁটিয়ে নিয়ে চলছে। তিনি বললেন : এতে আরোহণ কর। সে বললো : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! এ-তো 'বাদানা' (কুরবানীর উট)। তিনি দ্বিতীয়বারে বা তৃতীয়বারে তাকে বললেন : দুর্ভোগ তোমার জন্য ! তুমি তাতে আরোহণ কর।

২৮০১. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَأَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَأَى رَجُلاً يَسُوْقُ بَدَنَةً فَقَالَ ارْكَبْهَا قَالَ اِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ ارْكَبْهَا قَالَ اِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ فِى الرَّابِعَةِ ارْكَبْهَا وَيْلَكَ *

২৮০১. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক ব্যক্তিকে দেখলেন যে, সে তার 'বাদানা' (কুরবানীর উট) হাঁটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তিনি বললেন : এতে আরোহণ কর। সে বললো : এ-তো 'বাদানা' (কুরবানীর উট)। তিনি আবার বললেন : এতে আরোহণ কর। তিনি চতুর্থবারে বললেন : তুমি এতে আরোহণ কর। দুর্ভোগ তোমার জন্য!

رُكُوْبِ الْبَدْنَةُ لِمَنْ جَهَدَهُ الْمَشْىُ

যার চলতে কষ্ট হয়, তার জন্য কুরবানীর উটে আরোহণ

٢٨٠٢. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأى رَجُلاً يَسُوْقُ بَدَنَةً وَقَدْ جَهَدَهُ الْمَشْىُ قَالَ ارْكَبْهَا قَالَ اِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ ارْكَبْهَا وَاِنْ كَانَتْ بَدَنَةً *

২৮০২. মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুসান্না (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ এক ব্যক্তিকে দেখলেন যে, সে তার বাদানা (কুরবানীর উট) হাঁটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। অথচ পথ চলতে চলতে সে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। তিনি বললেন : এতে আরোহণ কর। সে বললো : এ-তো 'বাদানা' (কুরবানীর উট)। তিনি আবার বললেন : বাদানা (কুরবানীর উট) হলেও তুমি এতে আরোহণ কর।

رَكُوْبِ الْبَدْنَةُ بِالْمَعْرُوْفِ

'বাদানা'র (কুরবানীর জন্তুর) উপর সংগত মাত্রায় আরোহণ করা

٢٨٠٣. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِى اَبُو الزُّبَيْرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يُسْأَلُ عَنْ رَكُوْبِ الْبَدَنَةِ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ ارْكَبْهَا بِالْمَعْرُوْفِ اِذَا اُلْجِئْتَ اِلَيْهَا حَتّٰى تَجِدَ ظَهْرًا *

২৮০৩. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - আবূ যুবায়র (রা) বলেন : আমি জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা)-কে 'বাদানার' (কুরবানীর জন্তুর) উপর আরোহণ করা সম্বন্ধে প্রশ্ন করতে শুনি। তিনি বললেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, এতে সংগতরূপে আরোহণ কর। যখন তুমি তাতে বাধ্য হও, অন্য একটি সওয়ারী না পাওয়া পর্যন্ত।

اِبَاحَةُ فَسْخِ الْحَجِّ بِعُمْرَةٍ لِمَنْ لَمْ يَسُقِ الْهَدْىَ

যে ব্যক্তি 'হাদী' (কুরবানীর জন্তু) পাঠায়নি তার জন্য হজ্জ ভংগ করে উমরা করা বৈধ

٢٨٠٤. اَخْبَرَنِى مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ عَنْ جَرِيْرٍ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَلاَ نُرٰى اِلاَّ الْحَجَّ فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ وَطُفْنَا بِالْبَيْتِ اَمَرَ

رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَ الْهَدْىَ اَنْ يَحِلَّ فَحَلَّ مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَ الْهَدْىَ وَنِسَاؤُهُ لَمْ يَسُقْنَ فَأَحْلَلْنَ قَالَتْ عَائِشَةُ فَحِضْتُ فَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ يَرْجِعُ النَّاسُ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ وَأَرْجِعُ اَنَا بِحَجَّةٍ قَالَ اَوَمَا كُنْتِ طُفْتِ لَيَالِىَ قَدِمْنَا مَكَّةَ قُلْتُ لاَ قَالَ فَاذْهَبِىْ مَعَ اَخِيْكِ اِلَى التَّنْعِيْمِ فَأَهِلِّى بِعُمْرَةٍ ثُمَّ مَوْعِدُكِ مَكَانُ كَذَا وَكَذَا ٭

২৮০৪. মুহাম্মাদ ইব্ন কুদামা (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে বের হলাম। আর হজ্জ ব্যতীত আমাদের অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল না। পরে যখন আমরা মক্কায় পৌঁছলাম। তখন বায়তুল্লাহ্‌র তওয়াফ করলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আদেশ করলেন : যে 'হাদী' (কুরবানীর জন্তু) সাথে নিয়ে আসেনি, সে যেন হালাল হয়ে যায়। ফলে, যে 'হাদী' (কুরবানীর জন্তু) সাথে নিয়ে আসেনি সে হালাল হয়ে গেল। আর তাঁর স্ত্রী 'হাদী' (কুরবানীর জন্তু) সাথে আনেন নি; তাঁরাও হালাল হয়ে গেলেন। আয়েশা (রা) বলেন : আমি ঋতুমতী হয়েছিলাম। তাই আমি বায়তুল্লাহ্‌র তওয়াফ করলাম না। এরপর যখন (হজ্জ শেষে) মুহাসসাব (নামক স্থানে) রাত হল, তখন আমি বললাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! অন্যান্য লোক তো এক হজ্জ ও এক উমরাসহ প্রত্যাবর্তন করবে, আর আমি শুধু এক হজ্জ নিয়েই প্রত্যাবর্তন করবো ? তিনি বললেন : তুমি কি আমাদের মক্কা আগমনের রাতে বায়তুল্লাহর তওয়াফ করনি ? আমি বললাম : না। তিনি বললেন : তাহলে তুমি তোমার ভাইয়ের সাথে তান্‌'ঈম চলে যাও এবং উমরার ইহ্‌রাম করে আস। এরপর তোমার ওয়াদা পূর্ণ হওয়ার (আমার সংগে একত্রিত হওয়ার) স্থান হবে অমুক অমুক জায়গা।

٢٨٠٥. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ يَحْيَى عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لاَنُرَى اِلاَّ اَنَّهُ الْحَجُّ فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنْ مَكَّةَ اَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْىٌ اَنْ يُقِيْمَ عَلَى اِحْرَامِهِ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْىٌ اَنْ يَحِلَّ ٭

২৮০৫. আমর ইব্ন আলী (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে বের হলাম। হজ্জ ব্যতীত আমাদের আর কোন উদ্দেশ্য ছিল না। আমরা যখন মক্কার নিকটবর্তী হলাম, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আদেশ করলেন ; যার সাথে হাদী (কুরবানীর জন্তু) রয়েছে, সে যেন তাঁর ইহ্‌রাম অবস্থায় থাকে। আর যার সাথে হাদী (কুরবানীর জন্তু) নেই, সে যেন হালাল হয়ে যায়।

٢٨٠٦. اَخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِى عَطَاءٌ عَنْ جَابِرٍ قَالَ اَهْلَلْنَا اَصْحَابُ النَّبِىِّ ﷺ بِالْحَجِّ خَالِصًا لَيْسَ مَعَهُ غَيْرُهُ خَالِصًا وَحْدَهُ فَقَدِمْنَا مَكَّةَ صَبِيْحَةَ رَابِعَةٍ مَضَتْ مِنْ ذِى الْحِجَّةِ فَأَمَرَنَا النَّبِىُّ ﷺ فَقَالَ اَحِلُّوا وَاجْعَلُوْهَا عُمْرَةً فَبَلَغَهُ عَنَّا نَقُوْلُ لَمَّا لَمْ يَكُنْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَةَ اِلاَّ خَمْسٌ اَمَرَنَا اَنْ نَحِلَّ فَنَرُوحَ اِلَى

مِنًى وَمَذَاكِيرُنَا تَقْطُرُ مِنَ الْمَنِيِّ فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ فَخَطَبَنَا فَقَالَ قَدْ بَلَغَنِي الَّذِي قُلْتُمْ وَإِنِّي لَأَبَرُّكُمْ وَأَتْقَاكُمْ وَلَوْلَا الْهَدْيُ لَحَلَلْتُ وَلَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ قَالَ وَقَدِمَ عَلِيٌّ مِنَ الْيَمَنِ فَقَالَ بِمَا أَهْلَلْتَ قَالَ بِمَا أَهَلَّ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ فَأَهْدِ وَامْكُثْ حَرَامًا كَمَا أَنْتَ قَالَ وَقَالَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ يَارَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ عُمْرَتَنَا هٰذِهِ لِعَامِنَا هٰذَا أَوْ لِلْأَبَدِ قَالَ هِيَ لِلْأَبَدِ *

২৮০৬. ইয়াকূব ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা নবী ﷺ -এর সাহাবিগণ শুধু হজ্জের ইহ্রাম করেছিলাম, তার সাথে আর কোন কিছুর নিয়্যত ছিল না। যিলহাজ্জ মাসের চতুর্থ তারিখ ভোরে আমরা মক্কায় উপনীত হলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে আদেশ করলেন : তোমরা হালাল হয়ে যাও, আর একে উমরা করে ফেল। (অর্থাৎ হজ্জের নিয়্যতের ইহ্রামকে উমরার নিয়্যতে পরিবর্তিত করে ফেল।) আমাদের পক্ষ থেকে তাঁর নিকট এ খবর পৌঁছলো যে, আমরা বলছি, আমাদেরও আরাফার (উকুফের) মধ্যে মাত্র পাঁচ দিন বাকী থাকতে আমাদেরকে তিনি হালাল হতে আদেশ করলেন ? তাহলে কি আমরা এমন অবস্থায় মিনায় উপস্থিত হবো, যখন আমাদের পুরুষাংগগুলো বীর্য নির্গত করব ? নবী ﷺ দাঁড়িয়ে আমাদেরকে ভাষণ দিতে গিয়ে বললেন : তোমরা যা বলেছ তা আমার নিকট পৌঁছেছে। নিশ্চয়ই আমি তোমাদের মধ্যে অধিক নেক্কার এবং মুত্তাকী (আল্লাহ্ ভীরু)। যদি (আমার সংগে) হাদী (কুরবানীর জন্তু) না থাকতো, তাহলে আমি অবশ্যই হালাল হয়ে যেতাম আর আমি পরে যা বুঝতে পেরেছি, তা যদি পূর্বে বুঝতাম, তাহলে হাদী (কুরবানীর জন্তু) সাথে আনতাম না। বর্ণনাকারী বলেন : ইত্যবসরে আলী (রা) ইয়ামান থেকে আগমন করলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তুমি কিসের ইহ্রাম বেঁধেছ ? তিনি বললেন : নবী ﷺ যার ইহ্রাম বেঁধেছেন তার। তিনি বললেন : তাহলে হাদী (কুরবানীর জন্তু)সহ ইহ্রাম অবস্থায় থাক। বর্ণনাকারী বলেন : সুরাকা ইব্ন মালিক ইব্ন জুশুম (রা) বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আপনি কি বলেন, আমাদের এ উমরা কি এ বছরের জন্যই, না চিরদিনের জন্য ? তিনি বললেন : চিরদিনের জন্য।

٢٨٠٧. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ سُرَاقَةَ ابْنِ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ أَنَّهُ قَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ عُمْرَتَنَا هٰذِهِ لِعَامِنَا أَمْ لِأَبَدٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هِيَ لِأَبَدٍ *

২৮০৭. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র) - - - - সুরাকা ইব্ন মালিক ইব্ন জুশুম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আপনার কি অভিমত, আমাদের এ উমরা কি-এ বছরের জন্যই, না চিরদিনের জন্য ? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তা চিরদিনের জন্য।

٢٨٠٨. أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ عَبْدَةَ عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ قَالَ سُرَاقَةُ تَمَتَّعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَتَمَتَّعْنَا مَعَهُ فَقُلْنَا أَلَنَا خَاصَّةً أَمْ لِأَبَدٍ قَالَ بَلْ لِأَبَدٍ *

২৮০৮. হান্নাদ ইব্‌ন সারী (র).---- আতা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, সুরাকা (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তামা'ত্তু হজ্জ (এক ইহরামে উমরা ও হজ্জ) করলেন, তাঁর সঙ্গে আমরাও তামা'ত্তু করলাম। পরে আমরা বললাম : এটা কি বিশেষভাবে আমাদের জন্য, না চিরদিনের জন্য? তিনি বললেন : চিরদিনের জন্য।

٢٨٠٩. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَأَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ وَهُوَ الدَّرَاوَرْدِىُّ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ اَبِى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ بِلاَلٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَفَسْخُ الْحَجِّ لَنَا خَاصَّةً اَمْ لِلنَّاسِ عَامَّةً قَالَ بَلْ لَنَا خَاصَّةً *

২৮০৯. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) ---- বিলাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি বললাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! হজ্জ পরিত্যাগ (করে উমরা) করার বিধান কি বিশেষভাবে আমাদের জন্য, না সকল লোকের জন্য? তিনি বললেন : বরং বিশেষভাবে আমাদের জন্য।

٢٨١٠. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَزِيْدَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الأَعْمَشِ وَعَيَّاشٍ الْعَامِرِىِّ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِىِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِى ذَرٍّ فِى مُتْعَةِ الْحَجِّ قَالَ كَانَتْ لَنَا رُخْصَةً *

২৮১০. আমর ইব্‌ন ইয়াযীদ (র) ---- আবূ যর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি তামা'ত্তু হজ্জ সম্বন্ধে বলেন : এর অনুমতি শুধু আমাদের জন্যই দান করা হয়েছে। (অর্থাৎ হজ্জ পরিত্যাগ করে উমরা করার অনুমতি শুধু আমাদের জন্য ছিল।)

٢٨١١. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الْوَارِثِ بْنَ اَبِى حَنِيْفَةَ قَالَ سَمِعْتُ اِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِىَّ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِى ذَرٍّ قَالَ فِى مُتْعَةِ الْحَجِّ لَيْسَتْ لَكُمْ وَلَسْتُمْ مِنْهَا فِى شَىْءٍ اِنَّمَا كَانَتْ رُخْصَةً لَنَا اَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ *

২৮১১. মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুসান্না ও মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) ---- আবূ যর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি তামা'ত্তু হজ্জ সম্বন্ধে বলেন : এটা তোমাদের জন্য নয় এবং এতে তোমাদের কোন হিস্‌সা নেই। এটা (পরিত্যাগ করার অনুমতি) শুধু আমরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর সাহাবীদের (অনুমোদিত) জন্য।

٢٨١٢. اَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ اَنْبَأَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِىِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِى ذَرٍّ قَالَ كَانَتِ الْمُتْعَةُ رُخْصَةً لَنَا *

২৮১২. বিশ্‌র ইব্‌ন খালিদ (র) ---- আবূ যর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : তামাত্তু হজ্জ আমাদের জন্য (বিশেষ) সুযোগের অনুমোদন ছিল।

٢٨١٣. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اٰدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُفَضَّلُ بْنُ مُهَلْهَلٍ عَنْ بَيَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِى الشَّعْثَاءِ قَالَ كُنْتُ مَعَ اِبْرَاهِيْمَ النَّخَعِىِّ وَاِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِىِّ فَقُلْتُ لَقَدْ هَمَمْتُ اَنْ اَجْمَعَ الْعَامَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَقَالَ اِبْرَاهِيْمُ لَوْكَانَ اَبُوْكَ لَمْ يَهُمَّ بِذٰلِكَ قَالَ وَقَالَ اِبْرَاهِيْمُ التَّيْمِىُّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِى ذَرٍّ قَالَ اِنَّمَا كَانَتِ الْمُتْعَةُ لَنَا خَاصَّةً *

২৮১৩. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুবারক (র) - - - - আবদুর রহমান ইব্‌ন আবূ শা'ছা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : এক সময় আমি ইবরাহীম নাখ'ঈ এবং ইবরাহীম তায়মীর সাথে ছিলাম। আমি বললাম : আমি ইচ্ছা করেছি এ বছর হজ্জ ও উমরা একত্রে করবো। তখন ইবরাহীম বললেন : তোমার পিতা হলে এর ইচ্ছা করতেন না। তিনি বলেন : ইবরাহীম তায়মী তাঁর পিতার সূত্রে আবূ যর (রা) থেকে বলেন, তিনি বলেছেন : তামা'ত্তু হজ্জ তো আমাদের জন্য খাস ছিল।

٢٨١٤. اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى بْنُ وَاصِلِ بْنِ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو اُسَامَةَ عَنْ وُهَيْبِ ابْنِ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ طَاوُسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانُوْا يُرَوْنَ اَنَّ الْعُمْرَةَ فِى اَشْهُرِ الْحَجِّ مِنْ اَفْجَرِ الْفُجُوْرِ فِى الْاَرْضِ وَيَجْعَلُوْنَ الْمُحَرَّمَ صَفَرَ وَيَقُوْلُوْنَ اِذَا بَرَأَ الدَّبَرْ وَعَفَا الْوَبَرْ وَانْسَلَخَ صَفَرْ اَوْ قَالَ دَخَلَ صَفَرْ فَقَدْ حَلَّتِ الْعُمْرَةُ لِمَنِ اعْتَمَرْ فَقَدِمَ النَّبِىُّ ﷺ وَاَصْحَابُهُ صَبِيْحَةَ رَابِعَةٍ مُهِلِّيْنَ بِالْحَجِّ فَاَمَرَهُمْ اَنْ يَجْعَلُوْهَا عُمْرَةً فَتَعَاظَمَ ذٰلِكَ عِنْدَهُمْ فَقَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَىُّ الْحِلِّ قَالَ الْحِلُّ كُلُّهُ *

২৮১৪. আবদুল আ'লা ইব্‌ন ওয়াসিল ইব্‌ন আবদুল আ'লা (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : জাহিলী যুগে লোক মনে করতো হজ্জের মাসে উমরা করা পৃথিবীতে গুরুতর পাপ। তারা মুহাররম মাসকে সফর মাস সাব্যস্ত করতো। এবং তারা বলতো : اِذَا بَرَأَ الدَّبَرْ وَعَفَا الْوَبَرْ وَانْسَلَخَ صَفَرْ اَوْ قَالَ دَخَلَ صَفَرْ فَقَدْ حَلَّتِ الْعُمْرَةُ لِمَنِ اعْتَمَرْ 'যখন উটের পিঠে ক্ষত শুকিয়ে যায়, উটের পশম বৃদ্ধি পায় এবং সফর অর্থাৎ (তাদের বিশ্বাসানুযায়ী) অতিবাহিত হয়।' অথবা বলতো : সফর মাস এসে যায়, তখন উমরা হালাল হয়ে যায়, যে উমরা করতে চায় তার জন্য। তারপর নবী ﷺ এবং তার সাহাবিগণ যিলহাজ্জ মাসের চতুর্থ তারিখের ভোরে হজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধা অবস্থায় মক্কায় উপস্থিত হন। তিনি তাদেরকে আদেশ করেন, তারা যেন হজ্জকে উমরা(য় পরিবর্তিত) করে ফেলে। এটি তাদের নিকট কষ্টকর মনে হলো। তাঁরা বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! কোন ধরনের হালাল ? তিনি বললেন : পরিপূর্ণ হালাল।

٢٨١٥. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُسْلِمٍ وَهُوَ الْقُرِّىُّ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ اَهَلَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالْعُمْرَةِ وَاَهَلَّ اَصْحَابُهُ بِالْحَجِّ

وَأَمَرَ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ الْهَدْىُ اَنْ يَحِلَّ وَكَانَ فِيمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ الْهَدْىُ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ وَرَجُلٌ اٰخَرُ فَأَحَلاَّ *

২৮১৫. মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) - - - - মুসলিম (র) বলেন : আমি ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে বলতে শুনেছি : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উমরার ইহ্‌রাম বাঁধলেন, আর তাঁর সাহাবিগণ হজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধলেন। যাদের সাথে হাদী (কুরবানীর জন্তু) ছিল না, তিনি তাদেরকে আদেশ করলেন যেন তারা হালাল হয়ে যায়। আর যাদের সাথে হাদী (কুরবানীর জন্তু) ছিল না, তাদের মধ্যে ছিলেন তাল্‌হা ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ্ এবং অন্য এক ব্যক্তি। অতএব, তাঁরা দু'জন হালাল হয়ে গেলেন।

٢٨١٦. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ هٰذِهِ عُمْرَةٌ اسْتَمْتَعْنَاهَا فَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ هَدْىٌ فَلْيَحِلَّ الْحِلَّ كُلَّهُ فَقَدْ دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِى الْحَجِّ *

২৮১৬. মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)- - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : এই উমরা আমরা (হজ্জের সফরে পালন করার) সহজ সুযোগ লাভ করলাম। অতএব যার সাথে হাদী (কুরবানীর জন্তু) নেই, সে যেন সর্বোতভাবে হালাল হয়ে যায়। কেননা, উমরা হজ্জের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে গেল। (অর্থাৎ এখন থেকে হজ্জ ও উমরা একত্রে করা বৈধ হল।)

مَايَجُوْزُ لِلْمُحْرِمِ اَكْلُهُ مِنَ الصَّيْدِ

মুহরিম ব্যক্তির জন্য যে শিকার আহার করা বৈধ

٢٨١٧. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ اَبِى النَّضْرِ عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى اَبِى قَتَادَةَ عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ اَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حَتَّى اِذَا كَانَ بِبَعْضِ طَرِيْقِ مَكَّةَ تَخَلَّفَ مَعَ اَصْحَابٍ لَهُ مُحْرِمِيْنَ وَهُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ وَرَأَى حِمَارًا وَحْشِيًّا فَاسْتَوَى عَلَى فَرَسِهِ ثُمَّ سَأَلَ اَصْحَابَهُ اَنْ يُنَاوِلُوْهُ سَوْطَهُ فَأَبَوْا فَسَأَلَهُمْ رُمْحَهُ فَأَبَوْا فَأَخَذَهُ ثُمَّ شَدَّ عَلَى الْحِمَارِ فَقَتَلَهُ فَأَكَلَ مِنْهُ بَعْضُ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَاَبَى بَعْضُهُمْ فَأَدْرَكُوا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَسَأَلُوْهُ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ اِنَّمَا هِىَ طُعْمَةٌ اَطْعَمَكُمُوْهَا اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ *

২৮১৭. কুতায়বা (র) - - - - আবূ কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। (একদা) তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে ছিলেন। যখন তিনি মক্কার কোন এক রাস্তায় পৌঁছলেন, তখন তিনি তাঁর কয়েকজন মুহরিম সঙ্গীসহ পেছনে রয়ে গেলেন, তিনি নিজে মুহরিম ছিলেন না। এমন সময় তিনি একটি বন্য গাধা (নীল গরু) দেখতে পেলেন। তিনি একটি ঘোড়ায় আরোহণ করলেন। তারপর তিনি তাঁর সাথীদেরকে বললেন তাঁর চাবুকটি তার হাতে তুলে

দিতে। কিন্তু তারা অস্বীকার করলেন। পরে তিনি তাঁদেরকে তীরটি তুলে দিতে বললেন। তারা তা-ও অস্বীকার করলেন। এরপর তিনি নিজে তা (তীর) তুলে নিয়ে গাধার উপর আক্রমণ করলেন এবং তা শিকার করলেন। তা থেকে নবী ﷺ -এর কোন কোন সাহাবী খেলেন। আর কেউ কেউ খেতে অস্বীকৃতি জানালেন। তারপর তাঁরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে পেয়ে এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি বললেন : এ তো বিশেষ খাদ্য, যা আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে খাওয়ালেন।

٢٨١٨. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ التَّيْمِىِّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كُنَّا مَعَ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ وَنَحْنُ مُحْرِمُوْنَ فَأُهْدِىَ لَهُ طَيْرٌ وَهُوَ رَاقِدٌ فَأَكَلَ بَعْضُنَا وَتَوَرَّعَ بَعْضُنَا فَاسْتَيْقَظَ طَلْحَةُ فَوَفَّقَ مَنْ اَكَلَهُ وَقَالَ اَكَلْنَاهُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ *

২৮১৮. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - মুআয ইব্‌ন আবদুর রহমান তায়মী (র) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : আমরা তালহা ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ্‌র সঙ্গে ছিলাম, আর আমরা সকলে ছিলাম, মুহরিম। তাঁকে একটি পাখি হাদিয়া দেওয়া হলো। তখন তিনি ছিলেন নিদ্রিত। আমাদের মধ্যে কেউ তা আহার করলো আর কেউ তা আহার করলো না। ইত্যবসরে তালহা (রা) নিদ্রা থেকে জাগলেন। যারা তা খেয়েছিলেন, তিনিও তাদের অনুসারী হলেন এবং বললেন : আমরা তা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে আহার করেছি।

٢٨١٩. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِىْ مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عِيْسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَلَمَةَ الضَّمْرِىِّ اَنَّهُ اَخْبَرَهُ عَنِ الْبَهْزِىِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَرَجَ يُرِيْدُ مَكَّةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ حَتّٰى اِذَا كَانُوْا بِالرَّوْحَاءِ اِذَا حِمَارُ وَحْشٍ عَقِيْرٌ فَذُكِرَ ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ دَعُوْهُ فَاِنَّهُ يُوْشِكُ اَنْ يَأْتِىَ صَاحِبُهُ فَجَاءَ الْبَهْزِىُّ وَهُوَ صَاحِبُهُ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ شَأْنَكُمْ بِهٰذَا الْحِمَارِ فَأَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَبَا بَكْرٍ فَقَسَّمَهُ بَيْنَ الرِّفَاقِ ثُمَّ مَضَى حَتّٰى اِذَا كَانَ بِالْاُثَايَةِ بَيْنَ الرُّوَيْثَةِ وَالْعَرْجِ اِذَا ظَبْىٌ حَاقِفٌ فِى ظِلٍّ وَفِيْهِ سَهْمٌ فَزَعَمَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَمَرَ رَجُلاً يَقِفُ عِنْدَهُ لاَيُرِيْبُهُ اَحَدٌ مِنَ النَّاسِ حَتّٰى يُجَاوِزَهُ *

২৮১৯. মুহাম্মাদ ইব্‌ন সালামা ও হারিস ইব্‌ন মিসকীন (র) - - - - বাহ্‌যী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইহ্‌রাম অবস্থায় মক্কার উদ্দেশ্যে বের হলেন। যখন তাঁরা রাওহা নামক স্থানে পৌঁছলেন, তখন আহত অবস্থায় একটি জংলী গাধা দেখতে পেলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে আলোচনা করা হলে তিনি বললেন : এটা ছেড়ে দাও, হয়তো তার মালিক এসে পড়বে। তারপর তার মালিক বাহ্‌যী (রা) রাসূলুল্লাহ্

ﷺ -এর নিকট এসে বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! এই গাধার ব্যাপারটি আপনাদের হাতে। পরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আবূ বকর (রা)-কে আদেশ করলে তিনি তা সাথীদের মধ্যে ভাগ করে দিলেন। তারপর যখন তিনি রুয়াইছাহ্ ও আরজ এর মধ্যবর্তী উছাইয়াহ্ নামক স্থানে পৌঁছলেন, তখন দেখা গেল একটি হরিণ ছায়ায় শায়িত রয়েছে, তার গায়ে একটি তীর বিদ্ধ আছে। বর্ণনাকারী বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক ব্যক্তিকে আদেশ করলেন, সে যেন তার (হরিণের) নিকট দাঁড়িয়ে থাকে, যাতে কোন ব্যক্তি তাকে অতিক্রম করে যাওয়ার সময় তাকে উত্যক্ত না করে।

مَالاَ يَجُوْزُ لِلْمُحْرِمِ اَكْلُهُ مِنَ الصَّيْدِ

মুহরিমের জন্য যে শিকার আহার করা অবৈধ

٢٨٢٠. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَــةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ اَنَّهُ اَهْدَى لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حِمَارَ وَحْشٍ وَهُوَ بِالاَبْوَاءِ اَوْ بِوَدَّانَ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَلَمَّا رَأَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَافِى وَجْهِى قَالَ اَمَّا اَنَّــهُ لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ اِلاَّ اَنَّا حُرُمٌ *

২৮২০. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) - - - - সা'ব ইব্‌ন জাছ্‌ছামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি আবওয়ায় অথবা ওয়াদ্দানে (স্থানের নাম) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে একটি বন্য গাধা হাদিয়া দিলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তা ফিরিয়ে দেন। এতে আমার চেহারার অবস্থা দেখে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : আমি যেহেতু মুহরিম, সেজন্য তা তোমাকে ফেরত দিয়েছি।

٢٨٢١. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اَقْبَلَ حَتَّى اِذَا كَانَ بِوَدَّانَ رَأَى حِمَارَ وَحْشٍ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ اِنَّا حُرُمٌ لاَنَاْكُلُ الصَّيْدَ *

২৮২১. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) - - - - সা'ব ইব্‌ন জাছ্‌ছামা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ (মক্কায়) আগমনকালে যখন ওয়াদ্দানে পৌঁছলেন, তখন একটি বন্য গাধা দেখলেন। (যা তাঁকে সা'ব ইব্‌ন জাছ্‌ছাম কর্তৃক হাদিয়া হিসেবে দেয়া হয়েছে।) তিনি তা তাকে ফেরত দিলেন এবং বললেন : আমরা মুহরিম, আমরা শিকার আহার করি না।

٢٨٢٢. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ اَنْبَأَنَا قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عَطَاءٍ اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ لِزَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ مَاعَلِمْتَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اُهْدِىَ لَهُ عُضْوُ صَيْدٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَلَمْ يَقْبَلْهُ قَالَ نَعَمْ *

২৮২২. আহমাদ ইব্‌ন সুলায়মান (র) - - - - আতা (র) থেকে বর্ণিত যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) যায়দ ইব্‌ন

আরকাম (রা)-কে বললেন : আপনি কি জানেন যে, নবী ﷺ -কে তাঁর ইহ্রাম অবস্থায় শিকার করা পশুর এক অংশ হাদিয়া দেয়া হয়েছিল। আর তিনি তা গ্রহণ করেন নি ? তিনি বললেন : হ্যাঁ।

٢٨٢٣. أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى وَسَمِعْتُ أَبَا عَاصِمٍ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ يَسْتَذْكِرُهُ كَيْفَ أَخْبَرْتَنِي عَنْ لَحْمِ صَيْدٍ أُهْدِيَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ حَرَامٌ قَالَ نَعَمْ أَهْدَى لَهُ رَجُلٌ عُضْوًا مِنْ لَحْمِ صَيْدٍ فَرَدَّهُ وَقَالَ إِنَّا لاَ نَأْكُلُ إِنَّا حُرُمٌ *

২৮২৩. আমর ইব্ন আলী (র) - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যায়দ ইব্ন আরকাম (রা) আগমন করলে ইব্ন আব্বাস (রা) তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বললেন, আপনি কিরূপে আমাকে সংবাদ দিয়েছিলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে তাঁর ইহ্রাম অবস্থায় শিকার করা পশুর গোশ্ত হাদিয়া দেয়া হয়েছিল ? তিনি বললেন : হ্যাঁ, জনৈক ব্যক্তি শিকারের গোশ্ত তাঁকে হাদিয়া দিয়েছিল। তিনি তা গ্রহণ করেন নি। তিনি তা ফেরত দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন যে, আমরা তা ভক্ষণ করি না, কেননা, আমরা মুহরিম।

٢٨٢٤. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَهْدَى الصَّعْبُ بْنُ جَثَّامَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ رِجْلَ حِمَارِ وَحْشٍ تَقْطُرُ دَمًا وَهُوَ مُحْرِمٌ وَهُوَ بِقُدَيْدٍ فَرَدَّهَا عَلَيْهِ *

২৮২৪. মুহাম্মাদ ইব্ন কুদামা (র) - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : সা'ব ইব্ন জাছ্ছামা (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বন্য গাধার একটি পা হাদিয়া দিলেন যার থেকে রক্ত ঝরছিল, আর তখন তিনি কুদায়দ নামক স্থানে ইহ্রাম অবস্থায় ছিলেন। পরে তিনি তা তাকে ফেরত দিলেন।

٢٨٢٥. أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ حَمَّادٍ الْمَعْنِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حَبِيبٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ وَحَبِيبٌ وَهُوَ ابْنُ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ الصَّعْبَ بْنَ جَثَّامَةَ أَهْدَى لِلنَّبِيِّ ﷺ حِمَارًا وَهُوَ مُحْرِمٌ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ *

২৮২৫. ইউসুফ ইব্ন হাম্মাদ মা'নী (র) - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, সা'ব ইব্ন জাছ্ছামা (রা) নবী ﷺ -কে একটি গাধা হাদিয়া দিলেন, তখন তিনি ছিলেন মুহরিম। তিনি তা তাকে ফেরত দিলেন।

إِذَا ضَحِكَ الْمُحْرِمُ فَفَطِنَ الْحَلاَلُ لِلصَّيْدِ فَقَتَلَهُ أَيَأْكُلُهُ أَمْ لاَ

মুহরিম ব্যক্তির হাসি দেখে যদি কোন হালাল ব্যক্তি শিকারের সন্ধান পায় এবং তা হত্যা করে তাহলে সে (মুহরিম) তা আহার করবে কিনা ?

٢٨٢٦. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي

كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى قَتَادَةَ قَالَ انْطَلَقَ اَبِى مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ فَأَحْرَمَ اَصْحَابُهُ وَلَمْ يُحْرِمْ فَبَيْنَا اَنَا مَعَ اَصْحَابِى ضَحِكَ بَعْضُهُمْ اِلَى بَعْضٍ فَنَظَرْتُ فَاِذَا حِمَارُ وَحْشٍ فَطَعَنْتُهُ فَاسْتَعَنْتُهُمْ فَأَبَوْا اَنْ يُعِينُوْنِى فَأَكَلْنَا مِنْ لَحْمِهِ وَخَشِيْنَا اَنْ نُقْتَطَعَ فَطَلَبْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أُرَفِّعُ فَرَسِى شَأْوًا وَأَسِيْرُ شَأْوًا فَلَقِيْتُ رَجُلاً مِنْ غِفَارٍ فِى جَوْفِ اللَّيْلِ فَقُلْتُ أَيْنَ تَرَكْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ تَرَكْتُهُ وَهُوَ قَائِلٌ بِالسُّقْيَا فَلَحِقْتُهُ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اَصْحَابَكَ يَقْرَؤُنَ عَلَيْكَ السَّلاَمَ وَرَحْمَةَ اللّٰهِ وَاِنَّهُمْ قَدْ خَشُوْا اَنْ يُقْتَطَعُوا دُوْنَكَ فَانْتَظِرْهُمْ فَانْتَظَرَهُمْ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّى اَصَبْتُ حِمَارَ وَحْشٍ وَعِنْدِى مِنْهُ فَقَالَ لِلْقَوْمِ كُلُوْا وَهُمْ مُحْرِمُوْنَ *

২৮২৬. মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল আলা (র) - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : হুদায়বিয়ার বছর আমার পিতা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে রওনা হলেন। তাঁর সাহাবিগণ ইহ্রাম বাঁধলেন, আর তিনি (আবূ কাতাদা) ইহ্রাম বাঁধলেন না। আমি আমার সাথীদের সাথে ছিলাম। এমন সময় তারা একে অন্যের দিকে তাকিয়ে হেসে উঠলেন। আমি লক্ষ্য করে দেখলাম, একটি বন্য গাধা। আমি তাকে লক্ষ্য করে বর্শা নিক্ষেপ করলাম। (বর্শা নিক্ষেপ করতে) আমি তাঁদের সাহায্য কামনা করলাম, কিন্তু তাঁরা আমাকে সাহায্য করতে অস্বীকৃতি জানালেন। আমরা তার গোশ্ত খেলাম। আমরা কাফেলা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার আশংকা করলাম। তারপর আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সন্ধানে ঘোড়াকে কখনো অতি দ্রুত এবং কখনো স্বাভাবিকভাবে দৌড়ালাম। মধ্যরাতে গিফার গোত্রের এক ব্যক্তির সাথে আমার সাক্ষাত হলো। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম : তুমি কোথায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে ছেড়ে (দেখে) এসেছ ? সে বললেন : সুক্য়া নামক স্থানে তাঁকে দুপুরের বিশ্রামরত অবস্থায় ছেড়ে এসেছি। পরে তাঁর সাথে মিলিত হয়ে বললাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আপনার সাহাবীবৃন্দ আপনাকে সালাম দিয়েছেন। তারা (আপনার থেকে পেছনে থাকার কারণে) বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার ভয় করছে। অতএব আপনি তাঁদের জন্য অপেক্ষা করুন। তিনি তাঁদের জন্য অপেক্ষা করলেন। আমি বললাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমি একটি বন্য গাধা ধরে ফেলেছি। আর তার কিছু অংশ আমার নিকট আছে। তিনি কাফেলাকে লক্ষ্য করে বললেন : তোমরা তা আহার কর, অথচ তারা তখন মুহরিম ছিল।

٢٨٢٧. اَخْبَرَنِى عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ فَضَالَةَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ النَّسَائِىُّ قَالَ اَنْبَأَنَا مُحَمَّدٌ وَهُوَ ابْنُ الْمُبَارَكِ الصُّوْرِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ وَهُوَ ابْنُ سَلاَّمٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِى كَثِيْرٍ قَالَ اَخْبَرَنِى عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِى قَتَادَةَ اَنَّ اَبَاهُ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ غَزَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ غَزْوَةَ الْحُدَيْبِيَةِ قَالَ فَأَهَلُّوا بِعُمْرَةٍ غَيْرِى فَاصْطَدْتُ حِمَارَ وَحْشٍ فَأَطْعَمْتُ اَصْحَابِى مِنْهُ وَهُمْ مُحْرِمُوْنَ ثُمَّ اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَأَنْبَأْتُهُ اَنَّ عِنْدَنَا مِنْ لَحْمِهِ فَاضِلَةً فَقَالَ كُلُوهُ وَهُمْ مُحْرِمُوْنَ *

২৮২৭. উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন ফাদালা ইব্ন ইবরাহীম নাসাঈ (র) - - - - ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আবূ কাসীর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ কাতাদা (র) আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, তাঁর পিতা তাঁকে অবহিত করেছেন, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে হুদায়বিয়ার অভিযানে ছিলেন। তিনি বললেন : আমি ব্যতীত সকলেই উমরার ইহ্রাম করেছিলেন। আমি একটি বন্য গাধা শিকার করলাম, এবং তা থেকে আমার সাথীদেরকে খাওয়ালাম, অথচ তাঁরা ছিলেন মুহরিম। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট এসে তাঁকে এ সংবাদ দিলাম যে, এর উদ্বৃত্ত গোশ্‌ত আমাদের নিকট রয়েছে। তিনি বললেন : তোমরা তা খাও। অথচ তারা সকলেই মুহরিম ছিলেন।

اِذَا اَشَارَ الْمُحْرِمُ اِلَى الصَّيْدِ فَقَتَلَهُ الْحَلاَلُ

যখন মুহরিম ব্যক্তি শিকারের দিকে ইশারা করে এবং হালাল ব্যক্তি তা শিকার করে (তার বিধান)

٢٨٢٨. اَخْبَرَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ اَنْبَأَنَا شُعْبَةُ قَالَ اَخْبَرَنِى عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَوْهَبٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ اَبِى قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُمْ كَانُوا فِى مَسِيْرٍ لَهُمْ بَعْضُهُمْ مُحْرِمٌ وَبَعْضُهُمْ لَيْسَ بِمُحْرِمٍ قَالَ فَرَأَيْتُ حِمَارَ وَحْشٍ فَرَكِبْتُ فَرَسِىْ وَاَخَذْتُ الرُّمْحَ فَاسْتَعَنْتُهُمْ فَأَبَوْا اَنْ يُعِيْنُوْنِىْ فَاخْتَلَسْتُ سَوْطًا مِنْ بَعْضِهِمْ فَشَدَدْتُ عَلَى الْحِمَارِ فَأَصَبْتُهُ فَأَكَلُوا مِنْهُ فَأَشْفَقُوا قَالَ فَسُئِلَ عَنْ ذٰلِكَ النَّبِىُّ ﷺ فَقَالَ هَلْ اَشَرْتُمْ اَوْ أَعَنْتُمْ قَالُوْا لاَ قَالَ فَكُلُوْا *

২৮২৮. মাহ্মূদ ইব্ন গায়লান (র) - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাওহাব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি আবদুল্লাহ্কে তার পিতা আবূ কাতাদা (রা) থেকে বর্ণনা করতে শুনেছি যে, (তারা) এক সফরে ছিলেন। তাঁদের কেউ কেউ মুহরিম ছিলেন, আর কেউ কেউ মুহরিম ছিলেন না। তিনি বলেন : আমি একটি বন্য গাধা দেখতে পেলাম। আমি আমার ঘোড়ায় আরোহণ করে বর্শা ধারণ করলাম এবং তাঁদের সাহায্য চাইলাম। কিন্তু তারা আমাকে সাহায্য করতে অস্বীকার করলেন। তারপর আমি তাঁদের একজনের নিকট থেকে একটি তীর কেড়ে নিয়ে ঐ গাধাকে আক্রমণ করলাম এবং তাকে ধরে ফেললাম। তারা তা থেকে খেলেন এবং অবৈধ হওয়ার ভয় করলেন। বর্ণনাকারী বলেন : নবী ﷺ -কে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন : তোমরা কি তার দিকে ইঙ্গিত অথবা সাহায্য করেছিলে ? তাঁরা বললেন : না। তিনি বললেন : তা হলে খাও।

٢٨٢٩. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَمْرٍو عَنِ الْمُطَّلِبِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ صَيْدُ الْبَرِّ لَكُمْ حَلاَلٌ مَالَمْ تَصِيْدُوْهُ اَوْ يُصَادَ لَكُمْ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَمْرُو بْنُ اَبِى عَمْرٍو لَيْسَ بِالْقَوِىِّ فِى الْحَدِيْثِ وَاِنْ كَانَ قَدْ رَوَى عَنْهُ مَالِكٌ *

২৮২৯. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) ---- জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি : তোমাদের জন্য স্থলের শিকার হালাল, যদি তোমরা তা শিকার না কর অথবা তোমাদের উদ্দেশ্যে শিকার করা না হয়। আবূ আবদুর রহমান (র) বলেন : আমর ইব্‌ন আবূ আমর হাদীসে তত নির্ভরযোগ্য নন, যদিও মালিক (র) তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

مَايَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِ قَتْلَ الْكَلْبِ الْعَقُوْرِ

মুহরিম যে সকল জন্তু হত্যা করতে পারে, দংশনকারী কুকুর হত্যা করা

٢٨٣٠. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ خَمْسٌ لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِى قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ اَلْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُوْرُ *

২৮৩০. কুতায়বা (র) ---- ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : পাঁচ প্রকার প্রাণী হত্যা করায় মুহরিমের কোন পাপ নেই। তা হলো— কাক, চিল, বিচ্ছু, ইঁদুর এবং দংশনকারী কুকুর।

قَتْلُ الْحَيَّةِ

সাপ মারা

٢٨٣١. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ خَمْسٌ يَقْتُلُهُنَّ الْمُحْرِمُ الْحَيَّةُ وَالْفَأْرَةُ وَالْحِدَأَةُ وَالْغُرَابُ الْاَبْقَعُ وَالْكَلْبُ الْعَقُوْرُ *

২৮৩১. আমর ইব্‌ন আলী (র) ---- আয়েশা (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন : মুহরিম ব্যক্তি পাঁচ প্রকার প্রাণী হত্যা করতে পারে : সাপ, ইঁদুর, চিল, ঐ কাক— যার পেটে বা পিঠে সাদা বর্ণ রয়েছে এবং দংশনকারী কুকুর।

قَتْلُ الْفَأْرَةِ

ইঁদুর মারা

٢٨٣٢. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَذِنَ فِى قَتْلِ خَمْسٍ مِنَ الدَّوَابِّ لِلْمُحْرِمِ اَلْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُوْرُ وَالْعَقْرَبُ *

২৮৩২. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) ---- ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পাঁচ প্রকার প্রাণী হত্যা করতে মুহরিমকে অনুমতি দিয়েছেন। তা হলো— কাক, চিল, ইঁদুর, দংশনকারী কুকুর এবং বিচ্ছু।

قَتْلُ الْوَزَغِ

গিরগিটি (বড় টিকটিকি) মারা

٢٨٣٣. اَخْبَرَنِىْ اَبُو بَكْرِ بْنُ اِسْحٰق قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَرْعَرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ ابْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ اَنَّ امْرَاَةً دَخَلَتْ عَلَى عَائِشَةَ وَبِيَدِهَا عُكَّازٌ فَقَالَتْ مَاهٰذَا فَقَالَتْ لِهٰذِهِ الْوَزَغِ لاَنَّ نَبِىَّ اللّٰهِ ﷺ حَدَّثَنَا اَنَّهُ لَمْ يَكُنْ شَىْءٌ اِلاَّ يُطْفِئُ عَلَى اِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اِلاَّ هٰذِهِ الدَّابَّةُ فَاَمَرَنَا بِقَتْلِهَا وَنَهَى عَنْ قَتْلِ الْجِنَّانِ اِلاَّ ذَا الطُّفْيَتَيْنِ وَالاَبْتَرَ فَاِنَّهُمَا يَطْمِسَانِ الْبَصَرَ وَيُسْقِطَانِ مَافِى بُطُوْنِ النِّسَاءِ ٭

২৮৩৩. আবূ বকর ইব্‌ন ইসহাক (র) - - - - সাঈদ ইব্‌ন মুসায়্যাব (র) থেকে বর্ণিত যে, এক মহিলা আয়েশা (রা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে দেখলো যে, তাঁর হাতে একটি ছড়ি রয়েছে। মহিলা জিজ্ঞাসা করলেন : এটা কি ? তিনি বললেন : এটা গিরগিটি মারার জন্য। কেননা, নবী ﷺ বলেছেন : প্রত্যেক (প্রাণী)ই ইবরাহীম (আ)-এর আগুন নির্বাপিত করতে চেষ্টা করেছিল, তবে এ জীবটি ব্যতীত। অতএব, তিনি একে হত্যা করতে আমাদেরকে আদেশ করেছেন এবং তিনি ঘরের সাপ মারতে নিষেধ করেছেন। তবে পিঠে দুই সাদা দাগ (অথবা বিন্দু) বিশিষ্ট এবং কর্তিত লেজ বিশিষ্ট সাপ ছাড়া। কেননা, এই দুই প্রকারের সাপ চোখ অন্ধ করে দেয় এবং স্ত্রীলোকের গর্ভপাত ঘটায়।

قَتْلُ الْعَقْرَبِ

বিচ্ছু মারা

٢٨٣٤. اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ اَبُو قُدَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنِىْ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لاَجُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ اَوْ فِى قَتْلِهِنَّ وَهُوَ حَرَامٌ الْحِدَاَةُ وَالْفَارَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُوْرُ وَالْعَقْرَبُ وَالْغُرَابُ ٭

২৮৩৪. উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন সাঈদ আবূ কুদামা (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : পাঁচ প্রকার প্রাণীকে ইহ্‌রাম অবস্থায় মারলে কোন পাপ হবে না। সেগুলো হলো— চিল, ইঁদুর, দংশনকারী কুকুর, বিচ্ছু এবং কাক।

قَتْلُ الْحِدَاَةِ

চিল মারা

٢٨٣٥. اَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ اَيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ اَنْبَاَنَا اَيُّوْبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ

قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَانَقْتُلُ مِنَ الدَّوَابِّ اِذَا اَحْرَمْنَا قَالَ خَمْسٌ لاَجُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ الْحِدَأَةُ وَالْغُرَابُ وَالْفَأْرَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْكَلْبُ الْعَقُوْرُ *

২৮৩৫. যিয়াদ ইব্‌ন আইউব (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : এক ব্যক্তি বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! ইহ্‌রাম অবস্থায় আমরা কোন্ কোন্ প্রাণী হত্যা করতে পারি ? তিনি বললেন : পাঁচ প্রকার প্রাণী হত্যা করলে তাতে কোন পাপ হবে না। তা হলো— চিল, কাক, ইঁদুর, বিচ্ছু ও দংশনকারী কুকুর।

قَتْلُ الْغُرَابِ

কাক মারা

٢٨٣٦. اَخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ سُئِلَ مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ قَالَ يَقْتُلُ الْعَقْرَبَ وَالْفُوَيْسِقَةَ وَالْحِدَأَةَ وَالْغُرَابَ وَالْكَلْبَ الْعَقُوْرَ *

২৮৩৬. ইয়াকূব ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, (একদা) নবী ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করা হলেন : মুহরিম কোন্ কোন্ প্রাণী হত্যা করতে পারে ? তিনি বললেন : বিচ্ছু, ইঁদুর, চিল, কাক আর দংশনকারী কুকুর।

٢٨٣٧. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ الْمُقْرِئُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لاَجُنَاحَ فِى قَتْلِهِنَّ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِى الْحَرَامِ وَالْاِحْرَامِ الْفَأْرَةُ وَالْحِدَأَةُ وَالْغُرَابُ وَالْعَقْرَبُ وَالْكَلْبُ الْعَقُوْرُ *

২৮৩৭. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইয়াযীদ মুকরী (র) - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি পাঁচ প্রকার প্রাণী হরম শরীফে এবং ইহ্‌রাম অবস্থায় হত্যা করে, যেগুলো হত্যার জন্য তার কোন পাপ হবে না। সেগুলো হলো— ইঁদুর, চিল, কাক, বিচ্ছু এবং দংশনকারী কুকুর।

مَالاَ يَقْتُلُهُ الْمُحْرِمُ

মুহ্‌রিম যে সকল প্রাণী হত্যা করতে পারবে না

٢٨٣٨. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِى ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ اَبِى عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ الضَّبُعِ فَاَمَرَنِى بِاَكْلِهَا قُلْتُ اَصَيْدٌ هِىَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ اَسَمِعْتَهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ نَعَمْ *

২৫৩৮. মুহাম্মাদ ইব্‌ন মানসূর (র) - - - - **ইব্‌ন আবূ আম্মার** (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা)-কে গোসাপ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি আমাকে তা খাওয়ার আদেশ দিলেন। আমি বললাম : তা কি শিকার ? তিনি বললেন : হ্যাঁ। আমি বললাম : আপনি কি তা রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে শুনেছেন ? তিনি বললেন : হ্যাঁ।

اَلرُّخْصَةُ فِى النِّكَاحِ لِلْمُحْرِمِ

মুহ্‌রিমের জন্য বিবাহের অনুমতি

٢٨٣٩. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْعَطَّارُ عَنْ عَمْرٍو وَهُوَ ابْنُ دِيْنَارٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا الشَّعْثَاءِ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ تَزَوَّجَ النَّبِىُّ ﷺ مَيْمُوْنَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ *

২৮৩৯. কুতায়বা (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী (সা) ইহ্‌রাম অবস্থায় মায়মূনা (রা)-কে বিবাহ করেছিলেন।

٢٨٤٠. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو ابْنُ دِيْنَارٍ اَنَّ اَبَا الشَّعْثَاءِ حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَكَحَ حَرَامًا *

২৮৪০. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইহ্‌রাম অবস্থায় বিবাহ করেছিলেন।

٢٨٤١. اَخْبَرَنِى اِبْرَاهِيْمُ بْنُ يُوْنُسَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ تَزَوَّجَ مَيْمُوْنَةَ وَهُمَا مُحْرِمَانِ *

২৮৪১. ইবরাহীম ইব্‌ন ইউনুস ইব্‌ন মুহাম্মাদ (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) মায়মূনা (রা)-কে বিবাহ করেছিলেন। তখন তাঁরা উভয়ে মুহরিম ছিলেন।

٢٨٤٢. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحٰقَ الصَّاغَانِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ اِسْحٰقَ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ تَزَوَّجَ مَيْمُوْنَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ *

২৮৪২. মুহাম্মাদ ইব্‌ন সাগানী (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) মায়মূনা (রা)-কে ইহ্‌রাম অবস্থায় বিবাহ করেছিলেন।

٢٨٤٣. اَخْبَرَنِىْ شُعَيْبُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اِسْحٰقَ وَصَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو الْحِمْصِىُّ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُو الْمُغِيْرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِىُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَبِى رَبَاحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ تَزَوَّجَ مَيْمُوْنَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ *

২৮৪৩. শুয়াইব ইব্ন শুয়াইব ইব্ন ইসহাক ও সাফওয়ান ইব্ন আমর হিমসী (র) - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ মায়মূনা (রা)-কে বিবাহ করেছিলেন, তখন তিনি ছিলেন মুহরিম।

اَلنَّهْىُ عَنْ ذٰلِكَ

এ ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা

٢٨٤٤. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ اَنَّ اَبَانَ بْنَ عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ عُثْمَانَ ابْنَ عَفَّانَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَيَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلاَيَخْطُبُ وَلاَيُنْكِحُ *

২৮৪৪. কুতায়বা (র) - - - - আবান ইব্ন উসমান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি উসমান ইব্ন আফ্ফান (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : মুহ্রিম বিবাহ করবে না, বিবাহের পয়গাম পাঠাবে না এবং অপর কাউকে বিবাহ দেবে না।

٢٨٤٥. اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ اَخْبَرَنِىْ نَافِعٌ عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ اَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ نَهَى اَنْ يَنْكِحَ الْمُحْرِمُ اَوْ يُنْكِحَ اَوْ يَخْطُبَ *

২৮৪৫. উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন সাঈদ (র) - - - - আবান ইব্ন উসমান (রা) তাঁর পিতার সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি মুহরিমকে বিবাহ করতে, বিবাহ দিতে, বা বিবাহের পয়গাম পাঠাতে নিষেধ করেছেন।

٢٨٤٦. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اَيُّوْبَ بْنِ مُوْسَى عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ اَرْسَلَ عُمَرُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ مَعْمَرٍ اِلَى اَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ يَسْاَلُهُ اَيَنْكِحُ الْمُحْرِمُ فَقَالَ اَبَانُ اِنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ حَدَّثَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لاَيَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلاَيَخْطُبُ *

২৮৪৬. মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইয়াযীদ (র) - - - - নুবায়হ্ ইব্ন ওহাব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : উমর ইব্ন উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন মা'মার (র) আবান ইব্ন উসমান (রা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করে পাঠান যে, মুহরিম কি বিবাহ করতে পারে ? আবান (র) বলেন, উসমান ইব্ন আফ্ফান (রা) বর্ণনা করেছেন যে, নবী ﷺ বলেছেন : মুহরিম বিবাহ করবে না, বিবাহের পয়গামও পাঠাবে না।

اَلْحِجَامَةُ لِلْمُحْرِمِ

মুহরিমের শিংগা লাগান

٢٨٤٧. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ *

২৮৪৭. কুতায়বা (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইহ্‌রাম অবস্থায় শিংগা লাগিয়েছিলেন।

٢٨٤٨. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ طَاوُسٍ وَعَطَاءٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ *

২৮৪৮. কুতায়বা (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইহ্‌রাম অবস্থায় শিংগা লাগিয়েছিলেন।

٢٨٤٩. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ أَنْبَأَنَا عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءً قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ احْتَجَمَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ ثُمَّ قَالَ بَعْدُ أَخْبَرَنِي طَاوُسٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ احْتَجَمَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ *

২৮৪৯. মুহাম্মাদ ইব্‌ন মানসূর (র) - - - - 'আতা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, নবী ﷺ ইহ্‌রাম অবস্থায় শিংগা লাগিয়েছিলেন।

আর সনদের অন্য ধারায় আমর ইব্‌ন দীনার বলেন : আমাকে তাউস (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে অবহিত করেছেন, তিনি বলেছেন যে, নবী ﷺ ইহ্‌রাম অবস্থায় শিংগা লাগিয়েছিলেন।

حِجَامَةُ الْمُحْرِمِ مِنْ عِلَّةٍ تَكُوْنُ بِهِ

মুহ্‌রিম ব্যক্তি রোগের কারণে শিংগা লাগান

٢٨٥٠. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ مِنْ وَثْءٍ كَانَ بِهِ *

২৮৫০. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুবারক (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ -এর (পায়ে) যে ব্যথা ছিল, তার জন্য তিনি ইহ্‌রাম অবস্থায় শিংগা লাগিয়েছিলেন।

حِجَامَةُ الْمُحْرِمِ عَلَى ظَهْرِ الْقَدَمِ

মুহ্‌রিমের পায়ের উপরিভাগে শিংগা লাগান

٢٨٥١. أَخْبَرَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ عَلَى ظَهْرِ الْقَدَمِ مِنْ وَثْءٍ كَانَ بِهِ *

২৮৫১. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পা মুবারকের পিঠে যে ব্যথা ছিল, তার জন্য ইহ্‌রাম অবস্থায় তিনি শিংগা লাগিয়েছিলেন।

حِجَامَةُ الْمُحْرِمِ وَسَطَ رَأْسِهِ

মুহ্‌রিমের মাথার মধ্যস্থলে শিংগা লাগান

٢٨٥٢. اَخْبَرَنِىْ هِلاَلُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ وَهُوَ ابْنُ عَثْمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ قَالَ قَالَ عَلْقَمَةُ بْنُ اَبِى عَلْقَمَةَ اَنَّهُ سَمِعَ الاَعْرَجَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ ابْنَ بُحَيْنَةَ يُحَدِّثُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ احْتَجَمَ وَسَطَ رَأْسِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ بِلَحْىِ جَمَلٍ مِنْ طَرِيْقِ مَكَّةَ *

২৮৫২. হিলাল ইব্‌ন বিশ্‌র (র) - - - - আ'রাজ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন বুহায়না (রা)-কে বলতে শুনেছি : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মক্কার পথে 'লাহ্‌ইয়্যু জামাল' নামক স্থানে ইহ্‌রাম অবস্থায় মাথার মধ্যস্থলে শিংগা লাগিয়েছিলেন।

فِى الْمُحْرِمِ يُؤْذِيْهِ الْقَمْلُ فِى رَأْسِهِ

মুহ্‌রিমের মাথায় উকুন উপদ্রব করলে

٢٨٥٣. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِىْ مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ بْنِ مَالِكٍ الْجَزَرِىِّ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِى لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ اَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مُحْرِمًا فَاَذَاهُ الْقَمْلُ فِى رَأْسِهِ فَاَمَرَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ وَقَالَ صُمْ ثَلاَثَةَ اَيَّامٍ اَوْ اَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِيْنَ مُدَّيْنِ مُدَّيْنِ اَوِ انْسُكْ شَاةً اَىَّ ذٰلِكَ فَعَلْتَ اَجْزَأَ عَنْكَ *

২৮৫৩. মুহাম্মাদ ইব্‌ন সালামা ও হারিস ইব্‌ন মিসকীন (র) - - - - কা'ব্ ইব্‌ন উজরা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি মুহ্‌রিম অবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে ছিলেন। তখন তার মাথার উকুন তাকে কষ্ট দিতেছিল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে মাথা মুণ্ডন করতে আদেশ করলেন এবং বললেন : তিন দিন রোযা রাখ অথবা ছয়জন মিসকীনকে দুই দুই মুদ্দ (সের) করে খাওয়াও (খাদ্য প্রদান করে) অথবা একটি বকরী (সাদাকারূপে) যবাই কর। এর যে কোন একটি আদায় করলেই তোমার জন্য তা যথেষ্ট হবে।

٢٨٥٤. اَخْبَرَنِىْ اَحْمَدُ بْنُ سَعِيْدٍ الرِّبَاطِىُّ قَالَ اَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ وَهُوَ الدَّشْتَكِىُّ قَالَ اَنْبَأَنَا عَمْرٌو وَهُوَ ابْنُ اَبِى قَيْسٍ عَنِ الزُّبَيْرِ وَهُوَ ابْنُ عَدِىٍّ عَنْ اَبِى وَائِلٍ عَنْ

كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ اَحْرَمْتُ فَكَثُرَ قَمْلُ رَأْسِىْ فَبَلَغَ ذٰلِكَ النَّبِىَّ ﷺ فَأَتَانِىْ وَاَنَا اَطْبُخُ قِدْرًا لِّأَصْحَابِىْ فَمَسَّ رَأْسِىْ بِاَصْبَعِهِ فَقَالَ انْطَلِقْ فَاحْلِقْهُ وَتَصَدَّقْ عَلٰى سِتَّةِ مَسَاكِيْنَ *

২৮৫৪. আহমাদ ইব্‌ন সাঈদ রিবাতী (র) - - - - কা'ব ইব্‌ন উজরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমার ইহ্‌রাম বাঁধার পর আমার মাথায় উকুন বেড়ে গেল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট এই সংবাদ পৌঁছলে তিনি আমার নিকট আগমন করলেন। তখন আমি আমার সাথীদের জন্য রান্না করছিলাম। তিনি তাঁর আঙ্গুল দ্বারা আমার মাথা স্পর্শ করে বললেন : উঠ, ইহা মুণ্ডন করে ফেল এবং ছয়জন মিসকীনকে সাদাকা দাও।

غُسْلُ الْمُحْرِمِ بِالسِّدْرِ اِذَا مَاتَ

মুহ্‌রিম মারা গেলে তাঁকে কুল পাতা দিয়ে গোসল দেয়া

٢٨٥٥. اَخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ اَنْبَأَنَا اَبُوْ بِشْرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَجُلاً كَانَ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ فَوَقَصَتْهُ نَاقَتُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَمَاتَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اغْسِلُوْهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوْهُ فِىْ ثَوْبَيْهِ وَلاَ تُمِسُّوْهُ بِطِيْبٍ وَلاَتُخَمِّرُوْا رَأْسَهُ فَاِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا *

২৮৫৫. ইয়াকূব ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর সাথে ছিল। তাকে তার উটনী পিঠ হতে ফেলে দেয়ায় তার ঘাড় ভেঙ্গে গেল এবং সে মারা গেল। আর সে ছিল মুহ্‌রিম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তাকে কুল পাতার পানি দ্বারা গোসল দাও। আর তাকে তার দু'খানা কাপড় দ্বারা কাফন দাও, তার গায়ে কোন সুগন্ধি লাগাবে না এবং তার মাথাও ঢাকবে না। কেননা, কিয়ামতের দিন তালবিয়া পাঠ করতে করতে তার উত্থান হবে।

فِىْ كَمْ يُكَفَّنُ الْمُحْرِمُ اِذَا مَاتَ

মুহ্‌রিম ইন্‌তিকাল করলে তাকে কয়টি কাপড়ে কাফন দেয়া হবে ?

٢٨٥٦. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِىْ بِشْرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَجُلاً مُحْرِمًا صُرِعَ عَنْ نَاقَتِهِ فَأُوْقِصَ ذُكِرَ اَنَّهُ قَدْ مَاتَ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اغْسِلُوْهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوْهُ فِىْ ثَوْبَيْنِ ثُمَّ قَالَ عَلٰى اِثْرِهِ خَارِجًا رَأْسُهُ قَالَ وَلاَ تُمِسُّوْهُ طِيْبًا فَاِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا قَالَ شُعْبَةُ فَسَأَلْتُهُ بَعْدَ عَشْرِ سِنِيْنَ فَجَاءَ بِالْحَدِيْثِ كَمَا كَانَ يَجِىْءُ بِهِ اِلاَّ اَنَّهُ قَالَ وَلاَ تُخَمِّرُوْا وَجْهَهُ وَرَأْسَهُ *

২৮৫৬. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল আ'লা (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক মুহ্‌রিম ব্যক্তি উট

থেকে পড়ে যাওয়ায় তার ঘাড় ভেঙ্গে গেল এবং সে মারা গেল। নবী ﷺ-এর নিকট এ সংবাদ পৌছলে তিনি বলেন : তাকে কুল পাতার পানি দিয়ে গোসল দাও এবং (ইহরামের) দু' কাপড় দিয়েই তাকে কাফন দাও। এরপর তিনি বলেন : তার মাথা কাফনের বাইরে থাকবে। আর তার গায়ে খুশবু লাগাবে না। কেননা সে কিয়ামতের দিন তাল্বিয়া পড়তে পড়তে উঠবে। শু'বা (রা) বলেন : আমি দশ বৎসর পর তাকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি ঐ হাদীস বর্ণনা করলেন, যেমন পূর্বে তিনি বর্ণনা করতেন। কিন্তু তাতে তিনি বললেন ; তার চেহারা এবং মাথা ঢাকবে না।

اَلنَّهْىُ عَنْ أَنْ يُحَنَّطَ الْمُحْرِمُ اِذَا مَاتَ

মুহ্‌রিম ব্যক্তি ইনতিকাল করলে তাঁর গায়ে সুগন্ধি লাগান নিষেধ

٢٨٥٧. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بَيْنَا رَجُلٌ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِذْ وَقَعَ مِنْ رَاحِلَتِهِ فَأَقْعَصَتْهُ اَوْ قَالَ فَأَقْعَصَتْهُ - فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اغْسِلُوْهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوْهُ فِى ثَوْبَيْنِ وَلَا تُحَنِّطُوْهُ وَلَا تُخَمِّرُوْا رَأْسَهُ فَاِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا *

২৮৫৭. কুতায়বা (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : এক ব্যক্তি আরাফায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে অবস্থান করছিল। হঠাৎ সে তার সওয়ারী থেকে পড়ে যায় (এবং সাথে সাথে মারা যায়)। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তাকে কুল পাতার পানি দিয়ে গোসল দাও এবং দুই কাপড়ে কাফন দাও, তার গায়ে সুগন্ধি লাগাবে না এবং তার মাথা ঢাকবে না। কেননা, মহান মহিয়ান আল্লাহ্ তা'আলা তাকে কিয়ামতের দিন তাল্বিয়া পাঠরত অবস্থায় উঠাবেন।

٢٨٥٨. اَخْبَرَنِى مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ وَقَصَتْ رَجُلًا مُحْرِمًا نَاقَتُهُ فَقَتَلَتْهُ فَأُتِىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اغْسِلُوْهُ وَكَفِّنُوْهُ وَلَا تُغَطُّوْا رَأْسَهُ وَلَا تُقَرِّبُوْهُ طِيْبًا فَاِنَّهُ يُبْعَثُ يُهِلُّ *

২৮৫৮. মুহাম্মাদ ইব্‌ন কুদামা (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : এক মুহ্‌রিম ব্যক্তিকে তার উটনী পিঠ থেকে ফেলে দিয়ে হত্যা করলো। তাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট আনা হলে তিনি বললেন : তাকে গোসল দিয়ে কাফন পরাও, তার মাথা ঢেকো না এবং তার গায়ে সুগন্ধি লাগিও না। কেননা, তাল্বিয়া পড়তে পড়তে তার উত্থান হবে।

اَلنَّهْىُ عَنْ أَنْ يُخَمَّرَ وَجْهُ الْمُحْرِمِ وَرَأْسُهُ اِذَا مَاتَ

মুহ্‌রিমের মাথা এবং চেহারা ঢাকার নিষেধাজ্ঞা

٢٨٥٩. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا خَلَفٌ يَعْنِى ابْنَ خَلِيْفَةَ عَنْ اَبِى بِشْرٍ عَنْ سَعِيْدِ

ابْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَجُلاً كَانَ حَاجًّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاَنَّهُ لَفَظَهُ بَعِيْرُهُ فَمَاتَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُغَسَّلُ وَيُكَفَّنُ فِى ثَوْبَيْنِ وَلاَ يُغَطّٰى رَأْسُهُ وَوَجْهُهُ فَانَّهُ يَقُوْمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا *

২৮৫৯. মুহাম্মাদ ইব্ন মু'আবিয়া (র) - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে হজ্জের সফরে ছিল। তার উট তাকে ফেলে দিলে সে ইনতিকাল করলো। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তাকে গোসল দেয়া হবে এবং দুই কাপড়ে কাফন দেয়া হবে, আর তার চেহারা ও মাথা ঢাকা যাবে না। কেননা, সে কিয়ামতের দিন তাল্‌বিয়া পড়তে পড়তে উঠবে।

اَلنَّهْىُ عَنْ تَخْمِيْرِ رَأْسِ الْمُحْرِمِ اِذَا مَاتَ

মৃত মুহ্‌রিমের মাথা ঢাকা নিষেধ

٢٨٦٠. اَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اِسْحٰقَ قَالَ اَخْبَرَنِىْ ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ اَنَّ سَعِيْدَ بْنَ جُبَيْرٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ اَخْبَرَهُ قَالَ اَقْبَلَ رَجُلٌ حَرَامًا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَخَرَّ مِنْ فَوْقِ بَعِيْرِهِ فَوُقِصَ وَقْصًا فَمَاتَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اغْسِلُوْهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاَلْبِسُوْهُ ثَوْبَيْهِ وَلاَ تُخَمِّرُوْا رَأْسَهُ فَاِنَّهُ يَأْتِىْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُلَبِّىْ *

২৮৬০. ইমরান ইব্ন ইয়াযীদ (র) - - - - ইব্ন জুরায়জ (র) বলেন : আমর ইব্ন দীনার আমাকে অবহিত করেছেন যে, সাঈদ ইব্ন জুবায়র তাকে অবহিত করেছেন, ইব্ন আব্বাস (রা) তাকে (ইব্ন জুবায়র (র)) অবহিত করেছেন : এক মুহ্‌রিম ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে আগমন করছিল। সে তার উটের উপর থেকে পড়ে আঘাত পেয়ে মারা গেল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তাকে কুল পাতার পানিতে গোসল দাও এবং তার কাপড় দুইখানা দিয়ে তাকে কাফন দাও ; আর তার মাথা ঢেকো না। কেননা সে কিয়ামতের দিন তাল্‌বিয়া পড়তে পড়তে আসবে।

فِيْمَنْ اُحْصِرَ بِعَدُوٍّ

যে শত্রু কর্তৃক অবরুদ্ধ হয়

٢٨٦١. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ الْمُقْرِئُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ وَسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ اَخْبَرَاهُ اَنَّهُمَا كَلَّمَا عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ لَمَّا نَزَلَ الْجَيْشُ بِابْنِ الزُّبَيْرِ قَبْلَ اَنْ يُقْتَلَ فَقَالاَ لاَ يَضُرُّكَ اَنْ لاَ تَحُجَّ الْعَامَ اِنَّا نَخَافُ اَنْ يُحَالَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْبَيْتِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَحَالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ دُوْنَ الْبَيْتِ فَنَحَرَ

رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هَدْيَهُ وَحَلَقَ رَأْسَهُ وَأُشْهِدُكُمْ اَنِّى قَدْ أَوْجَبْتُ عُمْرَةً اِنْ شَاءَ اللّٰهُ اَنْطَلِقُ فَاِنْ خُلِّىَ بَيْنِى وَبَيْنَ الْبَيْتِ طُفْتُ وَاِنْ حِيلَ بَيْنِى وَبَيْنَ الْبَيْتِ فَعَلْتُ مَافَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَنَا مَعَهُ ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ فَاِنَّمَا شَأْنُهُمَا وَاحِدٌ أُشْهِدُكُمْ اَنِّى قَدْ اَوْجَبْتُ حَجَّةً مَعَ عُمْرَتِى فَلَمْ يَحْلِلْ مِنْهُمَا حَتّٰى اَحَلَّ يَوْمَ النَّحْرِ وَأَهْدٰى *

২৮৬১. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইয়াযীদ মুকরী (র) - - - - নাফি' (র) বলেন : আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ এবং সালিম ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ তাকে অবহিত করেছেন যে, যখন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়র (রা) (শত্রু) সেনা কর্তৃক আক্রান্ত হলেন। এটি তাঁর শহীদ হওয়ার পূর্বের ঘটনা। তারা আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা)-এর সাথে এই মর্মে আলাপ করলেন যে, এ বছর হজ্জ না করলে আপনার কোন ক্ষতি হবে না। আমরা আশংকা করি যে, আপনার এবং বায়তুল্লাহ্‌র মধ্যে (শত্রু) প্রতিবন্ধক হবে। তিনি বললেন : আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে বের হলাম। তখন কাফির কুরায়শরা বায়তুল্লাহ্‌র নিকট প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করলো। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর হাদী যবাই করলেন, মাথা মুণ্ডন করলেন। তিনি (ইব্‌ন উমর (রা) বললেন যে, আমি তোমাদেরকে সাক্ষী রেখে বলছি, আমি ইন্‌শা আল্লাহ্ উমরার নিয়্যত করলাম। আমি চলতে থাকব যদি আমার ও বায়তুল্লাহ্‌র মধ্যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না হয়, তাহলে তাওয়াফ করবো। আর যদি আমার ও বায়তুল্লাহ্‌র মধ্যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়, তাহলে আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে যখন ছিলাম তখন তিনি যা করেছেন, আমিও এখন তা করবো। তারপর তিনি কিছুক্ষণ চললেন এবং বললেন : উভয়ের অর্থাৎ (হজ্জ ও উমরার) অবস্থা একই। আমি তোমাদেরকে সাক্ষী রাখছি যে, আমি আমার উমরার সাথে হজ্জকে ওয়াজিব (নিয়্যত) করে নিয়েছি। তিনি এ দু'টি থেকে হালাল হলেন না। এমন কি কুরবানীর দিন হালাল হলেন এবং কুরবানী করলেন।

٢٨٦٢. اَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ الْبَصْرِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَهُوَ ابْنُ حَبِيْبٍ عَنِ الْحَجَّاجِ الصَّوَّافِ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِى كَثِيْرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ عَمْرٍو الْاَنْصَارِىِّ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ يَقُوْلُ مَنْ عَرِجَ اَوْ كُسِرَ فَقَدْ حَلَّ وَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَاَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالاَ صَدَقَ *

২৮৬২. হুমায়দ ইব্‌ন মাসআদা বসরী (র) - - - - হাজ্জাজ ইব্‌ন আমর আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছেন : যে ব্যক্তি খোঁড়া হয়ে গেল, অথবা তার পা ভেঙ্গে গেল, সে হালাল হয়ে গেল। (তার জন্য হালাল হওয়ার বৈধতা সৃষ্টি হল।) তবে তাকে আর একটি হজ্জ করতে হবে। আমি ইব্‌ন আব্বাস (রা) এবং আবূ হুরায়রা (রা)-কে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে তাঁরা বললেন : তিনি সত্যই বলেছেন।

٢٨٦٣. اَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ يُوْسُفَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ حَجَّاجِ بْنِ الصَّوَّافِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اَبِى كَثِيْرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ

النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ كُسِرَ اَوْ عَرِجَ فَقَدْ حَلَّ وَعَلَيْهِ حَجَّةٌ اُخْرَى وَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَاَبَا هُرَيْرَةَ فَقَالاَ صَدَقَ وَقَالَ شُعَيْبُ فِى حَدِيْثِهِ وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ *

২৮৬৩. শু'আয়ব ইব্ন ইউসুফ ও মুহাম্মাদ ইব্ন মুসান্না (র) - - - - হাজ্জাজ ইব্ন আমর নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন : যে খোঁড়া হয়েছে, অথবা যার পা ভেঙ্গেছে, সে হালাল হয়ে গেল এবং তার উপর অন্য এক হজ্জ ফরয হবে। আমি ইব্ন আব্বাস (রা) এবং আবূ হুরায়রা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলে তাঁরা বললেন : তিনি সত্যই বলেছেন। আর শু'আয়ব (রা) তাঁর বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ করেছেন : তাঁর উপর পরবর্তী বছর হজ্জ করা ওয়াজিব হবে।

دُخُوْلُ مَكَّةَ

মক্কায় প্রবেশ করা

٢٨٦٤. اَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ اَنْبَأَنَا سُوَيْدٌ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ عُقْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِىْ نَافِعٌ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَنْزِلُ بِذِىْ طُوًى يَبِيْتُ بِهِ حَتَّى يُصَلِّىَ صَلاَةَ الصُّبْحِ حِيْنَ يَقْدَمُ اِلَى مَكَّةَ وَمُصَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ذٰلِكَ عَلَىَّ اَكَمَةٍ غَلِيْظَةٍ لَيْسَ فِى الْمَسْجِدِ الَّذِىْ بُنِىَ ثَمَّ وَلٰكِنْ اَسْفَلَ مِنْ ذٰلِكَ عَلَى اَكَمَةٍ خَشِنَةٍ غَلِيْظَةٍ *

২৮৬৪. আবদা ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র) - - - - মূসা ইব্ন উক্বা (র) বলেন : নাফি' (র) আমার নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন, আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) তাঁর নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন মক্কায় আগমন করতেন, তখন যী-তূয়া নামক স্থানে অবতরণ করতেন এবং সেখানে রাত যাপন করে ফজরের সালাত আদায় করতেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সালাত আদায়ের এই স্থানটি ছিল শক্ত মাটির উঁচু টিলার ওপর। সেথায় যে মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছিল এস্থানটি সেই মসজিদে ছিল না; বরং এর নীচে উঁচু অমসৃণ শক্ত টিলার উপর ছিল।

دُخُوْلُ مَكَّةَ لَيْلاً

রাতে মক্কায় প্রবেশ করা

٢٨٦٥. اَخْبَرَنِىْ عِمْرَانُ بْنُ يَزِيْدَ عَنْ شُعَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ مُزَاحِمُ بْنُ اَبِىْ مُزَاحِمٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ مُحَرِّشٍ الْكَعْبِىِّ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ خَرَجَ لَيْلاً مِنَ الْجِعِرَّانَةِ حِيْنَ مَشَى مُعْتَمِرًا فَأَصْبَحَ بِالْجِعِرَّانَةِ كَبَائِتٍ حَتَّى اِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ خَرَجَ عَنِ الْجِعِرَّانَةِ فِى بَطْنِ سَرِفَ حَتَّى جَامَعَ الطَّرِيْقَ طَرِيْقَ الْمَدِيْنَةِ مِنْ سَرِفَ *

২৮৬৫. ইমরান ইব্‌ন ইয়াযীদ (র) - - - - মুহাররিশ কা'বী (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ রাতে উমরার নিয়্যতে জি'ইররানা থেকে হেঁটে বের হলেন, জি'ইররানাতেই তাঁর ভোর হলো, যেন তিনি সেখানেই রাত যাপন করেছেন। সূর্য (পশ্চিমে) ঢলার পর তিনি জি'ইররানা থেকে সারিফ উপত্যকার দিকে গমন করলেন, এমনকি তিনি সারিফ থেকে মদীনার রাস্তার সঙ্গমস্থলে গেলেন।

٢٨٦٦. اَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اُمَيَّةَ عَنْ مُزَاحِمٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ خَالِدِ بْنِ اُسَيْدٍ عَنْ مُحَرِّشٍ الْكَعْبِيِّ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ مِنَ الْجِعِرَّانَةِ لَيْلاً كَاَنَّهُ سَبِيْكَةُ فِضَّةٍ فَاعْتَمَرَ ثُمَّ اَصْبَحَ بِهَا كَبَائِتٍ *

২৮৬৬. হান্নাদ ইব্‌ন সারী (র) - - - - মুহাররিশ কা'বী (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ জি'ইররানা থেকে রাতে বের হলেন, তখন তাঁকে স্বচ্ছ রূপার (পাত) মত মনে হচ্ছিল। তারপর তিনি উমরা আদায় করলেন, তারপর সেখানেই ভোর হলো, যেন তিনি সেখানেই রাত যাপন করেছেন।

مِنْ اَيْنَ يَدْخُلُ مَكَّةَ

কোন্ স্থান থেকে মক্কায় প্রবেশ করবে

٢٨٦٧. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِيْ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ دَخَلَ مَكَّةَ مِنَ الثَّنِيَّةِ الْعُلْيَا الَّتِىْ بِالْبَطْحَاءِ وَخَرَجَ مِنَ الثَّنِيَّةِ السُّفْلَى *

২৮৬৭. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ছানিয়াতুল উল্‌ইয়া নামক স্থান দিয়ে মক্কায় প্রবেশ করেন, যা বাত্‌হার নিকট অবস্থিত। আর তিনি ছানিয়্যাতুস্ সুফ্‌লা নামক স্থান দিয়ে বের হন।

دُخُوْلُ مَكَّةَ بِاللِّوَاءِ

পতাকা নিয়ে মক্কায় প্রবেশ

٢٨٦٨. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَاَنَا يَحْيَى بْنُ اٰدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيْكٌ عَنْ عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ (رضـ) اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ مَكَّةَ وَلِوَاؤُهُ اَبْيَضُ *

২৮৬৮. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ যখন মক্কায় প্রবেশ করেন, তখন তাঁর পতাকা ছিল সাদা রংয়ের।

دُخُوْلُ مَكَّةَ بِغَيْرِ اِحْرَامٍ

ইহ্‌রাম ব্যতীত মক্কায় প্রবেশ

٢٨٦٩. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ مَكَّةَ وَعَلَيْهِ الْمِغْفَرُ فَقِيْلَ ابْنُ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ فَقَالَ اقْتُلُوْهُ *

২৮৬৯. কুতায়বা (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ যখন মক্কায় প্রবেশ করেন, তখন তাঁর মাথায় শিরস্ত্রাণ ছিল। তখন তাঁকে বলা হলেন : ইব্‌ন খাতাল কা'বার গিলাফ ধরে আছে। তিনি বললেন : তাকে হত্যা কর।[১]

٢٨٧٠. اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ فَضَالَةَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الزُّبَيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِىْ مَالِكٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ *

২৮৭০. উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন ফাদালা ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, মক্কা বিজয়ের দিন নবী ﷺ তাতে প্রবেশ করেন, তখন তাঁর মাথায় শিরস্ত্রাণ ছিল।

٢٨٧١. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُو الزُّبَيْرِ الْمَكِّىُّ عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ بِغَيْرِ اِحْرَامٍ *

২৮৭১. কুতায়বা (র) - - - - জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ মক্কা বিজয়ের দিন ইহ্‌রাম ব্যতীত মক্কায় প্রবেশ করেছিলেন। আর তাঁর মাথায় কাল বর্ণের পাগড়ি ছিল।

اَلْوَقْتُ الَّذِىْ وَافَى فِيْهِ النَّبِيُّ ﷺ مَكَّةَ

নবী ﷺ -এর মক্কায় প্রবেশের সময়

٢٨٧٢. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَبَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ اَبِى الْعَالِيَةِ الْبَرَّاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَصْحَابُهُ لِصُبْحِ رَابِعَةٍ وَهُمْ يُلَبُّوْنَ بِالْحَجِّ فَاَمَرَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يَحِلُّوا *

২৮৭২. মুহাম্মাদ ইব্‌ন মু'আম্মার (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ

---

১. হানাফী মাযহাবে ইহ্‌রাম ব্যতীত মক্কায় প্রবেশ করা জাইয নয়। আলোচ্য হাদীসের জবাবে হানাফীদের পক্ষ থেকে বলা হয়ে থাকে যে, মক্কা বিজয়ের দিনে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জন্য ইহ্‌রাম ব্যতীত মক্কায় প্রবেশ করা বৈধ করা হয়েছিল। কারণ, অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ "আমার জন্য দিনের কিয়দংশে (ইহ্‌রাম ব্যতীত) মক্কায় প্রবেশ করা বৈধ করা হয়েছে।"

এবং তাঁর সাহাবিগণ যিলহাজ্জ মাসের ৪ তারিখের ভোরে মক্কায় পদার্পণ করেন। তখন তাঁরা হজ্জের তাল্‌বিয়া পাঠ করছিলেন। সে সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁদেরকে হালাল হতে (ইহ্‌রাম ভঙ্গ করতে) আদেশ দেন।

٢٨٧٣. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ كَثِيرٍ أَبُو غَسَّانَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ الْبَرَّاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لأَرْبَعٍ مَضَيْنَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ وَقَدْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ فَصَلَّى الصُّبْحَ بِالْبَطْحَاءِ وَقَالَ مَنْ شَاءَ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً فَلْيَفْعَلْ *

২৮৭৩. মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)- - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মক্কায় যিলহাজ্জ মাসের ৪ তারিখ রাত গত হওয়ার পর প্রবেশ করেন এবং তখন তিনি হজ্জের ইহ্‌রাম অবস্থায় ছিলেন। তিনি বাত্‌হা নামক স্থানে ফজরের সালাত আদায় করে বলেন : যার একে উমরায় পরিণত্ করার ইচ্ছা হয় সে তা করতে পারে।

٢٨٧٤. أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ أَنْبَأَنَا شُعَيْبٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ عَطَاءٌ قَالَ جَابِرٌ قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ مَكَّةَ صَبِيحَةَ رَابِعَةٍ مَضَتْ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ *

২৮৭৪. ইমরান ইব্‌ন ইয়াযীদ (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ যিলহাজ্জ মাসের চতুর্থ তারিখের রাত অতিক্রান্ত হওয়ার পর ভোরে মক্কায় পদার্পণ করেন।

إِنْشَادُ الشِّعْرِ فِي الْحَرَمِ وَالْمَشْيُ بَيْنَ يَدَيِ الإِمَامِ

হারামে কবিতা পাঠ করা ও ইমামের সামনে দিয়ে হাঁটা-চলা করা

٢٨٧٥. أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ خُشَيْشُ بْنُ أَصْرَمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ مَكَّةَ فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ يَمْشِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ :

خَلُّوا بَنِي الْكُفَّارِ عَنْ سَبِيلِهِ   الْيَوْمَ نَضْرِبْكُمْ عَلَى تَنْزِيلِهِ

ضَرْبًا يُزِيلُ الْهَامَ عَنْ مَقِيلِهِ   وَيُذْهِلُ الْخَلِيلَ عَنْ خَلِيلِهِ

فَقَالَ لَهُ عُمَرُ يَا ابْنَ رَوَاحَةَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَفِي حَرَمِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ تَقُولُ الشِّعْرَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ خَلِّ عَنْهُ فَلَهُوَ أَسْرَعُ فِيهِمْ مِنْ نَضْحِ النَّبْلِ *

২৮৭৫. আবূ আসিম খুশায়শ ইব্‌ন আসরাম (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ উমরাতুল কাযায় মক্কায় প্রবেশ করেন, আর তখন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন রাওয়াহা (রা) এই কবিতা পাঠ করতে করতে তাঁর সামনে হাঁটছিলেন :

خَلُّوا بَنِى الْكُفَّارِ عَنْ سَبِيْلِهِ ۞ اَلْيَوْمَ نَضْرِبْكُمْ عَلَى تَنْزِيْلِهِ
ضَرْبًا يُزِيْلُ الْهَامَ عَنْ مَقِيْلِهِ ۞ وَيُذْهِلُ الْخَلِيْلَ عَنْ خَلِيْلِهِ

অর্থ : হে কাফির সম্প্রদায় ! তাঁর রাস্তা ছেড়ে দাও। (তাঁর প্রবেশে বাধা দিলে) আজ আমরা তোমাদেরকে আঘাত করবে তাঁর (অথবা কুরআনের) অবতরণ সূত্রে। এমন আঘাত, যা মাথা স্থানচ্যুত করে দেবে এবং বন্ধুকে বন্ধুর কথা ভুলিয়ে দেবে।

তখন তাঁকে উমর (রা) বললেন : হে ইব্‌ন রাওয়াহা ! রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সামনে মহান মহিয়ান আল্লাহ্‌র হারাম শরীফে তুমি কবিতা আবৃত্তি করছো ? নবী ﷺ বললেন : তাকে করতে দাও। তা (এই কবিতা) কাফিরদের অন্তরে তীর নিক্ষেপের চেয়ে দ্রুত ক্রিয়া বিস্তারকারী।

حُرْمَةُ مَكَّةَ

মক্কার মর্যাদা ও পবিত্রতা

٢٨٧٦. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ عَنْ جَرِيْرٍ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ الْفَتْحِ هٰذَا الْبَلَدُ حَرَّمَهُ اللّٰهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضَ فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللّٰهِ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَايُعْضَدُ شَوْكُهُ وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهُ وَلَا يَلْتَقِطُ لُقَطَتَهُ اِلَّا مَنْ عَرَّفَهَا وَلَا يُخْتَلَى خَلَاهُ قَالَ الْعَبَّاسُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِلَّا الْاِذْخِرَ فَذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا اِلَّا الْاِذْخِرَ *

২৮৭৬. মুহাম্মাদ ইব্‌ন কুদামা (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মক্কা বিজয়ের দিন বলেন : এই শহর, একে আল্লাহ্ তা'আলা পৃথিবী ও নভোমণ্ডল সৃষ্টির দিনেই সম্মানিত (ও 'নিষিদ্ধ' অঞ্চল) করেছেন। অতএব তা আল্লাহ্‌র সম্মান দ্বারাই কিয়ামতের দিন পর্যন্ত সম্মানিত, তার কাঁটাও তোলা যাবে না, সেখানে শিকার করা যাবে না, আর সেখানে কোন দ্রব্য পতিত থাকলে কেউ তা উঠাবে না, অবশ্য তার কথা স্বতন্ত্র, যে সে দ্রব্যের কথা প্রচার করবে। আর তার ঘাস কাটা যাবে না। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! ইয্‌খির নামক ঘাস ব্যতীত ? তারপর তিনি এমন শব্দ উল্লেখ করলেন, যার অর্থ ইয্‌খির ব্যতীত।

تَحْرِيْمُ الْقِتَالِ فِيْهِ

মক্কায় যুদ্ধবিগ্রহ হারাম

٢٨٧٧. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اٰدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُفَضَّلٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ اِنَّ هٰذَا الْبَلَدَ

حَرَامٌ حَرَّمَهُ اللّٰهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ يَحِلَّ فِيْهِ الْقِتَالُ لاَحَدٍ قَبْلِىْ وَاُحِلَّ لِىْ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ *

২৮৭৭. মুহাম্মাদ ইব্‌ন রাফি' (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মক্কা বিজয়ের দিন বললেন : নিশ্চয় এই শহর পবিত্র (সম্মানিত)। আল্লাহ্ তা'আলা একে পবিত্র করেছেন। আমার পূর্বে তাতে যুদ্ধ বিগ্রহ করা কারো জন্য বৈধ ছিল না। আমার জন্য দিনের কিয়দংশে তা বৈধ করা হয়েছে। অতএব তা আল্লাহ্ তা'আলার পবিত্রকরণে পবিত্র ও সম্মানিত।

٢٨٧٨. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِى سَعِيْدٍ عَنْ اَبِى شُرَيْحٍ اَنَّهُ قَالَ لِعَمْرِو بْنِ سَعِيْدٍ وَهُوَ يَبْعَثُ الْبُعُوْثَ اِلَى مَكَّةَ ائْذَنْ لِىْ اَيُّهَا الاَمِيْرُ اُحَدِّثْكَ قَوْلاً قَامَ بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْغَدَ مِنْ يَوْمِ الْفَتْحِ سَمِعَتْهُ اُذُنَاىَ وَوَعَاهُ قَلْبِى وَاَبْصَرَتْهُ عَيْنَاىَ حِيْنَ تَكَلَّمَ بِهِ حَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ اِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللّٰهُ وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ وَلاَ يَحِلُّ لاِمْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ اَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمًا وَلاَ يَعْضُدُ بِهَا شَجَرًا فَاِنْ تَرَخَّصَ اَحَدٌ لِقِتَالِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْهَا فَقُوْلُوْا لَهُ اِنَّ اللّٰهَ اَذِنَ لِرَسُوْلِهِ وَلَمْ يَأْذَنْ لَكُمْ وَاِنَّمَا اَذِنَ لِى فِيْهَا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ وَقَدْ عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بِالاَمْسِ وَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ *

২৮৭৮. কুতায়বা (র) - - - - আবূ শুরায়হ্ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি (মদীনার শাসনকর্তা) আমর ইব্‌ন সাঈদ (র)-কে বলেছিলেন, যখন 'আমর মক্কার দিকে (ইব্‌ন যুবায়র (রা)-এর বিরুদ্ধে) সেনাবাহিনী প্রেরণ করছিলেন : হে আমীর! শুনুন, আমি আপনার নিকট এমন একটি হাদীস বর্ণনা করবো, যা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মক্কা বিজয়ের দিন (তাঁর ভাষণে) বলেছিলেন : যা আমার দুই কান শ্রবণ করেছে, যা আমার অন্তর সংরক্ষণ করেছে, আর যখন তিনি তা বলেছিলেন তখন আমার দুই চোখ তা দেখেছে। তিনি প্রথমে আল্লাহ্‌র প্রশংসা বর্ণনা করেন ও গুণগান করেন, তারপর বলেন : মক্কাকে আল্লাহ্‌ই সম্মান (পবিত্রতা) দান করেছেন, তাকে কোন লোক সম্মানিত (পবিত্র) করেনি, আর এমন কোন মুসলমানের জন্য সেখানে রক্তপাত বৈধ নয়, যে আল্লাহ্ এবং পরকালের প্রতি ঈমান রাখে। সেখানের কোন বৃক্ষ কর্তন করবে না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সেখানে যুদ্ধ করার দরুন যদি কেউ বৈধতা দাবী করে, তবে তাকে বলবে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রাসূলকে অনুমতি দান করেছিলেন; তাদেরকে অনুমতি দান করেননি। তিনি ﷺ বলেন : আমাকে দিনের অল্প সময়ের জন্য অনুমতি প্রদান করেছিলেন। তারপর তার সম্মান (পবিত্রতা) আজ ফিরে এসেছে, যেমন গতকাল তা সম্মানিত ছিল। অতএব, উপস্থিত ব্যক্তি যেন অনুপস্থিত ব্যক্তিকে এ সংবাদ পৌঁছে দেয়।

حُرْمَةِ الْحَرَمِ

হারাম শরীফের মর্যাদা ও পবিত্রতা

٢٨٧٩. اَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرٌ اَخْبَرَنِى اَبِىْ عَنِ الزُّهْرِىِّ اَخْبَرَنِى

سُحَيْمٌ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَغْزُو هٰذَا الْبَيْتَ جَيْشٌ فَيُخْسَفُ بِهِمْ بِالْبَيْدَاءِ *

২৮৭৯. ইমরান ইব্‌ন বাক্কার (র) - - - - যুহ্‌রী (র) বলেন : সুহায়ম (রা) আমাকে সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি আবূ হুরায়রা (রা)-কে বলতে শুনেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : একটি সৈন্যদল এই কা'বা শরীফে যুদ্ধ করতে আসবে, তাদেরকে বায়দা নামক স্থানে ধসিয়ে দেয়া হবে।

٢٨٨٠. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيْسَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ مِسْعَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي طَلْحَةُ بْنُ مُصَرِّفٍ عَنْ أَبِي مُسْلِمٍ الْأَغَرِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَاتَنْتَهِي الْبُعُوْثُ عَنْ غَزْوِ هٰذَا الْبَيْتِ حَتّٰى يُخْسَفَ بِجَيْشٍ مِنْهُمْ *

২৮৮০. মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইদ্‌রীস আবূ হাতীম রাযী (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : বিভিন্ন সেনাবাহিনী এই কা'বা ঘরের যুদ্ধ থেকে বিরত থাকবে না; যতক্ষণ না তাদের একদলকে যমীনে ধসিয়ে দেয়া হবে।

٢٨٨١. أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ الْمِصِّيْصِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَابِقٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ عَنِ الدَّالَانِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ أَخِيْهِ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي رَبِيْعَةَ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُبْعَثُ جُنْدٌ إِلَى هٰذَا الْحَرَمِ فَإِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الْأَرْضِ خُسِفَ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ وَلَمْ يَنْجُ أَوْسَطُهُمْ قُلْتُ أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِيْهِمْ مُؤْمِنُوْنَ قَالَ تَكُوْنُ لَهُمْ قُبُوْرًا *

২৮৮১. মুহাম্মাদ ইব্‌ন দাউদ মিস্‌সীসী (র) - - - - হাফসা বিন্‌ত উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : এই হারামের দিকে একটি সেনাদল পাঠানো হবে। যখন তারা বায়দা নামক স্থানে (অথবা একটি উন্মুক্ত প্রান্তরে) পৌছবে, তখন তাদের প্রথমাংশ এবং শেষাংশকে ধসিয়ে দেয়া হবে, আর তাদের মধ্যাংশও পরিত্রাণ পাবে না। আমি বললাম : যদি তাদের মধ্যে মু'মিনরাও থাকে, (তবে তাদের কি অবস্থা হবে)? তিনি বললেন : তা (ঐ ভূখণ্ড) তাদের জন্য কবর হবে।

٢٨٨٢. أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عِيْسَى قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ صَفْوَانَ سَمِعَ جَدَّهُ يَقُوْلُ حَدَّثَتْنِي حَفْصَةُ أَنَّهُ قَالَ ﷺ لَيَؤُمَّنَّ هٰذَا الْبَيْتَ جَيْشٌ يَغْزُوْنَهُ حَتّٰى إِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الْأَرْضِ خُسِفَ بِأَوْسَطِهِمْ فَيُنَادِي أَوَّلُهُمْ وَآخِرُهُمْ فَيُخْسَفُ بِهِمْ جَمِيْعًا وَلَايَنْجُو إِلَّا الشَّرِيْدُ الَّذِيْ يُخْبِرُ عَنْهُمْ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ أَشْهَدُ عَلَيْكَ أَنَّكَ

مَا كَذَبْتَ عَلَى جَدِّكَ وَأَشْهَدُ عَلَى جَدِّكَ أَنَّهُ مَاكَذَبَ عَلَى حَفْصَةَ وَأَشْهَدُ عَلَى حَفْصَةَ أَنَّهَا لَمْ تَكْذِبْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ٭

২৮৮২. হুসায়ন ইব্‌ন ঈসা (র) - - - - উমাইয়া ইব্‌ন সাফওয়ান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি তার দাদা আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সাফওয়ানকে বলতে শুনেছেন যে, হাফসা (রা) আমাকে বলেছেন যে, নবী ﷺ বলেছেন : একটি সেনাদল এই কা'বা ঘরের স্থানে যুদ্ধ করার অভিপ্রায়ে আসবে, তারা যখন বায়দা নামক স্থানে (উন্মুক্ত প্রান্তরে) পৌছবে, তখন তাদের মধ্যবর্তী দলকে ধসিয়ে দেয়া হবে। তারপর তাদেরকে অগ্রবর্তী দল ও পেছনের দল ডাকাডাকি করবে। এরপর তাদের সকলকে ধসিয়ে দেয়া হবে। তাদের মধ্যে থেকে কেউই পরিত্রাণ পাবে না। ঐ বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি ব্যতীত, যে তাদের সম্পর্কে সংবাদ দেবে। তখন এক ব্যক্তি তাকে বললেন : আমি তোমার সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি তোমার দাদা নামে মিথ্যা বলনি আর আমি তোমার দাদা সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি হাফসার নামে মিথ্যা বলেন নি। আর হাফসা (রা) সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি নবী ﷺ -এর নামে মিথ্যা বলেন নি।

مَا يَقْتُلُ فِى الْحَرَمِ مِنَ الدَّوَابِ

হারামে যে সকল প্রাণী মারা যায়

٢٨٨٣. أَخْبَرَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ أَنْبَأَنَا وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ خَمْسُ فَوَاسِقَ يُقْتَلْنَ فِى الْحِلِّ وَالْحَرَمِ الْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُوْرُ وَالْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ ٭

২৮৮৩. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - উরওয়া (র) আয়েশা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন : পাঁচ প্রকার 'দুষ্ট' (কষ্টদায়ক জন্তু)-কে 'হিল্ল'[১] (হারাম বহির্ভূত অঞ্চল) এবং হারামে হত্যা করা যাবে, কাক, চিল, দংশনকারী কুকুর ও বিচ্ছু এবং ইঁদুর।

قَتْلُ الْحَيَّةِ فِى الْحَرَمِ

হারাম শরীফে সাপ মারা

٢٨٨٤. أَخْبَرَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ قَالَ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ سَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ خَمْسُ فَوَاسِقَ يُقْتَلْنَ فِى الْحِلِّ وَالْحَرَامِ اَلْحَيَّةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُوْرُ وَالْغُرَابُ الْأَبْقَعُ وَالْحِدَأَةُ وَالْفَأْرَةُ ٭

২৮৮৪. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - সাঈদ ইব্‌ন মুসায়্যাব (র) আইশা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ

১. কা'বা শরীফের চারদিকে (কম বেশী) একটি পরিসীমা আল্লাহ্ তা'আলার ঘোষিত 'হারাম' যা পবিত্র ও সম্মানিত (খাসভূমি) অঞ্চল। এর বাইরের সমস্ত স্থান 'হিল্ল' (স্বাভাবিক বৈধ) অঞ্চল।

থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন : পাঁচ প্রকার অনিষ্টকর প্রাণী হিল্ল ও হারাম (উভয় স্থানে) হত্যা করা যাবে। (তা হলো) সাপ, দংশনকারী কুকুর, চিল, ধূসর বর্ণের কাক ও ইঁদুর।

٢٨٨٥. اَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِالْخَيْفِ مِنْ مِنًى حَتّٰى نَزَلَتْ وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا فَخَرَجَتْ حَيَّةٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اقْتُلُوْهَا فَابْتَدَرْنَاهَا فَدَخَلَتْ فِي جُحْرِهَا *

২৮৮৫. আহমাদ ও সুলায়মান (র) - - - - আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে মিনার 'খাদ' (গুহায় অবস্থান) করছিলাম। এমন সময় সূরা 'ওয়াল মুরসালাত' নাযিল হলো। ইত্যবসরে একটি সাপ বের হলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তাকে হত্যা কর। আমরা তাকে হত্যার জন্য তাড়াতাড়ি সেদিকে গেলাম। এমন সময় সে তার গর্তে ঢুকে গেল।

٢٨٨٦. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِيْ اَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ اَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَيْلَةَ عَرَفَةَ الَّتِيْ قَبْلَ يَوْمِ عَرَفَةَ فَاِذَا حِسُّ الْحَيَّةِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اقْتُلُوْهَا فَدَخَلَتْ شَقَّ جُحْرٍ فَأَدْخَلْنَا عُوْدًا فَقَلَعْنَا بَعْضَ الْجُحْرِ فَأَخَذْنَا سَعَفَةً فَأَضْرَمْنَا فِيْهَا نَارًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَقَاهَا اللّٰهُ شَرَّكُمْ وَوَقَاكُمْ شَرَّهَا *

২৮৮৬. আমর ইব্ন আলী (র) - - - - আবূ উবায়দা (রা)-এর পিতা জাররাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আরাফার দিনের পূর্ববর্তী রাতে আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে ছিলাম। এমন সময় একটি সাপের উপস্থিতি টের পাওয়া গেল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তাকে মেরে ফেল। ইত্যবসরে তা একটি গর্তের ছিদ্রে প্রবেশ করলো। আমরা এক খণ্ড কাঠ ঢুকিয়ে সেই গর্তের কিছু অংশ উপড়ে ফেললাম এবং একটি খেজুর গাছের ডালে আগুন ধরিয়ে তাতে ঢুকিয়ে দিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের অনিষ্ট থেকে তাকে রক্ষা করেছেন এবং তোমাদেরকেও তার অনিষ্ট থেকে রক্ষা করেছেন।

قَتْلُ الْوَزَغِ
টিকটিকি মারা

٢٨٨٧. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ الْمُقْرِئُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ الْحَمِيْدِ ابْنُ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أُمِّ شَرِيْكٍ قَالَتْ اَمَرَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِقَتْلِ الْأَوْزَاغِ *

২৮৮৭. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইয়াযীদ মুকরী (র) - - - - উম্মু শরীক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে টিকটিকি হত্যা করতে আদেশ করেছেন।

٢٨٨٨. اَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ بَيَانٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ مَالِكٌ وَيُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الْوَزَغُ الْفُوَيْسِقُ *

২৮৮৮. ওহাব ইব্‌ন বয়ান (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : টিকটিকি দুষ্ট (অনিষ্টকারী) প্রাণী।

بَابُ قَتْلِ الْعَقْرَبِ

পরিচ্ছেদ : বিচ্ছু মারা

٢٨٨٩. اَخْبَرَنِىْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ خَالِدٍ الرَّقِّىُّ الْقَطَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِىْ اَبَانُ بْنُ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَنَّ عُرْوَةَ اَخْبَرَهُ اَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ يُقْتَلْنَ فِى الْحِلِّ وَالْحَرَامِ اَلْكَلْبُ الْعَقُوْرُ وَالْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ *

২৮৮৯. আবদুর রহমান ইব্‌ন খালিদ রাক্কি কাত্তান (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী ﷺ বলেছেন : পৃথিবীর উপর বিচরণকারীর মধ্যে পাঁচটি সবই অনিষ্টকর। হিল্ল ও হারামের বাইরে (সর্বত্র) তাদের হত্যা করা যাবে। (সেগুলো হলো :) দংশনকারী কুকুর, কাক, চিল, বিচ্ছু এবং ইঁদুর।

قَتْلُ الْفَأْرَةِ فِى الْحَرَمِ

হারামে ইঁদুর মারা

٢٨٩٠. اَخْبَرَنَا يُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ اَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ اَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ كُلُّهَا فَاسِقٌ يُقْتَلْنَ فِى الْحَرَمِ الْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُوْرُ وَالْفَأْرَةُ وَالْعَقْرَبُ *

২৮৯০. ইউনুস ইব্‌ন আবদুল আ'লা (র) - - - - উরওয়া (র) থেকে বর্ণিত। আয়েশা (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : বিচরণকারী প্রাণীদের মধ্যে পাঁচটি সবই অনিষ্টকর। হারামে তাদেরকে হত্যা করা যাবে। (সেগুলো হলো :) কাক, চিল, দংশনকারী কুকুর, ইঁদুর ও বিচ্ছু।

٢٨٩١. اَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ اَخْبَرَهُ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ قَالَتْ حَفْصَةُ زَوْجُ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ

رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَاحَرَجَ عَلٰى مَنْ قَتَلَهُنَّ الْعَقْرَبُ وَالْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُوْرُ *

২৮৯১. ঈসা ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ -এর স্ত্রী হাফসা (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যমীনে বিচরণকারী প্রাণীগুলোর মধ্যে পাঁচটি এমন আছে যাদের হত্যাকারীর কোন পাপ নেই। (তা হলে :) বিচ্ছু, কাক, চিল, ইঁদুর ও দংশনকারী কুকুর।

قَتْلُ الْحِدَأَةِ فِى الْحَرَامِ

হারামে চিল মারা

٢٨٩٢. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ خَمْسٌ فَوَاسِقَ يُقْتَلْنَ فِى الْحِلِّ وَالْحَرَمِ اَلْحِدَأَةُ وَالْغُرَابُ وَالْفَأْرَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْكَلْبُ الْعَقُوْرُ - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَذَكَرَ بَعْضُ اَصْحَابِنَا اَنَّ مَعْمَرًا كَانَ يَذْكُرُهُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ وَعَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ *

২৮৯২. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : অনিষ্টকারী পাঁচ প্রকার জন্তু হিল্ল (হারামের বাইরে) ও হারামে (উভয় স্থানেই) তাদেরকে হত্যা করা যাবে : চিল, কাক, ইঁদুর, বিচ্ছু, দংশনকারী কুকুর।

আবদুর রাজ্জাক (র) বলেন : আমাদের কেউ কেউ বলেছেন যে, মাআমার তা যুহরী হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি সালিম (র) হতে, তিনি তাঁর পিতা হতে এবং উরওয়া (র) হতে, উরওয়া (র) আয়েশা (রা) এবং তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন।

قَتْلُ الْغُرَابِ فِى الْحَرَامِ

হারামে কাক মারা

٢٨٩٣. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ قَالَ اَنْبَأَنَا حَمَّادٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ وَهُوَ ابْنُ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَمْسٌ فَوَاسِقَ يُقْتَلْنَ فِى الْحَرَمِ اَلْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْغُرَابُ وَالْكَلْبُ الْعَقُوْرُ وَالْحِدَأَةُ *

২৮৯৩. আহমাদ ইব্‌ন আবদা (র) - - - -আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : পাঁচ প্রকার অনিষ্টকারী প্রাণী হারামে হত্যা করা যাবে। বিচ্ছু, ইঁদুর, কাক, দংশনকারী কুকুর এবং চিল।

اَلنَّهْىُ اَنْ يُنَفَّرَ صَيْدُ الْحَرَامِ

হারামের শিকারকে ভয় দেখানো (হতচকিত করা) নিষেধ

٢٨٩٤. اَخْبَرَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ هٰذِهِ مَكَّةُ حَرَّمَهَا اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ خَلَقَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ لَمْ تَحِلَّ لِاَحَدٍ قَبْلِىْ وَلَا لِاَحَدٍ بَعْدِىْ وَاِنَّمَا اُحِلَّتْ لِىْ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ وَهِىَ سَاعَتِى هٰذِهِ حَرَامٌ بِحَرَامِ اللّٰهِ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَاَيُخْتَلَى خَلَاهَا وَلَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا وَلَا تَحِلُّ لُقْطَتُهَا اِلَّا لِمُنْشِدٍ فَقَامَ الْعَبَّاسُ وَكَانَ رَجُلًا مُجَرِّبًا فَقَالَ اِلَّا الْاِذْخِرَ فَاِنَّهُ لِبُيُوْتِنَا وَقُبُوْرِنَا فَقَالَ اِلَّا الْاِذْخِرَ *

২৮৯৪. সাঈদ ইব্‌ন আবদুর রহমান (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : এই মক্কা নগরী মহান মহিয়ান আল্লাহ্ তা'আলা তাকে 'হারাম' করেছেন, যমীন ও আকাশ সৃষ্টির দিন থেকে। আমার পূর্বে তা কারো জন্য হালাল ছিল না। আর আমার পরেও হালাল হবে না। দিনের কিছু সময় তা আমার জন্য হালাল করা হয়েছিল। আর তা আমার এ সময় থেকে আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক হারাম করা দ্বারা কিয়ামত পর্যন্ত হারাম থাকবে। সেখানকার ঘাস কাটা যাবে না, তার গাছ কাটা যাবে না, তার শিকারকে সন্ত্রস্ত করা যাবে না। আর সেখানে পতিত কোন বস্তু কারও জন্য উঠানো হালাল হবে না। ঐ ব্যক্তি ব্যতীত, যে (তার লোকের মধ্যে) প্রচার করে। তখন আব্বাস (রা) দাঁড়ালেন এবং তিনি ছিলেন অভিজ্ঞ ও সাহসী লোক। তিনি বললেন : ইয্‌খির নামক ঘাস ব্যতীত ? কেননা, তা আমাদের ঘর দুয়ারের জন্য এবং কবরের জন্য। তিনি ﷺ বললেন : ইয্‌খির ব্যতীত।

اِسْتِقْبَالُ الْحَجِّ

হজ্জকে ও হাজীকে সম্বর্ধনা জানানো

٢٨٩٥. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ زَنْجُوَيْهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ دَخَلَ النَّبِىُّ ﷺ مَكَّةَ فِى عُمْرَةِ الْقَضَاءِ وَابْنُ رَوَاحَةَ بَيْنَ يَدَيْهِ يَقُوْلُ :

خَلُّوا بَنِى الْكُفَّارِ عَنْ سَبِيْلِهِ ۞ اَلْيَوْمَ نَضْرِبْكُمْ عَلَى تَأْوِيْلِهِ

ضَرْبًا يُزِيْلُ الْهَامَ عَنْ مَقِيْلِهِ ۞ وَيُذْهِلُ الْخَلِيْلَ عَنْ خَلِيْلِهِ

قَالَ عُمَرُ يَا ابْنَ رَوَاحَةَ فِى حَرَمِ اللّٰهِ وَبَيْنَ يَدَىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ تَقُوْلُ هٰذَا الشِّعْرَ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ خَلِّ عَنْهُ فَوَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ لَكَلَامُهُ اَشَدُّ عَلَيْهِمْ مِنْ وَقْعِ النَّبْلِ

২৮৯৫. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল মালিক (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী ﷺ 'উমরাতুল কাযা' আদায় করার জন্য মক্কায় প্রবেশ করলে ইব্‌ন রাওয়াহা তাঁর সামনে (কবিতা) বলতে লাগলেন :

خَلُّوا بَنِى الْكُفَّارِ عَنْ سَبِيْلِهِ اَلْيَوْمَ نَضْرِبْكُمْ عَلَى تَأْوِيْلِهِ

ضَرْبًا يُزِيْلُ الْهَامَ عَنْ مَقِيْلِهِ وَيُذْهِلُ الْخَلِيْلَ عَنْ خَلِيْلِهِ

অর্থ : হে কাফির সম্প্রদায় ! তাঁর রাস্তা ছেড়ে দাও। (তাঁর প্রবেশে বাধা দিলে) আমরা তার (কুরআনের) বিশ্লেষণে তোমাদেরকে আঘাত করবো। এমন আঘাত, যা মাথাকে তার অবস্থান (ঘাড়) থেকে স্থানচ্যুত করে দেবে এবং বন্ধুকে বন্ধুর কথা ভুলিয়ে দেবে।

তখন উমর (রা) বললেন : হে ইব্‌ন রাওয়াহা ! রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সামনে হারাম শরীফে তুমি কবিতা আবৃত্তি করছো ? নবী ﷺ বললেন : তাকে করতে দাও। ঐ মহান সত্তার শপথ ! যাঁর হাতে আমার প্রাণ, তার কথা (কবিতা)গুলো তাদের জন্য বর্শার আঘাত অপেক্ষা অধিক ক্রিয়া সম্পন্ন।

٢٨٩٦. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ اسْتَقْبَلَهُ اُغَيْلِمَةُ بَنِى هَاشِمٍ قَالَ فَحَمَلَ وَاحِدًا بَيْنَ يَدَيْهِ وَاٰخَرَ خَلْفَهُ *

২৮৯৬. কুতায়বা (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ যখন মক্কায় আগমন করেন, তখন বনী হাশিমের বালকেরা তাঁকে অভ্যর্থনা জানায়। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন : তিনি তাদের একজনকে সামনে ও অন্যজনকে পেছনে তুলে নিলেন।

تَرْكُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ رُؤْيَةِ الْبَيْتِ

বায়তুল্লাহ্ দর্শনকালে দুই হাত উত্তোলন না করা

٢٨٩٧. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا قَزَعَةَ الْبَاهِلِيَّ يُحَدِّثُ عَنِ الْمُهَاجِرِ الْمَكِّيِّ قَالَ سُئِلَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ الرَّجُلِ يَرَى الْبَيْتَ اَيَرْفَعُ يَدَيْهِ قَالَ مَا كُنْتُ اَظُنُّ اَحَدًا يَفْعَلُ هٰذَا اِلاَّ الْيَهُوْدَ حَجَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَلَمْ نَكُنْ نَفْعَلُهُ *

২৮৯৭. মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) - - - - মুহাজির মক্কী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা)-কে জিজ্ঞাসা করা হলেন : কোন ব্যক্তি বায়তুল্লাহ্ দর্শন করলে সেকি তার দু'হাত উত্তোলন করবে ? তিনি বললেন : আমার মনে হয় না যে, ইয়াহূদী ব্যতীত কেউ এরূপ করে। আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে হজ্জ করেছি, কিন্তু আমরা তা করি নি।

اَلدُّعَاءُ عِنْدَ رُؤْيَةِ الْبَيْتِ

বায়তুল্লাহ্ দর্শনকালে দু'আ করা

٢٨٩٨. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنِى عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِى يَزِيْدَ اَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ طَارِقِ بْنِ عَلْقَمَةَ اَخْبَرَهُ عَنْ اُمِّهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ اِذَا جَاءَ مَكَانًا فِى دَارِ يَعْلَى اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَدَعَا ٭

২৮৯৮. আমর ইব্ন আলী (র) - - - - উবায়দুল্লাহ ইব্ন আবূ ইয়াযীদ (র) বর্ণনা করেন, আবদুর রহমান ইব্ন তারিক ইব্ন আলকামা (র) তাঁকে তার মাতার সূত্রে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ যখন ইয়া'লা (রা) -এর বাড়ির কোন স্থানে আগমন করতেন, তখন কিবলার দিকে মুখ করে দু'আ করতেন।

فَضْلُ الصَّلَاةِ فِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

মাসজিদুল হারামে সালাত আদায় করার ফযীলত

٢٨٩٩. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مُوْسَى بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْجُهَنِىِّ قَالَ سَمِعْتُ نَافِعًا يَقُوْلُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ صَلَاةٌ فِى مَسْجِدِىْ اَفْضَلُ مِنْ اَلْفِ صَلَاةٍ فِيْمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ اِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ قَالَ اَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ لَا اَعْلَمُ اَحَدًا رَوَى هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ غَيْرَ مُوْسَى الْجُهَنِىِّ وَخَالَفَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ وَغَيْرُهُ ٭

২৮৯৯. আমর ইব্ন আলী (র) ও মুহাম্মাদ ইব্ন মুসান্না (র) - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি : আমার মসজিদে সালাত আদায় করা অন্য মসজিদের এক হাজার সালাত হতে উত্তম, মাসজিদুল হারাম ব্যতীত। আবূ আবদুর রহমান (র) বলেন : মূসা জুহানী (র) ব্যতীত অন্য কেউ নাফি' (র) সূত্রে আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) থেকে এই হাদীস রিওয়ায়ত করেছেন বলে আমার জানা নেই। ইব্ন জুরায়জ (র).ও অন্যান্য বর্ণনাকারীরা এ রিওয়ায়ত ভিন্ন সনদে বর্ণনা করেছেন।

٢٩٠٠. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ اِسْحٰقُ اَنْبَاَنَا وَقَالَ مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ نَافِعًا يَقُوْلُ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَعْبَدِ بْنِ عَبَّاسٍ حَدَّثَهُ اَنَّ مَيْمُوْنَةَ زَوْجَ النَّبِىِّ ﷺ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ صَلَاةٌ فِى مَسْجِدِى هٰذَا اَفْضَلُ مِنْ اَلْفِ صَلَاةٍ فِيْمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ اِلَّا مَسْجِدَ الْكَعْبَةِ ٭

২৯০০. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম মুহাম্মাদ ইব্ন রাফি' (র) - - - - নবী ﷺ -এর স্ত্রী মায়মূনা (রা) থেকে

বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি : আমার মসজিদে সালাত আদায় করা অন্যান্য মসজিদের সালাত থেকে এক হাজার গুণ উত্তম, কা'বার মসজিদ ব্যতীত।

٢٩٠١. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا سَلَمَةَ قَالَ سَأَلْتُ الْاَغَرَّ عَنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ فَحَدَّثَ الْاَغَرُّ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ صَلَاةٌ فِى مَسْجِدِىْ هٰذَا اَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيْمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ اِلاَّ الْكَعْبَةَ *

২৯০১. আমর ইব্ন আলী (র) - - - - সা'দ ইব্ন ইবরাহীম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আবূ সালামা (রা) বলেছেন : আমি এ হাদীস সম্পর্কে আমর (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেছি, তিনি বলেছেন যে, আমি আবূ হুরায়রা (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন : আমার এ মসজিদে সালাত আদায় করা কা'বা শরীফের মসজিদ ব্যতীত অন্যান্য মসজিদের তুলনায় এক হাজার গুণ বেশী মর্যাদা রাখে।

بِنَاءُ الْكَعْبَةِ

কা'বা ঘরের (পুনঃ)নির্মাণ

٢٩٠٢. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ اَبِى بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ اَخْبَرَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَلَمْ تَرَى اَنَّ قَوْمَكِ حِيْنَ بَنَوُا الْكَعْبَةَ اقْتَصَرُوا عَنْ قَوَاعِدِ اِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَلاَ تَرُدُّهَا عَلَى قَوَاعِدِ اِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لَوْلَا حِدْثَانُ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ عُمَرَ لَئِنْ كَانَتْ عَائِشَةُ سَمِعَتْ هٰذَا مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَا أُرَى تَرْكَ اِسْتِلَامِ الرُّكْنَيْنِ اللَّذَيْنِ يَلِيَانِ الْحِجْرَ اِلاَّ اَنَّ الْبَيْتَ لَمْ يُتَمَّمْ عَلَى قَوَاعِدِ اِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ *

২৯০২. মুহাম্মাদ ইব্ন সালামা ও হারিস ইব্ন মিসকীন (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেন : তুমি কি জান না যে, তোমার সম্প্রদায় যখন কা'বার (পুনঃ)নির্মাণ করেছিল তারা তখন ইবরাহীম (আ)-এর মূল ভিত্তি (নির্মাণ) হতে তাকে ছোট করে নির্মাণ করেছিল। আমি বললাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আপনি কি তাকে ইবরাহীমী ভিত্তি মুতাবিক পুনঃস্থাপন করবেন না ? তিনি বললেন : (তা করতাম) যদি তোমার সম্প্রদায় কুফরী অবস্থার নিকটবর্তী না হতো। এ প্রসংগে আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) বললেন : যেহেতু আয়েশা (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে তা শুনেছেন, সুতরাং আমি মনে করি, তিনি হাজরে আসওয়াদের সাথে সংযুক্ত দুই রুকনকে (কোন) চুম্বন করা ছেড়ে দেননি। কারণ বায়তুল্লাহ্-এর নির্মাণ ইবরাহীম (আ)-এর ভিত্তির উপর সম্পন্ন হয়নি।

٢٩٠٣. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدَةُ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ لَوْلاَ حَدَاثَةُ عَهْدِ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ لَنَقَضْتُ الْبَيْتَ فَبَنَيْتُهُ عَلَى أَسَاسِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَجَعَلْتُ لَهُ خَلْفًا فَإِنَّ قُرَيْشًا لَمَّا بَنَتِ الْبَيْتَ اسْتَقْصَرَتْ *

২৯০৩. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যদি তোমার সম্প্রদায়ের সময় কুফরের নিকটবর্তী (নওমুসলিম) না হতো তা হলে আমি কা'বা-এর বর্তমান নির্মাণ কাঠামো ভেঙ্গে ইবরাহীম (আ)-এর ভিত্তির উপর পুনঃনির্মাণ করতাম এবং এর পিছন দিকে একটি দরজা রাখতাম। কুরায়শরা যখন কা'বা নির্মাণ করেছে তখন তাকে ছোট করে নির্মাণ করেছে।

٢٩٠٤. أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ خَالِدٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْأَسْوَدِ أَنَّ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَوْلاَ أَنَّ قَوْمِي وَفِي حَدِيثِ مُحَمَّدٍ قَوْمَكِ حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ لَهَدَمْتُ الْكَعْبَةَ وَجَعَلْتُ لَهَا بَابَيْنِ فَلَمَّا مَلَكَ ابْنُ الزُّبَيْرِ جَعَلَ لَهَا بَابَيْنِ *

২৯০৪. ইসমাঈল ইব্‌ন মাসউদ ও মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল আলা (র) - - - - উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন : 'যদি আমার সম্প্রদায়' আর রাবী মুহাম্মদের বর্ণনায় রয়েছে "তোমার সম্প্রদায়" জাহিলী যুগের নিকটবর্তী না হতো, তা হলে আমি কা'বা-এর নির্মাণ কাঠামো ভেঙ্গে তাতে দু'টি দরজা করতাম। পরবর্তীকালে ইব্‌ন যুবায়র (রা) ক্ষমতাপ্রাপ্ত হলে তিনি তাতে দু'টি দরজা স্থাপন করলেন।

٢٩٠٥. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلاَّمٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَرُونَ قَالَ أَنْبَأَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ رُومَانَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَهَا يَاعَائِشَةُ لَوْلاَ أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ لَأَمَرْتُ بِالْبَيْتِ فَهُدِمَ فَأَدْخَلْتُ فِيهِ مَاأُخْرِجَ مِنْهُ وَأَلْزَقْتُهُ بِالْأَرْضِ وَجَعَلْتُ لَهُ بَابَيْنِ بَابًا شَرْقِيًّا وَبَابًا غَرْبِيًّا فَإِنَّهُمْ قَدْ عَجَزُوا عَنْ بِنَائِهِ فَبَلَغْتُ بِهِ أَسَاسَ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ فَذَلِكَ الَّذِي حَمَلَ ابْنَ الزُّبَيْرِ عَلَى هَدْمِهِ قَالَ يَزِيدُ وَقَدْ شَهِدْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ حِينَ هَدَمَهُ وَبَنَاهُ وَأَدْخَلَ فِيهِ مِنَ الْحِجْرِ وَقَدْ رَأَيْتُ أَسَاسَ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ حِجَارَةً كَأَسْنِمَةِ الْإِبِلِ مُتَلاَحِكَةً *

২৯০৫. আবদুর রহমান ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন সালাম (র)- - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকেবলেছেন : হে আয়েশা ! যদি তোমার সম্প্রদায় জাহিলী যুগের নিকটবর্তী না হতো, তা হলে বায়তুল্লাহ্

(কা'বা) সম্পর্কে আমি আদেশ করতাম এবং তা (সাবেক নির্মাণ কাঠামো) ভেঙ্গে দেয়া হতো, এবং তা হতে যা বাদ দেয়া হয়েছে, আমি তা পুনঃস্থাপন করতাম এবং তাকে ভূমির সাথে মিলাতাম (মেঝ নিচু করতাম)। আর তার দুটি দরজা করতাম ; একটি পূর্বদিকের দরজা আর অপরটি পশ্চিম দিকের দরজা। তারা এর সঠিক নির্মাণে অসমর্থ হয়েছিল। আমি তাকে ইবরাহীম (আ)-এর নির্মাণ কাঠামোর উপর বসাতাম। রাবী বলেন, এ কারণটিই ইব্ন যুবায়র (রা)-কে তার সাবেক কাঠামো ভেঙ্গে পুনঃনির্মাণ করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। ইয়াযীদ (র) বলেন, ইব্ন যুবায়র (রা) যখন তা ভেঙ্গে পুনঃনির্মাণ করেন এবং তাতে হাজরে আসওয়াদ ঢুকালেন তখন আমি তথায় উপস্থিত ছিলাম। আমি ইবরাহীমী ভিতের পাথর দেখেছি উটের কুঁজের মত পরস্পর মিলিত।

٢٩٠٦. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُخَرِّبُ الْكَعْبَةَ ذُو السُّوَيْقَتَيْنِ مِنَ الْحَبَشَةِ *

২৯০৬. কুতায়বা (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেন : পায়ে ছোট ছোট গোছা বিশিষ্ট দু'জন হাবশী লোক কা'বা ধ্বংস করবে।

دُخُوْلُ الْبَيْتِ

কা'বা ঘরে প্রবেশ করা

٢٩٠٧. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ انْتَهَى اِلَى الْكَعْبَةِ وَقَدْ دَخَلَهَا النَّبِىُّ ﷺ وَبِلَالٌ وَاُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَاَجَافَ عَلَيْهِمْ عُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ الْبَابَ فَمَكَثُوا فِيْهَا مَلِيًّا ثُمَّ فَتَحَ الْبَابَ فَخَرَجَ النَّبِىُّ ﷺ وَرَكِبْتُ الدَّرَجَةَ وَدَخَلْتُ الْبَيْتَ فَقُلْتُ اَيْنَ صَلَّى النَّبِىُّ ﷺ قَالُوا هٰهُنَا وَنَسِيْتُ اَنْ اَسْاَلَهُمْ كَمْ صَلَّى النَّبِىُّ ﷺ فِى الْبَيْتِ *

২৯০৭. মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল আলা (র) - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি কা'বা শরীফের নিকট পৌঁছলেন। নবী ﷺ, বিলাল এবং উসামা ইব্ন যায়দ (রা) কা'বাঘরে প্রবেশ করলেন। (তাঁদের প্রবেশের পর) উসমান ইব্ন তালহা দরজা বন্ধ করে দিলেন। তাঁরা কিছুক্ষণ সেখানে অতিবাহিত করলেন। তারপর দরজা খোলা হলো এবং নবী ﷺ বের হলেন, আর আমি সিঁড়িতে চড়ে কা'বা ঘরে প্রবেশ করলাম এবং জিজ্ঞাসা করলাম : নবী ﷺ কোথায় সালাত আদায় করলেন ? তারা বললেন : এ স্থানে। আমি তাঁদেরকে একথা জিজ্ঞাসা করতে ভুলে গিয়েছিলাম যে, নবী ﷺ কয় রাক'আত সালাত আদায় করেছিলেন ?

٢٩٠٨. اَخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ اَنْبَاَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ دَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْبَيْتَ وَمَعَهُ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ وَاُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَعُثْمَانُ بْنُ

طَلْحَةَ وَبِلاَلٌ فَأَجَافُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَمَكَثَ فِيْهِ مَاشَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ خَرَجَ قَالَ اَبْنُ عُمَرَ كَانَ اَوَّلَ مَنْ لَقِيْتُ بِلاَلاً قُلْتُ اَيْنَ صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ قَالَ مَابَيْنَ الأُسْطُوَانَتَيْنِ *

২৯০৮. ইয়াকূব ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কা'বায় প্রবেশ করলেন, আর তাঁর সঙ্গে ছিলেন ফযল ইব্‌ন আব্বাস, উসামা ইব্‌ন যায়দ, উসমান ইব্‌ন তালহা এবং বিলাল (রা)। তাঁরা প্রবেশ করে দরজা বন্ধ করে দিলেন। তারপর তাতে অবস্থান করলেন যতক্ষণ আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ছিল। এরপর বের হলেন। ইব্‌ন উমর (রা) বলেন : আমি সর্বপ্রথম যার সাক্ষাৎ পেলাম, তিনি ছিলেন বিলাল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম : নবী ﷺ কোন্ স্থানে সালাত আদায় করেছেন ? তিনি বললেন : এই দুই স্তম্ভের মধ্যস্থলে।

مَوْضِعِ الصَّلاَةِ فِى الْبَيْتِ

কা'বার ভিতর সালাতের স্থান

٢٩٠٩. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا السَّائِبُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنِى ابْنُ اَبِى مُلَيْكَةَ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ دَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْكَعْبَةَ وَ دَنَا خُرُوْجُهُ وَ وَجَدْتُ شَيْئًا فَذَهَبْتُ وَجِئْتُ سَرِيْعًا فَوَجَدْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَارِجًا فَسَأَلْتُ بِلاَلاً اَصَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى الْكَعْبَةِ قَالَ نَعَمْ رَكْعَتَيْنِ بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ *

২৯০৯. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কা'বা ঘরে প্রবেশ করলেন এবং তার বের হওয়ার সময় নিকটবর্তী হলে আমি সংবাদ পেয়ে তথায় তাড়াতাড়ি গমন করলাম। আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে এমন অবস্থায় পেলাম যে, তিনি তখন কা'বা ঘর থেকে বের হচ্ছেন। আমি বিলালকে জিজ্ঞাসা করলাম : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কি কা'বায় সালাত আদায় করেছেন ? তিনি বললেন : হ্যাঁ, তিনি দু'রাক'আত সালাত আদায় করেছেন, দুই স্তম্ভের মধ্যস্থলে।

٢٩١٠. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَيْفُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُوْلُ اُتِىَ ابْنُ عُمَرَ فِى مَنْزِلِهِ فَقِيْلَ هٰذَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَدْ دَخَلَ الْكَعْبَةَ فَأَقْبَلْتُ فَأَجِدُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَدْ خَرَجَ وَاَجِدُ بِلاَلاً عَلَى الْبَابِ قَائِمًا فَقُلْتُ يَابِلاَلُ اَصَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى الْكَعْبَةِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ اَيْنَ قَالَ مَابَيْنَ هَاتَيْنِ الأُسْطُوَانَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فِى وَجْهِ الْكَعْبَةِ *

২৯১০. আহমাদ ইব্‌ন সুলায়মান (র) - - - - সাইফ ইব্‌ন সুলায়মান (র) বলেন : আমি মুজাহিদ (র)-কে বলতে শুনেছি যে, ইব্‌ন উমর (রা)-এর অবস্থান ক্ষেত্রে এসে তাঁকে বলা হলো যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কা'বায় প্রবেশ

করেছেন। ইব্‌ন উমর (রা) বলেন, আমি এসে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে পেলাম, তিনি তখন বের হয়ে গিয়েছেন। আর আমি বিলালকে দরজায় দাঁড়ানো অবস্থায় পেলাম। আমি বললাম : হে বিলাল ! রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কি কা'বায় সালাত আদায় করেছেন ? তিনি বললেন : হ্যাঁ। আমি বললাম : কোথায় ? তিনি বললেন : এই দুইস্তম্ভের মধ্যস্থলে তিনি দুই রাক'আত সালাত আদায় করেছেন। তারপর তিনি বের হয়ে কা'বার সামনে দুই রাক'আত সালাত আদায় করেছেন।

٢٩١١. اَخْبَرَنَا حَاجِبُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُنْبِجِيُّ عَنِ ابْنِ اَبِى رَوَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ دَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْكَعْبَةَ فَسَبَّحَ فِى نَوَاحِيْهَا وَكَبَّرَ وَلَمْ يُصَلِّ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ هٰذِهِ الْقِبْلَةُ *

২৯১১. হাজিব ইব্‌ন সুলায়মান মুন্বিজী (র) - - - - উসামা ইব্‌ন যায়দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কা'বায় প্রবেশ করেছেন এবং এর চারপাশে তাসবীহ্ পাঠ করেছেন এবং তকবীর বলেছেন, তিনি সালাত আদায় করেননি[১]। তারপর বের হয়ে মকামে ইবরাহীমের পেছনে দুই রাক'আত সালাত আদায় করেছেন। এরপরবলেছেন : এ-ই কিবলা।

اَلْحِجْرُ

হিজর বা (হাতীম)

٢٩١٢. اَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِىِّ عَنِ ابْنِ اَبِى زَائِدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُوْلُ اِنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لَوْلَا اَنَّ النَّاسَ حَدِيْثٌ عَهْدُهُمْ بِكُفْرٍ وَلَيْسَ عِنْدِىْ مِنَ النَّفَقَةِ مَايُقَوِّى عَلَى بِنَائِهِ لَكُنْتُ اَدْخَلْتُ فِيْهِ مِنَ الْحِجْرِ خَمْسَةَ اَذْرُعٍ وَجَعَلْتُ لَهُ بَابًا يَدْخُلُ النَّاسُ مِنْهُ وَبَابًا يَخْرُجُوْنَ مِنْهُ *

২৯১২. হান্নাদ ইব্‌ন সারি (র) - - - - ইব্‌ন যুবায়র (রা)বলেছেন : আমি আয়েশা (রা)-কে বলতে শুনেছি, নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন : যদি কুফরের সাথে মানুষের যুগ নিকটবর্তী না হতো, আর আমার কাছে এমন সম্পদও নেই যা আমাকে শক্তি যোগায়, (আর তা যদি থাকতো,) তাহলে আমি হিজরের[২] আরও পাঁচ হাত এতে মিলাতাম এবং এর একটি দরজা রাখতাম, যা দিয়ে লোক প্রবেশ করতো। আর একটি দরজা রাখতাম, যা দিয়ে লোক বের হতো।

٢٩١٣. اَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيْدٍ الرِّبَاطِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ

১. সম্ভবত: কোন এক সফরের (মক্কা বিজয়ের) ঘটনা হবে; যখন তিনি (সা) কা'বা অভ্যন্তরে সালাত আদায় করেন নি। অন্য সফরে (বিদায় হজ্জে) সালাত আদায় করেছেন।

১. 'হিজর' শব্দের অর্থ 'পরিত্যক্ত'। কা'বা শরীফের উত্তরাংশে পাঁচ/ ছয় হাত পরিমাণ স্থান যা কুরায়শরা কা'বা নির্মাণের সময়ে তাদের (বৈধ) অর্থাভাবের কারণে নির্মাণ করতে পারে নি বিধায় তা দেয়াল ও ছাদবিহীনরূপে উন্মুক্ত রয়েছে। মূলত: এ স্থানটুকুও কা'বা শরীফের অংশ। সুতরাং এ স্থানে প্রবেশ করলে ও সালাত আদায় করলে তা কা'বা শরীফে প্রবেশ করা ও সালাত আদায় করা বিবেচিত হবে।

عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عَمَّتِهِ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ قَالَتْ حَدَّثَتْنَا عَائِشَةُ قَالَتْ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَلاَ اَدْخُلُ الْبَيْتَ قَالَ اُدْخُلِى الْحِجْرَ فَاِنَّهُ مِنَ الْبَيْتِ *

২৯১৩. আহমাদ ইব্ন সাঈদ রুবাতী (র) - - - - আবদুল হামীদ ইব্ন জুবায়র (রা) তাঁর ফুফু সফিয়্যা বিন্ত শায়বা (র) সূত্রে বলেছেন, আমাদের কাছ আয়েশা (রা) বলেছেন যে, আমি বললাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমি কি কা'বায় প্রবেশ করবো না ? তিনি ইরশাদ করলেন : তুমি হিজরে প্রবেশ কর। কেননা, তা কা'বারই অংশ।

اَلصَّلاَةُ فِى الْحِجْرِ

হিজরে সালাত আদায় করা

٢٩١٤. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَأَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِى عَلْقَمَةُ بْنُ اَبِى عَلْقَمَةَ عَنْ اُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ اُحِبُّ اَنْ اَدْخُلَ الْبَيْتَ فَاُصَلِّىَ فِيْهِ فَاَخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِيَدِىْ فَاَدْخَلَنِىْ الْحِجْرَ فَقَالَ اِذَا اَرَدْتِ دُخُوْلَ الْبَيْتِ فَصَلِّى هٰهُنَا فَاِنَّمَا هُوَ قِطْعَةٌ مِنَ الْبَيْتِ وَلٰكِنَّ قَوْمَكِ اقْتَصَرُوْا حَيْثُ بَنَوْهُ *

২৯১৪. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমার বাসনা হতো কা'বায় প্রবেশ করে তাতে সালাত আদায় করতে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার হাত ধরে আমাকে হিজরে প্রবেশ করিয়ে বললেন : যখন তুমি কা'বায় প্রবেশ করতে ইচ্ছা করবে। তখন এখানে সালাত আদায় করবে; কেননা এটি কা'বারই এক অংশ। কিন্তু তোমার গোত্র যখন একে নির্মাণ করে, তখন তাকে সংক্ষিপ্ত করে।

اَلتَّكْبِيْرُ فِى نَوَاحِى الْكَعْبَةِ

কা'বার চারপাশে তাকবীর বলা

٢٩١٥. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَمْرٍو اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ لَمْ يُصَلِّ النَّبِىُّ ﷺ فِى الْكَعْبَةِ وَلٰكِنَّهُ كَبَّرَ فِى نَوَاحِيْهِ *

২৯১৫. কুতায়বা (র) - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (মক্কা বিজয়কালে) কা'বায় সালাত আদায় করেন নি, বরং তিনি (কা'বার ভিতরে) চারপাশে তাকবীর বলেছেন।

اَلذِّكْرُ وَالدُّعَاءُ فِى الْبَيْتِ

কা'বা শরীফের ভিতরে যিকির এবং দু'আ করা

٢٩١٦. اَخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ اَبِى

سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَطَاءٌ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ دَخَلَ وَهُوَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْبَيْتَ فَأَمَرَ بِلاَلاً فَأَجَافَ الْبَابَ وَالْبَيْتُ اِذْ ذَاكَ عَلَى سِتَّةِ اَعْمِدَةٍ فَمَضَى حَتَّى اِذَا كَانَ بَيْنَ الأُسْطُوَانَتَيْنِ اللَّتَيْنِ تَلِيَانِ بَابَ الْكَعْبَةِ جَلَسَ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَسَأَلَهُ وَاسْتَغْفَرَهُ ثُمَّ قَامَ حَتَّى اَتَى مَااسْتَقْبَلَ مِنْ دُبُرِ الْكَعْبَةِ فَوَضَعَ وَجْهَهُ وَخَدَّهُ عَلَيْهِ وَحَمِدَ اللّٰهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَسَأَلَهُ وَاسْتَغْفَرَهُ ثُمَّ انْصَرَفَ اِلَى كُلِّ رُكْنٍ مِنْ اَرْكَانِ الْكَعْبَةِ فَاسْتَقْبَلَهُ بِالتَّكْبِيْرِ وَالتَّهْلِيْلِ وَالتَّسْبِيْحِ وَالثَّنَاءِ عَلَى اللّٰهِ وَالْمَسْأَلَةِ وَالاِسْتِغْفَارِ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ مُسْتَقْبِلَ وَجْهِ الْكَعْبَةِ ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَالَ هٰذِهِ الْقِبْلَةُ هٰذِهِ الْقِبْلَةُ *

২৯১৬. ইয়াকূব ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - উসামা ইব্‌ন যায়দ (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কা'বা গৃহে প্রবেশ করলেন। বিলাল (রা)-কে আদেশ করলে তিনি দরজা বন্ধ করে দিলেন। সে সময় কা'বা ঘর ছয়টি স্তম্ভের উপর ছিল। তিনি যেতে যেতে যখন কা'বা ঘরের দরজা সংলগ্ন দুই স্তম্ভের মধ্যে পৌঁছলেন, তখন বসে আল্লাহ্‌র হাম্‌দ ও সানা বর্ণনা করলেন। তাঁর নিকট প্রার্থনা করলেন এবং ক্ষমা চাইলেন। এরপর কা'বার পেছনের দিকে এসে সামনে মুখকরে দাঁড়ালেন, সেখানে ললাট ও গাল রাখলেন এবং আল্লাহ্‌র হাম্‌দ ও সানা বর্ণনা করলেন এবং মুনাজাত ও ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। তারপর কা'বার কোণসমূহের প্রতি কোণের কাছে গেলেন এবং সে সবের সামনে তাকবীর (লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্) তাহ্‌লীল, তাসবীহ্ এবং সানা পাঠ করলেন। এরপর তিনি বের হয়ে কা'বার দিকে মুখ করে দুই রাক'আত সালাত আদায় করলেন। এরপর মুখ ঘুরিয়ে বললেন : এ-ই কিব্‌লা, এ-ই কিব্‌লা।

وَضْعِ الصَّدْرِ وَالْوَجْهِ عَلَى مَااسْتَقْبَلَ مِنْ دُبُرِ الْكَعْبَةِ

কা'বার ভেতরে পেছনের দিকের সম্মুখবর্তী মুখমণ্ডল ও বুক মিলানো

٢٩١٧. اَخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ اَنْبَأَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الْبَيْتَ فَجَلَسَ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَكَبَّرَ وَهَلَّلَ ثُمَّ مَالَ اِلَى مَابَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْبَيْتِ فَوَضَعَ صَدْرَهُ عَلَيْهِ وَخَدَّهُ وَيَدَيْهِ ثُمَّ كَبَّرَ وَهَلَّلَ وَدَعَا فَعَلَ ذٰلِكَ بِالاَرْكَانِ كُلِّهَا ثُمَّ خَرَجَ فَأَقْبَلَ عَلَى الْقِبْلَةِ وَهُوَ عَلَى الْبَابِ فَقَالَ هٰذِهِ الْقِبْلَةُ هٰذِهِ الْقِبْلَةُ *

২৯১৭. ইয়াকূব ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - উসামা ইব্‌ন যায়দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে কা'বায় প্রবেশ করলাম। তিনি বসে পড়লেন, আল্লাহ্‌র হাম্‌দ আদায় করলেন, তাঁর প্রশংসা করলেন, তাকবীর বললেন এবং 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বললেন। তারপর কা'বার সামনের দিকে গেলেন

এবং তাঁর মুখমণ্ডল ও বক্ষস্থল এর উপর রাখলেন এবং উভয় হাত এর উপর রেখে তাকবীর ও তাহ্‌লীল পাঠ করে দু'আ করলেন। তিনি কা'বার প্রত্যেক কোণে এরূপ করলেন। এরপর বের হলেন এবং কিবলামুখী হয়ে দরজায় এসে বললেন : এ-ই কিব্‌লা। এ-ই কিব্‌লা।

مَوْضَعُ الصَّلاَةِ مِنَ الْكَعْبَةِ

কা'বায় সালাতের স্থান

٢٩١٨. اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أُسَامَةَ قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنَ الْبَيْتِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ فِي قُبُلِ الْكَعْبَةِ ثُمَّ قَالَ هٰذِهِ الْقِبْلَةُ *

২৯১৮. ইসমাঈল ইব্‌ন মাসউদ (র) - - - - উসামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কা'বা হতে বের হলেন এবং কা'বার সামনে দুই রাক'আত সালাত আদায় করলেন। এরপর বললেন : এ-ই কিব্‌লা।

٢٩١٩. اَخْبَرَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ خُشَيْشُ بْنُ اَصْرَمَ النَّسَائِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ اَخْبَرَنِىْ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ دَخَلَ الْبَيْتَ فَدَعَا فِى نَوَاحِيْهِ كُلِّهَا وَلَمْ يُصَلِّ فِيْهِ حَتَّى خَرَجَ مِنْهُ فَلَمَّا خَرَجَ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ فِى قُبُلِ الْكَعْبَةِ *

২৯১৯. আবি্ আসিম খুশায়শ ইব্‌ন আসরাম নাসাঈ (র) - - -আতা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, উসামা ইব্‌ন যায়দ (রা) আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, নবী ﷺ কা'বায় প্রবেশ করলেন এবং এর চারদিকে দু'আ করলেন এবং এর ভিতরে সালাত আদায় না করে বের হলেন। যখন তিনি বাইরে আসলেন, তখন কা'বার সামনে দুই রাক'আত সালাত আদায় করলেন।

٢٩٢٠. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنِى السَّائِبُ ابْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ كَانَ يَقُوْدُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَيُقِيْمُهُ عِنْدَ الشُّقَّةِ الثَّالِثَةِ مِمَّا يَلِى الرُّكْنَ الَّذِى يَلِى الْحَجَرَ مِمَّا يَلِى الْبَابَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَمَا أُنْبِئْتَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّى هٰهُنَا فَيَقُوْلُ نَعَمْ فَيَتَقَدَّمُ فَيُصَلِّى *

২৯২০. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সাইব (র) তাঁর পিতা সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে নিয়ে হাজরে আসওয়াদের সাথে মিলিত স্তম্ভের পাশের তৃতীয় অংশে, যে স্থানটি দরজার নিকটবর্তী সেখানে দাঁড় করালেন। তখন ইব্‌ন আব্বাস (রা) বললেন : তোমাকে কি অবহিত করা হয়নি যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এই স্থানে সালাত আদায় করেছেন ? তিনি বললেন : হ্যাঁ। তারপর তিনি এগিয়ে গিয়ে সেখানে সালাত আদায় করতেন।

ذِكْرُ الْفَضْلِ فِى الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ

বায়তুল্লাহ্‌র তাওয়াফ করার ফযীলতের আলোচনা

٢٩٢١. حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ مِنْ لَفْظِهِ قَالَ أَنْبَأَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ أَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ مَا أَرَاكَ تَسْتَلِمُ إِلاَّ هٰذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ قَالَ إِنِّى سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ إِنَّ مَسْحَهُمَا يَحُطَّانِ الْخَطِيْئَةَ وَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ مَنْ طَافَ سَبْعًا فَهُوَ كَعِدْلِ رَقَبَةٍ *

২৯২১. কুতায়বা (র) - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবায়দ ইব্‌ন উমায়র (র) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি ইব্‌ন উমর (রা.)-কে বললো : হে আবূ আবদুর রহমান ! আমি আপনাকে এই দুই রুক্‌নে (ইয়ামানী) ব্যতীত অন্য কোন কোণে চুম্বন করতে দেখি না। তিনি বললেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি : এদের স্পর্শ করা গুনাহ্ দূর করে দেয় এবং তাঁকে এও বলতে শুনেছি যে, যে ব্যক্তি সাতবার তাওয়াফ করে, সে একটি গোলাম আযাদ করার সমতুল্য (সওয়াব পাবে)।

اَلْكَلاَمُ فِى الطَّوَافِ

তাওয়াফ করার সময় কথা বলা

٢٩٢٢. أَخْبَرَنَا يُوْسُفُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِى سُلَيْمَانُ الأَحْوَلُ أَنَّ طَاوُسًا أَخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ مَرَّ وَهُوَ يَطُوْفُ بِالْكَعْبَةِ بِإِنْسَانٍ يَقُوْدُهُ إِنْسَانٌ بِخِزَامَةٍ فِى أَنْفِهِ فَقَطَعَهُ النَّبِىُّ ﷺ بِيَدِهِ ثُمَّ أَمَرَهُ أَنْ يَقُوْدَهُ بِيَدِهِ *

২৯২২. ইউসুফ ইব্‌ন সাঈদ (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, কা'বার তাওয়াফ করার সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এমন একজন লোকের নিকট দিয়ে গমন করছিলেন, যাকে অন্য একজন লোক তার নাকের ভিতরে ঢুকানো রশি ধরে টেনে নিয়ে যাচ্ছিলেন। নবী ﷺ নিজ হাতে তা কেটে ফেললেন, তারপর সেই ব্যক্তিকে হাত ধরে টেনে নিতে আদেশ করলেন।

٢٩٢٣. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنِى سُلَيْمَانُ الأَحْوَلُ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِرَجُلٍ يَقُوْدُهُ رَجُلٌ بِشَىْءٍ ذَكَرَهُ فِى نَذْرٍ فَتَنَاوَلَهُ النَّبِىُّ ﷺ فَقَطَعَهُ قَالَ إِنَّهُ نَذْرٌ *

২৯২৩. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল আলা (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এমন এক ব্যক্তির কাছ দিয়ে যান, যাকে অন্য একজন লোক কোন কিছুর (রশির) সাহায্যে টানছিল, যা সে মানত করেছিল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তা নিয়ে কেটে ফেললেন এবং বললেন : এটাই মানত।

اِبَاحَةُ الْكَلاَمِ فِى الطَّوَافِ

তাওয়াফে কথা বলার বৈধতা

٢٩٢٤. اَخْبَرَنَا يُوْسُفُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِى الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ ح وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ اَخْبَرَنِى ابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ رَجُلٍ اَدْرَكَ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلاَةٌ فَاَقِلُّوا مِنَ الْكَلاَمِ اللَّفْظُ لِيُوْسُفَ خَالَفَهُ حَنْظَلَةُ بْنُ اَبِى سُفْيَانَ *

২৯২৪. ইউসুফ (র) ও হারিস ইব্‌ন মিসকীন (র) - - - - তাউস (র) এমন এক ব্যক্তির সূত্রে বর্ণনা করেন যে, যিনি নবী ﷺ -এর সাক্ষাত লাভ করেছেন, তিনি বলেন : বায়তুল্লাহ্‌র তাওয়াফ করাও সালাতের ন্যায়। অতএব কথা কমই বলবে। শব্দ ইউসুফের, হানজালা ইব্‌ন আবূ সুফইয়ান (র)-এর বর্ণনায় আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা)-এর উল্লেখ করেছেন। (যেখানে অপর রাবী হাসান ইব্‌ন মুসলিম-এর নাম উল্লেখ করেন নি।)

٢٩٢٥. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ اَنْبَأَنَا الشَّيْبَانِىُّ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ اَبِى سُفْيَانَ عَنْ طَاوُسٍ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ اَقِلُّوا الْكَلاَمَ فِى الطَّوَافِ فَاِنَّمَا اَنْتُمْ فِى الصَّلاَةِ *

২৯২৫. মুহাম্মাদ ইব্‌ন সুলায়মান (র) - - - - তাউস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) বলেছেন : তোমরা তাওয়াফে কথা কম বলবে। কেননা তোমরা সালাতে রয়েছ।

اِبَاحَةُ الطَّوَافِ فِى كُلِّ الْاَوْقَاتِ

সব সময় তাওয়াফ করার বৈধতা

٢٩٢٦. اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بَابَاهُ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ يَابَنِى عَبْدِ مَنَافٍ لاَتَمْنَعُنَّ اَحَدًا طَافَ بِهٰذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى اَىَّ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ اَوْ نَهَارٍ *

২৯২৬. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুর রহমান (র) - - - - জুবায়র ইব্‌ন মুত'ইম (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : হে বনূ আব্‌দ মানাফ ! দিন ও রাতের যে কোন সময় এই ঘরের তাওয়াফ করতে এবং সালাত আদায় করতে কাউকে নিষেধ করবে না।

كَيْفَ طَوَافُ الْمَرِيْضِ

রুগ্ন ব্যক্তি কিরূপে তাওয়াফ করবে ?

٢٩٢٧. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ عَنِ ابْنِ

الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ نَوْفَلٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ شَكَوْتُ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ إِنِّى أَشْتَكِى فَقَالَ طُوْفِى مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ فَطُفْتُ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّى إِلَى جَنْبِ الْبَيْتِ يَقْرَأُ بِالطُّوْرِ وَكِتَابٍ مَسْطُوْرٍ *

২৯২৭. মুহাম্মাদ ইব্‌ন সালামা ও হারিছ ইব্‌ন মিসকীন (র) - - - - উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট অনুযোগ করলাম : আমি অসুস্থ। তিনি বললেন : তুমি লোকের পেছনে সওয়ার অবস্থায় তাওয়াফ করবে। তারপর আমি তাওয়াফ করলাম আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তখন কা'বার পাশে সালাত আদায় করছিলেন। সালাতে তিনি وَالطُّوْرِ وَكِتَابٍ مَسْطُوْرٍ (সূরা তূর) পাঠ করছিলেন।

طَوَافُ الرِّجَالِ مَعَ النِّسَاءِ

নারীদের সাথে পুরুষদের তাওয়াফ

٢٩٢٨. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ عَنْ عَبْدَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَاللّٰهِ مَاطُفْتُ طَوَافَ الْخُرُوْجِ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ إِذَا أُقِيْمَتِ الصَّلَاةُ فَطُوفِى عَلَى بَعِيْرِكِ مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ عُرْوَةُ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ أُمِّ سَلَمَةَ *

২৯২৮. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আদম (র) - - - - উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহ্‌র শপথ ! আমি বিদায় তাওয়াফ করিনি। তখন নবী ﷺ বললেন : যখন সালাত আরম্ভ হবে তখন তুমি তোমার উটের উপর থেকে লোকের পেছনে তাওয়াফ করবে। এ হাদীস 'উরওয়া (রা) উম্মু সালামা (রা) থেকে শুনেন নি।

٢٩٢٩. أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِى الْأَسْوَدِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا قَدِمَتْ مَكَّةَ وَهِىَ مَرِيْضَةٌ فَذَكَرَتْ ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ طُوْفِى مِنْ وَرَاءِ الْمُصَلِّيْنَ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ قَالَتْ فَسَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ عِنْدَ الْكَعْبَةِ يَقْرَأُ وَالطُّوْرِ *

২৯২৯. উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন সাঈদ (র) - - - - উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি মক্কায় আগমন করলেন, তখন তিনি ছিলেন অসুস্থ। তিনি তা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট বললে— তিনি বললেন : তুমি মুসল্লিদের পেছনে সওয়ার অবস্থায় তাওয়াফ করবে। তিনি বললেন : আমি শুনেছি, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কা'বার নিকট সূরা ('তূর') পড়ছিলেন।

اَلطَّوَافُ بِالْبَيْتِ عَلَى الرَّاحِلَةِ

সওয়ারীর উপর থেকে বায়তুল্লাহ্‌র তাওয়াফ

٢٩٣٠. اَخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ وَهُوَ ابْنُ اِسْحٰقَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ طَافَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى حَجَّةِ الْوَدَاعِ حَوْلَ الْكَعْبَةِ عَلَى بَعِيْرٍ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنِهِ *

২৯৩০. আমর ইব্‌ন উসমান (র) ---- আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বিদায় হজ্জে কা'বার চারপাশে উটের উপর আরোহণ অবস্থায় তাওয়াফ করেন। এসময় তিনি তাঁর হাতের লাঠি দ্বারা রোকন (হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ করিয়ে তা) চুম্বন করেন।

طَوَافُ مَنْ اَفْرَدَ الْحَجَّ

'ইফরাদ' হজ্জ পালনকারীর তাওয়াফ

٢٩٣١. اَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ وَهُوَ ابْنُ عَمْرٍو الْكَلْبِىُّ عَنْ زُهَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَيَانٌ اَنَّ وَبَرَةَ حَدَّثَهُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ أَطُوْفُ بِالْبَيْتِ وَقَدْ أَحْرَمْتُ بِالْحَجِّ قَالَ وَمَا يَمْنَعُكَ قَالَ رَأَيْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبَّاسٍ يَنْهَى عَنْ ذٰلِكَ وَأَنْتَ أَعْجَبُ اِلَيْنَا مِنْهُ قَالَ رَأَيْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ *

২৯৩১. আবদা ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) ---- যুহায়র (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : বয়ান আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন যে, ওয়াব্‌রাহ্ (র) তাঁর নিকট বর্ণনা করেছেন যে, আমি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা)-কে বলতে শুনেছি, তাঁকে এক ব্যক্তি প্রশ্ন করলো, আমি হজ্জের ইহ্‌রাম বেঁধেছি। এখন আমি কি তাওয়াফ করবো ? তিনি বললেন : কী তোমাকে বাঁধা প্রদান করেছে ? তিনি বললেন : আমি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে তা নিষেধ করতে দেখেছি । আর আপনি আমাদের নিকট তাঁর চাইতে অধিক গ্রহণযোগ্য। তিনি বললেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে হজ্জের ইহ্‌রাম করে বায়তুল্লাহ্‌র তাওয়াফ করতে এবং সাফা ও মারওয়ার মধ্যে সাঈ করতে দেখেছি।

طَوَافُ مَنْ اَهَلَّ بِعُمْرَةٍ

উমরার ইহ্‌রামকারীর তাওয়াফ করা

٢٩٣٢. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ

وَسَأَلْنَاهُ عَنْ رَجُلٍ قَدِمَ مُعْتَمِرًا فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَلَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ أَيَأْتِي أَهْلَهُ قَالَ لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَطَافَ سَبْعًا وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ وَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ *

২৯৩২. মুহাম্মাদ ইব্‌ন মনসূর (র) - - - - আমর (র) বলেন, আমি ইব্‌ন উমর (রা)-কে বলতে শুনেছি। আমরা তাঁকে এমন এক ব্যক্তি সম্বন্ধে প্রশ্ন করছিলাম, যে উমরা করতে এসে কা'বার তাওয়াফ করে, কিন্তু সাফা ও মারওয়ার সাঈ করেনি। সে কি তার পরিবারের কাছে গমন (সহবাস) করবে? তিনি বললেন : যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মক্কায় আগমন করেন, তখন তিনি সাতবার তাওয়াফ করেন এবং মাকামে ইবরাহীমের পেছনে দুই রাক'আত সালাত আদায় করেন এবং সাফা ও মারওয়ার সাঈ করেন। "আর তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহ্‌র মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে।"

كَيْفَ يَفْعَلُ مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَلَمْ يَسُقِ الْهَدْيَ

যে ব্যক্তি হজ্জ ও উমরার ইহ্‌রাম করেছে অথচ কুরবানীর পশু সাথে আনে নি তার করণীয়

٢٩٣٣. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَشْعَثُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَخَرَجْنَا مَعَهُ فَلَمَّا بَلَغَ ذَا الْحُلَيْفَةِ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ فَلَمَّا اسْتَوَتْ بِهِ عَلَى الْبَيْدَاءِ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ جَمِيعًا فَأَهْلَلْنَا مَعَهُ فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَكَّةَ وَطُفْنَا أَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَحِلُّوا فَهَابَ الْقَوْمُ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَوْلَا أَنَّ مَعِي الْهَدْيَ لَأَحْلَلْتُ فَحَلَّ الْقَوْمُ حَتَّى حَلُّوا إِلَى النِّسَاءِ وَلَمْ يَحِلَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلَمْ يُقَصِّرْ إِلَى يَوْمِ النَّحْرِ *

২৯৩৩. আহ্‌মাদ ইব্‌ন আযহার (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (হজ্জের উদ্দেশ্যে) বের হলেন আর তাঁর সঙ্গে আমরাও বের হলাম। তিনি যুল্‌হুলায়ফায় পৌঁছার পর জুহরের সালাত আদায় করলেন। তারপর তিনি তাঁর সওয়ারীতে আরোহণ করেন। যখন তিনি বায়দায় (নামক স্থানে) পৌঁছলেন তখন তিনি হজ্জ ও উমরা উভয়ের তাল্‌বিয়া পড়লেন। তাঁর সঙ্গে আমরাও তাল্‌বিয়া পড়লাম। আর যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মক্কায় পদার্পণ করেন, আর আমরা তাওয়াফ করলাম, তখন তিনি লোকদের হালাল হতে আদেশ করলেন। এতে তাঁরা সন্ত্রস্ত হলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁদের বললেন : যদি আমার সাথে হাদী (কুরবানীর জন্তু) না থাকতো, তা হলে আমিও হালাল হতাম। এরপর লোকেরা হালাল হয়ে গেলেন, এমন কি তাঁরা স্ত্রীদের সঙ্গে সংগত হলেন আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (ইহ্‌রাম থেকে) হালাল হলেন না এবং তিনি কুরবানীর দিন পর্যন্ত চুলও কাটান নি।

طَوَافُ الْقَارِنِ

'কিরান' হজ্জপালনকারীর তাওয়াফ

٢٩٣٤. اَخْبَرَنِى مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَيُّوْبَ بْنِ مُوْسَى عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَرَنَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَطَافَ طَوَافًا وَاحِدًا وَقَالَ هٰكَذَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَفْعَلُهُ *

২৯৩৪. মুহাম্মাদ ইব্ন মানসূর (র) - - - - ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি হজ্জ ও উমরার একত্রে নিয়্যত করলেন এবং উভয়ের জন্য এক তাওয়াফ করলেন। তারপর বললেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে এরূপই করতে দেখেছি।

٢٩٣٥. اَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ مَيْمُوْنٍ الرَّقِّىُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَيُّوْبَ السَّخْتِيَانِىِّ وَأَيُّوْبُ ابْنُ مُوْسَى وَاِسْمٰعِيْلُ بْنُ اُمَيَّةَ وَعُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ قَالَ خَرَجَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ فَلَمَّا اَتَى ذَا الْحُلَيْفَةِ اَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ فَسَارَ قَلِيْلاً فَخَشِىَ اَنْ يُصَدَّ عَنِ الْبَيْتِ فَقَالَ اِنْ صُدِدْتُ صَنَعْتُ كَمَا صَنَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَاسَبِيْلُ الْحَجِّ اِلاَّ سَبِيْلُ الْعُمْرَةِ اُشْهِدُكُمْ اَنِّى قَدْ أَوْجَبْتُ مَعَ عُمْرَتِى حَجًّا فَسَارَ حَتَّى اَتَى قُدَيْدًا فَاشْتَرَى مِنْهَا هَدْيًا ثُمَّ قَدِمَ مَكَّةَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَقَالَ هٰكَذَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَعَلَ *

২৯৩৫. আলী ইব্ন মায়মূন (র) - - - - নাফি' (র) বলেন : আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) বের হলেন, যখন যুলহুলায়ফায় আগমন করলেন, তখন উমরার তাল্‌বিয়া পড়লেন। তিনি কিছুক্ষণ চললেন। এরপর তিনি আশংকা করলেন, কেউ হয়তো তাঁকে বায়তুল্লাহ্‌য় পৌঁছতে বাধা দিতে পারে। তখন তিনি বললেন : যদি আমি বাধাপ্রাপ্ত হই, তাহলে আমি তাই করবো, যা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ করেছেন। তিনি বললেন : আল্লাহ্‌র শপথ ! (পথে বাধাপ্রাপ্ত হলে যা করণীয় সে ব্যাপারে) উমরা এবং হজ্জের একই নিয়ম, আমি তোমাদেরকে সাক্ষী রাখছি যে, আমি উমরার সাথে হজ্জেরও ইহ্‌রাম (নিয়্যত) করেছি। এরপর তিনি সামনে অগ্রসর হলেন এবং কুদায়দ নামক স্থানে পৌঁছলেন এবং সেখান থেকে কুরবানীর জন্তু খরিদ করলেন। তারপর মক্কায় আগমন করলেন এবং সাতবার বায়তুল্লাহ্‌র তাওয়াফ করেন এবং সাফা ও মারওয়ার সাঈ করলেন এবং বললেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে এরূপ করতে দেখেছি।

٢٩٣٦. اَخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مَهْدِىٍّ اَخْبَرَنِى هَانِئُ بْنُ اَيُّوْبَ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ طَافَ طَوَافًا وَاحِدًا *

২৯৩৬. ইয়াকূব ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - - জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) বলেন : নবী ﷺ একবার (সাত চক্কর) তাওয়াফ করেন।

ذِكْرُ الْحَجَرِ الأَسْوَدِ

হাজরে আসওয়াদ (কাল পাথর) প্রসংগে

٢٩٣٧. اَخْبَرَنِى اِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ الْحَجَرُ الأَسْوَدُ مِنَ الْجَنَّةِ *

২৯৩৭. ইবরাহীম ইব্‌ন ইয়াকূব (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : হাজরে আসওয়াদ জান্নাত থেকে (আগত)।

اِسْتِلاَمُ الْحَجَرِ الأَسْوَدِ

হাজরে আসওয়াদকে চুম্বন করা

٢٩٣٨. اَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الأَعْلَى عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفْلَةَ اَنَّ عُمَرَ قَبَّلَ الْحَجَرَ وَالْتَزَمَهُ وَقَالَ رَأَيْتُ اَبَا الْقَاسِمِ ﷺ بِكَ حَفِيًّا *

২৯৩৮. মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান (র) - - - - সুওয়ায়দ ইব্‌ন গাফ্‌লাহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : উমর (রা) হাজরে আসওয়াদকে চুম্বন করলেন এবং তাকে জড়িয়ে ধরে বললেন : আমি আবুল কাসেম ﷺ -কে তোমার প্রতি অতিশয় আকৃষ্ট ও অতিশয় সম্মান প্রদর্শন করতে দেখেছি (চুমা দিয়ে এবং স্পর্শ করে)।

تَقْبِيلُ الْحَجَرِ

হাজরে আসওয়াদের চুম্বন করা

٢٩٣٩. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ قَالَ اَنْبَاَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ وَجَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيمَ عَنْ عَابِسِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ رَأَيْتُ عُمَرَ جَاءَ اِلَى الْحَجَرِ فَقَالَ اِنِّى لأَعْلَمُ اَنَّكَ حَجَرٌ وَلَوْلاَ اَنِّى رَأَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يُقَبِّلُكَ مَاقَبَّلْتُكَ ثُمَّ دَنَا مِنْهُ فَقَبَّلَهُ *

২৯৩৯. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - আবিস ইব্‌ন রবী'আ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি উমর (রা)-কে দেখেছি, তিনি হাজরে আসওয়াদের কাছে এসে বললেন : আমি নিশ্চিতরূপে জানি তুমি একখণ্ড পাথর, যদি আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে তোমাকে চুম্বন করতে না দেখতাম, তাহলে আমি তোমাকে চুম্বন করতাম না। তারপর তিনি এর নিকটবর্তী হয়ে তাকে চুম্বন করলেন।

كَيْفَ يُقَبِّلُ

কিরূপে চুম্বন করবে ?

٢٩٤٠. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ عَنْ حَنْظَلَةَ قَالَ رَأَيْتُ طَاوُسًا يَمُرُّ بِالرُّكْنِ فَاِنْ وَجَدَ عَلَيْهِ زِحَامًا مَرَّ وَلَمْ يُزَاحِمْ وَاِنْ رَاٰهُ خَالِيًا قَبَّلَهُ ثَلاَثًا ثُمَّ قَالَ رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَعَلَ مِثْلَ ذٰلِكَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَعَلَ مِثْلَ ذٰلِكَ ثُمَّ قَالَ اِنَّكَ حَجَرٌ لاَتَنْفَعُ وَلاَ تَضُرُّ وَلَوْلاَ اَنِّىْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَبَّلَكَ مَاقَبَّلْتُكَ ثُمَّ قَالَ عُمَرُ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَعَلَ مِثْلَ ذٰلِكَ *

২৯৪০. আমর ইব্‌ন উসমান (র) - - - - হান্‌যালা (র) বলেন : আমি তাউসকে দেখেছি : তিনি রোকনের (হাজরে আসওয়াদের) কাছ দিয়ে যেতেন, যদি উক্ত স্থানে লোকের ভিড় লক্ষ্য করতেন, তবে চলে যেতেন, ঠেলাঠেলি করতেন না। আর যদি ভিড়শূন্য পেতেন, তখন তাকে চুম্বন করতেন— তিনবার। তারপর বলতেন : আমি ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে এরূপ করতে দেখেছি। আর ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলতেন : আমি উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা)-কে এরূপ করতে দেখেছি। তিনি (উমর (রা) বলতেন : তুমি একখণ্ড পাথর মাত্র ; তুমি কারও উপকার করতেও পার না, কোন ক্ষতি করতেও পার না। যদি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে তোমাকে চুম্বন করতে না দেখতাম, তাহলে আমি তোমাকে চুম্বন করতাম না। তারপর উমর (রা) বললেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে এরূপ করতে দেখেছি।

كَيْفَ يَطُوْفُ اَوَّلُ مَايَقْدَمُ وَعَلَى اَىِّ شِقَّيْهِ يَأْخُذُ اِذَا اسْتَلَمَ الْحَجَرَ

(কা'বা শরীফে) প্রথম এসেই কিরূপে তাওয়াফ করবে এবং হাজরে আসওয়াদকে চুম্বন করতে তার কোন্ দিক থেকে আরম্ভ করবে ?

٢٩٤١. اَخْبَرَنِىْ عَبْدُ الْاَعْلَى بْنُ وَاصِلِ بْنِ عَبْدِ الْاَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اٰدَمَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَمَّا قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَكَّةَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَاسْتَلَمَ الْحَجَرَ ثُمَّ مَضَى عَلَى يَمِيْنِهِ فَرَمَلَ ثَلاَثًا وَمَشَى اَرْبَعًا ثُمَّ اَتَى الْمَقَامَ فَقَالَ وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ اِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَالْمَقَامُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ ثُمَّ اَتَى الْبَيْتَ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ فَاسْتَلَمَ الْحَجَرَ ثُمَّ خَرَجَ اِلَى الصَّفَا *

২৯৪১. আবদুল আলা ইব্‌ন ওয়াসিল ইব্‌ন আবদুল আলা (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন মক্কায় শুভাগমন করলেন, তখন তিনি প্রথমে মসজিদে (হারামে) প্রবেশ করে হাজরে আসওয়াদকে চুম্বন করলেন। এরপর এর ডান দিকে গেলেন এবং তিনবার রমল করলেন এবং চারবার

স্বাভাবিকভাবে হেঁটে তাওয়াফ করলেন। পরে মাকামে ইবরাহীমে গমন করে বললেন : "তোমরা মাকামে ইবরাহীমকে সালাতের স্থানরূপে গ্রহণ কর।" (২ : ১২৫) এরপর তিনি দুই রাক'আত সালাত আদায় করলেন। এ সময় মাকামে ইবরাহীম তাঁর ও বায়তুল্লাহ্‌র মধ্যস্থলে ছিল। তারপর তিনি দুই রাক'আত সালাত আদায়ের পর বায়তুল্লাহ্‌য় গিয়ে হাজরে আসওয়াদকে চুম্বন করেন, তারপর তিনি সাফার দিকে গমন করেন।

كَمْ يَسْعَى

কতবার সাঈ করবে ?

٢٩٤٢. اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَكَانَ يَرْمُلُ الثَّلاَثَ وَيَمْشِي الأَرْبَعَ وَيَزْعُمُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَفْعَلُ ذٰلِكَ *

২৯৪২. উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন সাঈদ (র) - - - - নাফি' (র) থেকে বর্ণিত যে, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) তিনবার রমল করতেন এবং চারবার হাঁটতেন, আর তিনি বলতেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এরূপ করতেন।

كَمْ يَمْشِي

স্বাভাবিকভাবে কতবার হেঁটে তাওয়াফ করবে ?

٢٩٤٣. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا طَافَ فِى الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ اَوَّلَ مَايَقْدَمُ فَاِنَّهُ يَسْعَى ثَلاَثَةَ أَطْوَافٍ وَيَمْشِي أَرْبَعًا ثُمَّ يُصَلِّي سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ يَطُوْفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ *

২৯৪৩. কুতায়বা (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হজ্জ ও উমরায় প্রথমে এসে যে তাওয়াফ করতেন, তাতে তিনি তিনবার সাঈ (রামাল) করতেন, আর চারবার হাঁটতেন। তারপর দুই রাকআত সালাত আদায় করতেন। এরপর সাফা ও মারওয়ায় তাওয়াফ (সাঈ) করতেন।

اَلْخَبَبُ فِى الثَّلاَثَةِ مِنَ السَّبْعِ

সাত বারের মধ্যে তিনবার শরীর দুলিয়ে চলা (রমল করা)

٢٩٤٤. اَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِي يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ يَقْدَمُ مَكَّةَ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ الأَسْوَدَ اَوَّلَ مَايَطُوْفُ يَخُبُّ ثَلاَثَةَ أَطْوَافٍ مِنَ السَّبْعِ *

২৯৪৪. আহমাদ ইব্‌ন আমর ও সুলায়মান ইব্‌ন দাউদ (র) - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন মক্কায় যান, তখন তিনি প্রথমে হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করেন, এবং সাতবার তাওয়াফের মধ্যে প্রথম তিনবার হালকা দৌড়ে চলেন (রমল করেন)।

اَلرَّمَلُ فِى الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

হজ্জ এবং উমরায় 'রমল' করা বা শরীর দুলিয়ে (দ্রুত চলা)

٢٩٤٥. اَخْبَرَنِىْ مُحَمَّدٌ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ ابْنَا عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ قَالاَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ كَثِيْرِ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ نَافِعٍ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَخُبُّ فِى طَوَافِهِ حِيْنَ يَقْدَمُ فِى حَجٍّ اَوْ عُمْرَةٍ ثَلاَثًا وَيَمْشِى اَرْبَعًا قَالَ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَفْعَلُ ذٰلِكَ *

২৯৪৬. মুহাম্মাদ ও আবদুর রহমান (র) - - - - নাফি' (র) থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) (মক্কায়) হজ্জ বা উমরায় আগমন করলে, তাঁর তাওয়াফে তিনবার রমল করতেন এবং চারবার সাধারণভাবে চলতেন। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এরূপ করতেন।

اَلرَّمَلُ مِنَ الْحَجَرِ اِلَى الْحَجَرِ

হাজরে আসওয়াদ হতে হাজরে আসওয়াদ পর্যন্ত রমল করা

٢٩٤٦. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِىْ مَالِكٌ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَمَلَ مِنَ الْحَجَرِ اِلَى الْحَجَرِ حَتّٰى انْتَهٰى اِلَيْهِ ثَلاَثَةَ اَطْوَافٍ *

২৯৪৬. মুহাম্মাদ ইব্‌ন সালামা ও হারিস ইব্‌ন মিসকীন (র) - - - - জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে হাজরে আসওয়াদ হতে হাজরে আসওয়াদ পর্যন্ত রমল করতে দেখেছি, এমনকি এভাবে তিনি তিন তাওয়াফ পূর্ণ করেন।[১]

اَلْعِلَّةُ الَّتِى مِنْ اَجْلِهَا سَعَى النَّبِىُّ ﷺ بِالْبَيْتِ

যে কারণে নবী ﷺ বায়তুল্লাহ্‌তে সাঈ ('রমল') করেন

٢٩٤٧ . اَخْبَرَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنِ ابْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا قَدِمَ النَّبِىُّ ﷺ وَاَصْحَابُهُ مَكَّةَ قَالَ الْمُشْرِكُوْنَ وَهَنَتْهُمْ حُمّٰى يَثْرِبَ وَلَقُوْا مِنْهَا شَرًّا فَاَطْلَعَ اللّٰهُ نَبِيَّهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلٰى ذٰلِكَ فَاَمَرَ اَصْحَابَهُ اَنْ يَرْمُلُوْا وَاَنْ يَمْشُوْا مَابَيْنَ الرُّكْنَيْنِ وَكَانَ الْمُشْرِكُوْنَ مِنْ نَاحِيَةِ الْحِجْرِ فَقَالُوْا هٰؤُلاَءِ اَجْلَدُ مِنْ كَذَا *

২৯৪৭. আহমাদ ইব্‌ন সুলায়মান (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী ﷺ এবং

১. রমল বা শরীর দুলিয়ে (মার্চ করার ন্যায়) দ্রুত চলার বিধান কা'বা শরীফের সম্মুখভাগের জন্য- হাজরে আসওয়াদ হতে 'হিজর' বা হাতীমের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত। পরবর্তী হাদীস দ্রষ্টব্য।

তাঁর সাহাবিগণ যখন মক্কায় আগমন করেন, তখন মুশরিকরা বলতে লাগলো, মদীনার জ্বর তাদেরকে দুর্বল করে দিয়েছে, আর সেখানে তাদের অনেক মন্দের সম্মুখীন হতে হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবীকে এ সংবাদ পৌঁছালে তিনি সাহাবিগণকে রমল করতে আদেশ করেছেন এবং দুই রুকনে (ইয়ামানী)র মধ্যস্থলে স্বাভাবিকভাবে চলতে বলেন। মুশরিকরা তখন হিজর-এর দিকে ছিল। তারা বলতে লাগলেন : এরা তো অমুক হতে শক্তিশালী।

٢٩٤٨. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ عَنِ اسْتِلاَمِ الْحَجَرِ فَقَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَسْتَلِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ فَقَالَ الرَّجُلُ أَرَأَيْتَ اِنْ زُحِمْتُ عَلَيْهِ اَوْ غُلِبْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ (رض) اجْعَلْ أَرَأَيْتَ بِالْيَمَنِ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَسْتَلِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ *

২৯৪৮. কুতায়বা (র) - - - - যুবায়র ইব্‌ন আদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : এক ব্যক্তি ইব্‌ন উমর (রা)-কে হাজরে আসওয়াদ চুম্বন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে, তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে তা চুম্বন করতে দেখেছি এবং স্পর্শ করতে দেখেছি। সে লোকটি বললো : "বলুন, তো যদি' আমি অত্যধিক ভিড়ের দরুন বা লোকের মধ্যে সে পর্যন্ত পৌঁছতে সক্ষম না হলে কি করবো ? তখন ইব্‌ন উমর (রা) বলেন : তোমারা বল আপনি এসব ইয়ামানে রেখে আসবেন (সুতরাং এখানে 'যদি'-র কোন অবকাশ নেই)। আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে তা স্পর্শ করতে এবং চুম্বন করতে দেখেছি।

اِسْتِلاَمُ الرُّكْنَيْنِ فِى كُلِّ طَوَافٍ

প্রত্যেক তাওয়াফে দুই রুকন স্পর্শ করা

٢٩٤٩. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنِ ابْنِ اَبِى رَوَّادٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ الْيَمَانِىَّ وَالْحَجَرَ فِى كُلِّ طَوَافٍ *

২৯৪৯. মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুছান্না (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ প্রত্যেক তাওয়াফেই রুকনে ইয়ামানী এবং হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ করতেন।

٢٩٥٠. اَخْبَرَنَا اَسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ لاَيَسْتَلِمُ اِلاَّ الْحَجَرَ وَالرُّكْنَ الْيَمَانِىَّ *

২৯৫০. ইসমাঈল ইব্‌ন মাসঊদ ও মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুছান্না (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হাজরে আসওয়াদ এবং রুকনে ইয়ামানী ব্যতীত অন্য কিছু স্পর্শ করতেন না।

مَسْحِ الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ

দুই ইয়ামানী রুকন স্পর্শ করা

٢٩٥١. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ لَمْ اَرَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَمْسَحُ مِنَ الْبَيْتِ اِلاَّ الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ *

২৯৫১. কুতায়বা (র) ---- আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বায়তুল্লাহ্র দুই রুকনে ইয়ামানী ব্যতীত অন্য কিছু স্পর্শ করতে দেখিনি।

تَرْكُ اِسْتِلاَمِ الرُّكْنَيْنِ الْاٰخَرِيْنَ

অন্য দুই রুকনকে[১] স্পর্শ না করা

٢٩٥٢. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالَ اَنْبَأَنَا ابْنُ اِدْرِيْسَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ وَابْنُ جُرَيْجٍ وَمَالِكٌ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ قَالَ قُلْتُ لاِبْنِ عُمَرَ رَاَيْتُكَ لاَتَسْتَلِمُ مِنَ الْاَرْكَانِ اِلاَّ هٰذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ قَالَ لَمْ اَرَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَسْتَلِمُ اِلاَّ هٰذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ مُخْتَصَرٌ *

২৯৫২. মুহাম্মাদ ইব্ন আলা (র) ---- উবায়দ ইব্ন জুরায়জ (র) থেকে বর্ণিত। আমি ইব্ন উমর (রা)-কে বললাম : আমি দেখেছি, আপনি দুই রুকনে ইয়ামানী ব্যতীত অন্য কোন রুকনকে স্পর্শ করেন না। তিনি বললেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে উক্ত দু' রুকন ব্যতীত অন্য কিছুকে স্পর্শ করতে দেখিনি। (সংক্ষিপ্ত)

٢٩٥٣. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ لَمْ يَكُنْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَسْتَلِمُ مِنْ اَرْكَانِ الْبَيْتِ اِلاَّ الرُّكْنَ الْاَسْوَدَ وَالَّذِيْ يَلِيْهِ مِنْ نَحْوِ دُوْرِ الْجُمَحِيِّيْنَ *

২৯৫৩. আহমাদ ইব্ন আমর ও হারিস ইব্ন মিসকীন (র) ---- আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হাজরে আসওয়াদ এবং এর নিকটবর্তী রুকন, যা জুমাহীদের মহল্লার দিকে অবস্থিত ; তাছাড়া বায়তুল্লাহ্র অন্য কোন রুকন স্পর্শ করতেন না।

٢٩٥٤. اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ

১. রুকন অর্থ পার্শ্ব– দুই প্রাচীরের সংযোগ স্থল বা কোনকে রুকন বলা হয়। অন্যান্য ঘরের কা'বা ঘরে চারটি রুকন রয়েছে। (১) রুকন-ই (হাজরে) আসওয়াদ (২) রুকন-ই ইয়ামানী (৩) রুকন-ই শামী ও (৪) রুকন-ই ইরাকী। রুকন-ই আসওয়াদকে স্পর্শ করা হয় ও চুম্বন করা হয়। দ্বিতীয় রুকনে স্পর্শ করা হয় চুমা দেওয়া হয় না, তৃতীয় ও চতুর্থ রুকনকে স্পর্শও করা হয় না, চুমাও দেওয়া হয় না। উল্লেখ্য যে, প্রথম ও দ্বিতীয় রুকনকে একত্রে ইয়ামানী রুকন, তৃতীয় ও চতুর্থকে একত্রে শামী রুকন বলা হয়।

اللّٰهِ (رضـ) مَا تَرَكْتُ اسْتِلَامَ هٰذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ مُنْذُ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَسْتَلِمُهُمَا الْيَمَانِىَ وَالْحَجَرِ فِى شِدَّةٍ وَلَا رَخَاءٍ *

২৯৫৪. উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন সাঈদ (র) - - - - নাফি' (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আবদুল্লাহ্ (রা) বলেছেন : আমি যখন থেকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে রুকনে ইয়ামানী ও হাজরে আসওয়াদকে স্পর্শ করতে দেখেছি, তখন হতে আমি অনুকূল ও প্রতিকূল যে কোন অবস্থায় উক্ত রুকনদ্বয় স্পর্শ করা ছেড়ে দেইনি।

٢٩٥٥. اَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوْسَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ مَاتَرَكْتُ اسْتِلَامَ الْحَجَرِ فِى رَخَاءٍ وَلَا شِدَّةٍ مُنْذُ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَسْتَلِمُهُ *

২৯৫৫. ইমরান ইব্ন মূসা (র) - - - - ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যখন থেকে আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ (চুম্বন) করতে দেখেছি, তখন থেকে আমি তাকে স্পর্শ (ও চুম্বন) করা ছাড়িনি, অনুকূল ও প্রতিকূল যে কোন অবস্থায়।

اِسْتِلَامُ الرُّكْنِ بِالْمِحْجَنِ

রুকন (হাজরে আসওয়াদকে) লাঠি দ্বারা স্পর্শ করা

٢٩٥٦. اَخْبَرَنَا يُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِى يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ طَافَ فِى حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى بَعِيْرٍ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ *

২৯৫৬. ইউনুস ইব্ন আবদুল আলা ও সুলায়মান ইব্ন দাঊদ (র) - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বিদায় হজ্জে উটের উপর সওয়ার হয়ে তাওয়াফ করেন এবং হাজরে আসওয়াদ লাঠি দ্বারা স্পর্শ করেন।

اَلْاِشَارَةُ اِلَى الرُّكْنِ

রুকনের (হাজরে আসওয়াদের) প্রতি ইঙ্গিত করা

٢٩٥٧. اَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ هِلَالٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَطُوْفُ بِالْبَيْتِ عَلَى رَاحِلَتِهِ فَاِذَاانْتَهَى اِلَى الرُّكْنِ أَشَارَ اِلَيْهِ *

২৯৫৭. বিশ্‌র ইব্‌ন হিলাল (র) - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর সওয়ারীর উপর থেকে বায়তুল্লাহ্‌র তাওয়াফ করেছেন, যখন তিনি হাজরে আসওয়াদের নিকট পৌঁছতেন, তখন তার দিকে (লাঠি দিয়ে) ইঙ্গিত করতেন।

قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ

মহান মহিয়ান আল্লাহ্ তা'আলার বাণী :"প্রত্যেক সালাতের সময় তোমাদের সুন্দর পরিচ্ছদ পরিধান করবে" (৭ : ৩১)।

٢٩٥٨. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ مُسْلِمًا الْبَطِيْنَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَتِ الْمَرْأَةُ تَطُوْفُ بِالْبَيْتِ وَهِيَ عُرْيَانَةٌ تَقُوْلُ :

اَلْيَوْمَ يَبْدُو بَعْضُهُ اَوْ كُلُّهُ   وَمَا بَدَا مِنْهُ فَلاَ أُحِلُّهُ

قَالَ فَنَزَلَتْ يَابَنِى أٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ *

২৯৫৮. মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : মহিলারা উলঙ্গ অবস্থায় কা'বার তাওয়াফ করতো এবং তারা বলতো :

اَلْيَوْمَ يَبْدُو بَعْضُهُ اَوْ كُلُّهُ   وَمَا بَدَا مِنْهُ فَلاَ أُحِلُّهُ

আজ তার (লজ্জাস্থানের) সব কিংবা অংশ বিশেষ খোলা থাকবে (তাওয়াফের প্রয়োজনে)। এর যা উন্মুক্ত থাকবে তা আমি কারো জন্য 'হালাল' (বৈধ) করছি না।' তিনি বলেন : তখন আল্লাহ্‌র বাণী অবতীর্ণ হলেন : "হে আদম সন্তানগণ ! তোমরা প্রত্যেক সালাতের সময় সুন্দর পরিচ্ছদ পরিধান করবে। (৭ : ৩১)।

٢٩٥٩. اَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِى عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَنَّ حُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَخْبَرَهُ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ اَخْبَرَهُ اَنَّ اَبَا بَكْرٍ بَعَثَهُ فِى الْحَجَّةِ الَّتِى أَمَّرَهُ عَلَيْهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَبْلَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فِى رَهْطٍ يُؤَذِّنُ فِى النَّاسِ اَلاَ لاَيَحُجَّنَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ وَلاَ يَطُوْفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ *

২৯৫৯. আবূ দাঊদ (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, বিদায় হজ্জের পূর্বে যে হজ্জে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আবূ বকর (রা)-কে হজ্জের আমীররূপে পাঠিয়েছিলেন, সে হজ্জে আবূ বকর (রা)-কে একটি দলে পাঠিয়েছিলেন, যেন তিনি লোকের মধ্যে একথা প্রচার করেন যে, শুন, এ বছরের পর আর কোন মুশরিক হজ্জ করতে পারবে না। আর কোন উলঙ্গ ব্যক্তি বায়তুল্লাহ্‌র তাওয়াফ করবে না।

٢٩٦٠. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ وَعُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالاَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ

الْمُغِيْرَةِ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنِ الْمُحَرَّرِ بْنِ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ جِئْتُ مَعَ عَلِىِّ بْنِ اَبِى طَالِبٍ حِيْنَ بَعَثَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلَى اَهْلِ مَكَّةَ بِبَرَاءَةَ قَالَ مَا كُنْتُمْ تُنَادُوْنَ قَالَ كُنَّا نُنَادِى اَنَّهُ لاَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ اِلاَّ نَفْسٌ مُؤْمِنَةٌ وَلاَ يَطُوْفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ وَمَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَهْدٌ فَاَجَلُهُ اَوْ اَمَدُهُ اِلَى اَرْبَعَةِ اَشْهُرٍ فَاِذَا مَضَتِ الاَرْبَعَةُ اَشْهُرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بَرِىءٌ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ وَرَسُوْلَهُ وَلاَ يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ فَكُنْتُ اُنَادِىْ حَتَّى صَحِلَ صَوْتِى *

২৯৬০. মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) ---- আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা)-এর সঙ্গে গিয়েছিলাম। যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে মক্কাবাসীদের কাছে দায় মুক্তির (বারাআত) ঘোষণা প্রচারের জন্য পাঠিয়েছিলেন। তিনি বলেন : আপনারা কিসের ঘোষণা দেন ? তাঁরা বলেন : আমরা এ কথা ঘোষণা দেই যে, মু'মিন ব্যক্তি ব্যতীত কেউ জান্নাতে প্রবেশ করবে না, আর কোন উলঙ্গ ব্যক্তি বায়তুল্লাহ্‌র তাওয়াফ করবে না, আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ও যাদের মধ্যে চুক্তি রয়েছে এর সময় বা তাঁর মেয়াদ চার মাস পর্যন্ত (বহাল থাকবে)। যখন চার মাস অতিবাহিত হবে, তখন আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল মুশরিকদের ব্যাপারে দায়মুক্ত থাকবেন। আর এ বছরের পর কোন মুশরিক হজ্জ করবে না। আমি এই ঘোষণা দিচ্ছিলাম। এমনকি (ঘোষণা প্রচার করতে করতে) আমার আওয়াজ বসে (অস্পষ্ট হয়ে) যায়।

اَيْنَ يُصَلِّى رَكْعَتَىِ الطَّوَافِ

তাওয়াফের পর দু'রাক'আত সালাত কোথায় আদায় করবে ?

٢٩٦١. اَخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ يَحْيَى عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ كَثِيْرِ بْنِ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ اَبِى وَدَاعَةَ قَالَ رَاَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ حِيْنَ فَرَغَ مِنْ سُبُعِهِ جَاءَ حَاشِيَةَ الْمَطَافِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطَّوَّافِيْنَ اَحَدٌ *

২৯৬১. ইয়াকূব ইব্‌ন ইবরাহীম (র) ---- মুত্তালিব ইব্‌ন আবূ ওয়াদা'আহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন তাওয়াফের সাত চক্কর সমাপ্ত করলেন, তখন তিনি তাওয়াফ করার স্থানের এক পাশে গমন করলেন এবং সেখানে দু' রাক'আত সালাত আদায় করলেন। তখন তাঁর মধ্যে এবং তাওয়াফকারীদের মধ্যে কেউ ছিল না।

٢٩٦٢. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو قَالَ يَعْنِى ابْنَ عُمَرَ قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ وَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَقَالَ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِى رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ *

২৯৬২. কুতায়বা (র) ---- আমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, ইব্‌ন উমর (রা) বলেছেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মক্কায়

এলেন এবং সাতবার কা'বার তাওয়াফ করলেন, এবং মাকামে ইবরাহীমের পেছনে দু'রাক'আত সালাত আদায় করলেন এবং সাফা ও মারওয়ায় সাঈ করলেন। আর বললেন : তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহ্‌র মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে।

اَلْقَوْلُ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ

তাওয়াফ শেষে দু'রাক'আত সালাত আদায়ের পরের বক্তব্য

٢٩٦٣. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنْ شُعَيْبٍ قَالَ اَنْبَأَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ طَافَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالْبَيْتِ سَبْعًا رَمَلَ مِنْهَا ثَلاَثًا وَمَشَى اَرْبَعًا ثُمَّ قَامَ عِنْدَ الْمَقَامِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَرَأَ وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ اِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى وَرَفَعَ صَوْتَهُ يُسْمِعُ النَّاسَ ثُمَّ انْصَرَفَ فَاسْتَلَمَ ثُمَّ ذَهَبَ فَقَالَ نَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللّٰهُ بِهِ فَبَدَأَ بِالصَّفَا فَرَقِيَ عَلَيْهَا حَتَّى بَدَا لَهُ الْبَيْتُ فَقَالَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ فَكَبَّرَ اللّٰهَ وَ حَمِدَهُ ثُمَّ دَعَا بِمَا قُدِّرَ لَهُ ثُمَّ نَزَلَ مَاشِيًا حَتَّى تَصَوَّبَتْ قَدَمَاهُ فِي بَطْنِ الْمَسِيْلِ فَسَعَى حَتَّى صَعِدَتْ قَدَمَاهُ ثُمَّ مَشَى حَتَّى اَتَى الْمَرْوَةَ فَصَعِدَ فِيْهَا ثُمَّ بَدَا لَهُ الْبَيْتُ فَقَالَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ قَالَ ذٰلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ ذَكَرَ اللّٰهَ وَسَبَّحَهُ وَحَمِدَهُ ثُمَّ دَعَا عَلَيْهَا بِمَا شَاءَ اللّٰهُ فَعَلَ هٰذَا حَتَّى فَرَغَ مِنَ الطَّوَافِ *

২৯৬৩. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুল হাকাম (র) - - - -জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সাতবার বায়তুল্লাহ্‌র তাওয়াফ করেন, তার মধ্যে তিনি তিনবার রমল করেন, আর চারবার সাধারণভাবে হেঁটে চলেন। তারপর মাকামে ইবরাহীমের নিকট দাঁড়িয়ে দু'রাক'আত সালাত আদায় করেন এবং তিনি তিলাওয়াত করেন : وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ اِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى (অর্থ : "তোমরা মাকামে ইবরাহীমকে সালাতের স্থান হিসেবে গ্রহণ কর।") লোকদের শুনাবার জন্য তিনি উচ্চৈ:স্বরে এরূপ পাঠ করেন। তারপর তিনি ফিরে এসে হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করেন। এরপর (সাফা-এর দিকে) গেলেন এবং বললেন : আল্লাহ্ যা হতে আরম্ভ করেছেন আমরাও তা থেকে আরম্ভ করবো। এরপর তিনি সাফা হতে আরম্ভ করেন এবং এর উপর আরোহণ করেন। এ সময় কা'বা তাঁর দৃষ্টিগোচর হলে তিনি তিনবার বলেন : لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ (অর্থ : "আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই, নেই তাঁর কোন শরীক, রাজত্ব তাঁরই, প্রশংসা তাঁরই, তিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান, তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।)

এরপর তিনি 'আল্লাহু আকবার' বলেন এবং আল্লাহ্‌র প্রশংসা করেন এবং যা তাঁর জন্য নির্ধারিত ছিল সে সব দু'আ করেন। এরপর তিনি পায়ে হেঁটে নেমে আসেন। এমন কি তাঁর দুই পা নিম্ন সমতলে স্থির হলো। তারপর তিনি দ্রুত হেঁটে চলেন, যাতে তাঁর দুই পা উপরে উঠতে লাগল। পরে তিনি স্বাভাবিকভাবে হেঁটে মারওয়া পাহাড়ে পৌঁছে তাতে আরোহণ করেন। এবারও বায়তুল্লাহ্ তাঁর দৃষ্টিগোচর হলো, তিনি তিনবার বলেন : لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِى وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ দু'আর পর তিনি আল্লাহকে স্মরণ করলেন এবং হামদ ও সানা আদায় করলেন। এখানেও তিনি আল্লাহ্ যা নির্ধারিত করেছেন সেভাবে দু'আ করেন। এভাবে তিনি তাওয়াফ সমাপ্ত করেন।

٢٩٦٤. اَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ طَافَ سَبْعًا رَمَلَ ثَلاَثًا وَمَشَى اَرْبَعًا ثُمَّ قَرَأَ وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ اِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى فَصَلَّى سَجْدَتَيْنِ وَجَعَلَ الْمَقَامَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَةِ ثُمَّ اسْتَلَمَ الرُّكْنَ ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ فَابْدَؤُا بِمَا بَدَأَ اللّٰهُ بِهِ *

২৯৬৪. আলী ইব্‌ন হুজ্‌র (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সাতবার তাওয়াফ করেন, তিনবার রমল করেন এবং চারবার স্বাভাবিকভাবে হেঁটে তাওয়াফ করেন। এরপর তিনি পড়েন : وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ اِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى (অর্থ : "তোমরা মাকামে ইবরাহীমকে সালাতের স্থান হিসেবে গ্রহণ কর।" (২:১২৫)) পরে দু'রাক'আত সালাত আদায় করেন। এ সময় তিনি মাকামে ইবরাহীমকে তাঁর ও কা'বার মধ্যে রাখেন। পরে হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করেন। তা হতে বের হয়ে বললেন : اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ "নিশ্চয় সাফা ও মারওয়া আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহের অন্যতম ।" তোমরা আরম্ভ কর ঐস্থান থেকে যার কথা আল্লাহ্ প্রথমে উল্লেখ করেছেন।

اَلْقِرَاءَةُ فِى رَكْعَتَىِ الطَّوَافِ

তাওয়াফের পর দু' রাক'আত সালাতের কিরাআত

٢٩٦٥. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ كَثِيْرِ بْنِ دِيْنَارٍ الْحِمْصِىُّ عَنِ الْوَلِيْدِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَمَّا انْتَهَى اِلَى مَقَامِ اِبْرَاهِيْمَ قَرَأَ وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ اِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَقَرَأَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَقُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ وَقُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ثُمَّ عَادَ اِلَى الرُّكْنِ فَاسْتَلَمَهُ ثُمَّ خَرَجَ اِلَى الصَّفَا *

২৯৬৫. আমর ইব্‌ন উসমান ইব্‌ন সাঈদ ইব্‌ন কাসীর ইব্‌ন দীনার আল-হিমসী (র) - - - - জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মাকামে ইবরাহীমে পৌঁছে তিলাওয়াত করলেন : وَاتَّخِذُوا

مِنْ مَّقَامِ اِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى তারপর দু'রাক'আত সালাত আদায় করেন। তিনি সূরা ফাতিহা এবং সূরা কাফিরূন ও সূরা ইখলাস পাঠ করেন। পরে আবার হাজরে আসওয়াদের কাছে এসে তাকে চুম্বন করেন। তারপর সাফা (পাহাড়ে)-র দিকে যান।

اَلشُّرْبُ مِنْ زَمْزَمَ

যমযমের পানি পান করা

٢٩٦٦. اَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ اَيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ اَنْبَأَنَا عَاصِمٌ وَمُغِيْرَةُ ح وَأَنْبَأَنَا يَعْقُوْبُ ابْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ اَنْبَأَنَا عَاصِمٌ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ شَرِبَ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ وَهُوَ قَائِمٌ *

২৯৬৬. যিয়াদ ইব্‌ন আইউব (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দাঁড়িয়ে যমযমের পানি করেন।

اَلشُّرْبُ مِنْ زَمْزَمَ قَائِمًا

দাঁড়িয়ে যমযমের পানি পান করা

٢٩٦٧. اَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ اَنْبَأَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَقَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مِنْ زَمْزَمَ فَشَرِبَهُ وَهُوَ قَائِمٌ *

২৯৬৭. আলী ইব্‌ন হুজ্‌র (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে যমযমের পানি পান করিয়েছি। তিনি দাঁড়ানো অবস্থায় তা পান করেন।

ذِكْرُ خُرُوْجِ النَّبِىِّ ﷺ اِلَى الصَّفَا مِنَ الْبَابِ الَّذِىْ يَخْرُجُ مِنْهُ

যে দরজা দিয়ে (লোকেরা) বের হয়, সেই দরজা দিয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাফার দিকে বের হওয়া

٢٩٦٨. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ لَمَّا قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَكَّةَ طَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا ثُمَّ صَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ اِلَى الصَّفَا مِنَ الْبَابِ الَّذِىْ يَخْرُجُ مِنْهُ فَطَافَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَالَ شُعْبَةُ وَأَخْبَرَنِىْ اَيُّوْبُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ قَالَ سُنَّةٌ *

২৯৬৮. মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) - - - - আমর ইব্‌ন দীনার (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি ইব্‌ন উমর

(রা)-কে বলতে শুনেছি : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মক্কায় আগমন করার পর সাতবার কা'বার তাওয়াফ করেন। পরে মাকামে ইবরাহীমের পেছনে দাঁড়িয়ে দু'রাকআত সালাত আদায় করেন। তারপর যে দরজা দিয়ে লোক বের হয়, সে দরজা দিয়েই তিনি সাফার দিকে বের হন এবং সাফা ও মারওয়ার সাঈ করেন। শু'বা (র) বলেন : আইউব (র) আমর ইব্ন দীনার (র) সূত্রে আমার কাছে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন উমর (রা) একে সুন্নত (বিধিবদ্ধ নিয়ম) বলে আখ্যায়িত করেছেন।

ذِكْرُ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ

সাফা ও মারওয়া প্রসংগে

٢٩٦٩. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَّطَّوَّفَ بِهِمَا قُلْتُ مَا اُبَالِى اَنْ لاَ اَطُوْفَ بَيْنَهُمَا فَقَالَتْ بِئْسَمَا قُلْتَ اِنَّمَا كَانَ نَاسٌ مِنْ اَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ لاَيَطُوْفُوْنَ بَيْنَهُمَا فَلَمَّا كَانَ الْاِسْلاَمُ وَنَزَلَ الْقُرْاٰنُ اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ الْآيَةَ فَطَافَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَطُفْنَا مَعَهُ فَكَانَتْ سُنَّةً *

২৯৬৯. মুহাম্মাদ ইব্ন মানসূর (র) - - - - উরওয়া (র) বলেন : আমি আয়েশা (রা)-এর নিকট فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَّطَّوَّفَ بِهِمَا (অর্থ : তাই যে কেউ কা'বা গৃহের (হজ্জ কিংবা উমরা করে) এ দু'টির (সাফা-মারওয়ার) মধ্যে যাতায়াত (সাঈ) করাতে তার কোন পাপ নেই। (২ : ১৫৮) এ আয়াত পাঠ করে বললাম : এ দু'টির মধ্যে সাঈ না করাকে আমি মন্দ মনে করি না। তিনি বলেন : তুমি যা বললে তা মন্দ কথা, জাহিলী যুগে লোকেরা এই দু' পাহাড়ের সাঈ করতো না। যখন ইসলামের যুগ এলো এবং কুরআন নাযিল হলেন : اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ "নিশ্চয় সাফা ও মারওয়া আল্লাহ্র অন্যতম নিদর্শন" (২ : ১৫৮)। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সাঈ করলেন এবং আমরাও তাঁর সঙ্গে সাঈ করলাম। তাই ইহা সুন্নত (বিধিবদ্ধ বিধান)।

٢٩٧٠. اَخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِى عَنْ شُعَيْبٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ قَوْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَّطَّوَّفَ بِهِمَا فَوَاللّٰهِ مَا عَلَى اَحَدٍ جُنَاحٌ اَنْ لاَ يَطُوْفَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَالَتْ عَائِشَةُ بِئْسَمَا قُلْتَ يَاابْنَ اُخْتِى اِنَّ هٰذِهِ الآيَةَ لَوْ كَانَتْ كَمَا اَوَّلْتَهَا كَانَتْ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ لاَيَطَّوَّفَ بِهِمَا وَلٰكِنَّهَا نَزَلَتْ فِى الْاَنْصَارِ قَبْلَ اَنْ يُسْلِمُوْا كَانُوا يُهِلُّوْنَ لِمَنَاةَ الطَّاغِيَةِ الَّتِىْ كَانُوا يَعْبُدُوْنَ عِنْدَ الْمُشَلَّلِ وَكَانَ مَنْ اَهَلَّ لَهَا يَتَحَرَّجُ اَنْ يَطُوْفَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَلَمَّا سَأَلُوا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ ذٰلِكَ اَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا ثُمَّ قَدْسَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الطَّوَافَ بَيْنَهُمَا فَلَيْسَ لِاَحَدٍ اَنْ يَتْرُكَ الطَّوَافَ بِهِمَا *

২৯৭০. আমর ইব্‌ন উসমান (র) - - - - উরওয়া (র) বলেন : আমি আয়েশা (রা)-কে فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَّطَّوَّفَ بِهِمَا এ আয়াত সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলাম এবং বললাম : আল্লাহ্‌র শপথ ! সাফা ও মারওয়ায় সা'ঈ না করলে কারও অন্যায় হবে না। আয়েশা (রা) বললেন : তুমি যা ব্যাখ্যা করলে, তা ভাল নয়, হে ভাগ্নে ! তুমি এই আয়াতের মর্ম যা বুঝেছ ; যদি তা-ই হতো তাহ্‌লে তো বলা হত এর সা'ঈ না করলে কোন অন্যায় হবে না কিন্তু এই আয়াত নাযিল হয়েছে আনসারদের ইসলাম গ্রহণের (পূর্ববর্তী অবস্থা) সম্বন্ধে। (ইসলাম গ্রহণের) পূর্বে যারা 'মুশাল্লাল' (স্থান)-এর নিকট অবস্থিত 'মানাতে তাগিয়া' (একটি মূর্তি)-এর ইবাদত করতো। তারা এখানে ইহ্‌রাম বাঁধত এবং যারা এখানে ইহ্‌রাম বাঁধত তারা সাফা ও মারওয়ার সা'ঈ করতো না। যখন তারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করেছিল, তখন মহান মহিয়ান আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন : اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَّطَّوَّفَ بِهِمَا [১] তারপর রাসূলুল্লাহ্ পর্বতদ্বয়ের সা'ঈ করাকে শরীআতের আহ্‌কামভুক্ত করেন। তাই কেউ পর্বতদ্বয়ের সা'ঈ বাদ দিতে পারবে না।

٢٩٧١. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ اَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِىْ مَالِكٌ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ وَهُوَ يُرِيْدُ الصَّفَا وَهُوَ يَقُوْلُ نَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللّٰهُ بِهِ *

২৯৭১. মুহাম্মাদ ইব্‌ন সালামা (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: আমি শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন সাফায় গমনের ইচ্ছায় মসজিদ (অর্থাৎ তাওয়াফের স্থান) থেকে বের হলেন, তখন তিনি বললেন : আমরা সেখান থেকে আরম্ভ করবো, যেখান থেকে আল্লাহ্ তা'আলা আরম্ভ করেছেন।

٢٩٧٢. اَخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَأَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا جَابِرٌ قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلَى الصَّفَا وَقَالَ نَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللّٰهُ بِهِ ثُمَّ قَرَأَ اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ *

২৯৭২. ইয়াকূব ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সাফার দিকে বের হয়ে বললেন : আল্লাহ্ তা'আলা যে স্থান থেকে আরম্ভ করেছেন, আমরাও সে স্থান থেকে আরম্ভ করবো। তারপর তিনি পাঠ করেন : اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ

مَوْضِعُ الْقِيَامِ عَلَى الصَّفَا

সাফায় দাঁড়াবার স্থান

٢٩٧٣. اَخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا جَابِرٌ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَقِىَ عَلَى الصَّفَا حَتَّى اِذَا نَظَرَ اِلَى الْبَيْتِ كَبَّرَ *

১. অর্থ : সাফা ও মারওয়া আল্লাহ্ তা'আলার 'শি'আর' (বিশেষ) প্রতীক সমূহের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং যারা বায়তুল্লাহ্‌র হজ্জ করবে তাদের জন্য এ দু'টিতে সা'ঈ (প্রদক্ষিণ) করলে কোন অপরাধ হবে না।

২৯৭৩. ইয়াকূব ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সাফায় আরোহণ করে যখন তিনি বায়তুল্লাহ্ দেখতে পান তখন তাকবীর বলেন।

اَلتَّكْبِيْرُ عَلَى الصَّفَا

সাফা পাহাড়ে তাকবীর বলা

٢٩٧٤. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا وَقَفَ عَلَى الصَّفَا يُكَبِّرُ ثَلاَثًا وَيَقُوْلُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ يَصْنَعُ ذٰلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ وَيَدْعُو وَيَصْنَعُ عَلَى الْمَرْوَةِ مِثْلَ ذٰلِكَ *

২৯৭৪. মুহাম্মাদ ইব্‌ন সালামা ও হারিস ইব্‌ন মিসকীন (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সাফায় (পাহাড়ে) আরোহণ করে তিনবার তাকবীর (আল্লাহু আকবার) বলেন। এরপর তিনি বলেন : لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ [১] তিনি এইরূপ তিনবার বলেন, পরে দু'আ করেন। মারওয়া পাহাড়েও তিনি এইরূপ করেন।

اَلتَّهْلِيْلُ عَلَى الصَّفَا

সাফা পাহাড়ে 'তাহ্‌লীল' করা

٢٩٧٥. اَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ يَزِيْدَ قَالَ اَنْبَاَنَا شُعَيْبُ قَالَ اَخْبَرَنِى ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِى جَعْفَرُ ابْنُ مُحَمَّدٍ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَاهُ يُحَدِّثُ اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا عَنْ حَجَّةِ النَّبِىِّ ﷺ ثُمَّ وَقَفَ النَّبِىُّ ﷺ عَلَى الصَّفَا يُهَلِّلُ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ وَيَدْعُوْ بَيْنَ ذٰلِكَ *

২৯৭৫. ইমরান ইব্‌ন ইয়াযীদ (র) - - - - জাফর ইব্‌ন মুহাম্মাদ (র) বলেছেন : তাঁর পিতা বলেছেন যে, তিনি জাবির (রা) কে নবী ﷺ -এর হজ্জ সম্বন্ধে বলতে শুনেছেন : তারপর নবী ﷺ সাফায় আরোহণ করে ('লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' পড়েন) এবং এর মাঝে দু'আ করেন।

اَلذِّكْرُ وَالدُّعَاءُ عَلَى الصَّفَا

সাফার উপর যিকির এবং দু'আ করা

٢٩٧٦. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ شُعَيْبٍ قَالَ اَنْبَاَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ جَعْفَرِ ابْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ طَافَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالْبَيْتِ سَبْعًا رَمَلَ مِنْهَا ثَلاَثًا

১. আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। তিনি একক, তার কোন শরীক নেই, রাজত্ব তাঁরই, প্রশংসা তাঁরই এবং তিনি সব কিছুতে ক্ষমতাবান।

وَمَشَى اَرْبَعًا ثُمَّ قَامَ عِنْدَ الْمَقَامِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَقَرَأَ وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى وَرَفَعَ صَوْتَهُ يُسْمِعُ النَّاسَ ثُمَّ انْصَرَفَ فَاسْتَلَمَ ثُمَّ ذَهَبَ فَقَالَ نَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللّٰهُ بِهِ فَبَدَأَ بِالصَّفَا فَرَقِىَ عَلَيْهَا حَتَّى بَدَالَهُ الْبَيْتُ وَقَالَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ وَكَبَّرَ اللّٰهَ وَحَمِدَهُ ثُمَّ دَعَا بِمَا قُدِّرَ لَهُ ثُمَّ نَزَلَ مَاشِيًا حَتَّى تَصَوَّبَتْ قَدَمَاهُ فِى بَطْنِ الْمَسِيْلِ فَسَعَى حَتَّى صَعِدَتْ قَدَمَاهُ ثُمَّ مَشَى حَتَّى اَتَى الْمَرْوَةَ فَصَعِدَ فِيْهَا ثُمَّ بَدَا لَهُ الْبَيْتُ فَقَالَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ قَالَ ذٰلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ ذَكَرَ اللّٰهَ وَسَبَّحَهُ وَحَمِدَهُ ثُمَّ دَعَا عَلَيْهَا بِمَا شَاءَ اللّٰهُ فَعَلَ هٰذَا حَتَّى فَرَغَ مِنَ الطَّوَافِ *

২৯৭৬. মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবদুল হাকাম (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সাতবার বায়তুল্লাহ্র তাওয়াফ করেন, এতে তিনবার রমল করেন এবং চারবার সাধারণভাবেই হাঁটেন। তারপর মাকামে ইবরাহীমের কাছে দাঁড়িয়ে দু'রাক'আত সালাত আদায় করেন এবং পড়েন : وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى এ সময় তিনি লোকদেরকে শোনাবার জন্য উচ্চকণ্ঠে পড়েন। এরপর সেখান থেকে এসে তিনি হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ ও চুম্বন করেন। তারপর সাফার দিকে গমন করেন এবং বলেন : আমরা তা হতে আরম্ভ করবো, আল্লাহ্ যা হতে আরম্ভ করেছেন। এরপর তিনি সাফা হতে আরম্ভ করেন এবং উপর আরোহণ করেন। সেখান থেকে বায়তুল্লাহ্ দেখতে পেলে এবং তিনি তিনবার বলেন : لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ এরপর তিনি 'আল্লাহু আকবর' বলেন এবং আল্লাহ্র প্রশংসা করেন এরপর তাঁর জন্য যা (তাকদীর) নির্ধারিত ছিল তিনি তা দিয়ে দু'আ করেন। পরে তিনি পায়ে হেঁটে নেমে আসেন এবং উপত্যকার নিম্নভূমিতে তাঁর দু'পা স্থির হতে থাকল। তিনি দ্রুত হেঁটে চলেন, যাতে তাঁর দুই পা ঊর্ধ্বগামী হয়। পরে তিনি মারওয়া পাহাড়ে আরোহণ করেন। এখানেও বায়তুল্লাহ্ তাঁর দৃষ্টিগোচর হয়। এখানেও তিনি তিনবার বলেন : لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ এরপর তিনি আল্লাহ্কে স্মরণ করেন, (সুবহানাল্লাহ্ ও আলহামদুলিল্লাহ্ বলেন)। এখানে তিনি আল্লাহ্র ইচ্ছানুযায়ী দু'আ করলেন। দু'আ করেন এবং এভাবে তিনি তাওয়াফ শেষ করেন।

اَلطَّوَافُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ عَلَى الرَّاحِلَةِ

বাহনে আরোহণ করে সাফা ও মারওয়ার তাওয়াফ (সা'ঈ) করা

٢٩٧٧. اَخْبَرَنِى عِمْرَانُ بْنُ يَزِيْدَ قَالَ اَنْبَأَنَا شُعَيْبٌ قَالَ اَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِى اَبُو

الزُّبَيْرِ اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ طَافَ النَّبِىُّ ﷺ فِى حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى رَاحِلَتِهِ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لِيَرَاهُ النَّاسُ وَلِيُشْرِفَ وَلِيَسْأَلُوْهُ اِنَّ النَّاسَ غَشُوْهُ *

২৯৭৭. ইমরান ইব্‌ন ইয়াযীদ (র) - - - - আবূ যুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা)-কে বলতে শুনেছেন : নবী ﷺ বিদায় হজ্জে বাহনের উপর থেকে বায়তুল্লাহ্ তাওয়াফ করেন এবং সাফা ও মারওয়ার মাঝে সাঈ করেন, যেন লোকে তাঁকে দেখতে পায় এবং তিনি উপর থেকে অবলোকন করেন। যেন প্রশ্নকারিগণ তাঁর কাছে প্রশ্ন করতে পারেন। কেননা লোকেরা তাঁকে পরিবেষ্টিত করে রেখেছিল (অনেক ভিড় ছিল)।

اَلْمَشْيُ بَيْنَهُمَا

সাফা ও মারওয়ার মধ্যে হেঁটে চলা

٢٩٧٨. اَخْبَرَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِىِّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ كَثِيْرِ بْنِ جُمْهَانَ قَالَ رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَمْشِىْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَقَالَ اِنْ اَمْشِىْ فَقَدْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَمْشِىْ وَاِنْ اَسْعَى فَقَدْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَسْعَى *

২৯৭৮. মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান (র) - - - - কাসীর ইব্‌ন জুমহান (র) বলেন : আমি ইব্‌ন উমর (রা)-কে দেখেছি তিনি সাফা ও মারওয়ার মধ্যস্থলে হাঁটছেন। তিনি বলেন : যদি আমি হেঁটে চলি, তা এজন্য যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে হাঁটতে দেখেছি। আর যদি আমি দ্রুত ছুটে চলি (সা'ঈ করি), তা এজন্য যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে দ্রুত ছুটে চলতে দেখেছি।

٢٩٧٩. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَنْبَأَنَا الثَّوْرِىُّ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ الْجَزْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ رَأَيْتُ ابْنَ عَمْرٍو عُمَرَ ذَكَرَ نَحْوَهُ اِلاَّ اَنَّهُ قَالَ وَاَنَا شَيْخٌ كَبِيْرٌ *

২৯৭৯. মুহাম্মাদ ইব্‌ন রাফি' (র) - - - - সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (র) বলেন : আমি ইব্‌ন উমর (রা)-কে দেখেছি, এরপর তিনি পূর্ব হাদীসের মত উল্লেখ করেন। তবে তিনি (অতিরিক্ত) বলেন : আমি তখন ছিলাম বৃদ্ধ।

اَلرَّمْلُ بَيْنَهُمَا

সাফা ও মারওয়ার মধ্যস্থলে রমল করা

٢٩٨٠. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ يَسَارٍ عَنْ

الزُّهْرِيِّ قَالَ سَأَلُوا ابْنَ عُمَرَ هَلْ رَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَمَلَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَقَالَ كَانَ فِي جَمَاعَةٍ مِنَ النَّاسِ فَرَمَلُوا فَلاَ أُرَاهُمْ رَمَلُوا إِلاَّ بِرَمَلِهِ *

২৯৮০. মুহাম্মাদ ইব্‌ন মানসূর (র) - - - - যুহরী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : লোকেরা ইব্‌ন উমর (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলেন : আপনি কি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে সাফা ও মারওয়ার মধ্যস্থলে রমল করতে দেখেছেন ? তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ছিলেন একদল লোকের মধ্যে এবং তাঁরা সকলেই রমল করেন। আমি মনে করি, তাঁরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর রমলের অনুকরণেই রমল করেছেন।

اَلسَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ

সাফা ও মারওয়ার মধ্যে সা'ঈ করা

٢٩٨١. أَخْبَرَنَا أَبُو عَمَّارٍ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِنَّمَا سَعَى النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لِيُرِيَ الْمُشْرِكِيْنَ قُوَّتَهُ *

২৯৮১. আবূ আম্মার হুসায়ন ইব্‌ন হুরায়স (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সাফা ও মারওয়ার মধ্যে সা'ঈ করেন মুশরিকদেরকে তাঁর (ও সাহাবীদের) শক্তি প্রদর্শনের জন্য।

اَلسَّعْيُ فِيْ بَطْنِ الْمَسِيْلِ

নিম্ন সমতলে সা'ঈ করা

٢٩٨٢. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ بُدَيْلٍ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ حَكِيْمٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنِ امْرَأَةٍ قَالَتْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَسْعَى فِي بَطْنِ الْمَسِيْلِ وَيَقُوْلُ لاَيُقْطَعُ الْوَادِيُ إِلاَّ شَدًّا *

২৯৮২. কুতায়বা (র) - - - - জনৈক মহিলা থেকে বর্ণিত যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে উপত্যকার নিম্ন সমতলে[১] সা'ঈ করতে দেখেছি। তিনি বলছিলেন : এই উপত্যকা দ্রুতগতিতে অতিক্রম করতে হয়।

مَوْضِعِ الْمَشْيِ

হেঁটে চলার স্থান

٢٩٨٣. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (رضـ) أَنَّ

১. সাফা ও মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের ঢালের মধ্যবর্তী নিম্ন সমতলকে 'বাতনুল মাসীল' (ঢলের পানি চলার নিম্নভূমি) বলা হয়েছে। সা'ঈ করার সময় এ স্থানটুকু দ্রুত অতিক্রম করতে হয়।

رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا نَزَلَ مِنَ الصَّفَا مَشَى حَتَّى اِذَا انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ فِى بَطْنِ الْوَادِى سَعَى حَتَّى يَخْرُجَ مِنْهُ *

২৯৮৩. মুহাম্মাদ ইব্‌ন সালামা ও হারিস ইব্‌ন মিসকীন (র) - - - - জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন সাফা থেকে অবতরণ করতেন তখন (স্বাভাবিক) হাঁটতেন, এমনকি তাঁর পদদ্বয় উপত্যকার নিম্নভূমিতে অবতরিত হলে তিনি সাঈ করে তা পার হতেন।

مَوْضَعِ الرَّمَلُ

রমলের স্থান

٢٩٨٤. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَمَّا تَصَوَّبَتْ قَدَمَا رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِى بَطْنِ الْوَادِى رَمَلَ حَتَّى خَرَجَ مِنْهُ *

২৯৮৪. মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুসান্না (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পদদ্বয় উপত্যকার নিম্নভাগে পৌঁছলে, তখন তিনি রমল (সা'ঈ) করতে করতে তা পার হয়ে যান।

٢٩٨٥. اَخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِى قَالَ حَدَّثَنَا جَابِرٌ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَزَلَ يَعْنِى عَنِ الصَّفَا حَتَّى اِذَا انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ فِى الْوَادِى رَمَلَ حَتَّى اِذَا صَعِدَ مَشَى *

২৯৮৫. ইয়াকূব ইব্‌ন ইবরহীম (র) - - - - জাবির (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অবতরণ করেন অর্থাৎ সাফা হতে। যখন তাঁর পদযুগল উপত্যকায় (নিম্নভূমিতে) অবতরণ করে, তখন তিনি রমল করেন। আর যখন তিনি উপরে (মারওয়ায়) আরোহণ করেন, তখন তিনি (স্বাভাবিক) হেঁটে চলেন।

مَوْضِعِ الْقِيَامِ عَلَى الْمَرْوَةِ

মারওয়ার উপর অবস্থানের স্থান

٢٩٨٦. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنْ شُعَيْبٍ قَالَ اَنْبَأَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَتَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْمَرْوَةَ فَصَعِدَ فِيْهَا ثُمَّ بَدَالَهُ الْبَيْتُ فَقَالَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ قَالَ ذٰلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ ذَكَرَ اللّٰهَ وَسَبَّحَهُ وَحَمِدَهُ ثُمَّ دَعَا بِمَا شَاءَ اللّٰهُ فَعَلَ هٰذَا حَتَّى فَرَغَ مِنَ الطَّوَافِ *

২৯৮৬. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুল হাকাম (র) - - - - জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মারওয়ায় এসে তার উপর আরোহণ করেন। তারপর বায়তুল্লাহ্ তাঁর দৃষ্টিগোচর হলে। তখন তিনি তিনবার বলেন : لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ এরপর তিনি আল্লাহ্কে স্মরণ (যিকির) করেন, সুবহানাল্লাহ ও আল-হামদুলিল্লাহ্ বলেন। তারপর তিনি আল্লাহ্র ইচ্ছা অনুযায়ী দু'আ করেন এবং এভাবে তিনি তাওয়াফ সম্পন্ন করেন।

اَلتَّكْبِيْرُ عَلَيْهَا

মারওয়ার উপর তাকবীর বলা

٢٩٨٧. اَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ قَالَ اَنْبَاَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ذَهَبَ اِلَى الصَّفَا فَرَقِىَ عَلَيْهَا حَتَّى بَدَا لَهُ الْبَيْتُ ثُمَّ وَحَّدَ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ وَكَبَّرَهُ وَقَالَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ مَشَى حَتَّى اِذَا انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ سَعَى حَتَّى اِذَا صَعِدَتْ قَدَمَاهُ مَشَى حَتَّى اَتَى الْمَرْوَةَ فَفَعَلَ عَلَيْهَا كَمَا فَعَلَ عَلَى الصَّفَا حَتَّى قَضَى طَوَافَهُ *

২৯৮৭. আলী ইব্‌ন হুজ্‌র (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সাফার দিকে গেলেন এবং তাতে আরোহণ করেলন। এরপর বায়তুল্লাহ্ তাঁর দৃষ্টিগোচর হলো। এরপর তিনি মহান মহিয়ান আল্লাহ্র তাওহীদ বর্ণনা করলেন এবং তাঁর বড়ত্ব ঘোষণা (তাকবীর পাঠ) করলেন । তিনি বললেন : لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ এরপর তিনি চলতে লাগলেন যখন তাঁর পদদ্বয় (উপত্যকাতে সমতলে) নামলো তখন সাঈ করলেন। যখন উপত্যকা থেকে উপরে উঠে এলো, তখন তিনি হেঁটে মারওয়ায় পৌছলেন। তিনি এখানেও তাই করলেন, যা তিনি সাফায় করেছিলেন। এভাবে তিনি তাঁর তাওয়াফ সম্পন্ন করেন।

كَمْ طَوَافُ الْقَارِنِ وَالْمُتَمَتِّعِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ

কিরান ও তামাত্তু হজ্জকারী সাফা ও মারওয়ায় কয়টি সাঈ করবে ?

٢٩٨٨. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ اَنْبَاَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبُو الزُّبَيْرِ اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُوْلُ لَمْ يَطُفِ النَّبِىُّ ﷺ وَاَصْحَابُهُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ اِلاَّ طَوَافًا وَاحِدًا *

২৯৮৮. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - আবূ যুবায়র (রা) বর্ণনা করেন যে, তিনি জাবির (রা)-কে বলতে শুনেছেন যে, নবী ﷺ সাফা এবং মারওয়ার মধ্যে একবারের বেশি তাওয়াফ (সাঈ) করেন নি।[১]

১ অর্থাৎ হজ্জ ও উমরার জন্য ভিন্ন ভিন্ন সা'ঈ করেন নি।

اَيْنَ يُقَصِّرُ الْمُعْتَمِرِ

উমরা আদায়কারী কোথায় চুল কাটবে ?

٢٩٨٩. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ اَنَّ طَاوُسًا اَخْبَرَهُ اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ اَخْبَرَهُ عَنْ مُعَاوِيَةَ اَنَّهُ قَصَّرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِمِشْقَصٍ فِى عُمْرَةٍ عَلَى الْمَرْوَةِ ‏*

২৯৮৯. মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুসান্না (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা.) সূত্রে মুআবিয়া (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি নবী ﷺ -এর একবারের উমরায় মারওয়া পাহাড়ের উপরে তাঁর চুল কাঁচি দিয়ে কেটেছেন।

٢٩٩٠. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ قَصَّرْتُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَلَى الْمَرْوَةِ بِمِشْقَصٍ اَعْرَابِىٍّ ‏*

২৯৯০. মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা.) সূত্রে মুআবিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি মারওয়ায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর চুল কেটেছি এক বেদুঈনের কাঁচি দিয়ে।

كَيْفَ يُقَصِّرُ

কিরূপে চুল কাটবে ?

٢٩٩١. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوْسَى قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ اَخَذْتُ مِنْ اَطْرَافِ شَعْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِمِشْقَصٍ كَانَ مَعِىْ بَعْدَ مَاطَافَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فِى اَيَّامِ الْعَشْرِ قَالَ قَيْسٌ وَالنَّاسُ يُنْكِرُوْنَ هٰذَا عَلَى مُعَاوِيَةَ ‏*

২৯৯১. মুহাম্মাদ ইব্‌ন মানসূর (র) - - - - মুআবিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর চুলের চারদিক থেকে কেটেছি, আমার কাছে বিদ্যমান একটি কাঁচি দিয়ে তাঁর বায়তুল্লাহ্‌র তাওয়াফ ও সাফা মারওয়া সাঈ-এর পর যিলহাজ্জ মাসের (প্রথম) দশকে। কায়স (র) বলেন, লোকেরা মুআবিয়া (রা)-এর এ বিষয়টিতে আপত্তি প্রদান করেছেন।[১]

---

১. কারণ বিদায় হজ্জে রাসূলুল্লাহ্ (সা) মিনাতেই ইহ্‌রাম থেকে হালাল হয়েছিলেন। সম্ভবত অন্য কোন উমরার পর মুআবিয়া (রা) এইরূপ করেছিলেন। সময়ের বর্ণনায় ভ্রান্তি রয়েছে। হাশিয়াতুল জাদীদা। –অনুবাদক। ৮ম হিজরীতে জি'ইররানা থেকে ইহরাম বেঁধে উমরায় মু'আবিয়া (রা) নবী (সা)-এর চুল কেটে ছিলেন- সম্পাদক।

مَايَفْعَلُ مَنْ اَهَلَّ بِالْحَجِّ وَاَهْدَى

যে হজ্জের ইহ্‌রাম বেঁধেছে এবং 'হাদী' (কুরবানীর পশু) সাথে এনেছে, তার কী করণীয়

٢٩٩٢. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ عَنْ يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ اٰدَمَ عَنْ سُفْيَانَ وَهُوَ ابْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ حَدَّثَنِى عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لاَنُرَى اِلاَّ الْحَجَّ قَالَتْ فَلَمَّا اَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَالَ مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْىٌ فَلْيَقُمْ عَلَى اِحْرَامِهِ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْىٌ فَلْيَحْلِلْ *

২৯৯২. মুহাম্মাদ ইব্‌ন রাফি' (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা হজ্জের নিয়্যতেই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে বের হই। যখন তিনি বায়তুল্লাহ্‌র তাওয়াফ এবং সাফা ও মারওয়ার সাঈ করেন, তখন বললেন : যার সাথে 'হাদী' (কুরবানীর পশু) রয়েছে, সে তার ইহ্‌রামে স্থির থাকবে। আর যার সাথে 'হাদী'(কুরবানীর পশু) নেই, সে হালাল হয়ে যাবে।

مَا يَفْعَلُ مَنْ اَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَاَهْدَى

যে ব্যক্তি উমরার ইহ্‌রাম বেঁধেছে এবং 'হাদী' (কুরবানীর পশু) সঙ্গে এনেছে সে কি করবে ?

٢٩٩٣. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ اَنْبَأَنَا سُوَيْدٌ قَالَ اَنْبَانَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِى حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَمِنَّا مَنْ اَهَلَّ بِالْحَجِّ وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَاَهْدَى فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَلَمْ يُهْدِ فَلْيَحْلِلْ وَمَنْ اَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَاَهْدَى فَلاَ يَحِلَّ وَمَنْ اَهَلَّ بِحَجَّةٍ فَلْيَتِمَّ حَجَّهُ قَالَتْ عَائِشَةُ وَكُنْتُ مِمَّنْ اَهَلَّ بِعُمْرَةٍ *

২৯৯৩. মুহাম্মাদ ইব্‌ন হাতিম (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা বিদায় হজ্জে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে বের হই। আমাদের মধ্যে কেউ তো হজ্জের ইহ্‌রাম করে, আর কেউ কেউ উমরার ইহ্‌রাম করে এবং 'হাদী' (কুরবানীর পশু) সঙ্গে নেয়। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন : যে উমরার ইহ্‌রাম করেছে, আর কুরবানীর পশু সাথে আনেনি, সে হালাল হয়ে যাবে। আর যে উমরার ইহ্‌রাম করেছে ও হাদী (কুরবানীর পশু) সঙ্গে এনেছে, সে হালাল হবে না। আর যে হজ্জের ইহ্‌রাম করেছে সে তার হজ্জ পূর্ণ করবে। আয়েশা (রা) বলেন : আমি ঐ সকল লোকের মধ্যে ছিলাম, যারা উমরার ইহ্‌রাম করেছিল।

٢٩٩٤. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مَنْصُوْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اُمِّهِ عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِى بَكْرٍ قَالَتْ قَدِمْنَا مَعَ رَسُوْلِ

اللّٰهِ ﷺ مُهِلِّيْنَ بِالْحَجِّ فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنْ مَكَّةَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْىٌ فَلْيَحْلِلْ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْىٌ فَلْيُقِمْ عَلَى اِحْرَامِهِ قَالَتْ وَكَانَ مَعَ الزُّبَيْرِ هَدْىٌ فَأَقَامَ عَلَى اِحْرَامِهِ وَلَمْ يَكُنْ مَعِى هَدْىٌ فَأَحْلَلْتُ فَلَبِسْتُ ثِيَابِىْ وَتَطَيَّبْتُ مِنْ طِيْبِىْ ثُمَّ جَلَسْتُ اِلَى الزُّبَيْرِ فَقَالَ اسْتَأْخِرِى عَنِّى فَقُلْتُ اَتَخْشَى اَنْ اَثِبَ عَلَيْكَ *

২৯৯৪. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুবারক (র) - - - - আসমা বিন্‌ত আবূ বকর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা হজ্জের ইহ্‌রাম করে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে বের হলাম। আমরা মক্কার নিকটবর্তী হলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন : যার সাথে 'হাদী' (কুরবানীর পশু) নেই, সে যেন হালাল হয়ে যায়, আর যার সাথে 'হাদী'(কুরবানীর পশু) রয়েছে, সে তার ইহ্‌রামের উপর স্থির থাকবে। আসমা (রা) বলেন : যুবায়র (রা)-এর সাথে 'হাদী'(কুরবানীর পশু) থাকায় তিনি তাঁর ইহ্‌রামে স্থির থাকেন। আর আমার সাথে 'হাদী' (কুরবানীর পশু) না থাকায় আমি হালাল হয়ে যাই। আমি আমার পোশাক পরিধান করি, সুগন্ধি ব্যবহার করি এবং যুবায়র (রা)-এর কাছে বসি। তিনি বললেন : আমার থেকে দূরে থাক। আমি বলি : তুমি কি ভয় করছ যে, আমি তোমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়বো ?

اَلْخُطْبَةُ قَبْلَ يَوْمِ التَّرْوِيَةِ

ইয়াওমুত্ তারবিয়া[১] -এর আগে খুতবা

٢٩٩٥. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى اَبِىْ قُرَّةَ مُوْسَى بْنِ طَارِقٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنِى عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ حِيْنَ رَجَعَ مِنْ عُمْرَةِ الْجِعِرَّانَةِ بَعَثَ اَبَا بَكْرٍ عَلَى الْحَجِّ فَاَقْبَلْنَا مَعَهُ حَتّٰى اِذَا كَانَ بِالْعَرْجِ ثُوِّبَ بِالصُّبْحِ ثُمَّ اسْتَوٰى لِيُكَبِّرَ فَسَمِعَ الرَّغْوَةَ خَلْفَ ظَهْرِهِ فَوَقَفَ عَلَى التَّكْبِيْرِ فَقَالَ هٰذِهِ رَغْوَةُ نَاقَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الْجَدْعَاءِ لَقَدْ بَدَا لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِى الْحَجِّ فَلَعَلَّهُ اَنْ يَكُوْنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَنُصَلِّىَ مَعَهُ فَاِذَا عَلِىٌّ عَلَيْهَا فَقَالَ لَهُ اَبُوْ بَكْرٍ اَمِيْرٌ اَمْ رَسُوْلٌ قَالَ لَا بَلْ رَسُوْلٌ اَرْسَلَنِى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِبَرَاءَةَ اَقْرَؤُهَا عَلَى النَّاسِ فِى مَوَاقِفِ الْحَجِّ فَقَدِمْنَا مَكَّةَ فَلَمَّا كَانَ قَبْلَ التَّرْوِيَةِ بِيَوْمٍ قَامَ اَبُوْ بَكْرٍ (رضـ) فَخَطَبَ النَّاسَ فَحَدَّثَهُمْ عَنْ مَنَاسِكِهِمْ حَتّٰى اِذَا فَرَغَ قَامَ

---

১. তারবিয়া অর্থ : তৃপ্তি, এইদিন অর্থাৎ যিলহাজ্জের ৮ম তারিখের দিন হাজিগণ নিজেরাও প্রস্তুতি গ্রহণ করেন এবং উট ও অন্যান্য বাহনদের পানি পান করিয়ে ও ঘাস খাওয়ায়ে তৃপ্ত করেন, তাই এদিনকে 'ইয়াওমুত্ তারবিয়া' বলা হয়। তারাবিয়ার আর এক অর্থ : চিন্তা-ভাবনা। হযরত ইবরাহীম (আ) পুত্র ইসমাঈলকে কুরবানী দিবেন সেই বিষয়ে এই তারিখে চিন্তা ভাবানায় লিপ্ত ছিলেন। দশ তারিখে কুরবানী দেয়ার ফায়সালা করলেন, এই কারণেও 'ইয়াওমুত্ তারবিয়া' বলা হয়। নাসাঈ শরীফের পাদটীকা অবলম্বনে। –অনুবাদক

عَلِىٌّ (رض) فَقَرَأَ عَلَى النَّاسِ بَرَاءَةَ حَتَّى خَتَمَهَا ثُمَّ خَرَجْنَا مَعَهُ حَتَّى اِذَا كَانَ يَوْمُ عَرَفَةَ قَامَ اَبُو بَكْرٍ فَخَطَبَ النَّاسَ فَحَدَّثَهُمْ عَنْ مَنَاسِكِهِمْ حَتَّى اِذَا فَرَغَ قَامَ عَلِىٌّ فَقَرَأَ عَلَى النَّاسِ بَرَاءَةَ حَتَّى خَتَمَهَا ثُمَّ كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ فَأَفَضْنَا فَلَمَّا رَجَعَ اَبُو بَكْرٍ خَطَبَ النَّاسَ فَحَدَّثَهُمْ عَنْ اِفَاضَتِهِمْ وَعَنْ نَحْرِهِمْ وَعَنْ مَنَاسِكِهِمْ فَلَمَّا فَرَغَ قَامَ عَلِىٌّ فَقَرَأَ عَلَى النَّاسِ بَرَاءَةَ حَتَّى خَتَمَهَا فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ النَّفْرِ الاَوَّلُ قَامَ اَبُو بَكْرٍ فَخَطَبَ النَّاسَ فَحَدَّثَهُمْ كَيْفَ يَنْفِرُوْنَ وَكَيْفَ يَرْمُوْنَ فَعَلَّمَهُمْ مَنَاسِكَهُمْ فَلَمَّا فَرَغَ قَامَ عَلِىٌّ فَقَرَأَ بَرَاءَةَ عَلَى النَّاسِ حَتَّى خَتَمَهَا قَالَ اَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنُ خُثَيْمٍ لَيْسَ بِالْقَوِىِّ فِى الْحَدِيْثِ وَاِنَّمَا اَخْرَجْتُ هٰذَا لِئَلاَّ يُجْعَلَ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ وَمَا كَتَبْنَاهُ اِلاَّ عَنْ اِسْحٰقَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ الْقَطَّانُ لَمْ يَتْرُكْ حَدِيْثَ ابْنِ خُثَيْمٍ وَلاَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اِلاَّ اَنَّ عَلِىَّ بْنَ الْمَدِيْنِىِّ قَالَ ابْنُ خُثَيْمٍ مُنْكَرُ الْحَدِيْثِ وَكَاَنَّ عَلِىَّ بْنَ الْمَدِيْنِىِّ خُلِقَ لِلْحَدِيْثِ *

২৯৯৫. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উমরা করে জিইররানা নামক স্থানে ফিরে আসার পরে (হজ্জের সময়) আবূ বকর (রা)-কে হজ্জের আমীর নিযুক্ত করে প্রেরণ করেন। আমরাও তাঁর সঙ্গে আসলাম। যখন 'আরজ' নামক স্থানে পৌছলেন তখন সকাল হলে তিনি তাকবীর বলার জন্য প্রস্তুত হলেন। এমন সময় তাঁর পেছনে উটের ডাক শুনতে পেয়ে তিনি তাকবীর না দিয়ে বললেন : এতো রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর উটনী জাদ'আর ডাক। হয়তো রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হজ্জের ব্যাপারে নতুন কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে। হয়তো রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাশরীফ এনেছেন, আমরা তাঁর সঙ্গে সালাত আদায় করবো। হঠাৎ দেখা গেল এর আরোহী হলেন আলী (রা)। আবূ বকর (রা) তাঁকে বললেন : আপনি কি আমীর (হিসেবে এসেছেন), না 'দূত' (হিসেবে)। তিনি বললেন : আমি দূত (হিসেবে এসেছি)। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে সূরা (তাওবা বা) বারাআত সহ প্রেরণ করেছেন। আমি হজ্জের বিভিন্ন অবস্থান কেন্দ্রে লোকদের তা শুনাব। আমরা মক্কায় আগমন করলাম। যিলহাজ্জের ৮ তারিখের একদিন পূর্বে আবূ বকর (রা) লোকের সামনে দাঁড়িয়ে খুতবা দিলেন এবং তাদেরকে হজ্জের আহ্‌কাম শুনালেন। তিনি তাঁর খুতবা শেষ করলে আলী (রা) দাঁড়ালেন এবং তিনি লোকের মধ্যে (সূরা) বারাআত পাঠ করে শুনালেন এবং তা শেষ করলেন। পরে আমরা তাঁর সঙ্গে বের হলাম। যখন আরাফার দিন উপস্থিত হলো, তখন আবূ বকর (রা) লোকের মধ্যে দাঁড়িয়ে খুতবা দিলেন। তাদের কাছে হজ্জের আহ্‌কাম বর্ণনা করলেন। যখন তিনি তাঁর বক্তব্য শেষ করলেন, তখন আলী (রা) দাঁড়িয়ে লোকের মধ্যে (সূরা) বারাআত পাঠ করে শুনালেন। এরপর দশ তারিখ (কুরবানীর দিন) আসলে আমরা মুযদালিফা থেকে ইফাযা (প্রস্থান) করলাম। আবূ বকর (রা) ফিরে এসে লোকের মধ্যে খুতবা দিলেন। তাতে তিনি 'ইফাযা' ও কুরবানীর আহ্‌কাম এবং হজ্জের আহ্‌কাম বর্ণনা করলেন। তিনি যখন খুতবা শেষ করলেন, তখন আলী (রা) দাঁড়িয়ে লোকের মধ্যে বারাআতের ঘোষণা শুনালেন, এবং তা (সূরা বারাআত শুনানো) শেষ করলেন। প্রথম নফরের দিন[1] আসলে আবূ বকর (রা) লোকের উদ্দেশ্যে খুতবা দিলেন ; কিরূপে নফর বা

১. প্রথম নফরের দিন : আইয়্যামে-ই- তাশরীকের দ্বিতীয় দিন। —অনুবাদক

দেশের পথে যাত্রা করতে হবে এবং রমী (কংকর নিক্ষেপ) করতে হবে সে সমস্ত আহ্‌কাম তাদেরকে শিক্ষা দিলেন। তিনি খুতবা শেষ করলে আলী (রা) দাঁড়িয়ে লোকের নিকট সূরা বারাআত পড়ে শুনালেন এবং তা শেষ পর্যন্ত পাঠ করলেন।

আবূ আবদুর রহমান (র) বলেন, ইব্‌ন খুশায়ম (র) হাদীস বর্ণনায় তেমন শক্তিশালী নন। আমি 'ইব্‌ন জুরায়জ (র) আবূ যুবায়র (র) থেকে' এ সনদে বর্ণনা না করে ইব্‌ন জুরায়জ (র) ইব্‌ন খুশায়ম (র) থেকে, তিনি আবূ যুবায়র (রা)' এ সনদে রেওয়ায়ত বর্ণনা করেছি। কেননা প্রথমোক্ত সনদে ইব্‌ন জুরায়জ (র) ও আবূ যুবায়র (র)-এর মধ্যের একজন রাবী বাদ পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। যাকে উসূলে হাদীসের ভাষায় মুনকাতি' (منقطع) বলা হয়। আমি এ হাদীসটি ইসহাক ইব্‌ন রাহওয়াই ইব্‌ন ইবরাহীম (র) সূত্রে লিপিবদ্ধ করেছি। ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন সাঈদ আল-কাত্তান (র) ইব্‌ন খুশায়ম (র) থেকে হাদীস বর্ণনা বাদ দেননি। আর আবদুর রহমান থেকেও না। তবে আলী ইব্‌ন মাদীনী (র) ইব্‌ন খুশায়ম (র)-কে 'মুনকারুল হাদীস' [1] বলে মন্তব্য করেছেন। আর আলী ইব্‌ন মাদীনী (র) তাঁর সৃষ্টি হাদীস শাস্ত্রের জন্যেই।

اَلْمُتَمَتِّعُ مَتَى يُهِلُّ بِالْحَجِّ

তামাত্তু' হজ্জকারী ব্যক্তি হজ্জের ইহ্‌রাম কখন করবে ?

٢٩٩٦. اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَدِمْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لِاَرْبَعٍ مَضَيْنَ مِنْ ذِى الْحِجَّةِ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَحِلُّوا وَاجْعَلُوْهَا عُمْرَةً فَضَاقَتْ بِذَالِكَ صُدُوْرُنَا وَكَبُرَ عَلَيْنَا فَبَلَغَ ذٰلِكَ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ يَااَيُّهَا النَّاسُ اَحِلُّوا فَلَوْلاَ الْهَدْىُ الَّذِى مَعِى لَفَعَلْتُ مِثْلَ الَّذِى تَفْعَلُوْنَ فَاَحْلَلْنَا حَتّٰى وَطِئْنَا النِّسَاءَ وَفَعَلْنَا مَا يَفْعَلُ الْحَلاَلُ حَتّٰى اِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ وَجَعَلْنَا مَكَّةَ بِظَهْرٍ لَبَّيْنَا بِالْحَجِّ *

২৯৯৬. ইসমাঈল ইব্‌ন মাসউদ (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যিলহাজ্জ মাসের চারদিন অতীত হওয়ার পর আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে (মক্কায়) আগমন করলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তোমরা হালাল হয়ে যাও এবং একে 'উমরা গণ্য কর। এতে আমাদের অন্তর সংকুচিত হলো এবং আমাদের কাছে তা ভারী মনে হলো। নবী ﷺ -এর কাছে এ সংবাদ পৌঁছলে তিনি বললেন : হে লোকেরা ! তোমরা হালাল হয়ে যাও, আমার নিকট যে 'হাদী' (কুরবানীর পশু) রয়েছে, যদি তা না থাকতো তাহলে তোমরা যা করছো আমিও তা করতাম (হালাল হয়ে যেতাম)। এরপর আমরা হালাল হয়ে গেলাম এবং স্ত্রী সহবাসও করলাম। হালাল ব্যক্তি যা যা করে আমরাও তাই করলাম। যখন 'তারবিয়ার' দিন[2] আসলো তখন আমরা মক্কাকে পেছনে রেখে (মিনার উদ্দেশ্যে রওনা করে) আমরা হজ্জের তাল্‌বিয়া পড়লাম।

---

১. মুনকার : কোন দুর্বল রাবীর বর্ণিত হাদীস অপর কোন মকবূল (গ্রহণযোগ্য) রাবীর বর্ণিত হাদীসের সংগে বিরোধপূর্ণ হলে তাকে বলা 'মুনকার'। এরূপ বর্ণনাকারী রাবীকে 'মুনকারুল হাদীস' বলা হয়। বুখারী শরীফ বাংলা অনুবাদ-এর ভূমিক, ই.ফা.বা থেকে প্রকাশিত। —অনুবাদক

২. তারবিয়ার দিন : যুলহিজ্জার অষ্টম দিন। —অনুবাদক

مَا ذُكِرَ فِي مِنًى

মিনা সম্বন্ধে আলোচনা

٢٩٩٧. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ الدُّؤَلِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ الْاَنْصَارِيِّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ عَدَلَ اِلَىَّ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ وَاَنَا نَازِلٌ تَحْتَ سَرْحَةٍ بِطَرِيْقِ مَكَّةَ فَقَالَ مَا اَنْزَلَكَ تَحْتَ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ فَقُلْتُ اَنْزَلَنِي ظِلُّهَا قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا كُنْتَ بَيْنَ الْاَخْشَبَيْنِ مِنْ مِنًى وَنَفَخَ بِيَدِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ فَاِنَّ هُنَاكَ وَادِيًا يُقَالُ لَهُ السُّرَّبَةُ وَفِي حَدِيْثِ الْحَارِثِ يُقَالُ لَهُ السُّرَرُ بِهِ سَرْحَةٌ سُرَّ تَحْتَهَا سَبْعُوْنَ نَبِيًّا *

২৯৯৭. মুহাম্মাদ ইব্ন সালামা ও হারিস ইব্ন মিসকীন (র) - - - - ইমরান আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) আমার কাছে আসলেন, তখন আমি মক্কার পথে একটি গাছের নীচে অবস্থানরত ছিলাম। তিনি আমাকে বললেন : আপনাকে এ গাছের নীচে কিসে অবতরণ করালো ? আমি বললাম :এর ছায়া আমাকে এখানে অবতরণ করতে আকৃষ্ট করেছে। তখন আবদুল্লাহ্ বললেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যখন তুমি মিনার দু'টি পাহাড়ের মধ্যস্থলে থাকবে এবং তিনি তাঁর হাত দ্বারা পূর্ব দিকে ইশারা করলেন, তখন সেখানে একটি উপত্যকা দেখতে পাবে। যাকে 'সুররাবাহ' বলা হয়— হারিসের বর্ণনায় আছে একে 'সুরার' বলা হয়, তাতে একটি প্রকাণ্ড বৃক্ষ রয়েছে, যার নীচে সত্তরজন নবীর নাভী কর্তন করা হয়েছে (জন্মগ্রহণ করেন)।

٢٩٩٨. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ نَعِيْمٍ قَالَ اَنْبَأَنَا سُوَيْدٌ قَالَ اَنْبَأَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ ثِقَةٌ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ الْاَعْرَجُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيِّ عَنْ رَجُلٍ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِمِنًى فَفَتَحَ اللّٰهُ اَسْمَاعَنَا حَتّٰى اِنْ كُنَّا لَنَسْمَعُ مَا يَقُوْلُ وَنَحْنُ فِي مَنَازِلِنَا فَطَفِقَ النَّبِيُّ ﷺ يُعَلِّمُهُمْ مَنَاسِكَهُمْ حَتّٰى بَلَغَ الْجِمَارَ فَقَالَ بِحَصَى الْخَذْفِ وَاَمَرَ الْمُهَاجِرِيْنَ اَنْ يَنْزِلُوْا فِي مُقَدَّمِ الْمَسْجِدِ وَاَمَرَ الْاَنْصَارَ اَنْ يَنْزِلُوْا فِي مُؤَخَّرِ الْمَسْجِدِ *

২৯৯৮. মুহাম্মাদ ইব্ন হাতিম ইব্ন নু'আয়ম (র) - - - - মুহাম্মাদ ইব্ন ইবরাহীম তায়মী তাদের মধ্য হতে একজন লোকের মাধ্যমে বর্ণনা করেন, যার নাম আবদুর রহমান ইব্ন মুআয (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মিনায় আমাদের উদ্দেশ্যে খুতবা দিলেন। আল্লাহ্ আমাদের কান খুলে দিলেন এবং আমরা তিনি যা বলেছিলেন, তা শুনেছিলাম। অথচ আমরা ছিলাম আমাদের মনযিলে (তাঁবুতে)। নবী ﷺ তাদেরকে হজ্জের আহ্কাম শিক্ষা দিচ্ছিলেন। যখন তিনি কংকর নিক্ষেপ করার (আলোচনা) পর্যন্ত পৌঁছলেন, তখন

বললেন : 'খাযাফ' (অর্থাৎ দু' আংগুলের ফাঁকে রেখে নিক্ষেপ করা হয় এমন) ছোট কংকর (নিক্ষেপ করবে)। আর মুহাজিরদের মসজিদের সামনের অংশে অবস্থান নিতে আদেশ করলেন এবং আনসারদের মসজিদের শেষভাগে অবস্থানের আদেশ করলেন।

أَيْنَ يُصَلِّى الإِمَامُ الظُّهْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ

তারবিয়ার দিন ইমাম সালাত কোথায় আদায় করবে ?

٢٩٩٩. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مُحَمَّدِبْنِ سَلاَّمٍ قَالاَ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ الأَزْرَقُ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِىِّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ رُفَيْعٍ قَالَ سَأَلْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ فَقُلْتُ أَخْبِرْنِىْ بِشَىْءٍ عَقَلْتَهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَيْنَ صَلَّى الظُّهْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ قَالَ بِمِنًى فَقُلْتُ اَيْنَ صَلَّى الْعَصْرَ يَوْمَ النَّفْرِ قَالَ بِالأَبْطَحِ *

২৯৯৯. মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসমাঈল ইব্‌ন ইবরাহীম ও আবদুর রহমান ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন সাল্লাম (র) - - - - আবদুল আযীয ইব্‌ন রুফাই (র) বলেন : আমি আনাস ইব্‌ন মালিক (রা)-কে বললাম : আপনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে যা কিছু বুঝেছেন (ও স্মরণ রেখেছেন) তা থেকে আমাকে বলুন, তিনি তারবিয়ার দিন জুহরের সালাত কোথায় আদায় করেন ? তিনি বললেন : মিনায়। আমি বললাম : 'নফর' (মিনা হতে প্রত্যাবর্তনের) প্রস্থানের দিন আসর কোথায় আদায় করেন ? তিনি বললেন : 'আবতাহে' (অর্থাৎ মুহাস্‌সাবে)।

اَلْغُدُوُّ مِنْ مِنًى اِلَى عَرَفَةَ

মিনা হতে ভোরে আরাফার দিকে গমন করা

٣٠٠٠. اَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيْبِ بْنِ عَرَبِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ الأَنْصَارِىِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى سَلَمَةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ غَدَوْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنْ مِنًى اِلَى عَرَفَةَ فَمِنَّا الْمُلَبِّى وَمِنَّا الْمُكَبِّرُ *

৩০০০. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন হাবীব ইব্‌ন আরাবী (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে ভোরে মিনা হতে আরাফার দিকে গমন করলাম, আমাদের মধ্যে কেউ কেউ তালবিয়া পড়ছিল ; আর কেউ কেউ তাকবীর (তাশরীক) বলছিল।[১]

٣٠٠١. اَخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الدَّوْرَقِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ اَبِى سَلَمَةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ غَدَوْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِلَى عَرَفَاتَ فَمِنَّا الْمُلَبِّى وَمِنَّا الْمُكَبِّرُ *

১. অর্থাৎ যিলহাজ্জ মাসের ৯ তারিখ ফজর থেকে পঠনীয় اَللّٰهُ اَكْبَرُ .... وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ যাকে তাকবীরে তাশরীক বলা হয়।

৩০০১. ইয়াকূব ইব্‌ন ইবরাহীম দাওরাকী (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা সকাল বেলা মিনা হতে আরাফার দিকে গমন করলাম। আমাদের কেউ কেউ ছিল তালবিয়া পাঠকারী, আর কেউ কেউ ছিল তাকবীর পাঠকারী।

اَلتَّكْبِيْرُ فِى الْمَسِيْرِ اِلَى عَرَفَةَ

আরাফার দিকে যাওয়ার সময় তাকবীর পাঠ করা

٣٠٠٢. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَأَنَا الْمُلاَئِىُّ يَعْنِى اَبَا نُعَيْمٍ الْفَضْلَ بْنَ دُكَيْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ قَالَ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ اَبِى بَكْرٍ الثَّقَفِىُّ قَالَ قُلْتُ لاَنَسٍ وَنَحْنُ غَادِيَانِ مِنْ مِنًى اِلَى عَرَفَاتٍ مَا كُنْتُمْ تَصْنَعُوْنَ فِى التَّلْبِيَةِ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِى هٰذَا الْيَوْمِ قَالَ كَانَ الْمُلَبِّى يُلَبِّى فَلاَ يُنْكَرُ عَلَيْهِ وَيُكَبِّرُ الْمُكَبِّرُ فَلاَ يُنْكَرُ عَلَيْهِ *

৩০০২. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবূ বকর আস-সাকাফী (র) বলেন, আমরা আনাস (রা)-এর সঙ্গে সকাল বেলা মিনার দিকে যাওয়ার সময় আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম : আপনারা এই দিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে তালবিয়ায় কি করতেন ? তিনি বললেন : যে তালবিয়া পড়তো, সে তালবিয়া পড়তো ; তাকে কেউ বাধা দিত না ; আর যে তাকবীর বলতো, সে তাকবীর বলতো, তাকেও কেউ বাধা দিত না।

اَلتَّلْبِيَةُ فِيْهِ

সে (আরাফার) দিন তালবিয়া পাঠ করা

٣٠٠٣. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَأَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَبِى بَكْرٍ وَهُوَ الثَّقَفِىُّ قَالَ قُلْتُ لأَنَسٍ غَدَاةَ عَرَفَةَ مَا تَقُوْلُ فِى التَّلْبِيَةِ فِى هٰذَا الْيَوْمِ قَالَ سِرْتُ هٰذَا الْمَسِيْرَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاَصْحَابِهِ وَكَانَ مِنْهُمُ الْمُهِلُّ وَمِنْهُمُ الْمُكَبِّرُ فَلاَ يُنْكِرُ اَحَدٌ مِنْهُمْ عَلَى صَاحِبِهِ *

৩০০৩. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবূ বকর আস-সাকাফী (র) বলেন, আমি আরাফার (দিনের) ভোরে আনাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম : এই দিনে তালবিয়া সম্পর্কে আপনার কী অভিমত ? তিনি বললেন : এ সফরে আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে এবং তাঁর সাহাবীদের সঙ্গে সফর করি, তাঁদের মধ্যে কেউ তালবিয়া পাঠ করতেন, আর কেউ তাকবীর বলতেন। তাঁদের মধ্যে কেউ তার সাথীর (প্রতিপক্ষের) কাজে আপত্তি করত না।

مَا ذُكِرَ فِى يَوْمِ عَرَفَةَ

আরাফার দিন সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে

٣٠٠٤. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَأَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اِدْرِيْسَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ قَالَ يَهُوْدِىٌّ لِعُمَرَ لَوْ عَلَيْنَا نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ لَا تَخَذْنَاهُ عِيْدًا اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ قَالَ عُمَرُ قَدْ عَلِمْتُ الْيَوْمَ الَّذِى اُنْزِلَتْ فِيْهِ وَاللَّيْلَةَ الَّتِى اُنْزِلَتْ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ وَنَحْنُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِعَرَفَاتٍ *

৩০০৪. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - -তারিক ইব্‌ন শিহাব (র) বলেন, এক ইয়াহূদী উমর (রা)-কে বললেন : যদি اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ (আজ তোমাদের দীনকে পরিপূর্ণতা দান করলাম . . . .) আয়াতটি আমাদের উপর নাযিল হতো, তাহলে আমরা ঐ দিনকে ঈদের (জাতীয় উৎসবের) দিন হিসেবে পালন করতাম। উমর (রা) বললেন : আমি জানি যেদিনটিতে ঐ আয়াতটি নাযিল হয়েছে, আর যে রাতে তা অবতীর্ণ হয়েছে। তা ছিল জুমুআর রাত, আর তখন আমরা ছিলাম রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে আরাফাতে।

٣٠٠٥. اَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ مَخْرَمَةُ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَا مِنْ يَوْمٍ اَكْثَرَ مِنْ اَنْ يَعْتِقَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيْهِ عَبْدًا اَوْ اَمَةً مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ وَاِنَّهُ لَيَدْنُو ثُمَّ يُبَاهِى بِهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَيَقُوْلُ مَا اَرَادَ هٰؤُلَاءِ قَالَ اَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ يُشْبِهُ اَنْ يَكُوْنَ يُوْنُسَ بْنَ يُوْسُفَ الَّذِىْ رَوَى عَنْهُ مَالِكٌ وَاللّٰهُ تَعَالَى اَعْلَمُ *

৩০০৫. ঈসা ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেন : এমন কোন দিন নেই, যে দিন আরাফার দিন হতে অধিক বান্দা অথবা বান্দীকে মহান মহিয়ান আল্লাহ্ জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেন। তিনি সেদিন (বান্দার) নিকটতবর্তী হন এবং তাদের নিয়ে ফেরেশতাদের কাছে তাদের (মর্যাদার) ব্যাপারে গর্ব করে বলেন : এরা কী কামনা করে ? আবূ আবদুর রহমান (র) বলেন : এই হাদীসের রাবী (ইউনুস) সম্ভবত: ইউনুস ইব্‌ন ইউসুফ, যার কাছ থেকে ইমাম মালিক (র) হাদীস বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

اَلنَّهْىُ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ

আরাফার দিন রোযা রাখার নিষেধাজ্ঞা

٣٠٠٦. اَخْبَرَنِىْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ فَضَالَةَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَأَنَا عَبْدُ اللّٰهِ وَهُوَ ابْنُ يَزِيْدَ الْمُقْرِئُ

قَالَ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ عَلِيٍّ قَالَ سَمِعْتُ اَبِى يُحَدِّثُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ اَنَّ رَسُوْلَ ﷺ قَالَ اِنَّ يَوْمَ عَرَفَةَ وَيَوْمَ النَّحْرِ وَاَيَّامَ التَّشْرِيْقِ عِيْدُنَا اَهْلَ الْاِسْلَامِ وَهِىَ اَيَّامُ اَكْلٍ وَشُرْبٍ *

৩০০৬. উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন ফাযালা (র) - - - - উকবা ইব্‌ন আমির (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আরাফার দিন, কুরবানীর দিন, এবং আইয়্যামে তাশরীক মুসলিমদের ঈদের দিন ; এগুলো খাওয়া ও পান করার দিন।

اَلرَّوَاحُ يَوْمَ عَرَفَةَ

আরাফার দিনে অপরাহ্নে দ্রুত (উকুফের উদ্দেশ্যে) বের হওয়া

৩٠٠٧. اَخْبَرَنَا يُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلَى قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَشْهَبُ قَالَ اَخْبَرَنِىْ مَالِكٌ اَنَّ ابْنَ شِهَابٍ حَدَّثَهُ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كَتَبَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ اِلَى الْحَجَّاجِ بْنِ يُوْسُفَ يَأْمُرُهُ اَنْ لَايُخَالِفَ ابْنَ عُمَرَ فِى اَمْرِ الْحَجِّ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ عَرَفَةَ جَاءَهُ ابْنُ عُمَرَ حِيْنَ زَالَتِ الشَّمْسُ وَاَنَا مَعَهُ فَصَاحَ عِنْدَ سُرَادِقِهِ اَيْنَ هٰذَا فَخَرَجَ اِلَيْهِ الْحَجَّاجُ وَعَلَيْهِ مِلْحَفَةٌ مُعَصْفَرَةٌ فَقَالَ لَهُ مَالَكَ يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ الرَّوَاحَ اِنْ كُنْتَ تُرِيْدُ السُّنَّةَ فَقَالَ لَهُ هٰذِهِ السَّاعَةَ فَقَالَ لَهُ نَعَمْ فَقَالَ اُفِيْضُ عَلَىَّ مَاءً ثُمَّ اَخْرُجُ اِلَيْكَ فَأَنْتَظَرَهُ حَتّٰى خَرَجَ فَسَارَ بَيْنِى وَبَيْنَ اَبِى فَقُلْتُ اِنْ كُنْتَ تُرِيْدُ اَنْ تُصِيْبَ السُّنَّةَ فَاقْصِرِ الْخُطْبَةَ وَعَجِّلِ الْوُقُوْفَ فَجَعَلَ يَنْظُرُ اِلَى ابْنِ عُمَرَ كَيْمَا يَسْمَعَ ذٰلِكَ مِنْهُ فَلَمَّا رَأَى ذٰلِكَ ابْنُ عُمَرَ قَالَ صَدَقَ *

৩০০৭. ইউনুস ইব্‌ন আবদুল আলা (র) - - - - সালিম ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আবদুল মালিক ইব্‌ন মারওয়ান হাজ্জাজ ইব্‌ন ইউসুফকে লিখিত আদেশ পাঠালেন, তিনি যেন হজ্জের ব্যাপারে ইব্‌ন উমর (রা.)-এর বিরোধিতা না করেন। তারপর যখন আরাফার দিন আসলো, ইব্‌ন উমর (রা) সূর্য ঢলে পড়ার পর তার কাছে আগমন করলেন এবং আমিও তাঁর সঙ্গে ছিলাম। তিনি তাঁর তাঁবুর পর্দার নিকট এসে আওয়াজ করে বললেন : এ ব্যক্তি কোথায় ? তখন হাজ্জাজ তাঁর কাছে বের হয়ে আসলেন। তখন তাঁর গায়ে কুসুম রংয়ের একটি চাদর ছিল। তিনি বললেন : হে আবূ আবদুর রহমান ! কী ব্যাপার ? তিনি বললেন : যদি সুন্নত পালনের ইচ্ছা রাখেন, তা হলে এই অপরাহ্নেই বের হতে হয়। হাজ্জাজ বললেন : এ মুহূর্তেই ? তিনি বললেন : হ্যাঁ। হাজ্জাজ বললেন : আমি গায়ে একটু পানি ঢেলেই আপনার নিকট আসছি। এরপর তিনি অপেক্ষা করলে হাজ্জাজ বের হলেন। তারপর আমার এবং আমার পিতার মাঝে চলতে লাগলেন। আমি বললাম : আপনি যদি সুন্নত মত আমল করার ইচ্ছা রাখেন, তা হলে খুতবাকে সংক্ষেপ করবেন এবং আরাফার উকুফ (অবস্থান) তাড়াতাড়ি করবেন। তিনি আমার কথা শুনে ইব্‌ন উমর (রা)-এর প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন, যেন একথা তিনি তার থেকেও শুনতে পান। যখন ইব্‌ন উমর (রা) তা দেখতে পেলেন তখন তিনি বললেন : সে (সালিম) ঠিকই বলেছেন।

اَلتَّلْبِيَةُ بِعَرَفَةَ

আরাফায় তালবিয়া পাঠ করা

٣٠٠٨. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيْمٍ الْأَوْدِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ صَالِحٍ عَنْ مَيْسَرَةَ بْنِ حَبِيْبٍ عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ بِعَرَفَاتَ فَقَالَ مَالِى لاَاَسْمَعُ النَّاسَ يُلَبُّوْنَ قُلْتُ يَخَافُوْنَ مِنْ مُعَاوِيَةَ فَخَرَجَ ابْنُ عَبَّاسٍ مِنْ فُسْطَاطِهِ فَقَالَ لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ فَاِنَّهُمْ قَدْ تَرَكُوا السُّنَّةَ مِنْ بُغْضِ عَلِىٍّ *

৩০০৮. আহমাদ ইব্ন উসমান ইব্ন হাকীম আউদী (র) - - - - সাঈদ ইব্ন জুবায়র (র) বলেন : আমি ইব্ন আব্বাস (রা)-এর সঙ্গে আরাফায় ছিলাম। তিনি বললেন : কী হলো লোকদেরকে তো তালবিয়া পাঠ করতে শুনছি না ? আমি বললাম : মুআবিয়া (রা)-এর ভয়ে। এরপর ইব্ন আব্বাস (রা) তাঁর তাঁবু হতে বের হলেন এবং বললেন : لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ তারা তো আলী (রা)-এর প্রতি বিদ্বেষবশত সুন্নত ছেড়ে দিয়েছে।

اَلْخُطْبَةُ بِعَرَفَةَ قَبْلَ الصَّلاَةِ

সালাতের পূর্বে আরাফায় খুতবা প্রদান

٣٠٠٩. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ نُبَيْطٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَخْطُبُ عَلَى جَمَلٍ اَحْمَرَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ الصَّلاَةِ *

৩০০৯. আমর ইব্ন আলী (র) - - - - সালামা ইব্ন নুবায়ত (র) তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে আরাফায় সালাতের পূর্বে লাল বর্ণের উটের উপর থেকে খুতবা দিতে দেখেছি।

اَلْخُطْبَةُ يَوْمِ عَرَفَةَ عَلَى النَّاقَةِ

আরাফার দিনে উটের উপর থেকে (পিঠে বসে) খুতবা দেয়া

٣٠١٠. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اٰدَمَ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ نُبَيْطٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَخْطُبُ يَوْمَ عَرَفَةَ عَلَى جَمَلٍ اَحْمَرَ *

৩০১০. মুহাম্মাদ ইব্ন আদম (র) - - - - সালামা ইব্ন নুবায়ত (র) তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন : আমি আরাফার দিন রাসূলুল্লাহ্ -কে একটি লাল বর্ণের উটের উপর বসে খুতবা দিতে দেখেছি।

قَصْرُ الْخُطْبَةِ بِعَرَفَةَ

আরাফায় খুতবা সংক্ষেপ করা

٣٠١١. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ جَاءَ اِلَى الْحَجَّاجِ بْنِ يُوْسُفَ يَوْمَ عَرَفَةَ حِيْنَ زَالَتِ الشَّمْسُ وَاَنَا مَعَهُ فَقَالَ الرَّوَاحَ اِنْ كُنْتَ تُرِيْدُ السُّنَّةَ فَقَالَ هٰذِهِ السَّاعَةَ قَالَ نَعَمْ قَالَ سَالِمٌ فَقُلْتُ لِلْحَجَّاجِ اِنْ كُنْتَ تُرِيْدُ اَنْ تُصِيْبَ الْيَوْمَ السُّنَّةَ فَاقْصِرِ الْخُطْبَةَ وَعَجِّلِ الصَّلاَةَ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ صَدَقَ ‌*

৩০১১. আহমদ ইব্‌ন সার্‌হ (র) - - - - সালিম ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) থেকে বর্ণিত যে, আরাফার দিন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) হাজ্জাজ ইব্‌ন ইউসুফের নিকট আসলেন, তখন সূর্য ঢলে পড়েছিল, আর আমি তাঁর সাথে ছিলাম। তিনি বললেন : যদি আপনি সুন্নত তরীকা মত আমল করতে চান, তা হলে এই অপরাহ্নে বেরিয়ে পড়ুন। তিনি বললেন : এখনই ? আবদুল্লাহ্ বললেন : হ্যাঁ। সালিম বলেন : আমি হাজ্জাজকে বললাম : যদি আপনি আজ সুন্নত মুতাবিক আমল করতে চান, তাহলে খুতবা সংক্ষেপ করুন এবং সালাত তাড়াতাড়ি আদায় করুন। তখন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) বললেন : সে ঠিকই বলেছে।

اَلْجَمْعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِعَرَفَةَ

আরাফায় জুহর ও আসরের সালাত একত্রে আদায় করা

٣٠١٢. اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ عَنْ خَالِدٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّى الصَّلاَةَ لِوَقْتِهَا اِلاَّ بِجَمْعٍ وَعَرَفَاتٍ ‌*

৩০১২. ইসমাঈল ইব্‌ন মাসঊদ (র) - - - - আবদুল্লাহ্ (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সকল সালাতই যথা সময় আদায় করতেন, তবে আরাফায় ও মুযদালিফায় এর ব্যতিক্রম করতেন।

بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِى الدُّعَاءِ بِعَرَفَةَ

পরিচ্ছেদ : আরাফার ময়দানে দু'আয় দুই হাত উত্তোলন করা

٣٠١٣. اَخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ هُشَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ قَالَ اُسَامَةُ ابْنُ زَيْدٍ كُنْتُ رَدِيْفَ النَّبِىِّ ﷺ بِعَرَفَاتٍ فَرَفَعَ يَدَيْهِ يَدْعُوْ فَمَالَتْ بِهِ نَاقَتُهُ فَسَقَطَ خِطَامُهَا فَتَنَاوَلَ الْخِطَامَ بِاِحْدَى يَدَيْهِ وَهُوَ رَافِعٌ يَدَهُ الْاُخْرَى ‌*

৩০১৩. ইয়াকূব ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - আতা (র) বলেন, উসামা ইব্‌ন যায়দ (রা) বলেন : আমি আরাফায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে একই বাহনে (সাওয়ার) ছিলাম। তিনি দু'আয় দুই হাত উত্তোলন করলেন। এমন সময় তাঁর উট তাঁকে নিয়ে একদিকে হেলে গেল, ফলে তার নাকের রশি পড়ে যেতে লাগলো, তিনি তাঁর এক হাতে তা ধরে ফেললেন, এ সময় তাঁর অন্য হাত উঠানোই ছিল।

٣٠١٤. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَأَنَا اَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَتْ قُرَيْشٌ تَقِفُ بِالْمُزْدَلِفَةِ وَيُسَمَّوْنَ الْحُمْسَ وَسَائِرُ الْعَرَبِ تَقِفُ بِعَرَفَةَ فَأَمَرَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى نَبِيَّهُ ﷺ يَقِفَ بِعَرَفَةَ ثُمَّ يَدْفَعُ مِنْهَا فَأَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ أَفِيْضُوْا مِنْ حَيْثُ اَفَاضَ النَّاسُ *

৩০১৪. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : (হজ্জে) কুরায়শরা মুযদালিফায় অবস্থান করতো (আরাফায় যেত না) এবং তাদেরকে বলা হতো 'হুম্‌ছ'। আর আরবের অন্যান্য লোকেরা আরাফায় অবস্থান করতো। আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া ত'আলা তাঁর নবীকে আরাফায় অবস্থান করতে এরপর সেখান হতে রওনা হতে আদেশ করলেন। এ প্রসঙ্গে মহান মহিয়ান আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন : ثُمَّ أَفِيْضُوْا مِنْ حَيْثُ اَفَاضَ النَّاسُ (অর্থ : আর তোমরা সেখান (আরাফা) থেকে প্রত্যাবর্তন করবে, যেখান থেকে লোকেরা ফিরে যায়।)

٣٠١٥. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ أَضْلَلْتُ بَعِيْرًا لِى فَذَهَبْتُ أَطْلُبُهُ بِعَرَفَةَ يَوْمَ عَرَفَةَ فَرَأَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ وَاقِفًا فَقُلْتُ مَاشَأْنُ هٰذَا اِنَّمَا هٰذَا مِنَ الْحُمْسِ *

৩০১৫. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) - - - - জুবায়র ইব্‌ন মুতইম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি আমার একটি উট হারিয়ে ফেলি। আমি আরাফার দিন আরাফায় তা তালাশ করতে বের হলাম এবং নবী ﷺ -কে দেখলাম, সেখানে দাঁড়ানো। আমি বললাম : তাঁর অবস্থা কি ? ইনিও তো কুরায়শদের একজন।

٣٠١٦. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ صَفْوَانَ اَنَّ يَزِيْدَ بْنَ شَيْبَانَ قَالَ كُنَّا وُقُوْفًا بِعَرَفَةَ مَكَانًا بَعِيْدًا مِنَ الْمَوْقِفِ فَأَتَانَا ابْنُ مِرْبَعٍ الْأَنْصَارِىُّ فَقَالَ اِنِّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلَيْكُمْ يَقُوْلُ كُوْنُوْا عَلَى مَشَاعِرِكُمْ فَاِنَّكُمْ عَلَى اِرْثٍ مِنْ اِرْثِ اَبِيْكُمْ اِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ *

৩০১৬. কুতায়বা (র) - - - - ইয়াযীদ ইব্‌ন শায়বান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা আরাফায় (মূল) অবস্থান ক্ষেত্র হতে দূরে একস্থানে অবস্থানরত ছিলাম। এমন সময় ইব্‌ন মিরবা' আনসারী (রা) আমাদের কাছে এসে বললেন : আমি তোমাদের কাছে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর প্রেরিত। তিনি বলেছেন : তোমরা তোমাদের মাশা'ইরে[১] অবস্থান কর, কেননা তোমরা তোমাদের পিতা ইবরাহীম (আ)-এর উত্তরাধিকারের উপর রয়েছ।

১. মাশা'ইর– হজ্জের আহ্‌কাম ও ইবাদাত আদায়ের স্থানসমূহ।–অনুবাদক

٣٠١٧. اَخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ اَتَيْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ حَجَّةِ النَّبِىِّ ﷺ فَحَدَّثَنَا اَنَّ نَبِىَّ اللّٰهِ ﷺ قَالَ عَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ *

৩০১৭. ইয়াকূব ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - - জা'ফর ইব্ন মুহাম্মাদ (র) বলেন : আমার পিতা বলেছেন, আমরা জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা)-এর নিকট গিয়ে তাঁকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর হজ্জ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি আমাদের হাদীস শোনালেন যে, নবী ﷺ বলেছেন : আরাফার সবটাই মাওফিক বা অবস্থানের স্থান।

فَرْضُ الْوُقُوْفِ بِعَرَفَةَ

আরাফায় অবস্থান করা ফরয

٣٠١٨. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَأَنَا وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَطَاءٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَعْمُرَ قَالَ شَهِدْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَأَتَاهُ نَاسٌ فَسَأَلُوْهُ عَنِ الْحَجِّ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْحَجُّ عَرَفَةُ فَمَنْ اَدْرَكَ لَيْلَةَ عَرَفَةَ قَبْلَ طُلُوْعِ الْفَجْرِ مِنْ لَيْلَةِ جَمْعٍ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ *

৩০১৮. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র)- - - -আবদুর রহমান ইব্ন ইয়ামুর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় তাঁর কাছে কয়েকজন লোক এসে তাঁকে হজ্জ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : হজ্জ হলো আরাফা (য়ে অবস্থান)-ই। অতএব যে ব্যক্তি আরাফার পরবর্তী রাত পেয়েছে মুযদালাফার রাতের (দিনের) ফজর উদয়ের পূর্বে, তার হজ্জ পূর্ণ হয়েছে।[১]

٣٠١٩. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا حِبَّانُ قَالَ اَنْبَأَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ اَبِىْ سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اَفَاضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ عَرَفَاتَ وَرِدْفُهُ اُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ فَجَالَتْ بِهِ النَّاقَةُ وَهُوَ رَافِعٌ يَدَيْهِ لاَتُجَاوِزَانِ رَأْسَهُ فَمَا زَالَ يَسِيْرُ عَلَى هِيْنَتِهِ حَتَّى انْتَهَى اِلَى جَمْعٍ *

৩০১৯. মুহাম্মাদ ইব্ন হাতিম (র) - - - -ফযল ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আরাফা থেকে প্রত্যাবর্তন করলেন তখন উসামা ইব্ন যায়দ (রা) তাঁর পেছনে সওয়ার ছিলেন, তাঁকে নিয়ে উটনী পা তুলে চলতে লাগল। তখন তিনি তাঁর দুইহাত এতটুকু উত্তোলন করেছিলেন যে, তা তাঁর মাথার উপরে উঠেনি । এ অবস্থায় তিনি শান্তভাবে চলতে থাকলেন মুযদালিফায় পৌছা পর্যন্ত।

---

১. অর্থাৎ : তাঁকে হজ্জ কাযা করতে হবে না, তবে তার ফরয তাওয়াফ অবশিষ্ট রয়েছে। তা অবশ্যই আদায় করতে হবে। নাসাঈ শরীফের পাদটীকা। –অনুবাদক

٣٠٢٠. أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ ابْنُ يُونُسَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ قَالَ أَفَاضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ عَرَفَةَ وَأَنَا رَدِيْفُهُ فَجَعَلَ يَكْبَحُ رَاحِلَتَهُ حَتَّى أَنَّ ذِفْرَاهَا لَيَكَادُ يُصِيْبُ قَادِمَةَ الرَّحْلِ وَهُوَ يَقُوْلُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلَيْكُمْ بِالسَّكِيْنَةِ وَالْوَقَارِ فَإِنَّ الْبِرَّ لَيْسَ فِى إِيْضَاعِ الْإِبِلِ *

৩০২০. ইবরাহীম ইব্ন ইউনুস ইব্ন মুহাম্মাদ (র) - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, উসামা ইব্ন যায়দ (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আরাফা হতে প্রস্থান করলেন, তখন আমি তাঁর পেছনে সওয়ার ছিলাম। তিনি তাঁর সওয়ারীর লাগাম এমনভাবে টেনে ধরলেন যাতে তার দুই কান হাওদার সম্মুখভাগে লাগার উপক্রম হলো। আর তখন তিনি বলছিলেন : হে লোক সকল ! শান্ত এবং ধীর গতিতে চলো। কেননা, উটকে দ্রুত চালনা করে (তাকে কষ্ট দেয়ার) মধ্যে কোন পুণ্য নেই।

اَلْأَمْرُ بِالسَّكِيْنَةِ فِى الْاَفَاضَةِ مِنْ عَرَفَةَ

আরাফা হতে স্থিরতা সহকারে প্রত্যাবর্তনের আদেশ

٣٠٢١. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِىِّ بْنِ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحْرِزُ بْنُ الْوَضَّاحِ عَنْ إِسْمَاعِيْلَ يَعْنِى ابْنَ أُمَيَّةَ عَنْ أَبِى غَطَفَانَ بْنِ طَرِيْفٍ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ لَمَّا دَفَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ شَنَقَ نَاقَتَهُ حَتَّى أَنَّ رَأْسَهَا لَيَمَسُّ وَاسِطَةَ رَحْلِهِ وَهُوَ يَقُوْلُ لِلنَّاسِ السَّكِيْنَةَ السَّكِيْنَةَ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ *

৩০২১. মুহাম্মাদ ইব্ন আলী ইব্ন হারব (র) - - - - ইসমাঈল ইব্ন উমাইয়া (র) বলেন : আবূ গাতফান ইব্ন তারীফ (র) বর্ণনা করেন যে, তিনি ইব্ন আব্বাস (রা)-কে বলতে শুনেছেন যে, যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আরাফা হতে মুযদালিফার দিকে চললেন, তিনি তাঁর উটের লাগাম টেনে ধরলেন, তাঁর মাথা হাওদার পালানের মধ্যবর্তী অংশকে স্পর্শ করছিল। আর তিনি আরাফার সন্ধ্যায় বলছিলেন : (তোমরা) স্থিরতা ও প্রশান্তিসহকারে চলবে।

٣٠٢٢. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِى مَعْبَدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ وَكَانَ رَدِيْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فِى عَشِيَّةِ عَرَفَةَ وَغَدَاةِ جَمْعٍ لِلنَّاسِ حِيْنَ دَفَعُوا عَلَيْكُمُ السَّكِيْنَةَ وَهُوَ كَافٌّ نَاقَتَهُ حَتَّى إِذَا دَخَلَ مُحَسِّرًا وَهُوَ مِنْ مِنًى قَالَ عَلَيْكُمْ بِحَصَى الْخَذْفِ الَّذِى يُرْمَى بِهِ فَلَمْ يَزَلْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُلَبِّى حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةَ *

৩০২২. কুতায়বা (র) - - - - ইব্ন আব্বাস (রা.) সূত্রে ফযল ইব্ন আব্বাস (রা)। যিনি (হজ্জের সময়)

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পেছনে একই বাহনে সওয়ার ছিলেন, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আরাফার সন্ধ্যায় এবং মুযদালিফার সকালে লোকদেরকে বললেন : যখন তারা (আরাফা ও মুযদালিফা হতে) প্রস্থান করে শান্তভাবে চলো। তিনি তাঁর উটনীর লাগাম টেনে রাখছিলেন। যখন তিনি মুহাস্সিরে— যা মিনার একটি অংশ প্রবেশ করলেন, তখন বললেন : তোমরা আংগুলে ছুঁড়ে মারার মত কংকর (পাথরের ছোট ছোট টুকরা) সংগ্রহ কর। আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তালবিয়া পড়তে থাকলেন, জামরাতুল আকাবায় কংকর মারা করা পর্যন্ত।

٣٠٢٣. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ أَفَاضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَعَلَيْهِ السَّكِيْنَةُ وَأَمَرَهُمْ بِالسَّكِيْنَةِ وَأَوْضَعَ فِى وَادِى مُحَسِّرٍ وَأَمَرَهُمْ اَنْ يَرْمُوا الْجَمْرَةَ بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ *

৩০২৩. মুহাম্মাদ ইব্ন মানসূর (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আরাফা পরিত্যাগের সময় ধীর শান্তভাবে চলছিলেন। তিনি লোকদেরকেও শান্তভাবে চলতে আদেশ করলেন। আর তিনি মুহাস্সির[১] উপত্যকা দ্রুত অতিক্রম করলেন, আর লোকদেরকে জামরায় আংগুলে ছুঁড়ে মারার মত (ছোট ছোট) কংকর মারার আদেশ করলেন।

٣٠٢٤. اَخْبَرَنِى اَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ ابْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوبَ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَةَ وَجَعَلَ يَقُوْلُ السَّكِيْنَةَ عِبَادَ اللّٰهِ يَقُوْلُ بِيَدِهِ هٰكَذَا وَأَشَارَ اَيُّوبُ بِبَاطِنِ كَفِّهِ اِلَى السَّمَاءِ *

৩০২৪. আবূ দাঊদ (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী ﷺ আরাফা হতে রওনা হলেন, তখন তিনি বললেন : হে আল্লাহ্র বান্দাগণ ! তোমরা শান্তভাবে চল। তিনি হাত দ্বারা এভাবে ইঙ্গিত করছিলেন। আর রাবী আইয়ূব তাঁর হাতের তালু দ্বারা আকাশের দিকে ইঙ্গিত করলেন।

كَيْفَ السَّيْرُ مِنْ عَرَفَةَ

আরাফা হতে পথচলা কিরূপে হবে ?

٣٠٢٥. اَخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ اَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مَسِيْرِ النَّبِىِّ ﷺ فِى حَجَّةِ الْوَدَاعِ قَالَ كَانَ يَسِيْرُ الْعَنَقَ فَاِذَا وَجَدَ فَجْوَةً نَصَّ وَالنَّصُّ فَوْقَ الْعَنَقِ *

৩০২৫. ইয়াকুব ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - - উসামা ইব্ন যায়দ (রা) থেকে বর্ণিত। বিদায় হজ্জে নবী ﷺ -এর পথচলা সম্বন্ধে তাঁকে প্রশ্ন করা হলে, তিনি বলেন : তিনি 'আনাক' (মাধ্যম ধরনের চাল) অবলম্বন করতেন। যখন তিনি (পথের) উন্মুক্ততা দেখতে পেতেন, তখন তিনি 'নস' পদ্ধতিতে (দ্রুত) চলতেন। 'নস' বলা হয় 'আনাক'-এর তুলনায় দ্রুত চলাকে।

১. মুহাস্সির– এস্থানে হস্তিবাহিনীর হাতি থমকে গিয়েছিল।

اَلنُّزُوْلُ بَعْدَ الدَّفْعِ مِنْ عَرَفَةَ

আরাফা থেকে প্রস্থানের পর (পথিমধ্যে) অবতরণ করা

٣٠٢٦. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ حَيْثُ اَفَاضَ مِنْ عَرَفَةَ مَالَ اِلَى الشِّعْبِ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ اَتُصَلِّى الْمَغْرِبَ قَالَ الْمُصَلَّى اَمَامَكَ *

৩০২৬. কুতায়বা (র) - - - - উসামা ইব্‌ন যায়দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী ﷺ যখন আরাফা হতে প্রত্যাবর্তন করলেন, তখন তিনি পাহাড়ের মোড়ের দিকে গেলেন। উসামা (রা) বলেন : আমি তাঁকে বললাম : আপনি কি মাগরিবের সালাত আদায় করবেন ? তিনি বললেন : সালাত আদায় করার স্থান (ও সময়) তোমার সামনে।

٣٠٢٧. اَخْبَرَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَزَلَ الشِّعْبَ الَّذِى يَنْزِلُهُ الْاُمَرَاءُ فَبَالَ ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوْءًا خَفِيْفًا فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ الصَّلاَةَ قَالَ الصَّلاَةُ اَمَامَكَ فَلَمَّا اَتَيْنَا الْمُزْدَلِفَةَ لَمْ يَحُلَّ اٰخِرُ النَّاسِ حَتّٰى صَلّٰى *

৩০২৭. মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান (র) - - - - উসামা ইব্‌ন যায়দ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সে পাহাড়ের মোড়ে (ঢালু স্থানে) অবতরণ করেন, যে স্থানে (বনূ উমাইয়ার) আমীরগণ অবতরণ করেন। তিনি সেখানে পেশাব করে হালকাভাবে উযূ করেন (একবার একবার অঙ্গ ধৌত করেন অথবা পানি স্বল্প ব্যয় করেন।) আমি বললাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! সালাত। তিনি বললেন : (এরাতে যে সময়ে সালাত আদায় করতে হয়, সে) সালাত (ও তার সময়) তোমাদের সামনে। যখন আমরা মুযদালিফায় আসলাম, তখন শেষ ব্যক্তিটিও তার উটের পিঠ হতে নামার পূর্বে তিনি সালাত আদায় করলেন।

اَلْجَمْعُ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ بِالْمُزْدَلِفَةِ

মুয্‌দালিফায় দুই সালাত একত্রে আদায় করা

٣٠٢٨. اَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيْبِ بْنِ عَرَبِىٍّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ يَحْيَى عَنْ عَدِىِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ اَبِى اَيُّوْبَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ *

৩০২৮. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন হাবীব ইব্‌ন আরাবী (র) - - - - আবূ আইউব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মুয্‌দালিফায় মাগরিব এবং ইশার সালাত একত্রে আদায় করেন।

٣٠٢٩. اَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا قَالَ حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ الْمِقْدَامِ عَنْ دَاوُدَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ

عُمَارَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ *

৩০২৯. কাসিম ইব্ন যাকারিয়া (র) - - - - ইব্ন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ মুয্দালিফায় মাগরিব এবং ইশার সালাত একত্রে আদায় করেন।

٣٠٣٠. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ اَبِي ذِئْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ بِاِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ لَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا وَلاَ عَلَى اِثْرِ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا *

৩০৩০. আমর ইব্ন আলী (র) - - - - সালিম (র) তাঁর পিতার মাধ্যমে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মুয্দালিফায় মাগরিব ও ইশার সালাত একত্রে আদায় করেন, একই ইকামতে, দু'য়ের মধ্যে কোন নফল আদায় করেন নি এবং উভয় সালাতের কোনটির পরেও (কোন নফল সালাত) আদায় করেন নি।

٣٠٣١. اَخْبَرَنَا عِيْسَى ابْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَنَّ عُبَيْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ اَخْبَرَهُ اَنَّ اَبَاهُ قَالَ جَمَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ لَيْسَ بَيْنَهُمَا سَجْدَةٌ صَلَّى الْمَغْرِبَ ثَلاَثَ رَكَعَاتٍ وَالْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ وَكَانَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ يَجْمَعُ كَذَالِكَ حَتّٰى لَحِقَ بِاللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ *

৩০৩১. ঈসা ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - - ইব্ন শিহাব (রা) বলেন : উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন আবদুল্লাহ্ তাঁকে অবহিত করেছেন যে, তাঁর পিতা বলেছেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মাগরিব ও ইশার সালাত একত্রে আদায় করেন এবং দুই সালাতের মধ্যে কোন নফল আদায় করেন নি। মাগরিব আদায় করেন তিন রাক'আত, ইশা আদায় করেন দুই রাক'আত। আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা)-ও এরূপ একত্রে আদায় করতেন, মহান মহিয়ান আল্লাহ্র সঙ্গে মিলিত হওয়া পর্যন্ত।

٣٠٣٢. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِجَمْعٍ بِاِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ *

৩০৩২. আমর ইব্ন মানসূর (র) - - - - ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মুয্দালিফায় একই ইকামতে মাগরিব ও ইশার সালাত একত্রে আদায় করেন।

٣٠٣٣. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ اَنْبَأَنَا حِبَّانُ قَالَ اَنْبَأَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ عُقْبَةَ اَنَّ كُرَيْبًا قَالَ سَأَلْتُ اُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ وَكَانَ رِدْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ فَقُلْتُ كَيْفَ

فَعَلْتُمْ قَالَ اَقْبَلْنَا نَسِيْرُ حَتَّى بَلَغْنَا الْمُزْدَلِفَةَ فَأَنَاخَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ بَعَثَ اِلَى الْقَوْمِ فَأَنَاخُوْا فِى مَنَازِلِهِمْ فَلَمْ يَحِلُّوا حَتَّى صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْعِشَاءَ الْأَخِرَةَ ثُمَّ حَلَّ النَّاسُ فَنَزَلُوا فَلَمَّا اَصْبَحْنَا انْطَلَقْتُ عَلَى رِجْلِى فِى سُبَّاقِ قُرَيْشٍ وَرَدِفَهُ الْفَضْلُ *

৩০৩৩. মুহাম্মাদ ইব্ন হাতিম (র) - - - - কুরায়ব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি উসামা ইব্ন যায়দ (রা.)-কে প্রশ্ন করেছিলাম, তিনি আরাফার সন্ধ্যায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পেছনে সওয়ার ছিলেন। আমি বললাম : আপনারা কিরূপ করছিলেন ? তিনি বললেন : আমরা পথ চলতে চলতে মুয্দালিফায় পৌঁছলাম। সেখানে নবী ﷺ উট বসিয়ে অবতরণ করলেন এবং মাগরিবের সালাত আদায় করলেন। এরপর লোকদের কাছে লোক পাঠিয়ে সংবাদ দেয়া হলো। তাঁরাও তাদের (নিজ নিজ অবস্থানে) উট বসিয়ে দিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর 'শেষ' ইশার সালাত আদায় করার পূর্বে তাঁরা আসবাবপত্র নামালেন না। তারপর তাঁরা আসবাবপত্র নামালেন এবং মনযিলে অবতরণ করলেন। ভোরে আমি পায়ে হেঁটে কুরায়শদের অগ্রবর্তী দলের সঙ্গে রওনা হলাম। তখন ফযল (রা) নবী করীম ﷺ -এর পেছনে একই বাহনে সওয়ার ছিল।

تَقْدِيْمُ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ اِلَى مَنَازِلِهِمْ بِمُزْدَلِفَةَ

মুয্দালিফায় মহিলা এবং শিশুদেরকে আগে-ভাগে মনযিলে প্রেরণ করা

٣٠٣٤. اَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ اَنْبَأَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِى يَزِيْدَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ اَنَا مِمَّنْ قَدَّمَ النَّبِىُّ ﷺ لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ فِى ضَعَفَةِ اَهْلِهِ *

৩০৩৪. হুসায়ন ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - - উবায়দুল্লাহ ইব্ন আবূ ইয়াযীদ (র) বলেন : আমি ইব্ন আব্বাস (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, আমি সে সব লোকের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম যাদেরকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মুয্দালিফার রাতে বনূ হাশিমের দুর্বলগণের (মহিলা ও বালক) সঙ্গে প্রেরণ করেছিলেন।

٣٠٣٥. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُنْتُ فِيْمَنْ قَدَّمَ النَّبِىُّ ﷺ لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ فِى ضَعَفَةِ اَهْلِهِ *

৩০৩৫. মুহাম্মাদ ইব্ন মানসূর (র) - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি সে সব লোকের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম, যাদেরকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মুয্দালিফার রাতে আগে ভাগে বনূ হাশিমের দুর্বলগণের সঙ্গে পাঠিয়েছিলেন।

٣٠٣٦. اَخْبَرَنَا اَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو عَاصِمٍ وَعَفَّانُ وَسُلَيْمَانُ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُشَاشٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الْفَضْلِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اَمَرَ ضَعَفَةَ بَنِى هَاشِمٍ اَنْ يَنْفِرُوا مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ *

৩০৩৬. আবূ দাঊদ (র) - - - - ফযল (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বনূ হাশিমের দুর্বলগণকে আদেশ করেন যে, তারা যেন মুয্দালিফা থেকে আগে ভাগে চলে যায়।

٣٠٣٧. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَطَاءٌ عَنْ سَالِمِ بْنِ شَوَّالٍ اَنَّ اُمَّ حَبِيْبَةَ اَخْبَرَتْهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اَمَرَهَا اَنْ تُغَلِّسَ مِنْ جَمْعٍ اِلٰى مِنًى *

৩০৩৭. আমর ইব্ন আলী (র) - - - - সালিম ইব্ন শাওয়াল (র) বলেন : উম্মু হাবীবা (রা) তাঁর কাছে বর্ণনা করেছেন যে, নবী ﷺ তাঁকে ভোরের অন্ধকারে মুয্দালিফা হতে মিনার দিকে চলে যেতে আদেশ করেন।

٣٠٣٨. اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلاَءِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ سَالِمِ بْنِ شَوَّالٍ عَنْ اُمِّ حَبِيْبَةَ قَالَتْ كُنَّا نُغَلِّسُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ اِلٰى مِنًى *

৩০৩৮. আবদুল জব্বার ইব্ন আলা (র) - - - - উম্মু হাবীবা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সময়ে ভোরের অন্ধকারে মুয্দালিফা হতে মিনার দিকে গমন করতাম।

اَلرُّخْصَةُ لِلنِّسَاءِ فِى الْاِفَاضَةِ مِنْ جَمْعٍ قَبْلَ الصُّبْحِ

ভোরের পূর্বেই মুয্দালিফা হতে নারীদের চলে যাওয়ার অনুমতি

٣٠٣٩. اَخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ اَنْبَاَنَا مَنْصُوْرٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِنَّمَا اَذِنَ النَّبِىُّ ﷺ لِسَوْدَةَ فِى الْاِفَاضَةِ قَبْلَ الصُّبْحِ مِنْ جَمْعٍ لِاَنَّهَا كَانَتِ امْرَاَةً ثَبِطَةً *

৩০৩৯. ইয়াকূব ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সাওদা (রা) -কে ভোরের পূর্বেই মুয্দালিফা হতে চলে যাওয়ার অনুমতি দান করেন। কেননা তিনি ছিলেন একজন (মোটা ও) ধীর গতির মহিলা।

اَلْوَقْتُ الَّذِى يُصَلِّى فِيْهِ الصُّبْحَ بِالْمُزْدَلِفَةِ

মুয্দালিফায় ফজরের সালাতের সময়

٣٠٤٠. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ يَزِيْدَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ مَارَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلاَةً قَطُّ اِلاَّ لِمِيْقَاتِهَا اِلاَّ صَلاَةَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ صَلاَّهُمَا بِجَمْعٍ وَصَلاَةَ الْفَجْرِ يَوْمَئِذٍ قَبْلَ مِيْقَاتِهَا *

৩০৪০. মুহাম্মাদ ইব্ন আলা (র) - - - - আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ

-কে কখনও (অন্য দিন যে সময় সালাত আদায় করতেন, সে) নির্ধারিত সময় ব্যতীত সালাত আদায় করতে দেখিনি। মাগরিব ও ইশা ব্যতীত, যা তিনি আদায় করেছেন মুযদালিফায়। আর সেদিন তিনি ফজরের সালাত আদায় করেন (পূর্ব) নির্ধারিত সময়ের পূর্বে।

فِيمَنْ لَمْ يُدْرِكْ صَلَاةَ الصُّبْحِ مَعَ الْإِمَامِ بِالْمُزْدَلِفَةِ

মুযদালিফায় যে ব্যক্তি ফজরের সালাত ইমামের সঙ্গে আদায় করতে পারেনি

٣٠٤١. أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ وَدَاوُدَ وَزَكَرِيَّا عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ مُضَرِّسٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ وَاقِفًا بِالْمُزْدَلِفَةِ فَقَالَ مَنْ صَلَّى مَعَنَا صَلَاتَنَا هٰذِهِ هٰهُنَا ثُمَّ أَقَامَ مَعَنَا وَقَدْ وَقَفَ قَبْلَ ذٰلِكَ بِعَرَفَةَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ *

৩০৪১. সাঈদ ইব্‌ন আবদুর রহমান (র) - - - - উরওয়া ইব্‌ন মুদার্‌রিস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে মুযদালিফায় অবস্থানরত অবস্থায় দেখেছি। তিনি বলেন : যে ব্যক্তি এখানে আমাদের সঙ্গে এই সালাত আদায় করেছে, আমাদের সঙ্গে এখানে অবস্থান করেছে এবং এর আগের দিনে অথবা রাতে আরাফায় অবস্থান করেছে তার হজ্জ পূর্ণ হয়েছে।

٣٠٤٢. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ قَالَ حَدَّثَنِي جَرِيرٌ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ مُضَرِّسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ أَدْرَكَ جَمْعًا مَعَ الْإِمَامِ وَالنَّاسِ حَتّٰى يُفِيضَ مِنْهَا فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ وَمَنْ لَمْ يُدْرِكْ مَعَ النَّاسِ وَالْإِمَامِ فَلَمْ يُدْرِكْ *

৩০৪২. মুহাম্মাদ ইব্‌ন কুদামা (র) - - - - উরওয়া ইব্‌ন মুদার্‌রিস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি ইমাম এবং অন্যান্য লোকের সঙ্গে মুযদালিফায় অবস্থান করেছেন এবং পরে সেখান থেকে (মিনায়) প্রত্যাবর্তন করেছে, সে হজ্জ পেয়েছে। আর যে ব্যক্তি ইমাম এবং লোকের সঙ্গে মুযদালিফায় অবস্থান করেনি, সে হজ্জ পায় নি।[১]

٣٠٤٣. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ قَالَ حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ يَسَارٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ مُضَرِّسٍ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ بِجَمْعٍ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ إِنِّي أَقْبَلْتُ مِنْ جَبَلَي طَيِّءٍ لَمْ أَدَعْ جَبَلًا إِلَّا وَقَفْتُ عَلَيْهِ فَهَلْ لِي مِنْ حَجٍّ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صَلَّى هٰذِهِ الصَّلَاةَ مَعَنَا وَقَدْ وَقَفَ قَبْلَ ذٰلِكَ بِعَرَفَةَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَقَضَى تَفَثَهُ *

৩০৪৩. আলী ইব্‌ন হুসায়ন (র) - - - - উরওয়া ইব্‌ন মুদার্‌রিস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি

---

১. ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে এরূপ ব্যক্তির উপর একটি দম ওয়াজিব। –অনুবাদক

মুযদালিফায় নবী ﷺ -এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে বললাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমি তায় গোত্রের পাহাড়দ্বয় হতে আগমন করেছি, আর আমি কোন পাহাড়ে অবস্থান বাদ দেইনি ; এমতাবস্থায় আমার কি হজ্জ আদায় হয়েছে ? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : যে ব্যক্তি আমাদের সঙ্গে এই সালাত আদায় করেছে আর এর পূর্বে আরাফায় অবস্থান করেছে— দিনে (হোক) অথবা রাতে, তার হজ্জ পূর্ণ হয়েছে এবং সে তার 'ময়লা' বিদূরীত করেছে (ইহ্রাম শেষ করেছে)। (এখন সে ইহ্রামে নিষিদ্ধ কার্যাদি চুল কাটা, নখ কাটা ইত্যাদি করতে পারবে।)

٣٠٤٤. اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى السَّفَرِ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُوْلُ حَدَّثَنِى عُرْوَةُ بْنُ مُضَرِّسِ بْنِ اَوْسِ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ لَامٍ قَالَ اَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ بِجَمْعٍ فَقُلْتُ هَلْ لِى مِنْ حَجٍّ فَقَالَ مَنْ صَلَّى هٰذِهِ الصَّلَاةَ مَعَنَا وَوَقَفَ هٰذَا الْمَوْقِفَ حَتّٰى يُفِيْضَ وَاَفَاضَ قَبْلُ ذٰلِكَ مِنْ عَرَفَاتٍ لَيْلاً اَوْ نَهَارًا فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَقَضٰى تَفَثَهُ *

৩০৪৪. ইসামাঈল ইব্ন মাসউদ (র) - - - - উরওয়া ইব্ন মুদার্‌রিস ইব্ন আউস ইব্ন হারিসা ইব্ন লাম (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, আমি মুযদালিফায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম : আমার কি হজ্জ আদায় হয়েছে ? তিনি বললেন : যে ব্যক্তি আমাদের সঙ্গে এই সালাত আদায় করেছে এবং এস্থানে অবস্থান করেছে, এর পূর্বে আরাফা হতে প্রত্যাবর্তন করেছে— রাতে অথবা দিনে, তার হজ্জ আদায় হয়েছে এবং সে তার 'ময়লা' বিদূরীত করেছে (ইহ্রামের দায়িত্ব পূর্ণ করেছে)। (এখন হালাল হওয়ার জন্য যা করণীয়, তা পূর্ণ করবে।)

٣٠٤٥. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ اِسْمَاعِيْلَ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَامِرٌ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عُرْوَةُ بْنُ مُضَرِّسٍ الطَّائِىُّ قَالَ اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ اَتَيْتُكَ مِنْ جَبَلَىْ طَيِّءٍ اَكْلَلْتُ مَطِيَّتِىْ وَاَتْعَبْتُ نَفْسِى مَابَقِىَ مِنْ حَبْلٍ اِلاَّ وَقَفْتُ عَلَيْهِ فَهَلْ لِى مِنْ حَجٍّ فَقَالَ مَنْ صَلّٰى صَلَاةَ الْغَدَاةِ هٰهُنَا مَعَنَا وَقَدْ اَتٰى عَرَفَةَ قَبْلَ ذٰلِكَ فَقَدْ قَضٰى تَفَثَهُ وَتَمَّ حَجُّهُ *

৩০৪৫. আমর ইব্ন আলী (র) - - - - উরওয়া ইব্ন মুদার্‌রিস তায়ী (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করলাম : আমি তায়-এর পাহাড়দ্বয় হতে আপনার খিদমতে হাযির হয়েছি। আমার সওয়ারীকে খেয়ে ফেলেছি (ক্লান্ত করেছি) এবং নিজেও অনেক কষ্ট স্বীকার করেছি। এমন কোন পাহাড় নেই যার উপর আমি অবস্থান করিনি, আমার কি হজ্জ আদায় হয়েছে ? তিনি বললেন : যে ব্যক্তি এখানে আমাদের সঙ্গে ভোরের সালাত আদায় করেছে, আর এর পূর্বে আরাফায় আগমন করেছে— সে 'ময়লা' বিদূরীত করেছে (ইহ্রামের কাজ সমাপ্ত করে চুল, গোঁফ, নখ ইত্যাদি কর্তন করার পর্যায়ে পৌঁছেছে) এবং সে তার হজ্জ পূর্ণ করেছে।

٣٠٤٦. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِىْ بُكَيْرُ بْنُ

عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ يَعْمَرَ الدِّيْلِيَّ قَالَ شَهِدْتُ النَّبِيَّ ﷺ بِعَرَفَةَ وَاَتَاهُ نَاسٌ مِنْ نَجْدٍ فَأَمَرُوْا رَجُلاً فَسَأَلَهُ عَنِ الْحَجِّ فَقَالَ الْحَجُّ عَرَفَةُ مَنْ جَاءَ لَيْلَةَ جَمْعٍ قَبْلَ صَلاَةِ الصُّبْحِ فَقَدْ اَدْرَكَ حَجَّهُ اَيَّامُ مِنًى ثَلاَثَةُ اَيَّامٍ مَنْ تَعَجَّلَ فِى يَوْمَيْنِ فَلاَ اِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلاَ اِثْمَ عَلَيْهِ ثُمَّ اَرْدَفَ رَجُلاً فَجَعَلَ يُنَادِى بِهَا فِى النَّاسِ *

৩০৪৬. আমর ইব্ন আলী (র) - - - - বুকায়র ইব্ন আতা (র) বলেন, আমি আবদুর রহমান ইব্ন ইয়া'মার দীলী (রা)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন : আমি আরাফায় নবী ﷺ -কে দেখেছি, তাঁর কাছে নাজ্দ হতে কতিপয় লোক এসে তাদের একজনকে তারা প্রতিনিধি নিযুক্ত করে, সে তাঁকে হজ্জ সম্বন্ধে প্রশ্ন করলে, তিনি বলেন : হজ্জ হলো আরাফায় অবস্থান। যে ব্যক্তি মুয্দালিফার রাতে ভোরের সালাতের পূর্বে সেখানে আগমন করলো, সে তার হজ্জ পেল। মিনার দিন হচ্ছে (তিন দিন) যে ব্যক্তি দুই দিনের পর তাড়াতাড়ি চলে যায়, তার কোন পাপ নেই। আর যে ব্যক্তি দেরি করে তারও কোন পাপ নেই। তারপর তিনি-একজন লোককে তাঁর পশ্চাতে আরোহণ করান, যিনি এ কথাগুলো লোকের মধ্যে প্রচার করছিলেন।

٣٠٤٧. اَخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ ابْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِى اَبِى قَالَ اَتَيْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ فَحَدَّثَنَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الْمُزْدَلِفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ *

৩০৪৭. ইয়াকূব ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - - জা'ফর ইব্ন মুহাম্মাদ (র) বর্ণনা করেন যে, আমার পিতা বর্ণনা করেছেন যে, আমরা জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা)-এর কাছে আগমন করলাম, তিনি আমাদের কাছে হাদীস বর্ণনা করলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : মুয্দালিফার সমস্ত স্থানই মওকিফ বা অবস্থানের স্থান।

اَلتَّلْبِيَةُ بِالْمُزْدَلِفَةِ

মুয্দালিফায় তাল্বিয়া পাঠ করা

٣٠٤٨. اَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِىِّ فِى حَدِيْثِهِ عَنْ اَبِى الاَحْوَصِ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ كَثِيْرٍ وَهُوَ ابْنُ مُدْرِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ قَالَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ وَنَحْنُ بِجَمْعٍ سَمِعْتُ الَّذِى اُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ يَقُوْلُ فِى هٰذَا الْمَكَانِ لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ *

৩০৪৮. হান্নাদ ইব্ন সারি (র) - - - - আবদুর রহ্মান ইব্ন ইয়াযীদ (র) বলেন : ইব্ন মাসউদ (রা) বলেছেন : আমরা মুয্দালিফায় ছিলাম। যাঁর উপর সূরা বাকারা নাযিল হয়েছে, তাঁকে এ স্থানে لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ (তালবিয়া) বলতে শুনেছি।

وَقْتُ الْاِفَاضَةِ مِنْ جَمْعٍ

মুযদালিফা হতে প্রস্থানের সময়

٣٠٤٩. اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ عَمْرِو ابْنِ مَيْمُوْنٍ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ شَهِدْتُ عُمَرَ بِجَمْعٍ فَقَالَ اِنَّ اَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوْا لاَيُفِيْضُوْنَ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَيَقُوْلُوْنَ اَشْرِقْ ثَبِيْرُ وَاِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَالَفَهُمْ ثُمَّ اَفَاضَ قَبْلَ اَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ *

৩০৪৯. ইসমাঈল ইব্ন মাসউদ (র) - - - - আবূ ইসহাক (র) বলেন, আমি আমর ইব্ন মায়মূন (র)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন : আমি মুযদালিফায় উমর (রা)-এর কাছে হাযির হলাম। তিনি বললেন : জাহিলী যুগে তারা সূর্যোদয়ের পূর্বে মুয্দালিফা হতে প্রস্থান করতো না। তারা বলতো : "হে সাবির ! উদয় (উজ্জ্বল) হও! (সাবির পাহাড়ে সূর্য উদিত হওয়া পর্যন্ত অবস্থান কর।) আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদের বিরোধিতা করে সূর্যোদয়ের পূর্বেই মুয্দালিফা থেকে প্রস্থান করেন।

اَلرُّخْصَةُ لِلضَّعَفَةِ اَنْ يُصَلُّوا يَوْمَ النَّحْرِ الصُّبْحَ بِمِنًى

দুর্বলদের জন্য কুরবানীর দিন ফজরের সালাত মিনায় আদায় করার অনুমতি

٣٠٥٠. اَخْبَرَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنْ اَشْهَبَ اَنَّ دَاوُدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَهُمْ اَنَّ عَمْرَو بْنَ دِيْنَارٍ حَدَّثَهُ اَنَّ عَطَاءَ بْنَ اَبِىْ رَبَاحٍ حَدَّثَهُمْ اَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ اَرْسَلَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ ضَعَفَةِ اَهْلِهِ فَصَلَّيْنَا الصُّبْحَ بِمِنًى وَرَمَيْنَا الْجَمْرَةَ *

৩০৫০. মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবদুল হাকাম (র) - - - - আতা ইব্ন আবূ রাবাহ্ (র) বর্ণনা করেন, তিনি ইব্ন আব্বাস (রা)-কে বলতে শুনেছেন, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে তাঁর পরিবারের দুর্বলদের সঙ্গে প্রেরণ করেন। আমরা ফজরের সালাত মিনায় আদায় করি, এবং জামরায় কংকর নিক্ষেপ করি।

٣٠٥١. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اٰدَمَ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيْمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ عَائِشَةَ قَالَتْ وَدِدْتُ اَنِّىْ اسْتَأْذَنْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَمَا اسْتَأْذَنَتْهُ سَوْدَةُ فَصَلَّيْتُ الْفَجْرَ بِمِنًى قَبْلَ اَنْ يَاْتِىَ النَّاسُ وَكَانَتْ سَوْدَةُ امْرَاَةً ثَقِيْلَةً ثَبِطَةً فَاسْتَأْذَنَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاَذِنَ لَهَا فَصَلَّتِ الْفَجْرَ بِمِنًى وَرَمَتْ قَبْلَ اَنْ يَاْتِىَ النَّاسُ *

৩০৫১. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আদম ইব্‌ন সুলায়মান (র) - - - - উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমার বাসনা হয় যে, সাওদা (রা) যেরূপ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছ থেকে অনুমতি চেয়ে নিয়েছিলেন, আমিও যদি সেরূপ তাঁর কাছ থেকে অনুমতি চেয়ে নিতাম এবং ফজরের সালাত মিনায় লোকের আগমনের পূর্বে আদায় করতাম! সাওদা (রা) ছিলেন মোটা মানুষ এবং ধীরগতি সম্পন্না। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে অনুমতি প্রার্থনা করলে তিনি তাঁকে অনুমতি দেন। তিনি ফজরের সালাত মিনায় আদায় করেন এবং লোকের আগমনের পূর্বেই কংকর মারেন।

٣٠٥٢. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ أَنَّ مَوْلًى لِأَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ أَخْبَرَهُ قَالَ جِئْتُ مَعَ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ مِنًى بِغَلَسٍ فَقُلْتُ لَهَا لَقَدْ جِئْنَا مِنًى بِغَلَسٍ فَقَالَتْ قَدْ كُنَّا نَصْنَعُ هٰذَا مَعَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ *

৩০৫২. মুহাম্মাদ ইব্‌ন সালামা (র) - - - - আতা ইব্‌ন আবূ রাবাহ্ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আসমা বিন্‌ত আবূ বকর (রা)-এর এক আযাদকৃত গোলাম তাঁর কাছে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন যে, আমি আসমা বিন্‌ত আবূ বকর (রা)-এর সঙ্গে মিনায় (ভোর রাতের) অন্ধকারে গমন করলাম। আমি তাঁকে বললাম : আমরা যে মিনায় অন্ধকারে এসে গেলাম। তিনি বললেন : আমরা এরূপ করতাম ঐ ব্যক্তির সঙ্গে, যিনি তোমার চাইতে উত্তম ছিলেন।

٣٠٥٣. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ ابْنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سُئِلَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَأَنَا جَالِسٌ مَعَهُ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ يَسِيرُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ حِينَ دَفَعَ قَالَ كَانَ يَسِيرُ نَاقَتَهُ فَإِذَا وَجَدَ فَجْوَةً نَصَّ *

৩০৫৩. মুহাম্মাদ ইব্‌ন সালামা (র) - - - - উরওয়া (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি উসামা ইব্‌ন যায়দের সঙ্গে উপবিষ্ট ছিলাম, তখন তাঁকে প্রশ্ন করা হলো যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বিদায় হজ্জে মুয্‌দালিফা থেকে ফেরার সময় কিরূপে পথ চলতেন ? তিনি বলেন : তিনি তাঁর উটনী স্বাভাবিকভাবে চালাতেন, যখন কোন উন্মুক্ত স্থানে উপনীত হন, তখন সওয়ারী দ্রুত চালাতেন।

٣٠٥٤. أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ لِلنَّاسِ حِينَ دَفَعُوا عَشِيَّةَ عَرَفَةَ وَغَدَاةَ جَمْعٍ عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ وَهُوَ كَافٌّ نَاقَتَهُ حَتَّى إِذَا دَخَلَ مِنًى فَهَبَطَ حِينَ هَبَطَ مُحَسِّرًا قَالَ عَلَيْكُمْ بِحَصَى الْخَذْفِ الَّذِي يُرْمَى بِهِ الْجَمْرَةُ وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ يُشِيرُ بِيَدِهِ كَمَا يَخْذِفُ الْإِنْسَانُ *

৩০৫৪. উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন সাঈদ (র) - - - - ফযল ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ লোকদের উদ্দেশ্যে বললেন, যখন তাঁরা সন্ধ্যায় আরাফা ত্যাগ করছিলেন আর মুযদালিফায় ভোরে, তোমরা ধীরস্থির ভাবে পথ অতিক্রম করবে আর তখন তিনি তাঁর উটনীর লাগাম ধরে রেখেছিলেন। তারপর যখন তিনি মিনায় প্রবেশ করলেন, অবতরণ করলেন। যখন তিনি মুহাস্সার নামক স্থানে অবতরণ করলেন, তখন বললেন : তোমরা আংগুলে ছোঁড়ার কংকর সঙ্গে নাও, যা জামরায় মারতে হবে। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হাতে ইঙ্গিত করে বললেন : যেরূপ কংকর মানুষ সাধারণত মেরে থাকে।

اَلاَيْضَاعُ فِى وَادِى مُحَسِّرٍ

মুহাস্সির নামক উপত্যকায় (বাহন) দ্রুত চালান

٣٠٥٥. اَخْبَرَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اَوْضَعَ فِى وَادِى مُحَسِّرٍ *

৩০৫৫. ইবরাহীম ইব্ন মুহাম্মাদ (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ মুহাস্সির উপত্যকায় দ্রুত উট চালনা করেন।

٣٠٥٦. اَخْبَرَنِى اِبْرَاهِيْمُ بْنُ هرُوْنَ قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ ابْنُ اِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ فَقُلْتُ اَخْبِرْنِى عَنْ حَجَّةِ النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ دَفَعَ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ قَبْلَ اَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَاَرْدَفَ الْفَضْلَ بْنَ الْعَبَّاسِ حَتّٰى اَتَى مُحَسِّرًا حَرَّكَ قَلِيْلاً ثُمَّ سَلَكَ الطَّرِيْقَ الْوُسْطٰى الَّتِى تُخْرِجُكَ عَلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرٰى حَتّٰى اَتَى الْجَمْرَةَ الَّتِى عِنْدَ الشَّجَرَةِ فَرَمٰى بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ مِنْهَا حَصَى الْخَذْفِ رَمٰى مِنْ بَطْنِ الْوَادِى *

৩০৫৬. ইবরাহীম ইব্ন হারুন (র) - - - - জা'ফর ইব্ন মুহাম্মাদ (র) তাঁর পিতার মাধ্যমে বর্ণনা করেন, তাঁর পিতা বলেন, আমি জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে তাঁকে বললাম : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর হজ্জ সম্বন্ধে আমাকে অবহিত করুন। তিনি বললেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সূর্য উদিত হওয়ার পূর্বেই মুয্দালিফা ত্যাগ করেন এবং ফযল ইব্ন আব্বাসকে তাঁর বাহনে তাঁর পেছনে বসিয়ে নেন, মুহাস্সিরে এসে তিনি তাঁর বাহনকে দ্রুতগতিতে পরিচালনা করেন। পরে তিনি সে পথ ধরে চলেন যা তোমাকে জামরায় কুবরায় (বড় শয়তান) পৌঁছে দেবে। এরপর তিনি বৃক্ষের নিকটের জামরায় উপনীত হন এবং সেখানে সাতটি কংকর নিক্ষেপ করেন। তিনি এগুলোর প্রত্যেকটি নিক্ষেপের সময় তাকবীর বলেন। তিনি (কংকর) নিক্ষেপ করেন উপত্যকার নিম্নভূমি থেকে।

اَلتَّلْبِيَةُ فِى السَّيْرِ

(মুযদালিফা থেকে মিনার দিকে) যাওয়ার সময় তালবিয়া পড়া

٣٠٥٧. اَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ سُفْيَانَ وَهُوَ ابْنُ حَبِيْبٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ جُرَيْجٍ وَعَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ اَبِى سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ كَانَ رَدِيْفَ النَّبِىِّ ﷺ فَلَمْ يَزَلْ يُلَبِّى حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةَ *

৩০৫৭. হুমায়দ ইব্‌ন মাসআদা (র) - - - -ফযল ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ-এর পেছনে সওয়ার ছিলেন, তিনি (নবী করীম ﷺ) জামরায় কংকর নিক্ষেপ করা পর্যন্ত তালবিয়া পাঠ করতে থাকেন।

٣٠٥٨. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حَبِيْبٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَبَّى حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةَ *

৩০৫৮. মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জামরায় কংকর নিক্ষেপ করা পর্যন্ত (সর্বদা) তালবিয়া পাঠ করেছে।

اِلْتِقَاطُ الْحَصَى

কংকর কুড়িয়ে নেয়া

٣٠٥٩. اَخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الدَّوْرَقِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ قَالَ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ حُصَيْنٍ عَنْ اَبِى الْعَالِيَةِ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ لِى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ غَدَاةَ الْعَقَبَةِ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ هَاتِ الْقُطْ لِى فَلَقَطْتُ لَهُ حَصَيَاتٍ هُنَّ حَصَى الْخَذْفِ فَلَمَّا وَضَعْتُهُنَّ فِى يَدِهِ قَالَ بِاَمْثَالِ هٰؤُلاَءِ وَاِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِى الدِّيْنِ فَاِنَّمَا اَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ الْغُلُوُّ فِى الدِّيْنِ *

৩০৫৯. ইয়াকূব ইব্‌ন ইবরাহীম দাওরাকী (র) - - - - আবুল আলিয়া (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আকাবার সকালে (জামরায় 'আকাবায় কংকর মারার সকালে- ১০ তারিখ) তাঁর সওয়ারীতে উপবিষ্ট থেকে আমাকে বলেন : এসো, আমার জন্য (কংকর) কুড়িয়ে দাও। এরপর আমি তাঁর জন্য কয়েকটি কংকর তুলে নেই, যেগুলো ছিল দুই আংগুলে মারার কংকরের মত। যখন আমি সেগুলো তাঁর হাতে দিলাম। তখন তিনি বললেন : এগুলোর মত (কংকর নিক্ষেপ করবে)। সাবধান, দীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করো না, কেননা তোমাদের পূর্বে যারা ছিল, ধর্মের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি তাদের ধ্বংস করেছে।

مِنْ اَيْنَ يَلْتَقِطُ الْحَصَى

কংকর কোথা থেকে কুড়াবে ?

٣٠٦٠. اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِى اَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ اَبِى مَعْبَدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِلنَّاسِ حِيْنَ دَفَعُوا عَشِيَّةَ عَرَفَةَ وَغَدَاةَ جَمْعٍ عَلَيْكُمْ بِالسَّكِيْنَةِ وَهُوَ كَافٌّ نَاقَتَهُ حَتَّى اِذَا دَخَلَ مِنًى فَهَبَطَ حِيْنَ هَبَطَ مُحَسِّرًا قَالَ عَلَيْكُمْ بِحَصَى الْخَذْفِ الَّذِى تُرْمَى بِهِ الْجَمْرَةُ قَالَ وَالنَّبِىُّ ﷺ يُشِيْرُ بِيَدِهِ كَمَا يَخْذِفُ الْاِنْسَانُ *

৩০৬০. উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন সাঈদ (র) - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) সূত্রে ফযল ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ লোকদের উদ্দেশ্যে বললেন, যখন তারা সন্ধ্যায় আরাফা ও সকালে মুয্দালিফা ত্যাগ করেন, তোমরা ধীর-স্থিরভাবে চল। তখন তিনি তাঁর উটনীর লাগাম টেনে রাখেন। এরপর যখন তিনি মিনায় প্রবেশ করেন তখন তিনি অবতরণ করেন। 'মুহাস্সির' নামক স্থানে তিনি বলেন : তোমরা 'খায়ক' (দুই আংগুলে মারার ছোট) কংকর সাথে নাও, যা জামরায় মারতে হবে। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হাতে ইঙ্গিত করে বলেন : যেরূপ কংকর মানুষ সাধারণত মেরে থাকে।

قَدْرُ حَصَى الرَّمْىِ

নিক্ষেপের জন্য যে কংকর নিবে তার পরিমাণ

٣٠٦١. اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ قَالَ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ حُصَيْنٍ عَنْ اَبِى الْعَالِيَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ غَدَاةَ الْعَقَبَةِ وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى رَاحِلَتِهِ هَاتِ الْقُطْ لِى فَلَقَطْتُ لَهُ حَصَيَاتٍ هُنَّ حَصَى الْخَذْفِ فَوَضَعْتُهُنَّ فِى يَدِهِ وَجَعَلَ يَقُوْلُ بِهِنَّ فِى يَدِهِ وَ وَصَفَ يَحْيَى تَحْرِيْكَهُنَّ فِى يَدِهِ بِأَمْثَالِ هٰؤُلَاءِ *

৩০৬১. উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন সাঈদ (র) - - - - আবুল আলিয়া (র.) সূত্রে ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আকাবার ভোরে তাঁর সওয়ারীর উপর থেকে বললেন : এসো, আমার জন্য (কংকর) কুড়িয়ে নাও, তখন আমি তাঁর জন্য কয়েকটি কংকর কুড়িয়ে নেই। সেগুলো ছিল দুই আংগুলে ছুঁড়ে মারার কংকর। সেগুলো তাঁর হাতে দিলাম। তিনি সেগুলো তাঁর হাতে নাড়াচাড়া করতে লাগলেন এবং বললেন : এগুলোর মত (কংকরই তোমরা নিক্ষেপ করবে)। ইয়াহ্ইয়া (র) সেগুলোর মত কংকর তার হাতে নিয়ে া করার অবস্থা বর্ণনা করেছেন।

اَلرُّكُوْبُ اِلَى الْجِمَارِ وَاسْتِظْلاَلُ الْمُحْرِمِ

জামরার উদ্দেশ্যে সওয়ার হয়ে গমন করা এবং মুহ্‌রিমের ছায়া গ্রহণ

٣٠٦٢. اَخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ اَبِى عَبْدِ الرَّحِيْمِ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَبِى اُنَيْسَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ جَدَّتِهِ اُمِّ حُصَيْنٍ قَالَتْ حَجَجْتُ فِى حَجَّةِ النَّبِىِّ ﷺ فَرَاَيْتُ بِلاَلاً يَقُوْدُ بِخِطَامِ رَاحِلَتِهِ وَاُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ رَافِعٌ عَلَيْهِ ثَوْبَهُ يُظِلُّهُ مِنَ الْحَرِّ وَهُوَ مُحْرِمٌ حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنَى عَلَيْهِ وَذَكَرَ قَوْلاً كَثِيْرًا *

৩০৬২. আমর ইব্‌ন হিশাম (র) - - - - ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন হুসায়ন তাঁর দাদী উম্মু হুসায়ন থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর হজ্জের বছর আমিও হজ্জ করি। বিলাল (রা)-কে দেখলাম, তাঁর সওয়ারীর লাগাম ধরে টেনে চলছেন। আর উসামা ইব্‌ন যায়দ (রা) তাঁর উপর কাপড় উঁচু করে ধরে তাঁকে ছায়া দিচ্ছেন রৌদ্র তাপ থেকে রক্ষার জন্য। তখন তিনি ছিলেন মুহ্‌রিম। এরপর তিনি জামরায়ে আকাবায় কংকর মারেন এবং লোকদের সম্মুখে খুতবা দেন। তিনি আল্লাহ্‌র শোকর আদায় করেন, তাঁর প্রশংসা করেন এবং একটি দীর্ঘ খুতবা দেন।

٣٠٦٣. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَاَنَا وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَيْمَنُ بْنُ نَابِلٍ عَنْ قُدَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَرْمِى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ عَلَى نَاقَةٍ لَهُ صَهْبَاءَ لاَضَرْبَ وَلاَ طَرْدَ وَلاَ اَلَيْكَ اَلَيْكَ *

৩০৬৩. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - কুদামা ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে তাঁর 'সাহবা' (সাদা ও লাল মিশ্রিত রংয়ের) উটনীর উপর থেকে কুরবানীর দিনে জামরাতুল আকাবায় কংকর মারতে দেখেছি। (বাহনকে বা পথচারীদের) পেটানো হচ্ছিল না, তাড়ানো হচ্ছিল না এবং 'সর' 'সর' ও বলা হচ্ছিল না।

٣٠٦٤. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ اَنْبَاَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِى اَبُو الزُّبَيْرِ اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَرْمِى الْجَمْرَةَ وَهُوَ عَلَى بَعِيْرِهِ وَهُوَ يَقُوْلُ يَا اَيُّهَا النَّاسُ خُذُوا مَنَاسِكَكُمْ فَاِنِّى لاَ اَدْرِى لَعَلِّى لاَ اَحُجُّ بَعْدَ عَامِى هٰذَا *

৩০৬৪. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - আবু যুবায়র (র) বলেছেন : তিনি জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা)-কে বলতে শুনেছেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে তাঁর উটনীর উপর থেকে জামরায় কংকর মারতে দেখেছি। তিনি বলতেছিলেন : হে লোক সকল ! তোমরা তোমাদের হজ্জের মাসায়েল শিখে রাখ। আমি জানি না, হয়তো এ বছরের পর আমি আর হজ্জ করতে পারবো না।

وَقْتُ رَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ

কুরবানীর দিন জামরাতুল-'আকাবায়' কংকর নিক্ষেপের সময়

٣٠٦٥. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ اَيُّوبَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ الثَّقَفِيُّ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ اَنْبَأَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اِدْرِيْسَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ اَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ رَمَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ ضُحًى وَرَمَى بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ اِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ *

৩০৬৫. মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন আইউব ইব্‌ন ইবরাহীম সাকাফী আল-মারওয়াযী (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কুরবানীর দিন জামরায় কংকর মারেন প্রথম প্রহরে আর কুরবানীর দিনের পর তিনি কংকর মারেন সূর্য পশ্চিম দিকে ঢলে পড়ার পর।

اَلنَّهْيُ عَنْ رَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ

সূর্যোদয়ের আগে জামরাতুল আকাবায় কংকর মারার প্রতি নিষেধাজ্ঞা

٣٠٦٦. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ الْمُقْرِئُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنِ الْحَسَنِ الْعُرَنِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بَعَثَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُغَيْلِمَةَ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَلَى حُمُرَاتٍ يَلْطَحُ اَفْخَاذَنَا وَيَقُوْلُ اُبَيْنِيَّ لاَتَرْمُوا جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ *

৩০৬৬. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইয়াযীদ আল-মুকরী (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের অর্থাৎ আবদুল মুত্তালিব গোত্রের কিশোরদের গাধায় সওয়ার করিয়ে প্রেরণ করেন। আর আমাদের উরুদেশে মৃদু আঘাত করতে করতে বলেন : হে আমার আদরের সন্তানরা ! তোমরা সূর্যোদয়ের আগে জামরাতুল-আকাবায় কংকর মারবে না।

٣٠٦٧. اَخْبَرَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَبِيْبٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَدَّمَ اَهْلَهُ وَاَمَرَهُمْ اَنْ لاَيَرْمُوا الْجَمْرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ *

৩০৬৭. মাহ্‌মূদ ইব্‌ন গায়লান (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর পরিবার-পরিজনকে আগেই পাঠিয়ে দিলেন, আর তাঁদের আদেশ দিলেন : তোমরা সূর্যোদয়ের জামরাতুল-আকাবায় আগে কংকর মারবে না।

اَلرُّخْصَةُ فِى ذٰلِكَ لِلنِّسَاءِ

মহিলাদের জন্য এ বিষয়ে অনুমতি

٣٠٦٨. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الاَعْلَى بْنُ عَبْدِ الاَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الطَّائِفِىُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَبِى رَبَاحٍ قَالَ حَدَّثَتْنِى عَائِشَةُ بِنْتُ طَلْحَةَ عَنْ خَالَتِهَا عَائِشَةَ اُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَمَرَ اِحْدَى نِسَائِهِ اَنْ تَنْفِرَ مِنْ جَمْعٍ لَيْلَةَ جَمْعٍ فَتَأْتِىَ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَتَرْمِيَهَا وَتُصْبِحَ فِى مَنْزِلِهَا وَكَانَ عَطَاءٌ يَفْعَلُهُ حَتّٰى مَاتَ *

৩০৬৮. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - আতা (রা) আয়েশা বিন্‌ত তালহা (র) সূত্রে উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর এক স্ত্রীকে আদেশ করেন যে, যেন সে মুযদালিফার রাতে মুযদালিফা ত্যাগ করে জামরাতুল-আকাবায় গিয়ে সেখানে কংকর মারে এবং ভোরে মানযিলে ফিরে আসে। আতা (র) মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত এরূপ করতেন।

اَلرَّمْىُ بَعْدَ الْمَسَاءِ

সন্ধ্যার পর কংকর মারা

٣٠٦٩. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بَزِيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُسْئَلُ اَيَّامَ مِنًى فَيَقُوْلُ لاَحَرَجَ فَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ حَلَقْتُ قَبْلَ اَنْ اَذْبَحَ قَالَ لاَ حَرَجَ فَقَالَ رَجُلٌ رَمَيْتُ بَعْدَ مَا اَمْسَيْتُ قَالَ لاَحَرَجَ *

৩০৬৯. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন বাযী' (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে মিনার দিনগুলোতে প্রশ্ন করা হতো, (সে দিনের হজ্জের কার্যাবলীর ব্যাপারে) তিনি বলতেন : কোন গুনাহ্ (অসুবিধা) নেই। এরপর এক ব্যক্তি প্রশ্ন করলেন : আমি পশু কুরবানীর পূর্বে মাথা মুণ্ডন করেছি? তিনি বললেন : (এখন) যবাই কর। কোন পাপ নেই। পরে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলেন : আমি সন্ধ্যার পর কংকর মেরেছি। তিনি বললেন : এতে কোন পাপ নেই।[১]

---

১. যিলহাজ্জের দশ তারিখে হাজীদের চারটি কাজ করতে হয় এবং যেগুলো ক্রমানুসারে করতে হয়। অন্যথায় দম বা ফিদ্‌য়া দিতে হয়। সেই চারটি কাজ হলো যথাক্রমে : ১. জামারাতুল-আকাবাতে কংকর নিক্ষেপ, ২. কুরবানী করা, ৩. মাথা মুণ্ডান বা চুল কর্তন, ৪. ফরয তাওয়াফ। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন : وَلَاتَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْىُ مَحِلَّهُ অর্থাৎ হাদয়ী তার স্থানে না পৌঁছা পর্যন্ত তোমরা মাথা মুণ্ডাবে না। ক্রমের ব্যতিক্রম করলে দম দিতে হবে বলে হযরত ইব্‌ন আব্বাসও ফাতাওয়া দিতেন। তবে ফিদ্‌য়া দিতে হলেও অজ্ঞতাবশত এইরূপ ব্যতিক্রমের কারণে কোন গুনাহ্ হবে না। হাদীসের মর্মও সেই দিকে ইঙ্গিত করছে। –অনুবাদক

رَمْىُ الرُّعَاةِ

রাখালদের কংকর মারা

٣٠٧٠. اَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى بَكْرٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِى الْبَدَّاحِ بْنِ عَدِىٍّ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ رَخَّصَ لِلرُّعَاةِ اَنْ يَرْمُوا يَوْمًا وَيَدَعُوا يَوْمًا *

৩০৭০. হুসায়ন ইব্ন হুরায়স ও মুহাম্মাদ ইব্ন মুসান্না (র) - - - -আদী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ রাখালদের অনুমতি দিয়েছেন, তারা একদিন কংকর মারবে আর একদিন তা বাদ দেবে।

٣٠٧١. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِى بَكْرٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِى الْبَدَّاحِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عَدِىٍّ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَخَّصَ لِلرُّعَاةِ فِى الْبَيْتُوْتَةِ يَرْمُوْنَ يَوْمَ النَّحْرِ وَالْيَوْمَيْنِ اللَّذَيْنِ بَعْدَهُ يَجْمَعُوْنَهُمَا فِى اَحَدِهِمَا *

৩০৭১. আমর ইব্ন আলী (র) - - - - আবুল বাদ্দাহ ইব্ন আসিম ইব্ন আদী তাঁর পিতার মাধ্যমে বর্ণনা করেন। নবী ﷺ রাখালদের রাত যাপনের ব্যাপারে অনুমতি দিয়েছেন, তারা কুরবানীর দিন কংকর মারবে এবং পরের দু'দিন একত্রে কোন একদিন মারবে।

اَلْمَكَانُ الَّذِى تُرْمٰى مِنْهُ جَمْرَةُ الْعَقَبَةِ

যে স্থান থেকে জামরাতুল আকাবায় কংকর মারা হয়

٣٠٧٢. اَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِىِّ عَنْ اَبِى مُحَيَّةَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ يَعْنِى ابْنَ يَزِيْدَ قَالَ قِيْلَ لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ اِنَّ نَاسًا يَرْمُوْنَ الْجَمْرَةَ مِنْ فَوْقِ الْعَقَبَةِ قَالَ فَرَمٰى عَبْدُ اللّٰهِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِى ثُمَّ قَالَ مِنْ هٰهُنَا وَالَّذِىْ لَا اِلٰهَ غَيْرُهُ رَمَى الَّذِى اُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ *

৩০৭২. হান্নাদ ইব্ন সারী (র) - - - - আবদুর রহমান অর্থাৎ ইব্ন ইয়াযীদ (র) বলেন : আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা)-কে বলা হলো, লোকেরা আকাবার উপর (পাহাড়ী ভূমির উঁচু অংশ) হতে জামরায় কংকর মেরে থাকে। রাবী বলেন : এরপর আবদুল্লাহ্ (রা) বাতনে ওয়াদী (উপত্যকার নিম্ন অংশ) হতে কংকর মেরে বলেন : যিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নেই তাঁর শপথ করে বলছি ! যাঁর উপর সূরা বাকারা নাযিল হয়েছে, তিনি এখান হতে কংকর মেরেছেন।

٣٠٧٣. اَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِىُّ وَمَالِكُ بْنُ الْخَلِيْلِ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عَدِىٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ وَمَنْصُوْرٌ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ رَمَى عَبْدُ اللّٰهِ الْجَمْرَةَ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ جَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ وَعَرَفَةَ عَنْ يَمِيْنِهِ وَقَالَ هٰهُنَا مَقَامُ الَّذِىْ اُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ مَا اَعْلَمُ اَحَدًا قَالَ فِى هٰذَا الْحَدِيْثِ مَنْصُوْرٌ غَيْرَ ابْنِ اَبِى عَدِىٍّ وَاللّٰهُ تَعَالٰى اَعْلَمُ *

৩০৭৩. হাসান ইব্‌ন মুহাম্মাদ যা'ফরানী ও মালিক ইব্‌ন খলীল (র) - - - - আবদুর রহমান ইব্‌ন ইয়াযীদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আবদুল্লাহ্ (রা) জামরায় সাতটি কংকর মারেন। তিনি বায়তুল্লাহ্কে তাঁর বামদিকে রাখেন এবং আরাফাকে রাখেন তাঁর ডান দিকে এবং তিনি বলেন : যাঁর উপর সূরা বাকারা নাযিল হয়েছে, তিনি এ স্থানে দাঁড়িয়েই কংকর মেরেছেন। আবূ আবদুর রহমান (র) বলেন, ইব্‌ন আবূ আদী ব্যতীত অন্য কেউ এ হাদীসে মানসূর-এর নাম উল্লেখ করেছেন বলে আমার জানা নেই। আল্লাহ্ তা'আলাই অধিক জ্ঞাত।

٣٠٧٤. اَخْبَرَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوْسَى عَنْ مُغِيْرَةَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ يَزِيْدَ قَالَ رَأَيْتُ ابْنَ مَسْعُوْدٍ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِى ثُمَّ قَالَ هٰهُنَا وَالَّذِىْ لاَ اِلٰهَ غَيْرُهُ مَقَامُ الَّذِى اُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ *

৩০৭৪. মুজাহিদ ইব্‌ন মূসা (র) - - - - আবদুর রহমান ইব্‌ন ইয়াযীদ (র) বর্ণনা করেন, আমি ইব্‌ন মাসঊদ (রা)-কে বাতনে ওয়াদী (উপত্যকার নিম্নঅংশ) হতে জামরাতুল-আকাবায় কংকর মারতে দেখেছি। তারপর তিনি বললেন : যিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নেই, তাঁর শপথ ! এই সে ব্যক্তির কংকর মারার স্থান, যাঁর উপর সূরা বাকারা নাযিল হয়েছে।

٣٠٧٥. اَخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَأَنَا ابْنُ اَبِى زَائِدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الاَعْمَشُ سَمِعْتُ الْحَجَّاجَ يَقُوْلُ لاَ تَقُوْلُوا سُوْرَةَ الْبَقَرَةِ قُولُوا السُّوْرَةُ الَّتِى يُذْكَرُ فِيْهَا الْبَقَرَةُ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لاِبْرَاهِيْمَ فَقَالَ اَخْبَرَنِى عَبْدُ الرَّحْمٰنِ ابْنُ يَزِيْدَ اَنَّهُ كَانَ مَعَ عَبْدِ اللّٰهِ حِيْنَ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَاسْتَبْطَنَ الْوَدِىَ وَاسْتَعْرَضَهَا يَعْنِى الْجَمْرَةَ فَرَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ وَكَبَّرَ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ فَقُلْتُ اِنَّ اُنَاسًا يَصْعَدُوْنَ الْجَبَلَ فَقَالَ هٰهُنَا وَالَّذِىْ لاَ اِلٰهَ غَيْرُهُ رَأَيْتُ الَّذِىْ اُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ رَمَى *

৩০৭৫. ইয়াকূব ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - আ'মাশ (র) বর্ণনা করেন, আমি হাজ্জাজকে বলতে শুনেছি যে, তোমরা 'সূরা বাকারা'বলবে না। বরং তোমরা বলবে, এই সে সূরা যাতে বাকারা বা গাভীর উল্লেখ রয়েছে। আমি ইবরাহীমের নিকট একথা উল্লেখ করলে তিনি বলেন : আবদুর রহমান ইব্‌ন ইয়াযীদ (র) আমার নিকট

বর্ণনা করেছেন যে, তিনি আবদুল্লাহ্ (রা)-এর সঙ্গে ছিলেন, যখন তিনি জামরাতুল আকাবায় কংকর মারেন। তিনি বাতনে ওয়াদীতে (উপত্যকার নিচুতে) প্রবেশ করে তা অর্থাৎ জামরার বরাবর দাঁড়ান। এরপর সেখান থেকে সাতটি কংকর মারেন। আর তিনি প্রতিটি কংকর মারার সাথে তাকবীর বলেন। আমি বললাম : লোকেরা পাহাড়ে আরোহণ করে। তিনি বললেন : যে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নেই তাঁর শপথ ! যাঁর উপর সূরা বাকারা নাযিল হয়েছে, আমি তাঁকে এখান থেকেই মারতে দেখেছি।

٣٠٧٦. اَخْبَرَنِىْ مُحَمَّدُ ابْنُ اٰدَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحِيْمِ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ وَذَكَرَ اٰخَرُ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَمَى الْجَمْرَةَ بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ *

৩০৭৬. মুহাম্মাদ ইব্ন আদম (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জামরায় কংকর মারেন, দু'আঙ্গুলে ছুঁড়ে মারার মত ক্ষুদ্র কংকর।

٣٠٧٧. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَرْمِى الْجِمَارَ بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ *

৩০৭৭. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে আঙ্গুলে তুলে ছুঁড়ে মারার কংকরের ন্যায় কংকর মারতে দেখেছি।

عَدَدُ الْحَصَى الَّتِىْ يَرْمِىْ بِهَا الْجِمَارَ

জামরায় ছুঁড়ে মারার কংকরের সংখ্যা

٣٠٧٨. اَخْبَرَنِىْ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ هٰرُوْنَ قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ ابْنِ عَلِىِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ فَقُلْتُ اَخْبِرْنِىْ عَنْ حَجَّةِ النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَمَى الْجَمْرَةَ الَّتِى عِنْدَ الشَّجَرَةِ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ مِنْهَا حَصَى الْخَذْفِ رَمَى مِنْ بَطْنِ الْوَادِىْ ثُمَّ انْصَرَفَ اِلَى الْمَنْحَرِ فَنَحَرَ *

৩০৭৮. ইবরাহীম ইব্ন হারূন (র) - - - - হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললাম : আমাকে নবী ﷺ -এর হজ্জ সম্পর্কে অবহিত করুন। তিনি বললেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ গাছের নিকটের জামরায় সাতটি কংকর মারেন। তিনি এর প্রত্যেক কংকরের সাথে তাকবীর বলেন। তিনি কংকর মারেন বাতনে-ওয়াদী (নিচুস্থান) হতে। এরপর তিনি যবেহ করার স্থানে গমন করে যবাই করেন।

٣٠٧٩. اَخْبَرَنِىْ يَحْيَى بْنُ مُوْسَى الْبَلْخِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ اَبِىْ نُجَيْحٍ

قَالَ قَالَ مُجَاهِدٌ قَالَ سَعْدٌ رَجَعْنَا فِى الْحَجَّةِ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ وَبَعْضُنَا يَقُوْلُ رَمَيْتُ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ وَبَعْضُنَا يَقُوْلُ رَمَيْتُ بِسِتٍّ فَلَمْ يَعِبْ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ *

৩০৭৯. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মূসা বালাখী (র) - - - - সা'দ (রা) বলেন : আমরা নবী ﷺ -এর সঙ্গে হজ্জ হতে প্রত্যাবর্তন করছিলাম। আমাদেরকে কেউ বললেন : আমি সাতটি কংকর মেরেছি। আর কেউ কেউ বললেন : আমি ছয়টি (কংকর) মেরেছি। এ ব্যাপারে কেউ কারো প্রতি দোষারোপ করেন নি।

٣٠٨٠. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الاَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا مِجْلَزٍ يَقُوْلُ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ شَىْءٍ مِنْ اَمْرِ الْجِمَارِ فَقَالَ مَا اَدْرِىْ رَمَاهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِسِتٍّ اَوْ بِسَبْعٍ *

৩০৮০. মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল আলা (র) - - - - কাতাদা (র) বলেন : আমি আবূ মিজলাজকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি ইব্ন আব্বাস (রা)-কে জামরা সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ছয়টি কংকর মেরেছেন অথবা সাতটি মেরেছেন, তা আমার জানা নেই।

اَلتَّكْبِيْرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ

প্রতিটি কংকর মারার সময় তাকবীর বলা

٣٠٨١. اَخْبَرَنِى هٰرُوْنُ بْنُ اِسْحٰقَ الْهَمْدَانِىُّ الْكُوْفِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ اَخِيْهِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُنْتُ رِدْفَ النَّبِىِّ ﷺ فَلَمْ يَزَلْ يُلَبِّى حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَرَمَاهَابِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ *

৩০৮১. হারূন ইব্ন ইসহাক হামদানী আল কূফী (র) - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) তাঁর (ছোট) ভাই ফযল ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর পিছনে একই বাহনে সওয়ার ছিলাম, তিনি তালবিয়া পাঠ করতে থাকেন— জামরাতুল আকাবায় কংকর মারা পর্যন্ত। তিনি সাতটি কংকর মারেন এবং প্রতিবার কংকর মারার সময় তিনি তাকবীর বলেন।

قَطْعُ الْمُحْرِمِ التَّلْبِيَةَ اِذَا رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ

জামরাতুল আকাবায় কংকর মারার সময় মুহ্‌রিমের তালবিয়া পাঠ বন্ধ করে দেয়া

٣٠٨٢. اَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِىِّ عَنْ اَبِى الاَحْوَصِ عَنْ خُصَيْفٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ

قَالَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ كُنْتُ رِدْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَمَا زِلْتُ اَسْمَعُهُ يُلَبِّى حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَلَمَّا رَمَى قَطَعَ التَّلْبِيَةَ *

৩০৮২. হান্নাদ ইব্‌ন সারী (র) ---- ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : ফযল ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেছেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর পিছনে একই বাহনে সওয়ার ছিলাম। আমি সর্বদা তাঁকে তালবিয়া পাঠ করতে শুনি। জামরাতুল আকাবায় কংকর মারা পর্যন্ত। যখন তিনি কংকর মারেন (আরম্ভ করেন) তখন তালবিয়া পাঠ বন্ধ করেন।

٣٠٨٣. اَخْبَرَنَا هِلاَلُ بْنُ الْعَلاَءِ بْنِ هِلاَلٍ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا خُصَيْفٌ عَنْ مُجَاهِدٍ وَعَامِرٌ عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ الْفَضْلَ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ كَانَ رَدِيْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاَنَّهُ لَمْ يَزَلْ يُلَبِّى حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةَ *

৩০৮৩. হিলাল ইব্‌ন আলা ইব্‌ন হিলাল (র) ---- ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন : ফযল (রা) তাঁকে অবহিত করছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর পেছনে একই বাহনে সওয়ার ছিলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কংকর মারা পর্যন্ত তালবিয়া পাঠ করতে থাকেন ।

٣٠٨٤. اَخْبَرَنَا اَبُو عَاصِمٍ خُشَيْشُ بْنُ اَصْرَمَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَعْبَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اَعْيَنَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ الْجَزَرِىِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ اَنَّهُ كَانَ رَدِيْفَ النَّبِىِّ ﷺ فَلَمْ يَزَلْ يُلَبِّى حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ *

৩০৮৪. আবূ আসিম খুশায়শ ইব্‌ন আসরাম (র) ---- ফযল ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন : তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর পিছনে একই বাহনে সওয়ার ছিলেন, তিনি সর্বদা তালবিয়া পাঠ করছিলেন। আকাবায় কংকর মারা পর্যন্ত।

اَلدُّعَاءُ بَعْدَ رَمْىِ الْجِمَارِ

কংকর মারার পর দু'আ

٣٠٨٥. اَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيْمِ الْعَنْبَرِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ اَنْبَانَا يُوْنُسُ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ بَلَغَنَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ الَّتِى تَلِى الْمَنْحَرَ مَنْحَرَ مِنًى رَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ كُلَّمَا رَمَى بِحَصَاةٍ ثُمَّ تَقَدَّمَ اَمَامَهَا فَوَقَفَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ رَافِعًا يَدَيْهِ يَدْعُو يُطِيْلُ الْوُقُوْفَ ثُمَّ يَأْتِى الْجَمْرَةَ الثَّانِيَةَ فَيَرْمِيْهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ كُلَّمَا رَمَى بِحَصَاةٍ ثُمَّ يَنْحَدِرُ ذَاتَ الشِّمَالِ فَيَقِفُ مُسْتَقْبِلَ الْبَيْتِ رَافِعًا

يَدَيْهِ يَدْعُو ثُمَّ يَأْتِي الْجَمْرَةَ الَّتِي عِنْدَ الْعَقَبَةِ فَيَرْمِيهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ وَلاَ يَقِفُ عِنْدَهَا قَالَ الزُّهْرِيُّ سَمِعْتُ سَالِمًا يُحَدِّثُ بِهَذَا عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ *

৩০৮৫. আব্বাস ইব্‌ন আবদুল আজীম আম্বরী (র) - - - - যুহরী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমাদের নিকট (হাদীস) পৌঁছেছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন মিনার যবাই করার স্থানের নিকটস্থ জামরায় কংকর মারেন, তখন তাতে সাতটি কংকর মারেন। যখনই তিনি একটি কংকর মারেন, তখনই তাকবীর বলেন। তারপর তিনি এর সামনে অগ্রসর হন এবং পশ্চিমমুখী হয়ে দাঁড়ান এবং তাঁর দু'হাত উত্তোলন করে অনেকক্ষণ দু'আয় রত থাকেন। তারপর তিনি দ্বিতীয় জামরায় এসে তাতেও সাতটি কংকর মারেন এবং প্রতিটি কংকর মারার সময় তাকবীর বলেন। এরপর তিনি বাম দিকে কিছুটা সরে যান এবং কেবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে তাঁর দু'হাত উত্তোলন করে দু'আ করেন। এরপর তিনি আকাবার নিকটস্থ জামরায় আগমন করেন এবং এতেও তিনি সাতটি কংকর মারেন। কিন্তু এর নিকট তিনি দাঁড়ান নি। যুহরী (র) বলেন, আমি সালিম (র)-কে এই হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি তাঁর পিতার মাধ্যমে। আর তিনি নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন। আর ইব্‌ন উমর (রা) এরূপ আমল করতেন।

بَابُ مَا يَحِلُّ لِلْمُحْرِمِ بَعْدَ رَمْيِ الْجِمَارِ

অনুচ্ছেদ : কংকর মারার পর মুহ্‌রিমের জন্য যা হালাল হয়

٣٠٨٦. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنِ الْحَسَنِ الْعُرَنِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ فَقَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إِلاَّ النِّسَاءَ قِيلَ وَالطِّيبُ قَالَ أَمَّا أَنَا فَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَتَضَمَّخُ بِالْمِسْكِ أَفَطِيبٌ هُوَ *

৩০৮৬. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যখন কেউ জামরায় কংকর মারল, তখন তার জন্য স্ত্রী ব্যতীত সকল কিছুই হালাল হয়ে যায়। কেউ জিজ্ঞাসা করলেন : সুগন্ধিও ? তিনি বললেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে কস্তুরীর সুগন্ধি মাখাতে দেখেছি। তা কি সুগন্ধী নয় ?

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ الْجِهَادِ

অধ্যায় : জিহাদ

بَابُ وَجُوْبُ الْجِهَادِ

পরিচ্ছেদ : জিহাদ ওয়াজিব হওয়া

٣٠٨٧. اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَّمٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ الْاَزْرَقُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا اُخْرِجَ النَّبِىُّ ﷺ مِنْ مَكَّةَ قَالَ اَبُو بَكْرٍ اَخْرَجُوْا نَبِيَّهُمْ اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ لَيَهْلِكُنَّ فَنَزَلَتْ اُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقَاتَلُوْنَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَاِنَّ اللّٰهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرٌ فَعَرَفْتُ اَنَّهُ سَيَكُوْنُ قِتَالٌ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَهِىَ اَوَّلُ اٰيَةٍ نَزَلَتْ فِى الْقِتَالِ *

৩০৮৭. আবদুর রহমান ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন সাল্লাম (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে মক্কা হতে বহিষ্কার করা হলো, তখন আবূ বকর (রা) বললেন : তারা তাদের নবীকে বের করে দিল 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজিঊন' তারা নিশ্চয় ধ্বংস হবে, তখন নাযিল হলো : اُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقَاتَلُوْنَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوْا وَاِنَّ اللّٰهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرٌ 'যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হলো তাদের— যারা আক্রান্ত হয়েছে, কারণ তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে, আল্লাহ্ নিশ্চয়ই তাদের সাহায্য করতে সম্যক সক্ষম (২২ : ৩৯)। তখন আমি বুঝলাম, শীঘ্রই জিহাদ আরম্ভ হবে। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, জিহাদের ব্যাপারে এটিই প্রথম আয়াত।

٣٠٨٨. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِىِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيْقٍ قَالَ اَنْبَأَنَا اَبِى قَالَ اَنْبَأَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ وَاَصْحَابًا لَهُ اَتَوُا النَّبِىَّ ﷺ بِمَكَّةَ فَقَالُوا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا كُنَّا فِى عِزٍّ وَنَحْنُ مُشْرِكُوْنَ فَلَمَّا اٰمَنَّا صِرْنَا اَذِلَّةً فَقَالَ اِنِّى اُمِرْتُ بِالْعَفْوِ فَلاَ تُقَاتِلُوا فَلَمَّا حَوَّلَنَا اللّٰهُ

اِلَى الْمَدِيْنَةِ اَمَرَنَا بِالْقِتَالِ فَكَفُّوا فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ قِيْلَ لَهُمْ كُفُّوْا اَيْدِيَكُمْ وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ *

৩০৮৮. মুহাম্মাদ ইব্ন আলী ইব্ন হাসান ইব্ন শাকীক (র) ---- ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, আবদুর রহমান ইব্ন আউফ (রা) তার কয়েকজন বন্ধুসহ মক্কায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা মুশরিক অবস্থায় সম্মানিত ছিলাম এখন যখন আমরা ঈমান এনেছি অসম্মানিত হয়ে পড়লাম। তিনি বললেন : আমাকে ক্ষমা করার আদেশ করা হয়েছে, অতএব তোমরা যুদ্ধ করবে না। এরপর যখন আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের মদীনায় নিয়ে গেলেন, তখন আমাদেরকে জিহাদের নির্দেশ দিলেন। কিন্তু তারা জিহাদ থেকে বিরত থাকলেন। তখন আল্লাহ্ তা'আলা আয়াত নাযিল করলেন : اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ قِيْلَ لَهُمْ كُفُّوْا اَيْدِيَكُمْ وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ আপনি কি তাদের প্রতি লক্ষ করেন নি, যাদেরকে বলা হয়েছিল, তোমরা তোমাদের হস্ত সংবরণ কর, এবং সালাত কায়েম কর (৪ : ৭৭)।

٣٠٨٩. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الاَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ مَعْمَرًا عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ قُلْتُ عَنْ سَعِيْدٍ قَالَ نَعَمْ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ ح وَاَنْبَأَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو ابْنِ السَّرْحِ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لاَحْمَدَ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بُعِثْتُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ وَبَيْنَا اَنَا نَائِمٌ اُتِيْتُ بِمَفَاتِيْحِ خَزَائِنِ الاَرْضِ فَوُضِعَتْ فِى يَدَىَّ قَالَ اَبُو هُرَيْرَةَ فَذَهَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَنْتُمْ تَنْتَثِلُوْنَهَا *

৩০৮৯. মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল আলা, আহমদ ইব্ন আমর ইব্ন সারাহ ও হারিস ইব্ন মিসকীন (র) ---- আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেন : শব্দ কম কিন্তু অধিক অর্থবোধক বাক্যাবলীসহ আমি প্রেরিত হয়েছি। আর আমাকে ঐশী প্রভাব দ্বারা সাহায্য করা হয়েছে। আর এক সময় আমি ঘুমন্ত ছিলাম, তখন পার্থিব ধনাগারের চাবি আমাকে প্রদান করা হলো। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পৃথিবী থেকে চলে গেছেন, আর তোমরা সে সম্পদ আহরণ করে ভোগ করছো।

٣٠٩٠. اَخْبَرَنَا هرُوْنُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ نِزَارٍ قَالَ اَخْبَرَنِى الْقَاسِمُ بْنُ مَبْرُوْرٍ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِى سَلَمَةَ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَحْوَهُ *

৩০৯০. হারূন ইব্ন সাঈদ (র) ---- আবূ সালামা (র) কর্তৃক আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে অনুরূপ বলতে শুনেছি।

٣٠٩١. اَخْبَرَنَا كَثِيْرُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنِ الزُّبَيْدِىِّ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَاَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ

اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ بُعِثْتُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ وَبَيْنَا اَنَا نَائِمٌ اُتِيْتُ بِمَفَاتِيْحِ خَزَائِنِ الْاَرْضِ فَوُضِعَتْ فِى يَدِى فَقَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ فَقَدْ ذَهَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَنْتُمْ تَنْتَثِلُوْنَهَا *

৩০৯১. কাসীর ইব্‌ন উবায়দ (র) - - - - সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়্যাব এবং আবূ সালামা ইব্‌ন আবদুর রহমান (র) থেকে বর্ণিত যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেছেন; আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি : আমি শব্দ কম কিন্তু অধিক অর্থবোধক বাক্যাবলীসহ প্রেরিত হয়েছি। আর আমাকে ওহীর জ্ঞান দ্বারা সাহায্য করা হয়েছে, আর আমি নিদ্রাবস্থায় ছিলাম, এমন সময় আমার হাতে পৃথিবীর ধনাগারের চাবি দান করা হয়েছে। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ চলে গেছেন, আর তোমরা সে সম্পদ আহরণ করে ভোগ করছো।

٣٠٩٢. اَخْبَرَنَا يُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلَى وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِى يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِى سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اُمِرْتُ اَنْ اُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُوْلُوا لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ فَمَنْ قَالَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ عَصَمَ مِنِّى مَالَهُ وَنَفْسَهُ اِلَّا بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللّٰهِ *

৩০৯২. ইউনুস ইব্‌ন আবদুল আলা ও হারিস ইব্‌ন মিসকীন (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' (আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই) এ (তাওহীদ বাক্য) যতক্ষণ না বলবে, ততক্ষণ পর্যন্ত লোকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তাই যে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' বলবে আমার পক্ষ থেকে সে তার সম্পদ ও প্রাণের নিরাপত্তা লাভ করবে, তবে ইসলামের হক ব্যতীত আর এর হিসাব আল্লাহ্‌র নিকট।

٣٠٩٣. اَخْبَرَنَا كَثِيْرُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَرْبٍ عَنِ الزُّبَيْدِىِّ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا تُوُفِّىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاسْتُخْلِفَ اَبُو بَكْرٍ وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ قَالَ عُمَرُ يَا اَبَا بَكْرٍ كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُمِرْتُ اَنْ اُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُوْلُوا لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ فَمَنْ قَالَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ عَصَمَ مِنِّى نَفْسَهُ وَمَالَهُ اِلَّا بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللّٰهِ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ وَاللّٰهِ لَاُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ فَاِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ وَاللّٰهِ لَوْ مَنَعُوْنِى عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّوْنَهَا اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا فَوَاللّٰهِ مَاهُوَ اِلَّا اَنْ رَاَيْتُ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ اَبِى بَكْرٍ لِلْقِتَالِ وَعَرَفْتُ اَنَّهُ الْحَقُّ *

৩০৯৩. কাসীর ইব্‌ন উবায়দ (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর ওফাত হলো এবং আবূ বকর (রা)-কে খলীফা নিযুক্ত করা হলো, তখন আরবের কিছু লোক কাফির হয়ে গেল। উমর (রা) তাঁকে বললেন : হে আবূ বকর! আপনি কিরূপে এমন লোকদের সাথে যুদ্ধ করবেন অথচ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন : যতক্ষণ লোকেরা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' না বলবে, ততক্ষণ তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আদিষ্ট হয়েছি। তারপর যে ব্যক্তি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' বলবে,সে আমার পক্ষ হতে তার জান-মালের নিরাপত্তা লাভ করবে। তবে ইসলামী বিধানে কারো জান-মাল হালাল হলে-তা স্বতন্ত্র ব্যাপার। আর আল্লাহ্‌র কাছেই এর হিসাব। আবূ বকর (রা) বললেন : আল্লাহ্‌র শপথ! আমি সে ব্যক্তির সাথে যুদ্ধ করব, যে ব্যক্তি সালাত এবং যাকাতের মধ্যে পার্থক্য করবে। কেননা, যাকাত মালের হক। আল্লাহ্‌র শপথ! যদি তারা আমাকে একটি বকরীর বাচ্চা দিতেও অসম্মত হয়, যা তারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে দিত; তাহ্‌লে তাদের এ অসম্মতির জন্য আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব। আল্লাহ্‌র শপথ! এ আর কিছু না, বরং আমি বুঝলাম যে, আল্লাহ্ তা'আলা আবূ বকরের অন্তর যুদ্ধের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। আমি অনুধাবন করলাম যে, তাঁর ফয়সালাই সঠিক।

٣٠٩٤. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُغِيرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ ابْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعَيْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ ح وَأَنْبَأَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ شُعَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ بَعْدَهُ وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَا أَبَا بَكْرٍ كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ فَمَنْ قَالَ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلاَّ بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللّٰهِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَاللّٰهِ لأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ وَاللّٰهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا قَالَ عُمَرُ فَوَاللّٰهِ مَا هُوَ إِلاَّ أَنْ رَأَيْتُ أَنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ وَاللَّفْظُ لأَحْمَدَ *

৩০৯৪. আহমাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুগীরা ও কাছীর ইব্‌ন উবায়দ (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর ওফাত হলো, তাঁর পর খলীফা হলেন আবূ বকর (রা)। আরবের কেউ কেউ কাফির হয়ে গেল। তখন উমর (রা) বললেন : হে আবূ বকর! আপনি কিরূপে এ সকল লোকের সাথে যুদ্ধ করবেন, অথচ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, লোকেরা যতক্ষণ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' না বলবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ? আর যখন তারা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' বললো, তখন তারা আমার পক্ষ হতে তাদের জান-মালের নিরাপত্তা লাভ করলো। তবে ইসলামের হক ব্যতীত, আর এর মীমাংসা আল্লাহ্‌র কাছে ? আবূ বকর (রা) বললেন : যে ব্যক্তি সালাত এবং যাকাতের মধ্যে পার্থক্য করবে, আমি তার সাথে নিশ্চয়ই যুদ্ধ করব। কেননা, যাকাত মালের হক। আল্লাহ্‌র শপথ! তারা যে বকরীর বাচ্চা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর

সময় যাকাত হিসেবে আদায় করতো, যদি তা আমাকে না দেয়, তবে তা না দেওয়ার অপরাধে আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব। উমর (রা) বলেন : আল্লাহ্‌র শপথ! এ আর কিছু নয়, বরং আমি অনুধাবন করলাম যে, আল্লাহ্ তা'আলা আবূ বকরের অন্তর যুদ্ধের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। আমি বুঝতে পারলাম, এটাই সত্য। এ বর্ণনায় শব্দ, ভাষা আহমাদ (র)-এর।

٣٠٩٥. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ قَالَ حَدَّثَنِى شُعَيْبُ بْنُ اَبِى حَمْزَةَ وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ وَذَكَرَ اٰخَرَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا جَمَعَ اَبُو بَكْرٍ لِقِتَالِهِمْ فَقَالَ عُمَرُ يَا اَبَا بَكْرٍ كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُمِرْتُ اَنْ اُقَاتِلَ النَّاسَ حَتّٰى يَقُوْلُوا لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ فَاِذَا قَالُوْاهَا عَصَمُوا مِنِّى دِمَاءَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ اِلاَّ بِحَقِّهَا قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ لاُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ وَاللّٰهِ لَوْ مَنَعُوْنِى عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّوْنَهَا اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا قَالَ عُمَرُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَوَاللّٰهِ مَاهُوَ اِلاَّ اَنْ رَاَيْتُ اَنَّ اللّٰهَ تَعَالَى قَدْ شَرَحَ صَدْرَ اَبِى بَكْرٍ لِقِتَالِهِمْ فَعَرَفْتُ اَنَّهُ الْحَقُّ *

৩০৯৫. আহমাদ ইব্‌ন সুলায়মান (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন আবূ বকর (রা) যাকাত দিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন, তখন উমর (রা) বললেন : হে আবূ বকর! আপনি লোকের সাথে কিরূপে যুদ্ধে লিপ্ত হবেন, অথচ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যতক্ষণ লোকেরা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' না বলবে, ততক্ষণ আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আদিষ্ট হয়েছি। যখন তারা তা বলবে, তখন তারা আমার পক্ষ হতে তাদের জান-মালের নিরাপত্তা লাভ করবে। তবে ইসলামের হক ব্যতীত। আবূ বকর (রা) বললেন : যে ব্যক্তি সালাত এবং যাকাতের মধ্যে পার্থক্য করবে, আমি তার নিশ্চয়ই তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব। আল্লাহ্‌র শপথ! তারা যে বক্‌রীর বাচ্চা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে দিত, তা আমাকে দিতে অস্বীকার করলে তাদের এই না দেওয়ার কারণে আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব। উমর (রা) বলেন : এ আর কিছু নয়, বরং আমি বুঝলাম যে, আল্লাহ্ তা'আলা আবূ বকরের অন্তর যুদ্ধের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছেন, এটাই সঠিক।

٣٠٩٦. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ اَبُو الْعَوَّامِ الْقَطَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا تُوُفِّىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ارْتَدَّتِ الْعَرَبُ قَالَ عُمَرُ يَا اَبَا بَكْرٍ كَيْفَ تُقَاتِلُ الْعَرَبَ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اِنَّمَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُمِرْتُ اَنْ اُقَاتِلَ النَّاسَ حَتّٰى يَشْهَدُوا اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنِّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَيُقِيْمُوْا الصَّلاَةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَاللّٰهِ لَوْ مَنَعُوْنِى عَنَاقًا مِمَّا كَانُوا يُعْطُوْنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ

ﷺ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَيْهِ قَالَ عُمَرُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَلَمَّا رَأَيْتُ رَأْىَ اَبِى بَكْرٍ قَدْ شُرِحَ عَلِمْتُ اَنَّهُ الْحَقُّ قَالَ اَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عِمْرَانُ الْقَطَّانُ لَيْسَ بِالْقَوِىِّ فِى الْحَدِيْثِ وَهٰذَا الْحَدِيْثُ خَطَاً وَالَّذِى قَبْلَهُ الصَّوَابُ حَدِيْثُ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ *

৩০৯৬. মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) - - - - আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর ওফাত হলে আরবের কতিপয় লোক মুরতাদ হয়ে গেল। উমর (রা) বললেন : হে আবূ বকর! আপনি কিরূপে আরবের লোকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন? আবূ বকর (রা) বললেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : 'আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই এবং আমি আল্লাহ্‌র রাসূল' এ কথার সাক্ষ্য দেওয়া পর্যন্ত এবং সালাত কায়েম করা ও যাকাত আদায় করা' পর্যন্ত আমি লোকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আদিষ্ট হয়েছি। আল্লাহ্‌র শপথ! তারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে যা প্রদান করতো, তা থেকে একটি বক্‌রীর বাচ্চা দান করতে যদি অস্বীকার করে, তবে আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব। উমর (রা) বলেন : তখন আমি আবূ বকরের অভিমত উপলব্ধি করলাম, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর অন্তর উন্মুক্ত করেছেন। আমি বুঝতে পারলাম, তাঁর অভিমতই সঠিক।

আবূ আবদুর রহমান (র) বলেন, হাদীস বর্ণনাকারী ইমরান আল-কাত্তান (র) -এর এ বর্ণনায় ভুল আছে, তিনি রাবী হিসেবে শক্তিশালী নন। এর আগে বর্ণিত যুহ্‌রী (র) উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন উতবা (র) থেকে, তিনি আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসটি বিশুদ্ধ। যাতে রয়েছে شُرِحَ -এর স্থলে شَرَحَ ।

٣٠٩٧. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُغِيْرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ عَنْ شُعَيْبٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ ح وَاَخْبَرَنِىْ عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ كَثِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِى قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ حَدَّثَنِىْ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اُمِرْتُ اَنْ اُقَاتِلَ النَّاسَ حَتّٰى يَقُوْلُوْا لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ فَمَنْ قَالَهَا فَقَدْ عَصَمَ مِنِّى نَفْسَهُ وَمَالَهُ اِلاَّ بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللّٰهِ *

৩০৯৭. আহমাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুগীরা (র) ও আমর ইব্‌ন উসমান ইব্‌ন সাঈদ ইব্‌ন কাসীর (র) - - - - সাঈদ ইব্‌ন মুসায়্যাব (রা) বর্ণনা করেন, আবূ হুরায়রা (রা) তাকে সংবাদ দিয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : লোকেরা যতক্ষণ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' না বলবে, ততক্ষণ আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আদিষ্ট হয়েছি। যে ব্যক্তি তা বললো, সে আমার পক্ষ হতে তার জান-মালের নিরাপত্তা লাভ করলো। তবে ইসলামের হক ব্যতীত। তার হিসাব আল্লাহ্‌র কাছে।

٣٠٩٨. اَخْبَرَنَا هَرُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ ابْنِ اِبْرَاهِيْمَ قَالاَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ قَالَ اَنْبَاَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ جَاهِدُوا الْمُشْرِكِيْنَ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ وَاَلْسِنَتِكُمْ *

৩০৯৮. হারূন ইব্ন আবদুল্লাহ্ ও মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমাঈল ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - - আনাস (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন : তোমরা জিহাদ কর মুশরিকদের বিরুদ্ধে তোমাদের মাল, তোমাদের হাত, এবং তোমাদের জিহ্বা দ্বারা।

اَلتَّشْدِيْدُ فِى تَرْكِ الْجِهَادِ
জিহাদ বর্জনে কঠোর সতর্ক বাণী

٣٠٩٩. اَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيْمِ قَالَ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ اَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ اَنْبَأَنَا وُهَيْبٌ يَعْنِى ابْنَ الْوَرْدِ قَالَ اَخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ سُمَىٍّ عَنْ اَبِى صَالِحٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ نَفْسَهُ بِغَزْوٍ مَاتَ عَلَى شُعْبَةِ نِفَاقٍ *

৩০৯৯. আবদা ইব্ন আবদুর রহীম (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি জিহাদ না করে মারা গেল বা তার মনে যুদ্ধের বাসনা জাগলো না, তার মৃত্যু হলো নিফাকের একটি অংশ (জিহাদ বিমুখ হওয়া)-এর উপর।

اَلرُّخْصَةُ فِى التَّخَلُّفِ عَنِ السَّرِيَّةِ
যুদ্ধে শরীক না হওয়ার অনুমতি

٣١٠٠. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الْوَزِيْرِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنِ ابْنِ عُفَيْرٍ عَنِ اللَّيْثِ عَنِ ابْنِ مُسَافِرٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَسَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَوْلاَ اَنَّ رِجَالاً مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ لاَتَطِيْبُ اَنْفُسُهُمْ اَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنِّى وَلاَ اَجِدُ مَا اَحْمِلُهُمْ عَلَيْهِ مَاتَخَلَّفْتُ عَنْ سَرِيَّةٍ تَغْزُو فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَوَدِدْتُ اَنِّى اُقْتَلُ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ اُحْيَا ثُمَّ اُقْتَلُ ثُمَّ اُحْيَا ثُمَّ اُقْتَلُ ثُمَّ اُحْيَا ثُمَّ اُقْتَلُ *

৩১০০. আহমাদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ওয়াযীর ইব্ন সুলায়মান (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি : সে সত্তার শপথ! যাঁর হাতে আমার প্রাণ, 'যদি মু'মিনদের মধ্য হতে এমন কিছু সংখ্যক লোক না থাকতো-যাদের মন চায় না আমার সঙ্গে যুদ্ধে শরীক হওয়া থেকে বিরত থাকুক, অথচ আমি তাদেরকে সওয়ারী দেওয়ার মত কিছু পাই না; তাহলে আমি এমন কোন যুদ্ধ হতে বিরত থাকতাম না, যা আল্লাহ্র রাস্তায় সংঘটিত হয়। যাঁর হাতে আমার প্রাণ, তাঁর শপথ! আমার ইচ্ছা হয়, আমি আল্লাহ্র রাস্তায় শহীদ হই, আবার আমাকে জীবিত করা হয়; আবার শহীদ হই, আবার আমাকে জীবিত করা হয়, আবার শহীদ হই, আবার আমাকে জীবিত করা হয়, আবার শহীদ হই, আবার আমাকে জীবিত করা হয়, আবার শহীদ হই।

فَضْلُ الْمُجَاهِدِيْنَ عَلَى الْقَاعِدِيْنَ

যারা ঘরে বসে থাকে (সঙ্গত কারণ না থাকা সত্ত্বেও জিহাদ থেকে বিরত থাকে) তাদের উপর জিহাদে অংশগ্রহণকারীদের ফযীলত

٣١٠١. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُبْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بَزِيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرٌ يَعْنِى ابْنَ الْمُفَضَّلِ قَالَ اَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ اِسْحٰقَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ رَأَيْتُ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ جَالِسًا فَجِئْتُ حَتّٰى جَلَسْتُ اِلَيْهِ فَحَدَّثَنَا اَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ حَدَّثَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اُنْزِلَ عَلَيْهِ لَايَسْتَوِى الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُجَاهِدُوْنَ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ فَجَاءَ ابْنُ اُمِّ مَكْتُوْمٍ وَهُوَ يُمِلُّهَا عَلَىَّ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ لَوْ اَسْتَطِيْعُ الْجِهَادَ لَجَاهَدْتُ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ وَفَخِذُهُ عَلٰى فَخِذِى فَثَقُلَتْ عَلَىَّ حَتّٰى ظَنَنْتُ اَنْ سَتُرَضُّ فَخِذِى ثُمَّ سُرِّىَ عَنْهُ غَيْرُ اُوْلِى الضَّرَرِ قَالَ اَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اِسْحٰقَ هٰذَا لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اِسْحٰقَ يَرْوِى عَنْهُ عَلِىُّ بْنُ مُسْهِرٍ وَاَبُو مُعَاوِيَةَ وَعَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَعْدٍ لَيْسَ بِثِقَةٍ *

৩১০১. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন বযী' (র) - - - - সাহ্‌ল ইব্‌ন সা'দ (র) বলেন, আমি মারওয়ান ইব্‌ন হাকাম (র) -কে দেখলাম তিনি বসে আছেন। আমিও তার নিকট গিয়ে বসে পড়লাম। তিনি বর্ণনা করলেন যে, যায়দ ইব্‌ন সাবিত (রা) বর্ণনা করেছেন যে, যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর উপর নাযিল হলেন : لَايَسْتَوِى الْقَاعِدُوْنَ ..... الآيَة "মু'মিনদের মধ্যে যারা ঘরে বসে থাকে, তারা এবং যারা আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ করে, তারা সমান নয়।"(৪ : ৯৫) ইতোমধ্যে ইব্‌ন উম্মু মাক্‌তুম (রা) আগমন করলেন। তিনি তা লিখে নেওয়ার উদ্দেশ্য আমাকে পড়ে শুনালেন। তিনি বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! যদি আমার জিহাদ করার শক্তি থাকতো, তাহলে আমিও জিহাদ করতাম। তখন আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন : غَيْرُ اُوْلِى الضَّرَرِ "অসুস্থগণ ব্যতীত"। আর তখন তাঁর উরু আমার উরুর উপর ছিল, তা আমার উপর ভারী লাগছিল। মনে হলো আমার উরু ভেঙ্গে যাবে। এরপর তাঁর এ অবস্থা থেকে অবমুক্ত হলো।

আবদুর রহমান (র) বলেন, এ আবদুর রহমান ইব্‌ন ইসহাকের ব্যাপারে আপত্তি নেই, আবদুর রহমান ইব্‌ন ইসহাক হতে আলী ইব্‌ন মুসহির ও আবূ মু'আবিয়া হাদীস বর্ণনা করেছেন। আর আবদুল ওয়াহিদ ইব্‌ন যিয়াদ (র) যে নু'মান ইব্‌ন সা'দ (র) হতে বর্ণনা করেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন।

٣١٠٢. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِى اَبِى عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِى سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ رَأَيْتُ مَرْوَانَ جَالِسًا فِى الْمَسْجِدِ فَاَقْبَلْتُ حَتّٰى جَلَسْتُ اِلٰى جَنْبِهِ فَاَخْبَرَنَا اَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَمْلٰى عَلَيْهِ لَايَسْتَوِى الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُجَاهِدُوْنَ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ قَالَ

فَجَاءَهُ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ وَهُوَ يُمِلُّهَا عَلَيَّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ لَوْ أَسْتَطِيعُ الْجِهَادَ لَجَاهَدْتُ وَكَانَ رَجُلًا أَعْمَى فَأَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَى رَسُولِهِ ﷺ وَفَخِذُهُ عَلَى فَخِذِي حَتَّى هَمَّتْ تَرُضُّ فَخِذِي ثُمَّ سُرِّيَ عَنْهُ فَأَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ *

৩১০২. মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র) - - - - সাহ্ল ইব্ন সা'দ (র) বলেন, আমি মারওয়ান (র)-কে মসজিদে উপবিষ্ট দেখলাম, আমি অগ্রসর হয়ে তাঁর পাশে বসে পড়লাম। তিনি আমাদের কাছে বর্ণনা করলেন যে, যায়দ ইব্ন সাবিত (রা) তাঁর কাছে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে লিখে নেওয়ার জন্য পড়ে শুনাচ্ছিলেন : لَايَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ তিনি বললেন, তারপর তাঁর নিকট ইব্ন উম্মু মাকতূম (রা) আগমন করলেন, তখনও তিনি আমাকে লেখাচ্ছিলেন। তিনি (ইব্ন উম্মু মাকতূম) বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! যদি আমার জিহাদ করার ক্ষমতা থাকতো, তাহলে আমিও জিহাদ করতাম। তিনি ছিলেন একজন অন্ধ ব্যক্তি। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রাসূল -এর উপর (ওয়াহী) অবতীর্ণ করলেন, তখন তাঁর উরু ছিল আমার উরুর উপর, এমনকি আমার উরু ভেঙ্গে যাওয়ার উপক্রম হলো। এরপর তাঁর উপর হতে ওহীর প্রভাব কেটে গেল। আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন : غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ "অপারগ ব্যক্তি ব্যতীত"।

٣١٠٣. أَخْبَرَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ عَنِ الْبَرَاءِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ثُمَّ ذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا قَالَ ائْتُونِي بِالْكَتِفِ وَاللَّوْحِ فَكَتَبَ لَايَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَعَمْرُو بْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ خَلْفَهُ فَقَالَ هَلْ لِي رُخْصَةٌ فَنَزَلَتْ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ *

৩১০৩. নসর ইব্ন আলী (র) - - - - বারা (রা) হতে বর্ণিত, এরপর তিনি এমন একটি বাক্য বললেন, (রাবী বলেন,) যার অর্থ আমার নিকট হাড় (কলম) এবং তখতী আনয়ন কর। এরপর তিনি লিখলেন : لَايَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ অর্থাৎ 'মু'মিন, যারা বসে থাকে, তারা সমান নয় . . . .। আর তখন আমর ইব্ন উম্মু মাকতূম (রা) তাঁর পেছনে ছিলেন। তিনি বললেন : আমার জন্য কি অব্যাহতি রয়েছে ? তখন অবতীর্ণ হলেন : غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ অর্থাৎ অপারগ ব্যক্তি ব্যতীত।

٣١٠٤. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ لَايَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ جَاءَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ وَكَانَ أَعْمَى فَقَالَ يَارَسُولَ اللّٰهِ فَكَيْفَ فِيَّ وَأَنَا أَعْمَى قَالَ فَمَا بَرِحَ حَتَّى نَزَلَتْ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ *

৩১০৪. মুহাম্মাদ ইব্ন উবায়দ (র) - - - - বারা (রা) বলেন, যখন : لَايَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ এ আয়াত নাযিল হলো, তখন ইব্ন উম্মু মাকতূম আগমন করলেন। তিনি ছিলেন অন্ধ। তিনি বললেন : ইয়া

রাসূলাল্লাহ্ ! আমার উপর কিভাবে (এই আয়াত) প্রযোজ্য হবে অথচ আমি অন্ধ ? বর্ণনাকারী বলেন : অল্পক্ষণ পরেই অবতীর্ণ হলেন : غَيْرُ أُوْلِى الضَّرَرِ

اَلرُّخْصَةُ فِى التَّخَلُّفِ لِمَنْ لَهُ وَالِدَانِ

যার পিতামাতা জীবিত তার জন্য জিহাদে না যাওয়ার অনুমতি

٣١٠٥. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ سُفْيَانَ وَشُعْبَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا حَبِيْبُ بْنُ اَبِى ثَابِتٍ عَنْ اَبِى الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَسْتَأْذِنُهُ فِى الْجِهَادِ فَقَالَ اَحَىٌّ وَالِدَاكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَفِيْهِمَا فَجَاهِدْ *

৩১০৫. মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুসান্না (র) - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর খিদমতে এসে জিহাদে যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করলে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : তোমার পিতামাতা জীবিত আছে কি ? সে ব্যক্তি বললেন : হ্যাঁ। তিনি বললেন : তুমি তাঁদের জন্য (সেবায় সব সময় রত থাকার) জিহাদ কর।

اَلرُّخْصَةُ فِى التَّخَلُّفِ لِمَنْ لَهُ وَالِدَةٌ

যার মাতা জীবিত তার জন্য জিহাদে শরীক না হওয়ার অনুমতি

٣١٠٦. اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ الْوَرَّاقُ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِى مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْهِ طَلْحَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ جَاهِمَةَ السَّلَمِىِّ اَنَّ جَاهِمَةَ جَاءَ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَرَدْتُ اَنْ اَغْزُوَ وَقَدْ جِئْتُ سْتَشِيْرُكَ فَقَالَ هَلْ لَكَ مِنْ اُمٍّ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَالْزَمْهَا فَاِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلَيْهَا *

৩১০৬. আবদুল ওয়াহ্হাব ইব্‌ন আবদুল হাকাম ওয়াররাক (র) - - - - মুআবিয়া ইব্‌ন জাহিমা সালামী (র) বলেন, আমার পিতা জাহিমা (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর খিদমতে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমি যুদ্ধে যাওয়ার ইচ্ছা করেছি। এখন আপনার নিকট পরামর্শ জিজ্ঞাসা করতে এসেছি। তিনি বললেন : তোমার মা আছেন কি ? সে বললো : হ্যাঁ। তিনি বললেন : তাঁর খিদমতে লেগে থাক। কেননা, জান্নাত তাঁর দু'পায়ের নিচে।

فَضْلُ مَنْ يُجَاهِدُ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ

আল্লাহ্র পথে জান-মাল দিয়ে জিহাদকারীর ফযীলত

٣١٠٧. اَخْبَرَنَا كَثِيْرُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ عَنِ الزُّبَيْدِىِّ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ اَبِى سَعِيْدِ اَلْخُدْرِىِّ اَنَّ رَجُلاً اَتَى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَىُّ النَّاسِ اَفْضَلُ

قَالَ مَنْ جَاهَدَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ قَالَ ثُمَّ مَنْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ ثُمَّ مُؤْمِنٌ فِى شِعْبٍ مِنَ الشِّعَابِ يَتَّقِى اللّٰهَ وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ *

৩১০৭. কাসীর ইব্‌ন উবায়দ (র) ---- আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর খিদমতে এসে বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! কোন্ ব্যক্তি উত্তম? তিনি বললেন : যে নিজের জান ও মাল দিয়ে আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করে। সে ব্যক্তি বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তারপর কোন্ ব্যক্তি? তিনি বললেন : সে মু'মিন ব্যক্তি, যে পর্বতের উপত্যকাসমূহের কোন উপত্যকায় বসবাস করে এবং আল্লাহ্‌কে ভয় করে এবং নিজের অনিষ্ট থেকে লোকদের রক্ষা করে।

فَضْلُ مَنْ عَمِلَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ عَلَى قَدَمِهِ

যে পায়ে হেঁটে (পদব্রজে) আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ করে–তার ফযীলত

٣١٠٨. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِى حَبِيْبٍ عَنْ اَبِى الْخَيْرِ عَنْ اَبِى الْخَطَّابِ عَنْ اَبِى سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَامَ تَبُوْكَ يَخْطُبُ النَّاسَ وَهُوَ مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ اِلَى رَاحِلَتِهِ فَقَالَ اَلاَ اُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ النَّاسِ وَشَرِّ النَّاسِ اِنَّ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ رَجُلاً عَمِلَ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ عَلَى ظَهْرِ فَرَسِهِ اَوْ عَلَى ظَهْرِ بَعِيْرِهِ اَوْ عَلَى قَدَمِهِ حَتَّى يَاْتِيَهُ الْمَوْتُ وَاِنَّ مِنْ شَرِّ النَّاسِ فَاجِرًا يَقْرَأُ كِتَابَ اللّٰهِ لاَيَرْعَوِىْ اِلَى شَىْءٍ مِنْهُ *

৩১০৮. কুতায়বা (র) ---- আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : তাবূক যুদ্ধের সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ লোকদের উদ্দেশ্যে খুতবা দিচ্ছিলেন, তখন তিনি তাঁর সওয়ারীতে হেলান দিয়ে বসে ছিলেন। তিনি বললেন : আমি কি তোমাদেরকে উত্তম ও অধম ব্যক্তির সংবাদ দেব না? লোকের মধ্যে সে ব্যক্তি উত্তম, যে ব্যক্তি আমৃত্যু আল্লাহ্‌র রাস্তায় কাজ করে, ঘোড়ার পিঠে আরোহণ করে অথবা তার উটের পৃষ্ঠে থেকে অথবা পদব্রজে। আর নিকৃষ্ট পাপাচারী ব্যক্তি, যে আল্লাহ্‌র কিতাব তিলাওয়াত করে, কিন্তু পাপের কাজে কোন পরোয়া করে না।

٣١٠٩. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عِيْسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ لاَ يَبْكِى اَحَدٌ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ فَتَطْعَمَهُ النَّارُ حَتَّى يَرُدَّ اللَّبَنُ فِى الضَّرْعِ وَلاَ يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ فِى مَنْخَرَىْ مُسْلِمٍ اَبَدًا *

৩১০৯. আহমাদ ইব্‌ন সুলায়মান (র) ---- আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যে কোন ব্যক্তি আল্লাহ্‌র ভয়ে ক্রন্দন করবে, তাকে জাহান্নামের আগুন ভক্ষণ করবে না; যতক্ষণ না দুধ স্তনে পুন: প্রবেশ করবে। আর কখনও আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদের ধূলা এবং জাহান্নামের ধোঁয়া একজন মু'মিনের নাকের ছিদ্রে একত্রিত হবে না।

٣١١٠. اَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِىِّ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنِ الْمَسْعُوْدِىِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عِيْسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لاَ يَلِجُ النَّارَ رَجُلٌ بَكَى مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ تَعَالَى حَتَّى يَعُوْدَ اللَّبَنُ فِى الضَّرْعِ وَلاَ يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ وَدُخَانُ نَارِ جَهَنَّمَ *

৩১১০. হান্নান ইব্‌ন সারি (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র ভয়ে ক্রন্দন করেছে, সে ব্যক্তি জাহান্নামে প্রবেশ করবে না, যে পর্যন্ত না দুধ স্তনে পুন: প্রবেশ করবে। আর আল্লাহ্‌র রাস্তায় ধূলা এবং জাহান্নামের আগুনের ধোঁয়া একত্রিত হবে না।

٣١١١. اَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ يَجْتَمِعَانِ فِى النَّارِ مُسْلِمٌ قَتَلَ كَافِرًا ثُمَّ سَدَّدَ وَقَارَبَ وَلاَ يَجْتَمِعَانِ فِى جَوْفِ مُؤْمِنٍ غُبَارٌ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ وَفَيْحُ جَهَنَّمَ وَلاَ يَجْتَمِعَانِ فِى قَلْبِ عَبْدٍ اَلْاِيْمَانُ وَالْحَسَدُ *

৩১১১. ঈসা ইব্‌ন হাম্মাদ (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : জাহান্নামে একত্রিত হবে না সে মুসলমান যে কোন কাফিরকে হত্যা করেছে, এরপর সঠিক ও সরল পথে দৃঢ় রয়েছে। আর কোন মু'মিনের পেটে আল্লাহ্‌র রাস্তার ধূলা এবং জাহান্নামের (আগুনের) শিখা একত্রিত হবে না। আর (আল্লাহ্‌র) বান্দার অন্তরে ঈমান ও হিংসা একত্রিত হবে না।

٣١١٢. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ اَبِى يَزِيْدَ عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ اللَّجْلاَجِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَيَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ فِى جَوْفِ عَبْدٍ اَبَدًا وَلاَ يَجْتَمِعُ الشُّحُّ وَالْاِيْمَانُ فِى قَلْبِ عَبْدٍ اَبَدًا *

৩১১২. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : কোন ব্যক্তির পেটে কখনো আল্লাহ্‌র রাস্তার ধূলা এবং জাহান্নামের (আগুনের) ধোঁয়া একত্রিত হবে না। আর কখনো কোন বান্দার অন্তরে ঈমান ও কৃপণতা একত্রিত হবে না।

٣١١٣. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ ابْنُ مَهْدِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ اَبِى صَالِحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ خَالِدِ ابْنِ اللَّجْلاَجِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لاَيَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ فِى وَجْهِ رَجُلٍ اَبَدًا وَلاَ يَجْتَمِعُ الشُّحُّ وَالْاِيْمَانُ فِى قَلْبِ عَبْدٍ اَبَدًا *

৩১১৩. আমর ইব্ন আলী (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন : কোন বান্দার চেহারায় আল্লাহ্র রাস্তার ধূলা এবং জাহান্নামের ধোঁয়া একত্রিত হবে না। আর কোন বান্দার অন্তরে ঈমান ও কৃপণতা একত্রিত হবে না।

٣١١٤. أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَنْصُوْرُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أَبِي يَزِيْدَ عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ اللَّجْلاَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ فِي جَوْفِ عَبْدٍ وَلاَ يَجْتَمِعُ الشُّحُّ وَالْإِيْمَانُ فِي جَوْفِ عَبْدٍ *

৩১১৪. মুহাম্মাদ ইব্ন আমির (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ্র রাস্তার ধূলা এবং জাহান্নামের ধোঁয়া কোন মুসলমানের উদরে একত্রিত হবে না। আর কৃপণতা ও ঈমান কোন বান্দার উদরে (অন্তরে) একত্রিত হবে না।

٣١١٥. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَرْعَرَةُ ابْنُ الْبِرِنْدِ وَابْنُ أَبِي عَدِيٍّ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أَبِي يَزِيْدَ عَنْ حُصَيْنِ ابْنِ اللَّجْلاَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ فِي مَنْخَرَيْ مُسْلِمٍ أَبَدًا *

৩১১৫. আমর ইব্ন আলী (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : মহান মহিয়ান আল্লাহ্র রাস্তার ধূলা এবং জাহান্নামের ধোঁয়া কোন মুসলমানের নাকের ছিদ্রে একত্রিত হবে না।

٣١١٦. أَخْبَرَنِي شُعَيْبُ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَرُوْنَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أَبِي يَزِيْدَ عَنْ حُصَيْنِ ابْنِ اللَّجْلاَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ فِي مَنْخَرَيْ مُسْلِمٍ وَلاَ يَجْتَمِعُ الشُّحُّ وَالْإِيْمَانُ فِي قَلْبِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ *

৩১১৬. শুআয়ব ইব্ন ইউসুফ (র) - - - - হুসায়ন ইব্ন লাজলাজ (র) সূত্রে আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : কোন মুসলমানের নাকের ছিদ্রে আল্লাহ্র রাস্তার ধূলা এবং জাহান্নামের ধোঁয়া একত্রিত হবে না। আর কোন মুসলমানের অন্তরে (আল্লাহ্র প্রতি) ঈমান ও কৃপণতা একত্রিত হবে না।

٣١١٧. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنْ شُعَيْبٍ عَنِ اللَّيْثِ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أَبِي يَزِيْدَ عَنْ أَبِي الْعَلاَءِ بْنِ اللَّجْلاَجِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ لاَ

يَجْمَعُ اللّٰهُ عَزَّ وَ جَلَّ غُبَارًا فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ وَدُخَانَ جَهَنَّمَ فِى جَوْفِ امْرِىءٍ مُسْلِمٍ وَلاَ يَجْمَعُ اللّٰهُ فِى قَلْبِ امْرِىءٍ مُسْلِمٍ الْاِيْمَانَ بِاللّٰهِ وَالشُّحَّ جَمِيْعًا *

৩১১৭. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুল হাকাম (র) - - - - আবদুল আলা ইব্‌ন লাজলাজ (র) সূত্রে আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা কোন মুসলমানের উদরে আল্লাহ্‌র রাস্তার ধূলা ও জাহান্নামের ধোঁয়া একত্রিত করবেন না এবং আল্লাহ্ তা'আলা কোন মুসলমানের অন্তরে আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান ও কৃপণতাকে একত্রিত করবেন না।

ثَوَابُ مَنْ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ

আল্লাহ্‌র রাস্তায় যার দু'পা ধূলো-ধূসরিত হয় তার সওয়াব

٣١١٨. اَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ اَبِى مَرْيَمَ قَالَ لَحِقَنِى عَبَايَةُ بْنُ رَافِعٍ وَاَنَا مَاشٍ اِلَى الْجُمُعَةِ فَقَالَ اَبْشِرْ فَاِنَّ خُطَاكَ هٰذِهِ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ سَمِعْتُ اَبَا عَبْسٍ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنِ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ فَهُوَ حَرَامٌ عَلَى النَّارِ *

৩১১৮. হুসায়ন ইব্‌ন হুরায়স (র) - - - - ইয়াযীদ ইব্‌ন আবূ মারইয়াম (র) বলেন : 'আবায়া ইব্‌ন রাফি (র) আমার সঙ্গে সাক্ষাত করলেন, তখন আমি জুমু'আর সালাত আদায়ের জন্য যাচ্ছিলাম। তিনি বললেন : সুসংবাদ গ্রহণ করুন। আপনার এই পদক্ষেপ হচ্ছে আল্লাহ্‌র পথে। আমি আবূ আব্‌স (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তির দুইপা আল্লাহ্‌র পথে ধূলি-ধূসরিত হয়, সে জাহান্নামের জন্য হারাম হয়ে যায়।

ثَوَابُ عَيْنٍ سَهِرَتْ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَ جَلَّ

যে চোখ আল্লাহ্‌র রাস্তায় বিনিদ্র থাকে তার সওয়াব

٣١١٩. اَخْبَرَنَا عِصْمَةُ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ شُرَيْحٍ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ شُمَيْرٍ الرُّعَيْنِىَّ يَقُوْلُ سَمِعْتُ اَبَا عَلِىٍّ التُّجِيْبِىَّ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا رَيْحَانَةَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ حُرِّمَتْ عَيْنٌ عَلَى النَّارِ سَهِرَتْ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ *

৩১১৯. ইসমত ইব্‌ন ফযল (র) - - - - আবূ রায়হানা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি : যে চোখ আল্লাহ্‌র রাস্তায় বিনিদ্র থাকে, তার জন্য জাহান্নামের আগুন হারাম করা হয়েছে।

فَضْلِ غَدْوَةٍ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَ جَلَّ

আল্লাহ্র রাস্তায় এক সকাল বের হওয়ার ফযীলত

٣١٢٠. اَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِىٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اَبِى حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْغَدْوَةُ وَالرَّوْحَةُ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَ جَلَّ اَفْضَلُ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا *

৩১২০. আবদা ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র) - - - - সাহ্ল ইব্ন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ্র রাস্তায় এক সকালে এবং এক বিকালে বের হওয়া পৃথিবী এবং তার মধ্যকার সকল কিছু অপেক্ষা উত্তম।

فَضْلِ الرَّوْحَةِ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَ جَلَّ

আল্লাহ্র রাস্তায় এক বিকাল বের হওয়ার ফযীলত

٣١٢١. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِى قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِى اَيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنِى شُرَحْبِيْلُ بْنُ شَرِيْكٍ الْمُعَافِرِىُّ عَنْ اَبِى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحُبُلِىِّ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا اَيُّوْبَ الْاَنْصَارِىَّ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ غَدْوَةٌ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَغَرَبَتْ *

৩১২১. মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইয়াযীদ (র) - - - - আবূ আইউব আনসারী (রা) বলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ্র রাস্তায় এক সকাল অথবা এক বিকাল বের হওয়া সেসব কিছু থেকে উত্তম, যার উপর সূর্য উদিত হয় অথবা অস্ত যায়।

٣١٢٢. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ ثَلَاثَةٌ كُلُّهُمْ حَقٌّ عَلَى اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ عَوْنُهُ اَلْمُجَاهِدُ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالنَّاكِحُ الَّذِىْ يُرِيْدُ الْعَفَافَ وَالْمُكَاتَبُ الَّذِىْ يُرِيْدُ الْاَدَاءَ *

৩১২২. মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইয়াযীদ (র) তাঁর পিতা থেকে - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তিন ব্যক্তি এমন যে, যাদের প্রত্যেককে সাহায্য করা মহান মহিয়ান আল্লাহ্র উপর অর্পিত (তিনি দায়িত্বরূপে গ্রহণ করেছেন)। আল্লাহ্র রাস্তার মুজাহিদ, যে বিবাহকারী চারিত্রিক পবিত্রতা (হারাম থেকে আত্মরক্ষার) উদ্দেশ্য বিবাহ করে, যে মুকাতাব (বিশেষ পরিমাণ অর্থ প্রদানের মাধ্যমে মুক্তি লাভের চুক্তিবদ্ধ) গোলাম কিতাবাতের (মুক্তি চুক্তির) অর্থ আদায় করার ইচ্ছা রাখে।

بَابُ اَلْغُزَاةُ وَفْدُ اللّٰهِ تَعَالٰى

পরিচ্ছেদ : যোদ্ধারা আল্লাহ্ তা'আলার প্রতিনিধি

٣١٢٣. اَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَخْرَمَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ سُهَيْلَ ابْنَ اَبِى صَالِحٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبِى يَقُوْلُ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَفْدُ اللّٰهِ عَزَّ وَ جَلَّ ثَلاَثَةٌ الْغَازِىْ وَالْحَاجُّ وَالْمُعْتَمِرُ *

৩১২৩. ঈসা ইব্‌ন ইবরাহীম (র) ---- আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি তিন (শ্রেণীর) লোক : যোদ্ধা, হাজী এবং উমরা আদায়কারী।

بَابُ مَاتَكَفَّلَ اللّٰهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِمَنْ يُجَاهِدُ فِى سَبِيْلِهِ

পরিচ্ছেদ : আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদকারীর জন্য আল্লাহ্ যে বিষয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন

٣١٢٤. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ تَكَفَّلَ اللّٰهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِمَنْ جَاهَدَ فِى سَبِيْلِهِ لاَيُخْرِجُهُ اِلاَّ الْجِهَادُ فِى سَبِيْلِهِ وَتَصْدِيْقُ كَلِمَتِهِ بِأَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ اَوْ يَرُدَّهُ اِلَى مَسْكَنِهِ الَّذِىْ خَرَجَ مِنْهُ مَعَ مَانَالَ مِنْ اَجْرٍ اَوْ غَنِيْمَةٍ *

৩১২৪. মুহাম্মাদ ইব্‌ন সালামা (র) ---- আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ করেছে— তাকে আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ এবং তাঁর কালিমা-ই তাওহীদের বিশ্বাস ব্যতীত আর কিছু বের করেনি, মহান মহিয়ান আল্লাহ্ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানোর অথবা তার যে বাসস্থান হতে সে বের হয়েছিল— সওয়াব ও গনীমতের সম্পদসহ সেখানে ফিরিয়ে আনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।

٣١٢٥. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِيْنَاءَ مَوْلَى ابْنِ اَبِى ذُبَابٍ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ انْتَدَبَ اللّٰهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِمَنْ يَخْرُجُ فِى سَبِيْلِهِ لاَيُخْرِجُهُ اِلاَّ الْاِيْمَانُ بِى وَالْجِهَادُ فِى سَبِيْلِى اَنَّهُ ضَامِنٌ حَتَّى اُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ بِاَيِّهِمَا كَانَ اِمَّا بِقَتْلٍ اَوْ وَفَاةٍ اَوْ اَرُدَّهُ اِلَى مَسْكَنِهِ الَّذِىْ خَرَجَ مِنْهُ نَالَ مَانَالَ مِنْ اَجْرٍ اَوْغَنِيْمَةٍ *

৩১২৫. কুতায়বা (র) ---- আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র রাস্তায় বের হয়েছে , তাকে আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান এবং তাঁর রাস্তায় জিহাদের উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কিছুই বের করেনি মহান মহিয়ান আল্লাহ্ তা'আলা এমন ব্যক্তির দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন, আমি তাকে প্রবেশ করাব জান্নাতে এ দু'য়ের একটি দিয়ে তাকে শাহাদাত নসীব করে অথবা তার মৃত্যু দ্বারা; অথবা তাকে গনীমতের সম্পদ ও সওয়াবসহ ফিরিয়ে আনব তার সে বাসস্থানে, যেখান হতে সে বের হয়েছিল।

٣١٢٦. اَخْبَرَنِىْ عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ كَثِيْرِ بْنِ دِيْنَارٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنْ شُعَيْبٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ اَخْبَرَنِىْ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَنْ يُجَاهِدُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ وَ تَوَكَّلَ اللّٰهُ لِلْمُجَاهِدِ فِىْ سَبِيْلِهِ بِاَنْ يَتَوَفَّاهُ فَيُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ اَوْ يَرْجِعَهُ سَالِمًا بِمَا نَالَ مِنْ اَجْرٍ اَوْ غَنِيْمَةٍ *

৩১২৬. আমর ইব্ন উসমান ইব্ন সাঈদ ইব্ন কাসীর ইব্ন দীনার (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে বলতে শুনেছি : যে আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ করে, আর কে আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ করে তা আল্লাহ্ ভাল জানেন, তার উদাহরণ হলো সে রোযাদারের ন্যায়, যে রাত জেগে ইবাদত করে। আল্লাহ্র রাস্তায় মুজাহিদের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন যে, আল্লাহ্ হয়তো তাকে মৃত্যু দান করে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন অথবা তাকে পুণ্য অথবা গনীমতের প্রাপ্ত সম্পদসহ নিরাপদে ফিরিয়ে আনবেন।

بَابٌ ثَوَابِ السَّرِيَّةِ الَّتِى تُخْفِقُ

পরিচ্ছেদ : গনীমতের মাল হতে বঞ্চিত যোদ্ধাদের সাওয়াব

٣١٢٧. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ وَذَكَرَ اٰخَرَ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُوْ هَانِىْءٍ الْخَوْلاَنِىُّ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحُبُلِىَّ يَقُوْلُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرٍو يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَامِنْ غَازِيَةٍ تَغْزُوْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيُصِيْبُوْنَ غَنِيْمَةً اِلاَّ تَعَجَّلُوْا ثُلُثَىْ اَجْرِهِمْ مِنَ الْاٰخِرَةِ وَيَبْقٰى لَهُمُ الثُّلُثُ فَاِنْ لَمْ يُصِيْبُوْا غَنِيْمَةً تَمَّ لَهُمْ اَجْرُهُمْ *

৩১২৭. মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইয়াযীদ (র) - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি : যে বাহিনী আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ করে, আর তারা গনীমত প্রাপ্ত হয়, তারা তাদের সওয়াবের দুই-তৃতীয়াংশ (দুনিয়াতেই) নিয়ে নিল, আর তাদের এক-তৃতীয়াংশ সাওয়াব অবশিষ্ট রইল। আর যে বাহিনী গনীমত না পায়, তাদের বিনিময় পরিপূর্ণই (আখিরাতের জন্য) থাকে।

٣١٢٨. اَخْبَرَنِىْ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ يَعْقُوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ فِيْمَا يَحْكِيْهِ عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ اَيُّمَا عَبْدٍ مِنْ عِبَادِىْ خَرَجَ مُجَاهِدًا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِىْ ضَمِنْتُ لَهُ اَنْ اَرْجِعَهُ اِنْ اَرْجَعْتُهُ بِمَا اَصَابَ مِنْ اَجْرٍ اَوْ غَنِيْمَةٍ وَاِنْ قَبَضْتُهُ غَفَرْتُ لَهُ وَرَحِمْتُهُ *

৩১২৮. ইবরাহীম ইব্ন ইয়াকূব (র) - - - - ইব্ন উমর (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, যা তিনি তাঁর মহান মহিয়ান রব থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি (আল্লাহ্ তা'আলা) বলেন : আমার যে বান্দা আমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদে বের হয়েছে; আমার জিম্মায় রইলো— আমি তাকে ফিরিয়ে আনবো, যদি আমি তাকে ফিরিয়ে আনি, (তা হলে আমি তাকে ফিরিয়ে আনব) তার ছাওয়াব ও গনীমতের সম্পদসহ। আর যদি আমি তাকে তুলে নেই (মৃত্যু দেই), তাহলে আমি তাকে ক্ষমা করে দেব এবং তার প্রতি রহমত করব।

مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ

মহান মহিয়ান আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদকারীর উপমা

٣١٢٩. اَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِىِّ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَنْ يُجَاهِدُ فِى سَبِيْلِهِ كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ الْخَاشِعِ الرَّاكِعِ السَّاجِدِ *

৩১২৯. হান্নাদ ইব্ন সারী (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদকারীর উপমা— আর কে আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ করে, তা আল্লাহ্ই ভাল জানেন— ঐ সিয়াম পালনকারীর ন্যায়, যে রাত জেগে ইবাদত করে, আল্লাহ্কে ভয় করে, রুকু করে এবং সিজদা করে।

مَايَعْدِلُ الْجِهَادُ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ

মহান মহিয়ান আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদের সমতুল্য যা

٣١٣٠. اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ قَالَ حَدَّثَنِى اَبُو حُصَيْنٍ اَنَّ ذَكْوَانَ حَدَّثَهُ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ دُلَّنِى عَلَى عَمَلٍ يَعْدِلُ الْجِهَادَ قَالَ لاَ اَجِدُهُ هَلْ تَسْتَطِيْعُ اِذَا خَرَجَ الْمُجَاهِدُ تَدْخُلُ مَسْجِدًا فَتَقُوْمُ لاَ تَفْتُرُ وَتَصُوْمُ لاَتُفْطِرُ قَالَ مَنْ يَسْتَطِيْعُ ذٰلِكَ *

৩১৩০. উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন সাঈদ (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, তিনি বলেন : এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে এসে বলল : আমাকে এমন আমলের সন্ধান দিন— যা জিহাদের সমতুল্য হয়। তিনি বললেন : আমি তো এমন আমল পাচ্ছি না, (আচ্ছা) যখন মুজাহিদ জিহাদে বের হয়, তখন তুমি কি কোন মসজিদে প্রবেশ করে এমন ইবাদত আরম্ভ করতে সক্ষম, যাতে একটুও বিরতি দেবে না? আর (লাগাতার) সাওম পালন করবে, যাতে কোন বিরতি দিবে না? লোকটি বললেন : এরূপ করতে কে সক্ষম হবে ?

٣١٣١. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنْ شُعَيْبٍ عَنِ اللَّيْثِ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ

اَبِى جَعْفَرٍ قَالَ اَخْبَرَنِى عُرْوَةُ عَنْ اَبِى مُرَاوِحٍ عَنْ اَبِى ذَرٍّ اَنَّهُ سَأَلَ نَبِىَّ اللّٰهِ ﷺ اَىُّ الْعَمَلِ خَيْرٌ قَالَ اِيْمَانٌ بِاللّٰهِ وَجِهَادٌ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ *

৩১৩১. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুল হাকাম (র) ---- আবূ যর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলেন : কোন্ আমল সর্বোত্তম ? তিনি বললেন : আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনা এবং মহান মহিয়ান আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করা।

٣١٣٢. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَىُّ الْاَعْمَالِ اَفْضَلُ قَالَ اِيْمَانٌ بِاللّٰهِ قَالَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ الْجِهَادُ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ قَالَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ حَجٌّ مَبْرُوْرٌ *

৩১৩২. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) ---- আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে প্রশ্ন করলো : কোন্ আমল সর্বোত্তম ? তিনি বললেন : আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনা। সে বললেন : তারপর কোন্‌টি ? তিনি বললেন : আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করা। সে বলল, তারপর কোন্‌টি ? তিনি বললেন : মাব্‌রূর হজ্জ বা মাকবূল হজ্জ।

دَرَجَةُ الْمُجَاهِدِ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ

মহান মহিয়ান আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদকারীর মর্যাদা

٣١٣٣. قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِى اَبُو هَانِىءٍ عَنْ اَبِى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحُبُلِىِّ عَنْ اَبِى سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يَا اَبَا سَعِيْدٍ مَنْ رَضِىَ بِاللّٰهِ رَبًّا وَبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ قَالَ فَعَجِبَ لَهَا اَبُو سَعِيْدٍ قَالَ اَعِدْهَا عَلَىَّ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَفَعَلَ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاُخْرَى يُرْفَعُ بِهَا الْعَبْدُ مِائَةَ دَرَجَةٍ فِى الْجَنَّةِ مَابَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ قَالَ وَمَاهِىَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اَلْجِهَادُ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ اَلْجِهَادُ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ *

৩১৩৩. হারিস ইব্‌ন মিসকীন (র) ---- আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : হে আবূ সাঈদ! যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌কে রব হিসেবে, ইসলামকে দীন হিসেবে এবং মুহাম্মাদ ﷺ -কে নবী হিসেবে সন্তুষ্ট চিত্তে মেনে নেয়, তার জন্য জান্নাত অবধারিত হয়ে যায়। বর্ণনাকারী বলেন, এতে আবূ সাঈদ (রা) আশ্চর্যবোধ করলেন। তিনি বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এ (কথা)টি আমাকে আবার বলুন। তিনি তা করলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, অন্য একটি (আমল) আছে, তা দ্বারা জান্নাতে বান্দার মর্যাদা একশত গুণ বৃদ্ধি করা হয়, এর প্রতি দুটি মর্যাদা স্তরের দূরত্ব এমন — যেমন আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যকার দূরত্ব। তিনি বললেন : তা কি, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ? তিনি বললেন : আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ করা, আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ করা।

٣١٣٤. اَخْبَرَنَا هَرُوْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَكَّارِ بْنِ بِلاَلٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسَى بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُمَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ وَاقِدٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ بُسْرُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِى اِدْرِيْسَ الْخَوْلاَنِىِّ عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَقَامَ الصَّلاَةَ وَاٰتَى الزَّكَاةَ وَمَاتَ لاَيُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا كَانَ حَقًّا عَلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ اَنْ يَغْفِرَ لَهُ هَاجَرَ اَوْ مَاتَ فِى مَوْلِدِهِ فَقُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَلاَ نُخْبِرُ بِهَا النَّاسَ فَيَسْتَبْشِرُوْا بِهَا فَقَالَ اِنَّ لِلْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ اَعَدَّهَا اللّٰهُ لِلْمُجَاهِدِيْنَ فِى سَبِيْلِهِ وَلَوْلاَ اَنْ اَشُقَّ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَلاَ اَجِدُ مَا اَحْمِلُهُمْ عَلَيْهِ وَلاَ تَطِيْبُ اَنْفُسُهُمْ اَنْ يَتَخَلَّفُوْا بَعْدِى مَاقَعَدْتُ خَلْفَ سَرِيَّةٍ وَلَوَدِدْتُ اَنِّى اُقْتَلُ ثُمَّ اُحْيَا ثُمَّ اُقْتَلُ *

৩১৩৪. হারূন ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাক্কার ইব্‌ন বিলাল (র) - - - - আবুদ্দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন : যে ব্যক্তি সালাত কায়েম করে, যাকাত প্রদান করে এবং আল্লাহ্‌র সঙ্গে কাউকে শরীক না করে মৃত্যুবরণ করে, (আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী) সে ব্যক্তিকে ক্ষমা করা মহান মহিয়ান আল্লাহ্‌র জন্য 'অবধারিত'। সে হিজরত করুক অথবা তার নিজ আবাসে মৃত্যুবরণ করুক। আমি বললাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি কি লোকদের এ সুসংবাদ পৌঁছিয়ে দেব না, যাতে তারা আনন্দিত হয়? তিনি বললেন : জান্নাতে একশত মর্যাদা-স্তর আছে, প্রতি দুটি স্তরের দূরত্ব যমীন ও আসমানের দূরত্বের সমান, আল্লাহ্ তা'আলা তা আল্লাহ্‌র রাস্তার মুজাহিদের জন্য নির্দিষ্ট করে রেখেছেন। যদি মু'মিনদের উপর কষ্টদায়ক না হতো, আর আমি তাদের আরোহণের জন্য সওয়ারী ব্যবস্থা করতে অপারগ না হতাম, আর আমার সাহচর্য থেকে বঞ্চিত থাকার কারণে তাদের মনোকষ্ট না হতো, তবে আমি কোন যোদ্ধাদল হতেই পিছিয়ে থাকতাম না। আমার ইচ্ছা হয়— আমি (একবার) শহীদ হয়ে যাই, আবার জীবিত হই, আবার শহীদ হই।

مَالِمَنْ اَسْلَمَ وَهَاجَرَ وَجَاهَدَ

যে মুসলমান হয়েছে, হিজরত করেছে এবং জিহাদ করেছে— তার সাওয়াব (ফযীলত)

٣١٣٥. قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبُوْ هَانِىٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَالِكٍ الْجَنْبِىِّ اَنَّهُ سَمِعَ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَنَا زَعِيْمٌ وَالزَّعِيْمُ الْحَمِيْلُ لِمَنْ اٰمَنَ بِىْ وَاَسْلَمَ وَهَاجَرَ بِبَيْتٍ فِى رَبَضِ الْجَنَّةِ وَبِبَيْتٍ فِى وَسَطِ الْجَنَّةِ وَاَنَا زَعِيْمٌ لِمَنْ اٰمَنَ بِىْ وَاَسْلَمَ وَجَاهَدَ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ بِبَيْتٍ فِى رَبَضِ الْجَنَّةِ وَبِبَيْتٍ فِى وَسَطِ الْجَنَّةِ وَبِبَيْتٍ فِى اَعْلَى غُرَفِ الْجَنَّةِ مَنْ فَعَلَ ذٰلِكَ فَلَمْ يَدَعْ لِلْخَيْرِ مَطْلَبًا وَلاَ مِنَ الشَّرِّ مَهْرَبًا يَمُوْتُ حَيْثُ شَاءَ اَنْ يَمُوْتَ *

৩১৩৫. হারিস ইব্‌ন মিস্‌কীন (র) - - - - আমর ইব্‌ন মালিক জান্‌বী (রা) বলেন, তিনি ফাযালা ইব্‌ন উবায়দ (রা)-কে বলতে শুনেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি : আমি সে ব্যক্তির যামিন হলাম, যে আমার প্রতি মান ঈমান আনলো এবং ইসলাম গ্রহণ করলো এবং হিজরত করলো—এমন একটি ঘরের—যা জান্নাতের আংগিনায় (বহির্ভাগে) হবে, আর একটি ঘরের— যা জান্নাতের মধ্যভাগে। আর আমি যামিন হলাম ঐ ব্যক্তির জন্য, যে আমার প্রতি ঈমান আনয়ন করেছে এবং ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং জিহাদ করেছে আল্লাহ্‌র রাস্তায় এমন ঘরের— যা বেহেশতের বহির্ভাগে এবং একটি ঘরের — যা জান্নাতের মধ্যভাগে হবে এবং একটি ঘরের— যা জান্নাতের কক্ষসমূহের উপরিভাগে হবে। সে সেখানে কল্যাণের সন্ধান পায়, সেখান থেকে কল্যাণ সন্ধান করবে এবং মন্দ থেকে রক্ষার জন্য যেখানে ইচ্ছা পলায়ন করবে। সে যেখানে ইচ্ছা মৃত্যুবরণ করুক, (জান্নাত তার জন্য অবধারিত)।

٣١٣٦. اَخْبَرَنِىْ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ يَعْقُوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو النَّضْرِ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو عَقِيْلٍ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَقِيْلٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ سَالِمِ بْنِ اَبِى الْجَعْدِ عَنْ سَبْرَةَ بْنِ اَبِى فَاكِهٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ الشَّيْطَانَ قَعَدَ لاِبْنِ اٰدَمَ بِاَطْرُقِهِ فَقَعَدَ لَهُ بِطَرِيْقِ الاِسْلاَمِ فَقَالَ تُسْلِمُ وَتَذَرُ دِيْنَكَ وَدِيْنَ اٰبَائِكَ وَاٰبَاءِ اَبِيْكَ فَعَصَاهُ فَاَسْلَمَ ثُمَّ قَعَدَ لَهُ بِطَرِيْقِ الْهِجْرَةِ فَقَالَ تُهَاجِرُ وَتَدَعُ اَرْضَكَ وَسَمَاءَكَ وَاِنَّمَا مَثَلُ الْمُهَاجِرِ كَمَثَلِ الْفَرَسِ فِى الطِّوَلِ فَعَصَاهُ فَهَاجَرَ ثُمَّ قَعَدَ لَهُ بِطَرِيْقِ الْجِهَادِ فَقَالَ تُجَاهِدُ فَهُوَ جَهْدُ النَّفْسِ وَالْمَالِ فَتُقَاتِلُ فَتُقْتَلُ فَتُنْكَحُ الْمَرْاَةُ وَيُقْسَمُ الْمَالُ فَعَصَاهُ فَجَاهَدَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَمَنْ فَعَلَ ذٰلِكَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ اَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ وَمَنْ قُتِلَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ اَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ وَاِنْ غَرِقَ كَانَ حَقًّا عَلَى عَلَى اللّٰهِ اَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ اَوْ وَقَصَتْهُ دَابَّتُهُ كَانَ حَقًّا عَلَى اللّٰهِ اَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ *

৩১৩৬. ইবরাহীম ইব্‌ন ইয়াকূব (র) - - - - সাব্‌রাতা ইব্‌ন আবূ ফাকিহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি : শয়তান আদম-সন্তানের রাস্তাসমূহে বসে থাকে। সে ইসলামের পথে বসে (বাধা সৃষ্টি করতে গিয়ে) বলে : তুমি ইসলাম গ্রহণ করবে, আর তোমার ধর্ম ও তোমার বাপ দাদার ধর্ম এবং তোমার পিতার পূর্বপুরুষদের ধর্ম পরিত্যাগ করবে? কিন্তু আদম সন্তান তার কথা অমান্য করে ইসলাম গ্রহণ করে। তারপর শয়তান তার হিজরতের রাস্তায় বসে বলে : তুমি হিজরত করবে, তোমার ভূমি ও আকাশ পরিত্যাগ করবে? মুহাজির তো একটি লম্বা রশিতে আবদ্ধ ঘোড়ার ন্যায় (নিয়ন্ত্রিত জীবন-যাপনে বাধ্য)। কিন্তু সে ব্যক্তি তার কথা অমান্য করে হিজরত করে। এরপর শয়তান তার জিহাদের রাস্তায় বসে এবং বলে : তুমি কি জিহাদ করবে? এতো নিজকে এবং নিজের ধন সম্পদকে ধ্বংস করা। তুমি যুদ্ধ করে নিহত হবে, তোমার স্ত্রী অন্যের বিবাহে যাবে, তোমার সম্পদ ভাগ হবে। সে ব্যক্তি তাকে অমান্য করে জিহাদে গমন করে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন : যে এরূপ করবে, তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো মহান মহিয়ান আল্লাহ্‌র (ওয়াদা

অনুযায়ী জান্নাত তার) জন্য 'অবধারিত'। আর যে ব্যক্তি শহীদ হয়, তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো আল্লাহ্র উপর অবধারিত। যদি সে ডুবে যায়, তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো আল্লাহ্র উপর অবধারিত। আর যদি তার সওয়ারী তাকে ফেলে দিয়ে তার গর্দান ভেঙ্গে দেয় বা মেরে ফেলে, তখনও তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো আল্লাহ্র উপর অবধারিত।

بَابٌ فَضْلِ مَنْ اَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ

পরিচ্ছেদ : যে ব্যক্তি আল্লাহ্র রাস্তায় জোড়া-জোড়া দান করে—তার ফযীলত

٣١٣٧. اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَمِّى قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَنَّ حُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَخْبَرَهُ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يُحَدِّثُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ اَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ نُوْدِىَ فِى الْجَنَّةِ يَاعَبْدَ اللّٰهِ هٰذَا خَيْرٌ فَمَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الصَّلاَةِ دُعِىَ مِنْ بَابِ الصَّلاَةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الْجِهَادِ دُعِىَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ وَمَنْ كَانَ مِنْ اَهلِ الصَّدَقَةِ دُعِىَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الصِّيَامِ دُعِىَ مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ يَا نَبِىَّ اللّٰهِ مَاعَلَى الَّذِي يُدْعَى مِنْ تِلْكَ الاَبْوَابِ كُلِّهَا مِنْ ضَرُوْرَةٍ هَلْ يُدْعَى اَحَدٌ مِنْ تِلْكَ الاَبْوَابِ كُلِّهَا قَالَ نَعَمْ وَاَرْجُو اَنْ تَكُوْنَ مِنْهُمْ *

৩১৩৭. উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন সা'দ ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - - ইব্ন শিহাব (র) থেকে বর্ণিত, হুমায়দ ইব্ন আবদুর রহমান তাঁকে সংবাদ দিয়েছেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করতেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহ্র রাস্তায় জোড়া জোড়া দান করবে, জান্নাতে তাকে ডাকা হবে, হে আবদুল্লাহ্ ! (আল্লাহ্র বান্দা) এ (দরজাটি) অতি উত্তম! যে ব্যক্তি সালাত আদায়কারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে, তাকে সালাতের দরজা দিয়ে ডাকা হবে। আর যে ব্যক্তি মুজাহিদদের অন্তর্ভুক্ত হবে, তাকে জিহাদের দরজা দিয়ে ডাকা হবে। আর যে সাদাকা দানকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে, তাকে সাদকার দরজা দিয়ে ডাকা হবে। আর যে সাওম পালনকারী হবে, তাকে রাইয়্যান (সাওমের দরজা) দিয়ে ডাকা হবে। আবূ বকর (রা) বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! যে ব্যক্তিকে একযোগে এ সকল দরজা (র কোন একটি) দিয়ে ডাকা হবে তার তো কোন সংকট নেই। তবে কোন ব্যক্তিকে কি এই সব দরজা দিয়ে ডাকা হবে? তিনি বললেন : হ্যাঁ। আর আমি আশা করি, তুমি তাদের মধ্যে হবে।

مَنْ قَاتَلَ لِتَكُوْنَ كَلِمَةُ اللّٰهِ هِىَ الْعُلْيَا

যে আল্লাহ্র কলিমাকে সমুন্নত করার জন্য লড়াই করে

٣١٣٨. اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ اَنَّ عَمْرَو بْنَ مُرَّةَ اَخْبَرَهُمْ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا وَائِلٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو مُوْسَى الاَشْعَرِىُّ قَالَ جَاءَ اَعْرَابِىٌّ اِلَى رَسُوْلِ

اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ الرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُذْكَرَ وَيُقَاتِلُ لِيَغْنَمَ وَيُقَاتِلُ لِيُرَى مَكَانُهُ فَمَنْ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ قَالَ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُوْنَ كَلِمَةُ اللّٰهِ هِىَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ *

৩১৩৮. ইসমাঈল ইব্‌ন মাসউদ (র) - - - - আবূ মূসা আশ'আরী (রা) বলেন : একজন বেদুঈন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে এসে বলল, এক ব্যক্তি যুদ্ধ করে প্রসিদ্ধি লাভের জন্য, আর এক ব্যক্তি যুদ্ধ করে গনীমতের মাল লাভের জন্য, অন্যজন যুদ্ধ করে বাহাদুরী প্রকাশের জন্য; তাহলে এদের মধ্যে আল্লাহ্‌র রাস্তায় কে? তিনি বললেন : যে ব্যক্তি মহান মহিয়ান আল্লাহ্‌র কলিমা[১] সমুন্নত করার জন্য লড়াই করে, শুধু তাই আল্লাহ্‌র রাস্তায়।

مَنْ قَاتَلَ لِيُقَالَ فُلاَنٌ جَرِىءٌ

যে ব্যক্তি বীর উপাধি অর্জনের জন্য যুদ্ধ করে

٣١٣٩. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ ابْنُ يُوْسُفَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ تَفَرَّقَ النَّاسُ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ مِنْ اَهْلِ الشَّامِ اَيُّهَا الشَّيْخُ حَدِّثْنِى حَدِيْثًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ نَعَمْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَوَّلُ النَّاسِ يُقْضَى لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَلاَثَةٌ رَجُلٌ اُسْتُشْهِدَ فَاُتِىَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعْمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيْهَا قَالَ قَاتَلْتُ فِيْكَ حَتَّى اسْتُشْهِدْتُ قَالَ كَذَبْتَ وَلٰكِنَّكَ قَاتَلْتَ لِيُقَالَ فُلاَنٌ جَرِىءٌ فَقَدْ قِيْلَ ثُمَّ اُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى اُلْقِىَ فِى النَّارِ وَ رَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ وَقَرَاَ الْقُرْاٰنَ فَاُتِىَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعْمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيْهَا قَالَ تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ وَعَلَّمْتُهُ وَ قَرَاْتُ فِيْكَ الْقُرْاٰنَ قَالَ كَذَبْتَ وَلٰكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ عَالِمٌ وَقَرَاْتَ الْقُرْاٰنَ لِيُقَالَ قَارِىءٌ فَقَدْ قِيْلَ ثُمَّ اُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى اُلْقِىَ فِى النَّارِ وَ رَجُلٌ وَسَّعَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاَعْطَاهُ مِنْ اَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّهِ فَاُتِىَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعْمَهُ فَعَرَفَهَا فَقَالَ مَاعَمِلْتَ فِيْهَا قَالَ مَاتَرَكْتُ مِنْ سَبِيْلٍ تُحِبُّ قَالَ اَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَلَمْ اَفْهَمْ تُحِبُّ كَمَا اَرَدْتُ اَنْ يُنْفَقَ فِيْهَا اِلاَّ اَنْفَقْتُ فِيْهَا لَكَ قَالَ كَذَبْتَ وَلٰكِنْ لِيُقَالَ اِنَّهُ جَوَادٌ فَقَدْ قِيْلَ ثُمَّ اُمِرَبِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ فَاُلْقِىَ فِى النَّارِ *

৩১৩৯. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল আলা (র) - - - - সুলায়মান ইব্‌ন ইয়াসার (র) বলেন, লোক আবূ হুরায়রা (রা) থেকে পৃথক হওয়ার পর সিরিয়ার (নাতিল নামক) এক ব্যক্তি তাঁকে বললো, হে শায়খ ! আপনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে শুনেছেন, এমন একটি হাদীস আমার কাছে বর্ণনা করুন। তিনি বললেন : হ্যাঁ, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে

১. কালিমাতুল্লাহ্ অর্থ, তাওহীদ, দীন ও ইসলামের দিকে দাওয়াত দেওয়া।

বলতে শুনেছি : লোকের মধ্যে কিয়ামতের দিন প্রথম (দিকে) যাদের বিচার করা হবে, তারা হবে তিন শ্রেণীর লোক। প্রথমত : সে ব্যক্তি যে শহীদ হয়েছে তাকে আনা হবে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে তার নিআমতসমূহ স্মরণ করাবেন; যে তা স্বীকার করবে। তাকে বলবেন, এসব নিআমত ভোগ করে তুমি কি আমল করেছ ? সে ব্যক্তি বলবে : আমি তোমার সন্তুষ্টির জন্য লড়াই করে করে শহীদ হয়েছি। তিনি (আল্লাহ্) বলবেন : তুমি মিথ্যা বলছো। বরং তুমি যুদ্ধ করেছিলে এই জন্য, যেন বলা হয় অমুক ব্যক্তি বাহাদুর; তো বলা হয়েছে। তার সম্পর্কে আদেশ করা হবে, ফলে তাকে তার মুখের উপর (অধঃমুখে) হেঁচড়িয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। আর এক ব্যক্তি ইল্ম শিক্ষা করেছে এবং লোকদেরকে শিক্ষা দান করেছে এবং কুরআন পাঠ করেছে। তাকে আনা হবে, তাকে তাঁর নিআমতসমূহ স্মরণ করাবেন, সে তা স্বীকার করবে। তাকে বলা হবে : এর জন্য তুমি কি আমল করেছ ? সে বলবে : আমি 'ইল্ম শিক্ষা করেছি, অন্যকেও শিক্ষা দিয়েছি, আর তোমার সন্তুষ্টির জন্য কুরআন পাঠ করেছি। তিনি (আল্লাহ্ তাআলা) বলবেন : তুমি মিথ্যা বলছো। বরং তুমি ইল্ম শিক্ষা করেছিলে এজন্য যেন তোমাকে আলিম বলা হয়। আর কুরআন পাঠ করেছিলে, যেন তোমাকে কারী বলা হয়; তা বলা হয়েছে। এরপর তার সম্বন্ধে আদেশ করা হবে, আর তাকে মুখের উপর হেঁচড়িয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। আর এক ব্যক্তি আল্লাহ্ যাকে (সম্পদ) প্রশস্ততা দান করা হয়েছিল এবং তাকে সর্বপ্রকার মাল দান করেছিলেন। তাকে আনা হবে। তাকে তার নিআমত সম্বন্ধে অবহিত করা হবে, সে তা স্বীকার করবে। তাকে বলা হবে : এর জন্য তুমি কি আমল করেছ ? সে বলবে : আমি তোমার পছন্দনীয় কোন রাস্তাই ছাড়িনি, তোমার সন্তুষ্টির জন্য যাতে ব্যয় করিনি । তিনি (আল্লাহ্ তা'আলা) বলবেন : তুমি মিথ্যা বলছো। বরং তুমি এজন্য ব্যয় করেছ, যাতে দাতা বলা হয়। তা বলা হয়েছে। তারপর তার সম্পর্কে আদেশ করা হবে, তাকে তার মুখ নিচের দিকে করে হেঁচড়িয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

مَنْ غَزَا فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَمْ يَنْوِ مِنْ غَزَاتِهِ الاَّ عِقَالاً

যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করে এবং সে (উটের) রশি ব্যতীত আর কিছুর নিয়্যত না করে

٣١٤٠. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ جَبَلَةَ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْوَلِيْدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ غَزَا فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَمْ يَنْوِ الاَّ عِقَالاً فَلَهُ مَانَوَى *

৩১৪০. আমর ইব্ন আলী (র) - - - - ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ওয়ালীদ ইব্ন উবাদা ইব্ন সামিত (রা) তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র রাস্তায় যুদ্ধ করলো এবং (উটের) রশি (সামান্য গনীমত) ব্যতীত তার আর কিছুর নিয়্যত করল না; সে যা নিয়্যত করলো, তাই তার প্রাপ্য হবে।

٣١٤١. اَخْبَرَنِى هٰرُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ قَالَ اَنْبَأَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ جَبَلَةَ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْوَلِيْدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ غَزَا وَهُوَ لاَيُرِيْدُ الاَّ عِقَالاً فَلَهُ مَانَوَى *

৩১৪১. হারূন ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) - - - - ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ওয়ালীদ ইব্‌ন উবাদা ইব্‌ন সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র রাস্তায় যুদ্ধ করলো এবং (উটের) রশি ছাড়া তার আর কিছুর নিয়্যত করল না; সে যা নিয়্যত করলো, তাই তার প্রাপ্য হবে।

مَنْ غَزَا يَلْتَمِسُ الْأَجْرَ وَالذِّكْرَ

যে ব্যক্তি সাওয়াব ও সুনামের জন্য যুদ্ধ করে

٣١٤٢. أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ هِلَالٍ الْحِمْصِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حِمْيَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ شَدَّادٍ أَبِي عَمَّارٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ أَرَأَيْتَ رَجُلاً غَزَا يَلْتَمِسُ الْأَجْرَ وَالذِّكْرَ مَالَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ لَاشَيْءَ لَهُ فَأَعَادَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ يَقُولُ لَهُ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ لَا شَيْءَ لَهُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللّٰهَ لَايَقْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَاكَانَ لَهُ خَالِصًا وَابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُهُ *

৩১৪২. ঈসা ইব্‌ন হিলাল হিমসী (র) - - - - আবূ উমামা বাহিলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে এসে বললেন : ঐ ব্যক্তি সম্বন্ধে আপনি কি বলেন, যে ব্যক্তি সাওয়াব এবং সুনামের জন্য জিহাদ করে, তার জন্য কি রয়েছে ? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তার জন্য কিছুই নেই। সে ব্যক্তি তা তিনবার পুনরাবৃত্তি করলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে (একটি কথাই) বললেন : তার জন্য কিছুই নেই। তারপর তিনি ﷺ বললেন : আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর জন্য কৃত খাঁটি (একনিষ্ঠ) আমল ব্যতীত, যা দ্বারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ছাড়া আর কিছুই উদ্দেশ্য না হয়, আর কিছুই কবূল করেন না।

ثَوَابُ مَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ فَوَاقَ نَاقَةٍ

যে ব্যক্তি উটের দুধ দোহন করার দুই টানের মধ্যবর্তী অবকাশের সময় পর্যন্ত আল্লাহ্‌র রাস্তায় যুদ্ধ করে

٣١٤٣. أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ حَجَّاجًا أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ يُخَامِرَ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ حَدَّثَهُمْ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ فَوَاقَ نَاقَةٍ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وَمَنْ سَأَلَ اللّٰهَ الْقَتْلَ مِنْ عِنْدِ نَفْسِهِ صَادِقًا ثُمَّ مَاتَ أَوْ قُتِلَ فَلَهُ أَجْرُ شَهِيدٍ وَمَنْ جُرِحَ جُرْحًا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ أَوْ نُكِبَ نَكْبَةً فَإِنَّهَا تَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَغْزَرِ مَاكَانَتْ لَوْنُهَا كَالزَّعْفَرَانِ وَرِيحُهَا كَالْمِسْكِ وَمَنْ جُرِحَ جُرْحًا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ فَعَلَيْهِ طَابَعُ الشُّهَدَاءِ *

৩১৪৩. ইউসুফ ইব্‌ন সাঈদ (র) - - - - মালিক ইব্‌ন ইউখামির (র) বলেন, মু'আয ইব্‌ন জাবাল (রা) তাদের কাছে হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কেবলতে শুনেছেন, যে মুসলমান ব্যক্তি আল্লাহ্‌র রাস্তায় উটনীর দুধ দোহনের দুইবারের মধ্যবর্তী (স্বল্প) সময় পর্যন্ত (অর্থাৎ স্বল্প সময়ের জন্য) জিহাদ করে, তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র তা'আলার নিকট নিজেই শাহাদাত কামনা করে কায়মনোবাক্যে, তারপর মৃত্যুবরণ করে অথবা শহীদ হয়, তার জন্য রয়েছে শহীদের সাওয়াব। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র পথে কে কোন রূপ আহত হয় অথবা সামান্য রক্তাক্ত হয় তা (সে ক্ষত) কিয়ামতের দিন প্রচুর রক্তাক্তরূপে উত্থিত হবে। তার বর্ণ হবে যা'ফরানের ন্যায় এবং সুঘ্রাণ হবে মিশকের ন্যায় এবং যে আল্লাহ্‌র রাস্তায় আহত হবে তার উপর শহীদের 'মোহর' থাকবে।

ثَوَابُ مَنْ رَمَى بِسَهْمٍ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ

যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র রাস্তায় তীর নিক্ষেপ করে তার সাওয়াব

٣١٤٤. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنَ سَعِيْدِ بْنِ كَثِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ حَدَّثَنِىْ سُلَيْمُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ شُرَحْبِيْلَ بْنِ السِّمْطِ اَنَّهُ قَالَ لِعَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ يَا عَمْرُو حَدِّثْنَا حَدِيْثًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ تَعَالَى كَانَتْ لَهُ نُوْرًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ رَمَى بِسَهْمٍ فِى سَبِيْلِ تَعَالَى بَلَغَ الْعَدُوَّ اَوْ لَمْ يَبْلُغْ كَانَ لَهُ كَعِتْقِ رَقَبَةٍ وَمَنْ اَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً كَانَتْ لَهُ فِدَاءَهُ مِنَ النَّارِ عُضْوًا بِعُضْوٍ *

৩১৪৪. আমর ইব্‌ন উসমান ইব্‌ন সাঈদ ইব্‌ন কাসীর (র) - - - - শুরাহবীল ইব্‌ন সিমৃত (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আমর ইব্‌ন আবাসা (রা)-কে বললেন : হে আমর ! আমাদের কাছে একটি হাদীস বর্ণনা করুন, যা আপনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে শ্রবণ করেছেন। তিনি বললেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র পথে (জিহাদ করতে করতে) বৃদ্ধ হবে, কিয়ামতের দিন তা তার জন্য একটি নূর হবে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র রাস্তায় একটি তীর নিক্ষেপ করবে,তা শত্রু পর্যন্ত পৌছুক বা না পৌছুক তার জন্য একটি গোলাম আযাদ করার ন্যায় (সওয়াব লিখিত) হবে। আর যে ব্যক্তি একজন মু'মিন গোলাম আযাদ করবে, তা তার জন্য জাহান্নাম হতে পবিত্রাণের কারণ হবে, এক এক অঙ্গের পরিবর্তে এক একটি অঙ্গ।

٣١٤٥. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ سَالِمِ بْنِ اَبِي الْجَعْدِ عَنْ مَعْدَانَ بْنِ اَبِى طَلْحَةَ عَنْ اَبِى نُجَيْحِ السُّلَمِىِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ بَلَغَ بِسَهْمٍ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ فَهُوَ لَهُ دَرَجَةٌ فِى الْجَنَّةِ فَبَلَغْتُ يَوْمَئِذٍ سِتَّةَ عَشَرَ سَهْمًا قَالَ وَسَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ رَمَى بِسَهْمٍ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ فَهُوَ عِدْلُ مُحَرَّرٍ *

৩১৪৫. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল আলা (র) - - - - আবূ নুজাইহ্ সালামী [১] (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র রাস্তায় (কাফিরদের দিকে) একটি তীর পৌঁছে দিল। এটি তার জন্য জান্নাতে একটি মর্যাদা স্তর (লাভের কারণ) হবে। (অতএব) আমি সেদিন ষোলটি তীর (শত্রু শিবিরে) পৌঁছে দেই। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে আরও বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র রাস্তায় একটি তীর ছুঁড়বে, তা হবে একটি গোলাম আযাদ করার সমতুল্য।

٣١٤٦. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ السِّمْطِ قَالَ لِكَعْبِ بْنِ مُرَّةَ يَا كَعْبُ حَدِّثْنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَاحْذَرْ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي الإِسْلاَمِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ لَهُ حَدِّثْنَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَاحْذَرْ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ ارْمُوا مَنْ بَلَغَ الْعَدُوَّ بِسَهْمٍ رَفَعَهُ اللَّهُ بِهِ دَرَجَةً قَالَ ابْنُ النَّحَّامِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الدَّرَجَةُ قَالَ أَمَا إِنَّهَا لَيْسَتْ بِعَتَبَةِ أُمِّكَ وَلَكِنْ مَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ مِائَةُ عَامٍ *

৩১৪৬. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আলা (র) - - - - শুরাহবীল ইব্‌ন সিম্‌ত (র) থেকে বর্ণিত, তিনি কা'ব ইব্‌ন মুররাহ্ (রা)-কে বললেন : হে কা'ব! রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করুন এবং সাবধানতা অবলম্বন করুন। তিনি বললেন, আমি তাঁকে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি মুসলিম অবস্থায় আল্লাহ্‌র রাস্তায় বৃদ্ধ হয়েছে, কিয়ামতের দিন তা তার জন্য নূর হবে। তাঁকে আবার বলা হলো : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করুন এবং সাবধানতা অবলম্বন করুন। তিনি বললেন, আমি তাঁকে বলতে শুনেছি : তোমারা তীর নিক্ষেপ করবে। যে ব্যক্তি শত্রুর প্রতি একটি তীর পৌঁছাবে, আল্লাহ্ তা'আলা এর বিনিময়ে তার একটি মর্যাদা স্তর বর্ধিত করবেন। ইব্‌ন নাহ্‌হাম (রা) বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! মর্যাদা কি ? তিনি বললেন : তা তোমার মায়ের ঘরের চৌকাঠ নয়। ইহা এমন দুটি স্তর যে, যার মধ্যে পার্থক্য হবে এক শত বছরের।

٣١٤٧. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ خَالِدًا يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الشَّامِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ السِّمْطِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ قَالَ قُلْتُ يَا عَمْرُو بْنَ عَبَسَةَ حَدِّثْنَا حَدِيثًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَيْسَ فِيهِ نِسْيَانٌ وَلاَ تَنَقُّصٌ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَلَغَ الْعَدُوَّ أَخْطَأَ أَوْ أَصَابَ كَانَ لَهُ كَعِدْلِ رَقَبَةٍ وَمَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُسْلِمَةً كَانَ فِدَاءُ كُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنْهُ مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ وَمَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ *

৩১৪৭. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল আলা (র) - - - - শুরাহবীল ইব্‌ন সিম্‌ত (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম : হে আমর ইব্‌ন আবাসা ! আমাদের নিকট এমন হাদীস বর্ণনা করুন, যা আপনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে

১. আবূ নুজাইহ্ সালামী (রা)-এর নাম আমর ইব্‌ন আবাসা।

শ্রবণ করেছেন, যাতে ভুল ভ্রান্তি ও ঘাটতি না হয়। তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র রাস্তায় একটি তীর নিক্ষেপ করবে শত্রুর প্রতি, এতে সে ভুল করলো কিংবা সঠিকভাবে পৌঁছালো, এটি তার জন্য একটি ক্রীতদাস আযাদ করার সমতুল্য হবে। আর যে ব্যক্তি একজন মুসলমান কৃতদাস আযাদ করবে, তার প্রত্যেকটি অঙ্গ এর প্রত্যেক অঙ্গের পরিবর্তে জাহান্নামের আগুন হতে পরিত্রাণ পাবে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র রাস্তায় বার্ধক্যে উপনীত হবে, কিয়ামতের দিন এ তা হবে তার জন্য নূর।

٣١٤٨. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْوَلِيدِ عَنِ ابْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِي سَلَّامٍ الأَسْوَدِ عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُدْخِلُ ثَلَاثَةَ نَفَرٍ الْجَنَّةَ بِالسَّهْمِ الْوَاحِدِ صَانِعَهُ يَحْتَسِبُ فِي صُنْعِهِ الْخَيْرَ وَالرَّامِيَ بِهِ وَمُنَبِّلَهُ *

৩১৪৮. আমর ইব্‌ন উসমান ইব্‌ন সাঈদ (র) - - - - উক্‌বা ইব্‌ন আমির (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : মহান মহিয়ান আল্লাহ্ তা'আলা একটি তীরের উসিলায় তিন ব্যক্তিকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। এর প্রস্তুতকারক, যে তা প্রস্তুতকালে উত্তম নিয়্যত রাখবে। যে তা নিক্ষেপ করবে এবং যে তা কাউকে তুলে দেবে (নিক্ষেপ করতে দেবে)।

بَابُ مَنْ كُلِمَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

পরিচ্ছেদ : মহান মহিয়ান আল্লাহ্‌র রাস্তায় যারা আহত হয়

٣١٤٩. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ يُكْلَمُ أَحَدٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكْلَمُ فِي سَبِيلِهِ إِلاَّ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَجُرْحُهُ يَثْعَبُ دَمًا اللَّوْنُ لَوْنُ دَمٍ وَالرِّيحُ رِيحُ الْمِسْكِ *

৩১৪৯. মুহাম্মাদ ইব্‌ন মানসূর (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র রাস্তায় যখম হবে, আর আল্লাহ্ই ভাল জানেন, কে তাঁর রাস্তায় যখম হয়েছে ; সে কিয়ামতের দিন এমন অবস্থায় আসবে যে, তার ক্ষত রক্ত ঝরাতে থাকবে, এর বর্ণ হবে রক্তের , আর গন্ধ হবে কস্তুরীর।

٣١٥٠. أَخْبَرَنَا هَنَّادُ ابْنُ السَّرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَمِّلُوهُمْ بِدِمَائِهِمْ فَإِنَّهُ لَيْسَ كَلْمٌ يُكْلَمُ فِي اللَّهِ إِلاَّ أَتَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ جُرْحُهُ يَدْمَى لَوْنُهُ لَوْنُ دَمٍ وَرِيحُهُ رِيحُ الْمِسْكِ *

৩১৫০. হান্নাদ ইব্‌ন সারি (র) - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ছা'লাবা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তাদেরকে (শহীদদেরকে) তাদের রক্তসহ চাদরাবৃত কর। কেননা কেউ আল্লাহ্‌র রাস্তায় যখম হলে, সে কিয়ামতের দিন এমন অবস্থায় উপস্থিত হবে যে, তার ক্ষত হতে রক্ত নির্গত হতে থাকবে। যার বর্ণ হবে রক্তের, কিন্তু সুগন্ধী হবে কস্তুরীর।

مَا يَقُوْلُ مَنْ يَطْعَنُهُ الْعَدُوُّ

শত্রু যাকে আঘাত করে, সে কি বলবে

٣١٥١. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ قَالَ اَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِى يَحْيَى بْنُ اَيُّوْبَ وَذَكَرَ اٰخَرَ قَبْلَهُ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ اُحُدٍ وَ وَلَّى النَّاسُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى نَاحِيَةٍ فِى اثْنَىْ عَشَرَ رَجُلاً مِنَ الْاَنْصَارِ وَفِيْهِمْ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ فَاَدْرَكَهُمُ الْمُشْرِكُوْنَ فَالْتَفَتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَقَالَ مَنْ لِلْقَوْمِ فَقَالَ طَلْحَةُ اَنَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَمَا اَنْتَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْاَنْصَارِ اَنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ اَنْتَ فَقَاتَلَ حَتّٰى قُتِلَ ثُمَّ الْتَفَتَ فَاِذَا الْمُشْرِكُوْنَ فَقَالَ مَنْ لِلْقَوْمِ فَقَالَ طَلْحَةُ اَنَا قَالَ كَمَا اَنْتَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْاَنْصَارِ اَنَا فَقَالَ اَنْتَ فَقَاتَلَ حَتّٰى قُتِلَ ثُمَّ لَمْ يَزَلْ يَقُوْلُ ذٰلِكَ وَيَخْرُجُ اِلَيْهِمْ رَجُلٌ مِنَ الْاَنْصَارِ فَيُقَاتِلُ قِتَالَ مَنْ قَبْلَهُ حَتّٰى يُقْتَلَ حَتّٰى بَقِىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَطَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ لِلْقَوْمِ فَقَالَ طَلْحَةُ اَنَا فَقَاتَلَ طَلْحَةُ قِتَالَ الْاَحَدَ عَشَرَ حَتّٰى ضُرِبَتْ يَدُهُ فَقُطِعَتْ اَصَابِعُهُ فَقَالَ حَسِّ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْ قُلْتَ بِسْمِ اللّٰهِ لَرَفَعَتْكَ الْمَلاَئِكَةُ وَالنَّاسُ يَنْظُرُوْنَ ثُمَّ رَدَّ اللّٰهُ الْمُشْرِكِيْنَ *

৩১৫১. আমর ইব্‌ন সাওয়াদ (র) - - - - জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) বলেন, উহুদ যুদ্ধের দিন যখন কিছু লোক পালিয়ে গেল তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একদিকে বারজন আনসারের মধ্যে (বেষ্টিত) ছিলেন, তাদের মধ্যে তালহা ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ্ (রা)-ও ছিলেন। মুশরিকরা তাদেরকে নাগালে পেয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তা দেখে বললেন : এদলের জন্য কে আছে? তাল্‌হা (রা) বললেন : আমি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তুমি যথাবস্থায় থাক।[1] তখনই একজন আনসারী ব্যক্তি বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি। তিনি বললেন : হ্যাঁ তুমি। এ ব্যক্তি যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হলেন। আবার (তিনি লক্ষ্য করলেন, এবং দেখতে পেলেন যে, মুশরিকরা আক্রমণ করছে,) তিনি বললেন : এদলের জন্য কে আছে? এবারও তাল্‌হা (রা) বললেন : আমি। তিনি বললেন : তুমি পূর্বে মতই থাক। তখন এক আনসারী ব্যক্তি বললেন : আমি (আছি)। তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ তুমি। এ ব্যক্তিও যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হলেন। এরপর তিনি এভাবে বলছিলেন এবং আনসারীদের এক একজন তাদের দিকে বের হয়ে তার পূর্ববর্তী ব্যক্তির ন্যায় যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হলেন। অবশেষে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এবং তালহা ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ্ (রা) অবশিষ্ট থাকলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : এদলের জন্য কে আছে? তালহা (রা) বললেন : আমি (আছি)। তালহা (রা) এগারজনের যুদ্ধ একাই করলেন। পরিশেষে তাঁর হাত আহত হলো এবং হাতের আঙ্গুল কর্তিত হলো। এতে তিনি 'উহ্' শব্দের ন্যায় শব্দ উচ্চারণ করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ

---

১. তুমি আগে যেমন ছিলে এখনও সেরূপ থাক। এর অর্থ তুমি এখনও বীরের ন্যায় থাক, ওদের সাথে তুমি এখন যুদ্ধ করো না, পরে দেখা যাবে। —অনুবাদক

বললেন : যদি তুমি বলতে 'বিসমিল্লাহ্', তা হলে তোমাকে ফেরেশতাগণ উপরে উঠিয়ে নিতেন, আর লোকেরা তা দেখতে পেত। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা মুশরিকদের ফিরিয়ে দিলেন।

بَابٌ مَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ فَارْتَدَّ عَلَيْهِ سَيْفُهُ فَقَتَلَهُ

পরিচ্ছেদ : যুদ্ধ ক্ষেত্রে ভুলবশত নিজের তলোয়ারের আঘাতে শহীদ হলে

٣١٥٢. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ قَالَ اَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ وَعَبْدُ اللّٰهِ ابْنَا كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ سَلَمَةَ بْنَ الْاَكْوَعِ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ قَاتَلَ اَخِيْ قِتَالاً شَدِيْدًا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَارْتَدَّ عَلَيْهِ سَيْفُهُ فَقَتَلَهُ فَقَالَ اَصْحَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ ذٰلِكَ وَشَكُّوْا فِيْهِ رَجُلٌ مَاتَ بِسِلاَحِهِ قَالَ سَلَمَةُ فَقَفَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ خَيْبَرَ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَتَاْذَنُ لِيْ اَنْ اَرْتَجِزَ بِكَ فَاَذِنَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَعْلَمْ مَا تَقُوْلُ فَقُلْتُ *

وَاللّٰهِ لَوْلاَ اللّٰهُ مَا اهْتَدَيْنَا وَلاَ تَصَدَّقْنَا وَلاَ صَلَّيْنَا

فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَدَقْتَ

فَاَنْزِلَنْ سَكِيْنَةً عَلَيْنَا وَثَبِّتِ الْاَقْدَامَ اِنْ لاَقَيْنَا وَالْمُشْرِكُوْنَ قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا

فَلَمَّا قَضَيْتُ رَجْزِيْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَالَ هٰذَا قُلْتُ اَخِيْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَرْحَمُهُ اللّٰهُ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اِنَّ نَاسًا لَيَهَابُوْنَ الصَّلاَةَ عَلَيْهِ يَقُوْلُوْنَ رَجُلٌ مَاتَ بِسِلاَحِهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَاتَ جَاهِدًا مُجَاهِدًا قَالَ ابْنُ شِهَابٍ ثُمَّ سَاَلْتُ ابْنًا لِسَلَمَةَ بْنِ الْاَكْوَعِ فَحَدَّثَنِيْ عَنْ اَبِيْهِ مِثْلَ ذٰلِكَ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ حِيْنَ قُلْتُ اِنَّ نَاسًا لَيَهَابُوْنَ الصَّلاَةَ عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَذَبُوْا مَاتَ جَاهِدًا مُجَاهِدًا فَلَهُ اَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ وَاَشَارَ بِاُصْبُعَيْهِ *

৩১৫২. আমর ইব্ন সাওওয়াদ (র) - - - - সালামা ইব্ন আকওয়া (রা) বলেন, খায়বর যুদ্ধে আমার ভাই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে (নেতৃত্বে) ভীষণ যুদ্ধ করেন। তাঁর তরবারি তাঁর উপর আপতিত হলে তিনি শহীদ হন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাহাবিগণ (রা) এ সম্পর্কে মন্তব্য করতে লাগলেন এবং তার (শাহাদাত) সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করতে লাগলেন। তাঁরা বললেন, তিনি এমন এক ব্যক্তি, যার মৃত্যু হয়েছে তার নিজের অস্ত্রে।

সালামা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খায়বর হতে প্রত্যাবর্তন করার সময় আমি বললাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার সামনে কবিতা (বিশেষ ধরনের ছন্দ) আবৃত্তি করার অনুমতি আমাকে দিবেন কি ? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে অনুমতি দিলেন। তখন উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) বললেন, তুমি কি বলবে বুঝে শুনে বলবে। আমি বললাম :

وَاللّٰهِ لَوْلَا اللّٰهُ مَا اهْتَدَيْنَا وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا .

অর্থাৎ : আল্লাহ্র কসম! আল্লাহ্ যদি আমাদের হিদায়াত না করতেন, তাহলে না আমরা হিদায়াত পেতাম, আমরা সাদাকা করতাম না, আর আমরা সালাত আদায় করতাম না। (এপর্যন্ত বলতেই) রাসূলুল্লাহ্ বললেন : "তুমি সত্যই বলেছ।"

فَانْزِلَنْ سَكِيْنَةً عَلَيْنَا وَثَبِّتِ الْاَقْدَامَ اِنْ لَاقَيْنَا وَالْمُشْرِكُوْنَ قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا .

অর্থ : আপনি আমদের উপর শান্তি অবতীর্ণ করুন, আর যুদ্ধ ক্ষেত্রে আমাদের অটল রাখুন। মুশরিকরা আমাদের উপর অত্যাচার করেছে।

আমার কবিতা পাঠ শেষ হলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : এটা কে বলেছে ? আমি বললাম : আমার ভাই। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : আল্লাহ্ তাকে রহম করুন। আমি বললাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! লোক তার উপর জানাযার নামায পড়তে ভয় পায়। তারা বলে : এ ব্যক্তি নিজের অস্ত্রে মারা গেছে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, সে (পুণ্যের পথে) অবিরাম প্রচেষ্টা চালিয়ে (আল্লাহ্র শত্রুদের মুকাবিলায়) জিহাদ করতে করতে শহীদ হয়েছে।

ইব্ন শিহাব (র) বলেন, তারপর আমি সালামা ইব্ন আকওয়ার এক ছেলেকে জিজ্ঞাসা করলে, তিনি তার পিতা হতে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করলেন। উপরন্তু তিনি বললেন, যখন আমি বললাম, লোক তার উপর নামায পড়তে দ্বিধাবোধ করছে। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তারা সঠিক বলছে। সে মুজাহিদের ন্যায় যুদ্ধ করেছে, তার জন্য দুইগুণ সাওয়াব রয়েছে। (এ সময়) তিনি তাঁর দু'টি আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করলেন।

بَابُ تَمَنِّى الْقَتْلِ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى

পরিচ্ছেদ : আল্লাহ্ তা'আলার রাস্তায় শহীদ হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করা

٣١٥٣. اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى يَعْنِى ابْنَ سَعِيْدٍ الْقَطَّانَ عَنْ يَحْيَى يَعْنِى ابْنَ سَعِيْدٍ الْاَنْصَارِىُّ قَالَ حَدَّثَنِى ذَكْوَانُ اَبُو صَالِحٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لَوْلَا اَنْ اَشُقَّ عَلَى اُمَّتِى لَمْ اَتَخَلَّفْ عَنْ سَرِيَّةٍ وَلٰكِنْ لَايَجِدُونَ حَمُوْلَةً وَلَا اَجِدُ مَا اَحْمِلُهُمْ عَلَيْهِ وَيَشُقُّ عَلَيْهِمْ اَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنِّى وَلَوَدِدْتُ اَنِّى قُتِلْتُ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ اُحْيِيْتُ ثُمَّ قُتِلْتُ ثُمَّ اُحْيِيْتُ ثُمَّ قُتِلْتُ ثَلَاثًا *

৩১৫৩. উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন সাঈদ (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যদি আমার উম্মতের জন্য কষ্টসাধ্য না হতো, তাহলে আমি কোন যুদ্ধে গমন হতে অনুপস্থিত থাকতাম না। তারা কোন বাহন পায় না, আর আমিও তাদের জন্য বাহনের ব্যবস্থা করতে পারি না। আর যদি আমার সঙ্গে যাওয়া হতে অনুপস্থিত থাকা তাদের জন্য কষ্টকর না হতো, তবে আমার বাসনা হয় যে, আমি আল্লাহ্র রাস্তায় শহীদ হই, পুনরায় জীবিত হই, পুনরায় শহীদ হই, পুনরায় জীবিত হই, পুনরায় শহীদ হই। (তিনি) তিনবার (এরূপ বললেন)।

٣١٥٤. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِى عَنْ شُعَيْبٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ حَدَّثَنِى سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ وَالَّذِىْ نَفْسِى بِيَدِهِ لَوْلاَ اَنَّ رِجَالاً مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ لاَتَطِيْبُ اَنْفُسُهُمْ بِاَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنِّى وَلاَ اَجِدُ مَا اَحْمِلُهُمْ عَلَيْهِ مَا تَخَلَّفْتُ عَنْ سَرِيَّةٍ تَغْزُوا فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَوَدِدْتُ اَنِّى اُقْتَلُ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ اُحْيَا ثُمَّ اُقْتَلُ ثُمَّ اُحْيَا ثُمَّ اُقْتَلُ *

৩১৫৪. আমর ইব্ন উসমান ইব্ন সাঈদ (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি : সে সত্তার কসম! যাঁর হাতে আমার প্রাণ, যদি মু'মিনদের মধ্যে এমন লোক না হতো, যারা আমার সঙ্গে যুদ্ধে গমন হতে অনুপস্থিত থাকতে চায় না, আর আমি তাদের জন্য সওয়ারীর ব্যবস্থাও করতে পারি না, তাহলে আল্লাহ্র রাস্তায় যুদ্ধ করা হতে আমি অনুপস্থিত থাকতাম না। সে সত্তার কসম! যার হাতে আমার প্রাণ, আমার ইচ্ছা হয়— আমি আল্লাহ্র রাস্তায় শহীদ হয়ে যাই, আবার জীবিত হই, আবার শহীদ হই, আবার জীবিত হই, আবার শহীদ হই।

٣١٥٥. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ بَحِيْرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنِ ابْنِ اَبِى عَمِيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَا مِنَ النَّاسِ مِنْ نَفْسٍ مُسْلِمَةٍ يَقْبِضُهَا رَبُّهَا تُحِبُّ اَنْ تَرْجِعَ اِلَيْكُمْ وَاَنَّ لَهَا الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا غَيْرُ الشَّهِيْدِ قَالَ ابْنُ اَبِى عَمِيْرَةَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَلاَنْ اُقْتَلَ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ اَحَبُّ اِلَىَّ مِنْ اَنْ يَكُوْنَ لِى اَهْلُ الْوَبَرِ وَالْمَدَرِ *

৩১৫৫. আমর ইব্ন উসমান (র) - - - - ইব্ন আবূ আমীরাতা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : মুসলমানদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যাকে আল্লাহ্ মৃত্যুদান করেছেন, আর সে পুনরায় তোমাদের নিকট প্রত্যাবর্তন করবে এবং তা ভালবাসে, তবে শহীদ ব্যক্তি তার জন্য পৃথিবী এবং পৃথিবীস্থ সব কিছুই দেয়া হবে। ইব্ন আবূ আমীরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : শহরবাসী এবং গ্রামবাসী (অর্থাৎ পৃথিবী ও তন্মধ্যস্থিত যা আছে সব কিছু) আমার জন্য হোক, তা হতে আল্লাহ্র রাস্তায় শহীদ হওয়া আমার নিকট অধিক প্রিয়।

ثَوَابُ مَنْ قُتِلَ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ

আল্লাহ্র রাস্তায় শহীদ হওয়ার সাওয়াব

٣١٥٦. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو قَالَ سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُوْلُ قَالَ رَجُلٌ يَوْمَ اُحُدٍ اَرَاَيْتَ اِنْ قُتِلْتُ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ فَاَيْنَ اَنَا قَالَ فِى الْجَنَّةِ فَاَلْقَى تَمَرَاتٍ فِى يَدِهِ ثُمَّ قَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ *

৩১৫৬. মুহাম্মাদ ইব্‌ন মানসূর (র) - - - - আমর (রা) বলেন, আমি জাবির (রা)-কে বলতে শুনেছি, উহুদ যুদ্ধের দিন এক ব্যক্তি নবী ﷺ-কে বললো : আমি যদি আল্লাহ্‌র রাস্তায় শহীদ হয়ে যাই, তাহলে আমি কোথায় থাকব ? তা আমাকে বলুন। তিনি বললেন : জান্নাতে। তারপর সে ব্যক্তি তার হাতের খেজুর ফেলে দিয়ে যুদ্ধে যোগদান করলো এবং শহীদ হয়ে গেল।

مَنْ قَاتَلَ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ تَعَالَى وَعَلَيْهِ دَيْنٌ

ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির যুদ্ধে যোগদান

٣١٥٧. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلاَنَ عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ وَهُوَ يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ اَرَاَيْتَ اِنْ قَاتَلْتُ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا مُقْبِلاً غَيْرَ مُدْبِرٍ اَيُكَفِّرُ اللّٰهُ عَنِّى سَيِّئَاتِى قَالَ نَعَمْ ثُمَّ سَكَتَ سَاعَةً قَالَ اَيْنَ السَّائِلُ اٰنِفًا فَقَالَ الرَّجُلُ هَا اَنَا ذَا قَالَ مَا قُلْتَ قَالَ اَرَاَيْتَ اِنْ قُتِلْتُ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا مُقْبِلاً غَيْرَ مُدْبِرٍ اَيُكَفِّرُ اللّٰهُ عَنِّى سَيِّئَاتِى قَالَ نَعَمْ اِلاَّ الدَّيْنَ سَارَّنِى بِهِ جِبْرِيْلُ اٰنِفًا *

৩১৫৭. মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মিম্বরে উপবেশন করে খুতবা দিচ্ছিলেন, এমন সময় এক ব্যক্তি এসে বললেন : আমি যদি ধৈর্যশীল হয়ে সওয়াবের নিয়তে সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হইও, পিছপা না হইও যে যুদ্ধ করে, তাহলে কি আল্লাহ্ তা'আলা আমরা সব পাপ মার্জনা করবেন ? তিনি বললেন : হ্যাঁ। তারপর তিনি কিছুক্ষণ নিশ্চুপ থাকলেন, পরে বললেন : এ ক্ষেত্রে প্রশ্নকারী লোকটি কোথায় ? লোকটি বললেন : এই যে, আমি এখানে। তিনি বললেন : তুমি কি বলেছিলে ? সে বললেন : আমি যদি আল্লাহ্‌র রাস্তায় ধৈর্যসহকারে সাওয়াবের নিয়্যতে সম্মুখে অগ্রসর হয়ে যুদ্ধ করি, পিছু না হটি — তাহলে কি আমার পাপসমূহ আল্লাহ্ ক্ষমা করবেন ? তিনি বললেন : হ্যাঁ, ঋণ ব্যতীত। এইমাত্র জিবরাঈল (আ) আমাকে আমার কানে কানে তা বলে গেলেন ।

٣١٥٨. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِى سَعِيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى قَتَادَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَرَاَيْتَ اِنْ قُتِلْتُ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا مُقْبِلاً غَيْرَ مُدْبِرٍ اَيُكَفِّرُ اللّٰهُ عَنِّى خَطَايَاىَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَعَمْ فَلَمَّا وَلَّى الرَّجُلُ نَادَاهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَوْ اَمَرَ بِهِ فَنُوْدِىَ لَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَيْفَ قُلْتَ فَاَعَادَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَعَمْ اِلاَّ الدَّيْنَ كَذٰلِكَ قَالَ لِى جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ*

৩১৫৮. মুহাম্মাদ ইব্‌ন সালামা ও হারিস ইব্‌ন মিসকীন (র) - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ কাতাদা তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললো : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাকে অবহিত করুন, আমি যদি ধৈর্যের সাথে সওয়াবের নিয়্যতে সামনে অগ্রসর হয়ে, পিছু না হটে আল্লাহ্‌র রাস্তায় শহীদ হয়ে যাই, তাহলে কি আল্লাহ্ আমার সব পাপ ক্ষমা করে দিবেন ? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : হ্যাঁ। যখন সে ব্যক্তি প্রস্থান করলো, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে ডাকলেন অথবা ডাকতে বললেন। তাকে ডাকা হলো, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তুমি কি রূপে বললে ? লোকটি তার বক্তব্য তাঁর নিকট পুনরায় ব্যক্ত করলো। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : হ্যাঁ, তবে ঋণ ব্যতীত ; জিবরাঈল (আ) আমাকে এরূপ বললেন।

٣١٥٩. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِى سَعِيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى قَتَادَةَ عَنْ اَبِى قَتَادَةَ اَنَّهُ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ قَامَ فِيْهِمْ فَذَكَرَ لَهُمْ اَنَّ الْجِهَادَ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالْاِيْمَانَ بِاللّٰهِ اَفْضَلُ الْاَعْمَالِ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَرَاَيْتَ اِنْ قُتِلْتُ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ اَيُكَفِّرُ اللّٰهُ عَنِّى خَطَايَاىَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَعَمْ اِنْ قُتِلْتَ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرٍ اِلاَّ الدَّيْنَ فَاِنَّ جِبْرِيْلَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ لِى ذٰلِكَ *

৩১৫৯. কুতায়বা (র) - - - - আবূ কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ লোকদের মধ্যে দাঁড়িয়ে তাদের বললেন : আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ এবং আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান সর্বোত্তম আমল। এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললো : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাকে অবহিত করুন, আমি যদি আল্লাহ্‌র রাস্তায় শহীদ হই, তাহলে কি আল্লাহ্ তা'আলা আমার সব পাপ মার্জনা করবেন ? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : হ্যাঁ। যদি তুমি ধৈর্যসহকারে সওয়াবের আশায় সামনে অগ্রসর হয়ে পিছু না হটে যুদ্ধ কর, তবে ঋণ ব্যতীত। জিবরাঈল (আ) আমাকে এরূপ বললেন।

٣١٦٠. اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلاَءِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ قَيْسٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى قَتَادَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَرَاَيْتَ اِنْ ضَرَبْتُ بِسَيْفِىْ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا مُقْبِلاً غَيْرَ مُدْبِرٍ حَتَّى اُقْتَلَ اَيُكَفِّرُ اللّٰهُ عَنِّى خَطَايَاىَ قَالَ نَعَمْ فَلَمَّا اَدْبَرَ دَعَاهُ فَقَالَ هٰذَا جِبْرِيْلُ يَقُوْلُ اِلاَّ اَنْ يَكُوْنَ عَلَيْكَ دَيْنٌ *

৩১৬০. আবদুল জব্বার ইব্‌ন আলা (র) - - - - আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবূ কাতাদা তাঁর পিতা কাতাদা (রা) হতে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মিম্বরের উপর থাকাবস্থায় এক ব্যক্তি এসে বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমি যদি আমার এ তলোয়ার দিয়ে ধৈর্যসহকারে সওয়াবের নিয়্যতে সামনে অগ্রসর হয়ে পিছু না হটে আল্লাহ্‌র রাস্তায় যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়ে যাই ; তাহলে কি আমার পাপসমূহ আল্লাহ্ ক্ষমা করে দিবেন ? তিনি বললেন : হ্যাঁ। লোকটি চলে যেতে লাগলে তাকে ডেকে বললেন : ইনি হলেন জিব্‌রীল, তিনি (এসে) বলছেন— তোমার উপর ঋণ থাকলে তা ব্যতীত।

مَا يُتَمَنَّى فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ

আল্লাহ্‌র রাস্তায় যা কামনা করা হবে

٣١٦١. اَخْبَرَنَا هرُوْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَكَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسَى وَهُوَ ابْنُ الْقَاسِمِ بْنِ سُمَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ وَاقِدٍ عَنْ كَثِيْرِ بْنِ مُرَّةَ اَنَّ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ حَدَّثَهُمْ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَا عَلَى الاَرْضِ مِنْ نَفْسٍ تَمُوْتُ وَلَهَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ تُحِبُّ اَنْ تَرْجِعَ اِلَيْكُمْ وَلَهَا الدُّنْيَا اِلاَّ الْقَتِيْلُ فَاِنَّهُ يُحِبُّ اَنْ يَرْجِعَ فَيُقْتَلَ مَرَّةً اُخْرَى *

৩১৬১. হারূন ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) - - - - কাসীর ইব্‌ন মুররা (র) বলেন, উবাদা ইব্‌ন সামিত (রা) তাদের নিকট বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : পৃথিবীতে এমন কোন লোক নেই, মৃত্যুবরণ করার পর তার জন্য আল্লাহ্‌র নিকট উত্তম অবস্থা হওয়া সত্ত্বেও, তার জন্য পৃথিবীস্থ সব কিছু তাকে দেয়া হবে এ অবস্থা সত্ত্বেও সে তোমাদের নিকট প্রত্যাবর্তনের আকাঙ্ক্ষা করবে—শহীদ ব্যতীত। কেননা, সে প্রত্যাবর্তন করে পুনরায় শহীদ হতে পছন্দ করবে।

مَا يَتَمَنَّى اَهْلُ الْجَنَّةِ

জান্নাতিগণ যা কামনা করবেন

٣١٦٢. اَخْبَرَنَا اَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَهْزٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ يَا ابْنَ اٰدَمَ كَيْفَ وَجَدْتَ مَنْزِلَكَ فَيَقُوْلُ اَىْ رَبِّ خَيْرَ مَنْزِلٍ فَيَقُوْلُ سَلْ وَتَمَنَّ فَيَقُوْلُ اَسْأَلُكَ اَنْ تَرُدَّنِى اِلَى الدُّنْيَا فَاُقْتَلَ فِى سَبِيْلِكَ عَشْرَ مَرَّاتٍ لِمَا يَرَى مِنْ فَضْلِ الشَّهَادَةِ *

৩১৬২. আবূ বক্‌র ইব্‌ন নাফি' (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : জান্নাতীদের মধ্য হতে এক ব্যক্তিকে আনা হবে। মহান মহিয়ান আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে বলবেন : হে আদম সন্তান ! তোমার বাসস্থান কেমন পেলে ? সে বলবে : হে আমার প্রতিপালক ! সর্বোত্তম স্থান। তিনি বলবেন : আরও কিছু চাও এবং আকাঙ্ক্ষা কর। তখন সে ব্যক্তি বলবে : হে আল্লাহ্ ! আমি চাই, আপনি আমাকে পুনরায় পৃথিবীতে পাঠিয়ে দিন। আমি আপনার রাস্তায় দশবার শহীদ হই। কেননা সে শাহাদাতের মর্যাদা দেখতে পেয়েছে।

مَايَجِدُ الشَّهِيْدُ مِنَ الْاَلَمِ

শহীদ কী যাতনা অনুভব করে

٣١٦٣. اَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ عَنْ

الْقَعْقَاعِ ابْنِ حَكِيْمٍ عَنْ اَبِى صَالِحٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الشَّهِيْدُ لاَيَجِدُ مَسَّ الْقَتْلِ اِلاَّ كَمَا يَجِدُ اَحَدُكُمُ الْقَرْصَةَ يُقْرَصُهَا *

৩১৬৩. ইমরান ইব্‌ন ইয়াযীদ (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : শহীদ ব্যক্তি নিহত হওয়ার কষ্ট তোমাদের কেউ পিপীলিকার কামড়ের (অথবা চিমটি কাটার) কষ্টের চাইতে বেশি অনুভব করবে না।

مَسْأَلَةُ الشَّهَادَةِ

শাহাদাত প্রসংগ

٣١٦٤. اَخْبَرَنَا يُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ شُرَيْحٍ اَنَّ سَهْلَ بْنَ اَبِى اُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ حَدَّثَهُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ سَأَلَ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ بَلَّغَهُ اللّٰهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ وَاِنْ مَاتَ عَلٰى فِرَاشِهٖ *

৩১৬৪. ইউনুস ইব্‌ন আবদুল আ'লা (র) - - - - সাহল ইব্‌ন আবূ উমামা ইব্‌ন সাহ্‌ল ইব্‌ন হানীফ (রা) তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেন যে,রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি মহান মহিয়ান আল্লাহ্ তা'আলার কাছে সর্বান্তকরণে শাহাদাত কামনা করবে, সে তার বিছানায় মৃত্যুবরণ করলেও আল্লাহ্ তা'আলা তাকে শহীদের মর্যাদা দান করবেন।

٣١٦٥. اَخْبَرَنَا يُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ شُرَيْحٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ الْحَضْرَمِىِّ اَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ حُجَيْرَةَ يُخْبِرُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ خَمْسٌ مَنْ قُبِضَ فِى شَىْءٍ مِنْهُنَّ فَهُوَ شَهِيْدٌ اَلْمَقْتُوْلُ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ شَهِيْدٌ وَالْغَرِقُ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ شَهِيْدٌ وَالْمَبْطُوْنُ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ شَهِيْدٌ وَالْمَطْعُوْنُ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ شَهِيْدٌ وَالنُّفَسَاءُ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ شَهِيْدٌ *

৩১৬৫. ইউনুস ইব্‌ন আবদুল আলা (র) - - - - উক্‌বা ইব্‌ন আমির (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি পাঁচ প্রকারের যে কোন এক প্রকারে মৃত্যুবরণ করবে— সে শহীদ : আল্লাহ্‌র রাস্তায় নিহত ব্যক্তি শহীদ, আল্লাহ্‌র রাস্তায় যে ব্যক্তি (নদী ইত্যাদিতে) ডুবে মরে— সে শহীদ, যে আল্লাহ্‌র রাস্তায় পেটের পীড়ায় মরে— সে শহীদ, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র রাস্তায় প্লেগ বা তাউন রোগে মারা যায়— সে শহীদ, আর যে স্ত্রীলোক সন্তান প্রসবের সময় আল্লাহ্‌র রাস্তায় মৃত্যুবরণ করে— সেও শহীদ।

٣١٦٦. اَخْبَرَنِىْ عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ قَالَ حَدَّثَنَا بَحِيْرٌ عَنْ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ اَبِىْ بِلاَلٍ عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يَخْتَصِمُ الشُّهَدَاءُ وَالْمُتَوَفَّوْنَ عَلٰى

فُرُشِهِمْ اِلَى رَبِّنَا فِى الَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنَ الطَّاعُوْنِ فَيَقُوْلُ الشُّهَدَاءُ اِخْوَانُنَا قُتِلُوا كَمَا قُتِلْنَا وَيَقُوْلُ الْمُتَوَفَّوْنَ عَلَى فُرُشِهِمْ اِخْوَانُنَا مَاتُوا عَلَى فُرُشِهِمْ كَمَا مُتْنَا فَيَقُوْلُ رَبُّنَا انْظُرُوا اِلَى جِرَاحِهِمْ فَاِنْ اَشْبَهَ جِرَاحُهُمْ جِرَاحَ الْمَقْتُوْلِيْنَ فَاِنَّهُمْ مِنْهُمْ وَمَعَهُمْ فَاِذَا جِرَاحُهُمْ قَدْ اَشْبَهَتْ جِرَاحَهُمْ *

৩১৬৬. আমর ইব্‌ন উসমান (র) - - - - ইরবায ইব্‌ন সারিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : শহীদগণ এবং যারা বিছানায় (স্বাভাবিক) মৃত্যুবরণ করেছে, তারা আমাদের রবের নিকট বাদানুবাদ করবে—'তাউন' (প্লেগ) রোগে মারা গেছে তার সম্বন্ধে। শহীদগণ বলবেন : আমাদের এ ভাইয়েরা নিহত হয়েছেন, যেভাবে আমরা নিহত হয়েছি। আর বিছানায় মৃত্যুবরণকারিগণ বলবেন : আমাদের এ ভাইয়েরা তাদের বিছানায় মৃত্যুবরণ করেছে, যেমন আমরা মৃত্যুবরণ করেছি (শহীদ হয়নি)। তখন আমাদের রব বলবেন : তাদের যখমের প্রতি লক্ষ্য কর, যদি তাদের যখম শহীদদের ক্ষতের সদৃশ হয়, তাহলে তারা তাদের মধ্যে হবে এবং তাদের সাথে থাকবে, তখন দেখা যাবে তাদের ক্ষত শহীদের ক্ষতের সদৃশ।

اِجْتِمَاعُ الْقَاتِلِ وَالْمَقْتُوْلِ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ فِى الْجَنَّةِ

আল্লাহ্‌র রাস্তায় হত্যাকারী ও নিহত ব্যক্তির জান্নাতে একত্রিত হওয়া

٣١٦٧. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يَعْجَبُ مِنْ رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ اَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ وَقَالَ مَرَّةً اُخْرَى لَيَضْحَكُ مِنْ رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ اَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ثُمَّ يَدْخُلاَنِ الْجَنَّةَ *

৩১৬৭. মুহাম্মাদ ইব্‌ন মানসূর (র) - - - -.আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : মহান মহিয়ান আল্লাহ্ তা'আলা দুই ব্যক্তি সম্বন্ধে আশ্চর্যবোধ করবেন, তাদের একজন অন্যজনকে হত্যা করবে। অন্য সময় তিনি বলেছেন : আল্লাহ্ তা'আলা সন্তুষ্টি প্রকাশ করবেন ঐ দুই ব্যক্তি সম্বন্ধে, যাদের একজন তার সাথীকে হত্যা করবে, এরপর তারা উভয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

تَفْسِيْرُ ذٰلِكَ

(হত্যাকারী ও নিহত ব্যক্তির জান্নাতে একত্রিত হওয়া) এর ব্যাখ্যা

٣١٦٨. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يَضْحَكُ اللّٰهُ اِلَى رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ اَحَدُهُمَا الْاٰخَرَ كِلاَهُمَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيُقْتَلُ ثُمَّ يَتُوْبُ اللّٰهُ عَلَى الْقَاتِلِ فَيُقَاتِلُ فَيُسْتَشْهَدُ *

৩১৬৮. মুহাম্মাদ ইব্ন সালামা এবং ইব্ন হারিস ইব্ন মিসকীন (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ্ তা'আলা দুই ব্যক্তির প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করবেন, তাদের একে অন্যকে হত্যা করে— আর উভয়ে জান্নাতে প্রবেশ করে। একজন (তো আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ করে) শহীদ হয়, এরপর আল্লাহ্ তা'আলা হত্যাকারীকে ক্ষমা করে দেন, তারপর সেও জিহাদ করে এবং শহীদ হয়।

فَضْلُ الرِّبَاطِ

রাষ্ট্রের সীমান্ত পাহারা দেয়ার ফযীলত

٣١٦٩. قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ أَخْبَرَنِىْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ ابْنُ شُرَيْحٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِى عُبَيْدَةَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ شُرَحْبِيْلَ بْنِ السِّمْطِ عَنْ سَلْمَانَ الْخَيْرِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ رَابَطَ يَوْمًا وَلَيْلَةً فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ كَانَ لَهُ كَأَجْرِ صِيَامِ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ وَمَنْ مَاتَ مُرَابِطًا أُجْرِىَ لَهُ مِثْلُ ذٰلِكَ مِنَ الْأَجْرِ وَأُجْرِىَ عَلَيْهِ الرِّزْقُ وَأَمِنَ مِنَ الْفَتَّانِ *

৩১৬৯. হারিস ইব্ন মিসকীন (র) - - - - সালমানুল খায়র (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহ্র রাস্তায় একদিন ও একরাত সীমান্ত পাহারায় কাটায়। তার জন্য এক মাস রোযা রাখার ও (রাত জেগে) ইবাদাতের সাওয়াব রয়েছে। আর যে ব্যক্তি পাহারার কাজে নিয়োজিত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, তার জন্যও অনুরূপ সাওয়াব বরাদ্দ হবে। আর তাকে (জান্নাত হতে) রিযিক বরাদ্ধ দেয়া হবে, আর সে সমস্ত ফিতনা (বিপদ ও সমস্যা) হতে রক্ষিত থাকবে।

٣١٧٠. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِىْ أَيُّوْبُ بْنُ مُوْسٰى عَنْ مَكْحُوْلٍ عَنْ شُرَحْبِيْلَ بْنِ السِّمْطِ عَنْ سَلْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ رَابَطَ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ يَوْمًا وَلَيْلَةً كَانَتْ لَهُ كَصِيَامِ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ فَإِنْ مَاتَ جَرٰى عَلَيْهِ عَمَلُهُ الَّذِىْ كَانَ يَعْمَلُ وَأَمِنَ الْفَتَّانَ وَأُجْرِىَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ *

৩১৭০. আমর ইব্ন মানসূর (র) - - - - সাল্মান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি আল্লাহ্র রাস্তায় একদিন এবং এক রাত সীমান্ত পাহারায় রত থাকে তার জন্য এক মাস সাওম পালন করে ও (রাত জেগে) ইবাদতের সওয়াব রয়েছে। সে ইন্তিকাল করলেও তার সে আমল জারি থাকবে, যা সে করত আর সে সকল ফিতনা হতে রক্ষিত থাকবে, আর তাকে তার রিযিক বরাদ্দ করা হবে।

٣١٧١. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ زُهْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ أَبُوْ صَالِحٍ مَوْلٰى عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِىَ اللّٰهُ

عَنْهُ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ رِبَاطُ يَوْمٍ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ خَيْرٌ مِنْ اَلْفِ يَوْمٍ فِيْمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَنَازِلِ *

৩১৭১. আমর ইব্‌ন মানসূর (র) - - - - যাহ্‌রা ইব্‌ন মা'বাদ (র) বলেন, উসমান (রা)-এর মাওলানা (আযাদকৃত গোলাম) আবূ সালিহ্ আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমি উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফান (রা)-কে বলতে শুনেছি ; তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি : আল্লাহ্‌র রাস্তায় একদিনের সীমান্ত পাহারায় রত থাকা অন্যান্য স্থানের হাজার দিন হতে উত্তম।

فَضْلُ الْجِهَادِ فِى الْبَحْرِ

সমুদ্রে (নৌ বাহিনীর) জিহাদের ফযীলত

٣١٧٢. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ اِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى طَلْحَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا ذَهَبَ اِلَى قُبَاءٍ يَدْخُلُ عَلَى اُمِّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ فَتُطْعِمُهُ وَكَانَتْ اُمُّ حَرَامٍ بِنْتُ مِلْحَانَ تَحْتَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ فَدَخَلَ عَلَيْهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمًا فَاَطْعَمَتْهُ وَجَلَسَتْ تَفْلِى رَاْسَهُ فَنَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ قَالَتْ فَقُلْتُ مَايُضْحِكُكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ نَاسٌ مِنْ اُمَّتِى عُرِضُوا عَلَىَّ غُزَاةً فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ يَرْكَبُوْنَ ثَبَجَ هٰذَا الْبَحْرِ مُلُوْكٌ عَلَى الْاَسِرَّةِ اَوْ مِثْلُ الْمُلُوْكِ عَلَى الْاَسِرَّةِ شَكٌّ اِسْحٰقَ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ادْعُ اللّٰهَ اَنْ يَجْعَلَنِى مِنْهُمْ فَدَعَا لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ نَامَ وَقَالَ الْحَارِثُ فَنَامَ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ فَضَحِكَ فَقُلْتُ لَهُ مَايُضْحِكُكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ نَاسٌ مِنْ اُمَّتِى عُرِضُوْا عَلَىَّ غُزَاةً فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ مُلُوْكٌ عَلَى الْاَسِرَّةِ اَوْ مِثْلُ الْمُلُوْكِ عَلَى الْاَسِرَّةِ كَمَا قَالَ فِى الْاَوَّلِ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ادْعُ اللّٰهَ اَنْ يَجْعَلَنِى مِنْهُمْ قَالَ اَنْتِ مِنَ الْاَوَّلِيْنَ فَرَكِبَتِ الْبَحْرَ فِى زَمَانِ مُعَاوِيَةَ فَصُرِعَتْ عَنْ دَابَّتِهَا حِيْنَ خَرَجَتْ مِنَ الْبَحْرِ فَهَلَكَتْ *

৩১৭২. মুহাম্মাদ ইব্‌ন সালমা এবং হারিস ইব্‌ন মিসকীন (র) - - - - আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন কুবায় গমন করতেন, তখন তিনি উম্মু হারাম বিন্‌ত মিলহান (রা)-এর নিকট যেতেন। তিনি তাঁকে আহার করাতেন। আর উম্মু হারাম বিন্‌ত মিল্‌হান ছিলেন উবাদা ইব্‌ন সামিতের স্ত্রী। একবার তিনি তাঁর বাড়িতে গেলে উম্মু হারাম তাঁকে আহার করালেন এবং বসে তাঁর মাথা বানিয়ে দিতে লাগলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিদ্রামগ্ন হলেন। এরপর তিনি হাসতে হাসতে জাগ্রত হলেন। উম্মু হারাম বলেন, আমি তাঁকে বললাম :

ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার হাসার কারণ কি ? তিনি বললেন : আমার উম্মতের কিছু সংখ্যক লোককে আমাকে দেখান হলো তা তারা আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ করার জন্য অথৈ সাগরে (নৌযানে) আরোহণ করবে তারা সিংহাসনে উপবিষ্ট বাদশাহ। রাবী ইসহাক (র) বলেন, অথবা তিনি বলেছেন : তারা সিংহাসনে উপবিষ্ট বাদশাহদের ন্যায়। আমি বললাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহ্‌র নিকট দু'আ করুন, তিনি যেন আমাকেও তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার জন্য দু'আ করে আবার নিদ্রা গেলেন।

হারিস (র) বলেন, নিদ্রা যাওয়ার পর তিনি আবার হাসতে হাসতে জাগলেন, আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার হাসার কারণ কি ? তিনি বললেন : আমার উম্মতের কিছু লোককে আমাকে দেখান হলো, তারা আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ করেছে : যেমন সিংহাসনের উপর বাদশাহ অথবা সিংহাসনে আসীন বাদশাহর মত, যেভাবে প্রথমবার বলেছিলেন। আমি বললাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহ্‌র নিকট দু'আ করুন, তিনি যেন আমাকে এদের মধ্যে শামিল করেন। তিনি বললেন : না, তুমি প্রথম দলে থাকবে। উম্মু হারাম মুআবিয়া (রা)-এর শাসনকালে (ইরাকের শাসনকর্তা রূপে) (ইস্তাম্বুল অভিযানে) সাগরে (নৌযানে) আরোহণ করেছিলেন, এরপর সমুদ্র হতে ফিরে আসার পর তিনি তার সওয়ারীর উপর হতে পড়ে গিয়ে শহীদ হন।

٣١٧٣. اَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيْبِ بْنِ عَرَبِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ اُمِّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ قَالَتْ اَتَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَقَالَ عِنْدَنَا فَاسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ بِاَبِىْ وَاُمِّىْ مَا اَضْحَكَكَ قَالَ رَاَيْتُ قَوْمًا مِنْ اُمَّتِىْ يَرْكَبُوْنَ هٰذَا الْبَحْرَ كَالْمُلُوْكِ عَلَى الْاَسِرَّةِ قُلْتُ ادْعُ اللّٰهَ اَنْ يَجْعَلَنِىْ مِنْهُمْ قَالَ فَاِنَّكِ مِنْهُمْ ثُمَّ نَامَ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ فَسَاَلْتُهُ فَقَالَ يَعْنِىْ مِثْلَ مَقَالَتِهِ قُلْتُ ادْعُ اللّٰهَ اَنْ يَجْعَلَنِىْ مِنْهُمْ قَالَ اَنْتِ مِنَ الْاَوَّلِيْنَ فَتَزَوَّجَهَا عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ فَرَكِبَ الْبَحْرَ وَرَكِبَتْ مَعَهُ فَلَمَّا خَرَجَتْ قُدِّمَتْ لَهَا بَغْلَةٌ فَرَكِبَتْهَا فَصَرَعَتْهَا فَانْدَقَّتْ عُنُقُهَا *

৩১৭৩. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন হাবীব ইব্‌ন আরাবী (র) - - - - উম্মু হারাম বিন্‌ত মিল্‌হান (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের নিকট এসে খাওয়া দাওয়ার পর শয়ন (কায়লুলা) করলেন, এরপর হাসতে হাসতে জাগ্রত হলেন। আমি বললাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমার মাতাপিতা আপনার উপর কুরবান হোক, আপনার হাসার কারণ কি ? তিনি বললেন : আমি আমার উম্মতের একদল লোককে দেখলাম, সাগরের বুকে আরোহণ (নৌ অভিযান) করছে, তারা সিংহাসনের উপর বাদশাহদের ন্যায়। আমি বললাম : আল্লাহ্‌র নিকট দু'আ করুন, তিনি যেন আমাকে এদের অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি বললেন : তুমি তাদের মধ্যে থাকবে। এরপর তিনি নিদ্রা গেলেন এবং হাসতে হাসতে জাগ্রত হলেন। আমি তাঁকে প্রশ্ন করলাম এবং তিনি আগের মত বললেন। আমি বললাম আল্লাহ্‌র নিকট দু'আ করুন, তিনি যেন আমাকে তাদের মধ্যে শামিল করেন। তিনি বললেন : তুমি প্রথম দলভুক্ত থাকবে। উবাদা ইব্‌ন সামিত (রা) তাকে বিবাহ করলেন। এরপর তিনি সাগরে আরোহণ করে নৌ অভিযান করলেন। তাঁর সাথে ইনি (তাঁর স্ত্রী)ও সাগরে (নৌযানে) আরোহণ করলেন। যখন সমুদ্র হতে ফিরে এলে তাঁর জন্য একটি খচ্চর আনা হলো, তিনি তাতে আরোহণ করলেন ; খচ্চর তাঁকে আছড়ে ফেলে দিলে তাঁর ঘাড় ভেঙ্গে যায়, ফলে তিনি মারা যান।

غَزْوَةُ الْهِنْدِ

হিন্দুস্থানে অভিযান

٣١٧٤. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ عَنْ سَيَّارٍ ح قَالَ وَأَنْبَأَنَا هُشَيْمٌ عَنْ سَيَّارٍ عَنْ جَبْرِ بْنِ عَبِيدَةَ وَقَالَ عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ وَعَدَنَا رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ غَزْوَةَ الْهِنْدِ فَإِنْ أَدْرَكْتُهَا أُنْفِقْ فِيهَا نَفْسِي وَمَالِي فَإِنْ أُقْتَلْ كُنْتُ مِنْ أَفْضَلِ الشُّهَدَاءِ وَإِنْ أَرْجِعْ فَأَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ الْمُحَرَّرُ *

৩১৭৪. আহমাদ ইব্‌ন উসমান ইব্‌ন হাকিম (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে হিন্দুস্থানের জিহাদের (ভারত অভিযানের) ওয়াদা দিয়েছিলেন। যদি আমি তা (ঐ যুদ্ধের সুযোগ) পাই, তা হলে আমি তাতে আমার জান-মাল ব্যয় করব। আর যদি আমি তাতে নিহত হই, তা হলে আমি শহীদের মধ্যে উত্তম সাব্যস্ত হব। আর যদি আমি ফিরে আসি, তা হলে আমি হবো আযাদ বা জাহান্নাম হতে মুক্ত আবূ হুরায়রা।

٣١٧٥. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ أَنْبَأَنَا هُشَيْمٌ قَالَ حَدَّثَنَا سَيَّارٌ أَبُو الْحَكَمِ عَنْ جَبْرِ بْنِ عَبِيدَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ وَعَدَنَا رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ غَزْوَةَ الْهِنْدِ فَإِنْ أَدْرَكْتُهَا أُنْفِقْ فِيهَا نَفْسِي وَمَالِي وَإِنْ قُتِلْتُ كُنْتُ مِنْ أَفْضَلِ الشُّهَدَاءِ وَإِنْ رَجَعْتُ فَأَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ الْمُحَرَّرُ *

৩১৭৫. মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসমাঈল ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে হিন্দুস্থানের জিহাদের ওয়াদা দিয়েছেন। আমি তা পেলে তাতে আমার জান মাল উৎসর্গ করব। আর যদি আমি নিহত হই, তবে মর্যাদাবান শহীদ বলে গণ্য হব, আর যদি ফিরে আসি, তা হলে আমি হব আযাদ বা জাহান্নাম হতে মুক্ত আবূ হুরায়রা।

٣١٧٦. أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ الزُّبَيْدِيُّ عَنْ أَخِيهِ مُحَمَّدِ ابْنِ الْوَلِيدِ عَنْ لُقْمَانَ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى بْنِ عَدِيٍّ الْبَهْرَانِيِّ عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ عِصَابَتَانِ مِنْ أُمَّتِي أَحْرَزَهُمَا اللّٰهُ مِنَ النَّارِ عِصَابَةٌ تَغْزُو الْهِنْدَ وَعِصَابَةٌ تَكُونُ مَعَ عِيسَى بْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ *

৩১৭৬. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুর রহীম (র) - - - - রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর গোলাম ছাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আমার উম্মতের দুটি দল, আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে জাহান্নাম হতে পরিত্রাণ দান করবেন। একদল যারা হিন্দুস্থানের জিহাদ করবে, আর একদল যারা ঈসা ইব্‌ন মারিয়াম (আ)-এর সঙ্গে থাকবে।

غَزْوَةُ التُّرْكِ وَالْحَبَشَةِ

তুরস্ক ও হাবশার যুদ্ধ

٣١٧٧. اَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ قَالَ حَدَّثَنَا ضَمْرَةُ عَنْ اَبِى زُرْعَةَ السَّيْبَانِيِّ عَنْ اَبِى سُكَيْنَةَ رَجُلٍ مِنَ الْمُحَرَّرِيْنَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَمَّا اَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِحَفْرِ الْخَنْدَقِ عَرَضَتْ لَهُمْ صَخْرَةٌ حَالَتْ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْحَفْرِ فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَخَذَ الْمِعْوَلَ وَ وَضَعَ رِدَاءَهُ نَاحِيَةَ الْخَنْدَقِ وَقَالَ تَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلاً لاَمُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ فَنَدَرَ ثُلُثُ الْحَجَرِ وَسَلْمَانُ الْفَارِسِىُّ قَائِمٌ يَنْظُرُ فَبَرَقَ مَعَ ضَرْبَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بَرْقَةٌ ثُمَّ ضَرَبَ الثَّانِيَةَ وَقَالَ تَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلاً لاَمُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ فَنَدَرَ الثُّلُثُ الْاٰخَرُ فَبَرَقَتْ بَرْقَةٌ فَرَاٰهَا سَلْمَانُ ثُمَّ ضَرَبَ الثَّالِثَةَ وَقَالَ تَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلاً لاَمُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ فَنَدَرَ الثُّلُثُ الْبَاقِى وَخَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاَخَذَ رِدَاءَهُ وَجَلَسَ قَالَ سَلْمَانُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ رَاَيْتُكَ حِيْنَ ضَرَبْتَ مَا تَضْرِبُ ضَرْبَةً اِلاَّ كَانَتْ مَعَهَا بَرْقَةٌ قَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا سَلْمَانُ رَاَيْتَ ذٰلِكَ فَقَالَ اِيْ وَالَّذِى بَعَثَكَ بِالْحَقِّ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ فَاِنِّى حِيْنَ ضَرَبْتُ الضَّرْبَةَ الْاُوْلَى رُفِعَتْ لِى مَدَائِنُ كِسْرَى وَمَا حَوْلَهَا وَمَدَائِنُ كَثِيْرَةٌ حَتَّى رَاَيْتُهَا بِعَيْنَىَّ قَالَ لَهُ مَنْ حَضَرَهُ مِنْ اَصْحَابِهِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ادْعُ اللّٰهَ اَنْ يَفْتَحَهَا عَلَيْنَا وَيُغَنِّمَنَا دِيَارَهُمْ وَيُخَرِّبَ بِاَيْدِيْنَا بِلاَدَهُمْ فَدَعَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِذٰلِكَ ثُمَّ ضَرَبْتُ الضَّرْبَةَ الثَّانِيَةَ فَرُفِعَتْ لِى مَدَائِنُ قَيْصَرَ وَمَا حَوْلَهَا حَتَّى رَاَيْتُهَا بِعَيْنَىَّ قَالُوْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ادْعُ اللّٰهَ اَنْ يَفْتَحَهَا عَلَيْنَا وَيُغَنِّمَنَا دِيَارَهُمْ وَيُخَرِّبَ بِاَيْدِيْنَا بِلاَدَهُمْ فَدَعَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِذٰلِكَ ثُمَّ ضَرَبْتُ الثَّالِثَةَ فَرُفِعَتْ لِى مَدَائِنُ الْحَبَشَةِ وَمَا حَوْلَهَا مِنَ الْقُرَى حَتَّى رَاَيْتُهَا بِعَيْنَىَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عِنْدَ ذٰلِكَ دَعُوا الْحَبَشَةَ مَاوَدَعُوْكُمْ وَاتْرُكُوا التُّرْكَ مَاتَرَكُوْكُمْ *

৩১৭৭. ঈসা ইব্ন ইউনুস (র) - - - - রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর একজন সাহাবী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পরিখা খননের আদেশ করলেন, তখন একটি কঠিন বড় প্রস্তরখণ্ড দেখা গেল, যা খনন কার্যে ব্যাঘাত সৃষ্টি করলো। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বেল্চা (কোদাল জাতীয় যন্ত্র বিশেষ) নিয়ে অগ্রসর হলেন এবং তাঁর চাদর পরিখার পাশে রাখলেন, তিনি বললেন :

تَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلاً لاَمُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ *

অর্থ : সত্য ও ন্যায়ের দিক দিয়ে আপনার রবের বাণী সম্পূর্ণ এবং তাঁর বাক্য(সিদ্ধান্ত) সমূহ পরিবর্তন করার কেউ নেই, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। (৬ : ১১৫)।

তাতে ঐ প্রস্তর খণ্ডের এক-তৃতীয়াংশ (ভেংগে) পড়ে গেল। আর সাল্মান ফারসী সেখানে দণ্ডায়মান ছিলেন। তিনি দেখলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর বেলচা মারার সঙ্গে সঙ্গে একটি বিদ্যুৎ চমকিত হলো। এরপর তিনি দ্বিতীয়বার আঘাত করলেন এবং বললেন :

تَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلاً لاَمُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ *

তাতে আর এক-তৃতীয়াংশ (ভেংগে) পড়ে গেল এবং একটি বিদ্যুৎ চমকে উঠলো। সালমান ফারসী (রা) তাও দেখতে পেলেন। তারপর তিনি তৃতীয়বার তাতে আঘাত করলেন এবং বললেন :

تَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلاً لاَمُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ *

এতে অবশিষ্ট তৃতীয়াংশ (ভেংগে) পড়ে গেল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (পরিখা থেকে)বের হয়ে আসলেন, এবং তাঁর চাদরখানা নিয়ে বসে পড়লেন। সালমান ফারসী (রা) বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি যখন আঘাত করছিলেন, আমি লক্ষ্য করছিলাম, দেখলাম আপনি যখনই তাতে আঘাত করছিলেন, তা হতে বিদ্যুৎ চমকিত হচ্ছিল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : হে সালমান! আমিও তা দেখেছি। সালমান (রা) বললেন : হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ঐ সত্তার শপথ! যিনি আপনাকে সত্য সহকারে প্রেরণ করেছেন। তিনি বললেন : আমি যখন প্রথমবার আঘাত করেছিলাম, তখন(পারস্যের) কিস্রার শহরসমূহ এবং এর আশপাশের স্থানসমূহ এবং আরো বহু শহর আমার সামনে প্রকাশিত হলো। আমি তা আমার দু'চোখে দর্শন করেছি। উপস্থিত সাহাবীবৃন্দ আরয করলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহ্ তা'আলার নিকট দু'আ করুন, তিনি যেন আমাদের এ সকল শহরের বিজয় দান করেন এবং তাদের আবাসকে আমাদের গনীমত করে দেন, আর আমাদের হাতে তাদের দেশ বিধ্বস্ত করে দেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর জন্য দু'আ করলেন। তিনি বললেন : এরপর আমি দ্বিতীয়বার আঘাত করলাম। তাতে (রোম-সম্রাট কায়সারের শহরসমূহ এবং এর আশপাশের স্থানসমূহ দেখানো হলো। আমি তা আমার দু'চোখে দর্শন করলাম। তারা বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহ্ তা'আলার নিকট দু'আ করুন, তিনি যেন আমাদের এ সকল শহরের বিজয় দান করেন আর তাদের বাড়ি ঘর আমরা গনীমতরূপে প্রাপ্ত হই এবং তাদের বাড়ি ঘর আমাদের হাতে বিধ্বস্ত হয়। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর জন্য দু'আ করলেন। তিনি বললেন : এরপর আমি তৃতীয়বার আঘাত করলাম, আমাকে হাব্শার (আবিসিনিয়া-ইথিওপিয়া-ইরিত্রোয়া) শহরসমূহ এবং এর আশে পাশের জনপদসমূহ দেখান হলো। আমি তা আমার দু'চোখে দেখলাম। এ সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তোমরা হাবশীদের সাথে যুদ্ধ করো না, যতক্ষণ তারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ থেকে বিরত থাকে। আর তোমরা তুর্কীদের সাথেও যুদ্ধ করো না, যতক্ষণ তারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ থেকে বিরত থাকে।

٣١٧٨. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَتَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى يُقَاتِلَ الْمُسْلِمُوْنَ التُّرْكَ قَوْمًا وَجُوْهُهُمْ كَالْمَجَانِّ الْمُطْرَقَةِ يَلْبَسُوْنَ الشَّعْرَ وَيَمْشُوْنَ فِى الشَّعْرِ ٭

৩১৭৮. কুতায়বা (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যে পর্যন্ত না মুসলমানরা তুর্কীদের সাথে যুদ্ধ করবে, যাদের চেহারা হবে মোটাভারী ঢালের ন্যায়, তারা পশমের পোশাক পরিধান করবে এবং পশমের (পশমযুক্ত চামড়ার) জুতা পরিধান করে চলাচল করবে।

اَلاِسْتِنْصَارُ بِالضَّعِيْفِ

দুর্বল উসিলা দিয়ে সাহায্য গ্রহণ

٣١٧٩. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِدْرِيْسَ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ ظَنَّ اَنَّ لَهُ فَضْلاً عَلٰى مَنْ دُوْنَهُ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ نَبِىُّ اللّٰهِ ﷺ اِنَّمَا يَنْصُرُ اللّٰهُ هٰذِهِ الْاُمَّةَ بِضَعِيْفِهَا بِدَعْوَتِهِمْ وَصَلاَتِهِمْ وَاِخْلاَصِهِمْ ٭

৩১৭৯. মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইদরীস (র) - - - - মুস্'আব ইব্‌ন সা'দ (র) তাঁর পিতার মাধ্যমে বর্ণনা করেন, তিনি মনে করতেন, নবী ﷺ-এর উম্মতের মধ্যে যারা তাঁর চেয়ে নিম্নশ্রেণীর, তাঁদের উপর তাঁর মর্যাদা রয়েছে। আল্লাহ্‌র নবী ﷺ বললেন : আল্লাহ্ তা'আলা এ উম্মতকে সাহায্য করেন তার দুর্বলদের দ্বারা, তাদের দু'আ, সালাত এবং ইখলাসের কারণে।

٣١٨٠. اَخْبَرَنَا يَحْيٰى بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جَابِرٍ قَالَ حَدَّثَنِى زَيْدُ بْنُ اَرْطَاةَ الْفَزَارِىُّ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ الْحَضْرَمِىِّ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا الدَّرْدَاءِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ ابْغُوْنِى الضَّعِيْفَ فَاِنَّكُمْ اِنَّمَا تُرْزَقُوْنَ وَتُنْصَرُوْنَ بِضُعَفَائِكُمْ ٭

৩১৮০. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন উসমান (র) - - - - জুবায়র ইব্‌ন নুফায়র হায্‌রামী (র) বলেন, তিনি আবুদ্‌দারদা (রা)-কে বলতে শুনেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি : আমার জন্য দুবর্লদের অন্বেষণ কর, কেননা তোমরা রিযিক পাচ্ছ এবং সাহায্য পাচ্ছ তোমাদের দুর্বলদের উসিলায়।

فَضْلُ مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا

যে ব্যক্তি যোদ্ধাকে যুদ্ধের সরঞ্জাম প্রদান করে

٣١٨١. اَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْاَشَجِّ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَقَدْ غَزَا وَمَنْ خَلَفَهُ فِىْ أَهْلِهِ بِخَيْرٍ فَقَدْ غَزَا *

৩১৮১. সুলায়মান ইব্‌ন দাউদ এবং হারিস ইব্‌ন মিসকীন (র) ---- যায়িদ ইব্‌ন খালিদ (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র রাস্তার কোন যোদ্ধাকে যুদ্ধের উপকরণ দান করবে, সে যেন নিজেই যুদ্ধ করলো। আর যে ব্যক্তি কোন যোদ্ধার পরিবারে তার কল্যাণ কামনার সাথে স্থলাবর্তী হলো, সেও যেন যুদ্ধে যোগদান করলো।

٣١٨٢. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مَهْدِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ عَنْ يَحْيَى عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فَقَدْ غَزَا وَمَنْ خَلَفَ غَازِيًا فِىْ اَهْلِهِ بِخَيْرٍ فَقَدْ غَزَا *

৩১৮২. মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুসান্না (র) ---- যায়দ ইব্‌ন খালিদ জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি কোন যোদ্ধাকে যুদ্ধের সরঞ্জাম দান করলো, সে যেন যুদ্ধ করলো, আর যে ব্যক্তি কোন যোদ্ধার পরিবারে মঙ্গলের জন্য তার স্থলাবর্তী হলো সেও যেন যুদ্ধ করলো।

٣١٨٣. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اِدْرِيْسَ قَالَ سَمِعْتُ حُصَيْنَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرِو بْنِ جَاوَانَ عَنِ الْاَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ خَرَجْنَا حُجَّاجًا فَقَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ وَنَحْنُ نُرِيْدُ الْحَجَّ فَبَيْنَا نَحْنُ فِىْ مَنَازِلِنَا نَضَعُ رِحَالَنَا اِذْ اَتَانَا اٰتٍ فَقَالَ اِنَّ النَّاسَ قَدِ اجْتَمَعُوْا فِى الْمَسْجِدِ وَفَزِعُوا فَانْطَلَقْنَا فَاِذَا النَّاسُ مُجْتَمِعُوْنَ عَلَى نَفَرٍ فِىْ وَسَطِ الْمَسْجِدِ وَفِيْهِمْ عَلِىٌّ وَالزُّبَيْرُ وَطَلْحَةُ وَسَعْدُ بْنُ اَبِىْ وَقَّاصٍ فَاِنَّا لَكَذٰلِكَ اِذْ جَاءَ عُثْمَانُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَلَيْهِ مُلَاءَةٌ صَفْرَاءُ قَدْ قَنَّعَ بِهَا رَأْسَهُ فَقَالَ أَهٰهُنَا طَلْحَةُ اَهٰهُنَا الزُّبَيْرُ اَهٰهُنَا سَعْدٌ قَالُوا نَعَمْ قَالَ فَاِنِّىْ اَنْشُدُكُمْ بِاللّٰهِ الَّذِىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اَتَعْلَمُوْنَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ يَبْتَاعُ مِرْبَدَ بَنِىْ فُلَانٍ غَفَرَ اللّٰهُ لَهُ فَابْتَعْتُهُ بِعِشْرِيْنَ اَلْفًا اَوْ بِخَمْسَةٍ وَعِشْرِيْنَ اَلْفًا

فَاَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ اجْعَلْهُ فِى مَسْجِدِنَا وَاَجْرُهُ لَكَ قَالُوا اَللّٰهُمَّ نَعَمْ قَالَ اَنْشُدُكُمْ بِاللّٰهِ الَّذِىْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ اَتَعْلَمُوْنَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنِ ابْتَاعَ بِئْرَ رُوْمَةَ غَفَرَ اللّٰهُ لَهُ فَابْتَعْتُهَا بِكَذَا وَكَذَا فَاَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ قَدِ ابْتَعْتُهَا بِكَذَا وَكَذَا قَالَ اجْعَلْهَا سِقَايَةً لِلْمُسْلِمِيْنَ وَاَجْرُهَا لَكَ قَالُوا اَللّٰهُمَّ نَعَمْ قَالَ اَنْشُدُكُمْ بِاللّٰهِ الَّذِىْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ اَتَعْلَمُوْنَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَظَرَ فِى وُجُوْهِ الْقَوْمِ فَقَالَ مَنْ يُجَهِّزْ هٰؤُلاَءِ غَفَرَ اللّٰهُ لَهُ يَعْنِى جَيْشَ الْعُسْرَةِ فَجَهَّزْتُهُمْ حَتّٰى لَمْ يَفْقِدُوا عِقَالاً وَلاَ خِطَامًا فَقَالُوا اَللّٰهُمَّ نَعَمْ قَالَ اَللّٰهُمَّ اشْهَدْ اَللّٰهُمَّ اشْهَدْ اَللّٰهُمَّ اشْهَدْ *

৩১৮৩. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - আহ্‌নাফ ইব্‌ন কায়স (রা) বলেন, আমরা হজ্জের উদ্দেশ্যে বের হয়ে মদীনায় উপনীত হলাম। আমরা আমাদের মনযিলে পৌঁছে আমাদের হাওদা নামাচ্ছিলাম, এমন সময় আমাদের নিকট এক আগন্তুকের আগমন হলো। সে বললেন : লোক মসজিদে একত্রিত হয়েছে। তারা সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছে। আমরা সেখানে গিয়ে দেখলাম মসজিদের মধ্যস্থলে কয়েকজন লোকের চতুর্দিকে অন্য লোক একত্রিত হয়ে আছে। তাদের মধ্যে আলী, যুবায়র, তালহা এবং সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) রয়েছেন। আমরা এ অবস্থায় ছিলাম, এমন সময় উসমান (রা) আগমন করলেন। তাঁর পরনে ছিল হলুদ বর্ণের একখানা চাদর, তা দ্বারা তিনি তাঁর মাথা ঢেকে রেখেছেন। তিনি বললেন : এখানে কি তালহা (রা) আছেন ? এখানে কি যুবায়র (রা) আছেন ? এখানে কি সা'দ (রা) আছেন ? সকলে বললেন : হ্যাঁ। তিনি বললেন : আমি ঐ আল্লাহ্‌র কসম দিয়ে তোমাদেগকে জিজ্ঞাসা করছি, যিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নাই। তোমরা কি অবগত আছ যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : অমুক গোত্রের (উট বাঁধার) বা খেজুর শুকাবার স্থানটি যে খরিদ করবে, আল্লাহ্ তাআলা তাকে ক্ষমা করবেন। এরপর আমি তা বিশ হাজার অথবা পঁচিশ হাজার (দিরহাম)-এর বিনিময়ে খরিদ করেছি। আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর খিদমতে এসে তাঁকে তার সংবাদ দিলে তিনি বললেন : তা আমাদের মসজিদে দিয়ে দাও, আর এর সওয়াব তোমারই থাকবে। তাঁরা বললেন : আল্লাহ্ সাক্ষী! হ্যাঁ। তিনি (আবার) বললেন : যে আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই, সেই আল্লাহ্‌র কসম দিয়ে তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করছি, তোমরা কি অবগত আছ যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি 'রুমা' কূপটি খরিদ করবে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে ক্ষমা করবেন ? আমি তা এত এত বিনিময় দিয়ে খরিদ করে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট এসে বললাম, আমি এত এত দিয়ে তা খরিদ করেছি। তিনি বললেন : তুমি তা মুসলমানদের পানি-পানের স্থান করে দাও, তার সওয়াব হবে তোমার। তাঁরা বললেন : আল্লাহুম্মা, (আল্লাহ্ সাক্ষী!) হ্যাঁ। তিনি (আবার) বললেন : তোমাদের যে আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই তাঁর কসম দিয়ে বলছি, তোমরা কি অবগত আছ যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উপস্থিত লোকদের চেহারার দিকে লক্ষ্য করে বললেন : এ জায়শে— উসরাত'কে (তাবুকের সেনাবাহিনীকে) যে ব্যক্তি যুদ্ধের সামান দিয়ে সজ্জিত করবে, তাকে আল্লাহ্ ক্ষমা করবেন ? আমি তাদেরকে এমনভাবে সজ্জিত করলাম যে, কেউ উটের একটি রশিও কম পায়নি। তাঁরা বললেন : আল্লাহ্‌র কসম, হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন : হে আল্লাহ্! তুমি সাক্ষী থাক ; হে আল্লাহ্ তুমি সাক্ষী থাক ; হে আল্লাহ্ তুমি সাক্ষী থাক।

فَضْلُ النَّفَقَةِ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى

আল্লাহ্‌র রাস্তায় ব্যয় করার ফযীলত

٣١٨٤. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنْ اَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ نُوْدِىَ فِى الْجَنَّةِ يَاعَبْدَ اللّٰهِ هٰذَا خَيْرٌ فَمَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الصَّلَاةِ دُعِىَ مِنْ بَابِ الصَّلَاةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الْجِهَادِ دُعِىَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ وَمَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِىَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الصِّيَامِ دُعِىَ مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ هَلْ عَلَى مَنْ دُعِىَ مِنْ هٰذِهِ الْاَبْوَابِ مِنْ ضَرُوْرَةٍ فَهَلْ يُدْعَى اَحَدٌ مِنْ هٰذِهِ الْاَبْوَابِ كُلِّهَا قَالَ نَعَمْ وَاَرْجُو اَنْ تَكُوْنَ مِنْهُمْ *

৩১৮৪. মুহাম্মাদ ইব্‌ন সালামা এবং হারিস ইব্‌ন মিসকীন (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে : নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : যে ব্যক্তি তার সম্পদ হতে দু'প্রকার মাল (জোড়ায় জোড়ায়) মহান মহিয়ান আল্লাহ্‌র রাস্তায় ব্যয় করবে, তাকে জান্নাত থেকে ডাকা হবে : হে আল্লাহ্‌র বান্দা! এ তোমার জন্য উত্তম। যে ব্যক্তি সালাত আদায়কারী হবে, তাকে সালাতের দরজা দিয়ে ডাকা হবে, আর যে ব্যক্তি মুজাহিদদের মধ্যে শামিল হবে। তাকে জিহাদের দরজা দিয়ে ডাকা হবে। আর যে ব্যক্তি সাদাকাদাতা হবে, তাকে সাদাকার দরজা দিয়ে ডাকা হবে। আর যে ব্যক্তি সিয়াম পালনকারী হবে, তাকে "রাইয়্যান" নামক দরজা দিয়ে ডাকা হবে। আবূ বকর (রা) বলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! যে ব্যক্তিকে এ সকল দরজা দিয়ে ডাকা হবে, তার তো আর কোন প্রয়োজন (সমস্যা) থাকবে না। তবে কাউকেও কি এ সকল দরজা হতে ডাকা হবে ? তিনি বললেন : হ্যাঁ, এবং আমি আশা করি আপনি তাদের মধ্যে হবেন।

٣١٨٥. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ عَنِ الْاَوْزَاعِىِّ قَالَ حَدَّثَنِى يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَاَنَا اَبُو سَلَمَةَ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ دَعَتْهُ خَزَنَةُ الْجَنَّةِ مِنْ اَبْوَابِ الْجَنَّةِ يَا فُلَانُ هَلُمَّ فَادْخُلْ فَقَالَ اَبُو بَكْرٍ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ذَاكَ الَّذِىْ لَاتَوَى عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنِّى لَاَرْجُوْ اَنْ تَكُوْنَ مِنْهُمْ *

৩১৮৫. আমর ইব্‌ন উসমান (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র রাস্তায় জোড়া জোড়া দান করবে, তাকে জান্নাতের দ্বাররক্ষী (ফেরেশতা) জান্নাতের দরজাসমূহ হতে ডাকবে : হে অমুক ! এদিকে এসো এবং (জান্নাতে) প্রবেশ কর। আবূ বকর (রা) বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ঐ ব্যক্তির তো কোন প্রকার ক্ষতি নেই। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : আমি একান্তভাবে আশা করি, আপনি তাদের মধ্যে হবেন।

٣١٨٦. اَخْبَرَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ صَعْصَعَةَ بْنِ مُعَاوِيَةَ قَالَ لَقِيْتُ اَبَا ذَرٍّ قَالَ قُلْتُ حَدِّثْنِىْ قَالَ نَعَمْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَامِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يُنْفِقُ مِنْ كُلِّ مَالٍ لَهُ زَوْجَيْنِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِلاَّ اسْتَقْبَلَتْهُ حَجَبَةُ الْجَنَّةِ كُلُّهُمْ يَدْعُوْهُ اِلٰى مَاعِنْدَهُ قُلْتُ وَكَيْفَ ذٰلِكَ قَالَ اِنْ كَانَتْ اِبِلاً فَبَعِيْرَيْنِ وَاِنْ كَانَتْ بَقَرًا فَبَقَرَتَيْنِ *

৩১৮৬. ইসমাঈল ইব্‌ন মাসঊদ (র) - - - - সা'সাআ' ইব্‌ন মু'আবিয়া (র) বলেন। আবূ যর (রা)-এর সাথে আমার সাক্ষাৎ হলো, তিনি বললেন, আমি বললাম : আমার নিকট হাদীস বর্ণনা করুন। তিনি বললেন : হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে মুসলিম বান্দা আল্লাহ্‌র রাস্তায় তার সকল মাল হতে জোড়া-জোড়া দান করবে, তাকে জান্নাতের দ্বার রক্ষিগণের সকলেই তাঁর নিকট যা রয়েছে তার দিকে আহ্বান করবেন। আমি বললাম : তা কিভাবে ? তিনি বললেন যদি (তার মাল) উট হয়, তবে দু'টি উট; আর যদি গরু হয়, তবে দু'টি গরু।

٣١٨٧. اَخْبَرَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى النَّضْرِ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ الاَشْجَعِىُّ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِىِّ عَنِ الرُّكَيْنِ الْفَزَارِىِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ يُسَيْرِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ خُرَيْمِ بْنِ فَاتِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَنْفَقَ نَفَقَةً فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كُتِبَتْ لَهُ بِسَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ *

৩১৮৭. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ নাদ্‌র (র) - - - - খুযায়ম ইব্‌ন ফাতিক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র রাস্তায় কোন কিছু দান করবে, তার জন্য সাতশত গুণ সওয়াব লেখা হবে।

فَضْلُ الصَّدَقَةِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ

আল্লাহ্‌র রাস্তায় সাদাকার ফযীলত

٣١٨٨. اَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ سَمِعْتُ اَبَا عَمْرٍو الشَّيْبَانِىَّ عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ اَنَّ رَجُلاً تَصَدَّقَ بِنَاقَةٍ مَخْطُوْمَةٍ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيَاْتِيَنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِسَبْعِمِائَةِ نَاقَةٍ مَخْطُوْمَةٍ *

৩১৮৮. বিশ্‌র ইব্‌ন খালিদ (র) - - - - আবূ মাসঊদ (রা) হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি নাকে রশি যুক্ত একটি উটনী আল্লাহ্‌র রাস্তায় দান করল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তা কিয়ামতের দিন নাকে রশিযুক্ত সাতশতটি উটনী হয়ে আগমন করবে।

٣١٨٩. اَخْبَرَنَا عَمْرُو ابْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ بَحِيْرٍ عَنْ خَالِدٍ عَنْ اَبِىْ بَحْرِيَّةَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ قَالَ الْغَزْوُ غَزْوَانِ فَاَمَّا مَنِ ابْتَغٰى وَجْهَ اللّٰهِ وَاَطَاعَ

الْإِمَامَ وَاَنْفَقَ الْكَرِيْمَةَ وَيَاسَرَ الشَّرِيْكَ وَاجْتَنَبَ الْفَسَادَ كَانَ نَوْمُهُ وَ نُبْهُهُ اَجْرًا كُلُّهُ وَاَمَّا مَنْ غَزَا رِيَاءً وَ سُمْعَةً وَعَصَى الْإِمَامَ وَاَفْسَدَ فِى الْاَرْضِ فَاِنَّهُ لَايَرْجِعُ بِالْكَفَافِ *

৩১৮৯. আমর ইব্‌ন উসমান (রা) - - - - মু'আয ইব্‌ন জাবাল (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে বর্ণনা করেন : তিনি বলেছেন : যুদ্ধ দু' প্রকার। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি কামনা করে ইমামের অনুসরণ করে, উত্তম বস্তু দান করে, সাথীদের সাথে নরম ব্যবহার করে এবং ঝগড়া-ফাসাদ পরিত্যাগ করে ; তা হলে তার নিদ্রা, জাগরণ সবই সওয়াব (যোগ্য)। আর যে ব্যক্তি লোক দেখানো যুদ্ধ করে, খ্যাতির জন্য যুদ্ধ করে, ইমামের অবাধ্য হয় এবং পৃথিবীতে ফাসাদ বিস্তার করে, সে সমপরিমাণের (সওয়াব বা প্রতিদানের) সাথে প্রত্যাবর্তন করবে না।

حُرْمَةُ نِسَاءِ الْمُجَاهِدِيْنَ

মুজাহিদদের স্ত্রীদের মর্যাদা

٣١٩٠. اَخْبَرَنَا حُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ وَمَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ وَاللَّفْظُ لِحُسَيْنٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حُرْمَةُ نِسَاءِ الْمُجَاهِدِيْنَ عَلَى الْقَاعِدِيْنَ كَحُرْمَةِ اُمَّهَاتِهِمْ وَمَا مِنْ رَجُلٍ يَخْلُفُ فِى امْرَاَةِ رَجُلٍ مِنَ الْمُجَاهِدِيْنَ فَيَخُوْنُهُ فِيْهَا اِلَّا وُقِفَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَاَخَذَ مِنْ عَمَلِهِ مَاشَاءَ فَمَا ظَنُّكُمْ *

৩১৯০. হুসায়ন ইব্‌ন হুরায়ছ এবং মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান (র) - - - - সুলায়মান ইব্‌ন বুরায়দা (রা) তাঁর পিতার সূত্রে বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যারা যুদ্ধে যায়নি, তাদের জন্য মুজাহিদদের স্ত্রীগণ এমন হারাম (সম্মানিত) যেমন তাদের জন্য তাদের মাতাগণ হারাম। আর কোন মুজাহিদের স্ত্রীর ব্যাপারে কোন ব্যক্তি যদি (তার অনুপস্থিতিতে) তার স্থলাবর্তী থেকে খিয়ানত করে, তাহলে কিয়ামতের দিন সে ব্যক্তি তাকে তার সামনে (অভিযুক্ত রূপে) দাঁড় করিয়ে রাখা হবে এবং সে তার আমল হতে যা ইচ্ছা কেড়ে নেবে। অতএব তোমরা কি ধারণা কর ?

مَنْ خَانَ غَازِيًا فِىْ اَهْلِهِ

যে ব্যক্তি মুজাহিদের পরিবারের সাথে খিয়ানত করে

٣١٩١. اَخْبَرَنِىْ هٰرُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا حَرَمِىُّ بْنُ عُمَارَةَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلْقَمَةَ ابْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ حُرْمَةُ نِسَاءِ الْمُجَاهِدِيْنَ عَلَى الْقَاعِدِيْنَ كَحُرْمَةِ اُمَّهَاتِهِمْ وَاِذَا خَلَفَهُ فِىْ اَهْلِهِ فَخَانَهُ قِيْلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ هٰذَا خَانَكَ فِىْ اَهْلِكَ فَخُذْ مِنْ حَسَنَاتِهِ مَا شِئْتَ فَمَا ظَنُّكُمْ *

৩১৯১. হারূন ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র) - - - - সুলায়মান ইব্ন বুরায়দা (র) তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যারা যুদ্ধে গমন করে না তাদের জন্য মুজাহিদদের স্ত্রীরা এমন হারাম, (এমন সম্মানের অধিকারী) যেমন তাদের মাতাগণ তাদের জন্য হারাম (সম্মানের অধিকারী)। আর সে যদি তার (অনুপস্থিতিতেতে তার) পরিবারের স্থলাভিষিক্ত হয়ে খিয়ানত করে, কিয়ামতের দিন তাকে বলা হবে : এ ব্যক্তি তোমার পরিবারে তোমার খিয়ানত (বিশ্বাস ভংগ) করেছে। কাজেই তুমি তার নেকী হতে যত ইচ্ছা গ্রহণ কর। সুতরাং এ ব্যাপারে তোমাদের ধারণা কি ? (যে সে কী পরিমাণ নেকী নিয়ে নিবে)।

٣١٩٢. اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا قَعْنَبٌ كُوْفِيٌّ عَنْ عَلْقَمَةَ ابْنِ مَرْثَدٍ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ حُرْمَةُ نِسَاءِ الْمُجَاهِدِيْنَ عَلَى الْقَاعِدِيْنَ فِى الْحُرْمَةِ كَاُمَّهَاتِهِمْ وَمَا مِنْ رَجُلٍ مِنَ الْقَاعِدِيْنَ يَخْلُفُ رَجُلاً مِنَ الْمُجَاهِدِيْنَ فِى اَهْلِهِ اِلاَّ نُصِبَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُقَالُ يَافُلاَنُ هٰذَا فُلاَنٌ فَخُذْ مِنْ حَسَنَاتِهِ مَا شِئْتَ ثُمَّ الْتَفَتَ النَّبِيُّ ﷺ اِلَى اَصْحَابِهِ فَقَالَ مَاظَنُّكُمْ تُرَوْنَ يَدَعُ لَهُ مِنْ حَسَنَاتِهِ شَيْئًا *

৩১৯২. আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুর রহমান (র) - - - - ইব্ন বুরায়দা (র) তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যারা যুদ্ধে যোগদান করে নি, তাদের জন্য মুজাহিদদের স্ত্রীরা এমন হারাম (মর্যাদার অধিকারী) যেমন তাদের মাতা তাদের জন্য হারাম (মর্যাদার অধিকারী)। যদি মুজাহিদের পরিবারে কোন ব্যক্তি স্থলাভিষিক্ত হয়, যে যুদ্ধে গমন না করে রয়ে গেছে, (এবং খিয়ানত করে। তবে) তাকে কিয়ামতের দিন তার জন্য দাঁড় করান হবে, বলা হবে : হে অমুক ! এ অমুক ব্যক্তি, তুমি তার নেকী হতে যা ইচ্ছা গ্রহণ কর। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর সাহাবিগণের (রা) প্রতি লক্ষ্য করে বললেন : তোমাদের কি ধারণা, তোমরা কি মনে কর এ ব্যক্তি তার নেকী হতে কিছু ছেড়ে দেবে ?

٣١٩٣. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ جَاهِدُوا بِاَيْدِيْكُمْ وَاَلْسِنَتِكُمْ وَاَمْوَالِكُمْ *

৩১৯৩. আমর ইব্ন আলী (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমরা জিহাদ কর তোমাদের হাত (শক্তি) দ্বারা, তোমাদের জিহবা (উক্তি) দ্বারা এবং তোমাদের সম্পদ দ্বারা।

٣١٩٤. اَخْبَرَنَا اَبُوْ مُحَمَّدٍ مُوْسَى بْنُ مُحَمَّدٍ هُوَ الشَّامِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مَيْمُوْنُ بْنُ الاَصْبَغِ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ ابْنُ هٰرُوْنَ قَالَ اَنْبَأَنَا شَرِيْكٌ عَنْ اَبِى اِسْحٰقَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ اَمَرَ بِقَتْلِ الْحَيَّاتِ وَقَالَ مَنْ خَافَ ثَأْرَهُنَّ فَلَيْسَ مِنَّا *

৩১৯৪. আবূ মুহাম্মাদ ইব্ন মূসা ইব্ন মুহাম্মাদ (র) ---- আবদুল্লাহ্ (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে বর্ণনা করেন, তিনি সাপ মারতে আদেশ করেছেন এবং বলেছেন : যে ব্যক্তি ওদের প্রতিশোধ নেয়াকে ভয় করে, সে আমাদের (দীনের) অন্তর্ভুক্ত নয়।

٣١٩٥. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ عَنْ اَبِىْ عُمَيْسٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَبْرٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَادَ جَبْرًا فَلَمَّا دَخَلَ سَمِعَ النِّسَاءَ يَبْكِيْنَ وَيَقُلْنَ كُنَّا نَحْسَبُ وَفَاتَكَ قَتْلاً فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ فَقَالَ وَمَا تَعُدُّوْنَ الشَّهَادَةَ اِلاَّ مَنْ قُتِلَ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ اِنَّ شُهَدَاءَكُمْ اِذًا لَقَلِيْلٌ اَلْقَتْلُ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ شَهَادَةٌ وَالْبَطْنُ شَهَادَةٌ وَالْحَرَقُ شَهَادَةٌ وَالْغَرَقُ شَهَادَةٌ وَالْمَغْمُوْمُ يَعْنِى الْهَدِمَ شَهَادَةٌ وَالْمَجْنُوْبُ شَهَادَةٌ وَالْمَرْاَةُ تَمُوْتُ بِجُمْعٍ شَهِيْدَةٌ قَالَ رَجُلٌ اَتَبْكِيْنَ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَاعِدٌ قَالَ دَعْهُنَّ فَاِذَا وَجَبَ فَلاَ تَبْكِيَنَّ عَلَيْهِ بَاكِيَةٌ *

৩১৯৫. আহমাদ ইব্ন সুলায়মান (র) ---- আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন জাবর (রা) তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর পিতা জাবর (রা)-কে তার রোগ শয্যায় দেখতে গেলেন। তার নিকট গিয়ে দেখলেন নারীরা কেঁদে কেঁদে বল্ছে : আমরা মনে করেছিলাম, তুমি আল্লাহ্র রাস্তায় শহীদ হয়ে মৃত্যুবরণ করবে। তখন তিনি ﷺ বললেন, আল্লাহ্র রাস্তায় শহীদ না হলে তোমরা কাউকেও শহীদ মনে কর না, এমন হলে তো তোমাদের শহীদের সংখ্যা অতি অল্পই হবে। আল্লাহ্র রাস্তায় নিহত হওয়া শাহাদাত, পেটের পীড়ায় মরাও শাহাদাত, আগুনে পুড়ে মরাও শাহাদাত, পানিতে ডুবে মরাও শাহাদাত, কোন কিছুর নিচে চাপা পড়ে মৃত্যুবরণ করা শাহাদাত, নিউমোনিয়া জাতীয় কঠিন পীড়ায় মৃত্যুবরণও শাহাদাত, যে স্ত্রীলোক গর্ভাবস্থায় মৃত্যুবরণ করে সেও শহীদ। এক ব্যক্তি বললেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এখানে উপবিষ্ট আর তোমরা ক্রন্দন করছো ? তিনি বললেন : তাদেরকে কাঁদতে দাও। সে যখন মরে যাবে, তখন যেন তার জন্য কোন ক্রন্দনকারিণী ক্রন্দন না করে।

٣١٩٦. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ يَعْنِى الطَّائِىَّ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ جَبْرٍ اَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَلَى مَيِّتٍ فَبَكَى النِّسَاءُ فَقَالَ جَبْرٌ اَتَبْكِيْنَ مَادَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ جَالِسًا قَالَ دَعْهُنَّ يَبْكِيْنَ مَادَامَ بَيْنَهُنَّ فَاِذَا وَجَبَ فَلاَ تَبْكِيَنَّ بَاكِيَةٌ *

৩১৯৬. আহমাদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র) ---- জাব্র (রা) হতে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে এক মৃত ব্যক্তির নিকট পৌঁছালেন। তখন মহিলাগণ ক্রন্দন করতে লাগলো। জাব্র (রা) বললেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উপস্থিত রয়েছেন, এমন সময় তোমরা ক্রন্দন করছো? তিনি ﷺ বললেন : যতক্ষণ সে তাদের মধ্যে (জীবিত) রয়েছে, ততক্ষণ তাদেরকে কাঁদতে দাও। মৃত্যু হয়ে গেলে হলে আর কেউ তার জন্য ক্রন্দন করবে না।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ النِّكَاحِ

অধ্যায় : নিকাহ্

ذِكْرُ اَمْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِى النِّكَاحِ وَاَزْوَاجِهِ وَمَا اَبَاحَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ لِنَبِيِّهِ ﷺ وَحَظْرِهِ عَلَى خَلْقِهِ زِيَادَةً فِى كَرَامَتِهِ وَتَنْبِيْهًا لِفَضِيْلَتِهِ

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর বিবাহ সম্পর্কীয় এবং তাঁর স্ত্রীগণ। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবী ﷺ-এর জন্য যা হালাল করেছেন কিন্তু সৃষ্টির জন্য তা হারাম করেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর অত্যধিক সম্মান ও ফযীলত প্রকাশের লক্ষ্যে

٣١٩٧. اَخْبَرَنَا اَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ قَالَ اَنْبَانَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ حَضَرْنَا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ جَنَازَةَ مَيْمُوْنَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ بِسَرِفَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ هٰذِهِ مَيْمُوْنَةُ اِذَا رَفَعْتُمْ جَنَازَتَهَا فَلاَ تُزَعْزِعُوْهَا وَلاَ تُزَلْزِلُوْهَا فَاِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ مَعَهُ تِسْعُ نِسْوَةٍ فَكَانَ يَقْسِمُ لِثَمَانٍ وَوَاحِدَةٌ لَمْ يَكُنْ يَقْسِمُ لَهَا *

৩১৯৭. আবূ দাউদ সুলায়মান ইব্ন সায়ফ (র) - - - - আতা (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা ইব্ন আব্বাস (রা)-এর সঙ্গে 'সারিফ'[১], নামক স্থানে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর স্ত্রী মায়মূনা (রা)-এর জানাযায় উপস্থিত হলাম। ইব্ন আব্বাস (রা) বললেন : ইনি মায়মূনা (রা)। তোমরা যখন তাঁর জানাযা উঠাবে, অধিক ঝাঁকুনী দেবে না এবং হেলাবে না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নয়জন স্ত্রী ছিলেন, তিনি আট জনের জন্য (রাত্রি বাসের) সময় বণ্টন করতেন, আর একজনের জন্য বণ্টন করতেন না।

٣١٩٨. اَخْبَرَنِى اِبْرَاهِيْمُ بْنُ يَعْقُوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى مَرْيَمَ قَالَ اَنْبَانَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِى

---

১. মক্কা হতে দশ মাইল দূরত্বে অবস্থিত একটি স্থান। এ একই স্থানে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে বিবাহ করেন এবং মিলিত হন এবং এ স্থানেই তাঁর ওফাত হয়।

عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ تُوُفِّىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَعِنْدَهُ تِسْعُ نِسْوَةٍ يُصِيْبُهُنَّ اِلاَّ سَوْدَةَ فَاِنَّهَا وَهَبَتْ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا لِعَائِشَةَ *

৩১৯৮. ইবরাহীম ইব্ন ইয়াকূব (র) - - - -ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ওফাতের সময় তাঁর নয়জন স্ত্রী ছিলেন, যাঁদের সাথে তিনি মিলিত হতেন, সওদা (রা) ব্যতীত। কেননা তিনি তাঁর দিন-রাত (-এর পালা) আয়েশা (রা)-কে দান করেছিলেন।

٣١٩٩. اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ ابْنُ مَسْعُوْدٍ عَنْ يَزِيْدَ وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ اَنَّ اَنَسًا حَدَّثَهُمْ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَطُوْفُ عَلَى نِسَائِهِ فِى اللَّيْلَةِ الْوَاحِدَةِ وَلَهُ يَوْمَئِذٍ تِسْعُ نِسْوَةٍ *

৩১৯৯. ইসমাঈল ইব্ন মাসউদ (র) - - - - কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত, আনাস (রা) বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একই রাতে তাঁর সব স্ত্রীদের কাছে গমন করতেন। তখন তাঁর নয়জন স্ত্রী ছিলেন।

٣٢٠٠. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْمُخَرِّمِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو اُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ اَغَارُ عَلَى اللاَّتِى وَهَبْنَ اَنْفُسَهُنَّ لِلنَّبِىِّ ﷺ فَاَقُوْلُ اَوَتَهَبُ الْحُرَّةُ نَفْسَهَا فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ تُرْجِى مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِى اِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ قُلْتُ وَاللّٰهِ مَا اَرَى رَبَّكَ اِلاَّ يُسَارِعُ لَكَ فِى هَوَاكَ *

৩২০০. মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুবারক মুখাররামী (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে মহিলাগণ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর জন্য তাঁদের নিজেদেরকে সমর্পণ করতেন, আমি তাঁদের এ কাজকে আত্মমর্যাদাবোধের হানি মনে করে বলতাম, কোন স্বাধীন নারী কি নিজেদেরকে সমর্পণ করতে পারে! তখন আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন :

تُرْجِى مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِى اِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ

অর্থ : আপনি তাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা আপনার নিকট থেকে দূরে রাখতে পারেন এবং যাকে ইচ্ছা আপনার নিকট স্থান দিতে পারেন (৩৩ : ৫১)।

তখন আমি বললাম : আমি দেখছি, আপনার রব আপনার যা ইচ্ছা, তা দ্রুত পূর্ণ করেন।

٣٢٠١. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ الْمُقْرِىءُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ اَنَا فِى الْقَوْمِ اِذْ قَالَتِ امْرَاَةٌ اِنِّى قَدْ وَهَبْتُ نَفْسِى لَكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَرَاْ فِىَّ رَاْيَكَ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ زَوِّجْنِيْهَا فَقَالَ اذْهَبْ فَاطْلُبْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيْدٍ فَذَهَبَ

فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا وَلاَ خَاتَمًا مِنْ حَدِيْدٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَمَعَكَ مِنْ سُوَرِ الْقُرْاٰنِ شَىْءٌ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَزَوَّجَهُ بِمَا مَعَهُ مِنْ سُوَرِالْقُرْاٰنِ *

৩২০১. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইয়াযীদ মুকরী (র) - - - - সাহ্‌ল ইব্‌ন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি সাহাবীগণের মধ্যে উপস্থিত ছিলাম। এ সময় একজন মহিলা বলে উঠলো : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি আমাকে আপনার জন্য দান করলাম, এখন আমার ব্যাপারে আপনার মতামত প্রয়োগ বাস্তবায়িত করুন। তখন এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললো : একে আমার বিবাহে দান করুন। তিনি বললেন : যাও, একটি লোহার আংটি হলেও (তা নিয়ে এসো)। সে ব্যক্তি গেল, কিন্তু কিছুই পেল না, একটি লোহার আংটিও না। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তোমার কি কুরআনের সূরাসমূহ থেকে কিছু মুখস্ত আছে? সে ব্যক্তি বললো : হ্যাঁ। বর্ণনাকারী বলেন, তখন কুরআনের যে সব সূরা তার মুখস্ত ছিল, এর কারণে তাঁর কাছে বিবাহ দিলেন।

مَا افْتَرَضَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ عَلٰى رَسُوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَحَرَّمَهُ عَلٰى خَلْقِهِ لِيَزِيْدَهُ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ قُرْبَةً اِلَيْهِ

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রাসূলের উপর যা ফরয (বিধিবদ্ধ) করেছেন এবং অন্যদের জন্য যা হারাম করেছেন– আল্লাহ্‌র ইচ্ছানুসারে তাঁর নৈকট্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে

٣٢٠٢. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ خَالِدِ النَّيْسَابُوْرِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوْسَى ابْنِ اَعْيَنَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهَا اَخْبَرَتْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ جَاءَهَا حِيْنَ اَمَرَهُ اللّٰهُ اَنْ يُخَيِّرَ اَزْوَاجَهُ قَالَتْ عَائِشَةُ فَبَدَأَ بِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اِنِّى ذَاكِرٌ لَكِ اَمْرًا فَلاَ عَلَيْكِ اَنْ لاَ تُعَجِّلِى حَتّٰى تَسْتَأْمِرِى اَبَوَيْكِ قَالَتْ وَقَدْ عَلِمَ اَنَّ اَبَوَىَّ لاَ يَأْمُرَانِّى بِفِرَاقِهِ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَاَيُّهَا النَّبِىُّ قُلْ لاَزْوَاجِكَ اِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَ زِيْنَتَهَا فَتَعَالَيْنَ اُمَتِّعْكُنَّ فَقُلْتُ فِىْ هٰذَا اَسْتَأْمِرُ اَبَوَىَّ فَاِنِّىْ اُرِيْدُ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهُ وَالدَّارَ الْاٰخِرَةَ *

৩২০২. মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন খালিদ নিশাপুরী (র) - - - - আবূ সালামা ইব্‌ন আবদুর রহমান (র) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর স্ত্রী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি তাঁর নিকট বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে তাঁর স্ত্রীগণকে দাম্পত্য সম্পর্ক ছিন্ন করার ব্যাপারে 'ইখতিয়ার' (স্বাধিকার) প্রদানের আদেশ করলেন, আয়েশা (রা) বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে দিয়েই আরম্ভ করলেন। তিনি বললেন : আমি তোমার নিকট একটি কথা বলব, কিন্তু তুমি সে ব্যাপারে তোমার পিতামাতার পরামর্শ গ্রহণের পূর্বে (অবিলম্বে) সে সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করবে না। কারণ তিনি জানতেন, আমার মাতাপিতা তাঁর কাছ থেকে বিচ্ছেদের পরামর্শ আমাকে দেবেন না। তারপর রাসুলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : (কুরআনের ভাষা অনুসারে)।

يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ اَنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلاً *

"হে নবী ! আপনি আপনার স্ত্রীগণকে বলুন, যদি তোমরা পার্থিব জীবন এবং এর সাজসজ্জা কামনা কর; তবে এসো, আমি তোমাদের ভোগ সামগ্রীর ব্যবস্থা করে দেই এবং সৌজন্যের সাথে তোমাদের বিদায় দেই (৩৩ : ২৮)। আমি বললাম : এ ব্যাপারে আমি আমার পিতামাতার নিকট পরামর্শ করব ? আমি তো আল্লাহ্, আল্লাহ্র রাসূল এবং আখিরাতের জীবন কামনা করি।

٣٢٠٣. اَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدِ الْعَسْكَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا الضُّحٰى عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ قَدْ خَيَّرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نِسَاءَهُ اَوَ كَانَ طَلَاقًا *

৩২০৩. বিশ্র ইব্ন খালিদ আসকারী (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর স্ত্রীগণকে তাঁর দাম্পত্য বন্ধনে থাকা না থাকার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বাধিকার দিয়েছিলেন। তা কি তালাক বিবেচিত হয়েছিল? অর্থাৎ এতে তাঁরা তালাক হননি।

٣٢٠٤. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَيَّرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاخْتَرْنَاهُ فَلَمْ يَكُنْ طَلَاقًا *

৩২০৪. আমর ইব্ন আলী (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে 'ইখতিয়া'র দিলে আমরা তাঁকেই গ্রহণ করলাম তা (কখনো) তালাক বলে গণ্য হয়নি।

٣٢٠٥. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَفِظْنَاهُ مِنْ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءٍ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ مَا مَاتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى أُحِلَّ لَهُ النِّسَاءُ *

৩২০৫. মুহাম্মাদ ইব্ন মানসূর (র) - - - - আতা (রা) বলেন, আয়েশা (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ওফাতলাভ করেন নি, যে পর্যন্ত না মহিলাদের (মধ্যে যাকে তিনি ইচ্ছা করেন— তাকে গ্রহণ করার)।

٣٢٠٦. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو هِشَامٍ وَهُوَ الْمُغِيْرَةُ بْنُ سَلَمَةَ الْمَخْزُوْمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عُبَيْدِ ابْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا تُوُفِّيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى اَحَلَّ اللّٰهُ لَهُ اَنْ يَتَزَوَّجَ مِنَ النِّسَاءِ مَاشَاءَ *

৩২০৬. মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুবারক (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর ওফাত হয়নি যতক্ষণ না আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর জন্য হালাল করে দিয়েছিলেন যে তিনি মহিলাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা বিবাহ করতে পারবেন।

اَلْحَثُّ عَلَى النِّكَاحِ

বিবাহে উদ্বুদ্ধ করা

٣٢٠٧. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ اَبِى مَعْشَرٍ عَنْ اِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ كُنْتُ مَعَ ابْنِ مَسْعُوْدٍ وَهُوَ عِنْدَ عُثْمَانَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَقَالَ عُثْمَانُ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى فِتْيَةٍ قَالَ اَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ فَلَمْ اَفْهَمْ فِتْيَةً كَمَا اَرَدْتُ فَقَالَ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ ذَا طَوْلٍ فَلْيَتَزَوَّجْ فَاِنَّهُ اَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَاَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لاَ فَالصَّوْمُ لَهُ وِجَاءٌ *

৩২০৭. আমর ইব্‌ন যুরারা (র) - - - - আলকামা (র) বলেন, আমি ইব্‌ন মাসউদ (রা)-এর সঙ্গে এর নিকট ছিলাম এবং তখন তিনি উসমান (রা)-এর কাছে ছিলেন। তখন উসমান (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (একদিন) বের হলেন— অর্থাৎ কয়েকজন যুবকদের নিকট। আবূ আবদুর রহমান বলেন, فِتْيَةٌ শব্দ দ্বারা কাদের বুঝানো হয়েছে, আমি তা উত্তম রূপে বুঝতে পারি নি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি ধনবান (মোহরানা ও স্ত্রীর ঘোরপোষ বহনে সমর্থ) হয়, সে যেন বিবাহ করে। কেননা, তা দৃষ্টি সংযত করে এবং লজ্জাস্থানের অধিক হিফাজত করে। আর যে ব্যক্তি ধনবান (সমর্থ) না হয়, সিয়াম পালন তার জন্য কামভাবের নিয়ন্ত্রক।

٣٢٠٨. اَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ اِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ اَنَّ عُثْمَانَ قَالَ لاِبْنِ مَسْعُوْدٍ هَلْ لَكَ فِى فَتَاةٍ اُزَوِّجُكَهَا فَدَعَا عَبْدُ اللّٰهِ عَلْقَمَةَ فَحَدَّثَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ مَنِ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَاِنَّهُ اَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَاَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيَصُمْ فَاِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ *

৩২০৮. বিশ্‌র ইব্‌ন খালিদ (র) - - - - আলকামা (র) বলেন, উসমান (রা) ইব্‌ন মাসউদ (রা)-কে বললেন : তোমার কি কোন যুবতীর প্রতি আগ্রহ আছে, আমি তাকে তোমার সাথে বিবাহ দিয়ে দেব। তখন আবদুল্লাহ্ (ইব্‌ন মাসউদ (রা) আলকামা (র)-কে ডেকে হাদীস বর্ণনা করলেন যে, নবী ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি বিবাহের খরচাদির সামর্থ্য রাখে, সে যেন বিবাহ করে। কেননা তা দৃষ্টি সংযত করে এবং লজ্জাস্থানের অধিক হিফাজত করে। আর যার সামর্থ্য নেই সে যেন সিয়াম পালন করে, কেননা তা-ই তার জন্য কামক্ষুধার নিয়ন্ত্রক।

٣٢٠٩. اَخْبَرَنِى هٰرُوْنُ بْنُ اِسْحٰقَ الْهَمْدَانِىُّ الْكُوْفِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِىُّ عَنِ الاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ وَالاَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَاِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ قَالَ اَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الاَسْوَدُ فِى هٰذَا الْحَدِيْثِ لَيْسَ بِمَحْفُوْظٍ *

৩২০৯. হারূন ইব্‌ন ইসহাক হামদানী আল কূফী (র) - - - - আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে বলেছেন : তোমাদের যে ব্যক্তি বিবাহের খরচাদির সামর্থ্য রাখে, সে যেন বিবাহ করে; আর যে ব্যক্তি অসমর্থ, সে যেন সিয়াম পালন করে। ইহা তার যৌন শক্তির নিয়ন্ত্রক। আবূ আবদুর রহমান বলেন : এ হাদীসের আসওয়াদ বর্ণনাকারী মাহ্‌ফুজ (সুরক্ষিত) নয়।

٣٢١٠. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ يَزِيْدَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَامَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَنْكِحْ فَاِنَّهُ اَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَاَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لاَ فَلْيَصُمْ فَاِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وِجَاءٌ *

৩২১০. মুহাম্মাদ ইব্‌ন মানসূর (র) - - - - আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের বলেছেন : হে যুবক দল! তোমাদের মধ্যে যে খরচ বহন করতে সামর্থ্য রাখে সে যেন বিবাহ করে। কেননা তা দৃষ্টি সংযতকারী এবং লজ্জাস্থানের অধিক হিফাজতকারী। আর যে অসমর্থ, সে যেন সিয়াম পালন করে ; সিয়াম তার যৌন উত্তেজনা নিয়ন্ত্রক।

٣٢١١. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَامَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ *

৩২১১. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আলা (র) - - - - আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে বলেছেন : হে যুবক সম্প্রদায় ! তোমাদের মধ্যে যে খরচাদি বহন করতে সক্ষম, সে যেন বিবাহ করে। অনুরূপ পূর্ণ হাদীস বর্ণনা করলেন।

٣٢١٢. أَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ كُنْتُ اَمْشِيْ مَعَ عَبْدِ اللّٰهِ بِمِنًى فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ فَقَامَ مَعَهُ يُحَدِّثُهُ فَقَالَ يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَلاَ اُزَوِّجُكَ جَارِيَةً شَابَّةً فَلَعَلَّهَا اَنْ تُذَكِّرَكَ بَعْضَ مَامَضَى مِنْكَ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ اَمَا لَئِنْ قُلْتَ ذَاكَ لَقَدْ قَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَامَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ *

৩২১২. আহমাদ ইব্‌ন হারব (র) - - - - আলকামা (র) বলেন, আমি মিনায় আবদুল্লাহ্ (রা)-এর সঙ্গে হাঁটছিলাম। তাঁর সাথে উসমান-এর সাক্ষাত হলো, তিনি তাঁর নিকট দাঁড়িয়ে তাঁর সংগে কথা বলতে লাগলেন : হে আবূ আবদুর রহমান! আমি কি তোমাকে একজন যুবতী মেয়ে বিবাহ করাব ? হয়তো তাঁর সংস্পর্শে তোমার বিগত জীবনের (যৌবনের) কিছুটা স্মরণ করিয়ে দেবে। আবদুল্লাহ্ (রা) বললেন, তুমি তো একথা বললে, অথচ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে বলেছেন : হে যুবক সম্প্রদায়! তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি বিবাহের খরচাদির সামর্থ্য রাখে, সে যেন বিবাহ করে।

بَابُ النَّهْىِ عَنِ التَّبَتُّلِ

পরিচ্ছেদ : চির-কুমার থাকার নিষিদ্ধতা

٣٢١٣. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِى وَقَّاصٍ قَالَ لَقَدْ رَدَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى عُثْمَانَ التَّبَتُّلَ وَلَوْ اَذِنَ لَهُ لاَخْتَصَيْنَا *

৩২১৩. মুহাম্মাদ ইব্‌ন উবায়দ (র) - - - - সা'দ ইব্‌ন আবী ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উসমান ইব্‌ন মায্‌উনকে চির-কুমার থাকতে (অর্থাৎ বিবাহ না করে ও সংসার জীবন বর্জন করে সব ইবাদতে নিমগ্ন থাকতে) নিষেধ করেছেন, তিনি যদি তাকে অনুমতি দিতেন, তাহলে আমরা 'খাসি' হওয়া গ্রহণ করতাম।

٣٢١٤. اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ اَشْعَثَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهَى عَنِ التَّبَتُّلِ *

৩২১৪. ইসমাঈল ইব্‌ন মাসঊদ (র) - - - - আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বিবাহ না করে সংসার বিরাগী জীবন যাপন (চির কৌমার্য) হতে নিষেধ করেছেন।

٣٢١٥. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَأَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِى اَبِىْ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ نَهَى عَنِ التَّبَتُّلِ قَالَ اَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَتَادَةُ اَثْبَتُ وَاَحْفَظُ مِنْ اَشْعَثَ وَحَدِيْثُ اَشْعَثَ اَشْبَهُ بِالصَّوَابِ وَاللّٰهُ تَعَالَى اَعْلَمُ *

৩২১৫. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - সামুরা ইব্‌ন জুন্দুব (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বিবাহ না করে সংসার ত্যাগী জীবন যাপন (চির কৌমার্য) হতে নিষেধ করেছেন। আবূ আবদুর রহমান বলেন, কাতাদা (র) আশআস (র) হতে অধিক দৃঢ় ও অধিক স্মরণ শক্তির অধিকারী। আর আশআস (র)-এর হাদীস অত্যধিক বিশুদ্ধ। মহান আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ।

٣٢١٦. اَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ مُوْسَى قَالَ حَدَّثَنَا اَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِىُّ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّى رَجُلٌ شَابٌّ قَدْ خَشِيْتُ عَلَى نَفْسِى الْعَنَتَ وَلاَ اَجِدُ طَوْلاً اَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ اَفَاَخْتَصِى فَاَعْرَضَ عَنْهُ النَّبِىُّ ﷺ حَتَّى قَالَ ثَلاَثًا فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ يَا اَبَا هُرَيْرَةَ جَفَّ الْقَلَمُ بِمَا اَنْتَ لاَقٍ فَاخْتَصِ عَلَى ذٰلِكَ اَوْ دَعْ قَالَ اَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْاَوْزَاعِىُّ لَمْ يَسْمَعْ هٰذَا الْحَدِيْثَ مِنَ الزُّهْرِىِّ وَهٰذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ قَدْ رَوَاهُ يُوْنُسُ عَنِ الزُّهْرِىِّ *

৩২১৬. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মূসা (র) - - - - আবূ সালামা (রা) হতে বর্ণিত, আবূ হুরায়রা (রা) বলেছেন, আমি বললাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমি একজন যুবক ব্যক্তি। আমি নিজের ব্যাপারে ব্যভিচারের ভয় করি, অথচ বিবাহের খরচ বহনের সামর্থ্যও আমার নেই। আমি কি 'খাসি' হওয়া গ্রহণ করব? (একথা শুনে) তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। তিনবার এমন বলার পর নবী ﷺ বললেন : হে আবূ হুরায়রা! তুমি কী (পরিস্থিতির) সম্মুখীন হবে তা (তোমার ভবিষ্যৎ কর্ম সম্বন্ধে) লিখিত হয়ে গেছে, এখন তুমি ইচ্ছা হয়, খাসি হতে পার বা তা পরিত্যাগ করতে পার। আবূ আবদুর রহমান (র) বলেন, আওযায়ী (র) এ হাদীস যুহরী (র) হতে শ্রবণ করেননি। এ হাদীসটি সহীহ্। এ হাদীসটি ইউনুস (র) যুহরী (র) হতে বর্ণনা করেছেন।

٣٢١٧. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْخَلَنْجِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو سَعِيْدٍ مَوْلَى بَنِى هَاشِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا حُصَيْنُ ابْنُ نَافِعٍ الْمَازِنِيُّ قَالَ حَدَّثَنِى الْحَسَنُ عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ اَنَّهُ دَخَلَ عَلَى اُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ عَائِشَةَ قَالَ قُلْتُ اِنِّى اُرِيْدُ اَنْ اَسْاَلُكِ عَنِ التَّبَتُّلِ فَمَا تَرَيْنَ فِيْهِ قَالَتْ فَلاَ تَفْعَلْ اَمَا سَمِعْتَ اللّٰهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُوْلُ وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلاً مِّنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ اَزْوَاجًا وَّذُرِّيَّةً فَلاَ تَتَبَتَّلْ *

৩২১৭. মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহ খালানজী (র) - - - - সা'দ ইব্ন হিশাম (র) হতে বর্ণিত, তিনি উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা)-এর নিকট উপস্থিত হলেন। তিনি বলেন, আমি বললাম : আমি আপনাকে সংসার ত্যাগী জীবন (কৌমার্য) সম্বন্ধে প্রশ্ন করতে ইচ্ছা করি। এ ব্যাপারে আপনার মতামত কি ? তিনি বললেন : তা করো না। তুমি কি শোন নি যে, মহান মহিয়ান আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন :

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلاً مِّنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ اَزْوَاجًا وَّذُرِّيَّةً *

অর্থ : আর আমি আপনার পূর্বেও অনেক রাসূল প্রেরণ করেছিলাম এবং তাদেরকে স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি দিয়ে ছিলাম। (১৩ : ৩৮)। সুতরাং তুমি বিবাহ না করে সংসার ত্যাগী জীবন-যাপন কর না।

٣٢١٨. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَاَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ نَفَرًا مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ بَعْضُهُمْ لاَ اَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لاَ اٰكُلُ اللَّحْمَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لاَاَنَامُ عَلَى فِرَاشٍ وَقَالَ بَعْضُهُمْ اَصُوْمُ فَلاَ اُفْطِرُ فَبَلَغَ ذٰلِكَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ مَابَالُ اَقْوَامٍ يَقُوْلُوْنَ كَذَا وَكَذَا لٰكِنِّىْ اُصَلِّىْ وَ اَنَامُ وَ اَصُوْمُ وَ اُفْطِرُ وَ اَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِى فَلَيْسَ مِنِّى *

৩২১৮. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - - আনাস (রা) বলেন : সাহাবায়ে কিরাম-এর একদলের কেউ কেউ বললেন : আমি নারীদের বিয়ে করবো না। কেউ বললেন : আমি গোশ্‌ত আহার করবো না। আর কেউ বললেন : আমি বিছানায় শয়ন করবো না। আবার কেউ বললেন : এমন সিয়াম পালন করব, আর কখনও সিয়াম ভঙ্গ করবো না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তা শ্রবণ করে আল্লাহ্‌র প্রশংসা করে বললেন : লোকদের কি হলো — যারা

এমন এমন কথা বলে ! কিন্তু আমি (রাতের) কিছু অংশে সালাত আদায় করি, আবার নিদ্রা যাই ; সিয়াম পালন করি আবার সিয়াম ভঙ্গ করি এবং নারীদের বিয়ে করি। যে আমার সুন্নত হতে মুখ ফিরিয়ে নেবে, সে আমার দলভুক্ত নয়।

بَابُ مَعُوْنَةُ اللّٰهِ النَّاكِحَ الَّذِيْ يُرِيْدُ الْعَفَافَ

পরিচ্ছেদ : যে বিবাহিত ব্যক্তি চারিত্রিক পবিত্রতা (ব্যভিচার হতে রক্ষা পেতে) চায়, তার প্রতি আল্লাহ্‌র সাহায্য

٣٢١٩. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ ثَلاَثَةٌ حَقٌّ عَلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ عَوْنُهُمْ الْمُكَاتَبُ الَّذِىْ يُرِيْدُ الْاَدَاءَ وَالنَّاكِحُ الَّذِىْ يُرِيْدُ الْعَفَافَ وَالْمُجَاهِدُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ *

৩২১৯. কুতায়বা (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তিন প্রকারের লোক যাদের উপর আল্লাহ্‌র জন্য 'হক' রয়েছে, মহান মহিয়ান আল্লাহ্ অবশ্য তাদের সাহায্য করবেন : যে মুকাতাব দাস (কিতাবাতের অর্থ) আদায় করার ইচ্ছা পোষণ করে,[১] যে বিবাহিত ব্যক্তি চারিত্রিক পূত-পবিত্রতা (ব্যভিচার হতে রক্ষা পেতে) চায় এবং আল্লাহ্‌র রাস্তার মুজাহিদ।

نِكَاحُ الْاَبْكَارِ

কুমারীর বিবাহ

٣٢٢٠. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَمْرٍو عَنْ جَابِرٍ قَالَ تَزَوَّجْتُ فَاَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ اَتَزَوَّجْتَ يَاجَابِرُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ بِكْرًا اَمْ ثَيِّبًا فَقُلْتُ ثَيِّبًا قَالَ فَهَلاَّ بِكْرًا تُلاَعِبُهَا وَتُلاَعِبُكَ *

৩২২০. কুতায়বা (র) - - - - জাবির (রা) বলেন, বিবাহ করার পর আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর খিদমতে আগমন করলে তিনি বললেন : হে জাবির ! তুমি কি বিবাহ করেছ ? আমি বললাম : জ্বী হ্যাঁ। তিনি বললেন : কুমারী, না বিবাহিতা ? আমি বললাম : বিবাহিতা। তিনি ইরশাদ করলেন : কুমারী কেন বিবাহ করলে না, যে তোমার সাথে ক্রীড়া-কৌতুক করতো, আর তুমি তার সাথে ক্রীড়া-কৌতুক করতে!

٣٢٢١. اَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ قَزَعَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَهُوَ ابْنُ حَبِيْبٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَقِيَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَا جَابِرُ هَلْ اَصَبْتَ امْرَاَةً بَعْدِىْ قُلْتُ نَعَمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اَبِكْرًا اَمْ اَيِّمًا قُلْتُ اَيِّمًا قَالَ فَهَلاَّ بِكْرًا تُلاَعِبُكَ *

---

১. গোলাম ও তার মালিকের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি অনুসারে মালিকের নির্ধারিত পরিমাণ অর্থ প্রদান করে গোলামের মুক্তি লাভের চুক্তিকে 'কিতাবাত' চুক্তি বলে এবং এরূপ গোলামকে 'মুকাতিব' বলে।

৩২২১. হাসান ইব্ন কাযা'আ (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সংগে আমার দেখা হলে তিনি বললেন : হে জাবির ? আমার অজ্ঞাতে তুমি কি স্ত্রী গ্রহণ করেছ ? আমি বললাম : হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তিনি বললেন : কুমারী, না পূর্বে বিবাহিতা (তালাকপ্রাপ্তা ; বিধবা) ? আমি বললাম : পূর্বে বিবাহিতা। তিনি বললেন : কেন কুমারী (বিবাহ) করলে না, তাহলে তুমি তার সাথে আমোদ-স্ফুর্তি করতে এবং সেও তোমার সাথে ক্রীড়া-কৌতুক করতো।

تَزَوُّجُ الْمَرْاَةِ مِثْلَهَا فِى السِّنِّ

সম-বয়সীকে বিবাহ করা

٣٢٢٢. اَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ خَطَبَ اَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا فَاطِمَةَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّهَا صَغِيْرَةٌ فَخَطَبَهَا عَلِىٌّ فَزَوَّجَهَا مِنْهُ *

৩২২২. হুসায়ন ইব্ন হুরায়স (র) - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্ন বুরায়দা (র) তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন, আবূ বকর এবং উমর (রা) ফাতিমা (রা)-এর বিবাহের পয়গাম পেশ করলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : সে তো অল্প বয়স্কা। এরপর আলী (রা) প্রস্তাব করলে তিনি তাঁর সাথে বিবাহ দিলেন।

تَزَوُّجُ الْمَوْلَى الْعَرَبِيَّةَ

আযাদকৃত গোলামের সংগে আরবী স্বাধীন নারীর বিবাহ

٣٢٢٣. اَخْبَرَنَا كَثِيْرُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنِ الزُّبَيْدِىِّ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ طَلَّقَ وَهُوَ غُلاَمٌ شَابٌّ فِى اِمَارَةِ مَرْوَانَ ابْنَةَ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدٍ وَاُمُّهَا بِنْتُ قَيْسٍ الْبَتَّةَ فَاَرْسَلَتْ اِلَيْهَا خَالَتُهَا فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ تَأْمُرُهَا بِالْاِنْتِقَالِ مِنْ بَيْتِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو وَسَمِعَ بِذٰلِكَ مَرْوَانُ فَاَرْسَلَ اِلَى ابْنَةِ سَعِيْدٍ فَاَمَرَهَا اَنْ تَرْجِعَ اِلَى مَسْكَنِهَا وَسَاَلَهَا مَاحَمَلَهَا عَلَى الْاِنْتِقَالِ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَعْتَدَّ فِى مَسْكَنِهَا حَتّٰى تَنْقَضِىَ عِدَّتُهَا فَاَرْسَلَتْ اِلَيْهِ تُخْبِرُهُ اَنَّ خَالَتَهَا اَمَرَتْهَا بِذٰلِكَ فَزَعَمَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ اَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ اَبِىْ عَمْرِو بْنِ حَفْصٍ فَلَمَّا اَمَّرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلِىَّ بْنَ اَبِىْ طَالِبٍ عَلَى الْيَمَنِ خَرَجَ مَعَهُ وَاَرْسَلَ اِلَيْهَا بِتَطْلِيْقَةٍ هِىَ بَقِيَّةُ طَلاَقِهَا وَاَمَرَ لَهَا الْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ وَعَيَّاشَ بْنَ اَبِىْ رَبِيْعَةَ بِنَفَقَتِهَا فَاَرْسَلَتْ زَعَمَتْ اِلَى الْحَارِثِ وَعَيَّاشٍ تَسْاَلُهُمَا

الَّذِى اَمَرَ لَهَا بِهِ زَوْجُهَا فَقَالاَ وَاللّٰهِ مَالَهَا عِنْدَنَا نَفَقَةٌ اِلاَّ اَنْ تَكُوْنَ حَامِلاً وَمَالَهَا اَنْ تَكُوْنَ فِى مَسْكَنِنَا اِلاَّ بِاِذْنِنَا فَزَعَمَتْ اَنَّهَا اَتَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَتْ ذٰلِكَ لَهُ فَصَدَّقَهُمَا قَالَتْ فَاطِمَةُ فَاَيْنَ اَنْتَقِلُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ انْتَقِلِى عِنْدَ ابْنِ اُمِّ مَكْتُوْمٍ الْاَعْمَى الَّذِى سَمَّاهُ اللّٰهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِى كِتَابِهِ قَالَتْ فَاطِمَةُ فَاعْتَدَدْتُ عِنْدَهُ وَكَانَ رَجُلاً قَدْ ذَهَبَ بَصَرُهُ فَكُنْتُ اَضَعُ ثِيَابِى عِنْدَهُ حَتَّى اَنْكَحَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فَاَنْكَرَ ذٰلِكَ عَلَيْهَا مَرْوَانُ وَقَالَ لَمْ اَسْمَعْ هٰذَا الْحَدِيْثَ مِنْ اَحَدٍ قَبْلَكِ وَسَاٰخُذُ بِالْقَضِيَّةِ الَّتِى وَجَدْنَا النَّاسَ عَلَيْهَا مُخْتَصَرٌ *

৩২২৩. কাসীর ইব্ন উবায়দ (র) - - - - উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন উতবা (র) বর্ণনা করেন, আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর ইব্ন উসমান, মারওয়ানের খিলাফতকালে বিন্ত সাঈদ ইব্ন যায়দকে চূড়ান্ত (তিন) তালাক দিলেন। তিনি ছিলেন তখন একজন পূর্ণ যুবক। আর বিন্ত সাঈদ-এর মাতা ছিলেন বিন্ত কায়স। তার খালা ফাতিমা বিন্ত কায়স (রা) তার নিকট সংবাদ পাঠালেন, সে যেন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমরের ঘর হতে স্থানান্তরিত হয়ে যায়। মারওয়ান এ খবর শুনে বিন্ত সাঈদ-এর নিকট লোক পাঠিয়ে আদেশ করলেন, সে যেন তার ঘরে প্রত্যাবর্তন করে এবং তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তার ঘরে ইদ্দত পালনের পূর্বে তাকে কোন বিষয় তাকে তার ঘর হতে বের করলো ? সে খলীফার নিকট সংবাদ পাঠালো, তার খালা তাকে এ আদেশ করেছেন। ফাতিমা বিন্ত কায়স বললেন, তিনি আবূ আমর ইব্ন হাফসের বিবাহে ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন আলী ইব্ন আবী তালিব (রা)-কে ইয়ামানে গর্ভনর করে পাঠালেন, তখন তিনি (স্বামী) তাঁর সাথে গিয়েছিলেন, (সেখান হতে) তিনি তাঁর নিকট এক তালাক পাঠালেন, যা ছিল তাঁর অবশিষ্ট তালাক। তিনি হারিস ইব্ন হিশাম এবং আইয়াশ ইব্ন আবী রবীআ (রা)-কে তার খোরপোষ দিয়ে দিতে আদেশ করলেন। ফাতিমা (রা) হারিস এবং আইয়াশ (রা)-এর নিকট লোক পাঠিয়ে তার স্বামী তাদেরকে যে খোরপোষ দিতে বলেছিলেন, তা চেয়ে পাঠালেন। তাঁরা উভয়ে বললেন : আল্লাহ্র শপথ আমাদের নিকট তার কোন খোরপোষ নেই; তবে যদি সে গর্ভবতী হয়। আর আমাদের অনুমতি ব্যতীত তার আমাদের ঘরে থাকার কোন অধিকার নেই। এরপর তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর খিদমতে গমন করে তা তাঁর কাছে বর্ণনা করলেন। তিনি ﷺ হারিস এবং আইয়াশ (রা)-কে সত্যায়ন করলেন। তখন ফাতিমা (রা) বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমি কোথায় যাব ? তিনি বললেন : তুমি অন্ধ ইব্ন উম্মু মাকতূম (রা) যাকে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কিতাবে (অন্ধ) উল্লেখ করেছেন, তাঁর নিকট থাক। ফাতিমা (রা) বলেন : আমি তাঁর নিকটই ইদ্দত পূর্ণ করলাম। তিনি ছিলেন দৃষ্টি শক্তিহীন ব্যক্তি। আমি তাঁর ঘরে আমার (অতিরিক্ত) কাপড় খুলে রাখতাম। পরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে উসামা ইব্ন যায়দ-এর নিকট বিবাহ দিলেন। মারওয়ান এ বিষয়টি প্রত্যাখান করলেন। তিনি বললেন, তোমার পূর্বে এ হাদীস আমি কারও নিকট শ্রবণ করিনি। এ ব্যাপারে লোককে যে বিধান পালন করতে দেখেছি, আমি তা-ই পালন করবো। (সংক্ষিপ্ত)

٣٢٢٤. اَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ قَالَ اَنْبَاَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ اَخْبَرَنِى عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ اَبَا حُذَيْفَةَ بْنَ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيْعَةَ بْنِ عَبْدِ

شَمْسٍ وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ تَبَنّٰى سَالِمًا وَاَنْكَحَهُ ابْنَةَ اَخِيْهِ هِنْدَ بِنْتَ الْوَلِيْدِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيْعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ وَهُوَ مَوْلًى لِامْرَاَةٍ مِنَ الْاَنْصَارِ كَمَا تَبَنّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ زَيْدًا وَكَانَ مَنْ تَبَنّٰى رَجُلاً فِى الْجَاهِلِيَّةِ دَعَاهُ النَّاسُ ابْنَهُ فَوَرِثَ مِنْ مِيْرَاثِهِ حَتّٰى اَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ فِى ذٰلِكَ اُدْعُوْهُمْ لِاٰبَائِهِمْ هُوَ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ فَاِنْ لَمْ تَعْلَمُوْا اٰبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِى الدِّيْنِ وَمَوَالِيْكُمْ فَمَنْ لَمْ يُعْلَمْ لَهُ اَبٌ كَانَ مَوْلًى وَاَخًا فِى الدِّيْنِ مُخْتَصَرٌ *

৩২২৪. ইমরান ইব্ন বাক্কার ইব্ন রাশিদ (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। আবূ হুযায়ফা ইব্ন উতবা ইব্ন রবী'আ ইব্ন আব্দ শামস ছিলেন ঐ সকল লোকের মধ্যে যারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সংগে বদর যুদ্ধে শরীক ছিলেন। তিনি সালিম নামে এক ব্যক্তিকে (পালক) 'পুত্র' বানিয়ে নিয়েছিলেন এবং তার সাথে তার ভ্রাতৃকন্যা হিন্দা বিন্ত ওয়ালীদ ইব্ন উতবা ইব্ন রবী'আ ইব্ন আবদ শামস-এর বিবাহ দেন। সে ছিল এক আনসারী মহিলার ক্রীতদাস। যেমন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যায়দ-কে পুত্র হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। জাহিলী যুগে নিয়ম ছিল, যদি কেউ কাউকেও পোষ্যপুত্র হিসেবে গ্রহণ করতো, লোক তাকে তার ছেলে বলেই ডাকতো এবং এ ছেলে ঐ লোকের ওয়ারিস হতো। এ ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন :

اُدْعُوْهُمْ لِاٰبَائِهِمْ هُوَ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ فَاِنْ لَمْ تَعْلَمُوْا اٰبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِى الدِّيْنِ وَمَوَالِيْكُمْ *

অর্থ : তোমরা তাদের ডাক তাদের পিতৃ-পরিচয়ে, এটাই আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে অধিক ন্যায়সঙ্গত; যদি তোমরা তাদের পিতৃ-পরিচয় না জান, তবে তারা তোমাদের ধর্মীয় ভাই এবং বন্ধু। (৩৩ : ৫)। এরপর যার পিতৃ পরিচয় না থাকতো, সে বন্ধু বা ধর্মীয় ভাই হিসেবে পরিগণিত হতো। (সংক্ষিপ্ত)

٣٢٢٥. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ اُوَيْسٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ قَالَ قَالَ يَحْيٰى يَعْنِىْ اَبْنَ سَعِيْدٍ وَاَخْبَرَنِى ابْنُ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ وَابْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ وَاُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّ اَبَا حُذَيْفَةَ بْنَ عُتْبَةَ ابْنِ رَبِيْعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ تَبَنّٰى سَالِمًا وَهُوَ مَوْلًى لِامْرَاَةٍ مِنَ الْاَنْصَارِ كَمَا تَبَنّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ وَاَنْكَحَ اَبُوْ حُذَيْفَةَ بْنُ عُتْبَةَ سَالِمًا اَبْنَةَ اَخِيْهِ هِنْدَ بِنْتَ الْوَلِيْدِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيْعَةَ وَكَانَتْ هِنْدُ بِنْتُ الْوَلِيْدِ بْنِ عُتْبَةَ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الْاُوَلِ وَهِىَ يَوْمَئِذٍ مِنْ اَفْضَلِ اَيَامٰى قُرَيْشٍ فَلَمَّا اَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ فِىْ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ اُدْعُوْهُمْ لِاٰبَائِهِمْ هُوَ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ رُدَّ كُلُّ اَحَدٍ يَنْتَمِىْ مِنْ اُوْلٰئِكَ اِلٰى اَبِيْهِ فَاِنْ لَمْ يَكُنْ يُعْلَمُ اَبُوْهُ رُدَّ اِلٰى مَوَالِيْهِ *

৩২২৫. মুহাম্মাদ ইব্ন নাসর (র) - - - - রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর স্ত্রী আয়েশা (রা) এবং উম্মু সালামা (রা) হতে বর্ণিত, আবূ হুযায়ফা ইব্ন উতবা ইব্ন রবী'আ ইব্ন 'আব্দ শাম্‌স ছিলেন ঐ লোকদের একজন, যাঁরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে বদর যুদ্ধে শরীক ছিলেন। তিনি সালিম (রা) নামক এক ব্যক্তিকে পুত্র বানিয়ে নেন। সালিম ছিলেন এক আনসারী মহিলার ক্রীতদাস। যেমন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যায়দ ইব্ন হারিছাকে পোষ্যপুত্র হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। আবূ হুযায়ফা ইব্ন উতবা তার ভাতিজি হিন্দা বিন্‌ত ওয়ালীদ ইব্ন উতবা ইব্ন রবী'আ-কে তার সাথে বিবাহ দিলেন। হিন্দা বিন্‌ত ওয়ালীদ ইব্ন উতবা ছিলেন প্রথম পর্যায়ে (প্রবীণ) হিজরতকারিণীদের অন্যতম এবং কুরায়শের বিধবাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এরপর মহান মহিয়ান আল্লাহ্ তাআলা যখন যায়দ ইব্ন হারিসা (রা) সম্বন্ধে আয়াত নাযিল করলেন :

اُدْعُوْهُمْ لِاٰبَائِهِمْ هُوَ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ *

(অর্থ : তাদের (পালক পুত্রদের) তোমরা ডাকবে তাদের (জন্মদাতা) পিতার প্রতি সম্বন্ধিত করে। এটিই আল্লাহ্‌র কাছে অধিক ন্যায়সংগত।

তখন প্রত্যেকে (পোষ্যপুত্রকে) এদের (পালক পিতা) থেকে তার জন্মদাতা পিতার দিকে প্রত্যাবর্তিত করা হল। যদি তার পিতার সম্বন্ধে জানা না থাকতো, তা হলে তাকে মুক্তিদানকারী মনিবদের প্রতি সম্বন্ধিত করা হত।

اَلْحَسَبُ

বংশ মর্যাদা

٣٢٢٦. اَخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ تُمَيْلَةَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اَحْسَابَ اَهْلِ الدُّنْيَا الَّذِىْ يَذْهَبُوْنَ اِلَيْهِ الْمَالُ *

৩২২৬. ইয়া'কূব ইব্ন ইবরাহীম - - - - ইব্ন বুরায়দা (র) তাঁর পিতা সূত্রে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : দুনিয়াদারদের বংশ মর্যাদা যা তাদের কাংক্ষিত তা হচ্ছে ধন-সম্পদ।

عَلٰى مَاتُنْكَحُ الْمَرْاَةُ

নারীকে বিয়ে করার ক্ষেত্রে বিচার্য বিষয়

٣٢٢٧. اَخْبَرَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ اَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَاَةً عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَلَقِيَهُ النَّبِىُّ ﷺ فَقَالَ اَتَزَوَّجْتَ يَاجَابِرُ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ بِكْرًا اَمْ ثَيِّبًا قَالَ قُلْتُ بَلْ ثَيِّبًا قَالَ فَهَلاَّ بِكْرًا تُلاَعِبُكَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كُنَّ لِى اَخَوَاتٌ فَخَشِيْتُ اَنْ تَدْخُلَ بَيْنِى وَبَيْنَهُنَّ قَالَ فَذَاكَ اِذًا اِنَّ الْمَرْاَةَ تُنْكَحُ عَلٰى دِيْنِهَا وَمَالِهَا فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّيْنِ تَرِبَتْ يَدَاكَ *

৩২২৭. ইসমাঈল ইব্‌ন মাসউদ (র) - - - - জাবির (রা) বলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সময় এক নারীকে বিবাহ করলেন। তাঁর সাথে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাক্ষাৎ হলে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : হে জাবির, তুমি কি বিবাহ করছো ? তিনি বলেন, আমি বললাম : জ্বি, হ্যাঁ। তিনি বললেন : কুমারী, না পূর্ব-বিবাহিতা ? আমি বললাম : বরং বিবাহিতা। তিনি বললেন : কেন একজন কুমারীকে বিবাহ করলে না, যে তোমার সাথে মন মাতানো আচরণ করতো ? তিনি বলেন, আমি বললাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার কয়েকজন বোন রয়েছে। আমার ভয় হলো, সে আমার এবং তাদের মধ্যে দখলদারী সৃষ্টি করবে। তিনি বললেন : তা হলে তাই (ভাল)। নারীদেরকে তাদের ধর্ম, সম্পদ, এবং সৌন্দর্যের কারণে বিবাহ করা হয়ে থাকে। অতএব তুমি ধার্মিক মেয়ে বিবাহ করবে। আল্লাহ্ তোমার ভাল করুন।

كَرَاهِيَةُ تَزَوُّجِ الْعَقِيْمِ

বন্ধ্যা নারীকে বিবাহ করা পছন্দনীয় নয়

٣٢٢٨. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ قَالَ أَنْبَأَنَا الْمُسْتَلِمُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَنْصُوْرِ بْنِ زَاذَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَمَنْصِبٍ إِلَّا أَنَّهَا لَا تَلِدُ أَفَأَتَزَوَّجُهَا فَنَهَاهُ ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَنَهَاهُ ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ فَنَهَاهُ فَقَالَ تَزَوَّجُوا الْوَلُوْدَ الْوَدُوْدَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ *

৩২২৮. আবদুর রহমান ইব্‌ন খালিদ (র) - - - - মাকিল ইব্‌ন ইয়াসার (রা) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর খিদমতে আরয করলেন : আমি এমন এক মহিলার সন্ধান পেয়েছি, যে বংশ গৌরবের অধিকারিণী ও মর্যাদাবান, কিন্তু সে বন্ধ্যা। আমি কি তাকে বিবাহ করবো ? তিনি তাকে নিষেধ করলেন। দ্বিতীয় বার সে তাঁর নিকট আসলে তিনি নিষেধ করলেন। এরপর তৃতীয় বার তাঁর খিদমতে আসলে তিনি তাকে নিষেধ করলেন এবং বললেন : তোমরা অধিক সন্তান প্রসবা মমতাময়ী নারীকে বিবাহ করবে। কেননা, আমি তোমাদের দ্বারা সংখ্যাধিক্যের প্রতিযোগিতা করবো।

تَزْوِيْجُ الزَّانِيَةِ

ব্যভিচারিণীকে বিবাহ করা

٣٢٢٩. أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدٍ التَّيْمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى هُوَ ابْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ الْأَخْنَسِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ مَرْثَدَ بْنَ أَبِي مَرْثَدٍ الْغَنَوِيُّ وَكَانَ رَجُلًا شَدِيْدًا وَكَانَ يَحْمِلُ الْأُسَارَى مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِيْنَةِ قَالَ فَدَعَوْتُ رَجُلًا لِأَحْمِلَهُ وَكَانَ بِمَكَّةَ بَغِيٌّ يُقَالُ لَهَا عَنَاقُ وَكَانَتْ صَدِيْقَتَهُ خَرَجَتْ فَرَأَتْ سَوَادِيْ فِي ظِلِّ الْحَائِطِ فَقَالَتْ مَنْ

هٰذَا مَرْثَدُ مَرْحَبًا وَاَهْلاً يَا مَرْثَدُ انْطَلِقِ اللَّيْلَةَ فَبِتْ عِنْدَنَا فِى الرَّحْلِ قُلْتُ يَاعَنَاقُ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ حَرَّمَ الزِّنَا قَالَتْ يَا اَهْلَ الْخِيَامِ هٰذَا الدُّلْدُلُ هٰذَا الَّذِىْ يَحْمِلُ اُسَرَاءَكُمْ مِنْ مَكَّةَ اِلَى الْمَدِيْنَةِ فَسَلَكْتُ الْخَنْدَمَةَ فَطَلَبَنِىْ ثَمَانِيَةٌ فَجَاؤُا حَتّٰى قَامُوْا عَلَى رَأْسِى فَبَالُوا فَطَارَ بَوْلُهُمْ عَلَىَّ وَاَعْمَاهُمُ اللّٰهُ عَنِّى فَجِئْتُ اِلَى صَاحِبِىْ فَحَمَلْتُهُ فَلَمَّا انْتَهَيْتُ بِهِ اِلَى الْاَرَاكِ فَكَكْتُ عَنْهُ كَبْلَهُ فَجِئْتُ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَنْكِحُ عَنَاقَ فَسَكَتَ عَنِّى فَنَزَلَتِ الزَّانِيَةُ لَايَنْكِحُهَا اِلاَّ زَانٍ اَوْ مُشْرِكٌ فَدَعَانِىْ فَقَرَأَهَا عَلَىَّ وَقَالَ لَاتَنْكِحْهَا *

৩২২৯. ইবরাহীম ইব্‌ন মুহাম্মাদ তায়মী (র) - - - - আমর ইব্‌ন শু'আয়ব তাঁর পিতার সূত্রে তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেন, মারছাদ ইব্‌ন আবূ মারছাদ গানাবী (র) নামক এক ব্যক্তি ছিল খুব শক্তিশালী। সে মক্কা হতে মদীনায় কয়েদী বহন করতো। তিনি বলেন, আমি এক ব্যক্তিকে বহন করার জন্য আহ্বান করলাম। মক্কায় এক পতিতা ছিল— যার নাম ছিল 'আনাক। সে (পতিতা) ছিল তার (মারছাদের) 'বান্ধবী'। সে বের হয়ে দেওয়ালের ছায়ায় আমার কায়া দেখে বললেন : এ ব্যক্তি কে ? মারাছাদ নাকি ? তোমাকে স্বাগতম। হে মারছাদ! চল আজ রাত আমাদের নিকট (তাঁবুতে) অতিবাহিত কর। আমি বললাম : হে 'আনাক! রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ব্যভিচার হারাম করেছেন। সে বলে উঠলেন : হে তাঁবুবাসিগণ ! এ দুলদুল (সজারু) যে তোমাদের কয়েদীকে বহন করে মক্কা হতে মদীনায় নিয়ে যায়। এরপর আমি (আত্ম রক্ষার জন্য) 'খানদামা' পাহাড়ে আশ্রয় নিলাম। আমাকে আটজন লোক তালাশ করতে এসে তারা আমার মাথার উপর দাঁড়িয়ে পেশাব করে দিল। তাদের পেশাব আমার গায়ে পড়লো। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে আমাকে দেখা হতে অন্ধ করে দিলেন। আমি আমার সাথীর নিকট এসে তাকে বহন করে যখন 'আরাক' নামক স্থানে পৌঁছালাম, তখন তার শক্ত বেড়ী খুলে দিলাম। এরপর আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর খিদমতে পৌঁছে আরয করলাম : আমি কি 'আনাক'-কে বিবাহ করবো ? তিনি নিশ্চুপ থাকলেন। তখন নাযিল হলো :

الزَّانِيَةُ لَايَنْكِحُهَا اِلاَّ زَانٍ اَوْ مُشْرِكٌ *

অর্থ : ব্যভিচারিণী, তাকে ব্যভিচার অথবা মুশরিক ব্যতীত কেউ বিবাহ করে না। (২৪ : ৩) তখন রাসূলুল্লাহ্ আমাকে ডেকে আয়াত শুনিয়ে বললেন : তুমি তাকে বিবাহ করো না।

٣٢٣٠. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ ابْنُ سَلَمَةَ وَغَيْرُهُ عَنْ هٰرُوْنَ بْنِ رِئَابٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ وَعَبْدُ الْكَرِيْمِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَبْدُ الْكَرِيْمِ يَرْفَعُهُ اِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَهٰرُوْنُ لَمْ يَرْفَعْهُ قَالاَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اِنَّ عِنْدِى امْرَأَةً هِىَ مِنْ اَحَبِّ النَّاسِ اِلَىَّ وَهِىَ لَاتَمْنَعُ يَدَ لَامِسٍ قَالَ طَلِّقْهَا قَالَ لَاأَصْبِرُ عَنْهَا قَالَ اسْتَمْتِعْ بِهَا قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ هٰذَا الْحَدِيْثُ

لَيْسَ بِثَابِتٍ وَعَبْدُ الْكَرِيْمِ لَيْسَ بِالْقَوِىِّ وَهْرُوْنُ بْنُ رِئَابٍ اَثْبَتُ مِنْهُ وَقَدْ اَرْسَلَ الْحَدِيْثَ وَهْرُوْنُ ثِقَةٌ وَحَدِيْثُهُ اَوْلَى بِالصَّوَابِ مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِ الْكَرِيْمِ *

৩২৩০. মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসমাঈল ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, আবদুল করীম তা ইব্‌ন আব্বাস (রা) পর্যন্ত মারফূ' রূপে বর্ণনা করেছেন, আর হারূন তা মারফূ' রূপে বর্ণনা করেন নি। তাঁরা বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট এক ব্যক্তি এসে বললেন : আমার এক স্ত্রী রয়েছে যে আমার নিকট সর্বাধিক প্রিয়, কিন্তু সে কোন স্পর্শকারীর হাত ফেরায় না। তিনি বললেন : তাকে তালাক দাও। সে বললেন : আমি তার বিরহ সহ্য করতে পারব না। তিনি বললেন : তাহলে তাকে রেখে দাও। আবূ আবদুর রহমান (র) বলেন : এ হাদীস যথার্থ নয়। আবদুল করীম মযবুত রাবী নন। আর হারূন ইব্‌ন রিআব তার চেয়ে বিশ্বাসযোগ্য এবং তার হাদীস আবদুল করীমের হাদীস হতে বিশুদ্ধতার অধিক নিকটবর্তী।

بَابُ كَرَاهِيَةُ تَزْوِيْجُ الزُّنَاةَ

পরিচ্ছেদ : ব্যভিচারিণীদের বিবাহ করা মাকরূহ

٣٢٣١. اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِى سَعِيْدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ تُنْكَحُ النِّسَاءُ لاَرْبَعَةٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِيْنِهَا وَفَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّيْنِ تَرِبَتْ يَدَاكَ *

৩২৩১. উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন সাঈদ (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নারীদেরকে চারটি কারণে বিবাহ করা হয়, তার মাল সম্পদ, তার বংশ গৌরব, তার সৌন্দর্য এবং তার ধার্মিকতা দেখে। তুমি ধার্মিকা নারীকে বিবাহ করে ধন্য হও। 'তোমার দু'হাত মাটিমাখা হোক।' (অর্থাৎ বোকামী কর না, বুদ্ধির পরিচয় দাও।)

اَىُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ

কোন্ নারী উত্তম

٣٢٣٢. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنْ سَعِيْدِ الْمَقْبُرِىُّ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قِيْلَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَىُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ قَالَ الَّتِىْ تَسُرُّهُ اِذَا نَظَرَ وَتُطِيْعُهُ اِذَا اَمَرَ وَلاَ تُخَالِفُهُ فِى نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ *

৩২৩২. কুতায়বা (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : (একদা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে প্রশ্ন করা হলো, কোন্ নারী উত্তম ? তিনি বললেন : সে (স্বামী) যার প্রতি দৃষ্টিপাত স্বামীকে সন্তুষ্ট করে। সে আদেশ করলে তার আনুগত্য করে, এবং (স্ত্রী) নিজের ব্যাপারে ও তার ধন-সম্পদের ব্যাপারে যা অপছন্দ করে, এমন কাজ করে তার বিরোধিতা করে না।

اَلْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ

পুণ্যবতী নারী

٣٢٣٣. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِى قَالَ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ وَذَكَرَ اٰخَرَ اَنْبَأَنَا شُرَحْبِيْلُ بْنُ شَرِيْكٍ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحُبُلِىَّ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ الدُّنْيَا كُلَّهَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ *

৩২৩৩. মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইয়াযীদ (র) - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর ইব্ন আস (রা) সূত্রে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : সমগ্র পৃথিবী মানুষের ভোগ্য-বস্তু, আর পৃথিবীস্থ ভোগ্য বস্তুসমূহের মধ্যে সর্বোত্তম হলো পুণ্যবতী স্ত্রী।

اَلْمَرْأَةُ الْغَيْرَاءُ

আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন নারী

٣٢٣٤. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَنْبَأَنَا النَّضْرُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ اِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَنَسٍ قَالُوا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَلاَ تَتَزَوَّجُ مِنْ نِسَاءِ الْاَنْصَارِ قَالَ اِنَّ فِيْهِمْ لَغَيْرَةً شَدِيْدَةً *

৩২৩৪. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : তাঁরা (সাহাবী নন) বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আপনি আনসারী মহিলাদের বিবাহ করবো না ? তিনি বললেন, তাদের মধ্যে অত্যধিক আত্মমর্যাদাবোধ রয়েছে।

اِبَاحَةُ النَّظَرِ قَبْلَ التَّزْوِيْجِ

বিবাহের পূর্বে (কনেকে) দেখা বৈধতা

٣٢٣٥. اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ وَهُوَ ابْنُ كَيْسَانَ عَنْ اَبِى حَازِمٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ خَطَبَ رَجُلٌ اِمْرَأَةً مِنَ الْاَنْصَارِ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هَلْ نَظَرْتَ اِلَيْهَا قَالَ لاَ فَأَمَرَهُ اَنْ يَنْظُرَ اِلَيْهَا *

৩২৩৫. আবদুর রহমান ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি এক আনসারী নারীকে বিবাহের পয়গাম দিল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে বললেন : তুমি কি তাকে দেখেছ ? সে ব্যক্তি বললেন : না। তখন তিনি তাকে দেখে নেয়ার জন্য তাকে আদেশ করলেন।

٣٢٣٦. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ اَبِى رِزْمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْمُزَنِىِّ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ خَطَبْتُ امْرَأَةً عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَنَظَرْتَ اِلَيْهَا قُلْتُ لاَ قَالَ فَانْظُرْ اِلَيْهَا فَاِنَّهُ اَجْدَرُ اَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا *

৩২৩৬. মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল আযীয ইব্ন আবূ রিয্মা (র) - - - - মুগীরা ইব্ন শু'বা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সময় আমি এক নারীকে বিবাহ করার পয়গাম দিলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তুমি তাকে দেখে নাও। কেননা, এতে তোমাদের মধ্যে (ভালবাসার) সম্পর্ক রচিত হবে।

اَلتَّزْوِيْجُ فِى شَوَّالٍ

শাওয়াল মাসে বিবাহ

٣٢٣٧. اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِى اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اُمَيَّةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تَزَوَّجَنِى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى شَوَّالٍ وَاُدْخِلْتُ عَلَيْهِ فِى شَوَّالٍ وَكَانَتْ عَائِشَةُ تُحِبُّ اَنْ تُدْخِلَ نِسَاءَهَا فِى شَوَّالٍ فَاَىُّ نِسَائِهِ كَانَتْ اَحْظَى عِنْدَهُ مِنِّى *

৩২৩৭. উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন সাঈদ (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে বিবাহ করেন শাওয়াল মাসে এবং শাওয়াল মাসেই আমাদের বাসর হয়। আর আয়েশা (রা) শাওয়ালে তাঁর (সম্পর্কীয়) মেয়েদের বাসর হওয়া পছন্দ করতেন। (তিনি বলতেন) : তাঁর কোন স্ত্রী তাঁর নিকট আমার চাইতে অধিক ভাগ্যবতী ছিল ?

اَلْخِطْبَةُ فِى النِّكَاحِ

বিবাহের পয়গাম

٣٢٣٨. اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلاَّمٍ قَالَ حَدَّثَنِى عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ سَمِعْتُ اَبِى قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ قَالَ حَدَّثَنِى عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بُرَيْدَةَ قَالَ حَدَّثَنِى عَامِرُ بْنُ شَرَاحِيْلَ الشَّعْبِىُّ اَنَّهُ سَمِعَ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ وَكَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الْاُوَلِ قَالَتْ خَطَبَنِى عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ فِى نَفَرٍ مِنْ اَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ وَخَطَبَنِى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى مَوْلاَهُ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ وَقَدْ كُنْتُ حُدِّثْتُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ اَحَبَّنِى فَلْيُحِبَّ

أُسَامَةَ فَلَمَّا كَلَّمَنِى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قُلْتُ أَمْرِى بِيَدِكَ فَانْكِحْنِى مَنْ شِئْتَ فَقَالَ انْطَلِقِى اِلَى أُمِّ شَرِيْكٍ وَأُمُّ شَرِيْكٍ اِمْرَأَةٌ غَنِيَّةٌ مِنَ الْاَنْصَارِ عَظِيْمَةُ النَّفَقَةِ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ يَنْزِلُ عَلَيْهَا الضِّيْفَانُ فَقُلْتُ سَأَفْعَلُ قَالَ لَاتَفْعَلِى فَاِنَّ أُمَّ شَرِيْكٍ كَثِيْرَةُ الضِّيْفَانِ فَاِنِّى اَكْرَهُ اَنْ يَسْقُطَ عَنْكِ خِمَارُكِ اَوْ يَنْكَشِفَ الثَّوْبُ عَنْ سَاقَيْكِ فَيَرَى الْقَوْمُ مِنْكِ بَعْضَ مَاتَكْرَهِيْنَ وَلٰكِنِ انْتَقِلِى اِلَى ابْنِ عَمِّكِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمِّ مَكْتُوْمٍ وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ بَنِى فِهْرٍ فَانْتَقَلْتُ اِلَيْهِ مُخْتَصَرٌ *

৩২৩৮. আবদুর রহমান ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন সাল্লাম (র) - - - - আমির ইব্‌ন শারাহীল শা'বী (র) বলেন, তিনি ফাতিমা বিন্‌ত কায়স (রা)-কে, যিনি প্রথম পর্যায়ে হিজরতকারিণী মহিলাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, বলতে শুনেছেন। মুহাম্মাদ ﷺ-এর একদল সাহাবীর মধ্যে আবদুর রহমান ইব্‌ন আউফ (রা) আমার বিবাহের পয়গাম দিলেন। আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর মাওলা (আযাদকৃত গোলাম) উসামা ইব্‌ন যায়দ-এর জন্যও আমার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। আর পূর্বেই আমার নিকট হাদীস পৌঁছেছিল যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে আমাকে ভালবাসে সে যেন উসামাকে ভালবাসে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন আমার সাথে কথা বললেন, তখন আমি বললাম : আমার ব্যাপার আপনার ইখতিয়ারে। আপনি যার সাথে ইচ্ছা আমার বিবাহ দিতে পারেন। তিনি বললেন : তুমি উম্মু শরীকের নিকট যাও। উম্মু শরীক সম্পদশালিণী আনসারী মহিলা, আল্লাহ্‌র রাস্তায় অধিক দানকারিণী। তার নিকট বহু (অতিথি) মেহমানের সমাগম হয়ে থাকে। আমি বললাম : আচ্ছা আমি তাই করব। পরে তিনি বললেন : না, তার নিকট যেও না, কারণ উম্মু শরীকের নিকট বহু মেহমানের সমাগম ঘটে। হয়তো তোমার ওড়না পড়ে যাবে। অথবা তোমার পায়ের গোছা হতে তোমার কাপড় সরে যাবে, আর লোকেরা তোমার এমন অংগ দেখে ফেলবে, যা তোমার পছন্দ নয়। তাই তুমি তোমার চাচাত ভাই আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন উম্মু মাকতূম-এর নিকট যাও। সে বনী ফিহ্‌রের একজন লোক। এরপর আমি তার নিকট গেলাম। (সংক্ষিপ্ত)

اَلنَّهْىُ اَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ اَخِيْهِ

এক ব্যক্তির প্রদত্ত বিবাহের প্রস্তাব চলাকালে অন্য ব্যক্তির প্রস্তাব নিষিদ্ধ

٣٢٣٩. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لَايَخْطُبُ اَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ بَعْضٍ *

৩২৩৯. কুতায়বা (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : তোমাদের কেউ যেন অন্যের বিবাহের প্রস্তাবের উপর প্রস্তাব না দেয়।

٣٢٤٠. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ وَسَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَقَالَ مُحَمَّدٌ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ لَاتَنَاجَشُوْا

وَلاَ يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلاَ يَبِعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيْهِ وَلاَ يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيْهِ وَلاَ تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ مَا فِي إِنَائِهَا *

৩২৪০. মুহাম্মাদ ইব্‌ন মানসূর ও সাঈদ ইব্‌ন আবদুর রহমান (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (মুহাম্মদের বর্ণনায়— নবী ﷺ বলেছেন : তোমরা একজনের দামের উপর বাড়িয়ে দাম বলবে না (প্রতারণা করবে না)। আর কোন শহরবাসী কোন গ্রামবাসীর পক্ষে বিক্রি করবে না, একজনের খরিদ করার (প্রস্তাবের) উপর অন্যজন খরিদ করার প্রস্তাব দিবে না। আর এক ভাইয়ের বিবাহের পয়গামের উপর বিবাহের প্রস্তাব দিবে না। আর কোন স্ত্রীলোক যেন তার (মুসলিম) বোনের তালাক না চায়, তার পাত্রে যা আছে তা নিজে ভোগ করার মানসে।

٣٢٤١. أَخْبَرَنِي هٰرُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ ح وَالْحَارِثُ ابْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى ابْنِ حَبَّانَ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لاَيَخْطُبْ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيْهِ *

৩২৪১. হারূন ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ও হারিস ইব্‌ন মিসকীন (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : কেউ যেন তার (মুসলমান) ভাই-এর বিবাহের পয়গামের উপর পয়গাম না দেয়।

٣٢٤٢. أَخْبَرَنِي يُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ يَخْطُبْ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيْهِ حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَتْرُكَ *

৩২৪২. ইউনুস ইব্‌ন আবদুল আলা (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ যেন তার ভাই-এর বিবাহের পয়গামের উপর পয়গাম না দেয়, যে পর্যন্ত না সে বিবাহ্ করে কিংবা (প্রস্তাব) ছেড়ে যায়।

٣٢٤٣. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لاَيَخْطُبْ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيْهِ *

৩২৪৩. কুতায়বা (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : কোন ব্যক্তি যেন তার অন্য ভাই-এর বিবাহের পয়গামের উপর বিবাহের পয়গাম না দেয়।

خِطْبَةُ الرَّجُلِ إِذَا تَرَكَ الْخَاطِبُ أَوْ أَذِنَ لَهُ

প্রস্তাব ছেড়ে দিলে অথবা অনুমতি দিলে অন্যজনের প্রস্তাব দেয়া সম্পর্কে

٣٢٤٤. أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ

سَمِعْتُ نَافِعًا يُحَدِّثُ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُوْلُ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يَبِيْعَ بَعْضُكُمْ عَلٰى بَيْعِ بَعْضٍ وَلاَ يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلٰى خِطْبَةِ الرَّجُلِ حَتّٰى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ اَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ *

৩২৪৪. ইবরাহীম ইব্ন হাসান (র) - - - - ইব্ন জুরাইজ (র) বলেন, আমি নাফি' (র)-কে বর্ণনা করতে শুনেছি, আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) বলতেন : কারও খরিদ করার (প্রস্তাবের) উপর অন্য কারো খরিদ করার প্রস্তাব দিতে এবং একজনের বিবাহের প্রস্তাবের উপর অন্যজনের প্রস্তাব দিতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিষেধ করেছেন, যে পর্যন্ত না (ঐ প্রথম) প্রস্তাবক ছেড়ে যায় অথবা প্রস্তাবক (নিজেই) তাকে অনুমতি দেয়।

٣٢٤٥. اَخْبَرَنِىْ حَاجِبُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ وَيَزِيْدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ قُسَيْطٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَعَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ ثَوْبَانَ اَنَّهُمَا سَأَلاَ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ عَنْ اَمْرِهَا فَقَالَتْ طَلَّقَنِىْ زَوْجِىْ ثَلاَثًا فَكَانَ يَرْزُقُنِىْ طَعَامًا فِيْهِ شَىْءٌ فَقُلْتُ وَاللّٰهِ لَئِنْ كَانَتْ لِىَ النَّفَقَةُ وَالسُّكْنٰى لَأَطْلُبَنَّهَا وَلاَ اَقْبَلُ هٰذَا فَقَالَ الْوَكِيْلُ لَيْسَ لَكِ سُكْنٰى وَلاَ نَفَقَةٌ قَالَتْ فَاَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ لَيْسَ لَكِ سُكْنٰى وَلاَ نَفَقَةٌ فَاعْتَدِّىْ عِنْدَ فُلاَنَةَ قَالَتْ وَكَانَ يَأْتِيْهَا اَصْحَابُهُ ثُمَّ قَالَ اعْتَدِّىْ عِنْدَ ابْنِ اُمِّ مَكْتُوْمٍ فَاِنَّهُ اَعْمٰى فَاِذَا حَلَلْتِ فَاٰذِنِيْنِىْ قَالَتْ فَلَمَّا حَلَلْتُ اٰذَنْتُهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَمَنْ خَطَبَكِ فَقُلْتُ مُعَاوِيَةُ وَ رَجُلٌ اٰخَرُ مِنْ قُرَيْشٍ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَمَّا مُعَاوِيَةُ فَاِنَّهُ غُلاَمٌ مِنْ غِلْمَانِ قُرَيْشٍ لاَشَىْءَ لَهُ وَاَمَّا الْاٰخَرُ فَاِنَّهُ صَاحِبُ شَرٍّ لاَ خَيْرَ فِيْهِ وَلٰكِنِ انْكِحِىْ اُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ قَالَتْ فَكَرِهْتُهُ فَقَالَ لَهَا ذٰلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَنَكَحَتْهُ *

৩২৪৫. হাজিব ইব্ন সুলায়মান (র) - - - - আবূ সালামা ইব্ন আবদুর রহমান ও মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুর রহমান ইব্ন ছাওবান (র) হতে বর্ণিত যে, তারা ফাতিমা বিন্ত কায়সকে তার ব্যাপারে প্রশ্ন করেন। জবাবে তিনি বলেন : আমার স্বামী আমাকে তিন তালাক দেয়। সে আমাকে কিছু খোরাক দিত, তাতে কিছু সমস্যা ছিল। আমি বললাম : আল্লাহ্র কসম যদি খোরাক ও বাসস্থান আমার প্রাপ্য হয়ে থাকে, তবে আমি তা চাইব। আমি এটা (নিম্নমানের খাদ্য) গ্রহণ করব না। উকিল বললেন : তোমার জন্য কোন খোরাক ও বাসস্থান (প্রাপ্য) নেই। তখন আমি নবী ﷺ -এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে তাঁকে তা জানালাম। তিনি বললেন : তোমার জন্য খোরাক ও বাসস্থান নেই, তুমি অমুক স্ত্রীলোকের কাছে থেকে ইদ্দত পালন কর। তিনি (ফাতিমা) বলেন : তার নিকট তাঁর সাহাবীরা আসা-যাওয়া করত। এরপর তিনি ﷺ বললেন : তাহলে তুমি উম্মু মাকতূমের নিকট থেকে ইদ্দত পূর্ণ কর। কেননা সে একজন অন্ধ ব্যক্তি। যখন তুমি ইদ্দত পূর্ণ করবে, তখন আমাকে অবহিত করবে।

ফাতিমা (রা) বলেন : আমি হালাল হয়ে তাঁকে জানালাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : কে কে তোমাকে বিবাহের পয়গাম দিয়েছে ? আমি বললাম : মু'আবিয়া (রা) এবং অন্য একজন কুরায়শী ব্যক্তি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : মু'আবিয়া তো কুরায়শী যুবকদের মধ্যে একজন যুবক, তবে তার কোন সম্পদ নেই। আর অন্য ব্যক্তি একজন মন্দ লোক, তার মধ্যে কোন মঙ্গল নেই ; বরং তুমি উসামাকে বিবাহ কর। ফাতিমা (রা) বলেন : আমি তা পছন্দ করলাম না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তা তিনবার বললেন। এরপর আমি তাকে বিবাহ করলাম।

بَابُ اِذَا اسْتَشَارَتِ الْمَرْأَةُ رَجُلاً فِيمَنْ يَخْطُبُهَا هَلْ يُخْبِرُهَا بِمَا يَعْلَمُ

পরিচ্ছেদ : কোন নারী বিবাহ পয়গাম সম্বন্ধে পুরুষের নিকট পরামর্শ চাইলে তার (প্রস্তাবকারী) সম্পর্কে জ্ঞান বিষয়কে অবহিত করবে না

٣٢٤٦. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحرثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لِمُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ اَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ اَنَّ اَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ وَهُوَ غَائِبٌ فَاَرْسَلَ اِلَيْهَا وَكِيْلُهُ بِشَعِيْرٍ فَسَخِطَتْهُ فَقَالَ وَاللّٰهِ مَالَكِ عَلَيْنَا مِنْ شَىْءٍ فَجَاءَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَتْ ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ لَيْسَ لَكِ نَفَقَةٌ فَاَمَرَهَا اَنْ تَعْتَدَّ فِى بَيْتِ اُمِّ شَرِيْكٍ ثُمَّ قَالَ تِلْكَ امْرَاَةٌ يَغْشَاهَا اَصْحَابِى فَاعْتَدِّى عِنْدَ ابْنِ اُمِّ مَكْتُوْمٍ فَاِنَّهُ رَجُلٌ اَعْمٰى تَضَعِيْنَ ثِيَابَكِ فَاِذَا حَلَلْتِ فَاٰذِنِيْنِى قَالَتْ فَلَمَّا حَلَلْتُ ذَكَرْتُ لَهُ اَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ اَبِى سُفْيَانَ وَاَبَا جَهْمٍ خَطَبَانِى فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَمَّا اَبُو جَهْمٍ فَلاَ يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ وَاَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوْكٌ لاَ مَالَ لَهُ وَلٰكِنِ انْكِحِى اُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فَكَرِهْتُهُ ثُمَّ قَالَ انْكِحِى اُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فَنَكَحْتُهُ فَجَعَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيْهِ خَيْرًا وَاغْتَبَطْتُ بِهِ *

৩২৪৬. মুহাম্মাদ ইব্ন সালামা এবং হারিছ ইব্ন মিসকীন (র) - - - - ফাতিমা বিন্ত কায়স (রা) বলেন, আবূ আমর ইব্ন হাফস তাকে তিন তালাক দিয়ে ফেললেন, তখন তিনি ছিলেন অনুপস্থিত (প্রবাসে)। তার উকিল কিছু যব তার নিকট পাঠালেন। কিন্তু ফাতিমা এতে সন্তুষ্ট না হওয়ায় তিনি (উকিল) বললেন : আল্লাহ্র কসম ! আমাদের উপর তোমার কোন পাওনা নেই। ফাতিমা (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর খিদমতে এসে এসকল কথা ব্যক্ত করলে তিনি বললেন : তোমার কোন খরচ (খোরাক) পাওনা নেই। তিনি তাকে উম্মু শরীকের ঘরে থেকে ইদ্দত পালন করতে আদেশ করলেন। এরপর তিনি বললেন : সে তো এমন এক নারী যার কাছে আমার সাহাবিগণ বেশি যাতায়াত করে। বরং তুমি ইব্ন উম্মু মাকতূম-এর নিকট থেকে ইদ্দত পূর্ণ কর। সে একজন অন্ধ ব্যক্তি। তুমি তোমার উত্তম কাপড়-চোপড় খুলে রাখতে পারবে। যখন তুমি হালাল (ইদ্দত পূর্ণ) হয়ে যাবে, তখন আমাকে জানাবে। ফাতিমা (রা) বলেন : যখন আমি হালাল হলাম (ইদ্দত পূর্ণ করলাম), তখন তাঁর নিকট বললাম : মু'আবিয়া ইব্ন আবূ সুফিয়ান এবং আবূ জাহাম আমাকে বিবাহের পয়গাম দিয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ

বললেন : আবূ জাহাম তো এমন ব্যক্তি, যে কখনও কাঁধ হতে লাঠি নামিয়ে রাখে না (অর্থাৎ সে স্ত্রীকে কষ্ট দেয় অথবা সদা সফরে থাকে। আর মু'আবিয়া তো নিঃস্ব, তার কোন মাল-সম্পদ নেই। তুমি বরং উসামা ইব্‌ন যায়দ (রা)-কে বিয়ে কর। আমি তা অপছন্দ করলাম। তিনি পুনরায় বললেন : উসামা ইব্‌ন যায়দকে বিবাহ কর। এরপর আমি তাকে বিবাহ করলাম। মহান মহিয়ান আল্লাহ্ তাতে মঙ্গল দান করলেন এবং তাঁর ব্যাপারে আমি ঈর্ষার পাত্রী হলাম।

إذَا اسْتَشَارَ رَجُلٌ رَجُلاً فِى الْمَرْأَةِ هَلْ يَخْبِرُهُ بِمَا يَعْلَمُ

কোন নারী সম্বন্ধে কোন ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির নিকট পরামর্শ চাইলে, সে যা জানে তা অবহিত করবে কি ?

٣٢٤٧. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اٰدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ هَاشِمِ بْنِ الْبَرِيْدِ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ اَبِى حَازِمٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْاَنْصَارِ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اِنِّى تَزَوَّجْتُ امْرَاَةً فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَلاَ نَظَرْتَ اِلَيْهَا فَاِنَّ فِى اَعْيُنِ الْاَنْصَارِ شَيْئًا قَالَ اَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَجَدْتُ هٰذَا الْحَدِيْثَ فِى مَوْضِعٍ اٰخَرَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ كَيْسَانَ اَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَ وَالصَّوَابُ اَبُو هُرَيْرَةَ *

৩২৪৭. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আদম (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : এক আনসারী ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে বললেন : আমি এক মহিলাকে বিবাহ (করার ইচ্ছা) করেছি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তুমি কি তাকে দেখেছ ? কেননা, আনসারীদের চোখে কিছু (খুঁত) থাকে।

٣٢٤٨. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ اَبِى حَازِمٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَجُلاً اَرَادَ اَنْ يَتَزَوَّجَ اِمْرَاَةً فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اُنْظُرْ اِلَيْهَا فَاِنَّ فِى اَعْيُنِ الْاَنْصَارِ شَيْئًا *

৩২৪৮. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইয়াযীদ (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি এক মহিলাকে বিবাহ করতে ইচ্ছা করলে নবী ﷺ বললেন : তাকে দেখে নাও, কেননা আনসারীদের চোখে কিছু (খুঁত) থাকে।

بَابُ عَرْضِ الرَّجُلِ اَبْنَتَهُ عَلَى مَنْ يَرْضَى

পরিচ্ছেদ : কোন ব্যক্তির নিজের কন্যাকে পছন্দনীয় ব্যক্তির কাছে বিবাহ দেয়ার প্রস্তাব করা

٣٢٤٩. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَاَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَنْبَاَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ قَالَ تَاَيَّمَتْ حَفْصَةُ بِنْتُ عُمَرَ مِنْ خُنَيْسٍ يَعْنِى ابْنَ حُذَافَةَ وَكَانَ

مِنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا فَتُوُفِّىَ بِالْمَدِيْنَةِ فَلَقِيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَفْصَةَ فَقُلْتُ اِنْ شِئْتَ اَنْكَحْتُكَ حَفْصَةَ فَقَالَ سَأَنْظُرُ فِى ذٰلِكَ فَلَبِثْتُ لَيَالِىَ فَلَقِيْتُهُ فَقَالَ مَا اُرِيْدُ اَنْ اَتَزَوَّجَ يَوْمِى هٰذَا قَالَ عُمَرُ فَلَقِيْتُ اَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيْقَ رَضِىَ اللّٰهُ فَقُلْتُ اِنْ شِئْتَ اَنْكَحْتُكَ حَفْصَةَ فَلَمْ يَرْجِعْ اِلَىَّ شَيْئًا فَكُنْتُ عَلَيْهِ اَوْجَدَ مِنِّى عَلَى عُثْمَانَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَلَبِثْتُ لَيَالِىَ فَخَطَبَهَا اِلَىَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاَنْكَحْتُهَا اِيَّاهُ فَلَقِيَنِى اَبُو بَكْرٍ فَقَالَ لَعَلَّكَ وَجَدْتَ عَلَىَّ حِيْنَ عَرَضْتَ عَلَىَّ حَفْصَةَ فَلَمْ اَرْجِعْ اِلَيْكَ شَيْئًا قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَاِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِى حِيْنَ عَرَضْتَ عَلَىَّ اَنْ اَرْجِعَ اِلَيْكَ شَيْئًا اِلاَّ اَنِّى سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَذْكُرُهَا وَلَمْ اَكُنْ لِاُفْشِىَ سِرَّ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَلَوْ تَرَكَهَا نَكَحْتُهَا *

৩২৪৯. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - - উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : খুনায়স অর্থাৎ ইব্ন হুযাফা, যিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাহাবী এবং বদরের যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারীদের অন্যতম ছিলেন, মদীনায় তাঁর ইন্তিকাল হলে হাফসা বিন্‌ত উমর (রা) বিধবা হলেন। উমর (রা) বলেন : আমি উসমান ইব্ন আফ্‌ফান (রা)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে হাফসা (রা)-এর কথা উল্লেখ করে তাকে বললাম : যদি তুমি ইচ্ছা কর, তাহলে হাফসাকে আমি তোমার নিকট বিবাহ দিব। তিনি বললেন : এ ব্যাপারে আমি চিন্তা করব। আমি কিছুদিন অতিবাহিত করলাম, পুনরায় তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করলে তিনি বললেন : এসময় আমার বিবাহ করার ইচ্ছা নেই। উমর (রা) বলেন : এরপর আমি আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁকে বললাম : যদি আপনি ইচ্ছা করেন, তাহলে হাফসা (রা)-কে আপনার সাথে বিবাহ দিব। তিনি আমাকে কোন উত্তর দিলেন না। এতে উসমান (রা)-এর উপর আমার যে ক্ষোভ হয়েছিল, তার চেয়ে অধিক ক্ষোভ হলো তাঁর উপর। এভাবে আমি কিছুদিন অতিবাহিত করলাম। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার কাছে তার বিবাহের প্রস্তাব দিলেন। আমি তাকে তাঁর বিবাহে সোপর্দ করলাম। এরপর আবূ বকর (রা)-এর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হলে তিনি বললেন : আপনি আমার নিকট হাফসা (রা)-এর বিবাহের প্রস্তাব দিলে আমি কিছু না বলায় হয়তো আপনি আমার উপর অসন্তুষ্ট হয়েছেন। আমি বললাম ; হ্যাঁ। তিনি বললেন : আপনি যখন প্রস্তাব দিলেন : তখন আপনাকে কোন উত্তর না দেওয়ার কারণ এ ব্যতীত আর কিছুই ছিল না যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে তার সম্পর্কে আলোচনা করতে শুনেছি। আর আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর গোপন কথা প্রকাশ করতে চাইনি। যদি তিনি তাকে বাদ দিতেন তবে আমি তাকে বিবাহ করতাম।

بَابُ عَرْضِ الْمَرْاَةِ نَفْسَهَا عَلَى مَنْ تَرْضَى

পরিচ্ছেদ : কোন মহিলার পছন্দনীয় ব্যক্তির নিকট নিজেকে পেশ করা

٣٢٥٠. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنِى مَرْحُوْمُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ الْعَطَّارُ اَبُو عَبْدِ الصَّمَدِ قَالَ سَمِعْتُ ثَابِتًا الْبُنَانِىَّ يَقُوْلُ كُنْتُ عِنْدَ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَعِنْدَهُ ابْنَةٌ لَهُ

فَقَالَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَعَرَضَتْ عَلَيْهِ نَفْسَهَا فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَلَكَ فِىْ حَاجَةٌ *

৩২৫০. মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুসান্না (র) - - - - আবূ আবদুস সামাদ মারহুম ইব্‌ন আবদুল আযীয 'আত্তার বলেছেন, আমি সাবিত বুনানী (র)-কে বলতে শুনেছি : (একদা) আমি আনাস ইব্‌ন মালিক (রা)-এর নিকট ছিলাম। তখন তাঁর নিকট তাঁর এক কন্যাও ছিল। তিনি বললেন : এক মহিলা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর খিদমতে এসে নিজের বিবাহ প্রস্তাব করে বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার কি কোন প্রয়োজন আছে?

٣٢٥١. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَرْحُوْمٌ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ امْرَأَةً عَرَضَتْ نَفْسَهَا عَلَى النَّبِىِّ ﷺ فَضَحِكَتِ ابْنَةُ اَنَسٍ فَقَالَ مَاكَانَ اَقَلَّ حَيَاءَهَا فَقَالَ اَنَسٌ هِىَ خَيْرٌ مِنْكِ عَرَضَتْ نَفْسَهَا عَلَى النَّبِىِّ ﷺ *

৩২৫১. মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। (একদা) এক মহিলা নবী ﷺ -এর কাছে এসে তাকে নিজের বিবাহের প্রস্তাব দিল। এতে আনাস (রা)-এর কন্যা হেসে উঠে বললেন : সে কত নির্লজ্জ। আনাস (রা) বললেন : সে তোমার চাইতে উত্তম, সে তো নিজকে নবী ﷺ -এর খিদমতে পেশ করেছে।

صَلاَةُ الْمَرْأَةِ اِذَا خُطِبَتْ وَاسْتِخَارَتُهَا رَبَّهَا

বিবাহ প্রস্তাবে মহিলার সালাত আদায় এবং এ ব্যাপারে তার রব (আল্লাহ্) সমীপে ইস্তিখারা করা

٣٢٥٢. اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ اَنْبَأَنَا عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الْمُغِيْرَةِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ لَمَّا انْقَضَتْ عِدَّةُ زَيْنَبَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِزَيْدٍ اذْكُرْهَا عَلَىَّ قَالَ زَيْدٌ فَانْطَلَقْتُ فَقُلْتُ يَا زَيْنَبُ اَبْشِرِىْ اَرْسَلَنِى اِلَيْكِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَذْكُرُكِ فَقَالَتْ مَااَنَا بِصَانِعَةٍ شَيْئًا حَتَّى اَسْتَأْمِرَ رَبِّى فَقَامَتْ اِلَى مَسْجِدِهَا وَنَزَلَ الْقُرْاٰنُ وَجَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَدَخَلَ بِغَيْرِ اَمْرٍ *

৩২৫২. সুওয়ায়দ ইব্‌ন নাস্‌র (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : (যায়দ রা সংগে বিবাহ বিচ্ছেদের পর) যখন যয়নব (রা)-এর ইদ্দত শেষ হলো তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যায়দকে বললেন : তার নিকট আমার বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপন কর। যায়দ (রা) বলেন : আমি গিয়ে বললাম, হে যয়নব! সুসংবাদ গ্রহণ কর, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তোমার কথা উল্লেখ করে আমাকে (প্রস্তাব দিয়ে) তোমার নিকট প্রেরণ করেছেন। তিনি বললেন : আমি আমার রবের পরামর্শ না নিয়ে কিছুই করব না। এই বলে তিনি তাঁর নামাযের স্থানে দাঁড়িয়ে

গেলেন। ইতিমধ্যে কুরআনের আয়াত অবতীর্ণ হলো এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আগমন করলেন। (অর্থাৎ) তার অনুমোদন ব্যতীত তার নিকট গমন করলেন। (কারণ আল্লাহ্ তা'আলা নিজেই যয়নাব (রা)-কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট বিবাহ দিয়েছিলেন)।

٣٢٥٣. اَخْبَرَنِىْ اَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الصُّوْفِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ طَهْمَانَ اَبُو بَكْرٍ سَمِعْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ كَانَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ تَفْخَرُ عَلَى نِسَاءِ النَّبِىِّ ﷺ تَقُوْلُ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ اَنْكَحَنِى مِنَ السَّمَاءِ وَفِيْهَا نَزَلَتْ اٰيَةُ الْحِجَابِ *

৩২৫৩. আহমাদ ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া সূফী (র) - - - - আবূ বকর ঈসা ইব্‌ন তাহমান (রা) বর্ণনা করেন, আমি আনাস ইব্‌ন মালিক (রা)-কে বলতে শুনেছি, যয়নাব বিন্‌ত জাহ্‌শ (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর অন্যান্য বিবিদের উপর গর্ব করে বলতেন : আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে বিবাহ দিয়েছেন আসমানে। আর তার ব্যাপারেই পর্দার আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে।

كَيْفَ الْاِسْتِخَارَةُ

ইস্তিখারা কিভাবে করতে হবে ?

٣٢٥٤. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى الْمَوَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا الْاِسْتِخَارَةَ فِى الْاُمُوْرِ كُلِّهَا كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّوْرَةَ مِنَ الْقُرْاٰنِ يَقُوْلُ اِذَا هَمَّ اَحَدُكُمْ بِالْاَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيْضَةِ ثُمَّ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ وَاسْتَعِيْنُكَ بِقُدْرَتِكَ وَاَسْاَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيْمِ فَاِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا اَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَااَعْلَمُ وَاَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ اَللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا الْاَمْرَ خَيْرٌ لِى فِى دِيْنِى وَمَعَاشِى وَعَاقِبَةِ اَمْرِى اَوْ قَالَ فِى عَاجِلِ اَمْرِى وَاٰجِلِهِ فَاقْدُرْهُ لِى وَيَسِّرْهُ لِى ثُمَّ بَارِكْ لِى فِيْهِ وَاِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا الْاَمْرَ شَرٌّ لِى فِى دِيْنِى وَمَعَاشِى وَعَاقِبَةِ اَمْرِىْ اَوْ قَالَ فِى عَاجِلِ اَمْرِى وَاٰجِلِهِ فَاصْرِفْهُ عَنِّى وَاصْرِفْنِى عَنْهُ وَاقْدُرْ لِى الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ اَرْضِنِى بِهِ قَالَ وَيُسَمِّى حَاجَتَهُ *

৩২৫৪. কুতায়বা (র) - - - - জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে প্রত্যেক কাজে ইস্তিখারা করতে শিক্ষা দিতেন, যেমন আমাদেরকে কুরআনের সূরা শিক্ষা দিতেন। তিনি বলতেন : যখন তোমাদের কেউ কোন কাজের ইচ্ছা করবে, তখন সে যেন ফরয ব্যতীত দু'রাক'আত সালাত আদায় করে নেয়, তারপর বলে :

اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ وَاسْتَعِيْنُكَ بِقُدْرَتِكَ وَاَسْاَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيْمِ فَاِنَّكَ تَقْدِرُ

وَلاَ اَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلاَ اَعْلَمُ وَاَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوْبِ اَللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا الاَمْرَ خَيْرٌ لِى فِى دِيْنِى وَمَعَاشِى وَعَاقِبَةِ اَمْرِى اَوْ قَالَ فِى عَاجِلِ اَمْرِى وَاٰجِلِهِ فَاقْدِرْهُ لِى وَيَسِّرْهُ لِى ثُمَّ بَارِكْ لِى فِيْهِ وَاِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا الاَمْرَ شَرٌّ لِى فِى دِيْنِى وَمَعَاشِى وَعَاقِبَةِ اَمْرِى اَوْ قَالَ فِى عَاجِلِ اَمْرِى وَاٰجِلِهِ فَاصْرِفْهُ عَنِّى وَاصْرِفْنِى عَنْهُ وَاقْدُرْ لِى الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ اَرْضِنِى بِهِ *

(অর্থ : ইয়া আল্লাহ্ ! আমি আপনার ইল্‌ম দ্বারা আপনার কাছে কল্যাণ (সুপরামর্শ) কামনা করছি এবং আপনার কুদরাতের সাহায্য প্রার্থনা করছি এবং আপনার মহা অনুগ্রহ প্রার্থনা করছি। কেননা, নিশ্চয় আপনিই ক্ষমতাবান, আমার ক্ষমতা নেই ; আপনি জানেন, আমি জানি না এবং আপনি অদৃশ্য জগতের মহাজ্ঞানী। হে আল্লাহ্ ! যদি আপনার ইলমে এরূপ থাকে যে, 'এ বিষয়টি' আমার দীন, আমার জীবন ও আমার কর্ম-পরিণতির বিচারে— অথবা তিনি বলেছেন— আমার নগদ কর্ম ও বাকী কর্ম দুনিয়া ও আখিরাতে— আমার জন্য কল্যাণকর, তবে আপনি তা আমার জন্য নির্ণীত (ও সহজসাধ্য) করে দিন। এরপর তাতে আমাকে বরকত দান করুন। আর যদি আপনার ইলমে এরূপ থাকে যে, 'এ বিষয়টি' আমার দীন, আমার জীবন মান ও আমার কাজের পরিণামে– অথবা বললেন— নগদে ও বিলম্বে— আমার জন্য অকল্যাণকর তবে আপনি তা আমা হতে (দূরে) সরিয়ে দিন এবং আমাকে তা হতে সরিয়ে দিন এবং কল্যাণ যেখানেই (যাতেই) থাক না কেন তা আমার জন্য নির্ণীত (তাকদীর ও সহজসাধ্য) করে দিন এবং তাতে আমাকে তুষ্টতা দান করুন।

তিনি বলেন, ('এ বিষয়টি' বলার সময়) নিজ প্রয়োজনের কথা উল্লেখ করবে।

اِنْكَاحُ الاِبْنِ اُمَّهُ

পুত্রের তার মাকে বিবাহ দেওয়া

٣٢٥٥. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِىِّ حَدَّثَنِى ابْنُ عُمَرَ بْنِ اَبِى سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ لَمَّا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا بَعَثَ اِلَيْهَا اَبُو بَكْرٍ يَخْطُبُهَا عَلَيْهِ فَلَمْ تَزَوَّجْهُ فَبَعَثَ اِلَيْهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَخْطُبُهَا عَلَيْهِ فَقَالَتْ اَخْبِرْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَنِّى امْرَاَةٌ غَيْرَى وَاَنِّى امْرَاَةٌ مُصْبِيَةٌ وَلَيْسَ اَحَدٌ مِّنْ اَوْلِيَائِى شَاهِدٌ فَاَتَى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ ارْجِعْ اِلَيْهَا فَقُلْ لَهَا اَمَّا قَوْلُكِ اِنِّى امْرَاَةٌ غَيْرَى فَسَاَدْعُو اللّٰهَ لَكِ فَيُذْهِبُ غَيْرَتَكِ وَاَمَّا قَوْلُكِ اِنِّى امْرَاَةٌ مُصْبِيَةٌ فَسَتُكْفَيْنَ صِبْيَانَكِ وَاَمَّا قَوْلُكِ اَنْ لَيْسَ اَحَدٌ مِنْ اَوْلِيَائِى شَاهِدٌ فَلَيْسَ اَحَدٌ مِنْ اَوْلِيَائِكِ شَاهِدٌ وَلاَ غَائِبٌ يَكْرَهُ ذٰلِكَ فَقَالَتْ لاِبْنِهَا يَاعُمَرُ قُمْ فَزَوِّجْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَزَوَّجَهُ مُخْتَصَرٌ *

৩২৫৫. মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসমাঈল ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন :

যখন তাঁর ইদ্দত পূর্ণ হলো, আবূ বকর (রা) তাঁর নিকট নিজের বিবাহ প্রস্তাব দিয়ে লোক পাঠালেন। কিন্তু তিনি তাঁকে বিবাহ করলেন না। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উমর ইব্ন খাত্তাব (রা)-কে তাঁর বিবাহের প্রস্তাব দিয়ে পাঠালেন। তিনি বললেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলুন, আমি একজন আত্মাভিমানী নারী, আর আমার সন্তান রয়েছে। আর এখানে আমার কোন আত্মীয়-স্বজন উপস্থিত নেই। উমর (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে সব কিছুই বর্ণনা করলেন। তিনি বললেন : তুমি তার নিকট ফিরে গিয়ে বল, আপনি যে বলেছেন, আমি আত্মাভিমানী, আমি আল্লাহ্ তা'আলার নিকট দু'আ করব তা হলে তিনি আপনার অভিমান দূর করে দিবেন। আর আপনি বলেছেন, আমি সন্তানওয়ালী, আপনার সন্তানদের জন্য আপনাকে একটা ব্যবস্থা করে দেয়া হবে। আর আপনি বলেছেন, এখানে আপনার কোন আত্মীয়-স্বজন উপস্থিত নেই। আপনার উপস্থিত অনুপস্থিত কোন আত্মীয়ই এতে অনিচ্ছা প্রকাশ করবে না। তখন তিনি তাঁর ছেলেকে বললেন : হে উমর ! উঠ, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সংগে আমার বিবাহ দাও। ফলে সে তাঁকে বিবাহ দিল। (সংক্ষিপ্ত)

اِنْكَاحُ الرَّجُلِ اِبْنَتَهُ الصَّغِيْرَةَ

ছোট (অপ্রাপ্ত বয়স্কা) কন্যার বিবাহ দান

٣٢٥٦.اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَأَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ تَزَوَّجَهَا وَهِىَ بِنْتُ سِتٍّ وَبَنٰى بِهَا وَهِىَ بِنْتُ تِسْعٍ *

৩২৫৬. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে বিবাহ করেন, তখন তাঁর বয়স ছিল ছয় বছর। আর যখন তাঁকে নিয়ে বাসর ঘর করেন, তখন তাঁর বয়স ছিল নয় বছর।

٣٢٥٧. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النَّضْرِ بْنُ مُسَاوِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تَزَوَّجَنِى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِسَبْعِ سِنِيْنَ وَدَخَلَ عَلَىَّ لِتِسْعِ سِنِيْنَ *

৩২৫৭. মুহাম্মাদ ইব্ন নাদ্‌র ইব্ন মুসাবির (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে বিবাহ করেন, আমার ছিল সাত বছর বয়স। আর নয় বছর বয়সে তিনি আমার সাথে বাসর করেন।

٣٢٥٨. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْثَرٌ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ اَبِى اِسْحٰقَ عَنْ اَبِى عُبَيْدَةَ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ تَزَوَّجَنِى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِتِسْعِ سِنِيْنَ وَصَحِبْتُهُ تِسْعًا *

৩২৫৮. কুতায়বা (র) - - - - আবূ উবায়দা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়েশা (রা) বলেছেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে নয় বছর বয়সের সময় বিবাহ (বাসর) করেন। আর আমি তাঁর (দাম্পত্য) সঙ্গলাভ করি নয় বছর পর্যন্ত।

٣٢٥٩. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ وَاَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيمَ عَنِ الاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ تَزَوَّجَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ وَمَاتَ عَنْهَا وَهِيَ بِنْتُ ثَمَانِي عَشْرَةَ *

৩২৫৯. মুহাম্মাদ ইব্ন 'আলা এবং আহমাদ ইব্ন হার্‌ব (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে বিবাহ করেন, তখন তাঁর বয়স ছিল নয় বছর। আর যখন তিনি ইনতিকাল করেন তখন তাঁর বয়স ছিল আঠারো বছর

اِنْكَاحُ الرَّجُلُ اِبْنَتَهُ الْكَبِيْرَةَ

বয়স্ক কন্যার বিবাহ দেয়া

٣٢٦٠. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِى عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِى سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ حَدَّثَنَا قَالَ يَعْنِى تَاَيَّمَتْ حَفْصَةُ بِنْتُ عُمَرَ مِنْ خُنَيْسِ بْنِ حُذَافَةَ السَّهْمِىِّ وَكَانَ مِنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَتُوُفِّىَ بِالْمَدِيْنَةِ قَالَ عُمَرُ فَاَتَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ قَالَ قُلْتُ اِنْ شِئْتَ اَنْكَحْتُكَ حَفْصَةَ قَالَ سَأَنْظُرُ فِى اَمْرِى فَلَبِثْتُ لَيَالِىَ ثُمَّ لَقِيَنِى فَقَالَ قَدْ بَدَالِى اَنْ لاَ اَتَزَوَّجَ يَوْمِى هٰذَا قَالَ عُمَرُ فَلَقِيْتُ اَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيْقَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَقُلْتُ اِنْ شِئْتَ زَوَّجْتُكَ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ فَصَمَتَ اَبُو بَكْرٍ فَلَمْ يَرْجِعْ اِلَىَّ شَيْئًا فَكُنْتُ عَلَيْهِ اَوْجَدَ مِنِّى عَلَى عُثْمَانَ فَلَبِثْتُ لَيَالِىَ ثُمَّ خَطَبَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاَنْكَحْتُهَا اِيَّاهُ فَلَقِيَنِى اَبُو بَكْرٍ فَقَالَ لَعَلَّكَ وَجَدْتَ عَلَىَّ حِيْنَ عَرَضْتَ عَلَىَّ حَفْصَةَ فَلَمْ اَرْجِعْ اِلَيْكَ شَيْئًا قَالَ عُمَرُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَاِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِى اَنْ اَرْجِعَ اِلَيْكَ شَيْئًا فِيْمَا عَرَضْتَ عَلَىَّ اِلاَّ اَنِّى قَدْ كُنْتُ عَلِمْتُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَدْ ذَكَرَهَا وَلَمْ اَكُنْ لاُفْشِىَ سِرَّ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَلَوْ تَرَكَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَبِلْتُهَا *

৩২৬০. মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুবারক (র) - - - - উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) বর্ণনা করেন, খুনায়স ইব্ন হুযাফা সাহমী (রা)-এর ইন্তিকাল হওয়ায় হাফ্‌সা বিন্‌ত উমর (রা) বিধবা হলেন। খুনায়স (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাহাবী ছিলেন এবং তিনি মদীনায় ইন্তিকাল করেন। উমর (রা) বলেন, আমি উসমান ইব্ন আফ্‌ফানের (রা) নিকট গিয়ে তাঁর সাথে হাফ্‌সা বিন্‌ত উমর-এর বিবাহ প্রস্তাব দিলাম। উমর (রা) বলেন, আমি বললাম, যদি আপনি ইচ্ছা করেন, তা হলে হাফসাকে আপনার সাথে বিবাহ দিব। তিনি বললেন : এ ব্যাপারে আমি চিন্তা

করবো। আমি কিছু দিন অপেক্ষা করলাম। এরপর তিনি আমার সাথে সাক্ষাৎ করে বললেন : আমি মনে করছি, এ সময় আমি বিবাহ করবো না। উমর (রা) বলেন : তখন আমি আবূ বকর সিদ্দীকের সাথে সাক্ষাৎ করলাম এবং বললাম : যদি আপনার ইচ্ছা হয়, তাহলে আমি হাফসা বিন্‌ত উমর (রা)-কে আপনার সাথে বিবাহ দিব। আবূ বকর সিদ্দীক (রা) চুপ রইলেন। কোন উত্তরই দিলেন না। এতে উসমান (রা)-এর উপর আমার যে ক্ষোভ হয়েছিল, তার চাইতে তাঁর উপর অধিক ক্ষোভ হলো। এভাবে কিছুদিন অতিবাহিত করলাম। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হাফসাকে বিবাহের পয়গাম দিলে, আমি তাঁর সাথে তাকে বিবাহ দেই। পরে আবূ বকর (রা)-এর সাথে সাক্ষাৎ হলে তিনি বললেন : আপনি যখন হাফ্‌সার বিবাহের প্রস্তাব দিয়েছিলেন, তখন হয়তো আপনি আমার উপর রাগ করেছিলেন, কেননা আমি কোন উত্তর দেইনি। উমর (রা) বলেন, আমি বললাম : হ্যাঁ। তিনি বললেন : আপনার প্রস্তাবে আমার কিছু না বলার কারণ এটাই ছিল যে, আমি জানতাম, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার আলোচনা করেছেন। আর আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর গোপন কথা প্রকাশ করতে চাইনি। যদি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে গ্রহণ না করতেন, তাহলে আমি তাকে গ্রহণ করতাম।

اِسْتِئْذَانُ الْبِكْرِ فِى نَفْسِهَا

কুমারীর বিবাহে তার সম্মতি গ্রহণ করা

٣٢٦١. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الْاَيِّمُ اَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَاْذَنُ فِى نَفْسِهَا وَاِذْنُهَا صُمَاتُهَا *

৩২৬১. কুতায়বা (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : বিধবা তার নিজের (বিবাহের) ব্যাপারে তার ওলীর চাইতে অধিক হকদার। আর কুমারীর ব্যাপারে তার সম্মতি নেয়া হবে। আর তার সম্মতি হলো তার চুপ থাকা।

٣٢٦٢. اَخْبَرَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَالِكِ بْنِ اَنَسٍ قَالَ سَمِعْتُهُ مِنْهُ بَعْدَ مَوْتِ نَافِعٍ بِسَنَةٍ وَلَهُ يَوْمَئِذٍ حَلْقَةٌ قَالَ اَخْبَرَنِى عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْفَضْلِ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ الْاَيِّمُ اَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْيَتِيْمَةُ تُسْتَاْمَرُ وَاِذْنُهَا صُمَاتُهَا *

৩২৬২. মুহাম্মাদ ইব্‌ন গায়লান (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : বিধবা তার নিজের ব্যাপারে তার ওলীর চাইতে অধিক হকদার। আর ইয়াতীম কন্যার মতামত গ্রহণ করা হবে এবং তার সম্মতি হলো তার চুপ থাকা।

٣٢٦٣. اَخْبَرَنِى اَحْمَدُ بْنُ سَعِيْدٍ الرِّبَاطِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ قَالَ حَدَّثَنِى اَبِى عَنِ ابْنِ اِسْحٰقَ قَالَ حَدَّثَنِى صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنْ نَافِعِ بْنِ

جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الاَيِّمُ اَوْلَى بِاَمْرِهَا وَالْيَتِيْمَةُ تُسْتَأْمَرُ فِى نَفْسِهَا وَاِذْنُهَا صُمَاتُهَا *

৩২৬৩. আহ্মাদ ইব্‌ন সা'ঈদ রিবাতী (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : বিধবা নারী তার ব্যাপারে নিজেই অগ্রয়ধিকারিণী। আর ইয়াতীম কন্যার মতামত গ্রহণ করা হবে। তার সম্মতি হলো চুপ থাকা।

٣٢٦٤. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لَيْسَ لِلْوَلِىِّ مَعَ الثَّيِّبِ اَمْرٌ وَالْيَتِيْمَةُ تُسْتَأْمَرُ فَصَمْتُهَا اِقْرَارُهَا *

৩২৬৪. মুহাম্মাদ ইব্‌ন রাফি' (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : বিধবা (পূর্বে বিবাহিতা নারীর ব্যাপারে অভিভাবকের কোন কিছু করার নেই। আর ইয়াতীম কন্যার (কুমারী নারীর) ব্যাপারে তার মতামত গ্রহণ করা হবে। আর তার চুপ থাকাই তার স্বীকারোক্তি।

اِسْتِئْمَارُ الاَبِ الْبِكْرَ فِى نَفْسِهَا

কুমারী মেয়ের নিকট পিতার মতামত চাওয়া

٣٢٦٥. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ الثَّيِّبُ اَحَقُّ بِنَفْسِهَا وَالْبِكْرُ يَسْتَأْمِرُهَا اَبُوْهَا وَاِذْنُهَا صُمَاتُهَا *

৩২৬৫. মুহাম্মাদ ইব্‌ন মানসূর (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : পূর্বে বিবাহিতা নারী নিজের ব্যাপারে হকদার আর কুমারীর ব্যাপারে তার পিতা তার সম্মতি নিবে। আর তার সম্মতি হলো— তার চুপ থাকা।

اِسْتِئْمَارُ الثَّيِّبِ فِى نَفْسِهَا

পূর্বে বিবাহিতা নারীর অনুমতি গ্রহণ

٣٢٦٦. اَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ دُرُسْتَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو اِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى اَنَّ اَبَا سَلَمَةَ حَدَّثَهُ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَتُنْكَحُ الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ وَلاَ تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ قَالُوا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ اِذْنُهَا قَالَ اِذْنُهَا اَنْ تَسْكُتَ *

৩২৬৬. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন দুরুস্তা (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : পূর্বে বিবাহিতা নারীকে তার (স্পটে) অনুমতি ব্যতীত বিবাহ দেয়া যাবে না। আর কুমারী নারীকে তার সম্মতি না নিয়ে বিবাহ দেয়া হবে না। লোকেরা জিজ্ঞাসা করলো : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! তার সম্মতি কিভাবে হবে ? তিনি বললেন : তার সম্মতি হলো চুপ থাকা।

اِذْنُ الْبِكْرِ

বিবাহে কুমারীর সম্মতি প্রদান

٣٢٦٧. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ اَبِى مُلَيْكَةَ يُحَدِّثُ عَنْ ذَكْوَانَ اَبِى عَمْرٍو عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اسْتَأْمِرُوا النِّسَاءَ فِى اَبْضَاعِهِنَّ قِيْلَ فَاِنَّ الْبِكْرَ تَسْتَحْيِى وَتَسْكُتُ قَالَ هُوَ اِذْنُهَا *

৩২৬৭. ইসহাক ইব্ন মানসূর (র) - - - - আয়েশা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : তোমরা নারীদের বিবাহে তাদের সম্মতি গ্রহণ করবে। বলা হলো : কুমারী নারী তো লজ্জা করবে এবং চুপ থাকবে। তিনি বলেন : এটাই তার অনুমতি।

٣٢٦٨. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِى كَثِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِى اَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنِى اَبُو هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَاتُنْكَحُ الاَيِّمُ حَتّٰى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتّٰى تُسْتَأْذَنَ قَالُوا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ اِذْنُهَا قَالَ اَنْ تَسْكُتَ *

৩২৬৮. মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল আলা (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : বিধবা (পূর্বে বিবাহিতা) নারীকে বিবাহ দেবে না তার অনুমতি ব্যতীত, আর কুমারীকে তার মতামত না নিয়ে বিবাহ দেবে না। তাঁরা (সাহাবিগণ) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! তার মতামত কিভাবে নেয়া হবে? তিনি বললেন : তার সম্মতি হল তার চুপ থাকা।

اَلثَّيِّبُ يُزَوِّجُهَا اَبُوهَا وَهِىَ كَارِهَةٌ

পূর্বে বিবাহিতা নারীর অনিচ্ছা সত্ত্বেও তার পিতা তাকে বিবাহ দেয়া

٣٢٦٩. اَخْبَرَنِى هٰرُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ وَاَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ قَالَ حَدَّثَنِى عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَمُجَمِّعٍ ابْنَى يَزِيْدَ بْنِ جَارِيَةَ

الْاَنْصَارِيُّ عَنْ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِذَامٍ اَنَّ اَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ فَكَرِهَتْ ذٰلِكَ فَاَتَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَرَدَّ نِكَاحَهُ *

৩২৬৯. হারূন ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র) - - - - খান্সা বিন্ত খিযাম (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁর পিতা তাঁকে বিবাহ দিলেন, তিনি ছিলেন, সায়্যিব, (পূর্বে বিবাহিতা–) তিনি তা অপছন্দ করলেন। এরপর তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট গেলে, তিনি এ বিবাহ ভেঙে দিলেন।

اَلْبِكْرُ يُزَوِّجُهَا اَبُوهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ

কুমারী নারীর অনিচ্ছা সত্ত্বেও তার পিতার তাকে বিবাহ দেয়া

٣٢٧٠. اَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ اَيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ غُرَابٍ قَالَ حَدَّثَنَا كَهْمَسُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ فَتَاةً دَخَلَتْ عَلَيْهَا فَقَالَتْ اِنَّ اَبِي زَوَّجَنِي ابْنَ اَخِيْهِ لِيَرْفَعَ بِي خَسِيْسَتَهُ وَاَنَا كَارِهَةٌ قَالَتِ اجْلِسِي حَتّٰى يَاْتِيَ النَّبِيُّ ﷺ فَجَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاَخْبَرَتْهُ فَاَرْسَلَ اِلٰى اَبِيْهَا فَدَعَاهُ فَجَعَلَ الْاَمْرَ اِلَيْهَا فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَدْ اَجَزْتُ مَاصَنَعَ اَبِي وَلٰكِنْ اَرَدْتُ اَنْ اَعْلَمَ اَلِلنِّسَاءِ مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ *

৩২৭০. যিয়াদ ইব্ন আইউব (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। এক তরুণী তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন : আমার পিতা আমাকে তার ভাতিজার নিকট বিবাহ দিয়েছে। আমার দ্বারা তার নীচুতা দূর করে মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য এবং আমি তা অপছন্দ করি। তিনি বললেন : তুমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর আগমন পর্যন্ত এখানে বস। পরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আগমন করলে তিনি তাঁকে বিষয়টি অবহিত করলেন। তিনি তার পিতার নিকট লোক পাঠিয়ে তাকে ডেকে আনলেন এবং ঐ তরুণীর সম্মতির উপর বিষয়টি ছেড়ে দিলেন। তরুণী বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমার পিতা যা করেছেন, তাতে আমি সম্মতি দিলাম। কিন্তু নারীদের এ বিষয়ে কোন অধিকার আছে কি না তা জেনে নেয়াই ছিল আমার ইচ্ছা।

٣٢٧١. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو سَلَمَةَ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تُسْتَاْمَرُ الْيَتِيْمَةُ فِي نَفْسِهَا فَاِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ اِذْنُهَا وَاِنْ اَبَتْ فَلَا جَوَازَ عَلَيْهَا *

৩২৭১. আমর ইব্ন আলী (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : কুমারী নারী (র বিয়ে) সম্বন্ধে তার মতামত নেয়া হবে, সে যদি চুপ থাকে তাবে তাই তার সম্মতি। আর যদি সে অস্বীকার করে, তবে তার উপর কোন চাপ প্রয়োগ করা চলবে না।

اَلرُّخْصَةُ فِى نِكَاحِ الْمُحْرِمِ

মুহরিম ব্যক্তির বিবাহের বৈধতা

٣٢٧٢. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَوَاءٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ وَيَعْلَى بْنُ حَكِيْمٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ تَزَوَّجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَيْمُوْنَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَفِى حَدِيْثِ يَعْلَى بِسَرِفَ *

৩২৭২. আমর ইব্ন আলী (র) - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মায়মূনা বিন্ত হারিস (রা)-কে বিবাহ করেন, তখন তিনি মুহরিম ছিলেন। ইয়ালার হাদীসে আছে (বিবাহ হয়) সারিফ নামক স্থানে।

٣٢٧٣. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ اَبِى الشَّعْثَاءِ اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَزَوَّجَ مَيْمُوْنَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ *

৩২৭৩. মুহাম্মাদ ইব্ন মানসূর (র) - - - - আবূ শা'সা (র) থেকে বর্ণিত। ইব্ন আব্বাস (রা) তাঁকে অবহিত করেছেন যে, নবী ﷺ মায়মূনাকে বিবাহ করেন, তখন তিনি ইহ্রাম অবস্থায় ছিলেন।

٣٢٧٤. اَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِىْ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْحَجَّاجِ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَكَحَ مَيْمُوْنَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ جَعَلَتْ اَمْرَهَا اِلَى الْعَبَّاسِ فَاَنْكَحَهَا اِيَّاهُ *

৩২৭৪. উসমান ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র) - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ মায়মূনাকে বিবাহ করেন ইহ্রাম অবস্থায়। মায়মূনা (রা) তাঁর ব্যাপারটি আব্বাস (রা)-এর উপর ন্যস্ত করলে, তিনি তাঁকে তার সংগে বিবাহ দেন।

٣٢٧٥. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ وَهُوَ ابْنُ مُوْسَى عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ تَزَوَّجَ مَيْمُوْنَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ *

৩২৭৫. আহমাদ ইব্ন নাসর (র) - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মায়মূনা (রা)-কে বিবাহ করেন ইহ্রাম অবস্থায়।

اَلنَّهْىُ عَنْ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ

মুহরিমের বিবাহের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা

٣٢٧٦. اَخْبَرَنَا هٰرُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ

قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ اَنَّ اَبَانَ ابْنَ عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَيَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلاَ يُنْكِحُ وَلاَ يَخْطُبُ *

৩২৭৬. হারূন ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র) - - - - নুবায়হ ইব্ন ওয়াহাব (র) থেকে বর্ণিত। আবান ইব্ন উসমান (র) বলেছেন। আমি উসমান ইব্ন আফ্ফান (রা)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : মুহ্‌রিম (নিজে) বিবাহ করবে না, অন্য কাউকে বিবাহ দেবে না, আর বিবাহের পয়গামও পাঠাবে না।

٣٢٧٧. حَدَّثَنَا اَبُو الاَشْعَثِ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ مَطَرٍ وَيَعْلَى بْنُ حَكِيْمٍ عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ اَبَانَ ابْنِ عُثْمَانَ اَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ حَدَّثَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ لاَيَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلاَ يُنْكِحُ وَلاَيَخْطُبُ *

৩২৭৭. আবুল আশ্‌আস (র) - - - - আবান ইব্ন উসমান (র) থেকে বর্ণিত। উসমান ইব্ন আফ্ফান (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি ﷺ বলেছেন : মুহ্‌রিম (নিজে) বিবাহ করবে না, আর কাউকে বিবাহ দেবে না ; আর বিবাহের পয়গামও পাঠাবে না।

مَايَسْتَحِبُّ مِنَ الْكَلاَمِ عِنْدَ النِّكَاحِ

বিবাহের সময় যা বলা মুস্তাহাব

٣٢٧٨. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْثَرٌ عَنِ الاَعْمَشِ عَنْ اَبِى اِسْحٰقَ عَنْ اَبِى الاَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ عَلَّمَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ التَّشَهُّدَ فِى الصَّلاَةِ وَالتَّشَهُّدَ فِى الْحَاجَةِ قَالَ التَّشَهُّدُ فِى الْحَاجَةِ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ نَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللّٰهُ فَلاَ هَادِىَ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ وَيَقْرَأُ ثَلاَثَ اٰيَاتٍ *

৩২৭৮. কুতায়বা (র) - - - - আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে নামাযের তাশাহ্হুদ শিক্ষা দিতেন, আর (বিবাহ ইত্যাদি) প্রয়োজনের বিষয়ের তাশাহ্হুদও শিক্ষা দিতেন, তিনি বলেন, (তথা বিবাহ ইত্যাদির) তাশাহ্হুদ হলো :

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللّٰهُ فَلاَ هَادِىَ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ *

(অর্থ : সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র ! আমরা তাঁর সাহায্য কামনা করি তার ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং আল্লাহ্‌র আশ্রয়

প্রার্থনা করি আমাদের প্রবৃত্তির মন্দ কর্ম হতে। আল্লাহ্ যাকে হিদায়াত দান করেন তাকে কেউ পথহারা করতে পারে না এবং আল্লাহ্ যাকে পথহারা করেন তাকে কেউ পথের দিশা দিতে পারে না। আর আমি সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই এবং আমি সাক্ষ্য দেই যে, মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রাসূল।)

এরপর তিনটি আয়াত পাঠ করবে।

٣٢٧٩. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسَى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ اَبِى زَائِدَةَ عَنْ دَاوُدَ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَجُلاً كَلَّمَ النَّبِىَّ ﷺ فِى شَىْءٍ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِنَّ الْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللّٰهُ فَلاَ هَادِىَ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلَهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ اَمَّا بَعْدُ *

৩২৭৯. আমর ইব্‌ন মানসূর (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি কোন ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে কথা বললে তিনি বললেন :

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَلاَ هَادِىَ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلَهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ اَمَّا بَعْدُ *

مَايُكْرَهُ مِنَ الْخُطْبَةِ

কোন ধরনের খুতবা মাকরূহ

٣٢٨٠. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ اَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ تَمِيْمِ بْنِ طَرَفَةَ عَنْ عَدِىِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ تَشَهَّدَ رَجُلاَنِ عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ اَحَدُهُمَا مَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ رَشَدَ وَمَنْ يَعْصِهِمَا فَقَدْ غَوَى فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِئْسَ الْخَطِيْبُ اَنْتَ *

৩২৮০. ইসহাক ইব্‌ন মানসূর (র) - - - - আদী ইব্‌ন হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : দু'ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট 'তাশাহ্‌হুদ' খুতবার ভূমিকা (প্রারম্ভিকা) পাঠ করলেন, তাদের একজন বললেন :

مَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ رَشَدَ وَمَنْ يَعْصِهِمَا فَقَدْ غَوَى *

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তুমি কত মন্দ ভাষণ দানকারী।[১]

---

১. তার বলা উচিত ছিল مَنْ يَعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ যে আল্লাহ্‌র অবাধ্য হয় এবং তাঁর রাসূলের অবাধ্য হয়, সে পথহারা হয়েছে।

بَابُ الْكَلاَمِ الَّذِى يَنْعَقِدُ بِهِ النِّكَاحُ

পরিচ্ছেদ : যে কথা দ্বারা বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়

٣٢٨١. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا حَازِمٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ يَقُوْلُ اِنِّى لَفِى الْقَوْمِ عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ فَقَامَتِ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ فَرَأْ فِيْهَا رَأْيَكَ فَسَكَتَ فَلَمْ يُجِبْهَا النَّبِىُّ ﷺ بِشَىْءٍ ثُمَّ قَامَتْ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ فَرَأْ فِيْهَا رَأْيَكَ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ زَوِّجْنِيْهَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ هَلْ مَعَكَ شَىْءٌ قَالَ لاَ قَالَ اذْهَبْ فَاطْلُبْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيْدٍ فَذَهَبَ فَطَلَبَ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ لَمْ اَجِدْ شَيْئًا وَلاَ خَاتَمًا مِنْ حَدِيْدٍ قَالَ هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْاٰنِ شَىْءٌ قَالَ نَعَمْ مَعِى سُوْرَةُ كَذَا وَسُوْرَةُ كَذَا قَالَ قَدْ اَنْكَحْتُكَهَا عَلَى مَامَعَكَ مِنَ الْقُرْاٰنِ *

৩২৮১. মুহাম্মাদ ইব্‌ন মানসূর (র) - - - - সুফিয়ান (র) বলেন , আমি আবূ হাযিম (রা)-কে বলতে শুনেছি, সাহ্‌ল ইব্‌ন সা'দ (রা) বলতেন : আমি এক দল লোকের সংগে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। এক মহিলা দাঁড়িয়ে বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! এ মহিলা আপনার জন্য নিজকে হিবা করেছে। এখন এ ব্যাপারে আপনার সিদ্ধান্ত দেন ? তিনি নিশ্চুপ রইলেন এবং কোন উত্তর দিলেন না। আবার সে মহিলা দাঁড়িয়ে বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! এ মহিলা আপনার জন্য নিজকে হিবা করেছে। এখন এ ব্যাপারে আপনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুন ? তখন এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! তাকে আমার সঙ্গে বিবাহ দিন। তিনি বললেন : তোমার নিকট কি কোন বস্তু আছে ? সে বললেন : না। তিনি বললেন : যাও একটি লোহার আংটি হলেও তা সংগ্রহ করে নিয়ে এসো। সে ব্যক্তি গিয়ে খোঁজ করে এসে বললেন : আমি কিছুই পেলাম না, এমনকি একটি লোহার আংটিও না। তিনি বললেন : তোমার কি কুরআনের কিছু মুখস্থ আছে ? সে বললেন : হ্যাঁ, অমুক অমুক সূরা আমার মুখস্থ আছে। তিনি বললেন : কুরআনের যা তোমার নিকট রয়েছে, তার সূত্রে আমি তাকে তোমার সাথে বিবাহ দিলাম।[১]

اَلشُّرُوْطُ فِى النِّكَاحِ

বিবাহের শর্ত প্রসংগ

٣٢٨٢. اَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ اَنْبَأَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِى حَبِيْبٍ عَنْ اَبِى الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ اَحَقَّ الشُّرُوْطِ اَنْ يُوْفَى بِهِ مَااسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوْجَ *

---

১. হানাফী মাজহাব অনুসারে কুরআন শিখানোর বিনিময়ে মোহর আদায় হবে না, স্ত্রীকে 'মোহরে মাছাল' (উপযোগী মোহর) দিতে হবে।

৩২৮২. 'ঈসা ইব্‌ন হাম্মাদ (র) - - - - উক্‌বা ইব্‌ন আমির (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : শর্ত (চুক্তি)-সমূহের মধ্যে সর্বাধিক প্রতিপালনীয় গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হচ্ছে, তোমরা যা দ্বারা (মহিলার) লজ্জাস্থান হালাল করবে, (অর্থাৎ মোহর আদায় করা)।

٣٢٨٣. اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ تَمِيْمٍ قَالَ سَمِعْتُ حَجَّاجًا يَقُوْلُ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِىْ سَعِيْدُ بْنُ اَبِىْ اَيُّوْبَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ اَنَّ اَبَا الْخَيْرِ حَدَّثَهُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِنَّ اَحَقَّ الشُّرُوْطِ اَنْ يُوْفٰى بِهٖ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوْجَ *

৩২৮৩. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন তামীম (র) - - - - উকবা ইব্‌ন আমির (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, প্রতিপালনীয় রূপে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হলো, তোমরা যা দ্বারা (মহিলার) লজ্জাস্থান হালাল করবে।

اَلنِّكَاحُ الَّذِىْ تَحِلُّ بِهِ الْمُطَلَّقَةُ ثَلاَثًا لِمُطَلِّقِهَا

তিন তালাকপ্রাপ্তা মহিলা যে বিবাহ দ্বারা তালাকদাতার জন্য হালাল হয়

٣٢٨٤. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَاَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتِ امْرَاَةُ رِفَاعَةَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ اِنَّ رِفَاعَةَ طَلَّقَنِىْ فَاَبَتَّ طَلاَقِىْ وَاِنِّىْ تَزَوَّجْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ الزَّبِيْرِ وَمَا مَعَهُ اِلاَّ مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ فَضَحِكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَقَالَ لَعَلَّكِ تُرِيْدِيْنَ اَنْ تَرْجِعِىْ اِلٰى رِفَاعَةَ لاَ حَتّٰى يَذُوْقَ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوْقِىْ عُسَيْلَتَهُ *

৩২৮৪. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রিফা'আ (রা)-এর স্ত্রী রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট এসে বললেন : রিফা'আ আমাকে তালাক দিয়েছে এবং চূড়ান্ত তালাক দিয়ে ফেলেছে। এরপর আমি আবদুর রহমান ইব্‌ন যাবীর (রা)-কে বিবাহ করেছি। কিন্তু তার কাছে আমার কাপড়ের আঁচালের মত ব্যতীত আর কিছু (পুরুষত্ব শক্তি) নেই। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হেসে ফেললেন এবং বললেন : হয়তো তুমি রিফা'আর নিকট প্রত্যাবর্তনের ইচ্ছা করছো। তা (হালাল) হবে না, যে পর্যন্ত না সে (নতুন স্বামী) তোমার মধুর স্বাদ গ্রহণ করে, আর তুমি তার মধুর স্বাদ গ্রহণ কর। (অর্থাৎ তোমাদের 'সহবাস' হয়।)

تَحْرِيْمُ الرَّبِيْبَةِ الَّتِىْ فِىْ حِجْرِهٖ

ক্রোড়ে পালিত (স্ত্রীর পূর্ববর্তী স্বামীর) কন্যা হারাম হওয়া

٣٢٨٥. اَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ قَالَ اَنْبَاَنَا شُعَيْبٌ قَالَ اَخْبَرَنِى الزُّهْرِىُّ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عُرْوَةُ اَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ اَبِىْ سَلَمَةَ وَاُمُّهَا اُمُّ سَلَمَةَ زَوْجُ النَّبِىِّ ﷺ اَخْبَرَتْهُ اَنَّ اُمَّ حَبِيْبَةَ بِنْتَ اَبِىْ سُفْيَانَ اَخْبَرَتْهَا اَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ انْكِحْ اُخْتِىْ بِنْتَ

اَبِى سُفْيَانَ قَالَتْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَوَ تُحِبِّيْنَ ذٰلِكِ فَقُلْتُ نَعَمْ لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ وَاَحَبُّ مَنْ يُشَارِكُنِى فِى خَيْرٍ اُخْتِى فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِنَّ اُخْتَكِ لاَ تَحِلُّ لِى فَقُلْتُ وَاللّٰهِ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا لَنَتَحَدَّثُ اَنَّكَ تُرِيْدُ اَنْ تَنْكِحَ دُرَّةَ بِنْتَ اَبِى سَلَمَةَ فَقَالَ بِنْتُ اُمِّ سَلَمَةَ فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ وَاللّٰهِ لَوْلاَ اَنَّهَا رَبِيْبَتِى فِى حَجْرِى مَاحَلَّتْ لِى اِنَّهَا لاَبْنَةُ اَخِى مِنَ الرَّضَاعَةِ اَرْضَعَتْنِى وَاَبَا سَلَمَةَ ثُوَيْبَةُ فَلاَ تَعْرِضْنَ عَلَىَّ بَنَاتِكُنَّ وَلاَ اَخَوَاتِكُنَّ *

৩২৮৫. ইমরান ইব্‌ন বাক্কার (র) - - - - উরওয়া (র) সংবাদ দিয়েছেন, যয়নাব বিন্‌ত আবূ সালামা— তার মা ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর স্ত্রী উম্মু সালামা — তাঁকে সংবাদ দিয়েছেন, আবূ সুফিয়ানের কন্যা উম্মু হাবীবা (রা) তাকে সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আবূ সুফিয়ানের কন্যা, আমার বোনকে আপনি বিবাহ করুন। তিনি বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তুমি কি এটা পছন্দ কর ? আমি বললাম : হ্যাঁ, আমি আপনার সাথে (স্ত্রীরূপে) একাকী নই, সুতরাং কল্যাণের বিষয়ে আমার বোন আমার অংশীদার হবে। এটাই আমার কাছে অধিক পসন্দনীয়। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তোমার বোন আমার জন্য হালাল হবে না। আমি বললাম : আল্লাহ্‌র কসম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমরা বলাবলি করছি যে, আপনি দুররাহ বিন্‌ত আবূ সালামাকে (রা) বিবাহ করতে ইচ্ছা রাখেন। তিনি বললেন : উম্মু সালামার (রা) কন্যা? আমি বললাম: হ্যাঁ। তিনি বললেন : আল্লাহ্‌র কসম ! যদি সে আমার ক্রোড়ে পালিত কন্যা নাও হতো, তবুও সে আমার জন্য হালাল হতো না। কেননা, সে তো আমার দুধ ভাই-এর কন্যা। আমাকে এবং আবূ সালামাকে (রা) সুওয়াইবা (রা) দুধ পান করিয়েছেন। অতএব তোমাদের বোনদেরকে বা কন্যাদেরকে আমার কাছে (বিবাহের জন্য) পেশ করো না।

تَحْرِيْمُ الْجَمْعِ بَيْنَ الاُمِّ وَالْبَنْتِ

মা ও কন্যাকে একত্রে বিবাহ করা হারাম

٣٢٨٦. اَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ بَيَانٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِى يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ اَبِى سَلَمَةَ اَنَّ اُمَّ حَبِيْبَةَ زَوْجَ النَّبِىِّ ﷺ قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ انْكِحْ بِنْتَ اَبِى تَعْنِى اُخْتَهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَ تُحِبِّيْنَ ذٰلِكِ قَالَتْ نَعَمْ لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ وَاَحَبُّ مَنْ شَرِكَتْنِى فِى خَيْرٍ اُخْتِى فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ ذٰلِكَ لاَيَحِلُّ قَالَتْ اُمُّ حَبِيْبَةَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَاللّٰهِ لَقَدْ تَحَدَّثْنَا اَنَّكَ تَنْكِحُ دُرَّةَ بِنْتَ اَبِى سَلَمَةَ فَقَالَ بِنْتَ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ اُمُّ حَبِيْبَةَ نَعَمْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَوَاللّٰهِ لَوْ اَنَّهَا لَمْ تَكُنْ رَبِيْبَتِى فِى حَجْرِى مَاحَلَّتْ اِنَّهَا لاَبْنَةُ اَخِى مِنَ الرَّضَاعَةِ اَرْضَعَتْنِى وَاَبَا سَلَمَةَ ثُوَيْبَةُ فَلاَ تَعْرِضْنَ عَلَىَّ بَنَاتِكُنَّ وَلاَ اَخَوَاتِكُنَّ *

৩২৮৬. ওয়াহ্‌ব ইব্‌ন বয়ান (র) - - - - যয়নাব বিন্‌ত আবূ সালামা (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর স্ত্রী উম্মু হাবীবা (রা) বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমার পিতার কন্যা অর্থাৎ আমার বোনকে আপনি বিবাহ করুন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তুমি কি তা পছন্দ কর ? তিনি বললেন : হ্যাঁ। আমি তো আপনার একমাত্র স্ত্রী নই, বরং আরো যারা (আপনার স্ত্রী হওয়ার) সৌভাগ্যে আমার শরীক হবে, আমার বোনও তাদের অন্তর্ভুক্ত হোক, আমি তা পছন্দ করি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : এটা হালাল হবে না। উম্মু হাবীবা (রা) বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আল্লাহ্‌র শপথ ! আমরা বলাবলি করেছি যে, আপনি দুররাহ্ বিন্‌ত আবূ সালামা (রা)-কে বিবাহ করবেন। তিনি বললেন : উম্মু সালামার কন্যা ? উম্মু হাবীবা (রা) বললেন : হ্যাঁ। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : আল্লাহ্‌র শপথ ! যদি সে আমার ক্রোড়ে, (আমার স্ত্রীর কন্যারূপে) পালিত না হতো, তাহলেও সে হালাল হতো না। কেননা সে আমার দুধ ভাই-এর কন্যা। আমাকে এবং আবূ সালামা (রা)-কে সুওয়াইবা (রা) দুধপান করিয়েছেন। অতএব তোমাদের কন্যাদেরকে এবং বোনদেরকে আমার সংগে বিবাহের প্রস্তাব দেবে না।

٣٢٨٧. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِى حَبِيْبٍ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ اَبِى سَلَمَةَ اَخْبَرَتْهُ اَنَّ اُمَّ حَبِيْبَةَ قَالَتْ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِنَّا قَدْ تَحَدَّثْنَا اَنَّكَ نَاكِحٌ دُرَّةَ بِنْتَ اَبِى سَلَمَةَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَعَلَى اُمِّ سَلَمَةَ لَوْ اَنِّى لَمْ اَنْكِحْ اُمَّ سَلَمَةَ مَاحَلَّتْ لِى اِنَّ اَبَاهَا اَخِى مِنَ الرَّضَاعَةِ *

৩২৮৭. কুতায়বা (র) - - - - ইরাক ইব্‌ন মালিক (র) বর্ণনা করেন, যয়নাব বিন্‌ত আবূ সালামা (রা) তাকে অবহিত করেছেন যে, উম্মু হাবীবা (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বললেন : আমরা বলাবলি করি যে, আপনি দুররা বিন্‌ত আবূ সালামাকে বিবাহ করবেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : উম্মু সালামা (রা)-কে বিয়ে করা সত্ত্বেও ? যদি আমি উম্মু সালামাকে বিবাহ নাও করতাম, তবুও সে আমার জন্য হালাল হতো না। কেননা তার পিতা আমার দুধ ভাই।

تَحْرِيْمُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْاُخْتَيْنِ

দুই বোনকে একত্রে বিবাহ করা হারাম

٣٢٨٨. اَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِىِّ عَنْ عَبْدَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ اَبِى سَلَمَةَ اُمَّ حَبِيْبَةَ اَنَّهَا قَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ هَلْ لَكَ فِى اُخْتِى قَالَ فَاَصْنَعُ مَاذَا قَالَتْ تَزَوَّجُهَا قَالَ فَاِنَّ ذٰلِكَ اَحَبُّ اِلَيْكِ قَالَتْ نَعَمْ لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ وَاَحَبُّ مَنْ يَشْرَكُنِى فِى خَيْرٍ اُخْتِى قَالَ اِنَّهَا لَاتَحِلُّ لِى قَالَتْ فَاِنَّهُ قَدْ بَلَغَنِى اَنَّكَ تَخْطُبُ دُرَّةَ بِنْتَ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَ بِنْتُ اَبِى سَلَمَةَ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ وَاللّٰهِ لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبِيْبَتِى مَاحَلَّتْ لِى اِنَّهَا لَابْنَةُ اَخِى مِنَ الرَّضَاعَةِ فَلَا تَعْرِضْنَ عَلَىَّ بَنَاتِكُنَّ وَلَا اَخَوَاتِكُنَّ *

৩২৮৮. হান্নাদ ইব্ন সারী (র) - - - - উম্মু হাবীবা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমার বোনের ব্যাপারে আপনার কোন আগ্রহ আছে ? তিনি বললেন : আমি কি করব ? উম্মু হাবীবা (রা) বললেন : আপনি তাকে বিবাহ করবেন ! তিনি বললেন : এটা কি তোমার নিকট খুব পছন্দনীয় ? উম্মু হাবীবা (রা) বললেন : হ্যাঁ। আমি তো আপনার একমাত্র স্ত্রী নই, বরং আরো যারা আমার সাথে (সৌভাগ্য ও) মঙ্গলের অংশীদার হবে, আমি ভালবাসি যে, আমার বোনও তাদের অন্তর্ভুক্ত হোক। তিনি বললেন : সে আমার জন্য হালাল হবে না। উম্মু হাবীবা (রা) বললেন : আমি জানতে পেরেছি যে, আপনি দুররা বিন্‌ত উম্মু সালামা (রা)-কে বিবাহের পয়গাম দিচ্ছেন। তিনি বললেন : আবূ সালামা (রা)-এর কন্যা ? উম্মু হাবীবা (রা) বললেন : হ্যাঁ। তিনি বললেন : আল্লাহ্‌র কসম ! যদি সে আমার কাছে পালিত, আমার স্ত্রীর কন্যা নাও হতো, তবুও সে আমার জন্য হালাল হতো না। কেননা, সে তো আমার দুধ ভাইয়ের কন্যা। অতএব, তোমাদের কন্যাদের ও তোমাদের বোনদের আমার সংগে বিবাহের প্রস্তাব করবে না।

اَلْجَمْعُ بَيْنَ الْمَرْاَةِ وَعَمَّتِهَا

কোন নারী এবং তার ফুফুকে একত্রে বিবাহ করা প্রসংগে

٣٢٨٩. اَخْبَرَنِىْ هٰرُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَايُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْاَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَ الْمَرْاَةِ وَخَالَتِهَا *

৩২৮৯. হারূন ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : কোন নারী ও তার ফুফুকে একত্রে বিবাহ করবে না। আর কোন নারী ও তার খালাকে একত্রে বিবাহ করবে না।

٣٢٩٠. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوْبَ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ يَحْيَى بْنِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ عَنْ يُوْنُسَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ اَخْبَرَنِىْ قَبِيْصَةُ بْنُ ذُؤَيْبٍ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْاَةِ وَعَمَّتِهَا وَالْمَرْاَةِ وَخَالَتِهَا *

৩২৯০. মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াকূব ইব্ন আবদুল ওয়াহ্হাব ইব্ন ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আব্বাদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র ইব্ন আওওয়াম (র) - - - - কাবীসা ইব্ন যুওয়ায়ব (র) বলেন : তিনি আবূ হুরায়রা (রা)-কে বলতে শুনেছেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কোন নারী ও তার ফুফুকে একত্রে বিবাহ করতে এবং কোন নারী ও তার খালাকে একত্রে বিবাহ করতে নিষেধ করেছেন।

٣٢٩١. اَخْبَرَنِىْ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ يَعْقُوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ مَرْيَمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اَيُّوْبَ

اَنَّ جَعْفَرَ بْنَ رَبِيْعَةَ حَدَّثَهُ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ وَعَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ نَهَى اَنْ تُنْكَحَ الْمَرْاَةُ عَلَى عَمَّتِهَا اَوْ خَالَتِهَا *

৩২৯১. ইবারাহীম ইব্‌ন ইয়াকূব (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। কোন নারীর ফুফু এবং খালার সাথে অথবা (ফুফু বা খালাকে বিয়ে করার পর) ঐ নারীকে বিবাহ করতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিষেধ করেছেন।

٣٢٩٢. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِى حَبِيْبٍ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهَى عَنْ اَرْبَعِ نِسْوَةٍ يُجْمَعُ بَيْنَهُنَّ الْمَرْاَةِ وَعَمَّتِهَا وَالْمَرْاَةِ وَخَالَتِهَا *

৩২৯২. কুতায়বা (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। চারজন পরস্পর সম্পর্কীয়া নারীকে একত্রে বিবাহ করতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিষেধ করেছেন। কোন নারী ও তার ফুফু এবং কোন নারী ও তার খালা।

٣٢٩٣. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ اَخْبَرَنِى اَيُّوْبُ بْنُ مُوْسَى عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْاَشَجِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ قَالَ لَاتُنْكَحُ الْمَرْاَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا *

৩২৯৩. আমর ইব্‌ন মানসূর (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : কোন নারীকে তার ফুফুর সাথে অথবা তার খালার সাথে বিবাহ করবে না।

٣٢٩٤. اَخْبَرَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوْسَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ اَبِى سَلَمَةَ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ تُنْكَحَ الْمَرْاَةُ عَلَى عَمَّتِهَا اَوْ عَلَى خَالَتِهَا *

৩২৯৪. মুজাহিদ ইব্‌ন মূসা (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : কোন নারীকে তার খালা অথবা তার ফুফুর সাথে বিবাহ করতে নিষেধ করেছেন।

٣٢٩٥. اَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ دُرُسْتَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو اِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اَبِى كَثِيْرٍ اَنَّ اَبَا سَلَمَةَ حَدَّثَهُ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ قَالَ لَاتُنْكَحُ الْمَرْاَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا *

৩২৯৫. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন দুরুস্তা (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : কোন নারীকে তার ফুফুর সাথে অথবা তার খালার সাথে বিবাহ করবে না।

تَحْرِيْمُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْاَةِ وَخَالَتِهَا

কোন নারী এবং তার খালাকে একত্রে বিবাহ করা হারাম

٣٢٩٦. اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لاَتُنْكَحُ الْمَرْاَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلاَ عَلَى خَالَتِهَا *

৩২৯৬. উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন সাঈদ (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : কোন নারীকে তার ফুফুর সাথে অথবা তার খালার সাথে (বা আগে পরে) বিবাহ করা যাবে না।

٣٢٩٧. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ ابْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَأَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ دَاوُدَ بْنِ اَبِى هِنْدٍ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ تُنْكَحَ الْمَرْاَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَالْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ اَخِيْهَا *

৩২৯৭. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কোন নারীকে তার ফুফুর সাথে অথবা ফুফুকে তার ভাই-এর কন্যার সাথে বিবাহ করতে নিষেধ করেছেন।

٣٢٩٨. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَاصِمٌ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى الشَّعْبِىِّ كِتَابًا فِيْهِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لاَ تُنْكَحُ الْمَرْاَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلاَ عَلَى خَالَتِهَا قَالَ سَمِعْتُ هٰذَا مِنْ جَابِرٍ *

৩২৯৮. মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল আলা (র) - - - - জাবির (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : কোন নারীকে তার ফুফু অথবা তার খালার সাথে বিবাহ করা যাবে না। রাবী আসিম (র) বলেন : আমি এটা জাবির (রা) থেকে শুনেছি।

٣٢٩٩. اَخْبَرَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ اٰدَمَ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ الشَّعْبِىِّ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ تُنْكَحَ الْمَرْاَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَخَالَتِهَا *

৩২৯৯. মুহাম্মাদ ইব্ন আদম (র) - - - - শা'বী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা)-কে বলতে শুনেছি : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কোন নারীকে তার ফুফু এবং খালার সাথে বিবাহ করতে নিষেধ করেছেন।

٣٣٠٠. اَخْبَرَنِىْ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ تُنْكَحَ الْمَرْاَةُ عَلَى عَمَّتِهَا اَوْ عَلَى خَالَتِهَا *

৩৩০০. ইবরাহীম ইব্ন হাসান (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কোন নারীকে তার ফুফু অথবা তার খালার সাথে বিবাহ করতে নিষেধ করেছেন।

مَايُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ

দুধ পান সম্পর্কের কারণে যারা হারাম

٣٣٠. اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ اَنْبَأَنَا مَالِكٌ قَالَ حَدَّثَنِى عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ دِيْنَارٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَاحَرَّمَتْهُ الْوِلاَدَةُ حَرَّمَهُ الرَّضَاعُ *

৩৩০১. উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন সাঈদ (র) - - - - আয়েশা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : জন্ম সম্পর্ক যাকে হারাম করে, দুধ পানের সম্পর্কও তাকে হারাম করে।

٣٣٠١. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِى حَبِيْبٍ عَنْ عِرَاكٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا اَخْبَرَتْهُ اَنَّ عَمَّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ يُسَمَّى اَفْلَحَ اِسْتَأْذَنَ عَلَيْهَا فَحَجَبَتْهُ فَاُخْبِرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ لاَتَحْتَجِبِىْ مِنْهُ فَاِنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَايَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ *

৩৩০২. কুতায়বা (র) - - - - উরওয়া (র) সূত্রে আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি তাকে অবহিত করেছেন যে, তাঁর দুধ চাচা আফলাহ্ (র) তাঁর নিকট (আসতে) অনুমতি চাইলে তিনি তার সংগে পর্দা করলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে এ সংবাদ দিলে তিনি বললেন : তার সংগে পর্দা করো না। কেননা, দুধ পান সম্পর্ক দ্বারা ঐ সকল লোক হারাম হয়, যারা বংশগত সম্পর্কে হারাম হয়।

٣٣٠٢. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ اَبِى بَكْرٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ *

৩৩০৩. মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) - - - - আয়েশা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : বংশগত সূত্রে যারা হারাম, দুধ পানের সম্পর্ক দ্বারা তারা হারাম।

٣٣٠٤. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ هَاشِمٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى بَكْرٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَمْرَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَايَحْرُمُ مِنَ الْوِلاَدَةِ *

৩৩০৪. মুহাম্মাদ ইব্‌ন উবায়দ (র) - - - - আমরাহ্ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি আয়েশা (রা)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : জন্মসূত্রে যারা হারাম, দুধপান সম্পর্ক দ্বারাও তারা হারাম।

تَحْرِيْمُ بِنْتِ الاَخِ مِنَ الرَّضَاعَةِ

দুধ ভাই-এর কন্যা হারাম হওয়া

٣٣٠٥. اَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِىِّ عَنْ اَبِى مُعَاوِيَةَ عَنِ الاَعْمَشِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ اَبِى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السُّلَمِىِّ عَنْ عَلِىٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَالَكَ تَنَوَّقُ فِى قُرَيْشٍ وَتَدَعُنَا قَالَ وَعِنْدَكَ اَحَدٌ قُلْتُ نَعَمْ بِنْتُ حَمْزَةَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّهَا لاَتَحِلُّ لِى اِنَّهَا ابْنَةُ اَخِى مِنَ الرَّضَاعَةِ *

৩৩০৫. হান্নাদ ইব্‌ন সারী (র) - - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি বললাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আপনার কি হলো যে, আপনি কুরায়শদের প্রতিই (বিবাহ করার) আগ্রহ করেন, আর আমাদেরকে (অর্থাৎ বনী হাশিমকে) পরিত্যাগ করেন। তিনি বললেন : তোমার নিকট কি কেউ আছে? আমি বললাম : হ্যাঁ, হামযা (রা)-র কন্যা। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : সে আমার জন্য হালাল হবে না। কেননা, সে তো আমার দুধ ভাই-এর কন্যা।

٣٣٠٦. اَخْبَرَنِى اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ ذُكِرَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِنْتُ حَمْزَةَ فَقَالَ اِنَّهَا ابْنَةُ اَخِى مِنَ الرَّضَاعَةِ قَالَ شُعْبَةُ هٰذَا سَمِعَهُ قَتَادَةُ مِنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ *

৩৩০৬. ইবরাহীম ইব্‌ন মুহাম্মাদ (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : হামযার (রা) কন্যা (কে বিবাহ করা) সম্বন্ধে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : সেতো আমার দুধ ভাইয়ের কন্যা। শু'বা (র) বলেন : কাতাদা (র) জাবির ইব্‌ন যায়দ (র) হতে এটা শুনেছেন।

٣٣٠٧. اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الصَّبَّاحِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اُرِيْدَ عَلَى بِنْتِ حَمْزَةَ فَقَالَ اِنَّهَا ابْنَةُ اَخِى مِنَ الرَّضَاعَةِ وَاِنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَايَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ *

৩৩০৭. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সাব্বাহ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। হামযা (রা)-এর কন্যাকে বিবাহ করা সম্বন্ধে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলা হলে তিনি বললেন : সেতো আমার দুধ ভাই-এর কন্যা। আর বংশ সূত্রে যারা হারাম হয়, দুধ পান সম্পর্ক দ্বারা তারা হারাম হয়।

اَلْقَدْرُ الَّذِىْ يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ

কতটুকু দুধ পান করা (বিবাহ) হারাম করে

٣٣٠٨. اَخْبَرَنَا هٰرُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ

قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِي بَكْرٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ فِيمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ وَقَالَ الْحَارِثُ فِيمَا اُنْزِلَ مِنَ الْقُرْاٰنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُوْمَاتٍ يُحَرِّمْنَ ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُوْمَاتٍ فَتُوُفِّيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَهِيَ مِمَّا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْاٰنِ *

৩৩০৮. হারূন ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : মহান মহিয়ান আল্লাহ্ তা'আলা যা নাযিল করেছেন, তাতে রয়েছে; হারিস (র) (তার ভাষ্যে) বলেন, যে কুরআনে যা নাযিল করা হয়েছে তাতে রয়েছে, সুনির্দিষ্ট 'দশবার দুধপান হারাম করে দেয়।' এরপর তা (ঐ দশবার) পরিবর্তিত (মানসূখ) হয়ে গেল সুনির্দিষ্ট পাঁচবার দ্বারা। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (ওফাত বরণ) করেন। তখনও তা (পাঁচবারের কথা,) কুরআনে তিলাওয়াত করা হত।[১]

٣٣٠٩. اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الصَّبَّاحِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ وَاَيُّوْبُ عَنْ صَالِحٍ اَبِي الْخَلِيْلِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ عَنْ اُمِّ الْفَضْلِ اَنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ ﷺ سُئِلَ عَنِ الرَّضَاعِ فَقَالَ لَاتُحَرِّمُ الْاِمْلَاجَةُ وَلَا الْاِمْلَاجَتَانِ وَقَالَ قَتَادَةُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ *

৩৩০৯. আবদুল্লাহ্ ইব্ন সাব্বাহ্ (র) - - - - উম্মু ফযল (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ -কে দুধপান সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন : একবার, দু'বার (শিশুকে) ঢেলে দেয়া (পান করা) হারাম করে না। কাতাদা (র) বলেন, একবার, দু'বার (স্তন) চোষণ করায় বিবাহ হারাম হয় না।

٣٣١٠. اَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ يُوْسُفَ عَنْ يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي اَبِي عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَاتُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ *

৩৩১০. শুয়ায়ব ইব্ন ইউসুফ (র) - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একবার এবং দু'বার (স্তন) চোষণ করা হারাম করে না।

٣٣١١. اَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ اَيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ اَيُّوْبَ عَنِ ابْنِ اَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ *

৩৩১১. যিয়াদ ইব্ন আইউব (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : একবার এবং দু'বার (স্তন) চোষণ করা হারাম করে না।

---

১. পরে পাঁচ বারের কথাও রহিত হয়ে যায়। কিন্তু যারা এ খবর জানতো না, তারা নবী (সা)-এর ইনতিকালের পরও কিছু দিন এ আয়াত তিলাওয়াত করতো।

٣٣١٢. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ بَزِيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ يَعْنِىْ ابْنَ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ كَتَبْنَا اِلٰى اِبْرَاهِيْمَ ابْنِ يَزِيْدَ النَّخَعِىِّ نَسْأَلُهُ عَنِ الرَّضَاعِ فَكَتَبَ اَنَّ شُرَيْحًا حَدَّثَنَا اَنَّ عَلِيًّا وَابْنَ مَسْعُوْدٍ كَانَا يَقُوْلاَنِ يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ قَلِيْلُهُ وَكَثِيْرُهُ وَكَانَ فِىْ كِتَابِهِ اَنَّ اَبَا الشَّعْثَاءِ الْمُحَارِبِىَّ حَدَّثَنَا اَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهُ اَنَّ نَبِىَّ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ لاَتُحَرِّمُ الْخَطْفَةُ وَالْخَطْفَتَانِ *

৩৩১২. মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন বাযী' (র) - - - - কাতাদা (র) বলেন : আমরা ইবরাহীম ইব্ন ইয়াযীদ নখঈকে (র) দুধপান সম্বন্ধে প্রশ্ন করে লিখেছিলাম। (উত্তরে) তিনি লিখলেন, শুরায়হ (র) আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন, আলী (রা) এবং ইব্ন মাসঊদ (রা) বলতেন : দুধপান অল্প হোক অথবা অধিক হোক, তা (বিবাহ) হারাম করে। তার কিতাবে আরো ছিল, আবূ শা'ছা মুহারিবী (র) বর্ণনা করেছেন— আয়েশা (রা) তাঁর কাছে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলতেন : একবার, দু'বার (অতর্কিতে) চুষে নিলে, তা হারাম করে না।

٣٣١٣. اَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِىِّ فِىْ حَدِيْثِهِ عَنْ اَبِى الْاَحْوَصِ عَنْ اَشْعَثَ بْنِ اَبِى الشَّعْثَاءِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ مَسْرُوْقٍ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ دَخَلَ عَلَىَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَعِنْدِىْ رَجُلٌ قَاعِدٌ فَاشْتَدَّ ذٰلِكَ عَلَيْهِ وَرَأَيْتُ الْغَضَبَ فِىْ وَجْهِهِ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّهُ اَخِىْ مِنَ الرَّضَاعَةِ فَقَالَ انْظُرْنَ مَا اِخْوَانُكُنَّ وَمَرَّةً اُخْرٰى انْظُرْنَ مَنْ اِخْوَانُكُنَّ مِنَ الرَّضَاعَةِ فَاِنَّ الرَّضَاعَةَ مِنَ الْمَجَاعَةِ *

৩৩১৩. হান্নাদ ইব্ন সারী (র) - - - - মাসরূক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আয়েশা (রা) বলেছেন, (একদা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার নিকট আগমন করলেন, তখন আমার নিকট এক ব্যক্তি উপবিষ্ট ছিল। এটা তাঁর নিকট বেশ খারাপ লাগলো। আমি তাঁর চেহারায় ক্রোধের লক্ষণ দেখতে পেলাম। আমি বললাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! সে আমার দুধ-ভাই। তিনি বললেন : চিন্তা (গভীরভাবে সন্ধান) করে দেখ, তোমাদের কি (ধরনের) ভাই। অন্য সময় তিনি বলছেন : চিন্তা করে দেখ, কে তোমাদের দুধ-ভাই। এরপর তিনি বললেন : দুধপান ধর্তব্য হয় তা দ্বারা, ক্ষুধা নিবারণের জন্য যা পান করা হয়।

لَبَنُ الْفَحْلِ

যে পুরুষের সূত্রে দুধ (মহিলার দুধ পান করানো দ্বারা পুরুষের সাথেও সম্পর্ক স্থাপিত হয়)

٣٣١٤. اَخْبَرَنَا هرُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ اَبِىْ بَكْرٍ عَنْ عَمْرَةَ اَنَّ عَائِشَةَ اَخْبَرَتْهَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ عِنْدَهَا وَاَنَّهَا سَمِعَتْ رَجُلاً يَسْتَأْذِنُ فِىْ بَيْتِ حَفْصَةَ قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ هٰذَا رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ فِىْ بَيْتِكَ فَقَالَ رَسُوْلُ

اللّٰهِ ﷺ أُرَاهُ فُلاَنًا لِعَمِّ حَفْصَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ لَوْ كَانَ فُلاَنٌ حَيًّا لِعَمِّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ دَخَلَ عَلَىَّ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَايُحَرِّمُ مِنَ الْوِلاَدَةِ *

৩৩১৪. হারূন ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র) - - - - আমরাহ (র) থেকে বর্ণিত। আয়েশা (রা) তাকে অবহিত করেছেন যে, (একদা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর নিকট ছিলেন, এমন সময় তিনি শুনতে পেলেন, এক ব্যক্তি হাফ্সা (রা)-এর ঘরে প্রবেশের অনুমতি চাচ্ছে। আয়েশা (রা) বলেন, আমি বললাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! এ ব্যক্তি আপনার (স্ত্রীর) ঘরে প্রবেশের অনুমতি চাচ্ছে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : আমার মনে হয় সে অমুক ব্যক্তি, যে হাফ্সার দুধ সম্পর্কের চাচা। আয়েশা (রা) বললেন, আমি বললাম : যদি অমুক ব্যক্তি জীবিত থাকতো, (অর্থাৎ) তার দুধ সম্পর্কের চাচা তবে, আমার কাছে আসতো ? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : জন্মগত সম্পর্কে যা হারাম হয়, দুধ পানের সম্পর্কও তাকে হারাম করে দেয়।

٣٣١٥. اَخْبَرَنِىْ اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَطَاءٌ عَنْ عُرْوَةَ اَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَ عَمِّىْ اَبُو الْجَعْدِ مِنَ الرَّضَاعَةِ فَرَدَدْتُهُ قَالَ وَقَالَ هِشَامٌ هُوَ اَبُو الْقُعَيْسِ فَجَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ائْذَنِىْ لَهُ *

৩৩১৫. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - - উরওয়া (র) থেকে বর্ণিত যে, আয়েশা (রা) বলেছেন, আমার দুধ সম্পর্কীয় চাচা আবুল জা'দ আগমন করলে আমি তাকে ফিরিয়ে দিয়েছিলাম। রাবী বলেন, হিশাম (র) বলেছেন : তিনি ছিলেন আবুল কু'আইস (রা)। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আগমন করলে আমি তাকে অবহিত করলাম, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তাকে অনুমতি দেবে।

٣٣١٦. اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ اَخَا اَبِى الْقُعَيْسِ اسْتَأْذَنَ عَلَى عَائِشَةَ بَعْدَ اٰيَةِ الْحِجَابِ فَأَبَتْ اَنْ تَأْذَنَ لَهُ فَذَكَرَ ذٰلِكَ لِلنَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ ائْذَنِىْ لَهُ فَاِنَّهُ عَمُّكِ فَقُلْتُ اِنَّمَا اَرْضَعَتْنِى الْمَرْأَةُ وَلَمْ يُرْضِعْنِى الرَّجُلُ فَقَالَ اِنَّهُ عَمُّكِ فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ *

৩৩১৬. আবদুল ওয়ারিছ ইব্ন আবদুস সামাদ ইব্ন আবদুল ওয়ারিছ (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, আবুল কু'আইস (রা)-এর ভাই (আফলা) অনুমতি চাইলে তিনি তাকে অনুমতি দিতে অস্বীকার করেন। এরপর নবী ﷺ -এর নিকট তিনি এ ব্যাপারে আলোচনা করলে তিনি বলেন, তুমি তাকে অনুমতি দিও, কেননা সে তোমার চাচা। আমি বললাম : আমাকে তো মহিলা দুধ পান করিয়েছে, পুরুষ তো দুধপান করায় নি। তিনি বললেন : সে তোমার চাচা, অতএব সে তোমার নিকট প্রবেশ করতে পারবে।

٣٣١٧. اَخْبَرَنَا هٰرُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ اَنْبَأَنَا مَعْنٌ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ

عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ اَفْلَحُ اَخُوْ اَبِى الْقُعَيْسِ يَسْتَأْذِنُ عَلَىَّ وَهُوَ عَمِّىْ مِنَ الرَّضَاعَةِ فَاَبَيْتُ اَنْ اُذَنَ لَهُ حَتَّى جَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاَخْبَرْتُهُ فَقَالَ ائْذَنِى لَهُ فَاِنَّهُ عَمُّكِ قَالَتْ عَائِشَةُ وَذَالِكَ بَعْدَ اَنْ نَزَلَ الْحِجَابُ *

৩৩১৭. হারূন ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আবুল কু'আইস (রা)-এর ভাই আফ্লাহ্ (রা) আমার নিকট আসতে অনুমতি চান ; তিনি ছিলেন আমার দুধ সম্পর্কের চাচা। আমি তাকে অনুমতি দিতে অস্বীকৃতি জানালাম। ইত্যবসরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আগমন করলে আমি তাঁকে তা জানালাম। তিনি বললেন : তাকে অনুমতি দিও, কেননা সে তোমার চাচা। আয়েশা (রা) বলেন : এটা ছিল পর্দার আয়াত নাযিল হওয়ার পরের ঘটনা।

٣٣١٨. اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلاَءِ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الزُّهْرِىِّ وَهِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتِ اسْتَاْذَنَ عَلَىَّ عَمِّى اَفْلَحُ بَعْدَ مَانَزَلَ الْحِجَابُ فَلَمْ اٰذَنْ لَهُ فَاَتَانِى النَّبِىُّ ﷺ فَسَاَلْتُهُ فَقَالَ ائْذَنِىْ لَهُ فَاِنَّهُ عَمُّكِ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّمَا اَرْضَعَتْنِى الْمَرْاَةُ وَلَمْ يُرْضِعْنِى الرَّجُلُ قَالَ ائْذَنِىْ لَهُ تَرِبَتْ يَمِيْنُكِ فَاِنَّهُ عَمُّكِ *

৩৩১৮. আবদুল জব্বার ইব্ন আলা (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার চাচা আফলাহ্ পর্দার আয়াত নাযিল হওয়ার পর আমার নিকট প্রবেশের অনুমতি চাইলে আমি তাকে অনুমতি দিলাম না। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আগমন করলে আমি তাঁর নিকট জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন : তাকে অনুমতি দেবে। কেননা সে তোমার চাচা। আমি বললাম : আমাকে তো নারী দুধ পান করিয়েছে, কোন পুরুষ তো দুধ পান করায় নি। তিনি বললেন : তোমার ডান হাত মাটিযুক্ত হোক (বুদ্ধির অপরিপক্কতা দূর হোক)। তাকে অনুমতি দেবে, কেননা সে তোমার চাচা।

٣٣١٩. اَخْبَرَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الْاَسْوَدِ وَاِسْحٰقُ بْنُ بَكْرٍ قَالاَ قَالَ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ عَنْ جَعْفَرِبْنِ رَبِيْعَةَ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَ اَفْلَحُ اَخُو اَبِى الْقُعَيْسِ يَسْتَاْذِنُ فَقُلْتُ لاَ اٰذَنُ لَهُ حَتَّى اَسْتَاْذِنَ نَبِىَّ اللّٰهِ ﷺ فَلَمَّا جَاءَ نَبِىُّ اللّٰهِ ﷺ قُلْتُ لَهُ جَاءَ اَفْلَحُ اَخُو اَبِى الْقُعَيْسِ يَسْتَاْذِنُ فَاَبَيْتُ اَنْ اٰذَنَ لَهُ فَقَالَ ائْذَنِى لَهُ فَاِنَّهُ عَمُّكِ قُلْتُ اِنَّمَا اَرْضَعَتْنِى امْرَاَةُ اَبِى الْقُعَيْسِ وَلَمْ يُرْضِعْنِى الرَّجُلُ قَالَ ائْذَنِى لَهُ فَاِنَّهُ عَمُّكِ *

৩৩১৯. রবী' ইব্ন সুলায়মান ইব্ন দাঊদ (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবুল কু'আইস (রা)-এর ভাই আফলাহ্ (রা) অনুমতি চাইলে আমি বললাম : আমি তাকে অনুমতি দেব না, যতক্ষণ না

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট হতে অনুমতি পাই। পরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আগমন করলে আমি তাঁকে বললাম : আবুল কু'আইস (রা)-এর ভাই আফলাহ্ (রা) এসে অনুমতি চাচ্ছিল। আমি তাকে অনুমতি দিতে অস্বীকার করলাম। তিনি ﷺ বললেন : তাকে অনুমতি দেবে, কেননা সে তোমার চাচা। আমি বললাম : আমাকে তো দুধ পান করিয়েছে আবুল কু'আইস (রা)-এর স্ত্রী, কোন পুরুষ তো আমাকে দুধ পান করায় নি। তিনি বললেন : তাকে অনুমতি দেবে, কেননা সে তোমার চাচা।

بَابُ رِضَاعِ الْكَبِيْرِ

পরিচ্ছেদ : বয়স্ককে দুধ পান করানো সম্পর্কে

٣٣٢٠. اَخْبَرَنَا يُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ حُمَيْدَ بْنَ نَافِعٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ زَيْنَبَ بِنْتَ اَبِى سَلَمَةَ تَقُوْلُ سَمِعْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ تَقُوْلُ جَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلٍ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّى لَاَرَى فِى وَجْهِ اَبِى حُذَيْفَةَ مِنْ دُخُوْلِ سَالِمٍ عَلَىَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَرْضِعِيْهِ قُلْتُ اِنَّهُ لَذُوْ لِحْيَةٍ فَقَالَ اَرْضِعِيْهِ يَذْهَبْ مَافِى وَجْهِ اَبِى حُذَيْفَةَ قَالَتْ وَاللّٰهِ مَاعَرَفْتُهُ فِى وَجْهِ اَبِى حُذَيْفَةَ بَعْدُ *

৩৩২০. ইউনুস ইব্‌ন আবদুল আলা (র) - - - - মাখরামা ইব্‌ন বুকায়র (রা) তার পিতার সূত্রে বলেন, আমি হুমাইদ ইব্‌ন নাফি'কে বলতে শুনেছি যে, আমি যয়নব বিন্‌ত আবূ সালামা (রা)-কে বলতে শুনেছি, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর স্ত্রী আয়েশা (রা)-কে বলতে শুনেছি : সাহ্‌লা বিন্‌ত সুহায়ল (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট এসে বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমার নিকট সালিম-এর আগমনের কারণে আমি আবূ হুযায়ফা-এর চেহারায় (ক্রোধের) চিহ্ন দেখতেছি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তুমি তাকে দুধপান করিয়ে দাও। আমি বললাম : সে তো দাড়িওয়ালা (বয়স্ক লোক)। তিনি বললেন : তাকে তুমি দুধ পান করিয়ে দাও। আবূ হুযায়ফা -এর চেহারায় যে (ক্রোধের) চিহ্ন দেখতেছো তা দূর হয়ে যাবে। সাহ্‌লা (রা) বলেন : আল্লাহ্‌র কসম ! এরপর আবূ হুযায়ফা (রা)-এর চেহারায় আমি আর (ক্রোধের) চিহ্ন দেখিনি।

٣٣٢١. اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْنَاهُ مِنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَهُوَ ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلٍ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ اِنِّى اَرَى فِى وَجْهِ اَبِى حُذَيْفَةَ مِنْ دُخُوْلِ سَالِمٍ عَلَىَّ قَالَ فَاَرْضِعِيْهِ قَالَتْ وَكَيْفَ اُرْضِعُهُ وَهُوَ رَجُلٌ كَبِيْرٌ فَقَالَ اَلَسْتُ اَعْلَمُ اَنَّهُ رَجُلٌ كَبِيْرٌ ثُمَّ جَاءَتْ بَعْدُ فَقَالَتْ وَالَّذِىْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ نَبِيًّا مَا رَاَيْتُ فِى وَجْهِ اَبِى حُذَيْفَةَ بَعْدُ شَيْئًا اَكْرَهُ *

৩৩২১. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুর রহমান (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : (একদা) সাহলা বিন্‌ত সুহায়ল (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর খিদমতে এসে বললেন : আমি আমার নিকট সালিম -এর আগমনের কারণে আবূ হুযায়ফা-এর চেহারায় (ক্রোধের) চিহ্ন দেখতেছি। তিনি বললেন : তাকে দুধ পান করিয়ে দাও। তিনি (সাহলা) বললেন, তাকে দুধ পান করাব কিভাবে, সে তো একজন বয়স্ক পুরুষ ? তিনি বললেন : আমি কি জানি না যে সে একজন বয়স্ক পুরুষ ? পরে তিনি (সাহলা) (তাকে দুধ পান করালেন এবং) এসে বললেন, যিনি আপনাকে নবী করে পাঠিয়েছেন তাঁর কসম ! এরপর আমি আবূ হুযায়ফা (রা)-এর চেহারায় কোন ক্রোধ দেখিনি, যা আমার খারাপ লাগতো।

٣٣٢٢. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى اَبُو الْوَزِيْرِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِى سُلَيْمَانُ عَنْ يَحْيَى وَرَبِيْعَةُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اَمَرَ النَّبِىُّ ﷺ امْرَأَةَ اَبِى حُذَيْفَةَ اَنْ تُرْضِعَ سَالِمًا مَوْلَى اَبِى حُذَيْفَةَ حَتَّى تَذْهَبَ غَيْرَةُ اَبِى حُذَيْفَةَ فَأَرْضَعَتْهُ وَهُوَ رَجُلٌ قَالَ رَبِيْعَةُ فَكَانَتْ رُخْصَةً لِسَالِمٍ *

৩৩২২. আহমাদ ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া আবুল ওয়াযির (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আবূ হুযায়ফা-এর মাওলা সালিমকে দুধ পান করাবার জন্য আবূ হুযায়ফা-এর স্ত্রীকে আদেশ করেছেন। যাতে আবূ হুযায়ফা-এর (ক্ষোভ) প্রশমিত হয়ে যায়। অতএব, তিনি তাকে দুধ পান করালেন, অথচ তখন সে ছিল একজন বয়স্ক পুরুষ। রবী'আ বলেন : এটা ছিল সালিম-এর জন্য বিশেষ অনুমতি।

٣٣٢٣. اَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ سُفْيَانَ وَهُوَ ابْنُ حَبِيْبٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ اَبِى مُلَيْكَةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ سَهْلَةُ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ سَالِمًا يَدْخُلُ عَلَيْنَا وَقَدْ عَقَلَ مَا يَعْقِلُ الرِّجَالُ وَعَلِمَ مَا يَعْلَمُ الرِّجَالُ قَالَ اَرْضِعِيْهِ تَحْرُمِى عَلَيْهِ بِذٰلِكَ فَمَكَثْتُ حَوْلاً لاَ اُحَدِّثُ بِهِ وَلَقِيْتُ الْقَاسِمَ فَقَالَ حَدِّثْ بِهِ وَلاَ تَهَابُهُ *

৩৩২৩. হুমায়দ ইব্‌ন মাসআদা (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : সাহ্লা (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর খিদমতে আগমন করে আরয করলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! সালিম আমাদের নিকট আগমন করে। পুরুষ যা বুঝে, সেও তা বুঝে, আর পুরুষ যা জানে, সেও তা জানে। তিনি বললেন : তাকে দুধ পান করিয়ে দাও। তাহলে তুমি তার জন্য এভাবে হারাম হয়ে যাবে। রাবী আবূ মুলায়কা (র) বলেন : এক বছর যাবত আমি অপেক্ষা করলাম, তা (এ হাদীছ) বর্ণনা করিনি। এরপর কাসেম (রা)-এর সাথে সাক্ষাৎ হলে তিনি বললেন, তা বর্ণনা কর, ভয় করো না।

٣٣٢٤. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ اَنْبَأَنَا اَيُّوْبُ عَنِ ابْنِ اَبِى مُلَيْكَةَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ سَالِمًا مَوْلَى اَبِى حُذَيْفَةَ كَانَ مَعَ اَبِى حُذَيْفَةَ وَاَهْلِهِ فِى بَيْتِهِمْ فَأَتَتْ

بِنْتُ سُهَيْلٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ إِنَّ سَالِمًا قَدْ بَلَغَ مَا يَبْلُغُ الرِّجَالُ وَعَقَلَ مَا عَقَلُوهُ وَإِنَّهُ يَدْخُلُ عَلَيْنَا وَإِنِّي أَظُنُّ فِي نَفْسِ أَبِي حُذَيْفَةَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَرْضِعِيهِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ فَأَرْضَعْتُهُ فَذَهَبَ الَّذِي فِي نَفْسِ أَبِي حُذَيْفَةَ فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُهُ فَذَهَبَ الَّذِي فِي نَفْسِ أَبِي حُذَيْفَةَ *

৩৩২৪. আমর ইব্ন আলী (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, আবূ হুযায়ফা-এর পালকপুত্র সালিম আবূ হুযায়ফা এবং তার পরিবারের সাথে তাদের ঘরে ছিল। সুহায়ল কন্যা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর খিদমতে এসে বললেন : (পূর্ণ বয়স্ক) পুরুষরা যে পর্যায়ে উপনীত হয়, সালিমও সে পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। তারা যা বুঝে, সেও তা বুঝে। সে আমাদের কাছে যাতায়াত করে। এজন্য আমি আবূ হুযায়ফা-এর মনে কিছু ক্ষোভের ভাব অনুভব করি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তুমি তাকে দুধ পান করাও, তা হলে তুমি তার জন্য হারাম হয়ে যাবে। অতএব আমি তাকে দুধ পান করালাম। এতে আবূ হুযায়ফা-এর মনে যা ছিল, তা দূর হলো। পরে আমি তাঁর খিদমতে আরয করলাম, আমি তাকে দুধ পান করিয়েছি, তাতে আবূ হুযায়ফা-এর মনে যা ছিল, তা দূর হয়ে গেছে।

٣٣٢٥. أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ وَمَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ قَالَ أَبَى سَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِنَّ بِتِلْكَ الرَّضْعَةِ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ يُرِيدُ رَضَاعَةَ الْكَبِيرِ وَقُلْنَ لِعَائِشَةَ وَاللَّهِ مَا نُرَى الَّذِي أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَهْلَةَ بِنْتَ سُهَيْلٍ إِلاَّ رُخْصَةً فِي رَضْعَةِ سَالِمٍ وَحْدَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَاللَّهِ لاَ يَدْخُلُ عَلَيْنَا أَحَدٌ بِهَذِهِ الرَّضْعَةِ وَلاَ يَرَانَا *

৩৩২৫. ইউনুস ইব্ন আবদুল আলা (র) - - - - উরওয়া (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর স্ত্রীগণ তাঁদের নিকট এ ধরনের দুধ সম্পর্কের কোন ব্যক্তির আগমনকে অপছন্দ করতেন (আয়েশা (রা) ব্যতীত), অর্থাৎ বয়স্কদের দুধ সম্পর্ক। তাঁরা আয়েশা (রা)-কে বলতেন : আল্লাহ্র কসম ! আমরা মনে করি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সাহলা বিন্‌ত সুহায়ল-কে যে আদেশ করেন, তা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর পক্ষ হতে শুধু সালিম-এর দুধ পানের ব্যাপারেই বিশেষ অনুমতি ছিল। আল্লাহ্র কসম! এ ধরনের দুধ সম্পর্ক নিয়ে কেউ আমাদের নিকট আগমন করবে না এবং আমাদেরকে দেখবে না।

٣٣٢٦. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ أَنَّ أُمَّهُ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أُمَّهَا أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ كَانَتْ تَقُولُ أَبَى سَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنْ يُدْخِلْنَ عَلَيْهِنَّ بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ وَقُلْنَ لِعَائِشَةَ وَاللَّهِ مَا نُرَى

هٰذِهِ اِلاَّ رُخْصَةٌ رَخَّصَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَاصَّةً لِسَالِمٍ فَلاَ يَدْخُلُ عَلَيْنَا اَحَدٌ بِهٰذِهِ الرَّضَاعَةِ وَلاَ يَرَانَا *

৩৩২৬. আবদুল মালিক ইব্‌ন শুআয়ব ইব্‌ন লায়স (র) - - - - আবূ উবায়দা ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যাম'আ অবহিত করেছেন যে, তাঁর মাতা যয়নাব বিন্‌ত আবূ সালমা তাকে (ইব্‌ন শিহাবকে) অবহিত করেছেন, তার মাতা রাসূলুল্লাহ্‌র স্ত্রী উম্মু সালামা বলতেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সকল স্ত্রীই এ দুধ সম্পর্কে তাঁদের নিকট প্রবেশকে অপছন্দ করতেন। তাঁরা আয়েশা (রা)-কে বলতেন : আল্লাহ্‌র কসম! আমরা মনে করি, এটা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর বিশেষ অনুমতি, যা ছিল শুধু সালিম-এর জন্য। কেউ এ দুধ সম্পর্কের কারণে আমাদের নিকট আগমন করবে না এবং আমাদেরকে দেখবে না।

اَلْغِيْلَةُ

'গীলা' (স্তন্যদানকারিণী স্ত্রীর সাথে সহবাস) ও পরবর্তী গর্ভধারণ সম্পর্কে

٣٣٢٧. اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ وَاِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ اَبِى الاَسْوَدِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ جُدَامَةَ بِنْتَ وَهْبٍ حَدَّثَتْهَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَقَدْ هَمَمْتُ اَنْ اَنْهٰى عَنِ الْغِيْلَةِ حَتّٰى ذَكَرْتُ اَنَّ فَارِسَ وَالرُّوْمَ يَصْنَعُهُ وَقَالَ اِسْحٰقُ يَصْنَعُوْنَهُ فَلاَ يَضُرُّ اَوْلاَدَهُمْ *

৩৩২৭. উবায়দুল্লাহ্ এবং ইসহাক ইব্‌ন মানসূর (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, জুদামা বিন্‌ত ওয়াহ্‌ব তাঁর নিকট বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আমি ইচ্ছা করেছিলাম যে, 'গীলা' (অর্থাৎ স্তন্য-দানকারিণী স্ত্রীর সাথে সহবাস) করতে নিষেধ করবো। পরে আমার মনে হলো যে, পারস্য এবং রোমের অধিবাসীরা এমন করে থাকে। ইসহাক (র) বলেন : তারা এমন করে, অথচ এতে তাদের সন্তানদের কোন ক্ষতি হয় না।

بَابُ الْعَزْلِ

পরিচ্ছেদ : আযল[১] করা

٣٣٢٨. اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ وَحُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ بِشْرِ بْنِ مَسْعُوْدٍ وَرَدَّ الْحَدِيْثَ حَتّٰى رَدَّهُ اِلَى اَبِى سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ قَالَ ذُكِرَ ذٰلِكَ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ وَمَا ذَاكُمْ قُلْنَا الرَّجُلُ تَكُوْنُ لَهُ الْمَرْاَةُ فَيُصِيْبُهَا وَيَكْرَهُ الْحَمْلَ وَتَكُوْنُ لَهُ الاَمَةُ فَيُصِيْبُ مِنْهَا وَيَكْرَهُ اَنْ تَحْمِلَ مِنْهُ قَالَ لاَ عَلَيْكُمْ اَنْ لاَتَفْعَلُوْا فَاِنَّمَا هُوَ الْقَدَرُ *

---

১. স্ত্রীর জরায়ুতে বীর্যপাত না করে তা বাইরে ফেলে দেয়াকে 'আযল' বলে।

৩৩২৮. ইসমাঈল ইব্‌ন মাসউদ এবং হুমায়দ ইব্‌ন মাস'আদা (র) - - - - আবদুর রহমান ইব্‌ন বিশ্‌র ইব্‌ন মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি হাদীসটিকে আবূ সাঈদ খুদরী (রা)-এর দিকে সম্পর্কিত করেছেন, তিনি বলেছেন, (একদা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট এ আযল সম্বন্ধে উল্লেখ করা হলে তিনি বললেন : এটা কি ? আমরা বললাম : কোন ব্যক্তির স্ত্রী থাকে, আর সে তার সাথে সহবাস করার সময় গর্ভধারণ করাকে অপছন্দ করে; অথবা তার দাসী থাকে, তার সাথে সহবাস করে এবং গর্ভধারণ অপছন্দ করে। তিনি বললেন : না, এটা করলে তোমাদের ক্ষতি নাই। কেননা, যা নির্ধারিত (তাকীরে) আছে তা হবেই।

٣٣٢٩. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِى الْفَيْضِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ مُرَّةَ الزُّرَقِىَّ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الزُّرَقِىِّ اَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ اِنَّ امْرَأَتِى تُرْضِعُ وَاَنَا اَكْرَهُ اَنْ تَحْمِلَ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِنَّ مَاقَدْ قُدِّرَ فِى الرَّحِمِ سَيَكُوْنُ *

৩৩২৯. মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) - - - - আবূ সাঈদ যুরাকী (রা) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে আযল সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে যে, আমার স্ত্রী স্তন্যদান করে, আমি তার গর্ভধারণ পছন্দ করি না। নবী ﷺ বললেন : জরায়ুতে (গর্ভে) যা হওয়ার নির্ধারিত আছে তা হবেই।

حَقُّ الرَّضَاعِ وَحُرْمَتُهُ

স্তন্যদানের অধিকার (হক) ও এর মর্যাদা

٣٣٣٠. اَخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ قَالَ وَحَدَّثَنِىْ اَبِى عَنْ حَجَّاجِ ابْنِ حَجَّاجٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَايُذْهِبُ عَنِّى مَذَمَّةَ الرَّضَاعِ قَالَ غُرَّةُ عَبْدٍ اَوْ اَمَةٍ *

৩৩৩০. ইয়াকূব ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - হাজ্জাজ ইব্‌ন হাজ্জাজ তাঁর পিতা সূত্রে বর্ণনা করেন, আমি বললাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমি কি করে স্তন্যদানের হক আদায় করতে পারি ? তিনি বললেন : একজন দাস অথবা দাসী (দান করা) দ্বারা।

اَلشَّهَادَةُ فِى الرَّضَاعِ

স্তন্যদান বিষয়ে সাক্ষ্য

٣٣٣١. اَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ اَنْبَأَنَا اِسْمَاعِيْلُ عَنْ اَيُّوْبَ عَنِ ابْنِ اَبِى مُلَيْكَةَ قَالَ حَدَّثَنِى عُبَيْدُ بْنُ اَبِى مَرْيَمَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ عُقْبَةَ وَلٰكِنِّى لِحَدِيْثِ عُبَيْدٍ

اَحْفَظُ قَالَ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً فَجَاءَ تْنَا امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ اِنِّى قَدْ اَرْضَعْتُكُمَا فَاَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ فَقُلْتُ اِنِّى تَزَوَّجْتُ فُلاَنَةَ بِنْتَ فُلاَنٍ فَجَاءَ تْنِى امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ اِنِّى قَدْ اَرْضَعْتُكُمَا فَأَعْرَضَ عَنِّى فَأَتَيْتُهُ مِنْ قِبَلِ وَجْهِهِ فَقُلْتُ اِنَّهَا كَاذِبَةٌ قَالَ وَكَيْفَ بِهَا وَقَدْ زَعَمَتْ اَنَّهَا قَدْ أَرْضَعَتْكُمَا دَعْهَا عَنْكَ *

৩৩৩১. আলী ইব্‌ন হুজ্‌র (র) - - - - উক্‌বা ইব্‌ন হারিস (র) বলেন, আমি তা (এ হাদীস) উকবা হতেও শ্রবণ করেছি, কিন্তু আমি উবায়দের হাদীস অধিক স্মরণ রাখি। তিনি বলেন, আমি এক নারীকে বিবাহ করলাম। আমাদের নিকট একজন কাল নারী এসে বললো : আমি তোমাদের উভয়কে স্তন্যদান করেছি। এরপর আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট এসে তাঁকে অবহিত করলাম আমি বললাম : আমি অমুকের কন্যা অমুককে বিবাহ করেছি। তখন এক কাল (হাবশী) নারী এসে বলল : আমি তোমাদের উভয়কে স্তন্যদান করেছি। তখন তিনি ﷺ আমার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। আমি তাঁর সামনে গিয়ে বললাম : সে মিথ্যাবাদী। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তাহলে তুমি কি করে (তার সাথে সহবাস করছো) ? অথচ এ মহিলা মনে করে যে, সে তোমাদেরকে দুধপান করিয়েছে ? অতএব তুমি তাকে (তোমার স্ত্রীকে) তোমার থেকে পৃথক করে দাও।

نِكَاحُ مَانَكَحَ الْآبَاءِ

পিতার বিবাহিতাকে বিবাহ করা

٣٣٣٢. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ عَنِ السُّدِّىِّ عَنْ عَدِىِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ لَقِيْتُ خَالِى وَمَعَهُ الرَّايَةُ فَقُلْتُ اَيْنَ تُرِيْدُ قَالَ اَرْسَلَنِى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ اَبِيْهِ مِنْ بَعْدِهِ اَنْ اَضْرِبَ عُنُقَهُ اَوْ اَقْتُلَهُ *

৩৩৩২. আহমাদ ইব্‌ন উসমান ইব্‌ন হাকীম (র) - - - - বারা' (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি আমার মামার সাথে সাক্ষাৎ করলাম, তখন তার সাথে একখানা ঝাণ্ডা ছিল। আমি বললাম : আপনি কোথায় যাচ্ছেন ? তিনি বললেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে এমন এক ব্যক্তির নিকট পাঠিয়েছেন, যে ব্যক্তি তার পিতার মৃত্যুর পর তার পিতার স্ত্রীকে বিবাহ করেছে, তার গর্দান উড়িয়ে দেয়ার জন্য, অথবা (তিনি বলেছেন :) তাকে হত্যা করার জন্য।

٣٣٣٣. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ ابْنُ عَمْرٍو عَنْ زَيْدٍ عَنْ عَدِىِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ الْبَرَاءِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ اَصَبْتُ عَمِّى وَمَعَهُ رَايَةٌ فَقُلْتُ اَيْنَ تُرِيْدُ فَقَالَ بَعَثَنِى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلَى رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةَ اَبِيْهِ فَأَمَرَنِى اَنْ اَضْرِبَ عُنُقَهُ وَاٰخُذَ مَالَهُ *

৩৩৩৩. আমর ইব্ন মানসূর (র) - - - - ইয়াযীদ ইব্ন বারা' (র) তাঁর পিতার মাধ্যমে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন : আমি আমার চাচার সাক্ষাৎ পেলাম, তার সাথে একটি পতাকা ছিল। আমি বললাম : আপনি কোথায় যাচ্ছেন ? তিনি বললেন : আমাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ প্রেরণ করেছেন, এমন ব্যক্তির নিকট, যে তার পিতার স্ত্রীকে বিবাহ করেছে। তিনি আমাকে আদেশ করেছেন তার গর্দান উড়িয়ে দিতে, এবং তার মাল ছিনিয়ে নিতে।

تَاوِيْلُ قَوْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ اِلاَّ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ

মহান মহিয়ান আল্লাহ্‌র বাণী : وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ-এর আয়াতের ব্যাখ্যা

٣٣٣٤. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الاَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِى الْخَلِيْلِ عَنْ اَبِى عَلْقَمَةَ الْهَاشِمِيِّ عَنْ اَبِى سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ اَنَّ نَبِىَّ اللّٰهِ ﷺ بَعَثَ جَيْشًا اِلَى اَوْطَاسٍ فَلَقُوْا عَدُوًّا فَقَاتَلُوهُمْ وَظَهَرُوا عَلَيْهِمْ فَأَصَابُوا لَهُمْ سَبَايَا لَهُنَّ اَزْوَاجٌ فِى الْمُشْرِكِيْنَ فَكَانَ الْمُسْلِمُوْنَ تَحَرَّجُوا مِنْ غِشْيَانِهِنَّ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ اِلاَّ مَامَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ اَىْ هٰذَا لَكُمْ حَلاَلٌ اِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهُنَّ *

৩৩৩৪. মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল আলা (র) - - - - আবু সাঈদ খুদরী (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ 'আওতাস' নামক স্থানে একদল সৈন্য পাঠালেন। তারা শত্রু সৈন্যদের সাথে মুকাবিলা করে তাদের উপর বিজয় লাভ করলেন, তাদের মহিলাদেরকে যুদ্ধ বন্দী করলেন, যাদের মুশরিক স্বামী ছিল। মুসলমানগণ তাদের সাথে সহবাস করা হতে বিরত রইলেন, তখন মহান মহিয়ান আল্লাহ্ তা'আলা (আয়াত-এ) নাযিল করলেন :

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ اِلاَّ مَامَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ

অর্থ : নারীদের মধ্যে তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসী ব্যতীত সকল সধবা তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ। (৪ : ২৪)। অর্থাৎ এরা তোমাদের জন্য হালাল, তবে তাদের ইদ্দতপূর্ণ হওয়ার পর।

بَابُ الشِّغَارِ

পরিচ্ছেদ : শিগার (পদ্ধতির বিবাহ)[১]

٣٣٣٥. اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنِى نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهَى عَنِ الشِّغَارِ *

৩৩৩৫. উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন সাঈদ (র) - - - - ইব্ন উমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ 'শিগার' করতে নিষেধ করেছেন।

٣٣٣٦. اَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ

---

১. মোহরানা নির্ধারণ না করে একে অপরের বোন বা কন্যাকে বিয়ে করা এবং এ বিনিময়কেই 'মোহর' সাব্যস্ত করা।

بْنِ حُصَيْنٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَجَلَبَ وَلاَ جَنَبَ وَلاَ شِغَارَ فِى الْاِسْلاَمِ وَمَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً فَلَيْسَ مِنَّا *

৩৩৩৬. হুমায়দ ইব্ন মাসআদা (র) - - - - ইমরান ইব্ন হুসাইন (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : ইসলামে জালাব[১] জানাব,[২] এবং শিগার নেই। আর যে ব্যক্তি লুট করে কিছু আত্মসাৎ করে, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।

٣٣٣٧. اَخْبَرَنَا عَلِىُّ ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ عَنِ الْفَزَارِىِّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَجَلَبَ وَلاَ جَنَبَ وَلاَ شِغَارَ فِى الْاِسْلاَمِ قَالَ اَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ هٰذَا خَطَأٌ فَاحِشٌ وَالصَّوَابُ حَدِيْثُ بِشْرٍ *

৩৩৩৭. আলী ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন আলী (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, ইসলামে জালাব, জানাব এবং শিগার নেই। (আবূ আবদুর রহমান বলেন, এটা (এ সনদ) অত্যন্ত ভুল। সঠিক হলো বিশ্‌র -এর বর্ণনা।

تَفْسِيْرُ الشِّغَارِ

'শিগার' এর ব্যাখ্যা

٣٣٣٨. اَخْبَرَنَا هٰرُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ ح وَالْحَارِثُ ابْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ مَالِكٌ حَدَّثَنِى نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنِ الشِّغَارِ وَالشِّغَارُ اَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ ابْنَتَهُ عَلٰى اَنْ يُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ *

৩৩৩৮. হারূন ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র)- - - - ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ শিগার করতে নিষেধ করেছেন। শিগার হলো কোন ব্যক্তি তার কন্যাকে অন্য একজনের নিকট বিবাহ দেয় এ শর্তে যে, সে ব্যক্তি তার কন্যাকে এ ব্যক্তির নিকট বিবাহ দিবে। আর এ উভয়ের মধ্যে কোন মোহর ধার্য হবে না।

٣٣٣٩. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلاَّمٍ قَالاَ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ الْاَزْرَقُ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ نَهٰى

---

১. যাকাত আদায়কারী কর্তৃক যাকাত দাতাদের স্থানে না গিয়ে নির্ধারিত স্থানে মাল সম্পদ নিয়ে আসতে বাধ্য করাকে জাল্‌ব বলা হয়।

২. জনপদের শেষ প্রান্তে যাকাত আদায়কারী কর্তৃক চৌকী স্থাপন করা এবং সেখানে বসে যাকাতদাতাদের কাছে না গিয়ে যাকাত আদায় করা। অথবা যাকাতদাতা কর্তৃক তার মাল সম্পদ দূরবর্তী স্থানে নিয়ে যাওয়া, যাতে যাকাত আদায়কারী অসুবিধায় পড়েন।

رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الشِّغَارِ قَالَ عُبَيْدُ اللّٰهِ وَالشِّغَارُ كَانَ الرَّجُلُ يُزَوِّجُ ابْنَتَهُ عَلَى اَنْ يُزَوِّجَهُ أُخْتَهُ *

৩৩৩৯. মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইবরাহীম এবং আবদুর রহমান ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন সাল্লাম (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ শিগার করতে নিষেধ করেছেন। রাবী উবায়দুল্লাহ্ (র) বলেন : শিগার হলো কোন ব্যক্তি তার কন্যাকে এ শর্তে বিবাহ দেবে যে, ঐ ব্যক্তি তার বোনকে এ ব্যক্তির নিকট বিবাহ দেবে।

بَابُ اَلتَّزْوِيْجِ عَلَى سُوَرٍ مِنَ الْقُرْاٰنِ

পরিচ্ছেদ : কুরআনের সূরা (শিখানো)-র শর্তে বিবাহ দেয়া

٣٣٤٠. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ عَنْ اَبِى حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ اَنَّ امْرَاَةً جَاءَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ جِئْتُ لِاَهَبَ نَفْسِى لَكَ فَنَظَرَ اِلَيْهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَصَعَّدَ النَّظَرَ اِلَيْهَا وَصَوَّبَهُ ثُمَّ طَأْطَأَ رَاْسَهُ فَلَمَّا رَاَتِ الْمَرْاَةُ اَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيْهَا شَيْئًا جَلَسَتْ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ اَصْحَابِهِ فَقَالَ اَىْ رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِيْهَا قَالَ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَىْءٍ فَقَالَ لاَ وَاللّٰهِ مَاوَجَدْتُ شَيْئًا فَقَالَ انْظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيْدٍ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لاَ وَاللّٰهِ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَلاَ خَاتَمًا مِنْ حَدِيْدٍ وَلٰكِنْ هٰذَا اِزَارِىْ قَالَ سَهْلٌ مَالَهُ رِدَاءٌ فَلَهَا نِصْفُهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَاتَصْنَعُ بِإِزَارِكَ اِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَىْءٌ وَاِنْ لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَىْءٌ فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتّٰى طَالَ مَجْلِسُهُ ثُمَّ قَامَ فَرَاٰهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مُوَلِّيًا فَاَمَرَبِهِ فَدُعِىَ فَلَمَّا جَاءَ قَالَ مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْاٰنِ قَالَ مَعِى سُوْرَةُ كَذَا وَسُوْرَةُ كَذَا عَدَّدَهَا فَقَالَ هَلْ تَقْرَؤُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْاٰنِ *

৩৩৪০. কুতায়বা (র) - - - - সাহল ইব্‌ন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত যে, একজন মহিলা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমি এসেছি নিজেকে আপনাকে দান করার জন্য। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার প্রতি দৃষ্টি দিলেন, তাঁর দৃষ্টিকে তিনি উপরে উঠালেন, এরপর নীচু করলেন। তারপর তিনি তাঁর মস্তক নীচু করে রইলেন। মহিলাটি যখন দেখলো, তিনি তার ব্যাপারে কিছুই ফয়সালা করছেন না, তখন সে বসে পড়লো। এসময় তাঁর সাহাবীদের এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! যদি এ মহিলার প্রতি আপনার প্রয়োজন না থাকে, তবে তাকে আমার নিকট বিবাহ দিন। তিনি বললেন : তোমার নিকট কিছু আছে কি ? সে বললেন : না। আল্লাহ্‌র কসম! আমি কিছুই পেলাম না। তিনি বললেন : দেখ যদি একটি লোহার আংটিও পাও। সে ব্যক্তি চলে গেল, এরপর ফিরে এসে বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! না, একটি লোহার আংটিও পেলাম না, কিন্তু

এ তহবন্দটি আছে, তাকে এর অর্ধেক দিতে পারি। সাহল (রা) বলেন : তার কোন চাদরও ছিল না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তোমার এ তহবন্দ দিয়ে কি করবে? যদি তুমি তা পরিধান কর, তাহলে তার গায়ে এর কিছুই থাকবে না। আর যদি সে পরিধান করে, তবে তোমার গায়ে কিছু থাকবে না। তখন ঐ লোকটি অনেক্ষণ বসে রইলো। এরপর ঐ ব্যক্তি দাঁড়িয়ে গেল এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে চলে যেতে দেখতে পেলেন। তারপর তাকে ডাকতে আদেশ করলে তাকে ডাকা হলো। সে আসলে তিনি বললেন : তোমার নিকট কুরআনের কিছু আছে কি? সে বললেন : আমার নিকট অমুক সূরা, অমুক সূরা রয়েছে, আর তা গুণে গুণে বললো। তিনি বললেন : তুমি কি তা মুখস্ত পড়তে পার? সে বললেন : হ্যাঁ। তিনি বললেন : কুরআনের যে অংশ তোমার মুখস্ত আছে, তার বিনিময় আমি এ মহিলাকে তোমার অধিকারে (বিয়েতে) দিয়ে দিলাম।

اَلتَّزْوِيْجُ عَلَى الْاِسْلَامِ

ইসলাম গ্রহণের শর্তে বিবাহ করা

٣٣٤١. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى طَلْحَةَ عَنْ اَنَسٍ قَالَ تَزَوَّجَ اَبُو طَلْحَةَ اُمَّ سُلَيْمٍ فَكَانَ صَدَاقُ مَابَيْنَهُمَا الْاِسْلَامَ اَسْلَمَتْ اُمُّ سُلَيْمٍ قَبْلَ اَبِى طَلْحَةَ فَخَطَبَهَا فَقَالَتْ اِنِّى قَدْ اَسْلَمْتُ فَاِنْ اَسْلَمْتَ نَكَحْتُكَ فَأَسْلَمَ فَكَانَ صَدَاقَ مَابَيْنَهُمَا *

৩৩৪১. কুতায়বা (র) ---- আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আবূ তালহা (রা) উম্মু সুলায়মকে বিবাহ করলেন। তাদের মধ্যকার মোহর ছিল ইসলাম। উম্মু সুলায়ম (রা) আবূ তালহা (রা)-এর পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেন। আবূ তালহা (রা) তাকে বিবাহের পয়গাম দিলে তিনি বললেন : আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি। যদি তুমি ইসলাম গ্রহণ কর, তাহলে আমি তোমাকে বিবাহ করবো। সে ইসলাম গ্রহণ করলে এটাই তাদের মোহর ধার্য হয়।

٣٣٤٢. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النَّضْرِ بْنِ مُسَاوِرٍ قَالَ اَنْبَاَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ خَطَبَ اَبُو طَلْحَةَ اُمَّ سُلَيْمٍ فَقَالَتْ وَاللّٰهِ مَامِثْلُكَ يَا اَبَا طَلْحَةَ يُرَدُّ وَلٰكِنَّكَ رَجُلٌ كَافِرٌ وَاَنَا امْرَاَةٌ مُسْلِمَةٌ وَلَا يَحِلُّ لِى اَنْ اَتَزَوَّجَكَ فَاِنْ تُسْلِمْ فَذَاكَ مَهْرِىْ وَمَا اَسْاَلُكَ غَيْرَهُ فَأَسْلَمَ فَكَانَ ذٰلِكَ مَهْرَهَا قَالَ ثَابِتٌ فَمَا سَمِعْتُ بِامْرَاَةٍ قَطُّ كَانَتْ اَكْرَمَ مَهْرًا مِنْ اُمِّ سُلَيْمٍ الْاِسْلَامَ فَدَخَلَ بِهَا فَوَلَدَتْ لَهُ *

৩৩৪২. মুহাম্মাদ ইব্‌ন নাদ্‌র ইব্‌ন মুসাবির (র) ---- আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আবূ তালহা (রা) উম্মু সুলায়ম (রা)-কে বিবাহের পয়গাম দিলে তিনি বললেন : হে আবূ তালহা! আল্লাহ্‌র কসম! তোমার মত ব্যক্তিকে ফিরিয়ে দেওয়া যায় না। কিন্তু তুমি একজন কাফির, আর আমি একজন মুসলিম মহিলা। তোমাকে বিবাহ করা আমার জন্য বৈধ নয়। যদি তুমি ইসলাম গ্রহণ কর, তাহলে তা-ই আমার মোহর হবে।

আমি তোমার কাছে এর অতিরিক্ত কিছুই চাই না। তখন তিনি ইসলাম গ্রহণ করলে তা-ই তার মোহর ধার্য হলো। সাবিত (র) বলেন : আমি কখনো এমন কোন মহিলার কথা শুনি নাই, যে মোহরের ব্যাপারে উম্মু সুলায়ম (রা) হতে উত্তম। পরে তিনি তার সাথে একান্ত নির্জনবাস করলে তিনি তাকে (স্বামীকে) সন্তান দান করেন।

اَلتَّزْوِيْجُ عَلَى الْعِتْقِ

দাসত্ব মুক্তির বিনিময়ে বিবাহ করা

٣٣٤٣. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ وَعَبْدُ الْعَزِيْزِ يَعْنِى ابْنَ صُهَيْبٍ عَنْ اَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ ح وَاَنْبَأَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ وَشُعَيْبٌ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَجَعَلَهُ صَدَاقَهَا *

৩৩৪৩. কুতায়বা (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সফিয়্যা (রা)-কে মুক্ত করে দিলেন, আর এটাকেই তিনি তাঁর মোহর ধার্য করলেন।

٣٣٤٤. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ اٰدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ح وَاَنْبَأَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ الْحَبْحَابِ عَنْ اَنَسٍ اَعْتَقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَفِيَّةَ وَجَعَلَ عِتْقَهَا مَهْرَهَا وَاللَّفْظُ لِمُحَمَّدٍ *

৩৩৪৪. মুহাম্মাদ ইব্ন রাফি' (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সফিয়্যা (রা)-কে মুক্ত করে দিলেন, আর এই মুক্ত করাকে তাঁর মোহর ধার্য করলেন[১] -এ শব্দ ভাষ্য মুহাম্মাদ (র)-এর।

عِتْقُ الرَّجُلِ جَارِيَتَهُ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا

নিজের দাসীকে মুক্তি প্রদান করে বিবাহ করা

٣٣٤٥. اَخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى زَائِدَةَ قَالَ حَدَّثَنِىْ صَالِحُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ اَبِى بُرْدَةَ بْنِ اَبِى مُوْسَى عَنْ اَبِى مُوْسَى قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَلاَثَةٌ يُؤْتَوْنَ اَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ رَجُلٌ كَانَتْ لَهُ اَمَةٌ فَاَدَّبَهَا فَاَحْسَنَ اَدَبَهَا وَعَلَّمَهَا فَاَحْسَنَ تَعْلِيْمَهَا ثُمَّ اَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا وَعَبْدٌ يُؤَدِّى حَقَّ اللّٰهِ وَحَقَّ مَوَالِيْهِ وَمُؤْمِنُ اَهْلِ الْكِتَابِ *

৩৩৪৫. ইয়াকূব ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - - আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তিন ধরনের লোক রয়েছে, যাদের দুই গুণ বিনিময় দেওয়া হবে। এক ব্যক্তি যার একটি দাসী ছিল, তাকে সে শিষ্টাচার শিক্ষা দিয়েছে এবং উত্তম ভাবে শিক্ষা দিয়েছে এবং তাকে 'ইল্‌ম-(দীন) শিক্ষা দিয়েছে এবং

---

১. এটা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জন্য খাস ছিল।

তা উত্তম ভাবে শিক্ষা দিয়েছে। এরপর সে তাকে মুক্ত করে বিবাহ (করে স্ত্রীর মর্যাদা প্রদান) করেছে। (দ্বিতীয়ত) ঐ দাস, যে আল্লাহ্র হক এবং তার মনিবের হক আদায় করে। এবং (তৃতীয়ত), আহ্লে কিতাবের মধ্যে যারা মু'মিন হয়।

٣٣٤٦. اَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِىِّ عَنْ اَبِى زُبَيْدٍ عَبْثَرُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ اَبِى بُرْدَةَ عَنْ اَبِى مُوْسَى قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَعْتَقَ جَارِيَتَهُ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فَلَهُ اَجْرَانِ *

৩৩৪৬. হান্নাদ ইব্ন সারী (র) - - - - আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি তার দাসীকে মুক্ত করে বিবাহ করে, তার জন্য দ্বিগুণ প্রতিদান রয়েছে।

اَلْقِسْطُ فِى الْاَصْدِقَةِ

মোহরের ব্যাপারে ইনসাফ করা

٣٣٤٧. اَخْبَرَنَا يُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلَى وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ * اَخْبَرَنِى يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِى عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ اَنَّهُ سَاَلَ عَائِشَةَ عَنْ قَوْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَاِنْ خِفْتُمْ اَنْ لَاتُقْسِطُوا فِى الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَاطَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ قَالَتْ يَاابْنَ اُخْتِى هِىَ الْيَتِيْمَةُ تَكُوْنُ فِى حِجْرِ وَلِيِّهَا فَتُشَارِكُهُ فِى مَالِهِ فَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا فَيُرِيْدُ وَلِيُّهَا اَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ اَنْ يُقْسِطَ فِى صَدَاقِهَا فَيُعْطِيَهَا مِثْلَ مَايُعْطِيْهَا غَيْرُهُ فَنُهُوا اَنْ يَنْكِحُوْهُنَّ اِلاَّ اَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ وَيَبْلُغُوا بِهِنَّ اَعْلَى سُنَّتِهِنَّ مِنَ الصَّدَاقِ فَاُمِرُوا اَنْ يَنْكِحُوا مَاطَابَ لَهُمْ مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهُنَّ قَالَ عُرْوَةُ قَالَتْ عَائِشَةُ ثُمَّ اِنَّ النَّاسَ اسْتَفْتَوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَعْدُ فِيْهِنَّ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ وَ يَسْتَفْتُوْنَكَ فِى النِّسَاءِ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِيْهِنَّ اِلَى قَوْلِهِ وَتَرْغَبُوْنَ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ قَالَتْ عَائِشَةُ وَالَّذِىْ ذَكَرَ اللّٰهُ تَعَالَى اَنَّهُ يُتْلَى فِى الْكِتَابِ الْاٰيَةُ الْاُوْلَى الَّتِى فِيْهَا وَاِنْ خِفْتُمْ اَنْ لاَ تُقْسِطُوا فِى الْيَتَامَى فَانْكِحُوْا مَاطَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ قَالَتْ عَائِشَةُ وَقَوْلُ اللّٰهِ فِى الْاٰيَةِ الْاُخْرَى وَتَرْغَبُوْنَ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ رَغْبَةَ اَحَدِكُمْ عَنْ يَتِيْمَتِهِ الَّتِى تَكُوْنُ فِى حَجْرِهِ حِيْنَ تَكُوْنُ قَلِيْلَةَ الْمَالِ وَالْجَمَالِ فَنُهُوا اَنْ يَنْكِحُوا مَا رَغِبُوا فِى مَالِهَا مِنْ يَتَامَى النِّسَاءِ اِلاَّ بِالْقِسْطِ مِنْ اَجْلِ رَغْبَتِهِمْ عَنْهُنَّ *

৩৩৪৭. ইউনুস ইব্ন আবদুল আ'লা এবং সুলায়মান ইব্ন দাউদ (র) - - - - উরওয়া ইব্ন যুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি আয়েশা (রা)-কে আল্লাহ্র এ বাণী :

وَاِنْ خِفْتُمْ اَنْ لاَتُقْسِطُوْا فِى الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَاطَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ *

(অর্থ : তোমরা যদি আশংকা কর যে, তোমরা ইয়াতীম মেয়েদের প্রতি সুবিচার করতে পারবে না, তবে বিবাহ করবে নারীদের থেকে যাকে তোমাদের ভাল লাগে.....। (৪ : ৩)) সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছিলেন । তিনি বলেন : হে আমার ভাগ্নে। আয়াতে ঐ ইয়াতীম সম্পর্কে বলা হয়েছে যে তার অভিভাবকের ক্রোড়ে পালিত হচ্ছে, এবং সে তার মালে অংশীদার হয়ে যায়। ফলে তার মাল ও সৌন্দর্য তাকে আকৃষ্ট করে এবং অভিভাবক তাকে তার মোহরে ইনসাফ করা ব্যতীত বিবাহ্ করতে ইচ্ছা করে এবং তাকে ঐ মোহরও দিতে চায় না, যা তাকে অন্যরা দিতে চায়। অতএব তাদের প্রতি ইন্সাফ করা ব্যতীত এবং তাদের ক্ষেত্রে মোহরের প্রচলিত সর্বোচ্চ হার তাদেরকে আদায় করা ব্যতীত, তাদেরকে বিবাহ্ করতে নিষেধ করা হয়েছে। আর তাদের ব্যতীত অন্য যে নারী তাদের পছন্দ হয়, তাদেরকে বিবাহ করতে আদেশ করা হয়েছে। উরওয়া (রা) বলেন, আয়েশা (রা) বলেছেন : এরপর লোকেরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট তাদের ব্যাপারে সমাধান চাইলে, মহান মহিয়ান আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন :

وَيَسْتَفْتُوْنَكَ فِى النِّسَاءِ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ اِلَى قَوْلِهِ وَتَرْغَبُوْنَ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ *

(অর্থ : লোকেরা আপনার নিকট নারীদের বিষয়ে ব্যবস্থা জানতে চায়। বলুন : আল্লাহ্ তোমাদেরকে তাদের সম্বন্ধে ব্যবস্থা জানাচ্ছেন....অথচ তোমরা তাদের বিবাহ করতে চাও.....। (৪ : ১২৭)

আয়েশা (রা) বলেন : আল্লাহ্ তা'আলা যে উল্লেখ করেছেন যে, 'যা কিতাবে তিলাওয়াত করা হয়, তাহলো প্রথম আয়াত যাতে রয়েছে :

وَاِنْ خِفْتُمْ اَنْ لاَّتُقْسِطُوْا فِى الْيَتَامٰى فَانْكِحُوا مَاطَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ *

আয়েশা (রা) বলেন, অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলার বাণী হলো : وَتَرْغَبُوْنَ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ (অর্থাৎ তোমাদের কারও ক্রোড়ে যে ইয়াতীম মেয়ে রয়েছে যখন সে স্বল্প সম্পদের মালিক ও স্বল্প সৌন্দর্যশীলা হয়, তাদের প্রতি তোমাদের মন আকৃষ্ট হয় না। এ কারণে ইয়াতীম মেয়েদের মধ্যে যার মালের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তাদেরকে বিবাহ্ করতে নিষেধ করা হয়েছে, ইন্সাফ ব্যতীত।

٣٣٤٨. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِى سَلَمَةَ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَتْ فَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى اثْنَتَىْ عَشْرَةَ اُوْقِيَّةً وَنَشٍّ وَذٰلِكَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ *

৩৩৪৮. ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র) - - - - আবূ সালামা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করেছিলাম। তিনি বললেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সাড়ে বার উকিয়ায় বিবাহ করেছেন, আর এর পরিমাণ পাঁচশ' দিরহাম।[১]

٣٣٤٩. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ مُوْسَى بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ الصَّدَاقُ اِذْ كَانَ فِيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَشْرَةَ اَوَاقٍ *

---

১. এক উকিয়া হচ্ছে চল্লিশ দিরহাম।

৩৩৪৯. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুবারক (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন আমাদের মধ্যে ছিলেন, তখনকার মোহর ছিল দশ উকিয়া।

٣٣٥٠. اَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ بْنِ اِيَاسِ بْنِ مُقَاتِلِ ابْنِ مُشَمْرِخِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَيُّوْبَ وَابْنِ عَوْنٍ وَسَلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ وَهِشَامِ بْنِ حَسَّانَ دَخَلَ حَدِيْثُ بَعْضِهِمْ فِى بَعْضٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ سَلَمَةُ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ نُبِّئْتُ عَنْ اَبِى الْعَجْفَاءِ وَقَالَ الْاٰخَرُوْنَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِى الْعَجْفَاءِ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ اَلَا لَاتَغْلُوا صُدُقَ النِّسَاءِ فَاِنَّهُ لَوْ كَانَ مَكْرُمَةً وَفِى الدُّنْيَا اَوْ تَقْوَى عِنْدَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ كَانَ اَوْلَاكُمْ بِهِ النَّبِىُّ ﷺ مَا اَصْدَقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ امْرَاَةً مِنْ نِسَائِهِ وَلَا اُصْدِقَتِ امْرَاَةٌ مِنْ بَنَاتِهِ اَكْثَرَ مِنْ ثِنْتَىْ عَشْرَةَ اُوْقِيَّةً وَاِنَّ الرَّجُلَ لَيُغْلِى بِصَدُقَةِ امْرَاَتِهِ حَتَّى يَكُوْنَ لَهَا عَدَاوَةٌ فِى نَفْسِهِ وَحَتَّى يَقُوْلَ كُلِّفْتُ لَكُمْ عِلَقَ الْقِرْبَةِ وَكُنْتُ غُلَامًا عَرَبِيًّا مُوَلَّدًا فَلَمْ اَدْرِ مَاعِلَقُ الْقِرْبَةِ قَالَ وَاُخْرَى يَقُوْلُوْنَهَا لِمَنْ قُتِلَ فِى مَغَازِيْكُمْ اَوْ مَاتَ قُتِلَ فُلَانٌ شَهِيْدًا اَوْ مَاتَ فُلَانٌ شَهِيْدًا وَلَعَلَّهُ اَنْ يَكُوْنَ قَدْ اَوْقَرَ عَجُزَ دَابَّتِهِ اَوْدَفَّ رَاحِلَتِهِ ذَهَبًا اَوْوَرِقًا يَطْلُبُ التِّجَارَةَ فَلَا تَقُوْلُوْا ذَاكُمْ وَلٰكِنْ قُوْلُوْا كَمَا قَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَنْ قُتِلَ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوْمَاتَ فَهُوَ فِى الْجَنَّةِ *

৩৩৫০. আলী ইব্‌ন হুজ্‌র ইব্‌ন ইয়াস ইব্‌ন মুকাতিল ইব্‌ন মুশাম্‌রিখ ইব্‌ন খালিদ (র) - - - - আবুল আজফা (র) বলেন, উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) বলেছেন : সাবধান! তোমরা নারীর মোহরের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করো না, কেননা যদি তা দুনিয়ায় উত্তম কার্য হতো, তাহলে তোমাদের চেয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার অধিক উপযুক্ত ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর কোন স্ত্রীকে বা তার কন্যাদের কারও বার উকিয়ার অধিক মোহর দেননি। কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে অধিক মোহর দান করে, শেষ পর্যন্ত ঐ স্ত্রীলোকের প্রতি ঐ ব্যক্তির অন্তরে বিদ্বেষের সৃষ্টি হয়। এমন কি সে বলে, তোমার জন্য আমি কাঁধে মশক বহনে বাধ্য হয়েছি (অনেক কষ্ট সহ্য করেছি)। রাবী বলেন, আমি ছিলাম জন্ম সূত্রে আরবী, বংশ ধারায় অ-আরবী। তাই عِلَقَ الْقِرْبَةِ কথাটির মর্ম তা আমি বুঝতে পারলাম না। আর একটি বিষয় : তোমাদের যুদ্ধে যারা নিহত হয়, অথবা মারা যায়। লোকেরা বলে যে, সে শহীদ হিসাবে মারা গেছে, অথচ সম্ভবত সে তার বাহনের পিঠে অথবা হাওদার এক প্রান্তে স্বর্ণ ও চাঁদির বোঝা চাপিয়ে দিয়েছে, বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে। তাই তোমরা ঐ কথা (শহীদি মৃত্যু হয়েছে) না বলে এরূপ বল, যেরূপ নবী ﷺ বলেছেন, তা হলো এই : যে আল্লাহ্‌র রাস্তায় নিহত হয় অথবা মারা যায়, সে জান্নাতে (প্রবেশ করবে)।

٣٣٥١. اَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّوْرِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيْقٍ قَالَ اَنْبَأَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ اُمِّ حَبِيْبَةَ اَنَّ رَسُوْلَ

اللّٰهِ ﷺ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ زَوَّجَهَا النَّجَاشِيُّ وَأَمْهَرَهَا أَرْبَعَةَ آلَافٍ وَجَهَّزَهَا مِنْ عِنْدِهِ وَبَعَثَ بِهَا مَعَ شُرَحْبِيلَ بْنِ حَسَنَةَ وَلَمْ يَبْعَثْ إِلَيْهَا رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ بِشَيْءٍ وَكَانَ مَهْرُ نِسَائِهِ أَرْبَعَمِائَةِ دِرْهَمٍ *

৩৩৫১. আব্বাস ইব্ন মুহাম্মাদ দাওরী (র) - - - - উম্মু হাবীবা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন তাঁকে বিবাহ করেন, তখন তিনি ছিলেন হাবশায়। (হাবশার বাদশাহ) নাজ্জাশী তাকে বিবাহ দেন এবং তাঁর মোহর আদায় করেন চার হাজার দিরহাম এবং তাঁর নিজের পক্ষ হতে বিবাহ উপঢৌকন প্রদান করেন। আর তাঁকে ঐ সকল দিয়ে শুরাহবীল ইব্ন হাসানা (রা)-এর সাথে পাঠিয়ে দেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর নিকট কিছুই পাঠাননি। আর তাঁর অন্যান্য স্ত্রীদের মোহর ছিল চারশত দিরহাম।

اَلتَّزْوِيْجُ عَلَى نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ

(খেজুরের) দানা পরিমাণ স্বর্ণের বিনিময়ে বিবাহ

٣٣٥٢. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لِمُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيْلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ عَوْفٍ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَبِهِ أَثَرُ الصُّفْرَةِ فَسَأَلَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَمْ سُقْتَ إِلَيْهَا قَالَ زِنَةَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ *

৩৩৫২. মুহাম্মাদ ইব্ন সালামা এবং হারিস ইব্ন মিসকীন (র) - - - - আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, আবদুর রহমান ইব্ন আউফ (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর খিদমতে উপস্থিত হলেন, তখন তাঁর শরীরে (বিবাহের) হলুদাভার চিহ্ন অবশিষ্ট ছিল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে (এ ব্যাপারে) প্রশ্ন করলে তিনি তাঁকে জানালেন যে, তিনি এক আনসারী নারীকে বিবাহ করেছেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তাকে কত মোহর প্রদান করেছ ? তিনি বললেন : (খেজুরের) একদানা পরিমাণ স্বর্ণ। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : একটা ছাগল দ্বারা হলেও ওয়ালীমা কর।

٣٣٥٣. أَخْبَرَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ صُهَيْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُوْلُ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ رَآنِي رَسُوْلُ ﷺ وَعَلَيَّ بَشَاشَةُ الْعُرْسِ فَقُلْتُ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ كَمْ أَصْدَقْتَهَا قَالَ زِنَةَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ *

৩৩৫৩. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - - আবদুল আযীয ইব্ন সুহায়ব (র) বর্ণনা করেন যে, আমি আনাস (রা)-কে বলতে শুনেছি, আবদুর রহমান ইব্ন আউফ (রা) বলেছেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন আমাকে দেখলেন, তখন আমার মধ্যে ছিল বিবাহের আনন্দভাব। আমি বললাম : (প্রশ্নের উত্তরে) আমি এক আনসারী নারীকে বিবাহ করেছি। তিনি বললেন : তাকে কত মোহর দিয়েছ? আমি বললাম : একদানা পরিমাণ স্বর্ণ।

٣٣٥٤. اَخْبَرَنَا هِلاَلُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِى عَمْرُوْ بْنُ شُعَيْبٍ ح وَاَخْبَرَنِى عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ تَمِيمٍ قَالَ سَمِعْتُ حَجَّاجًا يَقُوْلُ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اَيُّمَا امْرَاَةٍ نُكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ اَوْ حِبَاءٍ اَوْ عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لِمَنْ اَعْطَاهُ وَاَحَقُّ مَا اُكْرِمَ عَلَيْهِ الرَّجُلُ ابْنَتُهُ اَوْ اُخْتُهُ اللَّفْظُ لِعَبْدِ اللّٰهِ *

৩৩৫৪. হিলাল ইব্ন আলা (র) - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে নারীকে বিবাহ দেয়া হয়েছে মোহরের বিনিময়ে অথবা দানে অথবা বিবাহের আকদের পূর্বে কোন প্রতিশ্রুতিতে তা তারই; আর যা আকদের পরে দেয়া হয়, তা যে দান করেছে তার এবং পুরুষকে যা দ্বারা সম্মানিত করা হয়, তার কন্যা বা বোন তার হকদার।

اِبَاحَةُ التَّزَوُّجِ بِغَيْرِ صَدَاقٍ

মোহর ব্যতীত বিবাহ

٣٣٥٥. اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ سَعِيدٍ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ زَائِدَةَ بْنِ قُدَامَةَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ وَالاَسْوَدِ قَالاَ اُتِىَ عَبْدُ اللّٰهِ فِى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَاَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا فَتُوُفِّىَ قَبْلَ اَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ سَلُوا هَلْ تَجِدُوْنَ فِيهَا اَثَرًا قَالُوا يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ مَا تَجِدُ فِيهَا يَعْنِى اَثَرًا قَالَ اَقُوْلُ بِرَاْيِى فَاِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنَ اللّٰهِ لَهَا كَمَهْرِ نِسَائِهَا لاَ وَكْسَ وَلاَ شَطَطَ وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ اَشْجَعَ فَقَالَ فِى مِثْلِ هٰذَا قَضَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِينَا فِى امْرَاَةٍ يُقَالُ لَهَا بِرْوَعُ بِنْتُ وَاشِقٍ تَزَوَّجَتْ رَجُلاً فَمَاتَ قَبْلَ اَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَقَضَى لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِمِثْلِ صَدَاقِ نِسَائِهَا وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ فَرَفَعَ عَبْدُ اللّٰهِ يَدَيْهِ وَكَبَّرَ قَالَ اَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ لاَ اَعْلَمُ اَحَدًا قَالَ فِى هٰذَا الْحَدِيثِ الاَسْوَدُ غَيْرَ زَائِدَةَ *

৩৩৫৫. আবদুর রহমান ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুর রহমান (র) - - - - আলকামা এবং আসওয়াদ (রা) হতে বর্ণিত, তারা বলেন : আবদুল্লাহ্ (রা)-এর নিকট এক ব্যক্তি সম্পর্কে উত্থাপন করা হলো যে, সে জনৈকা নারীকে বিবাহ করেছে, অথচ সে তার কোন মোহর ধার্য করেনি। আর সে ব্যক্তি সহবাস করার পূবেই মারা গেছে। আবদুল্লাহ্ (রা) বললেন, তোমরা (লোকদের) জিজ্ঞাসা কর এ বিষয় সম্পর্কে। তোমরা কি কোন উদ্ধৃতি (হাদীস) পাচ্ছ ? তারা বললেন : হে আবূ আবদুর রহমান! আমরা এ বিষয়ে কোন হাদীছ পাচ্ছি না। তিনি বললেন : আমি আমার চিন্তা অনুযায়ী বলছি, যদি তা সঠিক হয়, তবে তা আল্লাহ্র পক্ষ হতে। তার মোহর হলো তার মত নারীদের মোহরের অনুরূপ। তা হতে বেশিও হবে না এবং কমও হবে না। সে মীরাছ পাবে, এবং তার ইদ্দত পালন করতে হবে। তখন আশ্জা গোত্রের এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললেন : আমাদের এক মহিলার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এমনই ফায়সালা দেন যার নাম ছিল বিরওয়া' বিন্ত ওয়াশিক। সে এক পুরুষকে বিবাহ করেছিল এবং সহবাসের পূর্বেই তার স্বামী ইন্তিকাল করে। তার জন্যও রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার মত নারীদের অনুরূপ করেন। আর তার জন্য মীরাছ এবং ইদ্দত পালনও ধার্য করেন। একথা শুনে আবদুল্লাহ্ (রা) তাঁর দু'হাত উত্তোলন করে তাকবীর অর্থাৎ আল্লাহু আকবার বলেন। আবূ আবদুর রহমান (র) বলেন : এ হাদীসে যায়দা মোহরের ফায়সালা প্রদান ব্যতীত আর কাউকেও আসওয়াদের নাম উল্লেখ করতে শুনিনি।

٣٣٥٦. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّهُ اُتِىَ فِى اِمْرَاَةٍ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ فَمَاتَ عَنْهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَاخْتَلَفُوْا اِلَيْهِ قَرِيْبًا مِنْ شَهْرٍ لاَيُفْتِيْهِمْ ثُمَّ قَالَ اَرٰى لَهَا صَدَاقَ نِسَائِهَا لاَ وَكْسَ وَلاَ شَطَطَ وَلَهَا الْمِيْرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ فَشَهِدَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانَ الاَشْجَعِىُّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَضٰى فِى بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ بِمِثْلِ مَاقَضَيْتَ ◆

৩৩৫৬. আহমাদ ইব্ন সুলায়মান (র) - - - - আবদুল্লাহ্ (রা) হতে বর্ণিত, তাঁর নিকট এক মহিলার বিষয়ে উত্থাপন করা হলো, যাকে একজন পুরুষ বিবাহ করে ইনতিকাল করে। আর তার জন্য কোন মোহরও ধার্য করেনি এবং তার সাথে সহবাসও করেনি। লোকেরা তাঁর নিকট প্রায় একমাস যাবৎ যাতায়াত করতে লাগলো। তিনি তাকে কোন সমাধান দিচ্ছিলেন না। এরপর তিনি বললেন, আমার মতে তার জন্য তার মত নারীদের মোহর হবে; বেশিও না এবং কমও না। আর সে মীরাছ পাবে এবং তাকে ইদ্দত পালন করতে হবে। তখন মা'কিল ইব্ন সিনান আশজা'ঈ (রা) সাক্ষ্য দিলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বিরওয়া' বিন্ত ওয়াশিক-এর ব্যাপারে আপনার মতই ফায়সালা দিয়েছিলেন।

٣٣٥٧. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ ابْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ فِرَاسٍ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ فِى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَاَةً فَمَاتَ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا قَالَ لَهَا الصَّدَاقُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَهَا الْمِيْرَاثُ فَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانَ فَقَدْ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ قَضٰى بِهِ فِى بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ ◆

৩৩৫৭. ইসহাক ইব্‌ন মানসূর (র) - - - - আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি কোন এক মহিলাকে বিবাহ করে মৃত্যুবরণ করে, সে তার জন্য কোন মোহরও ধার্য করেনি এবং তার সাথে সহবাসও করেনি। এ মহিলা সম্পর্কে তিনি বলেন : তাকে মোহর দিতে হবে এবং তাকে ইদ্দত পালন করতে হবে এবং সে মীরাছও পাবে। মা'কিল ইব্‌ন সিনান (রা) বললেন : আমি নবী ﷺ বিরওয়া' বিন্‌ত ওয়াশিকের ব্যাপারে এরূপ ফায়সালা দিতে শুনেছি।

٣٣٥٨: اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ ابْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ مِثْلَهُ *

৩৩৫৮. ইসহাক ইব্‌ন মানসূর (র) - - - - 'আলকামা (রা) সূত্রে আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত রয়েছে।

٣٣٥٩. اَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ اَبِى هِنْدٍ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّهُ اَتَاهُ قَوْمٌ فَقَالُوا اِنَّ رَجُلاً مِنَّا تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ يَجْمَعْهَا اِلَيْهِ حَتّٰى مَاتَ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ مَاسُئِلْتُ مُنْذُ فَارَقْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَشَدَّ عَلَىَّ مِنْ هٰذِهِ فَاْتُوا غَيْرِى فَاخْتَلَفُوا اِلَيْهِ فِيْهَا شَهْرًا ثُمَّ قَالُوا لَهُ فِى اٰخِرِ ذٰلِكَ مَنْ نَسْأَلُ اِنْ لَمْ نَسْأَلْكَ وَاَنْتَ مِنْ جِلَّةِ اَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ بِهٰذَا الْبَلَدِ وَلاَنَجِدُ غَيْرَكَ قَالَ سَأَقُوْلُ فِيْهَا بِجَهْدِ رَأْيِى فَاِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنَ اللّٰهِ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ وَاِنْ كَانَ خَطَأً فَمِنِّى وَمِنَ الشَّيْطَانِ وَاللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ مِنْهُ بُرَآءٌ اُرٰى اَنْ اَجْعَلَ لَهَا صَدَاقَ نِسَائِهَا لاَ وَكْسَ وَلاَ شَطَطَ وَلَهَا الْمِيْرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَعَشْرًا قَالَ وَذٰلِكَ بِسَمْعِ اُنَاسٍ مِنْ اَشْجَعَ فَقَامُوا فَقَالُوا نَشْهَدُ اَنَّكَ قَضَيْتَ بِمَا قَضٰى بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى امْرَأَةٍ مِنَّا يُقَالُ لَهَا بِرْوَعُ بِنْتُ وَاشِقٍ قَالَ فَمَا رُوِىَ عَبْدُ اللّٰهِ فَرِحَ فَرْحَةً يَوْمَئِذٍ اِلاَّ بِاِسْلاَمِهِ *

৩৩৫৯. আলী ইব্‌ন হুজ্‌র (র) - - - - আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত যে, তাঁর নিকট একদল লোক এসে বললেন : আমাদের এক ব্যক্তি কোন মোহর ধার্য না করে এক নারীকে বিবাহ করে মৃত্যুবরণ করেছে এবং সে তার সাথে সহবাসও না করেনি। আবদুল্লাহ্ (রা) বললেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর ইনতিকালের পরে এর চাইতে কোন কঠিন ব্যাপারে আমাকে প্রশ্ন করা হয়নি। তোমরা আমাকে বাদ দিয়ে অন্য কারও নিকট যাও। তারা একমাস যাবৎ এ ব্যাপারে তাঁর নিকট যাতায়াত করতে রইলো। এরপর তারা তাঁকে বললেন : আপনাকে জিজ্ঞাসা না করে আর কাকে জিজ্ঞাসা করবো ? আপনি হলেন, এ শহরে— মুহাম্মাদ ﷺ এর বিশিষ্ট সাহাবীদের অন্যতম। আপনাকে ব্যতীত আর কাউকেও আমরা পাচ্ছি না। তিনি বললেন, আচ্ছা এ ব্যাপারে আমার চিন্তায় যা আসে, তা আমি বলছি; যদি তা সঠিক হয় তবে তা আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে, যিনি এক ও একক, যার কোন শরীক নেই, আর যদি ভুল হয়, তবে তা আমার পক্ষ হতে, আর শয়তানের পক্ষ হতে। আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল এ

ব্যাপারে দায়মুক্ত। আমার মতে, তার জন্য তার সমপর্যায়ের নবীদের অনুরূপ মোহর (মোহরে মীছাল) হবে, কোন প্রকার কম ও বেশী ব্যতীত; সে মীরাছ পাবে এবং তাকে চার মাস দশ দিন ইদ্দত পালন করতে হবে। বর্ণনাকারী বলেন, এ ফায়সালা আশজা গোত্রের কয়েকজন লোক শুনলো এবং তারা দাঁড়িয়ে বললেন : আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনি এমন ফায়সালা দিলেন, যেমন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বিরওয়া বিন্‌ত ওয়াশিক নাম্নী আমাদের এক মহিলার ব্যাপারে ফায়সালা দিয়েছিলেন। আবদুল্লাহ্ (রা)-কে সেদিন যেমন আনন্দিত দেখা গিয়েছিল, তার ইসলাম গ্রহণের ঘটনা ব্যতীত আর কোন দিন এত আনন্দিত দেখা যায়নি।

بَابُ هِبَةِ الْمَرْأَةِ نَفْسَهَا الرَّجُلَ بِغَيْرِ صَدَاقٍ

পরিচ্ছেদ : মোহর ব্যতীত কোন মহিলার নিজকে কোন পুরুষকে দান করা

٣٣٦٠. اَخْبَرَنَا هٰرُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ اَبِى حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّى قَدْ وَهَبْتُ نَفْسِى لَكَ فَقَامَتْ قِيَامًا طَوِيْلاً فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ زَوِّجْنِيْهَا اِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هَلْ عِنْدَكَ شَىْءٌ قَالَ مَا اَجِدُ شَيْئًا قَالَ الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتِمًا مِنْ حَدِيْدٍ فَالْتَمَسَ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْاٰنِ شَىْءٌ قَالَ نَعَمْ سُوْرَةُ كَذَا وَسُوْرَةُ كَذَا لِسُوَرٍ سَمَّاهَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَدْ زَوَّجْتُكَهَا عَلَى مَامَعَكَ مِنَ الْقُرْاٰنِ *

৩৩৬০. হারূন ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) - - - - সাহল ইব্‌ন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট এক মহিলা এসে বলল : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি আমাকে আপনার জন্য হিবা (দান) করলাম। এ কথা বলে সে, অনেক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো। তখন এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললেন : যদি আপনার তার প্রতি প্রয়োজন না থাকে, তবে তাকে আমার নিকট বিবাহ দিন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তোমার নিকট কি কিছু আছে ? সে বললেন : আমার নিকট কিছুই নেই। তিনি বললেন : তালাশ করে দেখ, যদি একটা লোহার আংটিও পাও। সে ব্যক্তি তালাশ করে কিছুই পেল না। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে বললেন : তোমার কি কুরআনের কিছু অংশ জানা আছে ? সে ব্যক্তি কয়েকটি সূরার নাম নিয়ে বললেন : এ সূরা, এ সূরা। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তোমার কুরআনের যা জানা আছে, তার উপর তোমাকে তার সাথে বিবাহ দিলাম।

بَابُ اِحْلاَلِ الْفَرْجِ

পরিচ্ছেদ : লজ্জাস্থান হালাল করা

٣٣٦١. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِى بِشْرٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ عُرْفُطَةَ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ فِى الرَّجُلِ يَأْتِى جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ قَالَ اِنْ كَانَتْ اَحَلَّتْهَا لَهُ جَلَدْتُهُ مِائَةً وَاِنْ لَمْ تَكُنْ اَحَلَّتْهَا لَهُ رَجَمْتُهُ *

৩৩৬১. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র) - - - - নু'মান ইব্ন বশীর (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন ঐ ব্যক্তি সম্বন্ধে, যে তার স্ত্রীর বাঁদীর সাথে সহবাস করেছিল। তিনি বললেন : যদি সে তাকে তার জন্য হালাল করে থাকে, তবে আমি তাকে একশত চাবুক লাগাব। আর যদি সে তা তার জন্য হালাল না করে থাকে, তবে আমি তাকে রজম করব।

٣٣٦٢. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَبَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبَانُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ خَالِدِ بْنِ عُرْفُطَةَ عَنْ حَبِيْبِ ابْنِ سَالِمٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ اَنَّ رَجُلاً يُقَالُ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ حُنَيْنٍ وَيُنْبَزُ قُرْقُوْرًا اَنَّهُ وَقَعَ بِجَارِيَةِ امْرَأَتِهِ فَرُفِعَ اِلَى النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ فَقَالَ لأَقْضِيَنَّ فِيْهَا بِقَضِيَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِنْ كَانَتْ اَحَلَّتْهَا لَكَ جَلَدْتُكَ وَاِنْ لَمْ تَكُنْ اَحَلَّتْهَا لَكَ رَجَمْتُكَ بِالْحِجَارَةِ فَكَانَتْ اَحَلَّتْهَا لَهُ فَجُلِدَ مِائَةً قَالَ قَتَادَةُ فَكَتَبْتُ اِلَى حَبِيْبِ بْنِ سَالِمٍ فَكَتَبَ اِلَىَّ بِهٰذَا *

৩৩৬২. মুহাম্মাদ ইব্ন মা'মার (র) - - - - নু'মান ইব্ন বশীর (রা) হতে বর্ণিত, আবদুর রহমান ইব্ন হুনায়ন —যার ব্যাংগ নাম ছিল কুরকুর— তার স্ত্রীর বাঁদীর সাথে সঙ্গমে লিপ্ত হলে নু'মান ইব্ন বশীর (রা)-এর নিকট তার বিচার আনা হল। তিনি বললেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ফায়সালা অনুযায়ী তোমার ফায়সালা করবো। যদি সে তোমার জন্য তা বৈধ করে থাকে, তাবে তোমাকে বেত্রাঘাত করবো, আর যদি সে তোমার জন্য তা বৈধ না করে থাকে, তবে তোমাকে প্রস্তরাঘাতে (রজম করে) মেরে ফেলবো। দেখা গেল, সে তাকে তার জন্য বৈধ করেছিল। সে জন্য তিনি একশত চাবুক লাগালেন। কাতাদা (র) বলেন : আমি এ ব্যাপারে হাবীব ইব্ন সালিম-এর নিকট লিখলে, তিনিও আমার নিকট অনুরূপই লিখেন।

٣٣٦٣. اَخْبَرَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا عَارِمُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِى عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فِى رَجُلٍ وَقَعَ بِجَارِيَةِ امْرَأَتِهِ اِنْ كَانَتْ اَحَلَّتْهَا لَهُ فَاَجْلِدْهُ مِائَةً وَاِنْ لَمْ تَكُنْ اَحَلَّتْهَا لَهُ فَارْجُمْهُ *

৩৩৬৩. আবূ দাউদ (র) - - - - নু'মান ইব্ন বশীর (রা) হতে বর্ণিত, যে ব্যক্তি তার স্ত্রীর বাঁদীর সাথে সঙ্গমে লিপ্ত হয়, তার সম্বন্ধে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যদি সে (স্ত্রী) তাকে (বাঁদীকে) তার জন্য বৈধ করে থাকে, তবে তাকে একশত বেত্রাঘাত কর, আর যদি সে তাকে তার জন্য বৈধ না করে থাকে, তবে তাকে রজম কর।

٣٣٦٤. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ قَبِيْصَةَ بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ قَالَ قَضَى النَّبِىُّ ﷺ فِى رَجُلٍ وَطِىءَ

جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ اِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَهِىَ حُرَّةٌ وَعَلَيْهِ لِسَيِّدَتِهَا مِثْلُهَا وَاِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَهِىَ لَهُ وَعَلَيْهِ لِسَيِّدَتِهَا مِثْلُهَا *

৩৩৬৪. মুহাম্মাদ ইব্‌ন রাফি (র) ---- সালামা ইব্‌ন মুহাব্বাক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঐ ব্যক্তির ব্যাপারে ফায়সালা দিয়েছিলেন, যে ব্যক্তি তার স্ত্রীর বাঁদীর সাথে সঙ্গমে লিপ্ত হয়েছে, যদি সে ব্যক্তি তার প্রতি বল প্রয়োগ করে থাকে, তবে এ বাঁদী আযাদ হয়ে যাবে এবং ঐ ব্যক্তির উপর ঐ বাঁদীর মালিককে এর মত একটি (বাঁদীর মূল্য) দিতে হবে। আর যদি সে (বাঁদী) তার অনুগত হয়ে (সেচ্ছায় করে) থাকে তা হলে ঐ বাঁদী ঐ ব্যক্তিরই হয়ে যাবে। সে ব্যক্তির উপর ঐ বাঁদীর মালিককে অনুরূপ একটা বাঁদী (র মূল্য) দেয়া ওয়াজিব হবে।

٣٣٦٥. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بَزِيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبَّقِ اَنَّ رَجُلاً غَشِىَ جَارِيَةً لاِمْرَأَتِهِ فَرُفِعَ ذٰلِكَ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَهِىَ حُرَّةٌ مِنْ مَالِهِ وَعَلَيْهِ الشَّرْوَى لِسَيِّدَتِهَا وَاِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَهِىَ لِسَيِّدَتِهَا وَمِثْلُهَا مِنْ مَالِهِ *

৩৩৬৫. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন বাযী' (র) ---- সালামা ইব্‌ন মুহাব্বাক (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি তার স্ত্রীর বাঁদীর সাথে সহবাস করলো। এ বিষয়টি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট উত্থাপন করা হলে তিনি বললেন : যদি ঐ ব্যক্তি তাকে বল প্রয়োগ করে থাকে, তবে ঐ বাঁদী ঐ ব্যক্তির মাল দ্বারা মুক্ত হয়ে যাবে, এবং তার উপর অনুরূপ (সমপরিমাণ) জরিমানা, আর যদি সে (বাঁদী) তার আনুগত্য করে (স্বেচ্ছায় করে) থাকে তবে সে তার মালিকের থাকবে এবং তার অনুরূপ এ (পুরুষের) সম্পর্ক থেকে দেয়া হবে।

تَحْرِيْمُ الْمُتْعَةِ

মুত'আ[১] হারাম হওয়া সম্পর্কে

٣٣٦٦. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنِى الزُّهْرِىُّ عَنِ الْحَسَنِ وَعَبْدِ اللّٰهِ ابْنَىْ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْهِمَا اَنَّ عَلِيًّا بَلَغَهُ اَنَّ رَجُلاً لاَيَرَى بِالْمُتْعَةِ بَاْسًا فَقَالَ اِنَّكَ تَائِهٌ اَنَّهُ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْهَا وَعَنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ الْاَهْلِيَّةِ يَوْمَ خَيْبَرَ *

৩৩৬৬. আমর ইব্‌ন আলী (র) ---- হাসান এবং আবদুল্লাহ্ নামক মুহাম্মদের দুইপুত্র তাদের পিতার মাধ্যমে বর্ণনা করেন, আলী (রা)-এর নিকট সংবাদ পৌঁছালো যে, এক ব্যক্তি মুত্‌আয় (অস্থায়ী বিয়েতে) কোন প্রকার ক্ষতি (অবৈধতা) মনে করে না। তখন তিনি বললেন : তুমি একজন পথভ্রষ্ট লোক। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খায়বরের দিন আমাকে তা হতে নিষেধ করেছেন এবং গৃহপালিত গাধার গোশত হতে।

---

১. কোন নারীকে কিছু মালের বিনিময়ে নির্ধারিত সময়ের জন্য ভোগের উদ্দেশ্যে (বিবাহ) করা। এরূপ বিবাহ হারাম।

٣٣٦٧. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ اَنْبَأَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ وَالْحَسَنِ ابْنَىْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِىٍّ عَنْ اَبِيْهِمَا عَنْ عَلِىِّ ابْنِ اَبِى طَالِبٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرٍ وَعَنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ الْاِنْسِيَّةِ *

৩৩৬৭. মুহাম্মাদ ইব্ন সালামা এবং হারিস ইব্ন মিসকীন (র) - - - - আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খায়বরের দিন নারীদের সাথে মুত্'আ করা এবং পালিত গাধার গোশত নিষেধ করেছেন।

٣٣٦٨. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالُوا اَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيْدٍ يَقُوْلُ اَخْبَرَنِى مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ اَنَّ ابْنَ شِهَابٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ وَالْحَسَنَ ابْنَىْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِىٍّ اَخْبَرَاهُ اَنَّ اَبَاهُمَا مُحَمَّدَ بْنَ عَلِىٍّ اَخْبَرَهُمَا اَنَّ عَلِىَّ بْنَ اَبِى طَالِبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرٍ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى يَوْمَ حُنَيْنٍ وَقَالَ هٰكَذَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ مِنْ كِتَابِهِ *

৩৩৬৮. আমর ইব্ন আলী, মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার এবং মুহাম্মাদ ইব্ন মুসান্না (র) - - - - মালিক ইব্ন আনাস অবহিত করেছেন যে, ইব্ন শিহাব (র) তাঁকে অবহিত করেছেন, মুহাম্মাদ ইব্ন আলীর দুই ছেলে আবদুল্লাহ্ এবং হাসান তাকে অবহিত করেছেন যে, তাদের পিতা মুহাম্মাদ ইব্ন আলী তাদের অবহিত করেছেন : আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খায়বরের দিন মেয়েদের সাথে মুত্'আ করা হতে নিষেধ করেছেন। ইব্ন মুসান্না (র) বলেছেন : হুনায়নের দিন। তিনি বলেন, আবদুল ওয়াহ্হাব তার কিতাব থেকে আমাদের নিকট এমনই বর্ণনা করেছেন।

٣٣٦٩. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ الرَّبِيْعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِىِّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ اَذِنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالْمُتْعَةِ فَانْطَلَقْتُ اَنَا وَرَجُلٌ اِلَى امْرَاَةٍ مِنْ بَنِى عَامِرٍ فَعَرَضْنَا عَلَيْهَا اَنْفُسَنَا فَقَالَتْ مَا تُعْطِيْنِى فَقُلْتُ رِدَائِى وَقَالَ صَاحِبِى رِدَائِى وَكَانَ رِدَاءُ صَاحِبِى اَجْوَدَ مِنْ رِدَائِى وَكُنْتُ اَشَبَّ مِنْهُ فَاِذَا نَظَرَتْ اِلَى رِدَاءِ صَاحِبِى اَعْجَبَهَا وَاِذَا نَظَرَتْ اِلَىَّ اَعْجَبْتُهَا ثُمَّ قَالَتْ اَنْتَ وَرِدَاؤُكَ يَكْفِيْنِى فَمَكَثْتُ مَعَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْ هٰذِهِ النِّسَاءِ اللَّاتِى يَتَمَتَّعُ فَلْيُخَلِّ سَبِيْلَهَا *

৩৩৬৯. কুতায়বা (র) - - - - রবী' ইব্ন সাব্রা জুহানী (র) তাঁর পিতার মাধ্যমে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন :

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মুত্'আর অনুমতি দিলে আমি এবং আর এক ব্যক্তি বনূ 'আমরের এক মহিলার নিকট গেলাম এবং তার নিকট আমাদের নিজেদের উপস্থাপন করলাম। সে বললো : আমাকে কি দিবে? আমি বললাম : আমার চাদর। আমার সাথীও বললেন : আমার চাদর দিব। আর আমার সাথীর চাদরখানা ছিল আমার চাদর হতে উত্তম। আর আমি ছিলাম আমার সাথী হতে অধিক যুবক। যখন সে আমার সাথীর চাদরের প্রতি লক্ষ্য করলো, তখন ঐ চাদর তার নিকট ভাল লাগলো। আর যখন আমার দিকে লক্ষ্য করলো, তখন আমি তার চোখে ভালবোধ হলাম। এরপর সে বললেন : তুমি এবং তোমার চাদরই আমার জন্য যথেষ্ট। আমি তার সংগে তিন রাত অবস্থান করলাম, পরবর্তী সময়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : যার নিকট এ মুতআর নারী আছে, সে যেন তার পথ ছেড়ে দেয় (মুক্ত করে দেয়)।

إِعْلاَنُ النِّكَاحِ بِالصَّوْتِ وَضَرْبِ الدُّفِّ

আওয়াজ করে এবং দফ বাজিয়ে বিবাহের প্রচার করা

٣٣٧٠. أَخْبَرَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِى بَلْجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَصْلُ مَابَيْنَ الْحَلاَلِ وَالْحَرَامِ الدُّفُّ وَالصَّوْتُ فِى النِّكَاحِ *

৩৩৭০. মুজাহিদ ইব্ন মূসা (র) - - - - মুহাম্মাদ ইব্ন হাতিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : হালাল এবং হারাম-এর মধ্যে ব্যবধান হলো দফ বাজান এবং বিবাহের সংবাদ প্রচার করা।

٣٣٧١. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِى بَلْجٍ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ حَاطِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ فَصْلَ مَابَيْنَ الْحَلاَلِ وَالْحَرَامِ الصَّوْتُ *

৩৩৭১. মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল আলা (র) - - - - মুহাম্মাদ ইব্ন হাতিব (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন : হালাল এবং হারাম-এর মধ্যে ব্যবধান হলো আওয়ায— (বিবাহের প্রচার)।

كَيْفَ يُدْعَى لِلرَّجُلِ إِذَا تَزَوَّجَ

বিবাহের পর বিবাহকারীকে কীরূপে দু'আ করবে

٣٣٧٢. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى قَالاَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ تَزَوَّجَ عَقِيلُ بْنُ أَبِى طَالِبٍ امْرَأَةً مِنْ بَنِى جُشَمٍ فَقِيلَ لَهُ بِالرِّفَاءِ وَالْبَنِينَ قَالَ قُولُوا كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَارَكَ اللَّهُ فِيكُمْ وَبَارَكَ لَكُمْ *

৩৩৭২. আমর ইব্ন আলী এবং মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল আ'লা (র) - - - - হাসান (র) থেকে বর্ণিত যে, আকীল ইব্ন আবু তালিব (রা) জুছম গোত্রের এক নারীকে বিবাহ করলে মিল মহব্বত এবং সন্তানের জন তাঁকে দু'আ করা হলো। আকীল (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যেমন বলেছেন, তোমরা তেমন বল : بَارَكَ اللَّهُ فِيكُمْ

وَبَارَكَ لَكُمْ অর্থাৎ আল্লাহ্ তোমাদের মাঝে বরকত দান করুন এবং তোমাদের জন্য বরকত দান করুন (জীবন প্রাচুর্যময় করুন)।

دُعَاءُ مَنْ لَمْ يَشْهَدِ التَّزْوِيجَ

যে ব্যক্তি বিবাহে উপস্থিত হয়নি, তার দু'আ

٣٣٧٣. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَثَرَ صُفْرَةٍ فَقَالَ مَاهٰذَا قَالَ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ اَوْلِمْ وَ لَوْ بِشَاةٍ *

৩৩৭৩. কুতায়বা (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আবদুর রহমান (রা)-এর শরীরে হলুদাভা দেখতে পেয়ে বললেন : এটা কি ? তিনি বললেন : আমি একদানা পরিমাণ স্বর্ণের উপর (মেহর দিয়ে) এক মহিলাকে বিবাহ করেছি। তিনি (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ) বললেন : আল্লাহ্ তোমাকে বরকত দিন। একটা বকরী দ্বারা হলেও ওয়ালীমা কর।

اَلرُّخْصَةُ فِى الصُّفْرَةِ عِنْدَ التَّزْوِيجِ

বিবাহে হলুদ জাতীয় রংয়ের অনুমতি

٣٣٧٤. اَخْبَرَنَا اَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ اَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ عَوْفٍ جَاءَ وَعَلَيْهِ رَدْعٌ مِنْ زَعْفَرَانٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَهْيَمْ قَالَ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً قَالَ وَمَا اَصْدَقْتَ قَالَ وَزْنَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ اَوْلِمْ وَ لَوْ بِشَاةٍ *

৩৩৭৪. আবূ বকর ইব্ন নাফি' (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, আবদুর রহমান ইব্ন আউফ (রা) আগমন করলেন, তখন তাঁর গায়ে যাফ্‌রানের চিহ্ন ছিল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : কী খবর ? তিনি বললেন : আমি এক নারীকে বিবাহ করেছি। তিনি (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ) বললেন : মোহর কত দিয়েছ ? তিনি বললেন : একদানা ওজনের স্বর্ণ। তিনি বললেন : একটি বকরী দ্বারা হলেও ওয়ালীমা কর।

٣٣٧٥. اَخْبَرَنِى اَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الْوَزِيرِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ كَثِيرِ بْنِ عُفَيْرٍ قَالَ اَنْبَأَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ عَنْ اَنَسٍ قَالَ رَأَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَىَّ كَأَنَّهُ يَعْنِى عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ عَوْفٍ اَثَرَ صُفْرَةٍ فَقَالَ مَهْيَمْ قَالَ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنَ الاَنْصَارِ فَقَالَ اَوْلِمْ وَ لَوْ بِشَاةٍ *

৩৩৭৫. আহমাদ ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ওযীর ইব্‌ন সুলায়মান (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আবদুর রহমান ইব্‌ন আউফ (রা)-এর দেহে হলুদ রংয়ের চিহ্ন দেখে বললেন, কী খবর ? তিনি বললেন : আমি এক আনসারী নারীকে বিবাহ করেছি। তিনি (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ) বললেন : একটি বকরী দ্বারা হলেও ওয়ালীমা কর।

تَحِلَّةُ الْخَلْوَةِ

নির্জনবাসের (বাসরের) উপঢৌকন

٣٣٧٦. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ عَلِيًّا قَالَ تَزَوَّجْتُ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ابْنِ بِيْ قَالَ اعْطِهَا شَيْئًا قُلْتُ مَاعِنْدِي مِنْ شَيْءٍ قَالَ فَاَيْنَ دِرْعُكَ الْحُطَمِيَّةُ قُلْتُ هِيَ عِنْدِيْ قَالَ فَاعْطِهَا اِيَّاهُ *

৩৩৭৬. আমর ইব্‌ন মানসূর (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, আলী (রা) বলেছেন, আমি ফাতিমা (রা)-কে বিবাহ করার পর বললাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তাকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিন। তিনি বললেন : তাকে কিছু দাও। আমি বললাম : আমার কাছে কিছু নেই। তিনি বললেন : তোমার 'হতামী' বর্মটি কোথায় ? আমি বললাম : তা আমার নিকট রয়েছে। তিনি বললেন : তাকে তাই দাও।

٣٣٧٧. اَخْبَرَنَا هٰرُوْنُ ابْنُ اِسْحٰقَ عَنْ عَبْدَةَ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا تَزَوَّجَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اعْطِهَا شَيْئًا قَالَ مَاعِنْدِيْ قَالَ فَاَيْنَ دِرْعُكَ الْحُطَمِيَّةُ *

৩৩৭৭. হারুন ইব্‌ন ইসহাক (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন আলী (রা) ফাতিমা (রা)-কে বিবাহ করলেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে বললেন : তাকে কিছু দাও। তিনি বললেন : আমার নিকট কিছু নেই। তিনি বললেন : তোমার 'হুতামী' বর্মটি কোথায় ?

اَلْبِنَاءُ فِيْ شَوَّالٍ

শাওয়াল মাসে (নববধূকে) তুলে নেয়া

٣٣٧٨. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَأَنَا وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اُمَيَّةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تَزَوَّجَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ شَوَّالٍ وَ اُدْخِلْتُ عَلَيْهِ فِيْ شَوَّالٍ فَاَيُّ نِسَائِهِ كَانَ اَحْظٰى عِنْدَهُ مِنِّيْ *

৩৩৭৮. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে বিবাহ করেন শাওয়াল মাসে, আর আমাকে তাঁর কাছে পাঠানো হয় শাওয়াল মাসেই। তার কোন স্ত্রী তাঁর নিকট আমার চেয়ে অধিক ভাগ্যবতী?

اَلْبِنَاءُ بِابْنَةِ تِسْعٍ

নয় বছরের কনের সংগে বাসর যাপন

٣٣٧٩. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ عَنْ عَبْدَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ وَأَنَا بِنْتُ سِتٍّ وَدَخَلَ عَلَيَّ وَأَنَا بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ وَكُنْتُ أَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ *

৩৩৭৯. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আদম (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে আমার ছয় বছর বয়সে বিবাহ করেন এবং আমার সংগে নির্জনবাস করেন আমার নয় বছর বয়সে, তখন আমি 'পুতুল' নিয়ে খেলাধূলা করতাম।

٣٣٨٠. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعْدِ بْنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَمِّي قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ قَالَ أَخْبَرَنِي عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ وَبَنَى بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ *

৩৩৮০. আহমদ ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন হাকাম ইব্‌ন আবূ মারয়াম (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে বিবাহ করেন তাঁর ছয় বছর বয়সে। আর তিনি তাঁর সাথে বাসর করেন তাঁর নয় বছর বয়সে।

اَلْبِنَاءُ فِي السَّفَرِ

সফরে বাসর যাপন

٣٣٨١. أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ غَزَا خَيْبَرَ فَصَلَّيْنَا عِنْدَهَا الْغَدَاةَ بِغَلَسٍ فَرَكِبَ النَّبِيُّ ﷺ وَرَكِبَ أَبُو طَلْحَةَ وَأَنَا رَدِيفُ أَبِي طَلْحَةَ فَأَخَذَ نَبِيُّ اللّٰهِ ﷺ فِي زُقَاقِ خَيْبَرَ وَإِنَّ رُكْبَتِي لَتَمَسُّ فَخِذَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ وَإِنِّي لَأَرَى بَيَاضَ فَخِذِ نَبِيِّ اللّٰهِ ﷺ فَلَمَّا دَخَلَ الْقَرْيَةَ قَالَ اللّٰهُ أَكْبَرُ خَرِبَتْ خَيْبَرُ إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ قَالَهَا ثَلَاثَ

مَرَّاتٍ قَالَ وَخَرَجَ الْقَوْمُ اِلَى اَعْمَالِهِمْ قَالَ عَبْدُ الْعَزِيْزِ فَقَالُوا مُحَمَّدٌ قَالَ عَبْدُ الْعَزِيْزِ وَقَالَ بَعْضُ اَصْحَابِنَا وَالْخَمِيْسُ وَاَصَبْنَاهَا عَنْوَةً فَجَمَعَ السَّبْىَ فَجَاءَ دِحْيَةُ فَقَالَ يَانَبِىَّ اللّٰهِ اَعْطِنِى جَارِيَةً مِنَ السَّبْىِ قَالَ اذْهَبْ فَخُذْ جَارِيَةً فَاَخَذَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَىٍّ فَجَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ يَانَبِىَّ اللّٰهِ اَعْطَيْتَ دِحْيَةَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَىٍّ سَيِّدَةَ قُرَيْظَةَ وَالنَّضِيْرِ مَاتَصْلُحُ اِلاَّ لَكَ قَالَ ادْعُوْهُ بِهَا فَجَاءَ بِهَا فَلَمَّا نَظَرَ اِلَيْهَا النَّبِىُّ ﷺ قَالَ خُذْ جَارِيَةً مِنَ السَّبْىِ غَيْرَهَا قَالَ وَاِنَّ نَبِىَّ اللّٰهِ ﷺ اَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَافَقَالَ لَهُ ثَابِتٌ يَا اَبَا حَمْزَةَ مَا اَصْدَقَهَا قَالَ نَفْسَهَا اَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا قَالَ حَتّٰى اِذَا كَانَ بِالطَّرِيْقِ جَهَّزَتْهَا لَهُ اُمُّ سُلَيْمٍ فَاَهْدَتْهَا اِلَيْهِ مِنَ اللَّيْلِ فَاَصْبَحَ عَرُوْسًا قَالَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَىْءٌ فَلْيَجِىْءْ بِهِ قَالَ وَبَسَطَ نِطَعًا فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِىْءُ بِالاَقِطِ وَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِىْءُ بِالتَّمْرِ وَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِىْءُ بِالسَّمْنِ فَحَاسُوا حَيْسَةً فَكَانَتْ وَلِيْمَةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ *

৩৩৮১. যিয়াদ ইব্ন আইউব (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খায়বারের যুদ্ধাভিযান করলেন, আমরা তাঁর সাথে ফজরের নামায আদায় করলাম কিছু অন্ধকারে থাকতে। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সওয়ার হলেন, এবং আবূ তালহাও আরোহণ করলেন। আমি ছিলাম আবূ তালহার পিছনে উপবিষ্ট। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খায়বরের (সরুগলি) পথ ধরলেন। রাস্তা সংকীর্ণ হওয়ার কারণে আমার দুইহাঁটু রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর দুই উরু স্পর্শ করছিল। আর আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উরুর শুভ্রতা প্রত্যক্ষ করছিলাম। তিনি যখন সেখানকার জনপদে প্রবেশ করলেন, তখন "আল্লাহু আকবার" বললেন, এবং তিনবার বললেন :

خَرِبَتْ خَيْبَرُ اِنَّا اِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِيْنَ -

অর্থ : খায়বর ধ্বংস হোক ! আমরা যখন কোন সম্প্রদায়ের আঙ্গীনায় অবতরণ করি, তখন (সে) সতর্কীকৃতদের প্রভাত কতই না মন্দ হয়ে থাকে!

বর্ণনাকারী বলেন : এরপর যখন লোকেরা তাদের কাজে বের হলো, আবদুল আযীয (র) (তার বর্ণনায়) বলেন, তখন তারা বললেন : 'মুহাম্মাদ'! আবদুল আযীয (র) বলেন : আমাদের কোন সাথী (তার বর্ণনায়) বলেছেন : আর সেনাবাহিনীও। যেহেতু আমরা যুদ্ধ করে খায়বর জয় করেছিলাম, তাই কয়েদীদের একত্রিত করা হলো। দাহিয়া (রা) এসে বললেন : ইয়া নাবিয়্যাল্লাহ্! আমাকে একটি বাঁদী দান করুন। তিনি বললেন : যাও, একটা নিয়ে নাও। তিনি সাফিয়্যা বিন্ত হুয়াই (রা)-কে নিয়ে নিলেন। এক ব্যক্তি নবী ﷺ -এর খিদমতে এসে বললো : ইয়া নাবিয়্যাল্লাহ্! (বনী) নযীরও (বনী) কুরায়যার সরদার (শীর্ষস্থানীয়া) সাফিয়্যা বিন্ত হুয়ায়কে দাহিয়া (রা)-কে দিলেন ? সে তো আপনার জন্য ব্যতীত কারও জন্য উপযুক্ত নয়। তিনি বললেন : তাকে (দাহ্ইয়াকে) ডাক। ফলে তিনি তাকে নিয়ে আসলেন। যখন নবী ﷺ তাঁর দিকে দৃষ্টিপাত করলেন, তখন তিনি (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ) বললেন : তুমি একে ব্যতীত অন্য একটা বাঁদী কয়েদীদের মধ্য হতে বেছে নাও। রাবী বলেন, নবী ﷺ

তাকে মুক্ত করে দিয়ে বিবাহ করলেন। সাবিত (র) তাকে বললেন : হে আবূ হামযা! তাকে কি মোহর দেয়া হয়েছিল ? তিনি বললেন : তার নিজেকেই। কেননা, তিনি তাকে আযাদ করেন এবং পরে তাকে বিবাহ করেন। তিনি বলেন : এমনকি, পথেই উম্মু সুলায়ম (রা) তাকে নব বধূর সাজে সজ্জিত করে তাঁর (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর) নিকট উপস্থিত করেন। তাঁরা বর কনে হিসেবে ভোরে বের হলেন। তিনি ﷺ বললেন : যার নিকট কিছু আছে সে যেন তা নিয়ে আসে এবং তিনি একটি চামড়ার দস্তরখান বিছিয়ে দিলেন। তখন কেউ পনীর নিয়ে আসলো, কোন ব্যক্তি খুরমা নিয়ে আসলো, কেউ ঘি আনলো। এটা দ্বারা হায়স[১] তৈরি করলেন। এর দ্বারা রাসূলুল্লাহ্ -এর ওয়ালীমা করা হল।

٣٣٨٢. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ اُوَيْسٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ عَنْ يَحْيٰى عَنْ حُمَيْدٍ اَنَّهُ سَمِعَ اَنَسًا يَقُوْلُ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَقَامَ عَلٰى صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَىٍّ بْنِ اَخْطَبَ بِطَرِيْقِ خَيْبَرَ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ حِيْنَ عَرَّسَ بِهَا ثُمَّ كَانَتْ فِيْمَنْ ضُرِبَ عَلَيْهَا الْحِجَابُ *

৩৩৮২. মুহাম্মাদ ইব্‌ন নাসর (র) ---- হুমায়দ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি আনাস (রা)-কে বলতে শুনেছেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খায়বরের পথে হুয়াই ইব্‌ন আখতাবের কন্যা সাফিয়্যা (রা)-এর সাথে তিন দিন অতিবাহিত করেন। এরপর তিনি ঐ সকল লোকের মধ্যে পরিগণিত হন, যাদের ব্যাপারে পর্দা করা হতো।

٣٣٨٣. اَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ اَنَسٍ قَالَ اَقَامَ النَّبِىُّ ﷺ بَيْنَ خَيْبَرَ وَالْمَدِيْنَةِ ثَلَاثًا يَبْنِى بِصَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَىٍّ فَدَعَوْتُ الْمُسْلِمِيْنَ اِلٰى وَلِيْمَتِهِ فَمَا كَانَ فِيْهَا مِنْ خُبْزٍ وَلَا لَحْمٍ اَمَرَ بِالْاَنْطَاعِ وَاَلْقٰى عَلَيْهَا مِنَ التَّمْرِ وَالْاَقِطِ وَالسَّمْنِ فَكَانَتْ وَلِيْمَتَهُ فَقَالَ الْمُسْلِمُوْنَ اِحْدٰى اُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ اَوْ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِيْنُهُ فَقَالُوْا اِنْ حَجَبَهَا فَهِىَ مِنْ اُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَاِنْ لَمْ يَحْجُبْهَا فَهِىَ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِيْنُهُ فَلَمَّا ارْتَحَلَ وَطَّأَلَهَا خَلْفَهُ وَمَدَّ الْحِجَابَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ النَّاسِ *

৩৩৮৩. আলী ইব্‌ন হুজ্‌র (র) ---- হুমায়দ (র) সূত্রে আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খায়বর এবং মদীনার মধ্যস্থলে তিনদিন সাফিয়্যা বিন্‌ত হুয়াই (রা)-এর সংগে কাটান। আমি তাঁর ওয়ালীমার জন্য মুসলমানদের দাওয়াত দিলাম। তাতে গোশ্‌ত ও রুটি কিছুই ছিল না। তিনি চামড়ার দস্তরখান বিছাতে আদেশ করলেন। লোকেরা তার উপর খেজুর, পনীর, ঘি রাখতে লাগলো। এটাই ছিল তাঁর ওয়ালীমা। মুসলমানগণ বলতে লাগলো, তিনি উম্মাহাতুল মু'মিনীনের একজন, না তাঁর দাসীদের একজন ? তারা বললেন : যদি তাঁকে পর্দায় রাখা হয়, তবে তিনি উম্মাহাতুল মু'মিনীনের অন্তর্ভুক্ত। আর যদি পর্দা না করা হয়, তবে তিনি বাঁদীদের একজন ? যখন প্রত্যাবর্তনের সময় হলো, তখন (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সওয়ারীর) হাওদার পেছনে তাঁর বসার ব্যবস্থা করলেন এবং অন্যান্য লোক ও তাঁর মধ্যে পর্দার ব্যবস্থা করলেন।

১. উল্লিখিত উপকরণসমূহ মিশ্রিত করে প্রস্তুতকৃত সুস্বাদু খাবার।

اَللَّهْوُ وَالْغِنَاءُ عِنْدَ الْعُرْسِ

বিবাহ অনুষ্ঠানে সংগীত ও আমোদ-ফূর্তি করা

٣٣٨٤. اَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيْكٌ عَنْ اَبِى اِسْحٰقَ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى قُرَظَةَ بْنِ كَعْبٍ وَاَبِى مَسْعُوْدٍ الْاَنْصَارِىِّ فِى عُرْسٍ وَاِذَا جَوَارٍ يُغَنِّيْنَ فَقُلْتُ اَنْتُمَا صَاحِبَا رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَمِنْ اَهْلِ بَدْرٍ يُفْعَلُ هٰذَا عِنْدَكُمْ فَقَالَ اجْلِسْ اِنْ شِئْتَ فَاسْمَعْ مَعَنَا وَاِنْ شِئْتَ اذْهَبْ قَدْ رُخِّصَ لَنَا فِى اللَّهْوِ عِنْدَ الْعُرْسِ *

৩৩৮৪. আলী ইব্‌ন হুজ্‌র (র) - - - - আমির ইব্‌ন সা'দ (রা) বলেন, এক বিবাহ মজলিসে আমি কুরজা ইব্‌ন কা'ব এবং আবূ মাসউদ (রা) আনসারীর নিকট গেলাম, হঠাৎ দেখা গেল ছোট ছোট বালিকারা গান গাচ্ছে। আমি বললাম : আপনারা উভয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর বদরী সাহাবী। অথচ আপনাদের সামনে এমন করা হচ্ছে! তাঁরা বললেন : যদি ইচ্ছা হয় আমাদের সঙ্গে বসে শোন, আর যদি চাও চলে যাও। আমাদেরকে বিবাহে আমোদ-ফূর্তি করার অনুমতি দেয়া হয়েছে।

جَهَازُ الرَّجُلِ ابْنَتَهُ

কন্যাকে গৃহস্থালীর আসবাবপত্র (জাহীয) দেয়া

٣٣٨٥. اَخْبَرَنَا نُصَيْرُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو اُسَامَةَ عَنْ زَائِدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَلِىٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ جَهَّزَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاطِمَةَ فِى خَمِيْلٍ وَقِرْبَةٍ وَوِسَادَةٍ حَشْوُهَا اِذْخِرٌ *

৩৩৮৫. নাসির ইব্‌ন ফারাজ (র) - - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফাতিমা (রা)-কে 'জাহীয' (যৌতুক) দান করেছিলেন- একখানা চাদর, একটা পানির পাত্র (মশক) আর একটা বালিশ, যার ভিতরে ছিল ইয্‌খির নামক তৃণ।[১]

اَلْفُرُشُ

বিছানাপত্র

٣٣٨٦. اَخْبَرَنَا يُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلَى قَالَ اَنْبَاَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِى اَبُو هَانِئٍ الْخَوْلَانِىُّ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحُبُلِىَّ يَقُوْلُ عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فِرَاشٌ لِلرَّجُلِ وَفِرَاشٌ لِاَهْلِهِ وَالثَّالِثُ لِلضَّيْفِ وَالرَّابِعُ لِلشَّيْطَانِ *

১. কন্যার পিতা-অভিভাবক কন্যার গৃহস্থালী প্রয়োজনের জন্য যা কিছু প্রদান করে তা 'জাহীয' ; এটি বর্তমানে প্রচলিত (ও জামাইকে প্রদত্ত) যৌতুক নয়।

৩৩৮৬. ইউনুস ইব্‌ন আবদুল আলা (র) - - - - জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন পুরুষের (নিজের) জন্য একখানা চাদর, তার স্ত্রীর জন্য একখানা চাদর এবং তৃতীয়টি অতিথির জন্য। আর চতুর্থটি শয়তানের জন্য।

اَلْاَنْمَاطُ

গালিচা

٣٣٨٧. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ لِى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هَلْ تَزَوَّجْتَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ هَلِ اتَّخَذْتُمْ اَنْمَاطًا قُلْتُ وَاَنّٰى لَنَا اَنْمَاطٌ قَالَ اِنَّهَا سَتَكُوْنُ *

৩৩৮৭. কুতায়বা (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে বললেন : তুমি কি বিবাহ করেছ ? আমি বললাম : হ্যাঁ। তিনি বললেন : তোমরা কি গালিচা বানিয়েছ ? আমি বললাম : আর আমাদের জন্য গালিচা কিভাবে হবে! তিনি বললেন : তা অচিরেই হয়ে যাবে।

اَلْهَدِيَّةُ لِمَنْ عَرَسَ

বাসর ঘরে হাদিয়া

٣٣٨٨. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ وَهُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ عَنِ الْجَعْدِ اَبِى عُثْمَانَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ تَزَوَّجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَدَخَلَ بِاَهْلِهِ قَالَ وَصَنَعَتْ اُمِّى اُمُّ سُلَيْمٍ حَيْسًا قَالَ فَذَهَبْتُ بِهِ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ اِنَّ اُمِّى تُقْرِئُكَ السَّلَامَ وَتَقُوْلُ لَكَ اِنَّ هٰذَا لَكَ مِنَّا قَلِيْلٌ قَالَ ضَعْهُ ثُمَّ قَالَ اَذْهَبْ فَادْعُ فُلَانًا وَفُلَانًا وَمَنْ لَقِيْتَ وَسَمّٰى رِجَالًا فَدَعَوْتُ مَنْ سَمّٰى وَمَنْ لَقِيْتُهُ قُلْتُ لِاَنَسٍ عِدَّةُ كَمْ كَانُوْا قَالَ يَعْنِى زُهَاءَ ثَلَاثَمِائَةٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِيَتَحَلَّقْ عَشَرَةٌ عَشَرَةٌ فَلْيَاْكُلْ كُلُّ اِنْسَانٍ مِمَّا يَلِيْهِ فَاَكَلُوْا حَتّٰى شَبِعُوْا فَخَرَجَتْ طَائِفَةٌ وَدَخَلَتْ طَائِفَةٌ قَالَ لِى يَااَنَسُ اَرْفَعْ فَرَفَعْتُ فَمَا اَدْرِى حِيْنَ رَفَعْتُ كَانَ اَكْثَرَ اَمْ حِيْنَ وَضَعْتُ *

৩৩৮৮. কুতায়বা (রা) - - - - আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একবার বিবাহ করে স্ত্রীর নিকট গেলেন (বাসর যাপন করলেন)। আনাস (রা) বলেন, আমার মা উম্মু সুলায়ম (রা) হায়স তৈরি করলেন। তিনি বলেন, আমি তা নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট যেয়ে বললাম : আমার মা আপনাকে সালাম বলেছেন এবং বলেছেন, এ আপনার জন্য আমাদের পক্ষ হতে কিঞ্চিত হাদিয়া। তিনি বললেন : তা রাখ। এরপর তিনি কয়েকজন লোকের নাম নিয়ে বললেন, অমুক অমুক ব্যক্তিকে ডেকে আন, আর যার সাথে তোমার

দেখা হয়, সকলকে ডেকে আন। তারপর তিনি যাদের নাম বলেন, এবং যাদের সাথে আমার দেখা হয়, তাদের আমি ডেকে আনি। বর্ণনাকারী বলেন, আমি আনাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম : তাদের সংখ্যা কত ছিল ? তিনি বললেন : তিনশত লোকের মত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : দশ দশ জন করে হালকা বেঁধে (গোল হয়ে) বস এবং প্রত্যেকে তার নিকটস্থ স্থান হতে খেতে থাক। তারা সকলে তৃপ্তি সহকারে আহার করলেন। একদল যাচ্ছিল আর একদল প্রবেশ করছিল। তিনি (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ) আমাকে বললেন : হে আনাস! উঠিয়ে নাও। আমি খাবার উঠিয়ে নিলাম আমি বুঝতে পারলাম না, যখন আমি তা উঠিয়ে নিলাম তখন অধিক ছিল, না যখন রেখেছিলাম!

٣٣٨٩. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الْوَزِيرِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ كَثِيرِ بْنِ عُفَيْرٍ قَالَ اَخْبَرَنِى سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ عَنْ اَنَسٍ اَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ اَخَى رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَ قُرَيْشٍ وَالاَنْصَارِ فَاَخَى بَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ وَعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ فَقَالَ لَهُ سَعْدُ اِنَّ لِى مَالاً فَهُوَ بَيْنِى وَبَيْنَكَ شَطْرَانِ وَلِى اُمْرَأَتَانِ فَاُنْظُرْ اَيُّهُمَا اَحَبُّ اِلَيْكَ فَاَنَا اُطَلِّقُهَا فَاِذَا حَلَّتْ فَتَزَوَّجْهَا قَالَ بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ فِى اَهْلِكَ وَمَالِكَ دُلُّونِى اَىْ عَلَى السُّوْقِ فَلَمْ يَرْجِعْ حَتَّى رَجَعَ بِسَمْنٍ وَاَقِطٍ قَدْ اَفْضَلَهُ قَالَ وَرَاٰى رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ عَلَىَّ اَثَرَ صُفْرَةٍ فَقَالَ مَهْيَمْ فَقُلْتُ تَزَوَّجْتُ اُمْرَاَةً مِنَ الاَنْصَارِ فَقَالَ اَوْلِمْ وَ لَوْ بِشَاةٍ *

৩৩৮৯. আহমাদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ওয়াজির (র) - - - - হুমায়দ তবীল (লম্বা হুমায়দ) (র) আনাস (রা) হতে বর্ণনা করেন, তিনি তাঁকে বলতে শুনেছেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কুরায়শ (মুহাজির) এবং আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন করে দিলেন। এ পরিপ্রেক্ষিতে তিনি সা'দ ইব্ন রাবী' এবং আবদুর রহমান ইব্ন আউফ (রা)-এর মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন প্রতিষ্ঠা করলেন। তখন সা'দ (রা) আবদুর রহমান (রা)-কে বললেন : আমার অনেক ধন-সম্পদ রয়েছে, তা আপনার এবং আমার মধ্যে আধা-আধি হিসাবে ভাগ হবে। আর আমার দু'জন স্ত্রী রয়েছে। অতএব আপনি দেখুন, তাদের কোন্জন আপনার অধিক পছন্দ হয় আমি তাকে তালাক দিয়ে দেব, তার ইদ্দত পূর্ণ হলে তাকে আপনি বিবাহ করবেন। আবদুর রহমান (রা) বললেন : আল্লাহ্ তা'আলা আপনার ধনে ও পরিবারে বরকত দান করুন। আমাকে রাস্তা বলে দিন অর্থাৎ বাজারের। তিনি যখন ফিরে আসলেন তখন কিছু ঘি এবং পনীর সহ ফিরে আসলেন, যা তাঁর 'লাভ' হয়েছিল। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার শরীরে হলুদ রং দেখে জিজ্ঞাসা করলেন : এ কি ? আমি বললাম : আমি এক আনসারী নারীকে বিবাহ করেছি। তিনি বললেন : একটা বকরী দ্বারা হলেও ওয়ালীমা কর।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ الطَّلَاقِ

অধ্যায় : তালাক

بَابُ وَقْتُ الطَّلَاقِ لِلْعِدَّةِ الَّتِى اَمَرَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ اَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ

পরিচ্ছেদ : ইদ্দাতের সুষ্ঠু হিসাবের লক্ষ্যে মহান মহিয়ান আল্লাহ্‌র নির্দেশিত তালাকের সময় প্রসংগ

٣٣٩٠. اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدِ السَّرَخْسِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدِ الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ اَخْبَرَنِى نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِىَ حَائِضٌ فَاسْتَفْتَى عُمَرُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اِنَّ عَبْدَ اللّٰهِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِىَ حَائِضٌ فَقَالَ مُرْ عَبْدَ اللّٰهِ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ يَدَعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضَتِهَا هٰذِهِ ثُمَّ تَحِيْضَ حَيْضَةً اُخْرَى فَاِذَا طَهُرَتْ فَاِنْ شَاءَ فَلْيُفَارِقْهَا قَبْلَ يُجَامِعَهَا وَاِنْ شَاءَ فَلْيُمْسِكْهَا فَاِنَّهَا الْعِدَّةُ الَّتِى اَمَرَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ اَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ *

৩৩৯০. উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন সাঈদ সারাখসী (র) - - - - আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি তাঁর স্ত্রীকে তালাক দিলেন, তখন তাঁর স্ত্রী ছিল (মাসিক) ঋতুমতী। তখন উমর (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট এর সমাধান চাইলেন। তিনি বললেন : আবদুল্লাহ্ তার স্ত্রীকে ঋতুমতী অবস্থায় তালাক দিয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : আবদুল্লাহ্‌কে বলে দাও, সে যেন তাকে ফিরিয়ে নেয় (রাজ'আত করে) এবং হায়েয থেকে পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত তাকে দূরে রাখে (সহবাস না করে)। এরপর সে আবার ঋতুমতী হয়ে যখন পবিত্র হবে, তখন সে যদি ইচ্ছা করে তবে তার সাথে সহবাস করার পূর্বেই তাকে তালাক দেবে, আর যদি সে ইচ্ছা করে তাহলে তাকে রেখে দেবে। এটাই তার সে ইদ্দত, যে অনুযায়ী স্ত্রীদের তালাকের ব্যাপারে মহান মহিয়ান আল্লাহ্ তা'আলা আদেশ করেছেন।

٣٣٩١. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ اَنْبَانَا بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ طَلَّقَ اُمْرَاَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فَسَاَلَ عُمَرُ ابْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتّٰى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ اِنْ شَاءَ اَمْسَكَ بَعْدُ وَاِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ اَنْ يَمَسَّ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي اَمَرَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ اَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ *

৩৩৯১. মুহাম্মাদ ইব্‌ন সালামা (র) ---- ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর যুগে তিনি তাঁর স্ত্রীকে হায়েয অবস্থায় তালাক দেন। তখন উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট এ ব্যাপারে প্রশ্ন করলে তিনি বললেন : তাকে বল, যেন তাকে ফিরিয়ে নেয় এবং পাক হওয়া পর্যন্ত তাকে (সহবাস না করে) দূরে রাখে। হায়েযের পর পাক হলে পরে যদি সে ইচ্ছা করে তাকে রাখবে, আর যদি ইচ্ছা করে তালাক দেবে— স্পর্শ (সহবাস) করার পূর্বে। এটাই সে ইদ্দত, যে অনুযায়ী মহান মহিয়ান আল্লাহ্ তা'আলা স্ত্রীদের তালাকের ব্যাপারে আদেশ করেছেন।

٣٣٩٢. اَخْبَرَنِي كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّبَيْدِيُّ قَالَ سُئِلَ الزُّهْرِيُّ كَيْفَ الطَّلَاقُ لِلْعِدَّةِ فَقَالَ اَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ طَلَّقْتُ امْرَاَتِي فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذٰلِكَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فَتَغَيَّظَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ فِي ذٰلِكَ فَقَالَ لِيُرَاجِعْهَا ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتّٰى تَحِيضَ حَيْضَةً وَتَطْهُرَ فَاِنْ بَدَا لَهُ اَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا قَبْلَ اَنْ يَمَسَّهَا فَذَاكَ الطَّلَاقُ لِلْعِدَّةِ كَمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ فَرَاجَعْتُهَا وَحَسِبْتُ لَهَا التَّطْلِيقَةَ الَّتِي طَلَّقْتُهَا *

৩৩৯২. কাসীর ইব্‌ন উবায়দ (র) ---- আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হায়াতে থাকাকালে আমি আমার স্ত্রীকে তার হায়য অবস্থায় তালাক দিলাম। উমর (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট এই ঘটনা আলোচনা করলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রাগান্বিত হয়ে বললেন : সে যেন তাকে ফিরিয়ে রাখে। এরপর এক হায়েয হওয়া পর্যন্ত তাকে তার অবস্থায় রাখবে (সহবাস করবে না) এবং যতক্ষণ না সে পবিত্র হবে। এরপর সে যদি তাকে তালাক দিতে চায়, তাহলে তার পাক অবস্থায় তাকে তালাক দেবে— সহবাস করার পূর্বে। এই তালাক হলো ইদ্দতের অনুযায়ী, যেমন মহান মহিয়ান আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেছেন। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) বলেন : আমি তাকে ফিরিয়ে রাখলাম ('রুজু' করলাম) ; আর আমি তাকে যে তালাক দিয়েছিলাম, তাকে এক তালাক হিসাবে গণ্য করলাম।

٣٣٩٣. اَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيلَ بْنِ اِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ حَجَّاجٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِي اَبُو الزُّبَيْرِ اَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ اَيْمَنَ يَسْاَلُ ابْنَ عُمَرَ

وَاَبُو الزُّبَيْرِ يَسْمَعُ كَيْفَ تَرَى فِى رَجُلٍ طَلَّقَ اَمْرَاَتَهُ حَائِضًا فَقَالَ لَهُ طَلَّقَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ اَمْرَاَتَهُ وَهِىَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَسَاَلَ عُمَرُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اِنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ طَلَّقَ اَمْرَاَتَهُ وَهِىَ حَائِضٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِيُرَاجِعْهَا فَرَدَّهَا عَلَىَّ قَالَ اِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ اَوْ لِيُمْسِكْ قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ يَااَيُّهَا النَّبِىُّ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ فِى قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ *

৩৩৯৩. মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসমাঈল ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - ইব্‌ন জুরায়জ (র) বলেন : আমাকে আবূ যুবায়র অবহিত করেছেন যে, তিনি আবদুর রহমান ইব্‌ন আয়মন (র)-কে ইব্‌ন উমরের নিকট প্রশ্ন করতে শুনেছেন, আর তখন আবূ যুবায়র (রা) শুনছিলেন, কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে হায়েয অবস্থায় তালাক দিলে আপনি তা কিরূপ মনে করেন ? তিনি তাকে বললেন : নবী ﷺ-এর যুগে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) তাঁর স্ত্রীকে হায়েয অবস্থায় তালাক দিলে উমর (রা) (এ ব্যাপারে) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট জিজ্ঞাসা করলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : সে যেন তাকে ফিরিয়ে রাখে। এ কথা বলে তিনি তা (আমার দেওয়া তালাক) আমাকে রদ করলেন। তিনি বললেন : যখন সে পাক হবে, তখন ইচ্ছা হলে তাকে তালাক দেবে ; আর না হয় তাকে রেখে দেবে। ইব্‌ন উমর (রা) বলেন : এরপর নবী ﷺ বললেন :(কুরআনের নির্দেশ)

يَااَيُّهَا النَّبِىُّ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ فِى قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ *

(অর্থ : হে নবী ! যখন তোমরা নারীদের তালাক দিবে তখন তাদের ইদ্দাত পালনের পূর্ববর্তী অবস্থা বিবেচনা করে তালাক দিবে।)

٣٣٩٤. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يُحَدِّثُهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِى قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ يَااَيُّهَا النَّبِىُّ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ (فِىْ) قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ *

৩৩৯৪. মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে আল্লাহ্ তা'আলার বাণী : يَا اَيُّهَا النَّبِىُّ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ সম্পর্কে বর্ণিত যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা.) বলেছেন (আয়াতে) قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ অর্থাৎ ইদ্দতের পূর্বের সময় হিসাব করে।

بَابُ طَلَاقُ السُّنَّةُ

পরিচ্ছেদ : সুন্নাত পদ্ধতির তালাক

٣٣٩٥. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ اَيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ اَبِى اِسْحٰقَ عَنْ اَبِى الْاَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّهُ قَالَ طَلَاقُ

السُّنَّةِ تَطْلِيْقَةٌ وَهِيَ طَاهِرٌ فِي غَيْرِ جِمَاعٍ فَاِذَا حَاضَتْ وَطَهُرَتْ طَلَّقَهَا اُخْرٰى فَاِذَا حَاضَتْ وَطَهُرَتْ طَلَّقَهَا اُخْرٰى ثُمَّ تَعْتَدُّ بَعْدَ ذٰلِكَ بِحَيْضَةٍ قَالَ الْاَعْمَشُ سَاَلْتُ اِبْرَاهِيْمَ فَقَالَ مِثْلَ ذٰلِكَ *

৩৩৯৫. মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র) - - - - আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন : সুন্নাত তালাক হলো, যে পাক (মাসিক না থাকা) অবস্থায় সহবাস করা হয়নি, তাতে এক তালাক দিবে। এরপর যখন হায়েয হওয়ার পর পাক হয়, তখন তাকে আর এক তালাক দিবে। এরপর যখন সে আবার হায়েয থেকে পাক হয়, তখন আরো এক তালাক দিবে। এরপর সে (এক) হায়েয দ্বারা ইদ্দত পালন করবে। আ'মাশ (র) বলেন : আমি ইবরাহীমকে জিজ্ঞাসা করলে, তিনি এরূপ বললেন।

٣٣٩٦. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اَبِي اِسْحٰقَ عَنْ اَبِي الْاَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ طَلَاقُ السُّنَّةِ اَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا فِي غَيْرِ جِمَاعٍ *

৩৩৯৬. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : সুন্নত তালাক হলো স্ত্রীকে যে পবিত্রতা (মাসিক না থাকা) অবস্থায় সহবাস করা হয় নি, সে সময় তাকে (স্ত্রীকে) এক তালাক দেয়া।

بَابُ مَايَفْعَلُ اِذَا طَلَّقَ تَطْلِيْقَةً وَهِيَ حَائِضٌ

পরিচ্ছেদ : স্ত্রীর হায়েয অবস্থায় এক তালাক দিলে এর হুকুম কি ?

٣٣٩٧. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّهُ طَلَّقَ امْرَاَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ تَطْلِيْقَةً فَانْطَلَقَ عُمَرُ فَاَخْبَرَ النَّبِيَّ ﷺ بِذٰلِكَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ مُرْ عَبْدَ اللّٰهِ فَلْيُرَاجِعْهَا فَاِذَا اغْتَسَلَتْ فَلْيَتْرُكْهَا حَتّٰى تَحِيْضَ فَاِذَا اغْتَسَلَتْ مِنْ حَيْضَتِهَا الْاُخْرٰى فَلَا يَمَسَّهَا حَتّٰى يُطَلِّقَهَا فَاِنْ شَاءَ اَنْ يُمْسِكَهَا فَلْيُمْسِكْهَا فَاِنَّهَا الْعِدَّةُ الَّتِي اَمَرَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ اَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ *

৩৩৯৭. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল আলা (র) - - - - আবদুল্লাহ্ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি তাঁর স্ত্রীকে হায়েয অবস্থায় এক তালাক দেন। তখন উমর (রা) গিয়ে নবী ﷺ -কে এ সংবাদ দিলে তিনি তাকে বললেন, আবদুল্লাহ্‌কে বল, সে যেন তাকে ফিরিয়ে রাখে এবং যখন সে (হায়েয থেকে পবিত্র হয়ে) গোসল করবে, তখন তাকে অন্য হায়েয পর্যন্ত সহবাস করবে না, যখন অন্য হায়েয হতে গোসল করবে, তখন তাকে তালাক দেওয়ার আগে স্পর্শ (সহবাস) করবে না। যদি তাকে রাখতে চায়, তবে রেখে দেবে। এটাই সেই ইদ্দত— মহান মহিয়ান আল্লাহ্ পাক যার প্রতি লক্ষ্য রেখে স্ত্রীদের তালাক দেয়ার আদেশ করেছেন।

٣٣٩٨. اَخْبَرَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ

الرَّحْمٰنِ مَوْلٰى طَلْحَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا وَهِيَ طَاهِرٌ أَوْ حَامِلٌ *

৩৩৯৮. মাহমূদ ইব্ন গায়লান (র) - - - - ইব্ন উমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি তাঁর স্ত্রীকে হায়েয অবস্থায় তালাক দিলেন। এই খবর নবী ﷺ -এর নিকট পৌঁছলে তিনি বললেন, তাকে বল, সে যেন তাকে ফিরিয়ে নেয়, এরপর তাকে তালাক দেয় পাক অবস্থায় অথবা গর্ভাবস্থায় (হওয়া স্পষ্টরূপে নির্দেশিত হওয়ার পরে)।

بَابُ الطَّلَاقِ لِغَيْرِ الْعِدَّةِ

পরিচ্ছেদ : ইদ্দত ব্যতীত তালাক

٣٣٩٩. أَخْبَرَنِيْ زِيَادُ بْنُ أَيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُوْ بِشْرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَرَدَّهَا عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى طَلَّقَهَا وَهِيَ طَاهِرٌ *

৩৩৯৯. যিয়াদ ইব্ন আইউব (র) - - - - ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি তাঁর স্ত্রীকে হায়েয অবস্থায় তালাক দিলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে তার নিকট ফিরিয়ে দেন। পরে তিনি তাকে পাক-পবিত্র অবস্থায় (যথা নিয়মে) তালাক দেন।

بَابُ الطَّلَاقِ لِغَيْرِ الْعِدَّةِ وَمَا يُحْتَسَبُ مِنْهُ عَلَى الْمُطَلِّقِ

পরিচ্ছেদ : ইদ্দত পালনের সুষ্ঠু বিবেচনা ব্যতীত তালাক দিলে তালাকদাতার জন্য তা হিসাবে ধরা প্রসংগ

٣٤٠٠. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَقَالَ هَلْ تَعْرِفُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ فَإِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ ﷺ فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يَسْتَقْبِلَ عِدَّتَهَا فَقُلْتُ لَهُ فَيَعْتَدُّ بِتِلْكَ التَّطْلِيْقَةِ فَقَالَ مَهْ أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ *

৩৪০০. কুতায়বা (র) - - - - ইউনুস ইব্ন জুবায়র (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইব্ন উমর (রা)-কে এমন এক ব্যক্তি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলাম, যে তার স্ত্রীকে হায়েয অবস্থায় তালাক দিয়েছে। তখন তিনি বলেন : তুমি কি আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা)-কে চিন ? সে তার স্ত্রীকে হায়েয অবস্থায় তালাক দেয়, তখন উমর (রা) নবী ﷺ -এর নিকট এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে তিনি তাকে আদেশ করলেন : সে যেন তাকে ফিরিয়ে রাখে এবং এরপর তার ইদ্দতের (সুষ্ঠু ব্যবস্থার) অপেক্ষা করবে। তখন তাকে আমি বললাম : এই তালাকের জন্যই কি ইদ্দত পালন করবে ? তিনি বললেন : তবে আর কী ? সে যদি অক্ষমতা এবং মুর্খতার পরিচয় দেয়, তাহলে তুমি বল তো (কি সে তালাক গণ্য হবে না) ?

٣٤٠١. اَخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ يُوْنُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قُلْتُ لاِبْنِ عُمَرَ رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَاَتَهُ وَهِىَ حَائِضٌ فَقَالَ اَتَعْرِفُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ فَاِنَّهُ طَلَّقَ امْرَاَتَهُ وَهِىَ حَائِضٌ ﷺ فَاَتَى عُمَرُ النَّبِىَّ ﷺ يَسْاَلُهُ فَاَمَرَهُ اَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يَسْتَقْبِلَ عِدَّتَهَا قُلْتُ لَهُ اِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَاَتَهُ وَهِىَ حَائِضٌ اَيُعْتَدُّ بِتِلْكَ التَّطْلِيْقَةِ فَقَالَ مَهْ وَاِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ *

৩৪০১. ইয়াকূব ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - ইউনুস ইব্‌ন জুবায়র (রা) বলেন, আমি ইব্‌ন উমর (রা)-কে বললাম : এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে হায়েয অবস্থায় তালাক দিয়েছে। তখন তিনি বললেন : তুমি কি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা)-কে চিন, সে তার স্ত্রীকে হায়েয অবস্থায় তালাক দেয়। তখন উমর (রা) তার এ বিষয়ে প্রশ্ন করার জন্য রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট আসলে, তিনি তাকে এ নির্দেশ দেন যে, সে যেন তাকে ফিরিয়ে নেয়; এরপর তার ইদ্দতের (যথার্থ সময়ের) অপেক্ষা করে। আমি তাকে বললাম : যখন কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে হায়েয অবস্থায় তালাক দেয়, তখন এই তালাকের জন্যও কি তাকে ইদ্দত পালন করতে হবে ? তিনি বললেন : তবে আর কী ? যদি সে অক্ষমতা এবং মূর্খতার পরিচয় দেয়, তাহলে তুমিই বল (সে কি তালাক গণ্য হবে না) ?

اَلثَّلاَثُ الْمَجْمُوْعَةِ وَمَا فِيْهِ مِنَ التَّغْلِيْظِ

একত্রে তিন তালাক এবং সে বিষয়ে কঠোর হুঁশিয়ারী

٣٤٠٢. اَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ مَخْرَمَةُ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ مَحْمُوْدَ ابْنَ لَبِيْدٍ قَالَ اُخْبِرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَاَتَهُ ثَلاَثَ تَطْلِيْقَاتٍ جَمِيْعًا فَقَامَ غَضْبَانًا ثُمَّ قَالَ اَيُلْعَبُ بِكِتَابِ اللّٰهِ وَاَنَا بَيْنَ اَظْهُرِكُمْ حَتّٰى قَامَ رَجُلٌ وَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَلاَ اَقْتُلُهُ *

৩৪০২. সুলায়মান ইব্‌ন দাউদ (র) - - - - ইব্‌ন মাখরামা (র) আমাদেরকে অবহিত করেছেন তাঁর পিতা হতে, তিনি বলেন : আমি মাহমূদ ইব্‌ন লবীদ (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে এক ব্যক্তি সম্বন্ধে অবহিত করা হলো, সে তার স্ত্রীকে একত্রে তিন তালাক দিয়েছে। এ কথা শুনে তিনি রাগান্বিত হয়ে দাঁড়িয়ে বললেন : সে কি আল্লাহ্‌র কিতাব নিয়ে খেলা করছে ? অথচ আমি তোমাদের মাঝেই রয়েছি ! তখন এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমি কি তাকে হত্যা করবো না ?

بَابُ الرُّخْصَةِ فِىْ ذٰلِكَ

পরিচ্ছেদ : এতে অবকাশ প্রদান

٣٤٠٣. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ قَالَ حَدَّثَنِى ابْنُ شِهَابٍ اَنَّ

سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُوَيْمِرًا الْعَجْلاَنِيَّ جَاءَ إِلَى عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ فَقَالَ أَرَأَيْتَ يَاعَاصِمُ لَوْ أَنَّ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً أَيَقْتُلُهُ فَيَقْتُلُوْنَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ سَلْ لِي يَاعَاصِمُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ ذٰلِكَ فَسَأَلَ عَاصِمٌ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَكَرِهَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا حَتّٰى كَبُرَ عَلَى عَاصِمٍ مَاسَمِعَ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَلَمَّا رَجَعَ عَاصِمٌ إِلَى أَهْلِهِ جَاءَهُ عُوَيْمِرٌ فَقَالَ يَاعَاصِمُ مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ عَاصِمٌ لِعُوَيْمِرٍ لَمْ تَأْتِنِي بِخَيْرٍ قَدْ كَرِهَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمَسْأَلَةَ الَّتِي سَأَلْتُ عَنْهَا فَقَالَ عُوَيْمِرٌ وَاللّٰهِ لاَأَنْتَهِي حَتّٰى أَسْأَلَ عَنْهَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَأَقْبَلَ عُوَيْمِرٌ حَتّٰى أَتَى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَسَطَ النَّاسِ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ أَرَأَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُوْنَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَدْ نَزَلَ فِيْكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ فَاذْهَبْ فَأْتِ بِهَا قَالَ سَهْلٌ فَتَلاَعَنَا وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَلَمَّا فَرَغَ عُوَيْمِرٌ قَالَ كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ إِنْ أَمْسَكْتُهَا فَطَلَّقَهَا ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ *

৩৪০৩. মুহাম্মাদ ইব্‌ন সালামা (র) - - - - মালিক (র) বলেন : ইব্‌ন শিহাব (রা.) আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, সাহ্‌ল ইব্‌ন সা'দ সাঈদী তাঁকে অবহিত করেছেন যে, 'উওয়াইমির 'আজলানী 'আসিম ইব্‌ন আদী (রা.)-এর নিকট আগমন করে বললেন : হে 'আসিম ! তুমি কি মনে কর, যদি কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে কোন ব্যক্তিকে দেখতে পায়, তাহলে সে কি তাকে হত্যা করবে ? তা হলে তো লোকেরাও তাকে হত্যা করবে অথবা কি করবে ? হে আসিম ! তুমি আমার পক্ষ হয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা কর। তখন আসিম রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বেশি প্রশ্ন করা অপসন্দ করলেন এবং তাতে দোষারোপ করলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে যা শুনলেন, তা আসিম (রা.) অতিশয় গুরুতর মনে করলেন। আসিম (রা.) ঘরে ফিরে আসলে উওয়াইমির (রা) তার নিকট এসে বললেন : হে আসিম ! রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তোমাকে কি বলেছেন ? 'আসিম (রা.) উওয়াইমির (রা)-কে বললেন : তুমি তো আমার নিকট ভাল কিছু নিয়ে আসোনি, আমি যা জিজ্ঞাসা করেছি, তাতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অসন্তুষ্ট হয়েছেন। 'উওয়াইমির (রা.) বললেন : আল্লাহ্‌র শপথ ! আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে তা জিজ্ঞাসা না করে ক্ষান্ত হবো না। এরপর উওয়াইমির (রা.) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট আগমন করে জনসমক্ষে বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আপনি ঐ ব্যক্তি সম্বন্ধে কী বলেন, যে তার স্ত্রীর সাথে অন্য কোন ব্যক্তিকে দেখতে পায়। সে কি তাকে হত্যা করবে, ফলে আপনারাও তাকে হত্যা করবেন অথবা সে কি করবে ? তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তোমার এবং তোমার সংগিনীর ব্যাপারে ফয়সালা নাযিল হয়েছে। অতএব তুমি গিয়ে তাকে নিয়ে এসো। সাহল (রা) বলেন : এরপর উভয়ে এসে লি'আন[১] করলেন। তখন আমি

১. লি'আন শব্দের অর্থ– একে অপরের প্রতি আল্লাহ্‌র অভিশাপ ও ক্রোধের বদ্ দু'আ করা। শরীআতের পরিভাষায় স্বামী স্ত্রীর বিরুদ্ধে চরিত্রহীনতা ও যিনার অভিযোগ উত্থাপন করার ক্ষেত্রে স্বামী স্ত্রীর উভয়কে বিশেষ পদ্ধতিতে শপথ দেয়াকে লি'আন বলা হয়। (লি'আন অধ্যায় দ্রষ্টব্য)

অন্যান্য লোকের সাথে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট ছিলাম। যখন 'উওয়াইমির (রা.) লি'আন শেষ করলেন। তখন তিনি বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! যদি আমি তাকে রাখি, তাহলে (লোকেরা বলবে) আমি তার উপর মিথ্যা অপবাদ দিয়েছিলাম। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর আদেশ করার পূর্বেই তিনি তাকে তিন তালাক দিলেন।

٣٤٠٤. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ يَزِيْدَ الاَحْمَسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الشَّعْبِيُّ قَالَ حَدَّثَتْنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ قَالَتْ اَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ اَنَا بِنْتُ اٰلِ خَالِدٍ وَاِنَّ زَوْجِي فُلاَنًا اَرْسَلَ اِلَىَّ بِطَلاَقِي وَاِنِّي سَأَلْتُ اَهْلَهُ النَّفَقَةَ وَالسُّكْنَى فَاَبَوْا عَلَىَّ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّهُ قَدْ اَرْسَلَ اِلَيْهَا بِثَلاَثِ تَطْلِيْقَاتٍ قَالَتْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّمَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لِلْمَرْأَةِ اِذَا كَانَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ *

৩৪০৪. আহমাদ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র) - - - - শা'বী (র) থেকে বর্ণিত। ফাতিমা বিন্‌ত কায়স (রা) আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে বললাম : আমি আলে-খালিদের কন্যা। আর আমার স্বামী অমুক, আমার নিকট তালাকের খবর পাঠিয়েছে। আমি তার অভিভাবকের নিকট খোরপোষ এবং বাসস্থান চাইলে তারা তা আমাকে দিতে অস্বীকার করেছে। ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! তারা বললেন : সে তার নিকট তিন তালাকের খবর পাঠিয়েছে। তিনি বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : খোরপোষ এবং বাসস্থান স্ত্রীর জন্য ঐ সময় দেওয়া হবে যখন তাকে ফিরিয়ে আনার (রুজ্জ' করার) অধিকার স্বামীর থাকে।

٣٤٠٥. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ الْمُطَلَّقَةُ ثَلاَثًا لَيْسَ لَهَا سُكْنَى وَلاَ نَفَقَةٌ *

৩৪০৫. মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) - - - - ফাতিমা বিন্‌ত কায়স (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেন :) তিন তালাকপ্রাপ্তা নারীর জন্য কোন খোরপোষ ও বাসস্থান নেই।

٣٤٠٦. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ اَبِي عَمْرٍو وَهُوَ الاَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنِي اَبُو سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَتْنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ اَنَّ اَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ الْمَخْزُومِيَّ طَلَّقَهَا ثَلاَثًا فَانْطَلَقَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ فِي نَفَرٍ مِنْ بَنِي مَخْزُوْمٍ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ طَلَّقَ فَاطِمَةَ ثَلاَثًا فَهَلْ لَهَا نَفَقَةٌ فَقَالَ لَيْسَ لَهَا نَفَقَةٌ وَلاَسُكْنَى *

৩৪০৬. আমর ইব্‌ন উসমান (র) - - - - আবূ সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমার কাছে ফাতিমা বিন্‌ত কায়স (রা) বর্ণনা করেছেন যে, আবূ আমর ইব্‌ন হাফ্‌স মাখযুমী তাকে তিন তালাক দিলে খালিদ ইব্‌ন

ওয়ালীদ বনী মাখযুমের একটি ছোট দল নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট গিয়ে বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আবূ আমর ইব্ন হাফ্স (রা) ফাতিমাকে তিন তালাক দিয়েছে, এখন কি সে খোরপোষ পাবে ? তখন তিনি বললেন : তার জন্য কোন খোরপোষ এবং বাসস্থান নেই।

بَابُ طَلَاقُ الثَّلَاثِ الْمُتَفَرِّقَةِ قَبْلَ الدُّخُوْلِ بِالزَّوْجَةِ

পরিচ্ছেদ : স্বামী-স্ত্রীর সংগত হওয়ার পূর্বে বিভিন্ন সময়ে তিন তালাক দিলে

٣٤٠٧. اَخْبَرَنَا اَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ اَبَا الصَّهْبَاءِ جَاءَ اِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ الثَّلَاثَ كَانَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاَبِى بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا تُرَدُّ اِلَى الْوَاحِدَةِ قَالَ نَعَمْ *

৩৪০৭. আবূ দাউদ সুলায়মান ইব্ন সায়ফ (র) ---- ইব্ন তাউস (র) তাঁর পিতার মাধ্যমে বর্ণনা করেন। আবূ সাহবা (র) ইব্ন আব্বাস (রা)-এর নিকট এসে বললেন : হে ইব্ন আব্বাস ! আপনি কি জানেন না, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর যুগে এবং আবূ বকর ও উমর (রা)-এর প্রথম যুগে তিন তালাককে এক তালাক ধরা হতো ? তিনি বললেন : হ্যাঁ।

اَلطَّلَاقُ لِلَّتِىْ تَنْكِحُ زَوْجًا ثُمَّ لَا يَدْخُلُ بِهَا

সংগত হওয়ার পূর্বে তালাক দ্বারা পূর্ববর্তী স্বামীর জন্য বৈধ হওয়া প্রসংগ

٣٤٠٨. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَاَتَهُ فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ فَدَخَلَ بِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ اَنْ يُوَاقِعَهَا اَتَحِلُّ لِلْاَوَّلِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا حَتَّى يَذُوْقَ الْاٰخَرُ عُسَيْلَتَهَا وَتَذُوْقَ عُسَيْلَتَهُ *

৩৪০৮. মুহাম্মাদ ইব্ন আলা (র) ----আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : (একদা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলো যে তার স্ত্রীকে তালাক দিলে সে অন্য স্বামী গ্রহণ করলো। সে স্বামী তার সাথে নির্জনবাস করলো। এরপর সহবাসের পূর্বে সে তাকে তালাক দিল, সে কি প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হবে ? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : না ; যতক্ষণ না দ্বিতীয় (স্বামী) তার মধুর স্বাদ গ্রহণ করবে, আর সেও তার মধুর স্বাদ গ্রহণ করবে।

٣٤٠٩. اَخْبَرَنِىْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَيُّوْبُ بْنُ مُوْسَى عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتِ امْرَاَةُ

رِفَاعَةَ الْقُرَظِىِّ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّى نَكَحْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ الزَّبِيْرِ وَاللّٰهِ مَامَعَهُ اِلاَّ مِثْلُ هٰذِهِ الْهُدْبَةِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَعَلَّكِ تُرِيْدِيْنَ اَنْ تَرْجِعِى اِلٰى رِفَاعَةَ لاَ حَتّٰى يَذُوْقَ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوْقِى عُسَيْلَتَهُ *

৩৪০৯. আবদুর রহমান ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুল হাকাম (র) ---- আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রিফাআ' কুরাযীর স্ত্রী রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর খিদমতে এসে বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমি আবদুর রহমান ইব্‌ন যাবীর (রা)-কে বিবাহ করেছি। আল্লাহ্‌র কসম তার নিকট আমার এই আঁচলের মত ব্যতীত আর কিছু (পৌরুষ) নেই। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : মনে হয় তুমি আবার রিফা'আর (রা.)-এর নিকট ফিরে যেতে চাও। তা হতে পারে না, যতক্ষণ না তুমি তার মধুর স্বাদ গ্রহণ কর, আর সে তোমার মধুর স্বাদ গ্রহণ করে।

بَابُ طَلاَقِ الْبَتَّةِ

পরিচ্ছেদ : চূড়ান্ত তালাক

٣٤١٠. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتِ امْرَاَةُ رِفَاعَةَ الْقُرَظِىِّ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ وَاَبُوْ بَكْرٍ عِنْدَهُ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّى كُنْتُ تَحْتَ رِفَاعَةَ الْقُرَظِىِّ فَطَلَّقَنِى الْبَتَّةَ فَتَزَوَّجْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ الزَّبِيْرِ وَاِنَّهُ وَاللّٰهِ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَا مَعَهُ اِلاَّ مِثْلُ هٰذِهِ الْهُدْبَةِ وَاَخَذَتْ هُدْبَةً مِنْ جِلْبَابِهَا وَخَالِدُ بْنُ سَعِيْدٍ بِالْبَابِ فَلَمْ يَاْذَنْ لَهُ فَقَالَ يَا اَبَا بَكْرٍ اَلاَ تَسْمَعُ هٰذِهِ تَجْهَرُ بِمَا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ تُرِيْدِيْنَ اَنْ تَرْجِعِى اِلٰى رِفَاعَةَ لاَحَتّٰى تَذُوْقِى عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوْقَ عُسَيْلَتَكِ *

৩৪১০. আমর ইব্‌ন আলী (র) ---- আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রিফাআ (রা) কুরাযীর স্ত্রী নবী ﷺ -এর নিকট আসলেন, তখন আবূ বকর (রা) তাঁর নিকট ছিলেন। সে বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমি রিফাআ কুরাযীর বিবাহাধীনে ছিলাম, সে আমাকে 'আলবাত্তা' (অর্থাৎ তিন) তালাক দেয়। এরপর আমি আবদুর রহমান ইব্‌ন যাবীর (রা)-কে বিবাহ করি। আল্লাহ্‌র কসম ! ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! এই কাপড়ের প্রান্ত ভাগের ন্যায় ব্যতীত তার নিকট কিছু (পুরুষত্ব) নেই। এই বলে সে তার চাদরের এক প্রান্ত তুলে ধরে। তখন খালিদ ইব্‌ন সাঈদ (রা) ছিল দরজায়। (নবী ﷺ) তাকে অনুমতি দেন নি। তিনি (বাইরে থেকে) বললেন : হে আবূ বকর ! আপনি কি শুনছেন না, এই মহিলা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সামনে জোরে জোরে কী (বাজে কথা) বলছে ? তিনি ﷺ বললেন : তুমি কি আবার রিফাআর নিকট প্রত্যাবর্তন করতে চাও ? তা হতে পারে না, যতক্ষণ না তুমি তার মধু পান কর আর সে তোমার মধু পান করে।

اَمْرُكِ بِيَدِكِ

'তোমার ব্যাপার তোমার হাতে' প্রসংগ[১]

٣٤١١. اَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ نَصْرِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ قُلْتُ لاَيُّوْبَ هَلْ عَلِمْتَ اَحَدًا قَالَ فِى اَمْرُكِ بِيَدِكِ اَنَّهَا ثَلاَثٌ غَيْرَ الْحَسَنِ فَقَالَ لاَ ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُمَّ غَفْرًا اِلاَّ مَا حَدَّثَنِى قَتَادَةُ عَنْ كَثِيْرٍ مَوْلَى ابْنِ سَمُرَةَ عَنْ اَبِى سَلَمَةَ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ ثَلاَثٌ فَلَقِيْتُ كَثِيْرًا فَسَاَلْتُهُ فَلَمْ يَعْرِفْهُ فَرَجَعْتُ اِلَى قَتَادَةَ فَاَخْبَرْتُهُ فَقَالَ نَسِىَ قَالَ اَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ هٰذَا حَدِيْثٌ مُنْكَرٌ *

৩৪১১. আলী ইব্‌ন নাসর ইব্‌ন আলী (র) - - - - হাম্মাদ ইব্‌ন যায়দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি আইউব (রা)-কে বললাম, আপনি কি হাসান ব্যতীত কাউকেও اَمْرُكِ بِيَدِكِ (অর্থাৎ "তোমরা ব্যাপার তোমার হাতে") বলা দ্বারা তিন তালাক হবে বলে বলতে শুনেছেন ? তিনি বললেন : না। এরপর তিনি বললেন, আল্লাহ্ ক্ষমা করুন। তবে (মনে পড়ছে) কাতাদা (আবূ সালামা (র)) আবূ হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, (এরূপ বললে)— তিন তালাক হয়ে যাবে। এরপর আমি কাসীর (র)-এর সাথে সাক্ষাৎ করে তাকে জিজ্ঞাসা করলাম; তিনি তা (হাদীসটি) চিনতে পারলেন না (অস্বীকার করলেন)। এরপর আমি কাতাদা (র)-এর নিকট ফিরে আসলাম এবং তাঁকে এ সংবাদ দিলাম। তিনি বললেন : সে ভুলে গেছে। আবূ আবদুর রহমান বলেন : এটা মুন্‌কার হাদীস।

بَابُ اِحْلاَلُ الْمُطَلَّقَةُ ثَلاَثًا وَالنِّكَاحُ الَّذِى يُحِلُّهَا بِهِ

পরিচ্ছেদ : তিন তালাকপ্রাপ্তাকে হালাল করে বিবাহ্ প্রসংগে

٣٤١٢. حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَاَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتِ امْرَاَةُ رِفَاعَةَ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ اِنَّ زَوْجِى طَلَّقَنِى فَاَبَتَّ طَلاَقِى وَاِنِّى تَزَوَّجْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ الزَّبِيْرِ وَمَا مَعَهُ اِلاَّ مِثْلَ هُدْبَةِ الثَّوْبِ فَضَحِكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَقَالَ لَعَلَّكِ تُرِيدِيْنَ اَنْ تَرْجِعِى اِلَى رِفَاعَةَ لاَحَتّٰى يَذُوْقَ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوْقِى عُسَيْلَتَهُ *

৩৪১২. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রিফাআ (রা.)-এর স্ত্রী রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর খিদমতে এসে বললো, আমার স্বামী আমাকে তালাক দেয় এবং আমাকে চূড়ান্ত (তিন) তালাক দেয়। এরপর আমি আবদুর রহমান ইব্‌ন যাবীর (রা)-কে বিবাহ করি। কিন্তু তার নিকট কাপড়ের আঁচলের মত ব্যতীত কিছু (শক্তি) নেই। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হেসে বললেন : মনে হয় তুমি রিফাআ (রা)-এর নিকট ফিরে যেতে চাও। না, (তা হয় না ;) যতক্ষণ না সে তোমার মধুর স্বাদ গ্রহণ করে আর তুমি তার মধুর স্বাদ গ্রহণ কর।

---

১. এ বাক্যটি দ্বারা স্ত্রীকে নিজের তালাক গ্রহণের অধিকার দেয়া হয়।

٣٤١٣. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنِى عُبَيْدُ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِى الْقَاسِمُ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَجُلاً طَلَّقَ امْرَاَتَهُ ثَلاَثًا فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا فَطَلَّقَهَا قَبْلَ اَنْ يَمَسَّهَا فَسُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَتَحِلُّ لِلاَوَّلِ فَقَالَ لاَحَتّٰى يَذُوْقَ عُسَيْلَتَهَا كَمَا ذَاقَ الاَوَّلُ *

৩৪১৩. মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুসান্না (র) ---- আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তিন তালাক দিল। এরপর সে অন্য স্বামী গ্রহণ করলো, কিন্তু সে তাকে স্পর্শ করার (সহবাস করার) পূর্বেই তালাক দিল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট জিজ্ঞাসা করা হলেন : সে কি প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হবে ? তিনি বললেন, না। (হালাল হবে না,) সে (দ্বিতীয় স্বামী) যতক্ষণ না তার মধুর স্বাদ গ্রহণ করে যেমন প্রথম স্বামী স্বাদ গ্রহণ করেছিল।

٣٤١٤. اَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ اَنْبَاَنَا هُشَيْمٌ قَالَ اَنْبَاَنَا يَحْيٰى عَنْ اَبِى اِسْحٰقَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ الْغُمَيْصَاءَ اَوِ الرُّمَيْصَاءَ اَتَتِ النَّبِىَّ ﷺ تَشْتَكِى زَوْجَهَا اَنَّهُ لاَيَصِلُ اِلَيْهَا فَلَمْ يَلْبَثْ اَنْ جَاءَ زَوْجُهَا فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ هِىَ كَاذِبَةٌ وَهُوَ يَصِلُ اِلَيْهَا وَلٰكِنَّهَا تُرِيْدُ اَنْ تَرْجِعَ اِلَى زَوْجِهَا الاَوَّلِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ ذٰلِكَ حَتّٰى تَذُوْقِى عُسَيْلَتَهُ *

৩৪১৪. আলী ইব্‌ন হুজ্‌র (র) - - আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, গুমায়সা অথবা রুমায়সা (নাম্নী এক মহিলা) তার স্বামী সম্বন্ধে অভিযোগ নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট আসলো যে, সে তার নিকট পৌছতে (সহবাস করতে) পারে না। অল্পক্ষণ পরেই তার স্বামী আসলো এবং বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! সে মিথ্যুক এবং সে তার নিকট যেয়ে থাকে (সহবাস করার ক্ষমতা রাখে)। কিন্তু সে তার প্রথম স্বামীর নিকট ফিরে যেতে চায়। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তা হতে পারে না, যতক্ষণ না তুমি তার মধুর স্বাদ গ্রহণ কর।

٣٤١٥. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ قَالَ سَمِعْتُ سَلْمَ بْنَ زَرِيْرٍ يُحَدِّثُ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ فِى الرَّجُلِ تَكُوْنُ لَهُ الْمَرْاَةُ يُطَلِّقُهَا ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا رَجُلٌ اٰخَرُ فَيُطَلِّقُهَا قَبْلَ اَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَتَرْجِعَ اِلَى زَوْجِهَا الاَوَّلِ قَالَ لاَحَتّٰى تَذُوْقَ الْعُسَيْلَةَ *

৩৪১৫. আমর ইব্‌ন আলী (র) ---- ইব্‌ন উমর (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি সম্বন্ধে, সে তার স্ত্রীকে তালাক দিল। এরপর তাকে অন্য এক ব্যক্তি বিবাহ করলো এবং সে তার সাথে সহবাস করার পূর্বে তাকে তালাক দিল। সে কি তার প্রথম স্বামীর নিকট ফিরে যেতে পারবে ? তিনি বললেন : না, যতক্ষণ না সে (স্ত্রী নতুন স্বামীর) মধুর স্বাদ গ্রহণ করে।

٣٤١٦. اَخْبَرَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ رَزِيْنِ بْنِ سُلَيْمَانَ الاَحْمَرِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا فَيَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ فَيُغْلِقُ الْبَابَ وَيُرْخِي السِّتْرَ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ اَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ لاَتَحِلُّ لِلاَوَّلِ حَتّٰى يُجَامِعَهَا الاٰخَرُ قَالَ اَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ هٰذَا اَوْلٰى بِالصَّوَابِ *

৩৪১৬. মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো, যে তার স্ত্রীকে তিন তালাক দিল। পরে অন্য এক ব্যক্তি তাকে বিবাহ করলো। সে দরজা বন্ধ করে পর্দা ঝুলিয়ে দিল। এরপর তার সাথে সহবাস করার পূর্বে তাকে তালাক দিল। তিনি (নবী ﷺ) বললেন : সে প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হবে না। যতক্ষণ না দ্বিতীয় স্বামী তার সাথে সহবাস করে। ইমাম আবূ আব্দুর রহমান নাসাঈ (র) বলেন : হাদীসটি (সনদের মানদণ্ডে) অধিক সঠিক।

بَابُ اِحْلاَلِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلاَثً وَمَا فِيْهِ مِنَ التَّغْلِيْظِ

পরিচ্ছেদ : তিন তালাকপ্রাপ্তা নারীকে হালাল করা এবং এ বিষয়ে কঠোর সতর্কবাণী

٣٤١٧. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو نُعَيْمٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اَبِي قَيْسٍ عَنْ هُزَيْلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْوَاشِمَةَ وَالْمُوْتَشِمَةَ وَالْوَاصِلَةَ وَالْمَوْصُوْلَةَ وَاٰكِلَ الرِّبَا وَمُوْكِلَهُ وَالْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ *

৩৪১৭. আমর ইব্‌ন মানসূর (র) - - - - আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অভিসম্পাত করেছেন সে সব নারীদের, যারা উল্কি আঁকায় এবং উল্কি গ্রহণ করে। আর যে নারী নিজের চুলের সাথে অন্যের চুল মিলায় এবং যে নারীর চুলের সংগে মিলানো হয়। আর যে সুদ খায় এবং সুদ প্রদান করে, আর যে (তিন তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে) হালাল করে এবং যার জন্য হালাল করা হয়।

بَابُ مُوَاجَهَةِ الرَّجُلِ الْمَرْاَةَ بِالطَّلاَقِ

পরিচ্ছেদ : স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে সামনা-সামনি তালাক দেওয়া

٣٤١٨. اَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الاَوْزَاعِيُّ قَالَ سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنِ الَّتِي اُسْتَعَاذَتْ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اَخْبَرَنِي عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ الْكِلاَبِيَّةَ لَمَّا دَخَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْكَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَقَدْ عُذْتِ بِعَظِيْمٍ الْحَقِي بِاَهْلِكِ *

৩৪১৮. হুসায়ন ইব্‌ন হুরায়স (র) ---- আয়েশা (রা) বলেন : কিলাব গোত্রের মহিলাটি যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট এসে বললেন : আমি আল্লাহ্‌র নিকট আপনার থেকে আশ্রয় চাই। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তুমি এক মহান সত্তার আশ্রয় গ্রহণ করেছ। তুমি 'তোমার পরিজনের সাথে মিলিত হও'।

بَابُ اِرْسَالُ الرَّجُلِ اِلٰى زَوْجَتِهِ بِالطَّلَاقِ

পরিচ্ছেদ : স্ত্রীর নিকট পুরুষের তালাক পাঠিয়ে দেয়া

٣٤١٩. اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اَبِى بَكْرٍ وَهُوَ ابْنُ اَبِى الْجَهْمِ قَالَ سَمِعْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ تَقُوْلُ اَرْسَلَ اِلَىَّ زَوْجِى بِطَلَاقِى فَشَدَدْتُ عَلَىَّ ثِيَابِى ثُمَّ اَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ كَمْ طَلَّقَكِ فَقُلْتُ ثَلَاثًا قَالَ لَيْسَ لَكِ نَفَقَةٌ وَاعْتَدِّىْ فِى بَيْتِ ابْنِ اُمِّ مَكْتُوْمٍ فَاِنَّهُ ضَرِيْرُ الْبَصَرِ تُلْقِيْنَ ثِيَابَكِ عِنْدَهُ فَاِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُكِ فَاٰذِنِيْنِى مُخْتَصَرٌ *

৩৪১৯. উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন সাঈদ (র) ---- আবূ জাহম ইব্‌ন আবূ বকর (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি ফাতিমা বিন্‌ত কায়সকে বলতে শুনেছি, আমার স্বামী আমার নিকট তালাক প্রেরণ করলে আমি আমার কাপড় পরে নবী ﷺ -এর নিকট আসলাম। তিনি বললেন : তোমাকে কয় তালাক দিয়েছে ? আমি বললাম : তিন তালাক। তিনি বললেন : তোমার জন্য কোন খোরপোষ নেই। তুমি তোমার চাচাত ভাই ইব্‌ন উম্মু মাকতূমের ঘরে ইদ্দত পালন কর। কেননা, সে অন্ধ। তুমি তার সামনে তোমার কাপড় খুলতে পারবে। আর যখন তোমার ইদ্দত পূর্ণ হবে, তখন আমাকে সংবাদ দেবে। এ হাদীস এখানে সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে।

٣٤٢٠. اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ تَمِيْمٍ مَوْلٰى فَاطِمَةَ عَنْ فَاطِمَةَ نَحْوَهُ *

৩৪২০. উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন সাঈদ (র) ---- ফাতিমা (রা) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

تَاْوِيْلُ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ يَاَيُّهَا النَّبِىُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا اَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ

يَاَيُّهَا النَّبِىُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا اَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ (অর্থ : হে নবী ! আল্লাহ্ আপনার জন্য যা হালাল করেছেন আপনি তা হারাম করছেন কেন ?) (৬৬ : ১) উক্ত আয়াতের তাফসীর

٣٤٢١. اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَلِىِّ الْمَوْصِلِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا مَخْلَدٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَالِمٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ اِنِّى جَعَلْتُ امْرَاَتِى عَلَىَّ حَرَامًا قَالَ كَذَبْتَ لَيْسَتْ عَلَيْكَ بِحَرَامٍ ثُمَّ تَلَا هٰذِهِ الْاٰيَةَ يَاَيُّهَا النَّبِىُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا اَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ عَلَيْكَ اَغْلَظُ الْكَفَّارَةِ عِتْقُ رَقَبَةٍ *

৩৪২১. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুস সামাদ (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : তাঁর নিকট এক ব্যক্তি এসে বললেন : আমি আমার স্ত্রীকে আমার উপর হারাম করেছি। তিনি বললেন : তুমি মিথ্যা বলছো। সে তোমার উপর হারাম নয়। এরপর তিনি এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন : يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَاأَحَلَّ اللَّهُ لَكَ তোমার উপর দাসমুক্ত করার ন্যায় কঠিন কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হয়েছে।

تَأْوِيلُ هٰذِهِ الْآيَةِ عَلَى وَجْهٍ آخَرَ

এই আয়াতের ভিন্ন ব্যাখ্যা

٣٤٢٢. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ حَجَّاجٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَمْكُثُ عِنْدَ زَيْنَبَ وَيَشْرَبُ عِنْدَهَا عَسَلاً فَتَوَاصَيْتُ وَحَفْصَةُ أَيَّتُنَا مَادَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ ﷺ فَلْتَقُلْ إِنِّي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ مَغَافِيرَ فَدَخَلَ عَلَى إِحْدَيْهِمَا فَقَالَتْ ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ بَلْ شَرِبْتُ عَسَلاً عِنْدَ زَيْنَبَ وَقَالَ لَنْ أَعُودَ لَهُ فَنَزَلَ يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَاأَحَلَّ اللَّهُ لَكَ . . . . إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ لِعَائِشَةَ وَحَفْصَةَ . . . . وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا لِقَوْلِهِ بَلْ شَرِبْتُ عَسَلاً كُلُّهُ فِي حَدِيثِ عَطَاءٍ *

৩৪২২. কুতায়বা (র) - - - - আতা (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি উবায়দ ইব্‌ন উমায়র (র)-কে বলতে শুনেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর স্ত্রী আয়েশা (রা)-কে বলতে শুনেছি : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যয়নাব (রা)-এর নিকট অবস্থান করতেন এবং তাঁর নিকট মধু পান করতেন। আমি এবং হাফসা (রা) পরামর্শ করলাম, আমাদের মধ্যে যার নিকটই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আগমন করেন, সে যেন বলে : আমি আপনার থেকে মাগাফির-এর গন্ধ পাচ্ছি। এরপর তিনি তাঁদের একজনের নিকট আগমন করলে, তিনি তাঁকে তা বললেন : তখন তিনি বললেন : বরং আমি তো যয়নাবের নিকট মধু পান করেছি। তিনি আরও বললেন : আমি আর পুনরায় তা পান করবো না। তখন এ আয়াত নাযিল হয় : يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَاأَحَلَّ اللَّهُ لَكَ আর আয়েশা এবং হাফ্‌সা (রা) সম্বন্ধে নাযিল হয় : إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ (যদি তোমরা আল্লাহ্‌র কাছে তাওবা কর . . . . আর নবী ﷺ-এর উক্তি : বরং আমি মধু পান করেছি এর জন্য وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا (অর্থ : যখন নবী ﷺ তাঁর কোন স্ত্রীর কাছে গোপনে বললেন . . . . .) আয়াত নাযিল হয়। এর সমস্তই আতা (র)-এর হাদীসে রয়েছে।

بَابُ الْحَقِي بِأَهْلِكِ

পরিচ্ছেদ : الْحَقِي بِأَهْلِكِ অর্থাৎ কেউ যদি তার স্ত্রীকে বলে : 'তুমি তোমার পরিবারের লোকদের সাথে মিলিত হও'

٣٤٢٣. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَكِّيِّ بْنِ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنَا

عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ حَدِيْثَهُ حِيْنَ تَخَلَّفَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ تَبُوْكَ وَقَالَ فِيْهِ إِذَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَأْتِيْنِي فَقَالَ إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ح وَأَخْبَرَنِيْ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُوْنُسَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ أَخْبَرَنِيْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ حَدِيْثَهُ حِيْنَ تَخَلَّفَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ وَسَاقَ قِصَّتَهُ وَقَالَ إِذَا رَسُوْلُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَأْتِيْ فَقَالَ إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَأْمُرُكَ أَنْ تَعْتَزِلَ امْرَأَتَكَ فَقُلْتُ أُطَلِّقُهَا أَمْ مَاذَا قَالَ لَا بَلِ اعْتَزِلْهَا فَلَا تَقْرَبْهَا فَقُلْتُ لِامْرَأَتِي الْحَقِي بِأَهْلِكِ فَكُوْنِيْ عِنْدَهُمْ حَتّٰى يَقْضِيَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي هٰذَا الْأَمْرِ *

৩৪২৩. মুহাম্মাদ ইব্ন হাতিম (র) - - - - আবদুর রহমান ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন কা'ব ইব্ন মালিক (রা) বলেন : আমি কা'ব ইব্ন মালিক (রা)-কে তাঁর কথা বর্ণনা করতে শুনেছি, তিনি যখন তাবুক যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে অংশ গ্রহণ করা থেকে বিরত রইলেন। তাতে তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর দূত এসে আমাকে বললেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আপনাকে আদেশ করেছেন যে, আপনি যেন আপনার স্ত্রী থেকে দূরে থাকেন। তখন আমি বললাম : আমি তাকে তালাক দেব, না কি করবো ? তিনি বললেন : না, বরং তার থেকে দূরে থাকুন, তার সাথে সহবাস করবেন না। তখন আমি আমার স্ত্রীকে বললাম : তুমি তোমার পরিবারের নিকট যাও, তাদের নিকট থাক, যতক্ষণ না এ ব্যাপারে কোন ফয়সালা মহান মহিয়ান আল্লাহ্ তা'আলা করে দেন।

٣٤٢٤. أَخْبَرَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ جَبَلَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى ابْنِ أَعْيَنَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِيْ عَنْ إِسْحٰقَ بْنِ رَاشِدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِيْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبِيْ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ وَهُوَ أَحَدُ الثَّلَاثَةِ الَّذِيْنَ تِيْبَ عَلَيْهِمْ يُحَدِّثُ قَالَ أَرْسَلَ إِلَيَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَإِلَى صَاحِبَيَّ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَعْتَزِلُوْا نِسَاءَكُمْ فَقُلْتُ لِلرَّسُوْلِ أُطَلِّقُ امْرَأَتِيْ أَمْ مَاذَا أَفْعَلُ قَالَ لَا بَلْ تَعْتَزِلُهَا فَلَا تَقْرَبْهَا فَقُلْتُ لِامْرَأَتِي الْحَقِي بِأَهْلِكِ فَكُوْنِيْ فِيْهِمْ فَلَحِقَتْ بِهِمْ *

৩৪২৪. মুহাম্মাদ ইব্ন জাবালা এবং মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র) - - - - আবদুর রহমান ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন কা'ব ইব্ন মালিক তাঁর পিতা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি আমার পিতা কা'ব ইব্ন মালিক(রা.) কে বলতে শুনেছি : তিনি ঐ তিন ব্যক্তির একজন, যাদের তওবা (তাবুকে অনুপস্থিতির অপরাধের জন্য) কবূল করা হয়েছে। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার নিকট এবং আমার অন্য দুই সাথীর নিকট সংবাদ পাঠান যে,

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তোমাদের আদেশ করেছেন যে, তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের থেকে দূরে থাক। তখন আমি ঐ দূতকে জিজ্ঞাসা করলাম : আমি বললাম : আমি কি আমার স্ত্রীকে তালাক দেব, না কি করবো? তিনি বললেন : না, বরং তার থেকে দূরে থাকুন, তার সাথে সহবাস করবে না। তখন আমি আমার স্ত্রীকে বললাম : তুমি তোমার পরিবারের লোকদের নিকট যাও এবং তাদের সাথে থাক। তখন সে তাদের নিকট চলে যায়।

٣٤٢٥. اَخْبَرَنَا يُوْسُفُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِى عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِى عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ كَعْبٍ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ كَعْبٍ قَالَ سَمِعْتُ كَعْبًا يُحَدِّثُ حَدِيْثَهُ حِيْنَ تَخَلَّفَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِى غَزْوَةِ تَبُوْكَ وَقَالَ فِيْهِ اِذَا رَسُوْلُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَاْتِيْنِى وَيَقُوْلُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَاْمُرُكَ اَنْ تَعْتَزِلَ امْرَاَتَكَ فَقُلْتُ اُطَلِّقُهَا اَمْ مَاذَا اَفْعَلُ قَالَ بَلِ اعْتَزِلْهَا وَلاَ تَقْرَبْهَا وَاَرْسَلَ اِلَى صَاحِبَىَّ بِمِثْلِ ذٰلِكَ فَقُلْتُ لاِمْرَاَتِى الْحَقِى بِاَهْلِكِ وَكُوْنِى عِنْدَهُمْ حَتّٰى يَقْضِىَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ فِى هٰذَا الاَمْرِ خَالَفَهُمْ مَعْقِلُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ *

৩৪২৫. ইউসূফ ইব্‌ন সাঈদ (র) - - - - ইব্‌ন শিহাব (র) বলেন : আবদুর রহমান ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন মালিক (রা.) আমাকে অবহিত করেছেন, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন কা'ব বলেছেন : আমি কা'ব (রা)-কে তাঁর ঘটনা বর্ণনা করতে শুনেছি, যখন তিনি তাবুক যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে যোগদান করা থেকে বিরত থাকেন। এতে তিনি বলেন : যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর দূত আমার নিকট এসে বললেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আপনাকে আপনার স্ত্রী হতে দূরে থাকতে আদেশ করেছেন। তখন আমি জিজ্ঞাসা করি : আমি কি তাকে (স্ত্রীকে) তালাক দেব, না কি করবো? তিনি বলেন : না, বরং আপনি তার থেকে দূরে থাকুন, তার সাথে সহবাস করবেন না। আমার দুই সাথীর নিকটও অনুরূপ (আদেশ) পাঠানো হয়। তখন আমি আমার স্ত্রীকে বলি : তুমি তোমার পরিবারে গিয়ে তাদের সাথে থাক। যতক্ষণ না মহান মহিয়ান আল্লাহ্ তা'আলা এ ব্যাপারে কোন ফয়সালা করে দেন।

٣٤٢٦. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْدَانَ بْنِ عِيْسَى قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ اَعْيَنَ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ اَخْبَرَنِى عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ عَمِّهِ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ كَعْبٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبِى كَعْبًا يُحَدِّثُ قَالَ اَرْسَلَ اِلَىَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاِلَى صَاحِبَىَّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تَعْتَزِلُوْا نِسَاءَكُمْ فَقُلْتُ لِلرَّسُوْلِ اُطَلِّقُ امْرَاَتِىْ اَمْ مَاذَا اَفْعَلُ قَالَ لاَ بَلْ تَعْتَزِلُهَا وَلاَ تَقْرَبْهَا فَقُلْتُ لاِمْرَاَتِى الْحَقِى بِاَهْلِكِ فَكُوْنِى فِيْهِمْ حَتّٰى يَقْضِىَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ فَلَحِقَتْ بِهِمْ خَالَفَهُ مَعْمَرٌ *

৩৪২৬. মুহাম্মাদ ইব্‌ন মা'দান ইব্‌ন ঈসা (র) - - - - উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন কা'ব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন :

আমি আমার পিতা কা'ব (রা)-কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার নিকট এবং আমার দুই সাথীর নিকট এই বলে দূত পাঠালেন যে, 'রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আপনাদেরকে আপনাদের স্ত্রীদের হতে দূরে থাকতে আদেশ করেছেন।' তখন আমি দূতকে বললাম, আমার স্ত্রীকে তালাক দেব, না কি করবো ? তিনি বললেন : না, বরং তার থেকে দূরে থাকুন। তার সাথে সহবাস করবেন না। তখন আমার স্ত্রীকে বললাম : তুমি তোমার পরিবারের নিকট গিয়ে তাদের সাথে থাক। যতদিন মহান মহিয়ান আল্লাহ্ তা'আলা এ ব্যাপারে কোন ফয়সালা করে দেন। তখন সে তাদের নিকট চলে গেল।

٣٤٢٧. اَخْبَرَنِى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ وَهُوَابْنُ ثَوْرٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ فِى حَدِيْثِهِ اِذَا رَسُوْلٌ مِنَ النَّبِىِّ ﷺ قَدْ اَتَانِى فَقَالَ اُعْتَزِلِ امْرَاَتَكَ فَقُلْتُ اُطَلِّقُهَا قَالَ لَاوَلٰكِنْ لَاتَقْرَبْهَا وَلَمْ يَذْكُرْ فِيْهِ الْحَقِى بِاَهْلِكِ *

৩৪২৭. মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল আ'লা (র) ---- আবদুর রহমান ইব্ন কা'ব ইব্ন মালিক (রা.) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দূত আমার নিকট এসে আমাকে বললেন, আপনি আপনার স্ত্রী হতে দূরে থাকুন। তখন আমি বললাম : আমি কি তাকে তালাক দেব ? তিনি বললেন : না, কিন্তু তার সাথে সহবাস করবেন না। এতে তিনি "তুমি তোমার পরিবারের সাথে গিয়ে থাক" উল্লেখ করেন নি।

بَابٌ طَلَاقُ الْعَبْدِ

পরিচ্ছেদ : ক্রীতদাসের তালাক

٣٤٢٨. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ اَبِى كَثِيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ مُعَتِّبٍ اَنَّ اَبَا حَسَنٍ مَوْلٰى بَنِىْ نَوْفَلٍ اَخْبَرَهُ قَالَ كُنْتُ اَنَا وَامْرَاَتِى مَمْلُوْكَيْنِ فَطَلَّقْتُهَا تَطْلِيْقَتَيْنِ ثُمَّ اُعْتِقْنَا جَمِيْعًا فَسَاَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ اِنْ رَاجَعْتَهَا كَانَتْ عِنْدَكَ عَلٰى وَاحِدَةٍ قَضٰى بِذٰلِكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَالَفَهُ مَعْمَرٌ *

৩৪২৮. 'আমর আলী (র) ---- উমর ইব্ন মু'আত্তিব (র) বলেন, বনী নওফলের আযাদকৃত গোলাম আবূ হাসান তাঁকে অবহিত করেছেন, তিনি বলেছেন : আমি এবং আমার স্ত্রী উভয়ে ছিলাম ক্রীতদাস। আমি তাকে দুই তালাক দিলাম। এরপর আমরা উভয়ে মুক্ত হলাম। আমি ইব্ন আব্বাস (রা)-কে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন : যদি তুমি তাকে ফিরিয়ে নাও, তবে সে তোমার নিকট এক তালাকের উপর থাকবে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এরূপ ফয়সালা করেছেন।

٣٤٢٩. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَنْبَاَنَا مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيٰى بْنِ اَبِى كَثِيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ مُعَتِّبٍ عَنْ اَبِى الْحَسَنِ مَوْلٰى بَنِىْ نَوْفَلٍ قَالَ سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ عَبْدٍ

طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيْقَتَيْنِ ثُمَّ عُتِقَا اَيَتَزَوَّجُهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ عَمَّنْ قَالَ اَفْتَى بِذٰلِكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ لِمَعْمَرٍ الْحَسَنُ هٰذَا مَنْ هُوَ لَقَدْ حَمَلَ صَخْرَةً عَظِيْمَةً *

৩৪২৯. মুহাম্মাদ ইব্‌ন রাফি' (র) - - - - মুআত্তিব (র) বনী নওফলের ক্রীতদাস (আবূ) হাসান থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে এক ক্রীতদাস সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলো যে, সে তার স্ত্রীকে দুই তালাক দিয়েছে। এরপর তাদের উভয়কে মুক্ত করা হয়েছে। সে কি তাকে আবার বিবাহ করতে পারবে ? তিনি বললেন : হ্যাঁ। বলা হলো, কার পক্ষ থেকে (এ সিদ্ধান্ত) ? তিনি বললেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এরূপ ফয়সালা দিয়াছেন। আবদুর রায্‌যাক (র) বলেন, ইব্‌ন মুবারক মা'মার (র)-কে বলেন : এই আবূ হাসান কে ? সে তো নিজের উপর বড় পাথর তুলে নিল। (অর্থাৎ এ বর্ণনা যদি সঠিক না হয়, তাহলে অসংখ্য অবৈধ বিবাহের পাপের বোঝা তার উপর বর্তাবে।)

بَابٌ مَتَى يَقَعُ طَلَاقُ الصَّبِىِّ

পরিচ্ছেদ : নাবালেগের তালাক কখন কার্যকর হবে ?

٣٤٣٠. اَخْبَرَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا اَسَدُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ اَبِى مَعْمَرٍ الْخَطْمِىِّ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ عَنْ كَثِيْرِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ حَدَّثَنِى ابْنَا قُرَيْظَةَ اَنَّهُمْ عُرِضُوْا عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ قُرَيْظَةَ فَمَنْ كَانَ مُحْتَلِمًا اَوْ نَبَتَتْ عَانَتُهُ قُتِلَ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مُحْتَلِمًا اَوْلَمْ تَنْبُتْ عَانَتُهُ تُرِكَ *

৩৪৩০. রবী' ইব্‌ন সুলায়মান (র) - - - - কাসীর ইব্‌ন সাইব (র) বলেন, কুরায়যার ছেলেরা আমাকে অবহিত করেছে যে, বনী কুরায়যার যুদ্ধে তাদেরকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট পেশ করা হলে তাদের মধ্যে যার স্বপ্নদোষ হয়েছে (যে বালিগ হয়েছে) অথবা যার নাভীর নীচের পশম গজিয়েছে, তাদেরকে হত্যা করা হলো এবং যার স্বপ্নদোষ হয়নি (যে বালিগ হয়নি) অথবা যার নাভীর নীচের পশম গজায়নি, তাকে ছেড়ে দেওয়া হলো।

٣٤٣١. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَطِيَّةَ الْقُرَظِىِّ قَالَ كُنْتُ يَوْمَ حُكْمِ سَعْدٍ فِى بَنِىْ قُرَيْظَةَ غُلَامًا فَشَكُّوْا فِىَّ فَلَمْ يَجِدُوْنِى اَنْبَتُّ فَاسْتُبْقِيْتُ فَهَا اَنَا ذَا بَيْنَ اَظْهُرِكُمْ *

৩৪৩১. মুহাম্মাদ ইব্‌ন মানসূর (র) - - - - আতিয়্যা কুরাযী (রা) বলেন, বনী কুরায়যার ব্যাপারে সা'দ (রা) -এর বিচার করার দিন আমি ছিলাম একজন বালক। তখন তারা আমার ব্যাপারে সন্দেহ করলো। তখন তারা আমার নাভীর নীচের পশম গজানো দেখলো না, তাই আমাকে বাঁচিয়ে রাখা হল। এই যে, আমি সেই (বালক) এখন তোমাদের মধ্যে রয়েছি।

٣٤٣٢. اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنِىْ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَرَضَهُ يَوْمَ اُحُدٍ وَهُوَ ابْنُ اَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يُجِزْهُ وَعَرَضَهُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَهُوَ ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَاَجَازَهُ *

৩৪৩২. উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন সাঈদ (র) - - - - ইব্‌ন 'উমর (রা) বলেন, উহুদের যুদ্ধের দিন তাঁকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সামনে পেশ করা হলে, তখন তিনি ছিলেন চৌদ্দ বছর বয়সের তিনি তাঁকে অনুমতি দিলেন না, । আর পরিখার (খন্দকের) যুদ্ধের সময় তাঁকে পেশ করা হল, তখন তাঁর বয়স ছিল পনের বছর, তখন তিনি তাঁকে অনুমতি দিলেন।

بَابُ مَنْ لاَ يَقَعُ طَلاَقُهُ مِنَ الاَزْوَاجِ

পরিচ্ছেদ : যে স্বামীর তালাক কার্যকর হবে না

٣٤٣٣. اَخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثٍ عَنِ النَّائِمِ حَتّٰى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّغِيْرِ حَتّٰى يَكْبُرَ وَعَنِ الْمَجْنُوْنِ حَتّٰى يَعْقِلَ اَوْ يُفِيْقَ *

৩৪৩৩. ইয়াকূব ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - আয়েশা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : তিন প্রকার ব্যক্তি থেকে কলম (আইন) উঠিয়ে নেয়া হয়েছে। ১. নিদ্রিত ব্যক্তি, যাবত না সে জাগ্রত হয়। ২. নাবালেগ, যতক্ষণ না সে বালেগ হয়, এবং ৩. উন্মাদ, যাবত না সে জ্ঞান ফিরে পায়, অথবা সে রোগমুক্ত হয়।

بَابُ مَنْ طَلَّقَ فِىْ نَفْسِهِ

পরিচ্ছেদ : মনে মনে তালাক দেয়া

٣٤٣٤. اَخْبَرَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْحَسَنِ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلاَّمٍ قَالاَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى تَجَاوَزَ عَنْ اُمَّتِىْ كُلَّ شَىْءٍ حَدَّثَتْ بِهِ اَنْفُسَهَا مَالَمْ تَكَلَّمْ بِهِ اَوْ تَعْمَلْ *

৩৪৩৪. ইবরাহীম ইব্‌ন হাসান ও আবদুর রহমান ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন সাল্লাম (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আমার উম্মতের মন যে কথা বলে, আল্লাহ্ তা'আলা তা সবই ক্ষমা করে দেবেন, যতক্ষণ না সে মুখে বলে অথবা কাজে পরিণত করে।

٣٤٣٥. اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اِدْرِيْسَ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ اَوْفٰى عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ تَجَاوَزَ لِاُمَّتِىْ مَاوَسْوَسَتْ بِهٖ وَحَدَّثَتْ بِهٖ اَنْفُسَهَا مَالَمْ تَعْمَلْ اَوْ تَتَكَلَّمْ بِهٖ *

৩৪৩৫. উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন সাঈদ (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আমার উম্মতের মনে যা উদয় হয় বা খটকা লাগে এবং তাদের মন যে কথা বলে আল্লাহ্ তা'আলা তা ক্ষমা করে দেবেন, যতক্ষণ না সে তা করে অথবা তা বলে।

٣٤٣٦. اَخْبَرَنِىْ مُوْسٰى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ اَلْجُعْفِىُّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ شَيْبَانَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ اَوْفٰى عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى تَجَاوَزَ لِاُمَّتِىْ عَمَّا حَدَّثَتْ بِهٖ اَنْفُسَهَا مَالَمْ تَكَلَّمْ اَوْ تَعْمَلْ بِهٖ *

৩৪৩৬. মূসা ইব্‌ন আবদুর রহমান (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : মন যা বলে আল্লাহ্ তা'আলা তা ক্ষমা করে দেবেন আমার উম্মতের যতক্ষণ না সে তা বলে, অথবা তা করে।

اَلطَّلَاقُ بِالْاِشَارَةِ الْمَفْهُوْمَةِ

বোধগম্য ইঙ্গিতে তালাক

٣٤٣٧. اَخْبَرَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَهْزٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ جَارٌ فَارِسِىٌّ طَيِّبُ الْمَرَقَةِ فَاَتٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ وَعِنْدَهُ عَائِشَةُ فَاَوْمَاَ اِلَيْهِ بِيَدِهٖ اَنْ تَعَالَ وَاَوْمَاَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلٰى عَائِشَةَ اَىْ وَهٰذِهٖ فَاَوْمَا اِلَيْهِ الْاٰخَرُ هٰكَذَا بِيَدِهٖ اَنْ لَا مَرَّتَيْنِ اَوْ ثَلَاثًا *

৩৪৩৭. আবূ বকর ইব্‌ন নাফি' (র) - - - - আনাস (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর একজন পারশিক প্রতিবেশি ছিল, যে উত্তমরূপে সুরুয়া পাকাতে পারতো। সে একদিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর খিদমতে আগমন করলো, তখন আয়েশা (রা) তাঁর কাছে ছিলেন। সে তার হাত দ্বারা তাঁর ﷺ দিকে ইংগিত করল যে, আসুন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আয়েশা (রা)-এর দিকে ইঙ্গিত করলেন অর্থাৎ সে ও (আমার সাথে যাবে)। তখন অন্যজন তাঁর দিকে হাতে দুই কি তিনবার ইঙ্গিত করলো যে, না।

بَابُ الْكَلَامِ اِذَا قَصَدَ بِهٖ فِيْمَا يَحْتَمِلُ مَعْنَاهُ

পরিচ্ছেদ : কথা বলে, তার সম্ভাব্য কোন অর্থ উদ্দেশ্য করা

٣٤٣٩. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ وَالْحَارِثُ

بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ اَخْبَرَنِى مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ وَفِى حَدِيْثِ الْحَارِثِ اَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّمَا الاَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَاِنَّمَا لاِمْرِئٍ مَانَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ فَهِجْرَتُهُ اِلَى اللّٰهِ وَ رَسُوْلِهِ وَ مَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيْبُهَا اَوِامْرَاَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ اِلَى مَاهَاجَرَ اِلَيْهِ *

৩৪৩৮. আমর ইব্‌ন মানসূর (র) - - - - আলকামা ইব্‌ন ওয়াক্কাস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা)-কে বলতে শুনেছেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, মানুষের সকল কাজের ফলাফল তার নিয়্যতের উপর নির্ভরশীল। আর প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য তাই রয়েছে, যা সে নিয়্যত করে। অতএব যার হিজরত আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের দিকে হয়, তার হিজরত আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের দিকেই হবে। আর যার হিজরতের উদ্দেশ্য দুনিয়া উপার্জন করা হয়, অথবা কোন নারীকে বিবাহ করা হয়, তাহলে তার হিজরত হবে যার জন্য সে হিজরত করেছে।

بَابُ الاِبَانَةِ وَالاِفْصَاحِ بِالْكَلِمَةِ الْمَلْفُوْظِ بِهَا اِذَا قَصَدَبِهَا لِمَا لاَيَحْتَمِلُ مَعْنَاهَا لَمْ تُوْجِبْ شَيْئًا وَلَمْ تُثْبِتْ حُكْمًا

পরিচ্ছেদ : কোন কথা বলে, এর বাহ্যিক অর্থ উদ্দেশ্য না করা

٣٤٤٠. اَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ حَدَّثَنِى شُعَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنِى اَبُوالزِّنَادِ مِمَّا حَدَّثَهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ الاَعْرَجُ مِمَّا ذَكَرَ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ قَالَ اُنْظُرُوا كَيْفَ يَصْرِفُ اللّٰهُ عَنِّى شَتْمَ قُرَيْشٍ وَلَعْنَهُمْ اِنَّهُمْ يَشْتِمُوْنَ مُذَمَّمًا وَيَلْعَنُوْنَ مُذَمَّمًا وَاَنَا مُحَمَّدٌ *

৩৪৩৯. ইমরান ইব্‌ন বাক্কার (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : দেখ, আল্লাহ্ তা'আলা কিরূপে আমার থেকে কুরায়শের গালি ও অভিসম্পাত দূর করেছেন। তারা তো গালি দিতেছে 'মুযাম্মাম' (নিন্দিত)-কে এবং অভিসম্পাত দিতেছে মুযাম্মামকে, অথচ আমি হলাম মুহাম্মাদ ﷺ (প্রশংসিত)!

بَابُ التَّوْقِيْتِ فِى الْخِيَارِ

পরিচ্ছেদ : তালাক গ্রহণের জন্য প্রদত্ত ইখতিয়ারে মত প্রকাশের জন্য নির্ধারিত সময়

٣٤٤٠. اَخْبَرَنَا يُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الاَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَنْبَاَنَا يُوْنُسُ بْنُ يَزِيْدَ

وَمُوْسَى ابْنُ عَلِيٍّ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ لَمَّا أُمِرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِتَخْيِيْرِ أَزْوَاجِهِ بَدَأَبِيْ فَقَالَ إِنِّي ذَاكِرٌ لَكِ أَمْرًا فَلَا عَلَيْكِ أَنْ لَا تَعْجَلِي حَتّٰى تَسْتَأْمِرِي أَبَوَيْكِ قَالَتْ قَدْ عَلِمَ أَنَّ أَبَوَايَ لَمْ يَكُوْنَا لِيَأْمُرَانِّي بِفِرَاقِهِ قَالَتْ ثُمَّ تَلَا هٰذِهِ الْآيَةَ يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا إِلَى قَوْلِهِ جَمِيْلًا فَقُلْتُ أَفِي هٰذَا أَسْتَأْمِرُ أَبَوَيَّ أُرِيْدُ اللّٰهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ رَسُوْلَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ قَالَتْ عَائِشَةُ ثُمَّ فَعَلَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَ مَافَعَلْتُ وَلَمْ يَكُنْ ذٰلِكَ حِيْنَ قَالَ لَهُنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاخْتَرْنَهُ طَلَاقًا مِنْ أَجْلِ أَنَّهُنَّ اخْتَرْنَهُ *

৩৪৪০. ইউনুস ইব্‌ন আবদুল আলা (র) - - - - আবূ সালামা ইব্‌ন আবদুর রহমান (র) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর স্ত্রী আয়েশা (রা) বলেছেন : যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে তাঁর স্ত্রীদেরকে ইখতিয়ার দেয়ার জন্য আদেশ করা হলো, তখন তিনি আমার থেকে আরম্ভ করলেন। তিনি বললেন : আমি তোমার নিকট একটি কথা বলবো, তুমি এ ব্যাপারে তাড়াহুড়া করে, তোমার মাতাপিতার সাথে পরামর্শ না করে উত্তর দেবে না। আয়েশা (রা) বলেন : তিনি জানতেন, আমার মাতাপিতা কখনও আমাকে তাঁর থেকে বিচ্ছিন্ন হতে আদেশ করবেন না। তিনি বলেন : এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এই আয়াত পাঠ করেন : "হে নবী ! আপনি আপনার স্ত্রীগণকে বলে দিন, যদি তোমরা পার্থিব জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য কামনা কর, ..."। তখন আমি বললাম : এ ব্যাপারে আমি আমার মাতাপিতার কি গ্রহণ করবো ? আমি আল্লাহ্ , আল্লাহ্‌র রাসূল এবং পরকালকে গ্রহণ করবো। আয়েশা (রা) বলেন : এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর অন্যান্য স্ত্রীগণ আমি যা করেছি তারাও তা-ই করলেন। আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন তাঁদেরকে বললেন (ইখতিয়ার দিলেন) : আর তারা তাঁকেই গ্রহণ করলেন, তখন তাঁকে গ্রহণ করার দরুন তা তালাক হয়নি।

٣٤٤١. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَوْرٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا نَزَلَتْ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ بَدَأَ بِي فَقَالَ يَاعَائِشَةُ إِنِّي ذَاكِرٌ لَكِ أَمْرًا فَلَا عَلَيْكِ أَنْ لَاتَعْجَلِي حَتّٰى تَسْتَأْمِرِي أَبَوَيْكِ قَالَتْ قَدْ عَلِمَ وَاللّٰهِ إِنَّ أَبَوَيَّ لَمْ يَكُوْنَا لِيَأْمُرَانِّي بِفِرَاقِهِ فَقَرَأَ عَلَيَّ يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا فَقُلْتُ أَفِي هٰذَا أَسْتَأْمِرُ أَبَوَيَّ فَإِنِّي أُرِيْدُ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ هٰذَا خَطَأٌ وَالْأَوَّلُ أَوْلٰى بِالصَّوَابِ وَاللّٰهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالٰى أَعْلَمُ *

৩৪৪১. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল আলা (র) - - - - আয়েশা (রা) বলেন : যখন إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيٰوةَ নাযিল হয়, তখন নবী ﷺ আমার নিকট উপস্থিত হয়ে আমাকেই প্রথম বলেন : হে আয়েশা ! আমি তোমার নিকট একটি কথা বলবো, তুমি তাতে তাড়াহুড়া না করে বরং তোমার মাতাপিতার সাথে পরামর্শ করে উত্তর

দেবে। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জানতেন, আমার মাতাপিতা কখনও আমাকে তাঁর থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার আদেশ করবেন না। তিনি এরপরও আমার নিকট এই আয়াত তিলাওয়াত করলেন : يَاأَيُّهَا النَّبِىُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ اِنْ كُنْتُنَّ তখন আমি বললাম : এ ব্যাপারে কি আমি আমার মাতাপিতাকে জিজ্ঞাসা করবো ? আমি আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলকেই গ্রহণ করছি। আবূ আবদুর রহমান (র) বলেন : এই রিওয়ায়ত ভুল, বরং প্রথম বর্ণনাই সঠিক। আল্লাহ্ সম্যক অবগত।

بَابُ فِى الْمُخَيَّرَةِ تَخْتَارُ زَوْجَهَا

পরিচ্ছেদ : যে ইখতিয়ারপ্রাপ্তা স্বামীকে গ্রহণ করে

٣٤٤٢. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى هُوَ ابْنُ سَعِيْدٍ عَنْ اِسْمَاعِيلَ عَنْ عَامِرٍ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَيَّرْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاُخْتَرْنَاهُ فَهَلْ كَانَ طَلاَقًا *

৩৪৪২. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে ইখতিয়ার (বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার) প্রদান করলে আমরা তাঁকেই গ্রহণ করলাম। তাতে কি তালাক হয়েছিল ?

٣٤٤٣. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الاَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ قَالَ قَالَ الشَّعْبِىُّ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَدْ خَيَّرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نِسَاءَهُ فَلَمْ يَكُنْ طَلاَقًا *

৩৪৪৩. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল আলা (র) - - - -আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর স্ত্রীদেরকে ইখতিয়ার দিয়েছিলেন, তা তালাক (বিবেচিত) হয়নি।

٣٤٤٤. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ صُدْرَانَ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا اَشْعَثُ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَدْ خَيَّرَ النَّبِىُّ ﷺ نِسَاءَهُ فَلَمْ يَكُنْ طَلاَقًا *

৩৪৪৪. মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী ﷺ তাঁর স্ত্রীগণকে ইখতিয়ার দিলে তা তালাক (বিবেচিত) হয়নি।

٣٤٤٥. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الاَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ اَبِى الضُّحَى عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَدْ خَيَّرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نِسَاءَهُ اَفَكَانَ طَلاَقًا *

৩৪৪৫. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল আলা (র) - - - -আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর স্ত্রীগণকে ইখতিয়ার দিয়েছিলেন, তাতে কি তালাক হয়েছিল ?

٣٤٤٦. اَخْبَرَنِى عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الضَّعِيْفُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَيَّرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاخْتَرْنَاهُ فَلَمْ يَعُدَّهَا عَلَيْنَا شَيْئًا *

৩৪৪৬. আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মাদ যঈফ (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের ইখতিয়ার প্রদান করলে আমরা তাঁকেই গ্রহণ করলাম, তাকে আমাদের উপর কিছুই (তালাক) গণনা করেন নি।

خِيَارُ الْمَمْلُوْكَيْنِ يُعْتَقَانِ

দাস-দাসী, স্বামী-স্ত্রী আযাদ হওয়ার পর ইখতিয়ার থাকা প্রসংগ

٣٤٤٧. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ مَوْهِبٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ كَانَ لِعَائِشَةَ غُلَامٌ وَجَارِيَةٌ قَالَتْ فَاَرَدْتُ اَنْ اُعْتِقَهُمَا فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اَبْدَئْ بِالْغُلَامِ قَبْلَ الْجَارِيَةِ *

৩৪৪৭. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - - কাসিম ইব্ন মুহাম্মাদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আয়েশা (রা)-এর একজন দাস ও একজন দাসী ছিল। তিনি বলেন, আমি তাদেরকে আযাদ করার ইচ্ছা করলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট তা প্রকাশ করলাম। তিনি বললেন : দাসীর পূর্বে দাসকে আযাদ কর।

بَابُ خِيَارِ الْاَمَةِ

পরিচ্ছেদ : দাসীর ইখতিয়ার

٣٤٤٨. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ اَنْبَاَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ رَبِيْعَةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَتْ كَانَ فِى بَرِيْرَةَ ثَلَاثُ سُنَنٍ اِحْدَى السُّنَنِ اَنَّهَا اُعْتِقَتْ فَخُيِّرَتْ فِى زَوْجِهَا وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْوَلَاءُ لِمَنْ اَعْتَقَ وَدَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالْبُرْمَةُ تَفُوْرُ بِلَحْمٍ فَقُرِّبَ اِلَيْهِ خُبْزٌ وَاُدْمٌ مِنْ اُدْمِ الْبَيْتِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلَمْ اَرَ بُرْمَةً فِيْهَا لَحْمٌ فَقَالُوا بَلٰى يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ذٰلِكَ لَحْمٌ تُصُدِّقَ بِهِ عَلٰى بَرِيْرَةَ وَاَنْتَ لَاتَاْكُلُ الصَّدَقَةَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَهُوَ لَنَا هَدِيَّةٌ *

৩৪৪৮. মুহাম্মাদ ইব্ন সালামা (র) - - - - নবী ﷺ -এর স্ত্রী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : বারীরা (রা)-এর মধ্যে তিনটি সুন্নত (শরীআতী বিধান) ছিল। একটি এই যে, তাকে আযাদ করা হলে তার স্বামী

সম্বন্ধে (বিবাহ বহাল রাখার ব্যাপারে) তাকে ইখতিয়ার দেওয়া হয়, ২. রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : যে আযাদ করবে, 'ওয়ালা' (মীরাছ) সেই পাবে। ৩. একদিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (তাঁর ঘরে) প্রবেশ করে দেখলেন, ডেগে গোশ্‌ত রান্না হচ্ছিল তখন তাঁর সামনে রুটি এবং ঘরের তরকারী উপস্থিত করা হলে, তিনি বলেন : আমি কি ডেগে গোশ্‌ত দেখিনি ? তখন তাঁরা বললেন : হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! ঐ গোশ্‌ত বারীরা (রা)-কে সাদাকা দেওয়া হয়েছে, আর আপনি তো সাদাকা খান না। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তা তার জন্য তো সাদাকা, কিন্তু তা আমাদের জন্য হাদিয়া।

٣٤٤٩. اَخْبَرَنِى مُحَمَّدُ بْنُ اٰدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ فِى بَرِيْرَةَ ثَلاَثُ قَضِيَّاتٍ اَرَادَ اَهْلُهَا اَنْ يَبِيْعُوْهَا وَ يَشْتَرِطُوا الْوَلاَءَ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِلنَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ اشْتَرِيهَا وَاَعْتِقِيْهَا فَاِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ اَعْتَقَ وَاُعْتِقَتْ فَخَيَّرَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا وَكَانَ يُتَصَدَّقُ عَلَيْهَا فَتُهْدِى لَنَا مِنْهُ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِلنَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ كُلُوْهُ فَاِنَّهُ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَهُوَ لَنَا هَدِيَّةٌ *

৩৪৪৯. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আদম (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : বারীরা (রা.)-এর মধ্যে তিনটি বিষয় (মাসআলার সিদ্ধান্ত) ছিল, ১. তার মালিকগণ তাকে বিক্রি করার ইচ্ছা করলে এবং 'ওয়ালা' (মীরাছ)-এর শর্ত আরোপ করলে আমি তা নবী ﷺ-এর নিকট উল্লেখ করি। তিনি বললেন : তুমি তাকে ক্রয় করে আযাদ করে দাও। কেননা, 'ওয়ালা' (মীরাছ) যে আযাদ করবে, সে-ই পাবে। ২. তাকে আযাদ করা হলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে (তার স্বামী সম্বন্ধে) ইখতিয়ার দিলে সে নিজকেই গ্রহণ করলো (স্বামীকে ত্যাগ করল)। ৩. তাকে সাদাকা দেওয়া হতো, আর সে তা থেকে আমাদের হাদিয়া দিত। আমি এ বিষয়টি নবী ﷺ -এর নিকট উল্লেখ করলে তিনি বললেন : তোমরা তা খেতে পার ; কেননা, তাতো তার জন্য সাদাকা, আর আমাদের জন্য হাদিয়া।

بَابُ خِيَارِ الاَمَةِ تُعْتَقُ وَزَوْجُهَا حُرٌّ

পরিচ্ছেদ : যে দাসী আযাদ হলো এবং তার স্বামী আগে থেকেই আযাদ তার ইখতিয়ার প্রসংগে

٣٤٥٠. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتِ اشْتَرَيْتُ بَرِيْرَةَ فَاشْتَرَطَ اَهْلُهَا وَلاَءَهَا فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِلنَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ اَعْتِقِيْهَا فَاِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ اَعْطَى الْوَرِقَ قَالَتْ فَاَعْتَقْتُهَا فَدَعَاهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَخَيَّرَهَا مِنْ زَوْجِهَا قَالَتْ لَوْ اَعْطَانِىْ كَذَا مَا اَقَمْتُ عِنْدَهُ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا وَكَانَ زَوْجُهَا حُرًّا *

৩৪৫০. কুতায়বা (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি বারীরা (রা)-কে ক্রয় করতে চাইলে তার মনিবরা তার 'ওয়ালা' (মীরাছ) দাবী করলো। আমি নবী ﷺ -এর নিকট এটি উল্লেখ করলে, তিনি

বললেন : তুমি তাকে আযাদ করে দাও। কেননা, 'ওয়ালা' (মীরাছ) যে অর্থ প্রদান করে (মুক্ত করে), সে-ই পাবে। তখন আমি তাকে আযাদ করে দিলাম। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে ডেকে তার স্বামী সম্বন্ধে তাকে ইখতিয়ার দিলেন, সে বারীরা (রা) বললেন : যদি সে (স্বামী) এত এতও দান করে, তা হলেও আমি তার নিকট থাকব না। সে নিজেকে গ্রহণ করলো, তখন তার স্বামী ছিল স্বাধীন।

٣٤٥١. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَـةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا اَرَادَتْ اَنْ تَشْتَرِىَ بَرِيْرَةَ فَاشْتَرَطُوْا وَلَاءَهَا فَذَكَرَتْ ذٰلِكَ لِلنَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ اشْتَرِيْهَا وَاَعْتِقِيْهَا فَاِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ اَعْتَقَ وَاُتِىَ بِلَحْمٍ فَقِيْلَ اِنَّ هٰذَا مِمَّا تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيْرَةَ فَقَالَ هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ وَخَيَّرَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَكَانَ زَوْجُهَا حُرًّا *

৩৪৫১. আমর ইব্ন আলী (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বারীরা (রা)-কে ক্রয় করতে মনস্থ করলে তার মনিবরা ওয়ালার (মীরাছের) শর্ত আরোপ করে। আমি নবী ﷺ -এর নিকট তা উল্লেখ করলে তিনি বললেন : তুমি তাকে ক্রয় করে আযাদ করে দাও। কেননা, যে আযাদ করবে, ওয়ালা (মীরাছ) সে-ই পাবে। (তাঁর নিকট) কিছু গোশ্ত আনা হলে বলা হলো : ইহা ঐ গোশ্ত, যা বারীরা (রা)-কে সাদাকারূপে দেওয়া হয়েছে। তিনি বললেন : তা তার জন্য সাদাকা। কিন্তু আমাদের জন্য হাদিয়া। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে ইখতিয়ার দেন। এ সময় তার স্বামী আযাদ ছিল।

بَابُ خِيَارِ الْاَمَةِ تُعْتَقُ وَزَوْجُهَا مَمْلُوْكٌ

পরিচ্ছেদ : যে দাসী আযাদ হয়েছে এবং তার স্বামী দাস, তার ইখতিয়ার সম্পর্কে

٣٤٥٢. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَانَا جَرِيْرٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَاتَبَتْ بَرِيْرَةُ عَلَى نَفْسِهَا بِتِسْعِ اَوَاقٍ فِى كُلِّ سَنَةٍ بِاُوْقِيَّةٍ فَاَتَتْ عَائِشَةَ تَسْتَعِيْنُهَا فَقَالَتْ لَا اِلَّا اَنْ يَشَاؤُا اَنْ اَعُدَّهَا لَهُمْ عَدَّةً وَاحِدَةً وَيَكُوْنُ الْوَلَاءُ لِى فَذَهَبَتْ بَرِيْرَةُ فَكَلَّمَتْ فِى ذٰلِكَ اَهْلَهَا فَاَبَوْا عَلَيْهَا اِلَّا اَنْ يَكُوْنَ الْوَلَاءُ لَهُمْ فَجَاءَتْ اِلَى عَائِشَةَ وَجَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عِنْدَ ذٰلِكَ فَقَالَتْ لَهَا مَا قَالَ اَهْلُهَا فَقَالَتْ لَاهَا اللّٰهِ اِذًا اِلَّا اَنْ يَكُوْنَ الْوَلَاءُ لِىْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَاهٰذَا فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ بَرِيْرَةَ اَتَتْنِى تَسْتَعِيْنُ بِىْ عَلَى كِتَابَتِهَا فَقُلْتُ لَا اِلَّا اَنْ يَشَاؤُا اَنْ اَعُدَّهَا لَهُمْ عَدَّةً وَاحِدَةً وَيَكُوْنُ الْوَلَاءُ لِىْ فَذَكَرَتْ ذٰلِكَ لِاَهْلِهَا فَاَبَوْا عَلَيْهَا اِلَّا اَنْ يَكُوْنَ الْوَلَاءُ لَهُمْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِبْتَاعِيْهَا وَاشْتَرِطِىْ لَهُمُ الْوَلَاءَ فَاِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ اَعْتَقَ ثُمَّ قَامَ فَخَطَبَ النَّاسَ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ مَا بَالُ اَقْوَامٍ يَشْتَرِطُوْنَ شُرُوْطًا

لَيْسَ فِى كِتَابِ اللّٰهِ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُوْلُوْنَ اَعْتِقْ فُلاَنًا وَالْوَلاَءُ لِىْ كِتَابُ اللّٰهِ عَزَّ وَ جَلَّ اَحَقُّ وَ شَرْطُ اللّٰهِ اَوْثَقُ وَكُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِى كِتَابِ اللّٰهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَاِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ فَخَيَّرَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ زَوْجِهَا وَكَانَ عَبْدًا فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا قَالَ عُرْوَةُ فَلَوْ كَانَ حُرًّا مَاخَيَّرَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ *

৩৪৫২. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : বারীরা (রা) নিজের ব্যাপারে তার মালিকের সংগে দাসত্ব হতে মুক্তির (কিতাবাত) চুক্তি করে যে, সে নয় বছরে তার মালিককে নয় উকিয়া, প্রতি বছর এক উকিয়া করে আদায় করবে। এরপর সে আয়েশা (রা)-এর নিকট সাহায্যপ্রার্থী হয়ে আগমন করলে তিনি বলেন : না, তবে যদি তারা চায়, তাহলে আমি তাদেরকে একত্রে সব পাওনা আদায় করে দেব। আর 'ওয়ালা' (মীরাছ) হবে আমার হবে। বারীরা (রা) এরপর তার মালিকদের নিকট গিয়ে এ ব্যাপারে তাদের সাথে আলোচনা করলে তারা তা মানলো না। তারা বললো, 'ওয়ালা' (মীরাছ) আমাদের থাকবে। তখন বারীরা (রা) আয়েশা (রা)-এর নিকট এসে তার মালিক যা বলেছে, তা তাঁকে বললেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আগমন করেন। আয়েশা (রা) বললেন : তা হয় না, 'ওয়ালা' (মীরাছ) আমারই থাকবে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : কি ব্যাপার ? তিনি (আয়শা (রা)) বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! বারীরা (রা) তার দাসত্ব মুক্তির অর্থ আদায়ের ব্যাপারে আমার নিকট সাহায্য চাইলে, আমি বললাম : না, (তা হবে না,) যদি তারা ইচ্ছা করে, তবে আমি একসঙ্গে তাদের পাওনা আদায় করে দেব, কিন্তু 'ওয়ালা' (মীরাছ) আমার থাকবে। সে তার মালিকের নিকট একথা বললে তারা তা মানতে অস্বীকার করে এবং বলে : 'ওয়ালা' (মীরাছ) আমাদের থাকবে। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তুমি তাকে ক্রয় করে নাও তাদের ওয়ালার শর্ত (করতে) দাও। কেননা, 'ওয়ালা' (মীরাছ) যে মুক্ত করবে তারই থাকবে। পরে তিনি দাঁড়িয়ে লোকদের সামনে ভাষণ দিতে গিয়ে আল্লাহ্‌র হামদ ও প্রশংসা বর্ণনার পর বললেন : মানুষের কী হলো, তারা এমন এমন শর্ত করে যা আল্লাহ্‌র কিতাবে নেই। তারা বলে : অমুককে মুক্ত কর তার ওয়ালা (মীরাছ) আমি পাব। মহান মহিয়ান আল্লাহ্‌র কিতাব অধিক পালনীয়। মহান মহিয়ান আল্লাহ্ তা'আলা যে শর্ত ঠিক করেছেন, তা খুবই সুদৃঢ়। আর যে শর্ত আল্লাহ্‌র কিতাবে নেই, তা বাতিল। যদিও তা একশত শর্তও হয়। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বারীরা (রা)-কে তার স্বামীর ব্যাপারে ইখতিয়ার প্রদান করেন, সে (স্বামী) ছিল দাস। তখন সে নিজেকে গ্রহণ করেও (স্বামীকে ছেড়ে দেয়)। উরওয়া (র) বলেন : যদি তার স্বামী স্বাধীন হতো তাহলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে ইখতিয়ার দিতেন না।

٣٤٥٣. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَانَا الْمُغِيْرَةُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ رُوْمَانَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ زَوْجُ بَرِيْرَةَ عَبْدًا *

৩৪৫৩. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : বারীরা (রা)-এর স্বামী ছিল দাস।

٣٤٥٤. اَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ دِيْنَارٍ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عَبْدِ

الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا اشْتَرَتْ بَرِيْرَةَ مِنْ اُنَاسٍ مِنَ الْاَنْصَارِ فَاشْتَرَطُوا الْوَلَاءَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْوَلَاءُ لِمَنْ وَلِىَ النِّعْمَةَ وَخَيَّرَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَكَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا وَاَهْدَتْ لِعَائِشَةَ لَحْمًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْ وَضَعْتُمْ لَنَا مِنْ هٰذَا اللَّحْمِ قَالَتْ عَائِشَةُ تُصُدِّقَ بِهِ عَلٰى بَرِيْرَةَ فَقَالَ هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَهُوَ لَنَا هَدِيَّةٌ *

৩৪৫৪. কাসিম ইব্‌ন যাকারিয়া ইব্‌ন দীনার (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি কয়েকজন আনসারী হতে বারীরা (রা)-কে ক্রয় করেন। তারা ওয়ালার (মীরাছের) শর্ত আরোপ করে। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন : যে আযাদ করে, সে-ই ওয়ালার (মীরাছের) হকদার। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে ইখতিয়ার প্রদান করেন। তার স্বামী ছিল দাস। একদা বারীরা (রা) আয়েশা (রা)-কে গোশ্‌ত হাদিয়া দিলে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তোমরা আমার জন্য এ গোশত থেকে কিছু রেখে দিলে (ভাল হতো)। আয়েশা (রা) বলেন : এ তো বারীরা (রা) কে সাদাকা স্বরূপ দান করা হয়েছে। তখন তিনি বললেন : তা তার জন্য তো সাদাকা কিন্তু আমাদের জন্য হাদিয়া।

٣٤٥٥. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اَبِىْ بُكَيْرٍ الْكَرْمَانِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَ وَ كَانَ وَصِىُّ اَبِيْهِ قَالَ وَفَرِقْتُ اَنْ اَقُوْلَ سَمِعْتُهُ مِنْ اَبِيْكَ قَالَتْ عَائِشَةُ سَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ بَرِيْرَةَ وَاَرَدْتُ اَنْ اَشْتَرِيَهَا وَاُشْتَرِطَ الْوَلَاءُ لِاَهْلِهَا فَقَالَ اشْتَرِيْهَا فَاِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ اَعْتَقَ قَالَ وَخُيِّرَتْ وَكَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذٰلِكَ مَا اَدْرِىْ وَاُتِىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِلَحْمٍ فَقَالُوْا هٰذَا مِمَّا تُصُدِّقَ بِهِ عَلٰى بَرِيْرَةَ قَالَ هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ *

৩৪৫৫. মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসমাঈল (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বারীরা (রা)-এর ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করি। আমি বলি : আমার ইচ্ছা আমি বারীরা (রা)-কে ক্রয় করি, আর তার মালিকের জন্য 'ওয়ালার' (মীরাছের) শর্ত রাখি। তিনি বলেন : তুমি তাকে ক্রয় কর। কেননা, যে মুক্ত করে ওয়ালা (মীরাছ) তারই। বর্ণনাকারী বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বারীরা (রা)-কে তার স্বামীর ব্যাপারে, ইখতিয়ার দিয়েছিলেন। তার স্বামী ছিল দাস। এরপর রাবী বলেন : আমি জানি না,(তিনি দাস না স্বাধীন)। (একদা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট গোশ্‌ত আনা হলে তার পরিবারের লোক বললেন : এটা বারীরা (রা)-কে প্রদত্ত সাদাকা। তিনি বললেন : তা তার জন্য সাদাকা ছিল, এখন তা আমাদের জন্য হাদিয়া।

بَابُ الْاِيْلَاءِ

পরিচ্ছেদ : ঈলা[১]

১. ঈলা - অর্থ কসম খাওয়া - শরীআতের পরিভাষায় স্ত্রীর নিকট না যাওয়ার কসম খাওয়া। অর্থাৎ স্ত্রীর সাথে চারমাস বা বেশী দিনের জন্য সহবাস না করার কসম করা। চারমাসের ভিতরে স্ত্রীর সাথে সহবাস করলে কাফ্‌ফারা দিতে হবে। চারমাসের মধ্যে সহবাস না করলে স্ত্রীর সাথে বিচ্ছেদ হবে।

٣٤٥٦. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَكَمِ الْبَصْرِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو يَعْفُورٍ عَنْ اَبِى الضُّحَى قَالَ تَذَاكَرْنَا الشَّهْرَ عِنْدَهُ فَقَالَ ثَلَاثِيْنَ وَقَالَ بَعْضُنَا تِسْعًا وَعِشْرِيْنَ فَقَالَ اَبُو الضُّحَى حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ اَصْبَحْنَا يَوْمًا وَنِسَاءُ النَّبِىِّ ﷺ يَبْكِيْنَ عِنْدَ كُلِّ اُمْرَاةٍ مِنْهُنَّ اَهْلُهَا فَدَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَاِذَا هُوَ مَلَاٰنٌ مِنَ النَّاسِ قَالَ فَجَاءَ عُمَرُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَصَعِدَ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ وَهُوَ فِى عُلِّيَّةٍ لَهُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يُجِبْهُ اَحَدٌ ثُمَّ سَلَّمَ فَلَمْ يُجِبْهُ اَحَدٌ ثُمَّ سَلَّمَ فَلَمْ يُجِبْهُ اَحَدٌ فَرَجَعَ فَنَادَى بِلَالًا فَدَخَلَ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ اَطَلَّقْتَ نِسَاءَكَ فَقَالَ لَا وَلٰكِنِّى اٰلَيْتُ مِنْهُنَّ شَهْرًا فَمَكَثَ تِسْعًا وَعِشْرِيْنَ ثُمَّ نَزَلَ فَدَخَلَ عَلَى نِسَائِهِ *

৩৪৫৬. আহমাদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন হাকাম বসরী (র) - - - - আবূ যুহা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আবূ ইয়াকূব (র) বলেন : আমরা তাঁর নিকট মাসের বিষয়ে আলোচনা করলে আমাদের কেউ বললেন : মাস ত্রিশ দিনের হয়ে থাকে, আবার কেউ বললো, ঊনত্রিশ দিনের। এর মধ্যে আবূ যুহা বললেন : ইব্ন আব্বাস (রা) আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন। একদিন আমরা সকালে উঠে দেখলাম, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর স্ত্রীগণ ক্রন্দন করছেন এবং তাঁদের প্রত্যেকের নিকট তাদের পরিবারের লোক উপস্থিত রয়েছে। এরপর আমি মসজিদে গিয়ে দেখলাম, মসজিদ লোকে ভর্তি। তিনি বলেন : এরপর উমর (রা) আসলেন, এবং উপরে উঠে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট গেলেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর 'দ্বিতল' কক্ষে ছিলেন। উমর (রা) তাঁকে সালাম করলেন, কিন্তু কেউ তাঁর সালামের জবাব দিলেন না। তিনি আবার সালাম করলেন, এবারও কেউ সালামের উত্তর দিলেন না। তিনি আবার সালাম করলেন, কিন্তু কেউ সালামের উত্তর দিলেন না। তিনি ফিরে এসে বিলাল (রা)-কে ডাক দিয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন : আপনি কি আপনার স্ত্রীগণকে তালাক দিয়েছেন ? তিনি বললেন : না। বরং আমি তাদের সাথে এক মাসের জন্য 'ঈলা' করেছি। বর্ণনাকারী বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সেখানে ঊনত্রিশ দিন ছিলেন। এরপর তিনি সেখান থেকে অবতরণ করে তাঁর স্ত্রীদের নিকট গমন করেন।

٣٤٥٧. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ اَنَسٍ قَالَ اٰلَى النَّبِىُّ ﷺ مِنْ نِسَائِهِ شَهْرًا فِى مَشْرَبَةٍ لَهُ فَمَكَثَ تِسْعًا وَعِشْرِيْنَ لَيْلَةً ثُمَّ نَزَلَ فَقِيْلَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَلَيْسَ اٰلَيْتَ عَلَى شَهْرٍ قَالَ الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُوْنَ *

৩৪৫৭. মুহাম্মাদ ইব্ন মুসান্না (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক মাস স্ত্রীদের নিকট না যাওয়ার কসম 'ঈলা' করলেন। এ সময় তিনি ঊনত্রিশ দিন 'দ্বিতল' প্রকোষ্ঠে অবস্থান করলেন। তারপর তিনি অবতরণ করলে বলা হল : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আপনি কি এক মাসের ঈলা করেন নি ? তিনি বললেন : (এ) মাস ঊনত্রিশ দিনের।

بَابُ الظِّهَارِ

পরিচ্ছেদ : যিহার[১]

٣٤٥٨. اَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ اَبَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَجُلاً اَتَى النَّبِيَّ ﷺ قَدْ ظَاهَرَ مِنَ امْرَأَتِهِ فَوَقَعَ عَلَيْهَا فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّيْ ظَاهَرْتُ مِنَ امْرَأَتِيْ فَوَقَعْتُ قَبْلَ اَنْ اُكَفِّرَ قَالَ وَمَا حَمَلَكَ عَلَى ذٰلِكَ يَرْحَمُكَ اللّٰهُ قَالَ رَأَيْتُ خَلْخَالَهَا فِي ضَوْءِ الْقَمَرِ فَقَالَ لَاتَقْرَبْهَا حَتّٰى تَفْعَلَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ *

৩৪৫৮. হুসায়ন ইব্‌ন হুরায়স (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট আসলো, যে তার স্ত্রীর সাথে 'যিহার' করেছিলো। আর কাফ্‌ফারা আদায় করার পূর্বেই সে তার সাথে সহবাস করে। সে এসে বলে : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমি আমার স্ত্রীর সাথে যিহার করেছি এবং কাফ্‌ফারা আদায়ের পূর্বে তার সাথে সহবাস করেছি। তিনি বললেন : কী তোমাকে এরূপ করতে উদ্বুদ্ধ করল ? আল্লাহ্ তোমাকে রহম করুন ! সে বললো : আমি চাঁদের আলোতে তার পায়ের মল দেখলাম। তিনি বললেন : এখন তুমি মহান মহিয়ান আল্লাহ্‌র আদেশ পালন না করা পর্যন্ত তাঁর নিকট গমন করো না (সহবাস করবে না)।

٣٤٥٩. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الْحَكَمِ بْنُ اَبَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ تَظَاهَرَ رَجُلٌ مِنَ امْرَأَتِهِ فَاَصَابَهَا قَبْلَ اَنْ يُكَفِّرَ فَذَكَرَ ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ مَا حَمَلَكَ عَلَى ذٰلِكَ قَالَ رَحِمَكَ اللّٰهُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ رَأَيْتُ خَلْخَالَهَا اَوْسَاقَيْهَا فِي ضَوْءِ الْقَمَرِ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ فَاعْتَزِلْهَا حَتّٰى تَفْعَلَ مَا اَمَرَكَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ *

৩৪৫৯. মুহাম্মাদ ইব্‌ন রাফি' (র) - - - - ইকরামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : এক ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে যিহার করে কাফ্‌ফারা আদায় করার পূর্বেই তার সাথে সহবাস করলো। এরপর সে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট তা বর্ণনা করলো। তিনি বললেন : কী তোমাকে এরূপ করতে উদ্বুদ্ধ করলো ? সে বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আল্লাহ্ আপনাকে রহম করুন। আমি তার পায়ের মল দেখলাম, অথবা (সে বললো :) আমি চাঁদের আলোতে তার পায়ের গোছা দেখলাম। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : মহান মহিয়ান আল্লাহ্ তোমাকে যা আদেশ করেছেন তা (কাফ্‌ফারা) না করা পর্যন্ত তুমি তার থেকে দূরে থাকবে।

٣٤٦٠. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَأَنَا الْمُعْتَمِرُ ح وَاَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ

১. যিহার - স্ত্রীকে মাতা অথবা অন্য কোন মাহ্‌রাম মহিলার এমন কোন অঙ্গের সাথে তুলনা করা, যেই অঙ্গের দিকে নজর করা নিষিদ্ধ। যেমন কেউ স্ত্রীকে বললেন : তুমি আমার নিকট আমার মাতার পৃষ্ঠ তুল্য ; একে যিহার বলা হয়।

الْاَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ الْحَكَمَ بْنَ اَبَانَ قَالَ سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ قَالَ اَتَى رَجُلٌ نَبِيَّ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَانَبِيَّ اللّٰهِ اِنَّهُ ظَاهَرَ مِنَ امْرَاَتِهِ ثُمَّ غَشِيَهَا قَبْلَ اَنْ يَفْعَلَ مَاعَلَيْهِ قَالَ مَاحَمَلَكَ عَلَى ذٰلِكَ قَالَ يَانَبِيَّ اللّٰهِ رَاَيْتُ بَيَاضَ سَاقَيْهَا فِى الْقَمَرِ قَالَ نَبِيُّ اللّٰهِ ﷺ فَاعْتَزِلْ حَتّٰى تَقْضِىَ مَاعَلَيْكَ وَقَالَ اِسْحٰقُ فِى حَدِيْثِهِ فَاعْتَزِلْهَا حَتّٰى تَقْضِىَ مَاعَلَيْكَ وَاللَّفْظُ لِمُحَمَّدٍ قَالَ اَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمُرْسَلُ اَوْلَى بِالصَّوَابِ مِنَ الْمُسْنَدِ وَاللّٰهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى اَعْلَمُ *

৩৪৬০. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - ইকরামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : এক ব্যক্তি নবী ﷺ -এ খিদমতে এসে বললেন : ইয়া নাবিয়্যাল্লাহ্ ! সে তো (আমি) তার স্ত্রীর সাথে যিহার করেছে এবং কাফ্‌ফারা দেওয়ার পূর্বেই তার সাথে সহবাস করেছে। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন : আর এ কাজ করার জন্য কী তোমাকে উদ্বুদ্ধ করলো ? সে বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! চাঁদের আলোতে তার সুন্দর পায়ের গোছা আমি দেখতে পাই। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে বললেন : তোমার উপর যা আদায় করা জরুরী তা আদায় না করা পর্যন্ত দূরে থাক। ইমাম নাসাঈ (র) বলেন : ইসহাক তার বর্ণিত হাদীসে, 'তুমি তার থেকে দূরে থাক' বর্ণনা করেছেন।

٣٤٦١. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَانَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ تَمِيْمِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ وَسِعَ سَمْعُهُ الْاَصْوَاتَ لَقَدْ جَاءَتْ خَوْلَةُ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ تَشْكُوْ زَوْجَهَا فَكَانَ يَخْفَى عَلَىَّ كَلَامُهَا فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِىْ تُجَادِلُكَ فِى زَوْجِهَا وَتَشْتَكِى اِلَى اللّٰهِ وَاللّٰهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَ كُمَا الْاٰيَةَ *

৩৪৬১. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি বললাম, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র যার শ্রবণ সকল আওয়াযকে পরিব্যাপ্ত। খাওলা (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে তার স্বামীর ব্যাপারে অভিযোগ করলো। সে তার কথা আমার নিকট গোপন রাখলো। তখন মহান মহিয়ান আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন : আল্লাহ্ তা'আলা ঐ মহিলার কথা শ্রবণ করেছেন, যে তার স্বামীর ব্যাপারে আপনার সাথে 'বিতর্ক' করছে এবং আল্লাহ্‌র নিকট অভিযোগ করছে। আর আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের দু'জনের বাদানুবাদ শুনছিলেন। (নিশ্চয় আল্লাহ্ শ্রবণকারী এবং দর্শনকারী। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা যিহার এবং এর কাফ্‌ফারার আদেশ নাযিল করলেন।)

بَابُ مَاجَاءَ فِى الْخُلْعِ

পরিচ্ছেদ : খুলা'[১]

১. কোন স্ত্রী যদি তার স্বামীকে নগদ অর্থ বা সম্পদ প্রদান করে অথবা প্রদানের ওয়াদা করে অথবা স্বামীর কাছে তাঁর পাওনা ছেড়ে দিয়ে এর বিনিময়ে তালাক (বিবাহ বিচ্ছেদ) গ্রহণ করে তাকে 'খুলা' তালাক বলে।

٣٤٦٢. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَاَنَا الْمَخْزُوْمِىُّ وَهُوَ الْمُغِيْرَةُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ اَيُّوْبَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ الْمُنْتَزِعَاتُ وَالْمُخْتَلِعَاتُ هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ قَالَ الْحَسَنُ لَمْ اَسْمَعْهُ مِنْ غَيْرِ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحَسَنُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ شَيْئًا *

৩৪৬২. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : যে মহিলারা স্বীয় স্বামীর সাথে মনোমালিন্য করে এবং কোন যুক্তিসংগত কারণ ব্যতীত খুলা' করে, তারা মুনাফিক।

٣٤٦٣. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ اَنْبَاَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّهَا اَخْبَرَتْهُ عَنْ حَبِيْبَةَ بِنْتِ سَهْلٍ اَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ وَاَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَرَجَ اِلَى الصُّبْحِ فَوَجَدَ حَبِيْبَةَ بِنْتَ سَهْلٍ عِنْدَ بَابِهِ فِى الْغَلَسِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ هٰذِهِ قَالَتْ اَنَا حَبِيْبَةُ بِنْتُ سَهْلٍ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ مَاشَاْنُكِ قَالَتْ لاَ اَنَا وَلاَ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ لِزَوْجِهَا فَلَمَّا جَاءَ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ قَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هٰذِهِ حَبِيْبَةُ بِنْتُ سَهْلٍ قَدْ ذَكَرَتْ مَاشَاءَ اللّٰهُ اَنْ تَذْكُرَ فَقَالَتْ حَبِيْبَةُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ كُلُّ مَا اَعْطَانِى عِنْدِىْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِثَابِتٍ خُذْ مِنْهَا فَاَخَذَ مِنْهَا وَجَلَسَتْ فِى اَهْلِهَا *

৩৪৬৩. মুহাম্মাদ ইব্‌ন সালামা (র) - - - - হাবীবা বিন্‌তে সাহ্‌ল (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি সাবিত ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন শাম্মাস (রা)-এর স্ত্রী ছিলেন। (হাবীবা (রা) বলেন :) একদিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খুব ভোরে নামায পড়তে গেলেন। তিনি হাবীবা বিন্‌ত সাহ্‌ল (রা)-কে অন্ধকারে মধ্যে তার দরজায় দেখতে পেলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : এটি কে ? তিনি (হাবীবা (রা)) বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমি হাবীবা বিন্‌ত সাহ্‌ল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : কি ব্যাপার, তুমি কেন এসেছ ? তিনি বললেন : আমার মধ্যে এবং সাবিত ইব্‌ন কায়স (রা) তার স্বামীর মধ্যে মিল অসম্ভব হয়ে পড়েছে। যখন সাবিত ইব্‌ন কায়স আগমন করলে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন, এই যে হাবীবা বিন্‌ত সাহ্‌ল ! আল্লাহ্ যা ইচ্ছা করেছেন, তা-ই সে বলছে। হাবীবা (রা) বলে উঠলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! সে যা কিছু আমাকে দিয়েছে তা আমার নিকট রয়েছে। তিনি সাবিত ইব্‌ন কায়স (রা)-কে বললেন : তুমি (যা দিয়েছ তা) তার থেকে নিয়ে নাও। তিনি সাবিত (রা) (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর আদেশ মত তাকে) যা দিয়েছিলেন, তা নিয়ে নিলেন। আর তিনি হাবীবা বিন্‌ত সাহ্‌ল (রা) তার পরিজনদের মধ্যে অবস্থান করলেন, (অর্থাৎ সাবিতের ঘর থেকে চলে গেলেন)।

٣٤٦٤. اَخْبَرَنَا اَزْهَرُ بْنُ جَمِيْلٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ ابْنِ قَيْسٍ اَتَتِ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ اَمَا اِنِّى مَا اَعِيْبُ عَلَيْهِ فِى خُلُقٍ وَلاَ دِيْنٍ وَلٰكِنِّى اَكْرَهُ الْكُفْرَ فِى الاِسْلاَمِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَتَرُدِّيْنَ عَلَيْهِ حَدِيْقَتَهُ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اقْبَلِ الْحَدِيْقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيْقَةً *

৩৪৬৪. আযহার ইব্ন জামিল (র) - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, সাবিত ইব্ন কায়স (রা)-এর স্ত্রী নবী ﷺ-এর নিকট এসে বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! সাবিত ইব্ন কায়সের স্বভাব-চরিত্র ও ধার্মিকতার ব্যাপারে আমার কোন অভিযোগ নেই। কিন্তু আমি ইসলামে অকৃতজ্ঞতাকে অপছন্দ করি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন : তুমি কি তাকে তার বাগানটি ফিরিয়ে দেবে ? সে বললেন : হ্যাঁ, (দেব)। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (সাবিত ইব্ন কায়সকে) বললেন : তুমি তোমার বাগান নিয়ে নাও এবং তাকে এক তালাক দিয়ে দাও।

٣٤٦٥. اَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ اَبِىْ حَفْصَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ اِنَّ امْرَاَتِىْ لاَتَمْنَعُ يَدَلاَمِسٍ فَقَالَ غَرِّبْهَا اِنْ شِئْتَ قَالَ اِنِّىْ اَخَافُ اَنْ تَتْبَعَهَا نَفْسِىْ قَالَ اسْتَمْتِعْ بِهَا *

৩৪৬৫. হুসায়ন ইব্ন হুরায়ছ (র) - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : এক ব্যক্তি নবী ﷺ -এর নিকট এসে বললেন : আমার স্ত্রী এমন যে, কোন স্পর্শকারীর হাতকে সে বাধা দেয় না। তিনি বললেন : যদি তুমি ইচ্ছা কর, তবে তাকে দূরে সরিয়ে (তালাক দিয়ে) দাও। ঐ লোকটি বললেন : কিন্তু আমার ভয় হয়, আমার মন তার সাথে লেগে থাকবে (এবং সবর করতে না পেরে আমি গুনাহে লিপ্ত হয়ে যাব)। তিনি বললেন : (যদি এরূপ করতে না পার), তবে তাকে উপভোগ কর।

٣٤٦٦. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ اَنْبَأَنَا هٰرُوْنُ بْنُ رِئَابٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ تَحْتِىْ امْرَاَةً لاَتَرُدُّ يَدَ لاَمِسٍ قَالَ طَلِّقْهَا قَالَ اِنِّىْ لاَ اَصْبِرُ عَنْهَا قَالَ فَاَمْسِكْهَا قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ هٰذَا خَطَأٌ وَالصَّوَابُ مُرْسَلٌ *

৩৪৬৬. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমার স্ত্রী এমন, যে কোন স্পর্শকারীর হাতকে সে বাধা দেয় না। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তুমি তাকে তালাক দিয়ে দাও। সে ব্যক্তি বললেন : আমি তার ব্যাপারে ধৈর্য ধারণ করতে (তাকে ছেড়ে থাকতে) পারবো না। তিনি বললেন : তাহলে তুমি তাকে রেখেই দাও।

بَابُ بَدْءِ اللِّعَانِ

পরিচ্ছেদ : লি'আন-এর সূচনা

٣٤٦٧. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ اَبِىْ سَلَمَةَ وَاِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عَدِىٍّ قَالَ جَاءَ نِىْ عُوَيْمِرُ رَجُلٌ مِنْ بَنِى الْعَجْلَانِ فَقَالَ اَىْ عَاصِمُ اَرَأَيْتُمْ رَجُلاً رَأَى مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً اَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُوْنَهُ اَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ يَاعَاصِمُ سَلْ لِىْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَسَأَلَ عَاصِمُ عَنْ ذٰلِكَ النَّبِىَّ ﷺ فَعَابَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمَسَائِلَ وَكَرِهَهَا فَجَاءَهُ عُوَيْمِرٌ فَقَالَ مَاصَنَعْتَ يَاعَاصِمُ فَقَالَ صَنَعْتُ اَنَّكَ لَمْ تَأْتِنِىْ بِخَيْرٍ كَرِهَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا قَالَ عُوَيْمِرُ وَاللّٰهِ لَاَسْأَلَنَّ عَنْ ذٰلِكَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَانْطَلَقَ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَسَأَلَهُ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَدْ اَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيْكَ وَفِىْ صَاحِبَتِكَ فَائْتِ بِهَا قَالَ سَهْلٌ وَاَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَجَاءَ بِهَا فَتَلَاعَنَا فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَاللّٰهِ لَئِنْ اَمْسَكْتُهَا لَقَدْ كَذَبْتُ عَلَيْهَا فَفَارَقَهَا قَبْلَ اَنْ يَأْمُرَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِفِرَاقِهَا فَصَارَتْ سُنَّةَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ *

৩৪৬৭. মুহাম্মাদ ইব্‌ন মা'মার (র) - - - - আসিম ইব্‌ন আদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আজলান গোত্রের 'উওয়াইমির আমর নিকট এসে বললেন : হে আসিম ! এ বল তো, কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে অন্য এক ব্যক্তিকে দেখলো, (এখন) যদি সে তাকে হত্যা করে, তোমরা তাকে হত্যা করবে ? অথবা সে কি করবে ? অতএব হে আসিম ! তুমি আমার জন্য রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট জিজ্ঞাসা কর। আসিম (রা) এ বিষয়ে নবী ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করলে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বেশি প্রশ্ন অপছন্দ করলেন এবং তাতে দোষারোপ করলেন। এরপর 'উওয়াইমির তার নিকট এসে বলল। হে আসিম! তুমি কি করেছ? তিনি বললেন : কি আর করবো, তুমি আমার কাছে কল্যাণ নিয়ে আস নি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ প্রশ্ন করা অপছন্দ করেছেন। উওয়াইমির (রা) বললেন : আল্লাহ্‌র কসম ! আমি তা অবশ্যই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট জিজ্ঞাসা করবো। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হয়ে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : মহান মহিয়ান আল্লাহ্ তা'আলা তোমার ও তোমার স্ত্রীর ব্যাপারে (আয়াত) নাযিল করেছেন। অতএব, তাকে (তোমার স্ত্রীকে) ডেকে আনো। সাহ্‌ল (রা) বলেন : এ সময় আমি লোকদের রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। উওয়াইমির (রা) তাকে (স্ত্রীকে) সংগে নিয়ে আসলো তারা লি'আন করলো এবং উওয়াইমির (কসম করে) বলতে লাগলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! যদি আমি তাকে রেখে দেই তা হলে তো অ ামি তার নামে মিথ্যাই বললাম। এ বলে তিনি তাকে তালাক দিয়ে দিলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর বলার পূর্বেই তাকে পৃথক করে দিলেন (তালাক দিয়ে দিলেন)। এটাই পরে দুই লি'আনকারীর নিয়মে পরিণত হল।

بَابُ اللِّعَانِ بِالْحَبْلِ

পরিচ্ছেদ : গর্ভাবস্থায় (গর্ভ সম্পর্কে অভিযোগের কারণে) লি'আন করা

٣٤٦٨. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِى بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ بْنُ عُقْبَةَ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لاَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَ الْعَجْلاَنِىِّ وَامْرَاَتِهِ وَكَانَتْ حُبْلَى *

৩৪৬৮. আহমাদ ইব্‌ন আলী (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ 'উওয়াইমির আজলানী এবং তার স্ত্রীর মধ্যে লি'আন করান। এ সময় সে (উওয়াইমির আজলানীর স্ত্রী) গর্ভাবতী ছিল।

بَابُ اللِّعَانِ فِى قَذْفِ الرَّجُلِ زَوْجَتَهُ بِرَجُلٍ بِعَيْنِهِ

পরিচ্ছেদ : স্বামীর পক্ষ থেকে কোন নির্দিষ্ট পুরুষকে জড়িত করে স্ত্রীর বিরুদ্ধে (যিনার) অপবাদের কারণে লি'আন

٣٤٦٩. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ قَالَ اَنْبَانَا عَبْدُ الْاَعْلَى قَالَ سُئِلَ هِشَامٌ عَنِ الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَاَتَهُ فَحَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ سَاَلْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنْ ذٰلِكَ وَاَنَا اَرَى اَنَّ عِنْدَهُ مِنْ ذٰلِكَ عِلْمًا فَقَالَ اِنَّ هِلاَلَ بْنَ اُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَاَتَهُ بِشَرِيْكِ بْنِ السَّحْمَاءِ وَكَانَ اَخُو الْبَرَاءِ بْنِ مَالِكٍ لِاُمِّهِ وَكَانَ اَوَّلَ مَنْ لاَعَنَ فَلاَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَهُمَا ثُمَّ قَالَ اَبْصِرُوْهُ فَاِنْ جَاءَتْ بِهِ اَبْيَضَ سَبِطًا قَضِىءَ الْعَيْنَيْنِ فَهُوَ لِهِلاَلِ بْنِ اُمَيَّةَ وَاِنْ جَاءَتْ بِهِ اَكْحَلَ جَعْدًا اَحْمَشَ السَّاقَيْنِ فَهُوَ لِشَرِيْكِ بْنِ السَّحْمَاءِ قَالَ فَاُنْبِئْتُ اَنَّهَا جَاءَتْ بِهِ اَكْحَلَ جَعْدًا اَحْمَشَ السَّاقَيْنِ *

৩৪৬৯. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - আবদুল আলা (রা) থেকে বর্ণিত যে, হিশামে (র)-এর কাছে জিজ্ঞাসা করা হলো, ঐ ব্যক্তি সম্বন্ধে, যে তার স্ত্রীর প্রতি অপবাদ আরোপ করেছে। তখন হিশাম বর্ণনা করলেন যে, মুহাম্মাদ (র) যে তিনি বলেন, আমি আনাস ইবন মালিক (রা)-কে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেছি, কেননা আমার বিশ্বাস ছিল যে, এ ব্যাপারে তার জানা আছে। তিনি (আনাস ইব্‌ন মালিক (রা)) বর্ণনা করলেন : হিলাল ইব্‌ন উমাইয়া শরীক ইব্‌ন সাহমা-র নাম উল্লেখ করে স্ত্রীর বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করে আর শরীক ইব্‌ন সাহমা বারা ইব্‌ন মালিক (রা)-এর মায়ের দিক থেকে ভাই ছিলেন। (আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) বলেন), ঐ ব্যক্তিই প্রথম লি'আন করেছিল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদের উভয়ের মধ্যে লি'আন করার আদেশ দেন। পরে বলেন : তোমরা দেখতে থাক। যদি সে সাদা রং লটকান চুল এবং ত্রুটিযুক্ত চোখ বিশিষ্ট সন্তান প্রসব করে,

তবে তা হবে হিলাল ইব্‌ন উমাইয়ার। আর যদি সে হাল্কা পাতলা পা বিশিষ্ট সুরমা রং এর চোখ, আর কোঁকড়ান চুল বিশিষ্ট সন্তান প্রসব করে, তবে ঐ সন্তান হবে শরীক ইব্‌ন সাহমা-এর। আনাস (রা) বলেন, তাকে অবহিত করা হয়েছে যে, সে সুরমা বর্ণ চোখ, কোঁকড়ান চুল এবং হাল্কা পা বিশিষ্ট সন্তান প্রসব করেছিল।

بَابُ كَيْفَ اللِّعَانِ

পরিচ্ছেদ : লি'আনের[১] নিয়ম

٣٤٧٠. اَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ حُسَيْنٍ الْاَزْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ اِنَّ اَوَّلَ لِعَانٍ كَانَ فِى الْاِسْلَامِ اَنَّ هِلَالَ بْنَ اُمَيَّةَ قَذَفَ شَرِيكَ بْنَ السَّحْمَاءِ بِامْرَاَتِهِ فَاَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَاَخْبَرَهُ بِذٰلِكَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ اَرْبَعَةَ شُهَدَاءَ وَاِلاَّ فَحَدٌّ فِى ظَهْرِكَ يُرَدِّدُ ذٰلِكَ عَلَيْهِ مِرَارًا فَقَالَ لَهُ هِلَالٌ وَاللّٰهِ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَيَعْلَمُ اَنِّى صَادِقٌ وَلَيُنْزِلَنَّ اللّٰهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْكَ مَايُبَرِّئُ ظَهْرِى مِنَ الْجَلْدِ فَبَيْنَمَاهُمْ كَذٰلِكَ اِذْ نَزَلَتْ عَلَيْهِ اٰيَةُ اللِّعَانِ وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ اَزْوَاجَهُمْ اِلَى اٰخِرِ الْاٰيَةِ فَدَعَا هِلَالاً فَشَهِدَ اَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللّٰهِ اِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِيْنَ وَالْخَامِسَةُ اَنَّ لَعْنَةَ اللّٰهِ عَلَيْهِ اِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِيْنَ ثُمَّ دُعِيَتِ الْمَرْاَةُ فَشَهِدَتْ اَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللّٰهِ اِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِيْنَ فَلَمَّا اَنْ كَانَ فِى الرَّابِعَةِ اَوِ الْخَامِسَةِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَقِّفُوهَا فَاِنَّهَا مُوجِبَةٌ فَتَلَكَّاَتْ حَتّٰى مَاشَكَكْنَا اَنَّهَا سَتَعْتَرِفُ ثُمَّ قَالَتْ لاَاَفْضَحُ قَوْمِى سَائِرَ الْيَوْمِ فَمَضَتْ عَلَى الْيَمِيْنِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُنْظُرُوهَا فَاِنْ جَاءَتْ بِهِ اَبْيَضَ سَبِطًا قَضِىءَ الْعَيْنَيْنِ فَهُوَ لِهِلَالِ بْنِ اُمَيَّةَ وَاِنْ جَاءَتْ بِهِ اٰدَمَ جَعْدًا رَبْعًا حَمْشَ السَّاقَيْنِ فَهُوَ لِشَرِيْكِ بْنِ السَّحْمَاءِ فَجَاءَتْ بِهِ اٰدَمَ جَعْدًا رَبْعًا حَمْشَ السَّاقَيْنِ فَهُوَ لِشَرِيْكِ بْنِ السَّحْمَاءِ فَجَاءَتْ بِهِ اٰدَمَ جَعْدًا رَبْعًا حَمْشَ السَّاقَيْنِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْلاَ مَاسَبَقَ فِيْهَا مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ لَكَانَ لِى وَلَهَا شَاْنٌ قَالَ الشَّيْخُ وَالْقَضِىءُ طَوِيْلُ شَعْرِ الْعَيْنَيْنِ لَيْسَ بِمَفْتُوحِ الْعَيْنِ وَلاَجَاحِظِهِمَا وَاللّٰهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى اَعْلَمُ *

৩৪৭০. ইমরান ইব্‌ন ইয়াযীদ (র) - - - - আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : ইসলামে সর্বপ্রথম লি'আন ছিল এরূপ যে, হিলাল ইব্‌ন উমাইয়া (রা) পদ্ধতিতে তাঁর স্ত্রীর ব্যাপারে শরীক ইব্‌ন সাম্‌হার

১. লি'আন শব্দের অর্থ - অপরের প্রতি অভিশাপ ও বদ্-দু'আ করা। শরীআতের পরিভাষায় স্বামী-স্ত্রী উভয়কে বিশেষ কয়েকটি শপথ দেয়াকে 'লি'আন' বলা হয়। -সম্পাদক

বিরুদ্ধে (ব্যভিচারের) অপবাদ দেন এবং নবী ﷺ -এর নিকট এসে এ বিষয়ে তাঁকে অবহিত করেন। তিনি তাকে বলেন : চারজন সাক্ষী আনো, তা না হলে তোমার পিঠে 'হাদ্দ' (শাস্তি) প্রয়োগ করা হবে। তিনি তাকে কয়েকবার এ কথা বললেন : তখন হিলাল (রা) বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আল্লাহ্র শপথ, মহান মহিয়ান আল্লাহ্ জানেন, আমি সত্যবাদী এবং মহান মহিয়ান আল্লাহ্ তা'আলা আপনার উপর (এমন কিছু) অবতীর্ণ করবেন যা আমার পিঠকে চাবুক (শাস্তি) হতে নিষ্কৃতি দিবে। এভাবে কথা চলছিল, এমন সময় লি'আনের আয়াত অবতীর্ণ হলো : যারা নিজেদের স্ত্রীর প্রতি যিনার অপবাদ আরোপ করে, অথচ নিজেরা ব্যতীত কোন সাক্ষী নেই। তাদের প্রত্যেকের সাক্ষ্য এই হবে যে, সে আল্লাহ্র নামে চারবার শপথ করে বলবে যে, সে অবশ্যই সত্যবাদী এবং পঞ্চমবারে সে বলবে : যদি সে মিথ্যাবাদী হয়, তবে তার উপর আল্লাহ্র লা'নত হোক। আর স্ত্রীর উপর হতে শাস্তি এভাবে রহিত হবে যে, সে আল্লাহ্র নামে শপথ করে চারবার এভাবে সাক্ষ্য দিবে যে, তার স্বামীই মিথ্যা বলছে এবং পঞ্চমবারে বলবে : তার উপর আল্লাহ্র গযব, যদি সে (তার স্বামী) সত্যবাদী হয়। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হিলাল (রা) কে ডাকলেন, সে আল্লাহ্র নামে চারবার শপথ করে বলল যে, সে অবশ্যই সত্যবাদী, আর পঞ্চমবারে বলল : যদি সে মিথ্যাবাদী হয়, তবে তার উপর আল্লাহ্র লা'নত। এরপর স্ত্রী কে ডাকা হলো, সেও আল্লাহ্র নামে শপথ করে চারবার বলল, ঐ ব্যক্তি নিশ্চয় মিথ্যাবাদী। বর্ণনাকারী বলেন, যখন চতুর্থবার অথবা পঞ্চমবার সাক্ষ্য দেওয়া হচ্ছিল, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তোমরা এই মহিলাকে বিরত রাখ, কেননা, এ সাক্ষ্য অতি কার্যকর (অর্থাৎ আল্লাহ্র গযব বৃথা যাবে না)। বর্ণনাকারী বলেন : তখন ঐ হতচকিত হল, থমকে গেল আমরা দ্বিধান্বিত হলাম (সে বুঝতে পেরেছে এবং) সে এখন দোষ স্বীকার করবে। কিন্তু সে বলল : আমি আমার সম্প্রদায়কে চিরকালের জন্য কলংকিত করবো না। এই কথা বলে সে কসম সম্পন্ন করলো। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : এর প্রতি লক্ষ্য রাখ, যদি সে ফর্সা, কোঁকড়ান চুল ঘোলাটে চোখের সন্তান প্রসব করে, তবে সে হবে হিলাল ইব্ন উমাইয়ার সন্তান। আর যদি সে বাদামী বর্ণের কোঁকড়ান চুল বিশিষ্ট মধ্যম গড়নের এবং পাতলা পা বিশিষ্ট সন্তান প্রসব করে, তবে সে হবে শরীক ইব্ন সাহমার সন্তান। রাবী বলেন : সে বাদামী বর্ণে সন্তান প্রসব করলো, যে কোঁকড়ান চুল, মধ্যম গড়ন পাতলা পা বিশিষ্ট ছিল। সে সন্তান প্রসবের পর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : যদি তার সম্পর্কে আল্লাহ্র কিতাবের আদেশ পূর্বেই প্রদত্ত না হতো, তা হলে তার সাথে আমার একটি বোঝা পড়া হত (তোমরা দেখতে, আমি তার কি অবস্থা করতাম)।

بَابُ قَوْلِ الْاِمَامِ اَللّٰهُمَّ بَيِّنْ

পরিচ্ছেদ : ইমামের 'হে আল্লাহ্ স্পষ্ট করে দিন' বলা

٣٤٧١. اَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ اَنْبَانَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ قَالَ ذُكِرَ التَّلَاعُنُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ عَاصِمُ ابْنُ عَدِىٍّ فِى ذٰلِكَ قَوْلاً ثُمَّ انْصَرَفَ فَاَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ يَشْكُوْ اِلَيْهِ اَنَّهُ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً قَالَ عَاصِمٌ مَا ابْتُلِيْتُ بِهٰذَا اِلاَّ بِقَوْلِى فَذَهَبَ بِهِ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَخْبَرَهُ بِالَّذِى وَجَدَ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ وَكَانَ ذٰلِكَ الرَّجُلُ مُصْفَرًّا قَلِيْلَ اللَّحْمِ سَبِطَ الشَّعَرِ وَكَانَ الَّذِى ادَّعَى

عَلَيْهِ أَنَّهُ وَجَدَهُ عِنْدَ اَهْلِهِ اٰدَمَ خَدْلاً كَثِيْرَ اللَّحْمِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَللّٰهُمَّ بَيِّنْ فَوَضَعَتْ شَبِيهًا بِالرَّجُلِ الَّذِى ذَكَرَ زَوْجُهَا اَنَّهُ وَجَدَهُ عِنْدَهَا فَلاَ عَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَهُمَا فَقَالَ رَجُلٌ لاِبْنِ عَبَّاسٍ فِى الْمَجْلِسِ اَهِىَ الَّتِى قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْ رَجَمْتُ اَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ رَجَمْتُ هٰذِهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لاَتِلْكَ امْرَاَةٌ كَانَتْ تُظْهِرُ فِى الْاِسْلاَمِ الشَّرَّ *

৩৪৭১. ঈসা ইব্‌ন হাম্মাদ (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সামনে পরস্পর লি'আন করার ব্যাপারে আলোচনা উত্থাপিত হল। তখন আসিম ইব্‌ন আদী (রা) সে সম্পর্কে কিছু বললেন এবং পরে প্রস্থান করলেন। এরপর তার নিকট তার গোত্রের এক ব্যক্তি এসে অভিযোগ উত্থাপন করল যে, সে তার স্ত্রীর সাথে এক ব্যক্তিকে পেয়েছে। আসিম ইব্‌ন আদী (রা) একথা শুনে বললেন : আমার বলার জন্যই আমার উপর এই মুসীবত এসেছে। এরপর আসিম ইব্‌ন আদী (রা) তাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর খিদমতে নিয়ে গেলেন এবং সে তার স্ত্রীকে যে অবস্থায় পেয়েছে তা তাঁকে (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ) অবহিত করেন। আর ঐ ব্যক্তি ছিল গৌর বর্ণের, হাল্কা পাতলা গড়ন এবং সোজা চুল বিশিষ্ট। আর যে ব্যক্তির সাথে তার স্ত্রীকে পেয়েছিল, তার গায়ের রং ছিল বাদামী, পায়ের গোছা এবং শরীর ছিল মাংসল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : اَللّٰهُمَّ بَيِّنْ (অর্থাৎ হে আল্লাহ্ ! প্রকাশ করে দিন)। বর্ণনাকারী বলেন : পরে সে (স্ত্রী) সে পুরুষের সাদৃশ্যযুক্ত সন্তান প্রসব করল যার সম্পর্কে তার স্বামী বলেছিল যে, সে তাকে তার (স্ত্রীর) কাছে পেয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদের উভয়কে লি'আন করার আদেশ দেন। (মজলিসে ইব্‌ন আব্বাস (রা) এই হাদীস বর্ণনা করলেন), সে মজলিসে এক ব্যক্তি বললেন : এই স্ত্রীলোকটি কি সেই স্ত্রীলোক, যার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছিলেন : যদি আমি কাউকে সাক্ষ্য প্রমাণ ব্যতীত রজম করতাম, তা হলে এ কে রজম করতাম ? ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন : না, সে মেয়েলোকটি ইসলামে এসে প্রকাশ্যে অপকর্ম (ব্যাভিচার) করত, (কিন্তু প্রমাণ বা স্বীকারোক্তি ছিল না)।

٣٤٧٢. اَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ ابْنِ السَّكَنِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ يَحْيَى قَالَ سَمِعْتُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنَ الْقَاسِمِ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ قَالَ ذُكِرَ التَّلاَعُنُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ عَاصِمُ بْنُ عَدِىٍّ فِى ذٰلِكَ قَوْلاً ثُمَّ انْصَرَفَ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ فَذَكَرَ اَنَّهُ وَجَدَ مَعَ امْرَاَتِهِ رَجُلاً فَذَهَبَ بِهِ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَخْبَرَهُ بِالَّذِى وَجَدَ عَلَيْهِ امْرَاَتَهُ وَكَانَ ذٰلِكَ الرَّجُلُ مُصْفَرًا قَلِيلَ اللَّحْمِ سَبِطَ الشَّعْرِ وَكَانَ الَّذِى اُدُّعِى عَلَيْهِ اَنَّهُ وَجَدَ عِنْدَ اَهْلِهِ اٰدَمَ خَدْلاً كَثِيْرَ اللَّحْمِ جَعْدًا قَطَطًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَللّٰهُمَّ بَيِّنْ فَوَضَعَتْ شَبِيهًا بِالَّذِى ذَكَرَ زَوْجُهَا اَنَّهُ وَجَدَهُ عِنْدَهَا فَلاَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَهُمَا فَقَالَ رَجُلٌ لاِبْنِ عَبَّاسٍ فِى الْمَجْلِسِ اَهِىَ الَّتِى قَالَ رَسُوْلُ

اللّٰهِ ﷺ لَوْ رَجَمْتُ اَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ رَجَمْتُ هٰذِهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لاَتِلْكَ امْرَاةٌ كَانَتْ تُظْهِرُ الشَّرَّ فِى الاِسْلاَمِ *

৩৪৭২. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন সাকান (র) - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর খিদমতে লি'আনের আলোচনা হলে আসিম ইব্‌ন আদী (রা) সে সম্পর্কে কিছু বললেন এবং প্রস্থান করলেন। তার গোত্রের এক ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ হলে সে বলল : সে তার স্ত্রীর সাথে এক ব্যক্তিকে পেয়েছে। তিনি তাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট নিয়ে গেলেন। সে যে অবস্থায় তার স্ত্রীকে পেয়েছিল, তা তাঁকে অবহিত করল। আর সেই ব্যক্তি ছিল গৌর বর্ণের, হাল্কা-পাতলা গড়নের সোজা চুল বিশিষ্ট। আর সে যার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিল এবং যাকে তার স্ত্রীর কাছে পেয়েছি , তার গায়ের রং ছিল বাদামী এবং পায়ের গোঁছা ছিল মাংসল, আর তার ছিল অতি কোঁকড়ান (ছোট চুল) চুল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : আল্লাহ্ ! আপনি প্রকাশ করে দিন। রাবী বলেন : (স্ত্রীলোকটি) ঐ লোকের মত সন্তান প্রসব করলো, যার কথা তার স্বামী বলেছিল যে, তাকে তার (স্ত্রীর) কাছে পেয়েছে। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদের উভয়ের মধ্যে লি'আন করান। (ইব্‌ন আব্বাস (রা) যে মজলিসে এই হাদীস বর্ণনা করলেন), সে মজলিসের এক ব্যক্তি ইব্‌ন আব্বাস (রা) জিজ্ঞাসা করলেন : এই কি সেই মেয়েলোক, যার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছিলেন, যদি আমি কাউকে প্রমাণ ব্যতীত রজম [১] করতাম, তা হলে এই মেয়েলোকটাক রজম করতাম ? ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন : না, সে হচ্ছে এমন একটি মেয়েলোক যে ইসলামে এসে প্রকাশ্যে অপকর্ম করত। (কিন্তু প্রমাণ বা স্বীকারোক্তি ছিল না)।

بَابُ الاَمْرِ بِوَضْعِ الْيَدِ عَلَى فِى الْمُتَلاَعِنَيْنَ عِنْدَ الْخَامِسَةِ

পরিচ্ছেদ : পঞ্চমবারের (শপথের) সময়ে লি'আনকারীদের মুখে হাত রাখার আদেশ

٣٤٧٧. اَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ مَيْمُوْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اَمَرَ رَجُلاً حِيْنَ اَمَرَ الْمُتَلاَعِنَيْنِ اَنْ يَتَلاَعَنَا اَنْ يَضَعَ يَدَهُ عِنْدَ الْخَامِسَةِ عَلَى فِيْهِ وَقَالَ اِنَّهَا مُوجِبَةٌ *

৩৪৭৩. আলী ইব্‌ন মায়মূন (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ যখন দুই লি'আনকারী লি'আন করার আদেশ দেন, তখন এক ব্যক্তিকে আদেশ করেন যে, যখন সে পঞ্চমবার সাক্ষ্য দিতে থাকবে, তখন তার মুখের উপর হাত রাখবে। কেননা, তা (পঞ্চমবারের সাক্ষ্য আল্লাহ্ তা'আলার শাস্তিকে) অবধারিত করে।

بَابُ عِظَةُ الاِمَامِ الرَّجُلَ وَالْمَرْاَةَ عِنْدَ اللِّعَانِ

পরিচ্ছেদ : লি'আন করানোর সময় ইমামের স্বামী-স্ত্রীকে নসিহত করা

٣٤٧٤. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا

১. প্রস্তর-আঘাতে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা।

عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ اَبِىْ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُوْلُ سُئِلْتُ عَنِ الْمُتَلَاعِنَيْنِ فِى اِمَارَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ اَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا فَمَا دَرَيْتُ مَااَقُوْلُ فَقُمْتُ مِنْ مَقَامِى اِلَى مَنْزِلِ ابْنِ عُمَرَ فَقُلْتُ يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمُتَلَاعِنَيْنِ اَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا قَالَ نَعَمْ سُبْحَانَ اللّٰهِ اِنَّ اَوَّلَ مَنْ سَاَلَ عَنْ ذٰلِكَ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَرَاَيْتَ وَلَمْ يَقُلْ عَمْرٌو اَرَاَيْتَ الرَّجُلَ مِنَّا يَرٰى عَلٰى امْرَاَتِهِ فَاحِشَةً اِنْ تَكَلَّمَ فَاَمْرٌ عَظِيْمٌ وَقَالَ عَمْرٌو اَتٰى اَمْرًا عَظِيْمًا وَاِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلٰى مِثْلِ ذٰلِكَ فَلَمْ يُجِبْهُ فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذٰلِكَ اَتَاهُ فَقَالَ اِنَّ الْاَمْرَ الَّذِى سَاَلْتُكَ اُبْتُلِيْتُ بِهِ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ هٰؤُلَاءِ الْاٰيَاتِ فِى سُوْرَةِ النُّوْرِ وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ اَزْوَاجَهُمْ حَتّٰى بَلَغَ وَالْخَامِسَةَ اَنَّ غَضَبَ اللّٰهِ عَلَيْهَا اِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِيْنَ فَبَدَاَ بِالرَّجُلِ فَوَعَظَهُ وَذَكَّرَهُ وَاَخْبَرَهُ اَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا اَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْاٰخِرَةِ فَقَالَ وَالَّذِى بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَاكَذَبْتُ ثُمَّ ثَنّٰى بِالْمَرْاَةِ فَوَعَظَهَا وَذَكَّرَهَا فَقَالَتْ وَالَّذِى بَعَثَكَ بِالْحَقِّ اِنَّهُ لَكَاذِبٌ فَبَدَاَ بِالرَّجُلِ فَشَهِدَ اَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللّٰهِ اِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِيْنَ وَالْخَامِسَةُ اَنْ لَعْنَةَ اللّٰهِ عَلَيْهِ اِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِيْنَ ثُمَّ ثَنّٰى بِالْمَرْاَةِ فَشَهِدَتْ اَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللّٰهِ اِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِيْنَ وَالْخَامِسَةَ اَنَّ غَضَبَ اللّٰهِ عَلَيْهَا اِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِيْنَ فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا *

৩৪৭৪. আমর ইব্‌ন আলী ও মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুসান্না (র) - - - - সাঈদ ইব্‌ন যুবায়র (র) বলেন : ইব্‌ন যুবায়র (রা)-এর শাসনামলে আমাকে লি'আনকারীদের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হলো যে, লি'আনের পরে ঐ দুইজনকে কি পৃথক করে দেয়া হবে ? ইব্‌ন যুবায়র (রা) বলেন : আমি কি উত্তর দেব কিছুই বুঝতে পারলাম না। এরপর আমি উঠে ইব্‌ন উমর (রা)-এর বাড়িতে গেলাম এবং আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম : হে আবূ আবদুর রহমান! (লি'আন করার পর) কি দুই লি'আনকারী (স্বামী-স্ত্রী)-কে পৃথক করে দেয়া হবে। ইব্‌ন উমর (রা) বললেন : হ্যাঁ, সুব্‌হানাল্লাহ্ ! তারপর তিনি বললেন : সর্বপ্রথম এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেছেন অমুকের পুত্র অমুক। (ইব্‌ন উমর (রা) তার নাম উল্লেখ করেন নি)। সে বলেছিল : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! যদি আমাদের কোন ব্যক্তি (কোন ব্যক্তিকে) তার স্ত্রীর সাথে অশ্লীল কাজ করতে দেখে, যদি সে বলে, তবে তো তা বড় সাংঘাতিক কথা। আর যদি না বলে, তবে এমন গুরুতর বিষয়ে চুপ রইলো। তিনি তাকে কোন উত্তর দিলেন না। এরপর সে ব্যক্তি আবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন : যে কথা আমি আপনার নিকট জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আমি তাতে আক্রান্ত হয়েছি। তখন আল্লাহ্ তা'আলা সূরা নূরের এ আয়াতসমূহ নাযিল করেন : الَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ اَزْوَاجَهُمْ হতে وَالْخَامِسَةَ اَنَّ غَضَبَ اللّٰهِ عَلَيْهَا اِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِيْنَ

অর্থাৎ : আর যারা নিজেদের স্ত্রীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে, (অথচ নিজেরা ব্যতীত তাদের কোন সাক্ষী নেই, তাদের প্রত্যেকের সাক্ষ্য এই হবে যে, সে আল্লাহ্‌র নামে চারবার শপথ করে বলবে যে, সে অবশ্যই

সত্যবাদী ...... প্রতিপক্ষে পঞ্চমবারে সে (স্ত্রী) বলবে : তার স্বামী সত্যবাদী হলে, তার উপর (নেমে আসবে) আল্লাহ্‌র গযব। (২৪ : ৬-৯) পর্যন্ত। বর্ণনাকারী বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঐ ব্যক্তিকে প্রথমে নসীহত করেন এবং উপদেশ প্রদান করেন এবং বলেন : পরকালের শাস্তি অপেক্ষা ইহকালের শাস্তি অতি সহজ। সে (ই ব্যক্তি তাঁর নসীহত শ্রবণ করে) বলতে লাগলেন : আল্লাহ্ তা'আলার কসম! যিনি আপনাকে সত্য সহকারে প্রেরণ করেছেন, আমি মিথ্যা বলছি না। দ্বিতীয় পর্যায়ে তিনি স্ত্রীলোকটিকে বললেন : নসীহত করলেন এবং তাকে স্মরণ করিয়ে দিলেন। সে (ই স্ত্রীলোকটিও) বলতে লাগলেন : আল্লাহ্ তা'আলার শপথ ! যিনি আপনাকে সত্য সহকারে প্রেরণ করেছেন, এ ব্যক্তি মিথ্যাবাদী। তিনি ﷺ পুরুষকে দিয়ে লি'আন কার্যক্রম আরম্ভ করলেন। সে আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে শপথ করে চারবার সাক্ষ্য প্রদান করলো যে সে অবশ্যই সত্যবাদী পঞ্চমবারে সে বললো : যদি সে মিথ্যা কথা বলে থাকে, তবে তার উপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত। তারপর স্ত্রীলোকটিও আল্লাহ্‌র নামে চারবার সাক্ষ্য দিল, নিশ্চয় সে বড় মিথ্যাবাদী। পঞ্চমবারে সে বললেন : যদি সে (পুরুষ লোকটি) সত্যবাদী হয়, তবে তার স্ত্রীর উপর আল্লাহ্‌র গযব (পড়বে)। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদের দু'জনকে পৃথক করে দেন।

بَابُ التَّفْرِيْقُ بَيْنَ الْمُتَلاَعِنِيْنَ

পরিচ্ছেদ : লি'আনকারীদের পৃথক করে দেয়া

٣٤٧٥. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَاللَّفْظُ لَهُ قَالاَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي اَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَزْرَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ لَمْ يُفَرِّقِ الْمُصْعَبُ بَيْنَ الْمُتَلاَعِنَيْنِ قَالَ سَعِيْدٌ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لاِبْنِ عُمَرَ فَقَالَ فَرَّقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَ اَخَوَىْ بَنِي الْعَجْلاَنِ *

৩৪৭৫. আমর ইব্‌ন আলী ও মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুসান্না (র) - - - - সাঈদ ইব্‌ন যুবায়র (র) বলেন : মুস'আব (রা) লি'আনকারীদের পৃথক করে দেননি। সাঈদ (র) বলেন : আমি ইব্‌ন উমর (রা)-এর নিকট তা বর্ণনা করলে তিনি বললেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বনী আজলানের দুই সদস্যের (স্বামী-স্ত্রীর) পৃথক করে দিয়েছিলেন।

بَابُ اسْتِتَابَةِ الْمُتَلاَعِنِيْنَ بَعْدَ اللِّعَانِ

পারচ্ছেদ : লি'আনের পর লি'আনকারীদের তওবা করতে বলা

٣٤٧٦. اَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ اَيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قُلْتُ لاِبْنِ عُمَرَ رَجُلٌ قَذَفَ امْرَاَتَهُ قَالَ فَرَّقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَ اَخَوَىْ بَنِي الْعَجْلاَنِ وَقَالَ اللّٰهُ يَعْلَمُ اِنَّ اَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ قَالَ لَهُمَا ثَلاَثًا فَاَبَيَا فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا قَالَ اَيُّوْبُ وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ اِنَّ فِي هٰذَا الْحَدِيْثِ شَيْئًا لاَاَرَاكَ تُحَدِّثُ بِهِ قَالَ قَالَ الرَّجُلُ مَالِي قَالَ لاَ مَالَ لَكَ اِنْ كُنْتَ صَادِقًا فَقَدْ دَخَلْتَ بِهَا وَاِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَهِيَ اَبْعَدُ مِنْكَ *

৩৪৭৬. যিয়াদ ইব্ন আইউব (র) - - - - সাঈদ ইব্ন যুবায়র (র) বলেন : আমি ইব্ন উমর (রা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করলাম : যদি কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে ব্যভিচারের অপবাদ দেয়, তাহলে কি হবে ? তিনি বললেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বনী আজলানের দুই সদস্য (স্বামী-স্ত্রী) কে পৃথক করে দেন এবং বলেন : আল্লাহ্ তা'আলার জানা আছে, তোমাদের মধ্যে কোন একজন মিথ্যাবাদী, যদি তোমাদের মধ্যে কোন একজন তাওবা করে, তবে ভাল, তিনি দুজনকেই একথা তিনবার বলেন। কিন্তু দু'জনই তা করতে অস্বীকার করলে তিনি তাদেরকে পৃথক করে দেন। তিনি বলেন : লি'আনকারী (পুরুষ ব্যক্তিটি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে) বলল : (ঐ স্ত্রী লোকটির নিকট) আমার মাল (আছে, আমি তা পাব কি না) ? তিনি বললেন : যদি তুমি সত্যবাদী হও, তবে তুমি ঐ স্ত্রীর সংগে নির্জনবাস (সহবাস) করেছ, (কাজেই ঐ মাল তুমি পাবে না)। আর যদি তুমি মিথ্যা বলে থাক, তাহলে তা তোমার থেকে অনেক দূরে (ঐ মাল নেয়া এবং ফেরৎ পাওয়া মুশ্‌কিল)।

بَابُ اِجْتِمَاعِ الْمُتَلاَعِنَيْنِ

পরিচ্ছেদ : লি'আনকারীদের একত্র হওয়া

٣٤٧٧. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو قَالَ سَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُوْلُ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْمُتَلاَعِنَيْنِ فَقَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِلْمُتَلاَعِنَيْنِ حِسَابُكُمَا عَلَى اللّٰهِ اَحَدُكُمَا كَاذِبٌ وَلاَسَبِيْلَ لَكَ عَلَيْهَا قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَالِىْ قَالَ لاَ مَالَ لَكَ اِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا فَهُوَ بِمَا اَسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا وَاِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا فَذَاكَ اَبْعَدُ لَكَ *

৩৪৭৭. মুহাম্মাদ ইব্ন মানসূর (র) - - - - সাঈদ ইব্ন জুবায়র (র) বলেন : আমি ইব্ন উমর (রা)-এর নিকট লি'আনকারীদের বিষয় জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ লি'আনকারী পুরুষ এবং স্ত্রীকে বলেন, তোমাদের হিসাব আল্লাহ্‌র 'দায়িত্বে'। তোমাদের একজন নিশ্চয় মিথ্যাবাদী। আর তোমার তার (স্ত্রীর) উপর কোন অধিকার নেই। সে (পুরুষ লোকটি) বললো : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! (তার কাছে) আমার মাল (রয়েছে)। তিনি বললেন : (তার কাছে এখন) তুমি কিছুই পাবে না, অর্থাৎ যদি তুমি সত্যবাদী হও, তবে তুমি তো তার লজ্জাস্থান ব্যবহার করেছ, এর বিনিময়ে তোমার মাল নিয়েছ, আর যদি তুমি মিথ্যাবাদী হও, তাহলে তা তোমার (অধিকার) থেকে বহু দূরবর্তী।

بَابُ نَفْىِ الْوَلَدِ بِاللِّعَانِ وَاِلْحَاقِهِ بِاُمِّهِ

পরিচ্ছেদ : লি'আনের কারণে সন্তানকে পিতা থেকে সম্বন্ধচ্যুত করা এবং তাকে তার মায়ের সাথে যুক্ত করা

٣٤٧٨. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لاَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَاَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالاُمِّ *

৩৪৭৮. কুতায়বা (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পুরুষ এবং তার স্ত্রীর মধ্যে লি'আন করার আদেশ দেন এবং তাদের পৃথক করে দেন, আর সন্তানকে তার মায়ের সাথে (বংশধারা) যুক্ত করেন।

بَابُ اِذَا عَرَّضَ بِامْرَاَتِهِ وَشَكَّ فِى وَلَدِهِ وَاَرَادَ الاِنْتِفَاءَ مِنْهُ

পরিচ্ছেদ : সন্তানের কারণে স্ত্রীর প্রতি কটাক্ষপাত করা ইঙ্গিতে যিনার অপবাদ দেয়া এবং সন্তান অস্বীকারের ইচ্ছা করা

٣٤٧٩. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَاَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَجُلاً مِنْ بَنِى فَزَارَةَ اَتَى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اِنَّ امْرَاَتِى وَلَدَتْ غُلاَمًا اَسْوَدَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هَلْ لَكَ مِنْ اِبِلٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَمَا اَلْوَانُهَا قَالَ حُمْرٌ قَالَ فَهَلْ فِيْهَا مِنْ اَوْرَقَ قَالَ اِنَّ فِيْهَا لَوُرْقًا قَالَ فَاَنّٰى تَرٰى اَتٰى ذٰلِكَ قَالَ عَسٰى اَنْ يَكُوْنَ نَزَعَهُ عِرْقٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَهٰذَا عَسٰى اَنْ يَكُوْنَ نَزَعَهُ عِرْقٌ *

৩৪৭৯. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - আবূ হুরায়রা বলেন : ফাযারা গোত্রের এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন : আমার স্ত্রী এক কালো সন্তান প্রসব করেছে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তোমার কি উট আছে ? সে বলল : হ্যাঁ, (আছে)। তিনি বললেন : সেগুলোর বর্ণ কী ? সে বললো : লাল রংয়ের। তিনি বললেন : সেগুলোর মধ্যে কালচে (ছাই) বর্ণের কোন উট আছে ? সে বলল : হ্যাঁ, কালচে বর্ণেরও আছে। তিনি বললেন : এইগুলো কি করে জন্মালো বলে তুমি মনে কর ? সে বলল : তা হয়তো কোন পূর্ববর্তী কোন বংশধারার কারণে হয়েছে। এরপর তিনি বললেন : এই সন্তানও হয়তো কোন উর্ধ্বতন পুরুষের কারণে (কালো) হয়ে থাকবে।

٣٤٨. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بَزِيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِى فَزَارَةَ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ اِنَّ امْرَاَتِى وَلَدَتْ غُلاَمًا اَسْوَدَ وَهُوَ يُرِيْدُ الاِنْتِفَاءَ مِنْهُ فَقَالَ هَلْ لَكَ مِنْ اِبِلٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ مَا اَلْوَانُهَا قَالَ حُمْرٌ قَالَ هَلْ فِيْهَا مِنْ اَوْرَقَ قَالَ فِيْهَا ذَوْدُ وُرْقٍ قَالَ فَمَا ذَاكَ تَرٰى قَالَ لَعَلَّهُ اَنْ يَكُوْنَ نَزَعَهَا عِرْقٌ قَالَ فَلَعَلَّ هٰذَا اَنْ يَكُوْنَ نَزَعَهُ عِرْقٌ قَالَ فَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُ فِى الاِنْتِفَاءِ مِنْهُ *

৩৪৮০. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) বলেন : ফাযারা গোত্রের এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন : আমার স্ত্রী এক কালো সন্তান প্রসব করেছে এবং সে বাচ্চার রং কালো (সন্তানরূপে) তাকে অস্বীকার করতে চাচ্ছিল। তিনি ﷺ বললেন : তোমার কি উট আছে ? সে বলল : হ্যাঁ।

তিনি বললেন : সেগুলোর রং কি ? সে বললো : (সেগুলো) লাল (রংয়ের)। তিনি বললেন : দেখ সেগুলোর মধ্যে কাল বর্ণের সাথে অন্য বর্ণ মিশ্রিত রংয়ের উট আছে কি ? সে বলল : হ্যাঁ, সেগুলোর মধ্যে কালচে উট আছে। তিনি ﷺ বললেন : তবে তুমি কী বল (মিশ্রিত উট কোথা হতে আসলো) ? সে বললো : তা হয়তো কোন পূর্ব বংশধারার কারণে হয়ে থাকবে। তিনি বললেন : এতেও হয়তো কোন উর্ধ্বতন পুরুষের কারণে হয়ে থাকবে। এর দ্বারা তিনি (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ) ঐ ব্যক্তিকে সন্তান অস্বীকার করার সুযোগ দিলেন না।

٣٤٨١. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُغِيْرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو حَيْوَةَ حِمْصِىٌّ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اَبِى حَمْزَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّى وُلِدَ لِى غُلَامٌ اَسْوَدُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاَنّٰى كَانَ ذٰلِكَ قَالَ مَااَدْرِى قَالَ فَهَلْ لَكَ مِنْ اِبِلٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَمَا اَلْوَانُهَا قَالَ حُمْرٌ قَالَ فَهَلْ فِيْهَا جَمَلٌ اَوْرَقُ قَالَ فِيْهَا اِبِلٌ وُرْقٌ قَالَ فَاَنّٰى كَانَ ذٰلِكَ قَالَ مَااَدْرِىْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِلاَّ اَنْ يَكُوْنَ نَزَعَهُ عِرْقٌ قَالَ وَهٰذَا لَعَلَّهُ نَزَعَهُ عِرْقٌ فَمِنْ اَجْلِهِ قَضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هٰذَا لاَ يَجُوْزُ لِرَجُلٍ اَنْ يَنْتَفِىَ مِنْ وَلَدٍ وُلِدَ عَلٰى فِرَاشِهِ اِلاَّ اَنْ يَزْعُمَ اَنَّهُ رَاٰى فَاحِشَةً *

৩৪৮১. আহমাদ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন মুগীরা (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : (একদিন) আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর খিদমতে উপবিষ্ট ছিলাম, এমন সময় এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললো : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমার একটি সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে, যার গায়ের রং কাল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তার (এই কালো রং) কোথা হতে আসলো ? সে বলল : জানি না কোথা হতে এসেছে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : তোমার উট আছে কি ? সে বলল : হ্যাঁ, তিনি বলল : সেগুলোর রং কি ? সে বলল : লাল (বর্ণের)। তিনি বললেন : এগুলোর মধ্যে কালচে (ছাই) বর্ণের (কাল বর্ণের সাথে অন্য বর্ণ মিশ্রিত) আছে কি ? সে বললো : তার মধ্যে কালচে (মিশ্রিত রং এর) উটও আছে। তিনি বললেন : ঐগুলো (লাল বর্ণের মিশ্রিত উট) কোথা হতে আসলো ? সে বললো : বলতে পারি না, (কোথা হতে এসেছে,) ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! হয়তো কোন উর্ধ্বতন পুরুষের কারণে হয়ে থাকবে। তিনি ﷺ বললেন, এটিও (কাল সন্তান) এমন হতে পারে যে উর্ধ্বতন পুরুষ হতে এসেছে। বর্ণনাকারী বলেন : এইজন্য রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আদেশ করেছেন, যে সন্তান তার স্ত্রীর গর্ভ থেকে জন্ম নিয়েছে তাকে অস্বীকার করা উচিত নয়। কিন্তু ঐ সময় অস্বীকার করতে পারবে, যখন সে তাকে অশ্লীল কাজে লিপ্ত দেখে।

بَابُ التَّغْلِيْظِ فِى الْاِنْتِفَاءِ مِنَ الْوَلَدِ

পরিচ্ছেদ : সন্তান অস্বীকারকারীকে কঠোর সতর্কবাণী

٣٤٨٢. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ قَالَ شُعَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يُوْنُسَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِى سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّهُ سَمِعَ

رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ حِيْنَ نَزَلَتْ اٰيَةُ الْمُلاَعَنَةِ اَيُّمَا امْرَاَةٍ اَدْخَلَتْ عَلٰى قَوْمٍ رَجُلاً لَيْسَ مِنْهُمْ فَلَيْسَتْ مِنَ اللّٰهِ فِىْ شَىْءٍ وَلاَ يُدْخِلُهَا اللّٰهُ جَنَّتَهُ وَاَيُّمَا رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ وَهُوَ يَنْظُرُ اِلَيْهِ احْتَجَبَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْهُ وَفَضَحَهُ عَلٰى رُءُوْسِ الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ *

৩৪৮২. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) বলেন : তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে লি'আনের আয়াত নাযিল হওয়ার পর বলতে শুনেছেন : যে মহিলা এক গোত্রের মধ্যে অন্য গোত্রের পুরুষ (এর বীয) মিশ্রিত করে যে সে গোত্রের নয় আল্লাহ্‌র নিকট তার কোন মূল্য নেই। আর আল্লাহ্ তা'আলা তাকে তাঁর জান্নাতে প্রবেশ করাবেন না। আর যে পুরুষ তার সন্তানকে অস্বীকার করে, অথচ সে তার দিকে 'মমতার' দৃষ্টি দিয়ে দেখে মহান মহিয়ান আল্লাহ্ তা'আলা তাকে তাঁর রহমত থেকে বঞ্চিত করবেন এবং তাকে কিয়ামতের দিন পূর্বাপর সকল লোকের সামনে লাঞ্ছিত করবেন।

بَابُ اِلْحَاقُ الْوَلَدِ بِالْفِرَاشِ اِذَا لَمْ يَنْفِهِ صَاحِبُ الْفِرَاشِ

পরিচ্ছেদ : শয্যার মালিক (স্বামী) অস্বীকার না করলে সন্তান শয্যার মালিকেরই হবে

٣٤٨٣. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَعِيْدٍ وَاَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ *

৩৪৮৩. কুতায়বা (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : সন্তান শয্যার মালিকেরই (গৃহস্বামীরই), আর ব্যভিচারীর জন্য রয়েছে পাথর (আঘাতে মৃত্যু অথবা বঞ্চনা) (অর্থাৎ সে সন্তানের মালিক হবে না। অন্য ব্যাখ্যানুসারে তার হবে প্রস্তরাঘাতে মৃত্যু)।

٣٤٨٤. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَعِيْدٍ وَاَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ *

৩৪৮৪. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : সন্তান শয্যার মালিকের (গৃহস্বামীরই) আর ব্যভিচারীর জন্য রয়েছে পাথর।

٣٤٨٥. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتِ اخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ اَبِىْ وَقَّاصٍ وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فِىْ غُلاَمٍ فَقَالَ سَعْدٌ هٰذَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ابْنُ اَخِىْ عُتْبَةَ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ عَهِدَ اِلَىَّ اَنَّهُ ابْنُهُ اُنْظُرْ اِلٰى شَبَهِهِ وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ اَخِىْ وُلِدَ عَلٰى فِرَاشِ اَبِىْ مِنْ وَلِيْدَتِهِ فَنَظَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلٰى شَبَهِهِ فَرَاٰى شَبَهًا بَيِّنًا بِعُتْبَةَ فَقَالَ هُوَ لَكَ يَاعَبْدُ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ وَاحْتَجِبِىْ مِنْهُ يَاسَوْدَةُ بِنْتَ زَمْعَةَ فَلَمْ يَرَ سَوْدَةَ قَطُّ *

৩৪৮৫. কুতায়বা (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) এবং আবদুল্লাহ্ ইব্ন যাম'আ (রা)-এর মধ্যে একটি সন্তান নিয়ে ঝগড়া হয়। সা'দ (রা) বলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এ আমার ভাই উতবা ইব্ন আবূ ওয়াক্কাসের ছেলে। আমাকে আমার ভাই ওসীয়ত করেছিলেন যে সে তার ছেলে। (যাম্'আর বাঁদীর ছেলে আমার ঔরষের)। তার (শরীরের গঠনের) প্রতি লক্ষ্য করুন। আব্দ ইব্ন যাম'আ (রা) বলেন : এ আমার ভাই, আমার পিতার দাসীর গর্ভজাত সন্তান। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ লক্ষ্য করে দেখলেন, তার শরীরের গড়ন উতবার সাথে স্পষ্ট মিল রয়েছে। তিনি বললেন : হে আব্দ ইব্ন যাম'আ সে তোমার ভাই। কেননা সন্তান গৃহস্বামীর আর ব্যভিচারীর জন্য পাথর (কিছুই নেই)। আর তিনি ﷺ তাঁর স্ত্রী সওদা (রা)-কে বললেন : হে যাম'আর কন্যা সওদা, এর থেকে পর্দা কর। এরপর তিনি সওদা (রা)-কে কখনও দেখেন নি।

٣٤٨٦. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَاَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ يُوْسُفَ بْنِ الزُّبَيْرِ مَوْلًى لَهُمْ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ كَانَتْ لِزَمْعَةَ جَارِيَةٌ يَطَؤُهَا هُوَ وَكَانَ يَظُنُّ بِاٰخَرَ يَقَعُ عَلَيْهَا فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ شِبْهِ الَّذِى كَانَ يَظُنُّ بِهِ فَمَاتَ زَمْعَةُ وَهِىَ حُبْلٰى فَذَكَرَتْ ذٰلِكَ سَوْدَةُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَاحْتَجِبِى مِنْهُ يَاسَوْدَةُ فَلَيْسَ لَكِ بِاَخٍ *

৩৪৮৬. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যাম'আ (রা)-এর একটি বাঁদী ছিল, যার সাথে তিনি সহবাস করতেন, আর যাম'আর এরূপ সন্দেহ ছিল যে, এই বাঁদীর সাথে অন্য কেউ যিনা করে। এরপর সে একটি সন্তান প্রসব করলো, ঐ ব্যক্তির মত, যার সাথে তিনি তার ব্যভিচার করার সন্দেহ করতেন। যাম'আ ইন্তিকাল করলেন, ঐ বাঁদী অন্ত:স্বত্বা থাকা অবস্থায়। এ কথা সওদা (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে বর্ণনা করলে, তিনি বলেন : সন্তান বিছানার মালিকেরই। আর হে সওদা, তুমি তার সাথে পর্দা করবে। কেননা সে তোমার ভাই নয়।

٣٤٨٧. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مُغِيْرَةَ عَنْ اَبِى وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ قَالَ اَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَلاَ اَحْسَبُ هٰذَا عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ وَاللّٰهُ تَعَالٰى اَعْلَمُ *

৩৪৮৭. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - - আবদুল্লাহ্ (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : সন্তান বিছানার মালিকেরই। আর ব্যাভিচারকারীর জন্য পাথর (সন্তানের মালিক হবে না)। আবূ আবদুর রহমান (র) বলেন : আমার মতে এটি আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত নয়। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ।

بَابُ فِرَاشِ الْاَمَةِ

পরিচ্ছেদ : বাঁদীর বিছানা বা শয্যার বিধান

٣٤٨٨. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ

أُخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِى وَقَّاصٍ وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فِى ابْنِ زَمْعَةَ قَالَ سَعْدُ أَوْصَانِى أَخِى عُتْبَةُ إِذَا قَدِمْتَ مَكَّةَ فَانْظُرِ ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ فَهُوَ ابْنِى فَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ هُوَ ابْنُ أَمَةِ أَبِى وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِى فَرَأَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ شَبَهًا بَيِّنًا بِعُتْبَةَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَاُحْتَجِبِى مِنْهُ يَاسَوْدَةُ *

৩৪৮৮. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস (রা.) এবং আব্‌দ ইব্‌ন যাম'আ (রা) যাম'আর সন্তান নিয়ে বিবাদ করলেন। সা'দ বলেন : আমার ভাই উতবা আমাকে ওসীয়ত করেছিলেন যে, যখন তুমি মক্কায় গমন করবে যাম'আর বাঁদীর সন্তানকে দেখবে ; কেননা সে আমার সন্তান। আর আব্‌দ ইব্‌ন যাম'আ বললেন, সে আমার পিতার বাঁদীর সন্তান, সে আমার পিতার শয্যায় (আধিপত্যে) জন্মলাভ করেছে। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ লক্ষ্য করে দেখলেন, উতবা (রা)-এর সাথে তার পরিষ্কার সাদৃশ্য রয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : সন্তান বিছানার (অর্থাৎ তারই জন্য, যার জন্য বিছানা)। তিনি আরও বললেন : হে সওদা ! তুমি তার থেকে পর্দা করবে।

بَابُ الْقُرْعَةِ فِى الْوَلَدِ اِذَا تَنَازَعُوا فِيْهِ وَذِكْرُ الْاِخْتِلَافِ عَلَى الشَّعْبِى فِيْهِ فِى حَدِيْثِ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمْ

পরিচ্ছেদ : সন্তান নিয়ে বিবাদ হলে লটারীর ব্যবস্থা করা এবং যায়দ ইব্‌ন আরকাম (রা) হতে বর্ণিত এ বিষয়ের হাদীসে শা'বী (র)-এর বর্ণনায় বিরোধ

٣٤٨٩. أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ خُشَيْشُ بْنُ أَصْرَمَ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَنْبَأَنَا الثَّوْرِىُّ عَنْ صَالِحٍ الْهَمْدَانِىِّ عَنْ خَيْرٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ أُتِىَ عَلِىٌّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ بِثَلَاثَةٍ وَهُوَ بِالْيَمَنِ وَقَعُوا عَلَى امْرَأَةٍ فِى طُهْرٍ وَاحِدٍ فَسَأَلَ اُثْنَيْنِ أَتُقِرَّانِ لِهٰذَا بِالْوَلَدِ قَالَا لَا ثُمَّ سَأَلَ اُثْنَيْنِ أَتُقِرَّانِ لِهٰذَا بِالْوَلَدِ قَالَا لَا فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالَّذِى صَارَتْ عَلَيْهِ الْقُرْعَةُ وَجَعَلَ عَلَيْهِ ثُلُثَى الدِّيَةِ فَذُكِرَ ذٰلِكَ لِلنَّبِىِّ ﷺ فَضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ *

৩৪৮৯. আবূ আসিম খুশায়শ ইব্‌ন আসরাম (র) - - - - যায়দ ইব্‌ন আরকাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : ইয়ামানে অবস্থানকালে আলী (রা)-এর নিকট তিনজন লোক নিয়ে আসা হল, যারা সকলে এক মহিলার সাথে একই তুহরে[১] সহবাস করেছিল। তিনি তাদের দুইজনকে পৃথক করে বললেন : তোমরা উভয়ে কি এই সন্তানকে তৃতীয় ব্যক্তির সন্তান বলে স্বীকার কর ? তারা বললেন : না। পরে তিনি অন্য দুইজনকে বললেন : তোমরা দুইজন কি এই সন্তানকে তৃতীয় ব্যক্তির সন্তান বলে স্বীকার কর ? তারাও বললেন : না। এরপর তিনি উক্ত তিন ব্যক্তির নামে লটারী করলেন। লটারীতে যার নাম উঠলো, তাকে তিনি সন্তান দিয়ে দিলেন। আর তার উপর দিয়াতের অর্থাৎ মূল্যের দুই-তৃতীয়াংশ সাব্যস্ত করলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট এ ঘটনা আমরা বর্ণনা করলে তিনি হাসলেন, যাতে তাঁর মাড়ির দাঁত মুবারক দেখা গিয়েছিল।

---

১. স্ত্রীলোকের দুই হায়েযের মধ্যবর্তী সময়কে 'তুহর' (বা পবিত্রতার সময়) বলা হয়।

٣٤٩٠. اَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الْاَجْلَحِ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِي عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْخَلِيلِ الْحَضْرَمِيُّ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ قَالَ بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ مِنَ الْيَمَنِ فَجَعَلَ يُخْبِرُهُ وَيُحَدِّثُهُ وَعَلِيٌّ بِهَا فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَتَى عَلِيًّا ثَلَاثَةُ نَفَرٍ يَخْتَصِمُوْنَ فِي وَلَدٍ وَقَعُوْا عَلَى امْرَاَةٍ فِي طُهْرٍ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ *

৩৪৯০. আলী ইব্‌ন হুজ্‌র (র) - - - - যায়দ ইব্‌ন আরকাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : (একদিন) আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট উপবিষ্ট ছিলাম। এমন সময় ইয়ামানের এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হয়ে সেখানকার সংবাদ বর্ণনা করতে লাগলো এবং কথাবার্তা বলতে আরম্ভ করলো। তখন আলী (রা) সেখানে (ইয়ামানে) ছিলেন। সে বলল : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! তিন ব্যক্তি আলী (রা)-এর নিকট এসে এক সন্তানের ব্যাপারে ঝগড়া করছিল, তার সকলেই এক 'তুহরে' এক মহিলার সাথে সহবাস করার দাবী করেছিল। এভাবে পূর্ণ হাদীস বর্ণনা করেন।

٣٤٩١. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ الْاَجْلَحِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِي الْخَلِيلِ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ وَعَلِيٌّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ بِالْيَمَنِ فَاَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ شَهِدْتُ عَلِيًّا اُتِيَ فِي ثَلَاثَةِ نَفَرٍ اُدَّعُوْا وَلَدَ امْرَاَةٍ فَقَالَ عَلِيٌّ لِاَحَدِهِمْ تَدَعُهُ لِهٰذَا فَاَبَى وَقَالَ لِهٰذَا تَدَعُهُ لِهٰذَا فَاَبَى وَقَالَ لِهٰذَا تَدَعُهُ لِهٰذَا فَاَبَى قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنْتُمْ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُوْنَ وَسَاُقْرِعُ بَيْنَكُمْ فَاَيُّكُمْ اَصَابَتْهُ الْقُرْعَةُ فَهُوَ لَهُ وَعَلَيْهِ ثُلُثَا الدِّيَةِ فَضَحِكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ *

৩৪৯১. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - যায়দ ইব্‌ন আরকাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি নবী ﷺ -এর নিকট উপবিষ্ট ছিলাম, তখন আলী (রা) ইয়ামানে ছিলেন। এ সময় এক ব্যক্তি তাঁর (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ) -এর নিকট এসে বললেন : আমি (একদিন) আলী (রা)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম, তিন ব্যক্তি তাঁর নিকট এসে এক সন্তানের দাবী করলো, যে এক নারীর গর্ভে জন্মায়। তখন আলী (রা) তাদের একজনকে বললেন : তুমি কি এই সন্তানের দাবী এর জন্য ছেড়ে দেবে ? সে অস্বীকার করলো। এরপর তিনি অন্যজনকে বললেন : তুমি কি এই সন্তানের দাবী এর জন্য ছেড়ে দেবে ? সেও অস্বীকার করলো। এভাবে তৃতীয় ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করায় সেও অস্বীকার করলো। আলী (রা) বললেন : তোমরা পরস্পর ঝগড়ায় লিপ্ত অংশীদার। আমি এখন তোমাদের মধ্যে লটারী করবো। যার নাম লটারীতে আসবে সে এই সন্তান পাবে এবং তাকে দিয়াতের (মূল্যের) দুই-তৃতীয়াংশ দিতে হবে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন এই ঘটনা শুনলেন, তখন তিনি হাসলেন, এমনকি তার মাড়ির দাঁত মুবারক প্রকাশ হয়ে পড়লো।

٣٤٩٢. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ شَاهِيْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنِ الشَّيْبَانِىِّ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ حَضْرَمَوْتَ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ قَالَ بَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلِيًّا عَلَى الْيَمَنِ فَاُتِىَ بِغُلَامٍ تَنَازَعَ فِيْهِ ثَلَاثَةٌ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ خَالَفَهُمْ سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ *

৩৪৯২. ইসহাক ইব্‌ন শাহীন (র) - - - - যায়দ ইব্‌ন আরকাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আলী (রা)-কে ইয়ামানে পাঠান। একদিন একটি শিশু আনা হলো, যাকে তিন ব্যক্তি পাওয়ার জন্য ঝগড়া করছিল। হাদীসের শেষ পর্যন্ত অনুরূপ বর্ণনা করলেন।

٣٤٩٣. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ ابْنِ كُهَيْلٍ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِىَّ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِى الْخَلِيْلِ اَوِابْنِ اَبِى الْخَلِيْلِ اَنَّ ثَلَاثَةَ نَفَرٍ اشْتَرَكُوا فِى طُهْرٍ فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ زَيْدَ بْنَ اَرْقَمَ وَلَمْ يَرْفَعْهُ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ هٰذَا صَوَابٌ وَاللّٰهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى اَعْلَمُ *

৩৪৯৩. মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) - - - - সালামা ইব্‌ন কুহায়ল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি শা'বীকে আবুল খলীল অথবা ইব্‌ন আবুল খলীল হতে হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি। তিন ব্যক্তি একই 'তুহরে' (এক নারীর সাথে সহবাসে) শরীক ছিল। এরপর এভাবে হাদীস বর্ণনা করলেন। কিন্তু তিনি যায়দ ইব্‌ন আরকামের নাম উল্লেখ করেন নি। আর এই হাদীসকে মারফূ'ও করেন নি। আবূ আবদুর রহমান (র) বলেন, এ সনদটি সহীহ। আল্লাহ্‌ই অধিক জ্ঞাত।

بَابُ الْقَافَةِ

পরিচ্ছেদ : কিফায়া[১] প্রসংগ

٣٤٩٤. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ دَخَلَ عَلَىَّ مَسْرُوْرًا تَبْرُقُ اَسَارِيْرُ وَجْهِهِ فَقَالَ اَلَمْ تَرَىْ اَنَّ مُجَزِّزًا نَظَرَ اِلَى زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ وَاُسَامَةَ فَقَالَ اِنَّ بَعْضَ هٰذِهِ الْاَقْدَامِ لَمِنْ بَعْضٍ *

৩৪৯৪. কুতায়বা (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার নিকট আনন্দিত অবস্থায় প্রবেশ করলেন, তখন তাঁর চেহারার রেখাগুলো ঝিলমিল করছিল (চেহারায় খুশির চিহ্ন প্রস্ফুটিত ছিল)। তিনি বললেন : তুমি কি জান মুজায়যিয (নাম্নী এক ব্যক্তি) যায়দ ইব্‌ন হারিসা এবং উসামা (রা)-কে (চেহারা চাদারাবৃত ও পা খোলা অবস্থায়) দেখে বললো : এই পাগুলোর একটি অবশ্যই অপরটি হতে (অর্থাৎ মিলযুক্ত)।

٣٤٩٥. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ ابْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَانَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ

১. রেখা বিশারদ।

عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلَ عَلَىَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ مَسْرُوْرًا فَقَالَ يَاعَائِشَةُ اَلَمْ تَرَىْ اَنَّ مُجَزِّزًا الْمُدْلِجِىَّ دَخَلَ عَلَىَّ وَعِنْدِى اُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ فَرَاَى اُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ وَزَيْدًا وَعَلَيْهِمَا قَطِيفَةٌ وَقَدْ غَطَّيَا رُؤُسَهُمَا وَبَدَتْ اَقْدَامُهُمَا فَقَالَ هٰذِهِ اَقْدَامٌ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ *

৩৪৯৫. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আনন্দিত অবস্থায় আমার নিকট আসলেন (তখন তাঁর চেহারায় খুশির চিহ্ন বিদ্যমান ছিল)। তিনি বললেন : হে আয়েশা ! মুজায়যিয মুদ্লিজী (রা) (কিয়াফা অবগত ব্যক্তি) আমার নিকট আসলো। তখন উসামা ইব্ন যায়দ (রা) আমার নিকট ছিল। সে উসামা ইব্ন যায়দ এবং যায়দ (রা)-কে দেখলো। তাঁদের গায়ে চাদর ছিল এবং তারা মুখ ঢেকে রেখেছিল এবং তাদের পা খোলা ছিল। সে বললো : এই পা'গুলো একটি অপরটি হতে (দু'জনের পায়ের মধ্যে মিল রয়েছে)।

بَابُ اِسْلَامِ اَحَدِ الزَّوْجَيْنِ وَتَخْيِيْرِ الْوَلَدِ

পরিচ্ছেদ : স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একজন মুসলমান হলে এবং সন্তানকে ইখতিয়ার প্রদান প্রসংগ

٣٤٩٦. اَخْبَرَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُثْمَانَ الْبَتِّىِّ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ بْنِ سَلَمَةَ الْاَنْصَارِىِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّهُ اَسْلَمَ وَاَبَتِ امْرَاَتُهُ اَنْ تُسْلِمَ فَجَاءَ ابْنٌ لَهُمَا صَغِيْرٌ لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ فَاَجْلَسَ النَّبِىُّ ﷺ الْاَبَ هٰهُنَا وَالْاُمَّ هٰهُنَا ثُمَّ خَيَّرَهُ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ اهْدِهِ فَذَهَبَ اِلَى اَبِيْهِ *

৩৪৯৬. মাহমূদ ইব্ন গায়লান (র) - - - - আবদুল হামীদ ইব্ন সালামা আনসারী (র.) তাঁর পিতা সূত্রে তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি মুসলমান হলে তাঁর স্ত্রী মুসলমান হতে অস্বীকার করলো। তাদের এক নাবালেগ সন্তান ছিল। সে আসলে নবী ﷺ তার পিতাকে এখানে এবং মাতাকে ওখানে বসিয়ে ছেলেকে ইখতিয়ার দিয়ে দু'আ করলেন : হে আল্লাহ্ ! একে হিদায়াত (সুবুদ্ধি) দান করুন। তখন সেই ছেলে তার পিতার নিকট চলে গেল।

٣٤٩٧. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ زِيَادٌ عَنْ هِلَالِ بْنِ اُسَامَةَ عَنْ اَبِىْ مَيْمُوْنَةَ قَالَ بَيْنَا اَنَا عِنْدَ اَبِىْ هُرَيْرَةَ فَقَالَ اِنَّ امْرَاَةً جَاءَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ فِدَاكَ اَبِىْ وَاُمِّىْ اِنَّ زَوْجِىْ يُرِيْدُ اَنْ يَذْهَبَ بِابْنِىْ وَقَدْ نَفَعَنِىْ وَسَقَانِىْ مِنْ بِئْرِ اَبِىْ عِنَبَةَ فَجَاءَ زَوْجُهَا وَقَالَ مَنْ يُخَاصِمُنِىْ فِىْ اُبْنِىْ فَقَالَ يَاغُلَامُ هٰذَا اَبُوْكَ وَهٰذِهِ اُمُّكَ فَخُذْ بِيَدِ اَيِّهِمَا شِئْتَ فَاَخَذَ بِيَدِ اُمِّهِ فَانْطَلَقَتْ بِهِ *

৩৪৯৭. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল আ'লা (র) - - - - আবূ মায়মূনা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : (একদিন) আমি আবূ হুরায়রা (রা)-এর নিকট বসা ছিলাম, তখন তিনি বললেন যে, এক মহিলা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন : আমার মাতা-পিতা আপনার উপর কুরবান হোক। আমার স্বামী আমার নিকট হতে আমার ছেলেকে নিয়ে যেতে চায়। অথচ তার দ্বারা আমার অনেক উপকার হয়ে থাকে। সে আবূ ইনাবা কূপ থেকে পানি এনে আমাকে পান করায়। এমন সময় তার স্বামী সেখানে এসে বললেন : আমার ছেলের ব্যাপারে আমার সাথে কে বিবাদ করছে ? তখন তিনি (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন : হে ছেলে ! এই তোমার পিতা, আর এই তোমার মাতা, এদের মধ্যে তোমার যাকে ইচ্ছা, তার হাত ধর। তখন ছেলে তার মার হাত ধরলো এবং সে তাকে সঙ্গে নিয়ে চলে গেল।

بَابُ عِدَّةِ الْمُخْتَلِعَةِ

পরিচ্ছেদ : খুলা'কারিণীর ইদ্দত

٣٤٩٨. اَخْبَرَنَا اَبُو عَلِيٍّ مُحَمَّدُ بْنِ يَحْيَى الْمَرْوَزِىُّ قَالَ اَخْبَرَنِى شَاذَانُ بْنُ عُثْمَانَ اَخُوْ عَبْدَانَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِى قَالَ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِى كَثِيْرٍ قَالَ اَخْبَرَنِى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ الرُّبَيِّعَ بِنْتَ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ اَخْبَرَتْهُ اَنْ ثَابِتَ بْنَ قَيْسِ بْنَ شَمَّاسٍ ضَرَبَ اُمْرَاَتَهُ فَكَسَرَ يَدَهَا وَهِىَ جَمِيلَةُ بِنْتُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اُبَىٍّ فَاَتَى اَخُوْهَا يَشْتَكِيْهِ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَرْسَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلَى ثَابِتٍ فَقَالَ لَهُ خُذِ الَّذِى لَهَا عَلَيْكَ وَخَلِّ سَبِيْلَهَا قَالَ نَعَمْ فَاَمَرَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ تَتَرَبَّصَ حَيْضَةً وَاحِدَةً فَتَلْحَقَ بِاَهْلِهَا *

৩৪৯৮. আবূ আলী মুহাম্মাদ ইব্‌ন মারওয়াযী (র) - - - - আবদুর রহমান (রা) থেকে বর্ণিত যে, রুবায়্যি' বিন্‌ত মু'আব্বিয ইব্‌ন আফরা (রা) তাকে অবহিত করেছেন, সাবিত ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন শাম্মাস (রা) তার স্ত্রীকে মারধর করলো এবং তার হাত ভেঙে দিল। সে ছিল জামিলা বিন্‌ত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবাই। তার ভাই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট এর অভিযোগ নিয়ে উপস্থিত হলো। তিনি সাবিত (রা)-এর নিকট লোক পাঠিয়ে তাকে ডেকে আনলেন। সাবিত (রা) উপস্থিত হলে তিনি বললেন : তুমি তার নিকট হতে তোমার মাল নিয়ে তাকে ছেড়ে দাও। সাবিত (রা) বললেন : হ্যাঁ, তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐ মহিলাকে এক হায়েয পর্যন্ত অপেক্ষা করার (ইদ্দত পালন করার) আদেশ করলেন। এরপর তাকে তার মাতাপিতার নিকট চলে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন।

٣٤٩٩. اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمِّى قَالَ حَدَّثَنَا اَبِى عَنِ ابْنِ اِسْحٰقَ قَالَ حَدَّثَنِى عُبَادَةُ بْنُ الْوَلِيْدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ رُبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ قَالَ قُلْتُ لَهَا حَدِّثِيْنِى حَدِيْثَكِ قَالَتِ اخْتَلَعْتُ مِنْ زَوْجِى ثُمَّ جِئْتُ عُثْمَانَ فَسَاَلْتُهُ مَاذَا عَلَىَّ مِنَ الْعِدَّةِ فَقَالَ لَاعِدَّةَ عَلَيْكِ اِلاَّ اَنْ تَكُوْنِى حَدِيْثَةَ عَهْدٍ بِهِ فَتَمْكُثِى حَتَّى تَحِيْضِى حَيْضَةً قَالَ وَاَنَا

مُتَّبِعٌ فِي ذٰلِكَ قَضَاءَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِي مَرْيَمَ الْمَغَالِيَّةِ كَانَتْ تَحْتَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ فَاخْتَلَعَتْ مِنْهُ *

৩৪৯৯. উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - রুবায়্যি' বিন্‌ত মু'আব্বিয (রা) বলেন : আমি আমার স্বামীর সাথে খুলা করলাম। এরপর উসমান (রা)-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম : আমাকে কতদিন ইদ্দত পালন করতে হবে ? উসমান (রা) বললেন : তোমার কোন ইদ্দত পালন করতে হবে না। তবে, যদি তুমি তোমার স্বামীর সংগে কাছাকাছি সময়ে সহাবস্থান করে থাক তাহলে তুমি এক হায়েয পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। এরপর তিনি বললেন : এ ব্যাপারে আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর অনুসরণ করছি। তিনি মারয়াম মাগালিয়ার ব্যাপারে এরূপ সমাধান দিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন সাবিত ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন শাম্মাস (রা.)-এর স্ত্রী। সেই মহিলা তার সাথে খুলা করেছিল।

مَا اسْتُثْنِيَ مِنْ عِدَّةِ الْمُطَلَّقَاتِ

পরিচ্ছেদ : তালাকপ্রাপ্তাদের মধ্য থেকে ইদ্দত পালনের হুকুমে যারা ব্রতি

٣٥٠٠. اَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَاَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ قَالَ حَدَّثَنِي اَبِي قَالَ اَنْبَاَنَا يَزِيْدُ النَّحْوِيُّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ مَانَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا نَاتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا اَوْ مِثْلِهَا وَقَالَ وَاِذَا بَدَّلْنَا اٰيَةً مَكَانَ اٰيَةٍ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ الْاٰيَةِ وَقَالَ يَمْحُو اللّٰهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ اُمُّ الْكِتَابِ فَاَوَّلُ مَانُسِخَ مِنَ الْقُرْاٰنِ الْقِبْلَةُ وَقَالَ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوْءٍ وَقَالَ وَاللاَّئِيْ يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيْضِ مِنْ نِسَائِكُمْ اِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاَثَةُ اَشْهُرٍ فَنُسِخَ مِنْ ذٰلِكَ قَالَ تَعَالٰى وَاِنْ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوْهُنَّ فَمَالَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّوْنَهَا *

৩৫০০. যাকারিয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে مَانَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا نَاتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا اَوْ مِثْلِهَا ..... وَاِذَا بَدَّلْنَا اٰيَةً مَكَانَ اٰيَةٍ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ الْاٰيَةِ يَمْحُو اللّٰهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ اُمُّ الْكِتَابِ (অর্থ : যখন আমি কোন আয়াতের স্থানে অন্য আয়াত দ্বারা পরিবর্তন করি ....) সম্পর্কে (অর্থ : আল্লাহ্ যা ইচ্ছা করে মুছে দেন এবং (যা ইচ্ছা) স্থির রাখেন ; তাঁর কাছে আছে মূল গ্রন্থ) বলেন : (বর্ণিত হয়েছে যে,) কুরআনে সর্বপ্রথম যা রহিত হয়েছে, তা হলো কিবলার হুকুম। আল্লাহ্‌র বাণী : وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوْءٍ وَاللاَّئِيْ يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيْضِ مِنْ نِسَائِكُمْ اِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاَثَةُ اَشْهُرٍ (অর্থ : তালাকপ্রাপ্তা নারীরা নিজেদের আবদ্ধ করে রাখবে (ইদ্দাত পালন করবে) তিন হায়েয এবং তোমাদের নারীদের মধ্যে যারা (বয়সের কারণে) হায়েয হতে নিরাশ হয়েছে— যদি তোমরা সন্দিহান হও—তবে তাদের 'ইদ্দাত তিন মাস।) এ হতে রহিত করা হয়েছে এবং ইরশাদ করা হয়েছে

وَاِنْ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوْهُنَّ فَمَالَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّوْنَهَا । (অর্থ : যদি তোমরা তাদের (স্ত্রীদের) স্পর্শ (সহবাস) করার পূর্বে তালাক দিয়ে দাও তবে তোমাদের স্বার্থে তাদের উপরের ইদ্দতের বিধান নেই। যা তারা পালন করবে .....)।

بَابُ عِدَّةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا

পরিচ্ছেদ : স্বামী মারা গেলে স্ত্রীর ইদ্দত

٣٥٠١. اَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِىِّ عَنْ وَكِيْعٍ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِىْ حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ اُمُّ حَبِيْبَةَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَ يَحِلُّ لاِمْرَاةٍ تُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثَةِ اَيَّامٍ اِلاَّ عَلَى زَوْجٍ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَعَشْرًا *

৩৫০১. হান্নাদ ইব্ন সারী (র) - - - - উম্মু হাবীবা (রা) বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি : যে স্ত্রীলোক আল্লাহ্ এবং পরকালে বিশ্বাস করে কোন মৃতের জন্য তিন দিনের অধিক শোক পালন করা তার জন্য বৈধ নয়, স্বামী ব্যতীত। (কেননা স্বামীর জন্য) চার মাস দশদিন (শোক পালন করতে হবে)।

٣٥٠٢. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ اُمِّ سَلَمَةَ قُلْتُ عَنْ اُمِّهَا قَالَ نَعَمْ اِنَّ النَّبِىَّ ﷺ سُئِلَ عَنِ امْرَاةٍ تُوُفِّىَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَخَافُوْا عَلَى عَيْنِهَا اَتَكْتَحِلُ فَقَالَ قَدْ كَانَتْ اِحْدَاكُنَّ تَمْكُثُ فِى بَيْتِهَا فِى شَرِّ اَحْلاَسِهَا حَوْلاً ثُمَّ خَرَجَتْ فَلاَ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَعَشْرًا *

৩৫০২. মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল আলা (র) - - - - হামিদ ইব্ন নাফি' যয়নাব বিন্ত উম্মু সালামা (রা) হতে বর্ণনা করেন ; আমি বললাম : যয়নাব তার মাতা উম্মু সালামা (রা) হতে বর্ণনা করেছেন ? তিনি বললেন : হ্যাঁ, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট কেউ এমন এক স্ত্রীলোক সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলো, যার স্বামী মারা গেছেন। তারা তার চোখের ব্যাপারে শংকিত হয়ে পড়েছিলেন। সে কি সুরমা ব্যবহার করবে ? তিনি বললেন : এর আগে জাহিলী যুগে তোমাদের প্রত্যেক স্ত্রীলোক নিজের ঘরে বসে থাকতো মোটা ও নিকৃষ্ট বস্ত্র পরিধান করে (যা উটের হাওদার নীচে দেয়া হতো)। (আর সে এই কষ্টের মধ্যে) পূর্ণ এক বছর কাটিয়ে দিত। এরপর বের হত। এখন কি তোমাদের উপর চার মাস দশদিন পালন করা সহনীয় নও (অধিক কঠিন মনে হয়) ?

٣٥٠٣. اَخْبَرَنِىْ اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَاَنَا جَرِيْرٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدِ بْنِ قَيْسِ بْنِ قَهْدٍ الْاَنْصَارِىِّ وَجَدُّهُ قَدْ اَدْرَكَ النَّبِىَّ ﷺ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ اُمِّ سَلَمَةَ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ وَاُمِّ حَبِيْبَةَ قَالَتَا جَاءَتِ امْرَاَةٌ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَتْ اِنَّ ابْنَتِىْ تُوُفِّىَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَاِنِّىْ اَخَافُ عَلَى عَيْنِهَا اَفَاَكْحُلُهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَدْ كَانَتْ

اِحْدَاكُنَّ تَجْلِسُ حَوْلاً وَانَّمَا هِىَ اَرْبَعَةُ اَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَاِذَا كَانَ الْحَوْلُ خَرَجَتْ وَرَمَتْ وَرَاءَهَا بِبَعْرَةٍ *

৩৫০৩. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - - উম্মু সালামা (রা) ও উম্মু হাবীবা (রা) হতে বর্ণিত। তাঁরা বলেন : এক মহিলা নবী ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন : আমার কন্যার স্বামী ইন্তিকাল করেছে। আর আমি, তার চোখের ব্যাপারে (খারাপ না হয়ে যায়) আমি কি তার চোখে সুরমা লাগাতে পারি ? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : পূর্বে তো তোমাদের প্রত্যেক নারী এক বছর পর্যন্ত বসে থাকতো, আর এই সময় তো (কোন অধিক সময় নয়, মাত্র) চার মাস দশদিন। আর যখন এক বছর পূর্ণ হতো ? তখন ঐ মহিলা বের হয়ে নিজের পেছনের দিকে উটের গোবর ছিটাতো।

٣٥٠٤. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ نَافِعًا يَقُولُ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ اَبِى عُبَيْدٍ اَنَّمَا سَمِعَتْ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ زَوْجَ النَّبِىِّ ﷺ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لاَيَحِلُّ لاِمْرَاَةٍ تُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ تَحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ اِلاَّ عَلَى زَوْجٍ فَاِنَّهَا تَحِدُّ عَلَيْهِ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَعَشْرًا *

৩৫০৪. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র) - - - - রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর স্ত্রী হাফসা বিন্ত উমর (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আল্লাহ্ তা'আলা এবং কিয়ামতে বিশ্বাস স্থাপনকারী কোন নারীর জন্য স্বামী ব্যতীত কোন মৃতের জন্য তিন দিনের অধিক শোক পালন করা বৈধ নয়। তবে স্বামীর জন্য চারমাস দশদিন শোক করবে।

٣٥٠٥. اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ قَالَ اَنْبَاَنَا سَعِيْدٌ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ اَبِى عُبَيْدٍ عَنْ بَعْضِ اَزْوَاجِ النَّبِىِّ ﷺ وَعَنْ اُمِّ سَلَمَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لاَ يَحِلُّ لاِمْرَاَةٍ تُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ تَحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ اَكْثَرَ مِنْ ثَلاَثَةِ اَيَّامٍ اِلاَّ عَلَى زَوْجٍ فَاِنَّهَا تَحِدُّ عَلَيْهِ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَعَشْرًا *

৩৫০৫. আবদুল্লাহ্ ইব্ন সাব্বাহ (র) - - - - সাফিয়্যা বিনত আবূ উবায়দ (রা) সূত্রে নবী ﷺ -এর কোন স্ত্রী হতে এবং উম্মু সালামা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন : যে নারী আল্লাহ্ এবং কিয়ামতে বিশ্বাস করে তার জন্য কোন মৃতের উপর তিন দিনের অধিক শোক বৈধ নয়, স্বামী ব্যতীত। কেননা স্বামীর জন্য সে চার মাস দশদিন শোক পালন করবে।

٣٥٠٦. اَخْبَرَنِى مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيلَ بْنِ اِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا السَّهْمِىُّ يَعْنِى عَبْدَ اللّٰهِ بْنِ بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ اَبِى عُبَيْدٍ عَنْ بَعْضِ اَزْوَاجِ النَّبِىِّ ﷺ وَهِىَ اُمُّ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ نَحْوَهُ *

৩৫০৬. মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসমাঈল ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - সাফিয়্যা বিন্‌ত আবূ উবায়দ (রা) সূত্রে নবী ﷺ -এর কোন স্ত্রী হতে- তিনি হচ্ছেন উম্মু সালামা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

بَابُ عِدَّةِ الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا

পরিচ্ছেদ : গর্ভবতী মহিলার স্বামী মারা গেলে তার ইদ্দত

٣٥٠٧. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لِمُحَمَّدٍ ﷺ قَالاَ اَنْبَاَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ اَنَّ سُبَيْعَةَ الْاَسْلَمِيَّةَ نُفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ فَجَاءَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاسْتَاْذَنَتْ اَنْ تَنْكِحَ فَاَذِنَ لَهَا فَنَكَحَتْ *

৩৫০৭. মুহাম্মাদ ইব্‌ন সালামা ও হারিস ইব্‌ন মিসকীন (র) - - - - মিস্‌ওয়ার ইব্‌ন মাখ্‌রামা (রা) থেকে বর্ণিত যে, যখন সুবায়'আ আসলামী তার স্বামীর মৃত্যুর কয়েকদিন পরেই সন্তান প্রসব করলো। তখন সে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হয়ে বিবাহ করার অনুমতি প্রার্থনা করলো। তিনি তাকে অনুমতি দিলেন। পরে সে বিবাহে আবদ্ধ হলো।

٣٥٠٨. اَخْبَرَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ دَاوُدَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اَمَرَ سُبَيْعَةَ اَنْ تَنْكِحَ اِذَا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا *

৩৫০৮. নাস্‌র ইব্‌ন আলী (র) - - - - মিস্‌ওয়ার ইব্‌ন মাখরামা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সুবায়'আ (রা)-কে বিয়ে করার অনুমতি দান করেন যখন সে নিফাস হতে পাক হবে।

٣٥٠٩. اَخْبَرَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ قَالَ اَخْبَرَنِىْ جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ اَبِى السَّنَابِلِ قَالَ وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِثَلاَثَةٍ وَعِشْرِيْنَ اَوْ خَمْسَةٍ وَعِشْرِيْنَ لَيْلَةً فَلَمَّا تَعَلَّتْ تَشَوَّفَتْ لِلْاَزْوَاجِ فَعِيْبَ ذٰلِكَ عَلَيْهَا فَذُكِرَ ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ مَايَمْنَعُهَا قَدِ انْقَضٰى اَجَلُهَا *

৩৫০৯. মুহাম্মাদ ইব্‌ন কুদামা (র) - - - - আবূ সানাবিল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : সুবায়'আ (রা.)-এর স্বামীর মৃত্যুর তেইশ অথবা পঁচিশ দিন অতিবাহিত হওয়ার পর তিনি সন্তান প্রসব করলেন। যখন তাঁর নিফাসের সময় অতিবাহিত হলো, তখন তিনি অন্য স্বামী গ্রহণ করার প্রস্তুতি গ্রহণ করতে লাগলেন। ফলে লোকেরা সমালোচনা করলো। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট এর উল্লেখ করা হলে তিনি বললেন : এখন তার বিয়ে করতে বাধা কোথায় ? কারণ তার ইদ্দত পূর্ণ হয়েছে।

٣٥١٠. اَخْبَرَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَبْدُ

رَبِّهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا سَلَمَةَ يَقُوْلُ اخْتَلَفَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ وَابْنُ عَبَّاسٍ فِى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا اِذَا وَضَعَتْ حَمْلَهَا قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ تُزَوَّجُ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ اَبْعَدَ الاَجَلَيْنِ فَبَعَثُوْا اِلَى اُمِّ سَلَمَةَ فَقَالَتْ تُوُفِّىَ زَوْجُ سُبَيْعَةَ فَوَلَدَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِخَمْسَةَ عَشَرَ نِصْفِ شَهْرٍ قَالَتْ فَخَطَبَهَا رَجُلاَنِ فَحَطَّتْ بِنَفْسِهَا اِلَى اَحَدِهِمَا فَلَمَّا خَشُوا اَنْ تَفْتَاتَ بِنَفْسِهَا قَالُوا اِنَّكِ لاَتَحِلِّيْنَ قَالَتْ فَانْطَلَقْتُ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ قَدْ حَلَلْتِ فَانْكِحِى مَنْ شِئْتِ *

৩৫১০. মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান (র) - - - - আবদু রাব্বিহী ইব্‌ন সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, আমি আবূ সালামা (রা)-কে বলতে শুনেছি ঃ আবূ হুরায়রা এবং ইব্‌ন আব্বাস (রা) ঐ স্ত্রীলোকের ব্যাপারে মতবিরোধ করলেন যার স্বামীর মৃত্যু হয়েছে। তার স্বামীর মৃত্যুর (কিছু দিন) পর সে সন্তান প্রসব করে। আবূ হুরায়রা (রা) বললেন : (সেই মহিলা প্রসব করার পর) বিবাহ করতে পারবে। আর ইব্‌ন আব্বাস (রা) বললেন : দুই সময়ের মধ্যে যেটা দীর্ঘ হবে তা পালন করবে।[১] পরে তারা উম্মু সালামা (রা)-এর নিকট লোক পাঠালে তিনি বললেন : সুবা'য়আ (রা)-এর স্বামী মারা যাওয়ার পনের দিন (অর্ধমাস) পর সে সন্তান প্রসব করে। এরপর দুই ব্যক্তি তার কাছে বিবাহের প্রস্তাব করলে সে একজনের দিকে আকৃষ্ট হল। তার পরিবারের লোকেরা আশংকা করলো যে, হয়তো সে একচ্ছত্র রূপে (বিয়ের) সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলবে। তারা তাকে বললেন : এখনও তো তোমার ইদ্দতও পূর্ণ হয়নি। সুবায়আ (রা) বলেন : এরপর আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হলে তিনি বললেন : তুমি বৈধ হয়ে গেছ, কাজেই এখন যাকে ইচ্ছা বিবাহ করতে পার।

٣٥١١. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لِمُحَمَّدٍ قَالَ اَنْبَاَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِى سَلَمَةَ قَالَ سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَاَبُوْ هُرَيْرَةَ عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِىَ حَامِلٌ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ اٰخِرُ الاَجَلَيْنِ وَقَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ اِذَا وَلَدَتْ فَقَدْ حَلَّتْ فَدَخَلَ اَبُوْ سَلَمَةَ اِلَى اُمِّ سَلَمَةَ فَسَاَلَهَا عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَتْ وَلَدَتْ سُبَيْعَةُ الاَسْلَمِيَّةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِنِصْفِ شَهْرٍ فَخَطَبَهَا رَجُلاَنِ اَحَدُهُمَا شَابٌّ وَالاٰخَرُ كَهْلٌ فَحَطَّتْ اِلَى الشَّابِّ فَقَالَ الْكَهْلُ لَمْ تَحْلِلْ وَكَانَ اَهْلُهَا غُيَّبًا فَرَجَا اِذَا جَاءَ اَهْلُهَا اَنْ يُؤْثِرُوْهُ بِهَا فَجَاءَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ قَدْ حَلَلْتِ فَانْكِحِى مَنْ شِئْتِ *

৩৫১১. মুহাম্মাদ ইব্‌ন সালামা ও হারিস ইব্‌ন মিসকীন (র) - - - - আবূ সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : কেউ আবূ হুরায়রা ও ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর নিকট ঐ মহিলার ব্যাপারে প্রশ্ন করলো, যার স্বামী মারা যায় এবং সে তখন গর্ভবতী ছিল। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বললেন : সে তার দু'টি ইদ্দতের মধ্যে যেটি দীর্ঘ হয়, সে তা গ্রহণ করবে। আর আবূ হুরায়রা (রা) বললেন : যখনই সে প্রসব করেছে তখনই সে হালাল (তার ইদ্দত

---

১. অর্থাৎ স্বামীর মৃত্যুর পর সন্তান প্রসব করা অথবা চার মাস দশ দিন অতিবাহিত হওয়া– এ দু'য়ের মধ্যে যেটি শেষে হবে সেটি তার ইদ্দত।

পূণ) হয়ে গেছে। আবূ সালমা (রা) (এই মতবিরোধ শ্রবণ করে) উম্মু সালমা (রা)-এর নিকট গমন করলেন এবং তার নিকট এই মাসআলা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি (উম্মে সালমা (রা)) বললেন : সুবায়'আর স্বামীর মৃত্যুর পর অর্ধ মাস অতীত হলে সে সন্তান প্রসব করল। এরপর দুই ব্যক্তি তার নিকট বিবাহের পয়গাম পাঠায়, তাদের একজন ছিল যুবক, আর দ্বিতীয় জন ছিল আধা বয়সী (প্রৌঢ়)। সে যুবকের দিকে আকৃষ্ট হল। তখন প্রৌঢ় ব্যক্তি বললো : এখন হালাল হও নি। উম্মু সালামা (রা) বলেন : তখন সুবায়'আ (রা)-এর পরিবারের লোক উপস্থিত ছিল না। মধ্য বয়সের লোকটি মনে করলো, যখন তার আত্মীয়-স্বজন আসবে, তখন হয়তো তারা তাকে অগ্রাধিকার দিবে। পরে সে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হলে তিনি বললেন : তুমি হালাল হয়ে গেছ, এখন তুমি যাকে ইচ্ছা বিয়ে করতে পার।

٣٥١٢. اَخْبَرَنِى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بَزِيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اَبِى كَثِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِى اَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ قِيْلَ لاِبْنِ عَبَّاسٍ فِى امْرَاَةٍ وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِعِشْرِيْنَ لَيْلَةً اَيَصْلُحُ لَهَا اَنْ تَزَوَّجَ قَالَ لاَ اِلاَّ اٰخِرَ الاَجَلَيْنِ قَالَ قُلْتُ قَالَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَاُوْلاَتُ الاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَقَالَ اِنَّمَا ذٰلِكَ فِى الطَّلاَقِ فَقَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ اَنَا مَعَ ابْنِ اَخِى يَعْنِى اَبَا سَلَمَةَ فَاَرْسَلَ غُلاَمَهُ كُرَيْبًا فَقَالَ اَئْتِ اُمَّ سَلَمَةَ فَسَلْهَا هَلْ كَانَ هٰذَا سُنَّةً مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَجَاءَ فَقَالَ قَالَتْ نَعَمْ سُبَيْعَةُ الاَسْلَمِيَّةُ وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِعِشْرِيْنَ لَيْلَةً فَاَمَرَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ تَزَوَّجَ فَكَانَ اَبُوالسَّنَابِلِ فِيْمَنْ يَخْطُبُهَا *

৩৫১২. মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ বাযী' (র) - - - - আবূ সালামা ইব্ন আবদুর রহমান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : কেউ ইব্ন আব্বাস (রা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করলো, যদি কোন স্ত্রীলোক তার স্বামী মৃত্যুবরণ করার বিশ দিনের মধ্যে সন্তান প্রসব করে, তবে কি তার বিবাহ করা সঠিক হবে ? ইব্ন আব্বাস (রা) বললেন : না। (বিবাহ করা বৈধ হবে না), যতক্ষণ না সে তার দুই ইদ্দতের মধ্যে দীর্ঘ ইদ্দতটি পূর্ণ করে। আবূ সালামা (রা) বলেন, আমি বললাম, আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা তো বলেছেন : "যারা গর্ভবতী তাদের ইদ্দত হলো তাদের সন্তান প্রসব করা।" ইব্ন আব্বাস (রা) (আবূ সালামা (রা)-কে উত্তরে) বললেন, এই আদেশ তালাকপ্রাপ্তা নারীর ব্যাপারে। এরপর আবূ হুরায়রা (রা) বললেন : আমি আমার ভাইপো আবূ সালামার সাথে আছি। (অর্থাৎ যা সে বলছে তা-ই আমার নিকট উত্তম এবং সহীহ্)। এই কথার পর তিনি তার দাস কুরায়বকে উম্মু সালামা (রা)-এর নিকট পাঠালেন। তিনি বললেন, তুমি উম্মু সালামা (রা.)-এর কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা কর যে, এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কোন সুন্নত (বিধান) আছে কি না। কুরায়ব (রা) (উম্মু সালামা (রা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে আবূ হুরায়রা (রা) যা বলেছেন তা ব্যক্ত করলে) উম্মু সালামা (রা) বললেন : হ্যাঁ, (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সুন্নত এ ব্যাপারে এই যে,) সুবায়'আ আসলামী (রা.) তার স্বামীর মৃত্যুর বিশ দিন পর সন্তান প্রসব করলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে বিবাহ করার অনুমতি দেন। আর আবূ সানাবিল তার বিবাহের পয়গামদাতাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন।

٣٥١٣. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ اَنَّ اَبَاهُرَيْرَةَ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَاَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ تَذَاكَرُوا عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا تَضَعُ عِنْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ تَعْتَدُّ اٰخِرَ الْاَجَلَيْنِ وَقَالَ اَبُو سَلَمَةَ بَلْ تَحِلُّ حِيْنَ تَضَعُ فَقَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ اَنَا مَعَ ابْنِ اَخِي فَاَرْسَلُوا اِلَى اُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ الْاَسْلَمِيَّةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِيَسِيْرٍ فَاسْتَفْتَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاَمَرَهَا اَنْ تَتَزَوَّجَ *

৩৫১৩. কুতায়বা (র) - - - - সুলায়মান ইব্‌ন ইয়াসার (র) থেকে বর্ণিত যে, আবূ হুরায়রা, ইব্‌ন আব্বাস ও আবূ সালামা ইব্‌ন আবদুর রহমান (রা) নিজেদের মধ্যে ঐ মহিলার ইদ্দত সম্বন্ধে আলোচনা করেন, যার স্বামী মারা যাওয়ার সময় (অবিলম্বে) সে সন্তান প্রসব করে। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বললেন : দু'টি ইদ্দতের মধ্যে যেটি দীর্ঘতর, সেটি পালন করবে। আর আবূ সালামা (রা) বললেন : সেই মহিলা তার সন্তান প্রসব করার সময়ই হালাল হয়ে যাবে এবং আবূ হুরায়রা (রা) বললেন : আমি আমার ভ্রাতুষ্পুত্রের সাথে একমত। এরপর তাঁরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর স্ত্রী উম্মু সালামা (রা)-এর নিকট এক ব্যক্তিকে পাঠালে তিনি বললেন : সুবায়'আ আসলামিয়া (রা) তার স্বামীর মৃত্যুর অল্প ক'দিন পর সন্তান প্রসব করলো। এ ব্যাপারে সুবায়'আ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট এর সমাধান (ফাতাওয়া) চাইলে তিনি তাকে বিবাহের অনুমতি প্রদান করেন।

٣٥١٤. اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْاَعْلَى بْنُ وَاصِلِ بْنِ عَبْدِ الْاَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اٰدَمَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ اَبِي سَلَمَةَ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِاَيَّامٍ فَاَمَرَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ تَزَوَّجَ *

৩৫১৪. আবদুল আলা (র) - - - - উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : সুবায়'আ তার স্বামীর মৃত্যুর কয়েকদিন পর সন্তান প্রসব করলো। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে বিবাহ করার অনুমতি প্রদান করেন।

٣٥١٥. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبَّاسٍ وَاَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اُخْتَلَفَا فِي الْمَرْاَةِ تُنْفَسُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبَّاسٍ اٰخِرُ الْاَجَلَيْنِ وَقَالَ اَبُوْ سَلَمَةَ اِذَا نُفِسَتْ فَقَدْ حَلَّتْ فَجَاءَ اَبُو هُرَيْرَةَ فَقَالَ اَنَا مَعَ ابْنِ اَخِي يَعْنِي اَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ فَبَعَثُوا كُرَيْبًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ اِلَى اُمِّ سَلَمَةَ يَسْاَلُهَا عَنْ ذٰلِكَ فَجَاءَهُمْ فَاَخْبَرَهُمْ اَنَّهَا قَالَتْ وَلَدَتْ سُبَيْعَةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ فَذَكَرَتْ ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ قَدْ حَلَّتْ *

৩৫১৫. মুহাম্মাদ ইব্‌ন সালামা (র) - - - - সুলায়মান ইব্‌ন ইয়াসার (রা) থেকে বর্ণিত যে, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) এবং আবূ সালামা ইব্‌ন আবদুর রহমান (রা)-এর মধ্যে ঐ মহিলার ইদ্দতের ব্যাপারে মতবিরোধ দেখা দেয়, যার স্বামীর মৃত্যুর কিছু দিন পর সে সন্তান প্রসব করলো। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) বললেন : দুই ইদ্দতের মধ্যে যেটি দীর্ঘতর হয়, (ঐ মহিলা সেটি পালন করবে)। আর আবূ সালামা (রা) বলেন : যখন সে সন্তান প্রসব করলো, তখন সে হালাল হয়ে গেল (তার ইদ্দত পূর্ণ হলো)। এরপর আবূ হুরায়রা (রা) আসলে তিনি বললেন : আমি আমার ভাতিজা অর্থাৎ আবূ সালামা ইব্‌ন আবদুর রহমানের পক্ষ অবলম্বন করছি। এরপর তাঁরা ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর আযাদকৃত গোলাম কুরায়ব (রা)-কে উম্মু সালমা (রা)-এর নিকট এ বিষয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করার জন্য পাঠান। তিনি (এই ব্যাপারে তাঁকে জিজ্ঞাসা করে) এসে তাদেরকে অবহিত করলেন যে, উম্মু সালামা (রা) বলেছেন : সুবায়'আ (রা) তার স্বামীর মৃত্যুর কয়েকদিন পর সন্তান প্রসব করলো। এরপর সে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট এর উল্লেখ করলে, তিনি বললেন : তুমি হালাল হয়ে গেছ, (অর্থাৎ তোমার ইদ্দত পূর্ণ হয়ে গেছে)।

٣٥١٦. اَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ اَخْبَرَنِى سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ قَالَ اَخْبَرَنِى اَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ كُنْتُ اَنَا وَابْنُ عَبَّاسٍ وَاَبُو هُرَيْرَةَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ اِذَا وَضَعَتِ الْمَرْاَةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا فَاِنَّ عِدَّتَهَا اٰخِرُ الاَجَلَيْنِ فَقَالَ اَبُو سَلَمَةَ فَبَعَثْنَا كُرَيْبًا اِلَى اُمِّ سَلَمَةَ يَسْأَلُهَا عَنْ ذٰلِكَ فَجَاءَنَا مِنْ عِنْدِهَا اَنَّ سُبَيْعَةَ تُوُفِّىَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَوَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِاَيَّامٍ فَاَمَرَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ تَتَزَوَّجَ *

৩৫১৬. হুসায়ন ইব্‌ন মানসূর (র) - - - - আবূ সালামা ইব্‌ন আবদুর রহমান (রা) থেকে বর্ণিত যে, (একদা) আমি, ইব্‌ন আব্বাস এবং আবূ হুরায়রা (রা) একত্রে (বসা) ছিলাম। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বললেন : যখন কোন স্ত্রীলোক তার স্বামীর মৃত্যুর পর সন্তান প্রসব করে, তখন ঐ স্ত্রীলোকের ইদ্দত হবে, দুই ইদ্দতের মধ্যে যেটি দীর্ঘতর সেটি। আবূ সালামা (রা) বলেন : আমরা কুরায়ব (রা)-কে উম্মু সালামা (রা)-এর নিকট এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করার জন্য পাঠালে, (কুরায়ব) তাঁর নিকট থেকে (সংবাদ নিয়ে) আসলো যে, সুবায়'আ (রা)-এর স্বামীর মৃত্যু হলে তার স্বামীর মৃত্যুর কয়েকদিন পর সে সন্তান প্রসব করলো। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে বিবাহ করার অনুমতি প্রদান করেন।

٣٥١٧. اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِى اَبِى عَنْ جَدِّى قَالَ حَدَّثَنِى جَعْفَرُ بْنُ رَبِيْعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ هُرْمُزَ عَنْ اَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ اَبِى سَلَمَةَ اَخْبَرَتْهُ عَنْ اُمِّهَا اُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّ امْرَاَةً مِنْ اَسْلَمَ يُقَالُ لَهَا سُبَيْعَةُ كَانَتْ تَحْتَ زَوْجِهَا فَتُوُفِّىَ عَنْهَا وَهِىَ حُبْلَى فَخَطَبَهَا اَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ

فَاَبَتْ اَنْ تَنْكِحَهُ فَقَالَ مَايَصْلُحُ لَكِ اَنْ تَنْكِحِى حَتّٰى تَعْتَدِّى اٰخِرَ الاَجَلَيْنِ فَمَكَثَتْ قَرِيْبًا مِنْ عِشْرِيْنَ لَيْلَةً ثُمَّ نُفِسَتْ فَجَاءَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ انْكِحِى *

৩৫১৭. আবদুল মালিক ইব্‌ন শুআয়ব (র) - - - - আবূ সালামা ইব্‌ন আবদুর রহমান (রা) থেকে বর্ণিত যে, যয়নাব বিন্‌ত আবূ সালামা তাকে অবহিত করেছেন তার মা, নবী ﷺ -এর স্ত্রী উম্মু সালামা (রা) হতে, যে বনী আসলাম গোত্রের সুবায়'আ (রা) (নাম্নী এক মহিলা) তার স্বামীর বিবাহে ছিল। তাকে গর্ভবতী অবস্থায় রেখে স্বামী মারা যায়। আবূ সানাবিল ইব্‌ন বা'কাক (রা) তার বিবাহের পয়গাম দেন, কিন্তু তিনি তাকে বিবাহ করতে রাযী হলেন না। পরে তিনি বললেন : দুই ইদ্দতের মধ্যে যেটি দীর্ঘতর, সেটি পূর্ণ করার পূর্বে তোমার বিয়ে করা ঠিক হবে না। সে প্রায় বিশদিন পর্যন্ত অপেক্ষা করলো। এরপর যখন সে সন্তান প্রসব করেলা, তখন সে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট আসলে তিনি বললেন : তুমি এখন বিয়ে করতে পার।

٣٥١٨. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَاَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَنْبَاَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِى دَاوُدُ بْنُ اَبِى عَاصِمٍ اَنَّ اَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَخْبَرَهُ قَالَ بَيْنَمَا اَنَا وَاَبُو هُرَيْرَةَ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ اِذْ جَاءَتْهُ امْرَاَةٌ فَقَالَتْ تُوُفِّىَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِىَ حَامِلٌ فَوَلَدَتْ لاَدْنٰى مِنْ اَرْبَعَةِ اَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ مَاتَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ اٰخِرُ الاَجَلَيْنِ فَقَالَ اَبُو سَلَمَةَ اَخْبَرَنِى رَجُلٌ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّ سُبَيْعَةَ الاَسْلَمِيَّةَ جَاءَتْ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ تُوُفِّىَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِىَ حَامِلٌ فَوَلَدَتْ لاَدْنٰى مِنْ اَرْبَعَةِ اَشْهُرٍ فَاَمَرَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ تَتَزَوَّجَ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ وَاَنَا اَشْهَدُ عَلٰى ذٰلِكَ *

৩৫১৮. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - আবূ সালামা ইব্‌ন আবদুর রহমান (রা) বলেন : একদিন আমি এবং আবূ হুরায়রা (রা) ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর নিকট ছিলাম। এমন সময় এক মহিলা এসে তার স্বামীর অবস্থা বলল যে, তার স্বামী মৃত্যুবরণ করেছে, তখন সে গর্ভবতী ছিল। (সে বললে) : স্বামীর মৃত্যুর দিন থেকে চার মাস পূর্ণ না হতেই সে সন্তান প্রসব করে। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বললেন : যে ইদ্দত দীর্ঘতর হবে, (তা-ই তোমার ইদ্দত হবে)। আবূ সালামা (রা) বললেন : আমাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর এক সাহাবী অবহিত করেছেন যে, সুবায়'আ আসলামী (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে (নিজের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে) বললো যে, তার স্বামীর মৃত্যু হয়েছে, তখন সে গর্ভবতী ছিল। এরপর সে সন্তান প্রসব করেছে, তখন চার মাস অতিবাহিত হয়নি। তাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বিবাহ করার অনুমতি দান করেন। তখন আবূ হুরায়রা (রা) বলতে লাগলেন : আমি এ ব্যাপারে সাক্ষ্য দিচ্ছি।

٣٥١٩. اَخْبَرَنَا يُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِى يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَنَّ عُبَيْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَهُ اَنَّ اَبَاهُ كَتَبَ اِلٰى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَرْقَمَ الزُّهْرِىِّ يَأْمُرُهُ اَنْ يَدْخُلَ عَلٰى سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ الاَسْلَمِيَّةِ فَيَسْاَلُهَا حَدِيْثَهَا وَعَمَّا قَالَ لَهَا رَسُوْلُ

اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ اُسْتَفْتَتْهُ فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ اِلَى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ يُخْبِرُهُ اَنَّ سُبَيْعَةَ اَخْبَرَتْهُ اَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ بْنِ خَوْلَةَ وَهُوَ مِنْ بَنِى عَامِرِ بْنِ لُؤَىٍّ وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا فَتُوُفِّى عَنْهَا زَوْجُهَا فِى حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَهِىَ حَامِلٌ فَلَمْ تَنْشَبْ اَنْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاتِهِ فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا تَجَمَّلَتْ لِلْخُطَّابِ فَدَخَلَ عَلَيْهَا اَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ رَجُلٌ مِنْ بَنِى عَبْدِ الدَّارِ فَقَالَ لَهَا مَالِىْ اَرَاكِ مُتَجَمِّلَةً لَعَلَّكِ تُرِيْدِيْنَ النِّكَاحَ اِنَّكِ وَاللّٰهِ مَا اَنْتِ بِنَاكِحٍ حَتَّى تَمُرَّ عَلَيْكِ اَرْبَعَةُ اَشْهُرٍ وَعَشْرًا قَالَتْ سُبَيْعَةُ فَلَمَّا قَالَ لِى ذٰلِكَ جَمَعْتُ عَلَىَّ ثِيَابِى حِيْنَ اَمْسَيْتُ فَاَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَسَاَلْتُهُ عَنْ ذٰلِكَ فَاَفْتَانِى بِاَنِّى قَدْ حَلَلْتُ حِيْنَ وَضَعْتُ حَمْلِى وَاَمَرَنِى بِالتَّزْوِيْجِ اِنْ بَدَالِىْ *

৩৫১৯. ইউনুস ইব্‌ন আবদুল আ'লা (র) - - - - উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ বর্ণনা করেন, তাঁর পিতা আবদুল্লাহ্ (র) উমর ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আরকাম যুহরী (র)-কে লিখলেন : আপনি গিয়ে সুবায়'আ বিন্‌ত হারিস আসলামী (রা)-কে তার হাদীস (ঘটনা) জিজ্ঞাসা করুন। যখন সে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট তার অবস্থার সমাধান চেয়েছিল, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে কি বলেছিলেন। তখন উমর ইব্‌ন আবদুল্লাহ্, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উতবাকে লিখলেন যে, সুবায়'আ (রা) তাঁকে অবহিত করেছেন, তিনি সা'দ ইব্‌ন খাওলা (রা)-এর বিবাহধীন ছিলেন, আর তিনি সা'দ ছিলেন আমির ইব্‌ন লু'আই গোত্রের লোক। আর তিনি বদরী সাহাবী ছিলেন। তিনি যখন বিদায় হজ্জে ইনতিকাল করেন, তখন তিনি (সুবায়'আ (রা)) গর্ভবতী ছিলেন। কিন্তু তার স্বামীর মৃত্যুর (কয়েক দিন) পরই তিনি সন্তান প্রসব করেন। যখন সুবায়'আ (রা) নিফাস হতে পাক হন। তখন তিনি বিবাহ প্রস্তাবকারীদের জন্য সাজসজ্জা করলেন। আবদুদ্দার গোত্রের আবূ সানাবিল ইব্‌ন বা'কাক (রা) তাঁর নিকট এসে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন : তোমাকে সাজসজ্জা করতে দেখছি কেন ? মনে হয় তুমি বিবাহের ইচ্ছা করছো ? আল্লাহ্‌র শপথ ! তোমার জন্য বিবাহ করা ঠিক হবে না, চার মাস দশদিন অতিবাহিত হওয়ার আগে। সুবায়'আ (রা) বলেন : যখন সে একথা বললো, তখন আমি সন্ধ্যায় আমার প্রয়োজনীয় পোশাক পরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হলাম এবং তাঁকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি আমাকে ফাতাওয়া দিয়ে বললেন : আমি যখন বাচ্চা প্রসব করেছি, তখনই আমি হালাল হয়েছি (আমার ইদ্দত পূর্ণ হয়েছে)। তিনি আমাকে আমার ইচ্ছা হলে বিবাহ করার নির্দেশ দিলেন।

٣٥٢٠. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنِى اَبُو عَبْدِ الرَّحِيْمِ قَالَ حَدَّثَنِى زَيْدُ بْنُ اَبِى اُنَيْسَةَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِى حَبِيْبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ الزُّهْرِىِّ قَالَ كَتَبَ اِلَيْهِ يَذْكُرُ اَنَّ عُبَيْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَهُ اَنَّ زُفَرَ بْنَ اَوْسِ ابْنِ الْحَدَثَانِ النَّصْرِىَّ حَدَّثَهُ اَنَّ اَبَا السَّنَابِلِ بْنَ بَعْكَكِ بْنِ السَّبَّاقِ قَالَ لِسُبَيْعَةَ الْاَسْلَمِيَّةِ لَاتَحِلِّيْنَ حَتَّى يَمُرَّ عَلَيْكِ اَرْبَعَةُ اَشْهُرٍ وَعَشْرًا اَقْصَى الْاَجَلَيْنِ فَاَتَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَسَاَلَتْهُ عَنْ ذٰلِكَ فَزَعَمَتْ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ

ﷺ اَفْتَاهَا اَنْ تَنْكِحَ اِذَا وَضَعَتْ حَمْلَهَا وَكَانَتْ حُبْلَى فِى تِسْعَةِ اَشْهُرٍ حِيْنَ تُوُفِّى زَوْجُهَا وَكَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ بْنِ خَوْلَةَ فَتُوُفِّىَ فِى حَجَّةِ الْوَدَاعِ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَنَكَحَتْ فَتًى مِنْ قَوْمِهَا حِيْنَ وَضَعَتْ مَافِى بَطْنِهَا *

৩৫২০. মুহাম্মাদ ইব্‌ন ওহাব (র) - - - - যুফার ইব্‌ন আওস ইব্‌ন হাদাসান নসরী (রা) বলেন : আবু সানাবিল ইব্‌ন বা'কাক ইব্‌ন সাব্‌বাক (রা.) সুবায়'আ আস্‌লামী (রা)-কে বললেন : চার মাস দশদিন, যা দুই ইদ্দতের মধ্যে দীর্ঘতর, তা শেষ হওয়ার পূর্বে তুমি হালাল হবে না (তোমার বিবাহ করা ঠিক হবে না)। একথা শুনে তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলেন। সুবায়'আ (রা)-বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে এই সমাধান দিলেন যে, তার সন্তান প্রসব হলে, সে বিয়ে করে নিবে। তাঁর স্বামীর মৃত্যুর সময় তিনি নয় মাসের গর্ভবতী ছিলেন। তিনি সা'দ ইব্‌ন খাওলার বিবাহাধীন ছিলেন। তিনি বিদায় হজ্জে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সংগে ছিলেন এবং এ সময় যিনি মারা যান। পরে তার সন্তান প্রসব হওয়ার পর নিজের গোত্রের এক যুবককে তিনি বিয়ে করেন।

٣٥٢١. اَخْبَرَنَا كَثِيْرُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنِ الزُّبَيْدِىِّ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُتْبَةَ كَتَبَ اِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْاَرْقَمِ الزُّهْرِىِّ اَنِ ادْخُلْ عَلَى سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ الْاَسْلَمِيَّةِ فَاسْأَلْهَا عَمَّا اَفْتَاهَا بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى حَمْلِهَا قَالَ فَدَخَلَ عَلَيْهَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ فَسَأَلَهَا فَاَخْبَرَتْهُ اَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ بْنِ خَوْلَةَ وَكَانَ مِنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا فَتُوُفِّىَ عَنْهَا فِى حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَوَلَدَتْ قَبْلَ اَنْ تَمْضِىَ لَهَا اَرْبَعَةُ اَشْهُرٍ وَعَشْرًا مِنْ وَفَاةِ زَوْجِهَا فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا دَخَلَ عَلَيْهَا اَبُو السَّنَابِلِ رَجُلٌ مِنْ بَنِى عَبْدِ الدَّارِ فَرَاٰهَا مُتَجَمِّلَةً فَقَالَ لَعَلَّكِ تُرِيْدِيْنَ النِّكَاحَ قَبْلَ اَنْ تَمُرَّ عَلَيْكِ اَرْبَعَةُ اَشْهُرٍ وَعَشْرًا قَالَتْ فَلَمَّا سَمِعْتُ ذٰلِكَ مِنْ اَبِى السَّنَابِلِ جِئْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَحَدَّثْتُهُ حَدِيْثِى فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَدْ حَلَلْتِ حِيْنَ وَضَعْتِ حَمْلَكِ *

৩৫২১. কাসীর ইব্‌ন উবায়দ (র) - - - - উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত যে, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উতবা উমর ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আরকাম যুহরীকে সুবায়'আ (রা)-এর নিকট যাওয়ার জন্য পত্র লিখলেন যে, আপনি গিয়ে সুবায়'আ আসলামী বিন্‌ত হারিস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করবেন, তাঁর গর্ভ সম্বন্ধে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে কী সমাধান দিয়েছিলেন ? রাবী বলেন : উমর ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) তাঁর নিকট গিয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন : আমি সা'দ ইব্‌ন খাওলার স্ত্রী ছিলাম। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাহাবী ছিলেন এবং তিনি বদরীও ছিলেন। তিনি স্ত্রী রেখে বিদায় হজ্জে ইনতিকাল করেন। স্বামীর মৃত্যুর পরে, চার মাস দশদিন অতিবাহিত হওয়ার আগেই তিনি (সুবায়'আ) সন্তান প্রসব করলেন। রাবী বলেন : তার নিফাস হতে পাক হওয়ার পর বনী আবদুদ্দার গোত্রের আবূ সানাবিল নামক এক ব্যক্তি তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে দেখলেন যে, তিনি সাজসজ্জা করছেন। তিনি বললেন : মনে হয় তুমি বিবাহের ইচ্ছা রাখ, চার মাস দশ দিন অতিবাহিত হওয়ার

পূর্বেই। সুবায়'আ (রা) বলেন : আমি আবূ সানাবিলের নিকট এ কথা শোনার পর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁর নিকট আমার অবস্থা ব্যক্ত করিলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তুমি তোমার সন্তান প্রসব করার সাথে সাথেই হালাল হয়ে গিয়েছ (তোমার ইদ্দত পূর্ণ করেছ)।

٣٥٢٢. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا فِي نَاسٍ بِالْكُوفَةِ فِي مَجْلِسٍ لِلْأَنْصَارِ عَظِيمٍ فِيهِمْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى فَذَكَرُوا شَأْنَ سُبَيْعَةَ فَذَكَرْتُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُوْدٍ فِي مَعْنَى قَوْلِ ابْنِ عَوْنٍ حَتَّى تَضَعَ قَالَ ابْنُ أَبِيْ لَيْلَى لَكِنَّ عَمَّهُ لَايَقُوْلُ ذٰلِكَ فَرَفَعْتُ صَوْتِي وَقُلْتُ إِنِّيْ لَجَرِيْءٌ أَنْ أَكْذِبَ عَلَى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ وَهُوَ فِي نَاحِيَةِ الْكُوفَةِ قَالَ فَلَقِيْتُ مَالِكًا قُلْتُ كَيْفَ كَانَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ يَقُوْلُ فِي شَأْنِ سُبَيْعَةَ قَالَ قَالَ أَتَجْعَلُوْنَ عَلَيْهَا التَّغْلِيْظَ وَلَاتَجْعَلُوْنَ لَهَا الرُّخْصَةَ لَأُنْزِلَتْ سُوْرَةُ النِّسَاءِ الْقُصْرَى بَعْدَ الطُّوْلَى *

৩৫২২. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল আলা (র) - - - - মুহাম্মাদ (র) বলেন : আমি কুফায় আনসারীদের এক বড় মজলিসে বসা ছিলাম, সেখানে আবদুর রহমান ইব্‌ন আবূ লায়লাও উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা সুবায়'আ (রা)-এর ব্যাপারে আলোচনা করলেন। আমি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উতবা ইব্‌ন মাসউদের বর্ণনার উল্লেখ করলাম, যা ইব্‌ন আওনের কথার অনুরূপ ছিল, অর্থাৎ সন্তান প্রসব হওয়া পর্যন্ত (তার ইদ্দত ছিল)। ইব্‌ন আবূ লায়লা বললেন : কিন্তু তার চাচা আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা)-এর এ কথার সমর্থক ছিলেন না (যে, গর্ভধারিণীর ইদ্দত প্রসব পর্যন্ত, বরং তিনি দুই ইদ্দতের মধ্যে যেটি অধিক তাকেই ইদ্দত মনে করতেন।) তখন আমি আমার আওয়ায উঁচু করে বললাম : আমি কি এরূপ দুঃসাহস করতে পারি যে, আবদুল্লাহ্‌র উপর মিথ্যারোপ করবো ? অথচ তিনি কুফারই এক প্রান্তে থাকেন। এরপর মালিক (র.)-এর সাথে আমি সাক্ষাৎ করলাম। আমি তাঁর নিকট জিজ্ঞাসা করলাম : আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা) সুবায়'আ (রা)-এর ব্যাপারে কিরূপ বলতেন ? তিনি বললেন : ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলতেন : তোমরা তার উপর কঠোর বিধান আরোপ করছো ? আর তোমরা তাকে (সহজ বিধানের) সুবিধা দিতেছ না ? অথচ ছোট সূরা নিসা, (এবং সূরা তালাকে গর্ভ প্রসবকে স্বামীর মৃত্যুর ইদ্দাত সাব্যস্ত করা হয়েছে।) (যা হলো সূরা তালাক, তা) বড় সূরা অর্থাৎ সূরা বাকারার পর নাযিল হয়।

٣٥٢٣. أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مِسْكِيْنِ بْنِ نُمَيْلَةَ يَمَامِيٌّ قَالَ أَنْبَأَنَا سَعِيْدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ح وَأَخْبَرَنِي مَيْمُوْنُ بْنُ الْعَبَّاسِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ الْحَكَمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ ابْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ شُبْرُمَةَ الْكُوْفِيُّ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ النَّخْعِيِّ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ أَنَّ ابْنَ مَسْعُوْدٍ قَالَ مَنْ شَاءَ لَاعَنْتُهُ مَاأُنْزِلَتْ وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّ إِلَّا بَعْدَ آيَةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا إِذَا وَضَعَتِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فَقَدْ حَلَّتْ وَاللَّفْظُ لِمَيْمُوْنٍ *

৩৫২৩. মুহাম্মাদ ইব্‌ন মিসকীন (র) - - - - আলকামা ইব্‌ন কায়স (র) থেকে বর্ণিত যে, ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলেন : যদি কেউ ইচ্ছা করে, আমি তার সাথে এ ব্যাপারে 'মুবাহালা' (মিথ্যাবাদীর প্রতি লা'নত হওয়ার— করতে পারি যে, وَاُولاَتُ الاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّ (অর্থ : আর গর্ভবতী নারীদের 'ইদ্দতকাল সন্তান প্রসব পর্যন্ত')— এ আয়াতটি যে স্ত্রীর স্বামী মারা গেছে তার 'ইদ্দত সম্পর্কে। এ আয়াত : 'তোমাদের মধ্যে যারা স্ত্রী রেখে মারা যায়, তাদের স্ত্রীগণ চারমাস দশদিন অপেক্ষায় (ইদ্দতে) থাকবে'— এরপর নাযিল হয়। (সূরা বাকারা : ৩৪) যে গর্ভবতী স্ত্রীর স্বামী মারা যায়, তার সন্তান ভূমিষ্ট হলে সে হালাল হয়ে যাবে (তার ইদ্দত শেষ হয়ে যাবে)।

٣٥٢٤. اَخْبَرَنَا اَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ وَهُوَ ابْنُ اَعْيَنَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ح وَاَخْبَرَنِى مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيلَ بْنِ اِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو اِسْحٰقَ عَنِ الاَسْوَدِ وَمَسْرُوقٌ وَعُبَيْدَةُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ سُورَةَ النِّسَاءِ الْقُصْرَى نَزَلَتْ بَعْدَ الْبَقَرَةِ *

৩৫২৪. আবূ দাউদ সুলায়মান ইব্‌ন সায়ফ (র) - - - - আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত যে, ছোট সূরা নিসা, অর্থাৎ সূরায়ে তালাক সূরা বাকারার পর নাযিল হয়।

بَابُ عِدَّةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ اَنْ يَدْخُلَ بِهَا

পরিচ্ছেদ : যে মহিলার স্বামী তার সাথে সহবাসের পূর্বে মারা যায়, তার ইদ্দত

٣٥٢٥. اَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ اِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ اَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَاَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى مَاتَ قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا لاَوَكْسَ وَلاَ شَطَطَ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَهَا الْمِرَاثُ فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الاَشْجَعِىُّ فَقَالَ قَضَى فِينَا رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ فِى بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ امْرَاَةٍ مِنَّا مِثْلَ مَاقَضَيْتَ فَفَرِحَ ابْنُ مَسْعُودٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ *

৩৫২৫. মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান (র) - - - - ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, (একদা) তাঁর কাছে কেউ জিজ্ঞাসা করলো যে, এক ব্যক্তি এক নারীকে বিবাহ করলো, আর বিবাহের সময় তার জন্য কোন মোহর নির্ধারণ করলো না, এবং তার সাথে সহবাস করার পূর্বেই সে মারা গেল। ইব্‌ন মাসউদ (রা) বললেন : ঐ মহিলা তার বংশের অন্যান্য মহিলার ন্যায় মোহর (মোহর-মীছাল) পাবে, কমও নয় এবং বেশিও নয়। আর তাকে ইদ্দত পালন করতে হবে এবং সে স্বামীর মীরাছের অংশ পাবে। এ কথা শুনে মা'কিল ইব্‌ন সিনান আশ্‌জাঈ (রা)

বললেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের সম্প্রদায়ের এক মহিলা (বিরওয়া বিন্ত ওয়াশিক)-এর সম্পর্কে এরূপই ফয়সালা করেছিলেন, যেরূপ আপনি সিদ্ধান্ত দিলেন । একথা শুনে ইব্ন মাসঊদ (রা) আনন্দিত হলেন।

بَابُ الْاِحْدَادِ

পরিচ্ছেদ : শোক পালন

٣٥٢٦. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَأَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ يَحِلُّ لِاِمْرَاَةٍ تَحِدُّ مَيِّتٍ اَكْثَرَ مِنْ ثَلاَثٍ اِلاَّ عَلَى زَوْجِهَا *

৩৫২৬. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : নিজের স্বামী ব্যতীত কোন মৃত ব্যক্তির জন্য তিন দিনের অধিক কোন মহিলার জন্য শোক করা বৈধ নয়।

٣٥٢٧. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا حِبَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِىُّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لاَيَحِلُّ لاِمْرَاَةٍ تُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ اَنْ تَحِدَّ فَوْقَ ثَلاَثَةِ اَيَّامٍ اِلاَّ عَلَى زَوْجٍ *

৩৫২৭. মুহাম্মাদ ইব্ন মা'মার (র) - - - -আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন :রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে মহিলা আল্লাহ্ ও পরকালে ঈমান রাখে, তার জন্য তিন দিনের অধিক শোক করা বৈধ হবে না (অন্য কারো জন্য) নিজের স্বামী ব্যতীত।

بَابُ سُقُوْطِ الْاِحْدَادِ عَنِ الْكِتَابِيَّةِ الْمُتَوَ فّٰى عَنْهَا زَوْجُهَا

পরিচ্ছেদ : যে আহলে কিতাব মহিলার স্বামী মারা গেল, তার শোক মওকূফ হওয়া প্রসংগ

٣٥٢٨. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِى اَيُّوْبُ بْنُ مُوْسَى عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ اَبِىْ سَلَمَةَ اَنَّ اُمَّ حَبِيْبَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ عَلَى هٰذَا الْمِنْبَرِ لاَيَحِلُّ لاِمْرَاَةٍ تُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ اَنْ تَحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ اِلاَّ عَلَى زَوْجٍ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَعَشْرًا *

৩৫২৮. ইসহাক ইব্ন মানসূর (র) - - - - উম্মু হাবীবা (রা) বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে এই মিম্বরে বলতে শুনেছি : যে মহিলা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান রাখে, তার জন্য কোন মৃত্যুতে উদ্দেশ্যে তিনি দিনের অধিক শোক করা বৈধ নয়। কিন্তু সে তার স্বামীর জন্য— চার মাস দশ দিন (শোক পালন করবে)।

مَقَامُ الْمُتَوَفّٰى عَنْهَا زَوْجُهَا فِى بَيْتِهَا حَتّٰى تَحِلَّ

পরিচ্ছেদ : যে স্ত্রীলোকের স্বামী মারা গেছে, তার 'হালাল' (ইদ্দত শেষ) না হওয়া পর্যন্ত নিজ ঘরে অবস্থান করা

٣٥٢٩. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اِدْرِيْسَ عَنْ شُعْبَةَ وَابْنُ جُرَيْجٍ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ اِسْحٰقَ عَنْ سَعْدِ بْنِ اِسْحٰقَ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبٍ عَنِ الْفَارِعَةِ بِنْتِ مَالِكٍ اَنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ فِى طَلَبِ اَعْلَاجٍ فَقَتَلُوْهُ قَالَ شُعْبَةُ وَابْنُ جُرَيْجٍ وَكَانَتْ فِى دَارٍ قَاصِيَةٍ فَجَاءَتْ وَمَعَهَا اَخُوْهَا اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرُوا لَهُ فَرَخَّصَ لَهَا حَتّٰى اِذَا رَجَعَتْ دَعَاهَا فَقَالَ اُجْلُسِىْ فِى بَيْتِكِ حَتّٰى يَبْلُغَ الْكِتَابُ اَجَلَهُ *

৩৫২৯. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আলা (র) - - - - ফারিআ বিন্‌ত মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, তার স্বামী তার গোলামদের তালাশে বের হলে, তারা তাকে হত্যা করলো। শু'বা এবং ইব্‌ন জুরাইজ (র) বলেন : তার (মহিলার) ঘর ছিল জনবসতি হতে দূরে। পরে সে তার ভাইকে সাথে নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হল এবং লোকের তাঁর কাছে অবস্থা বর্ণনা করলো। তিনি তাকে (অন্য ঘরে বাস করার) অনুমতি দিলেন। যখন সে প্রত্যাবর্তন করছিল, তিনি তাকে ডেকে বললেন : তুমি নিজের ঘরেই থাক, যতক্ষণ না (ইদ্দতের) বিধান পূর্ণ হয়।

٣٥٣٠. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِى حَبِيْبٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ اِسْحٰقَ عَنْ عَمَّتِهِ زَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبٍ عَنِ الْفُرَيْعَةِ بِنْتِ مَالِكٍ اَنَّ زَوْجَهَا تَكَارَى عُلُوْجًا لِيَعْمَلُوْا لَهُ فَقَتَلُوْهُ فَذَكَرَتْ ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَقَالَتْ اِنِّىْ لَسْتُ فِى مَسْكَنٍ لَهُ وَلَا يَجْرِى عَلَىَّ مِنْهُ رِزْقٌ اَفَاَنْتَقِلُ اِلَى اَهْلِى وَيَتَامَاىَ وَاَقُوْمُ عَلَيْهِمْ قَالَ افْعَلِىْ ثُمَّ قَالَ كَيْفَ قُلْتِ فَاَعَادَتْ عَلَيْهِ قَوْلَهَا قَالَ اعْتَدِّى حَيْثُ بَلَغَكِ الْخَبَرُ *

৩৫৩০. কুতায়বা (র) - - - - ফুরায়'আ বিন্‌ত মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, তার স্বামী অনারব গোলামদেরকে তার কাজের জন্য শ্রমিকরূপে নিয়োগ করেছিলেন। তারা তাকে হত্যা করলে তিনি এই সংবাদ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট পৌঁছিয়ে বললেন, আমি তার কোন ঘরে অবস্থান করছি না (আমার স্বামীর কোন ঘরও নেই) এবং তিনি খোরপোষের কোন ব্যবস্থাও করে যাননি। আমি আমার পরিবারের লোকের নিকট গিয়ে আমার ইয়াতীম সন্তানদের রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারি ? তিনি তাকে বললেন : তুমি এরূপ করতে পার। এরপর তিনি বললেন : কী বলেছিলে ? তখন সে যা বলেছিল, তা আবার বললো। তিনি বললেন : ইদ্দত ঐ স্থানেই পালন কর, যেখানে (তোমার স্বামীর মৃত্যু)র সংবাদ তোমার কাছে পৌঁছেছে।

٣٥٣١. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ سَعْدِ بْنِ اِسْحٰقَ عَنْ زَيْنَبَ عَنْ فُرَيْعَةَ اَنَّ زَوْجَهَا

خَرَجَ فِى طَلَبِ اَعْلاَجٍ لَهُ فَقُتِلَ بِطَرَفِ الْقَدُومِ قَالَتْ فَاَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ فَذَكَرْتُ لَهُ النُّقْلَةَ اِلَى اَهْلِىْ وَذَكَرَتْ لَهُ حَالاً مِنْ حَالِهَا قَالَتْ فَرَخَّصَ لِىْ فَلَمَّا اَقْبَلْتُ نَادَانِىْ فَقَالَ اُمْكُثِى فِى اَهْلِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ اَجَلَهُ *

৩৫৩১. কুতায়বা (র) - - - - ফুরায়'আ (রা) থেকে বর্ণিত যে, তার স্বামী তার গোলামদের তালাশে বের হয়ে কাদুমের প্রান্তে নিহত হলেন। তিনি বলেন : আমি নবী ﷺ-এর নিকট উপস্থিত আমার পরিবারের লোকদের নিকট স্থানন্তরিত হওয়ার বিষয়ে আলোচনা করলাম। এবং সে তাঁর নিকট নিজের কিছু অবস্থা বর্ণনা করল। তিনি আমাকে অনুমতি দিলেন। যখন আমি রওনা হলাম, তখন তিনি আমাকে ডেকে বললেন : ইদ্দত পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত তোমার স্বামীর ঘরেই থাক।

بَابُ الرُّخْصَةِ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا اَنْ تَعْتَدَّ حَيْثُ شَاءَتْ

পরিচ্ছেদ : যে স্ত্রীলোকের স্বামী মারা যায়, সে যেখানে চায়, সেখানে ইদ্দত পালনের অনুমতি

٣٥٣٢. اَخْبَرَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ قَالَ حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ عَنِ ابْنِ اَبِىْ نُجَيْحٍ قَالَ عَطَاءٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ نَسَخَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ عِدَّتَهَا فِى اَهْلِهَا فَتَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ وَهُوَ قَوْلُ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ غَيْرَ اِخْرَاجٍ *

৩৫৩২. মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসমাঈল (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন : (যে আয়াতে বলা হয়েছে "স্ত্রী তার স্বামীর ঘরে ইদ্দত পূর্ণ করবে") এই আয়াত এখন মানসূখ বা রহিত হয়ে গেছে। এখন তার জন্য যেখানে ইচ্ছা সেখানে থেকে ইদ্দত পূর্ণ করার ইখ্‌তিয়ার আছে। মহান মহিয়ান আল্লাহ্‌র কালাম غَيْرَ اِخْرَاجٍ (আয়াত) তা রহিত করেছে।[১]

عِدَّةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا مِنْ يَوْمِ يَاتِيْهَا الْخَبَرُ

যার স্বামী মারা গিয়েছে সে স্বামীর মৃত্যু সংবাদ প্রাপ্তির দিন হতে ইদ্দত পালন করবে

٣٥٣٣. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ اِسْحٰقَ قَالَ حَدَّثَنِى زَيْنَبُ بِنْتُ كَعْبٍ قَالَتْ حَدَّثَتْنِى فُرَيْعَةُ بِنْتُ مَالِكٍ اُخْتُ اَبِى سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ قَالَتْ تُوُفِّىَ زَوْجِى بِالْقَدُومِ فَاَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ فَذَكَرْتُ لَهُ اَنَّ دَارَنَا شَاسِعَةٌ فَاَذِنَ لَهَا ثُمَّ دَعَاهَا فَقَالَ اُمْكُثِىْ فِى بَيْتِكِ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَعَشْرًا حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ اَجَلَهُ *

৩৫৩৩. ইসহাক ইব্‌ন মানসূর (র) - - - - আবূ সাঈদ খুদরী (রা)-এর বোন ফুরায়'আ বিন্‌ত মালিক (রা)

---

১. চার মাস দশ দিনের হুকুম নাযিল হওয়ার পর। চার মাস দশ দিন অতিবাহিত হওয়ার পর মহিলা যেখানে ইচ্ছা সেখানে থাকতে পারবে।

বলেন : আমার স্বামী কাদুম নামক স্থানে ইন্‌তিকাল করেন। আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললাম : আমার ঘর লোকালয় হতে বহু দূরে অবস্থিত। তিনি আমাকে আমার পরিবারের কাছে থাকার অনুমতি দান করলেন। এরপর ডেকে বললেন : নিজের (স্বামীর) ঘরেই চার মাস দশ দিন অতিবাহিত কর, তাহলে ইদ্দত পূর্ণ হবে।

تَرْكُ الزِّيْنَةِ لِلْحَادَةِ الْمُسْلِمَةِ دُوْنَ الْيَهُوْدِيَةِ وَالنَّصْرَانِيَةِ

মুসলমান নারীর স্বামীর শোকপালনে সাজসজ্জা ত্যাগ করা, (ইয়াহূদী-খ্রিস্টানের জন্য নয়)

٣٥٣٤. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ اَنْبَاَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى بَكْرٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ اَبِى سَلَمَةَ اَنَّهَا اَخْبَرَتْهُ بِهٰذِهِ الْاَحَادِيْثِ الثَّلاَثَةِ قَالَتْ زَيْنَبُ دَخَلْتُ عَلَى اُمِّ حَبِيْبَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ حِيْنَ تُوُفِّىَ اَبُوْهَا اَبُوْ سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ فَدَعَتْ اُمُّ حَبِيْبَةَ بِطِيْبٍ فَدَهَنَتْ مِنْهُ جَارِيَةً ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضَيْهَا ثُمَّ قَالَتْ وَاللّٰهِ مَالِى بِالطِّيْبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ اَنِّى سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ يَحِلُّ لاِمْرَاَةٍ تُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ تَحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثَ لَيَالٍ اِلاَّ عَلَى زَوْجٍ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَعَشْرًا قَالَتْ زَيْنَبُ ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ حِيْنَ تُوُفِّىَ اَخُوْهَا وَقَدْ دَعَتْ بِطِيْبٍ وَمَسَّتْ مِنْهُ ثُمَّ قَالَتْ وَاللّٰهِ مَالِىْ بِالطِّيْبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ اَنِّى سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ عَلَى الْمِنْبَرِ لاَيَحِلُّ لاِمْرَاَةٍ تُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ تَحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ اِلاَّ عَلَى زَوْجٍ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَقَالَتْ زَيْنَبُ سَمِعْتُ اُمَّ سَلَمَةَ تَقُوْلُ جَاءَتِ امْرَاَةٌ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ ابْنَتِى تُوُفِّىَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنَهَا اَفَاكْحُلُهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ ثُمَّ قَالَ اِنَّمَا هِىَ اَرْبَعَةُ اَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَقَدْ كَانَتْ اِحْدَاكُنَّ فِى الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِى بِالْبَعْرَةِ عِنْدَ رَأْسِ الْحَوْلِ قَالَ حُمَيْدٌ فَقُلْتُ لِزَيْنَبَ وَمَاتَرْمِى بِالْبَعْرَةِ عِنْدَ رَأْسِ الْحَوْلِ قَالَتْ زَيْنَبُ كَانَتِ الْمَرْاَةُ اِذَا تُوُفِّىَ عَنْهَا زَوْجُهَا دَخَلَتْ حِفْشًا وَلَبِسَتْ شَرَّ ثِيَابِهَا وَلَمْ تَمَسَّ طِيْبًا وَلاَ شَيْئًا حَتَّى تَمُرُّ بِهَا سَنَةٌ ثُمَّ تُؤْتِى بِدَابَّةٍ حِمَارٍ اَوْشَاةٍ اَوْ طَيْرٍ فَتَفْتَضُّ بِهِ فَقَلَّمَا تَفْتَضُّ بِشَىْءٍ اِلاَّ مَاتَ ثُمَّ تَخْرُجُ فَتُعْطَى بَعْرَةً فَتَرْمِى بِهَا وَتُرَاجِعُ بَعْدُ مَاشَاءَ تْ مِنْ طِيْبٍ اَوْ غَيْرِهِ قَالَ مَالِكٌ تَفْتَضُّ تَمْسَحُ فِى حَدِيْثِ مُحَمَّدٍ قَالَ مَالِكٌ الْحِفْشُ الْخُصُّ *

৩৫৩৪. মুহাম্মাদ ইব্ন সালামা ও হারিস ইব্ন মিসকীন (র) - - - - যয়নাব বিন্ত আবূ সালামা (রা) এই তিনটি হাদীস বর্ণনা করেন। যয়নাব (রা) বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর স্ত্রী উম্মু হাবীবা (রা)-এর নিকট উপস্থিত হলাম, যখন তাঁর পিতা আবূ সুফিয়ান (রা) ইব্ন হারব ইন্‌তিকাল করেন। এ সময় উম্মু হাবীবা (রা) সুগন্ধি আনান। তিনি তা বাঁদীর গায়ে লাগান, পরে তিনি তা নিজের চেহারায় মাখলেন এবং বললেন : আল্লাহ্‌র শপথ ! এখন আমার সুগন্ধি লাগাবার কোন প্রয়োজন ছিল না ; কিন্তু আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি : যে নারী আল্লাহ্ এবং আখিরাতের উপর ঈমান রাখে, তার জন্য কোন মৃতের উদ্দেশ্যে তিন দিনের অধিক শোক করা জাইয নয়। কিন্তু সে স্বামীর মৃত্যুতে চার মাস দশ দিন (শোক পালন করবে)।

এরপর আমি যয়নাব বিন্ত জাহ্‌শ (রা)-এর নিকট উপস্থিত হলাম, যখন তাঁর ভাই ইন্‌তিকাল করেছিল। তিনি সুগন্ধি আনিয়ে তা লাগিয়ে বললেন : আল্লাহ্‌র শপথ ! এখন আমার সুগন্ধির প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে মিম্বরে (দাঁড়িয়ে) বলতে শুনেছি : যে নারী আল্লাহ্ এবং আখিরাতের উপর ঈমান রাখে, তার জন্য কোন মৃতের উদ্দেশ্যে তিন দিনের অধিক শোক করা জাইয নয়। কিন্তু সে স্বামীর মৃত্যুতে চার মাস দশ দিন (শোক পালন করবে)। যয়নাব (রা) বলেন : আমি উম্মু সালামা (রা)-কে বলতে শুনেছি : এক মহিলা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলতে লাগলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমার কন্যার স্বামী মারা গেছে এবং তার চোখে ব্যথা, যদি আপনি অনুমতি দেন তবে আমি তার চোখে সুরমা লাগাতে পারি। তিনি বললেন : (সুরমা লাগাবে) না। এখন তো শুধু চার মাস দশদিন (শোক করতে হয়,) অথচ জাহিলী যুগে এরূপ নারী এক বছর পর গোবর ছুঁড়ে মারত। হুমায়দ ইব্ন নাফি' (র) বলেন, আমি যয়নাব (রা) কে জিজ্ঞাসা করলাম : গোবর ছুঁড়ে মারার অর্থ কী ? যয়নাব (রা) বর্ণনা করলেন, জাহিলী যুগে যে নারীর স্বামীর মৃত্যু হতো, সে নারী একটি ঝুপড়ি ঘরে প্রবেশ করতো। আর সে নিকৃষ্ট কাপড় পরিধান করতো, এক বছর অতিবাহিত হওয়ার পূর্বে সে কোন প্রকার সুগন্ধি লাগাতো না। এক বছর পর গাধা, বকরী অথবা কোন পাখি তার কাছে আনা হতো। পরে সে তা তার লজ্জা স্থানে মর্দন করতো, ফলে ঐ প্রাণী মারা যেত। তারপর সে বের হতো। এরপর তাকে উটের গোবর দেয়া হতো এবং সে তা ছুঁড়ে মারত। পরে সুগন্ধি মাখতো, অথবা মনে যা চাইতো, তা করতো।

بَابُ مَاتَجْتَنِبُ الْحَادَةُ مِنَ الثِّيَابِ الْمُصَبَّغَةِ

পরিচ্ছেদ : শোক পালনকারিণীর রঙ্গিন কাপড় পরিহার করা

٣٥٣٥. اَخْبَرَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ اُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَتَحِدُّ امْرَاَةٌ عَلٰى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ اِلاَّ عَلٰى زَوْجٍ فَاِنَّهَا تَحِدُّ عَلَيْهِ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَلاَ تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوْغًا وَلاَ ثَوْبَ عَصْبٍ وَلاَتَكْتَحِلُ وَلاَتَمْتَشِطُ وَلاَتَمَسُّ طِيْبًا اِلاَّ عِنْدَ طُهْرِهَا حِيْنَ تَطْهُرُ نُبْذًا مِنْ قُسْطٍ وَاَظْفَارٍ *

৩৫৩৫. হুসায়ন ইব্ন মুহাম্মাদ (র) - - - - উম্মু আতিয়্যা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : কোন নারী কারো জন্য তিন দিনের অধিককাল শোক করবে না। তবে স্বামী ব্যতীত। কেননা, সে তার জন্য চার মাস দশ দিন শোক করবে। আর সে (শোক পালনকারিণী) কোন রঙ্গিন কাপড় পরিধান করবে না, আর ঐ কাপড় তনয় যার সুতা রং করিয়ে বানানো হয় এবং সুরমা লাগাবে না, আর মাথায় চিরুনী করবে

না এবং সুগন্ধি লাগাবে না। কিন্তু যখন সে হায়েয হতে পাক হবে, তখন কিছু কুস্ত এবং আয্ফার[১] ব্যবহার করতে পারে।

٣٥٣٦. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيلَ بْنِ اِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اَبِى بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِى بُدَيْلٌ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ الْمُتَوفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لاَتَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ مِنَ الثِّيَابِ وَلاَ الْمُمَشَّقَةَ وَلاَ تَخْتَضِبُ وَلاَ تَكْتَحِلُ *

৩৫৩৬. মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসমাঈল ইব্‌ন ইবরাহীম (র) ---- নবী ﷺ-এর স্ত্রী উম্মু সালামা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যে স্ত্রীলোকের স্বামী মারা যায়, সে কুসুম রঙের কাপড় এবং লাল মাটিদ্বারা রং করা কাপড় পরিধান করবে না এবং খেযাব, সুরমা (ইত্যাদি)ও লাগাবে না।

بَابُ الْخِضَابِ لِلْحَادَّةِ

পরিচ্ছেদ : শোক পালনকারিণীর খিযাব ব্যবহার

٣٥٣٧. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ اُمِّ عَطِيَّةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لاَ يَحِلُّ لاِمْرَاَةٍ تُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ اَنْ تَحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ اِلاَّ عَلَى زَوْجٍ وَلاَ تَكْتَحِلُ وَلاَتَخْتَضِبُ وَلاَ تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوْغًا *

৩৫৩৭. মুহাম্মাদ ইব্‌ন মানসূর (র) ---- উম্মু আতিয়্যা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যে নারী আল্লাহ্ ও কিয়ামতের দিনে ঈমান রাখে, তার জন্য কোন মৃতের উদ্দেশ্যে তিন দিনের অধিক শোক করা বৈধ হবে না, স্বামী ব্যতীত। আর সে সুরমা ব্যবহার করবে না, খিযাব লাগাবে না এবং রং করা কাপড় পরিধান করবে না।

بَابُ الرُّخْصَةِ لِلْحَادَّةِ اَنْ تَمْتَشِطَ بِالسِّدْرِ

পরিচ্ছেদ : শোক পালনকারিণীর জন্য কুলপাতার পানিতে মাথা ধোয়ার অনুমতি

٣٥٣٨. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِى مَخْرَمَةُ عَنْ اَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ الضَّحَّاكِ يَقُولُ حَدَّثَتْنِى اُمُّ حَكِيمٍ بِنْتُ اَسِيدٍ عَنْ اُمِّهَا اَنَّ زَوْجَهَا تُوُفِّىَ وَكَانَتْ تَشْتَكِى عَيْنَهَا فَتَكْتَحِلُ الْجِلاَءَ فَاَرْسَلَتْ مَوْلاَةً لَهَا اِلَى اُمِّ سَلَمَةَ فَسَاَلَتْهَا عَنْ كُحْلِ الْجِلاَءِ فَقَالَتْ لاَتَكْتَحِلُ اِلاَّ مِنْ اَمْرٍ لاَبُدَّ مِنْهُ دَخَلَ عَلَىَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ

---

১. কুস্ত ও আয্ফার সুগন্ধি জাতীয় জিনিস।

حِيْنَ تُوُفِّىَ اَبُو سَلَمَةَ وَقَدْ جَعَلْتُ عَلَى عَيْنِى صَبِرًا فَقَالَ مَاهٰذَا يَاأُمَّ سَلَمَةَ قُلْتُ اِنَّمَا هُوَ صَبِرٌ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ لَيْسَ فِيْهِ طِيْبٌ قَالَ اِنَّهُ يَشُبُّ الْوَجْهَ فَلاَ تَجْعَلِيْهِ اِلاَّ بِاللَّيْلِ وَلاَتَمْتَشِطِى بِالطِّيْبِ وَلاَ بِالْحِنَّاءِ فَاِنَّهُ خِضَابٌ قُلْتُ بِاَىِّ شَىْءٍ اَمْتَشِطُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ بِالسِّدْرِ تُغَلِّفِيْنَ بِهِ رَاْسَكِ *

৩৫৩৮. আহমাদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন সারাহ্ (র) - - - - উম্মু হাকীম বিন্‌ত আসীদ (র) তাঁর মাতা হতে বর্ণনা করেন : যখন তাঁর স্বামী মারা যায়, তখন তাঁর চোখে ব্যথা ছিল। তখন তিনি ইছমিদ সুরমা লাগান। পরে তিনি তার মুক্ত করা এক দাসীকে উম্মু সালামা (রা)-এর নিকট প্রেরণ করেন। সে তার নিকট ইছমিদ সুরমা ব্যবহার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। উম্মু সালামা (রা) বললেন : কোন সুরমা ব্যবহার করবে না। হ্যাঁ যদি কঠিন প্রয়োজন হয়। কেননা, আবূ সালামা (রা)-এর ইন্‌তিকাল হলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার নিকট ঐ সময় আসেন। আমি তখন আমার চোখে ইলুয়া (কাল সমৃণ গাম) লাগিয়ে ছিলাম। তিনি বললেন : হে উম্মু সালামা ! এটা কি ? আমি বললাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! ইহা ইলুয়া। এতে সুগন্ধি নেই। তিনি বললেন : হে উম্মু সালামা ! (তা চেহারা সুন্দর ও আকর্ষণীয়) করে দেয়। এটা আর লাগাবে না, তবে রাতে (লাগাবে)। আর সুগন্ধি বস্তু দ্বারা মাথা ধোবে না, মেহেদী দ্বারাও না। কেননা, মেহেদী ও খেযাব (মধ্যে রং রয়েছে)। (উম্মু সালামা বলেন,) আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমি কি দিয়ে মাথা ধোব ? তিনি বললেন : কুলপাতা দিয়ে তোমার মাথা ঢেকে দেবে।

اَلنَّهْىُ عَنِ الْكُحْلِ لِلْحَادَّةِ

শোক পালনকারিণীর জন্য সুরমা ব্যবহারের নিষেধাজ্ঞা

٣٥٣٩. اَخْبَرَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ حَدَّثَنَا اَيُّوبُ وَهُوَ ابْنُ مُوْسَى قَالَ حُمَيْدٌ وَحَدَّثَتْنِى زَيْنَبُ بِنْتُ اَبِى سَلَمَةَ عَنْ اُمِّهَا اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ جَاءَتِ امْرَاَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ ابْنَتِى رَمِدَتْ اَفَاكْحُلُهَا وَكَانَتْ مُتَوَفَّى عَنْهَا فَقَالَ اَلاَ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَعَشْرًا ثُمَّ قَالَتْ اِنِّى اَخَافُ عَلَى بَصَرِهَا فَقَالَ لاَ اِلاَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَعَشْرًا قَدْ كَانَتْ اِحْدَاكُنَّ فِى الْجَاهِلِيَّةِ تَحِدُّ عَلَى زَوْجِهَا سَنَةً ثُمَّ تَرْمِى عَلَى رَاسِ السَّنَةِ بِالْبَعْرَةِ *

৩৫৩৯. রবী' ইব্‌ন সুলায়মান (র) - - - - উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : এক মহিলা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমার কন্যার চোখে ব্যথা, আমি কি তার চোখে সুরমা লাগিয়ে দেব ? তার স্বামীর মৃত্যু হয়েছিল এবং সে ইদ্দত পালন করছিল। তিনি বললেন : শোন ! চার মাস দশদিন (পূর্ণ হওয়ার পর লাগাবে)। ঐ মহিলা আবার বললেন : আমি তার চোখ নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশংকা করছি। তিনি বললেন : চার মাস দশদিন পূর্ণ হওয়ার পূর্বে নয়। তিনি বললেন : জাহিলী যুগে তোমাদের প্রত্যেক নারী স্বামীর জন্য এক বছর পর্যন্ত শোক করতো। (এক বছর) পর তারা গোবর নিক্ষেপ করতো।

٣٥٤٠. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ اَبِي سَلَمَةَ عَنْ اُمِّهَا اَنَّ امْرَاَةً اَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَسَاَلَتْهُ عَنِ ابْنَتِهَا مَاتَ زَوْجُهَا وَهِيَ تَشْتَكِي قَالَ قَدْ كَانَتْ اِحْدَاكُنَّ تَحِدُّ السَّنَةَ ثُمَّ تَرْمِي الْبَعْرَةَ عَلَى رَاْسِ الْحَوْلِ وَاِنَّمَا هِيَ اَرْبَعَةُ اَشْهُرٍ وَعَشْرًا *

৩৫৪০. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) - - - - যয়নাব বিন্‌ত আবূ সালামা (রা) সূত্রে তাঁর মাতা উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, এক মহিলা নবী ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে তার কন্যার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলো, যার স্বামী মারা গিয়েছিল, এবং সে (চোখের) অসুখে আক্রান্ত ছিল। তিনি বললেন : তোমাদের প্রত্যেক নারী জাহিলী যুগে এক বছর শোক পালন করতে, এবং সাল পূর্ণ হলে গোবর নিক্ষেপ করত। এখন তো মাত্র চার মাস দশ দিন।

٣٥٤١. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْدَانَ بْنِ عِيسَى بْنِ مَعْدَانَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَعْيَنَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ مَوْلَى الْاَنْصَارِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ اَبِي سَلَمَةَ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ اَنَّ امْرَاَةً مِنْ قُرَيْشٍ جَاءَتْ اِلَى رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ اِنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَقَدْ خِفْتُ عَلَى عَيْنِهَا وَهِيَ تُرِيدُ الْكُحْلَ فَقَالَ قَدْ كَانَتْ اِحْدَاكُنَّ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَاْسِ الْحَوْلِ وَاِنَّمَا هِيَ اَرْبَعَةُ اَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَقُلْتُ لِزَيْنَبَ مَا رَاْسُ الْحَوْلِ قَالَتْ كَانَتِ الْمَرْاَةُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ اِذَا هَلَكَ زَوْجُهَا عَمَدَتْ اِلَى شَرِّ بَيْتٍ لَهَا فَجَلَسَتْ فِيهِ حَتَّى اِذَا مَرَّتْ بِهَا سَنَةٌ خَرَجَتْ فَرَمَتْ وَرَاءَهَا بِبَعْرَةٍ *

৩৫৪১. মুহাম্মাদ ইব্‌ন মা'দান ইব্‌ন ঈসা (র) - - - - উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : কুরায়শ-এর এক নারী রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললো যে, আমার কন্যার স্বামীর মৃত্যু হয়েছে, আমার আশংকা হয় তার চোখ নষ্ট হয়ে যেতে পারে। (উম্মু সালামা (রা) বলেন :) তার ইচ্ছা ছিল, তিনি তাকে সুরমা লাগাবার অনুমতি দেবেন। কিন্তু (নবী ﷺ) তিনি বললেন : (তোমাদের পূর্বে অর্থাৎ জাহিলী যুগে) তোমাদের প্রত্যেক নারী বছর পূর্ণ হলে গোবর নিক্ষেপ করত। আর এখন তো মাত্র চার মাস দশদিন। হুমায়দ ইব্‌ন নাফি' (র) বলেন : আমি যয়নাব (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম : এক বছর পূর্তি কি ? তিনি বললেন : জাহিলী যুগে যখন কোন নারীর স্বামীর মৃত্যু হতো, তখন সে তার অতি নিকৃষ্ট ঘরে আশ্রয় নিত। যখন এক বছর পূর্ণ হতো, তখন সে নিজের পেছনে গোবর ছুঁড়ে দিয়ে সেখান থেকে বের হয়ে আসতো।

٣٥٤٢. اَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ زَيْنَبَ اَنَّ امْرَاَةً سَاَلَتْ اُمَّ سَلَمَةَ وَاُمَّ حَبِيبَةَ اَتَكْتَحِلُ فِي عِدَّتِهَا مِنْ وَفَاةِ زَوْجِهَا فَقَالَتْ اَتَتْ امْرَاَةٌ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَسَاَلَتْهُ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ قَدْ كَانَتْ اِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ اِذَا

تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا اَقَامَتْ سَنَةً ثُمَّ قَذَفَتْ خَلْفَهَا بِبَعْرَةٍ ثُمَّ خَرَجَتْ وَاِنَّمَا هِيَ اَرْبَعَةُ اَشْهُرٍ وَعَشْرًا حَتَّى يَنْقَضِيَ الاَجَلُ *

৩৫৪২. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন হাবীব ইব্ন আরাবী (র) - - - - যয়নাব (রা) থেকে বর্ণিত যে, জনৈক মহিলা উম্মু সালামা (রা) এবং উম্মু হাবীবা (রা)-এর নিকট স্বামীর মৃত্যু হলে নারীর ইদ্দতের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলো, সে সুরমা লাগাবে কি ? তারা বললেন : এক নারী নবী ﷺ-এর নিকট এসে তাঁকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন : তোমাদের প্রত্যেকে জাহিলী যুগে যখন তার স্বামী মারা যেত, তখন সে এক বছর ইদ্দত পালন করতো, এরপর তার পেছনে গোবর ছুঁড়ে দিয়ে বের হতো। আর এখন তো চার মাস দশ দিনেই তার ইদ্দত শেষ হয়ে যায়।

اَلْقُسْطُ وَالاَظْفَارُ لِلْحَادَّةِ

শোক পালনকারিণীর কুস্ত এবং আয্ফার ব্যবহার করা

٣٥٤٣. اَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ هُوَ الدُّوْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الاَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ اُمِّ عَطِيَّةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ رَخَّصَ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا عِنْدَ طُهْرِهَا فِي الْقُسْطِ وَالاَظْفَارِ *

৩৫৪৩. আব্বাস ইব্ন মুহাম্মাদ (র) - - - - উম্মু আতিয়্যা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত যে, যে নারীর স্বামী মারা গেছে ঐ নারীকে তার (হায়েয থেকে) পবিত্র হওয়ার সময়ে কুস্ত এবং আয্ফার লাগানোর অনুমতি দান করেন।

بَابُ نَسْخِ مَتَاعِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا بِمَا فُرِضَ لَهَا مِنَ الْمِيْرَاثِ

পরিচ্ছেদ : মীরাছ ফরয হওয়ার কারণে এক বছরের খরচ রহিত

٣٥٤٤. اَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى السِّجْزِيُّ خَيَّاطُ السُّنَّةِ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ قَالَ اَخْبَرَنِي اَبِيْ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ النَّحْوِيُّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا وَصِيَّةً لاَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا اِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ اِخْرَاجٍ نُسِخَ ذٰلِكَ بِاٰيَةِ الْمِيْرَاثِ مِمَّا فُرِضَ لَهَا مِنَ الرُّبُعِ وَالثُّمُنِ وَنُسِخَ اَجَلُ الْحَوْلِ اَنْ جُعِلَ اَجَلُهَا اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَعَشْرًا *

৩৫৪৪. যাকারিয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র) - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ অর্থাৎ : 'তোমাদের মধ্যে যাদের মৃত্যু আসন্ন এবং যাদের স্ত্রীদের রেখে যায়, তারা যেন

তাদের স্ত্রীদেরকে ঘর থেকে বের না করে তাদের এক বছরের ভরণ পোষণের ওসীয়ত করে'— এই আয়াতটি মীরাছের আয়াত দ্বারা রহিত হয়ে গেছে। যে আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা স্ত্রীদের জন্য মীরাছের $\frac{১}{৪}$ বা $\frac{১}{৮}$ অংশ নির্ধারিত করা হয়েছে। আর এক বছর ইদ্দতের আদেশ চার মাস দশ দিনের ইদ্দতের আদেশ দ্বারা রহিত হয়ে গেছে।

٣٥٤٥. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ الْاَحْوَصِ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ فِى قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِاَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا اِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ اِخْرَاجٍ قَالَ نَسَخَتْهَا وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَعَشْرًا *

৩৫৪৫. কুতায়বা (র) - - - - ইকরামা (র) থেকে মহান মহিয়ান আল্লাহ্র বাণী : وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ সম্পর্কে বর্ণিত যে, তিনি বলেন : আয়াতটি وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ . . . . اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَعَشْرًا আয়াত দ্বারা রহিত হয়ে গেছে।

اَلرُّخْصَةُ فِى خُرُوْجِ الْمَبْتُوْتَةِ مِنْ بَيْتِهَا فِى عِدَّتِهَا لِسُكْنَاهَا

চূড়ান্ত তালাকপ্রাপ্তা নারীর জন্য ইদ্দতের সময় তার বসত ঘর থেকে বের হওয়ার অনুমতি

٣٥٤٦. اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَخْلَدٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ اَخْبَرَنِى عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَاصِمٍ اَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ اَخْبَرَتْهُ وَكَانَتْ عِنْدَ رَجُلٍ مِنْ بَنِى مَخْزُوْمٍ اَنَّهُ طَلَّقَهَا ثَلاَثًا وَخَرَجَ اِلَى بَعْضِ الْمَغَازِى وَاَمَرَ وَكِيْلَهُ اَنْ يُعْطِيَهَا بَعْضَ النَّفَقَةِ فَتَقَالَّتْهَا فَانْطَلَقَتْ اِلَى بَعْضِ نِسَاءِ النَّبِىِّ ﷺ فَدَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَهِىَ عِنْدَهَا فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ هٰذِهِ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ طَلَّقَهَا فُلاَنٌ فَاَرْسَلَ اِلَيْهَا بِبَعْضِ النَّفَقَةِ فَرَدَّتْهَا وَزَعَمَ اَنَّهُ شَىْءٌ تَطَوَّلَ بِهِ قَالَ صَدَقَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ فَانْتَقِلِى اِلَى اُمِّ كُلْثُوْمٍ فَاعْتَدِّى عِنْدَهَا ثُمَّ قَالَ اِنَّ اُمَّ كُلْثُوْمٍ امْرَاَةٌ يَكْثُرُ عُوَّادُهَا فَانْتَقِلِى اِلَى عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ اُمِّ مَكْتُوْمٍ فَاِنَّهُ اَعْمَى فَانْتَقَلَتْ اِلَى عَبْدِ اللّٰهِ فَاعْتَدَّتْ عِنْدَهُ حَتّٰى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ثُمَّ خَطَبَهَا اَبُو الْجَهْمِ وَ مُعَاوِيَةُ بْنِ اَبِى سُفْيَانَ فَجَاءَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ تَسْتَامِرُهُ فِيْهِمَا فَقَالَ اَمَّا اَبُو الْجَهْمِ فَرَجُلٌ اَخَافُ عَلَيْكِ قِسْقَاسَتَهُ لِلْعَصَا وَاَمَّا مُعَاوِيَةُ فَرَجُلٌ اَمْلَقُ مِنَ الْمَالِ فَتَزَوَّجَتْ اُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ بَعْدَ ذٰلِكَ *

৩৫৪৬. আবদুল হামিদ ইব্ন মুহাম্মাদ (র) - - - - আবদুর রহ্মান ইব্ন আসিম (র) থেকে বর্ণিত যে, ফাতিমা বিন্ত কায়স (রা) তাকে অবহিত করেছেন, তিনি মাখযূম গোত্রের এক ব্যক্তির স্ত্রী ছিলেন, যিনি তাঁকে তিন তালাক দেন এবং কোন যুদ্ধে গমন করেন। আর তিনি নিজের উকীলের নিকট বলে যান : তুমি তাঁকে কিছু খরচ দিয়ে দিও। (সেই উকীল তাঁকে কিছু দিল।) কিন্তু তিনি বলেন, ফাতিমা (রা) তা কম মনে করে ফিরিয়ে দিলেন এবং তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কোন স্ত্রীর নিকট গমন করেন। এমন সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঘরে প্রবেশ করেন, তখন তিনি ঐ ঘরে ছিলেন। তিনি বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! এ (আমি) ফাতিমা বিন্ত কায়স ! তাকে অমুক ব্যক্তি তালাক দিয়েছে। আর অমুকের মারফত তার খরচ পাঠিয়েছে। সে তা সামান্য মনে করে তা ফিরিয়ে দিয়েছে। সে (স্বামী) বলে : এতটুকু দেয়াও তার ইহ্সান। তিনি ﷺ বললেন : সে ব্যক্তি ঠিকই বলেছে। নবী ﷺ বলেছেন, এখন তুমি উম্মু কুলছুমের কাছে গিয়ে তোমার ইদ্দত পূর্ণ কর। এরপর তিনি আবার বললেন : উম্মু কুলসুমের ঘরে মেহমানদের যাতায়াত অধিক হয়। অতএব তুমি এখন আবদুল্লাহ্ ইব্ন উম্মু মাকতূমের কাছে গিয়ে থাক। কেননা, সে অন্ধ। তিনি (ফাতিমা (রা) আবদুল্লাহ্ (রা)-এর নিকট চলে গেলেন এবং সেখানে তার ইদ্দত পূর্ণ করলেন। তার ইদ্দতের সময় পূর্ণ হলে আবূ জাহ্ম এবং মুআবিয়া ইব্ন আবূ সুফিয়ান বিয়ের প্রস্তাব পাঠালে তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হয়ে উক্ত দুই ব্যক্তি সম্বন্ধে পরামর্শ করলেন। তিনি বললেন : আমি তো তোমার জন্য জাহামের লাঠির ভয় করি, আর মুআবিয়া তো অভাবী লোক। ফাতিমা (রা) বলেন : এরপরে আমি উসামা ইব্ন যায়দ (রা)-কে বিবাহ করলাম।

٣٥٤٧. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا حُجَيْنُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ اَنَّهَا اَخْبَرَتْهُ اَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ اَبِى عَمْرِو بْنِ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيْرَةِ فَطَلَّقَهَا اٰخِرَ ثَلاَثِ تَطْلِيْقَاتٍ فَزَعَمَتْ فَاطِمَةُ اَنَّهَا جَاءَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاسْتَفْتَتْهُ فِى خُرُوْجِهَا مِنْ بَيْتِهَا فَاَمَرَهَا اَنْ تَنْتَقِلَ اِلَى ابْنِ اُمِّ مَكْتُوْمٍ الْاَعْمٰى فَاَبَى مَرْوَانُ اَنْ يُصَدِّقَ فَاطِمَةَ فِى خُرُوْجِ الْمُطَلَّقَةِ مِنْ بَيْتِهَا قَالَ عُرْوَةُ اَنْكَرَتْ عَائِشَةُ ذٰلِكَ عَلٰى فَاطِمَةَ *

৩৫৪৭. মুহাম্মাদ ইব্ন রাফি' (র) - - - - আবূ সালাম ইব্ন আবদুর রহমান (র) সূত্রে ফাতিমা বিন্ত কায়স (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি তাকে (আবূ সালামা (র)-কে) অবহিত করেছেন যে, তিনি আবূ আমর ইব্ন হাফ্স (রা)-এর বিবাহাধীনে ছিলেন। তিনি তাকে তিনি তালাকের শেষটি পর্যন্ত দিলেন। ফাতিমা (রা) বলেন : এরপর তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর উপস্থিত হয়ে নিজের ঘর হতে বের হওয়ার ব্যাপারে ফাতাওয়া চাইলেন। তিনি (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ) তাকে তার ঘর থেকে ইব্ন উম্মু মাকতূম (রা)-এর ঘরে যাওয়ার অনুমতি দিলেন। রাবী বলেন : মারওয়ান তালাকপ্রাপ্তার ঘর থেকে বের হওয়ার ব্যাপারে ফাতিমাকে বিশ্বাস করতে অস্বীকৃতি প্রদান করেন। আর উরওয়া (রা) বলেন, আয়েশা (রা)-ও ফাতিমা (রা)-এর কথা প্রত্যাখ্যান করেন।

٣٥٤٨. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ فَاطِمَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ زَوْجِى طَلَّقَنِى ثَلاَثًا وَاَخَافُ اَنْ يُقْتَحَمَ عَلَىَّ فَاَمَرَهَا فَتَحَوَّلَتْ *

৩৫৪৮. মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুসান্না (র) - - - - হিশাম (র)-এর পিতা সূত্রে, ফাতিমা বিন্‌ত কায়স (রা) বলেন : আমি বললাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমার স্বামী আমাকে তিন তালাক দিয়েছে ; এখন আমার ভয় হয়, আমার নিকট অতর্কীতে কেউ (কোন চোর) ঢুকে পড়তে পারে। তখন তিনি তাকে সেখান থেকে অন্যত্র যাওয়ার অনুমতি দিলেন।

٣٥٤٩. اَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ ابْنُ مَاهَانَ بَصْرِىٌّ عَنْ هُشَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَيَّارٌ وَ حُصَيْنٌ وَ مُغِيرَةُ وَ دَاوُدُ بْنُ اَبِى هِنْدٍ وَاِسْمَعِيلُ ابْنُ اَبِى خَالِدٍ وَذَكَرَ اٰخَرِينَ عَنِ الشَّعْبِىِّ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ فَسَاَلْتُهَا عَنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ عَلَيْهَا فَقَالَتْ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا اَلْبَتَّةَ فَخَاصَمَتْهُ اِلَى رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فِى السُّكْنَى وَالنَّفَقَةِ قَالَتْ فَلَمْ يَجْعَلْ لِى سُكْنَى وَلاَ نَفَقَةً وَاَمَرَنِى اَنْ اَعْتَدَّ فِى بَيْتِ ابْنِ اُمِّ مَكْتُومٍ *

৩৫৪৯. ইয়াকূব ইব্‌ন মাহান বাসরী (র) - - - - শা'বী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি ফাতিমা বিন্‌ত কায়স নিকট গেলাম এবং তাঁর নিকট তার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ফয়সালার কথা জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন : তাঁর স্বামী তাকে চূড়ান্ত (তিন) তালাক দেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট তার বাসস্থান ও খোরপোষের ব্যাপারে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করলাম। তিনি (ফাতিমা (রা)) বলেন : তিনি আমার জন্য বাসস্থান ও খরচাদি দেওয়ার কথা বললেন না। আর তিনি আমাকে ইব্‌ন উম্মু মাকতূমের ঘরে ইদ্দত পালন করার আদেশ দেন।

٣٥٥٠. اَخْبَرَنِى اَبُو بَكْرِ بْنُ اِسْحٰقَ الصَّاغَانِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الْجَوَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا عَمَّارٌ هُوَ ابْنُ رُزَيْقٍ عَنْ اَبِى اِسْحٰقَ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ طَلَّقَنِىْ زَوْجِىْ فَاَرَدْتُ النُّقْلَةَ فَاَتَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اُنْتَقِلِىْ اِلَى بَيْتِ ابْنِ عَمِّكِ عَمْرِو بْنِ اُمِّ مَكْتُومٍ فَاعْتَدِّى فِيْهِ فَحَصَبَهُ الْاَسْوَدُ وَقَالَ وَيْلَكَ لِمَ تُفْتِى بِمِثْلِ هٰذَا قَالَ عُمَرُ اِنْ جِئْتِ بِشَاهِدَيْنِ يَشْهَدَانِ اَنَّهُمَا سَمِعَاهُ مِنْ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ وَاِلاَّ لَمْ نَتْرُكْ كِتَابَ اللّٰهِ لِقَوْلِ امْرَاَةٍ لاَتُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلاَيَخْرُجْنَ اِلاَّ اَنْ يَّاتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ *

৩৫৫০. আবূ বকর ইব্‌ন ইসহাক সাগানী (র) - - - - শা'বী (র) সূত্রে ফাতিমা বিন্‌ত কায়স (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমাকে আমার স্বামী তালাক দিল, আমি স্থানন্তরের (তার ঘর থেকে চলে যাওয়ার) ইচ্ছায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হলাম। তিনি বললেন : তুমি তোমার চাচাত ভাই আমর ইব্‌ন উম্মু মাকতূমের ঘরে গিয়ে সেখানে তোমার ইদ্দত পালন কর। একথা শুনে আসওয়াদ তাঁকে পাথর ছুড়ে মেরে বললেন : আপনার কপাল মন্দ! আপনি এরূপ কথা কেন ফাতাওয়া দিয়েছেন ? উমর (রা) (তা ফাতিমা (রা)-কে বলেছিলেন, যদি তুমি দুইজন সাক্ষী আনো, যারা এই সাক্ষ্য দিবে যে, আমরা তা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে শুনেছি; (তাহলে আমি তোমার কথা গ্রহণ করবো)। তা-না হলে আমরা একজন মহিলার কথায় আল্লাহ্‌র কিতাব ছাড়তে

পারি না, আল্লাহ্‌র কিতাবে নির্দেশ আছে : "ঐ মহিলাদেরকে তাদের ঘর হতে বের করো না, আর তারাও যেন বের না হয় ; যদি না তারা প্রকাশ্য অশ্লীলতার কাজে লিপ্ত হয়।"

بَابُ خُرُوْجِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا بِالنَّهَارِ

পরিচ্ছেদ : যে স্ত্রীলোকের স্বামী মারা গেছে, দিনের বেলায় তার বের হওয়া

٣٥٥١. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَخْلَدٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ طُلِّقَتْ خَالَتُهُ فَأَرَادَتْ أَنْ تَخْرُجَ إِلَى نَخْلٍ لَهَا فَلَقِيَتْ رَجُلاً فَنَهَاهَا فَجَاءَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ أُخْرُجِى فَجُدِّى نَخْلَكِ لَعَلَّكِ أَنْ تَصَدَّقِى وَتَفْعَلِى مَعْرُوْفًا *

৩৫৫১. আবদুল হামিদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : তাঁর খালাকে তালাক দেওয়ার পর তিনি তার খেজুর বাগানে যেতে চাইলেন। (পথে) এক ব্যক্তির সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হলে সে তাকে সেখানে যেতে নিষেধ করলো। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট গেলে, তিনি বললেন : তুমি গিয়ে তোমার খেজুর কেটে নিয়ে এসো। হয়তো তুমি সাদকা করবে এবং (মানুষের উপকারের জন্য) কল্যাণের কাজে করবে।

بَابُ نَفَقَةِ الْبَائِنَةِ

পরিচ্ছেদ : বাইন তালাকাপ্রাপ্তার খোরপোষ

٣٥٥٢. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَأَبُو سَلَمَةَ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ طَلَّقَنِى زَوْجِى فَلَمْ يَجْعَلْ لِى سُكْنَى وَلاَ نَفَقَةً قَالَتْ فَوَضَعَ لِى عَشَرَةَ أَقْفِزَةٍ عِنْدَ ابْنِ عَمٍّ لَهُ خَمْسَةٌ شَعِيْرٌ وَخَمْسَةٌ تَمْرٌ فَأَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ لَهُ ذٰلِكَ فَقَالَ صَدَقَ وَأَمَرَنِى أَنْ أَعْتَدَّ فِى بَيْتِ فُلاَنٍ وَكَانَ زَوْجُهَا طَلَّقَهَا طَلاَقًا بَائِنًا *

৩৫৫২. আহমদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হাকাম (র) - - - - আবূ বকর ইব্‌ন হাফ্‌স (রা) বলেন : আমি এবং আবূ সালামা ফাতিমা বিন্‌ত কায়স (রা)-এর নিকট গেলাম। তিনি বললেন : আমার স্বামী আমাকে তালাক দেয়, কিন্তু আমার জন্য থাকার ঘর ও খোরপোষের ব্যবস্থা করেনি। তিনি বলেন : সে তার এক চাচাতো ভাইয়ের নিকট আমার জন্য দশ কাফীয[১] রাখলো এর পাঁচ কাফীয ছিল যব, আর পাঁচ কাফীয ছিল খেজুর। আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হয়ে তা উল্লেখ করলাম। তিনি বললেন : সে সত্যই বলেছে। তিনি আমাকে আদেশ করলেন, আমি যেন অমুকের ঘরে আমার ইদ্দত পালন করি। তাঁর স্বামী তাঁকে বাইন তালাক দিয়েছিল।

১. কাফীয একটি পরিমাপ পাত্র।

نَفَقَةُ الْحَامِلِ الْمَبْتُوْتَةِ

বাইন তালাকপ্রাপ্তা গর্ভবতী মহিলার খোরপোষ

٣٥٥٣. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ كَثِيْرِ بْنِ دِيْنَارٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِى عَنْ شُعَيْبٍ قَالَ قَالَ الزُّهْرِىُّ اَخْبَرَنِى عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ طَلَّقَ اُبْنَــةَ سَعِيْدِ ابْنِ زَيْدٍ وَاُمُّهَا حَمْنَةُ بِنْتُ قَيْسٍ اَلْبَتَّةَ فَاَمَرَتْهَا خَالَتُهَا فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ بِالْاِنْتِقَالِ مِنْ بَيْتِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو وَسَمِعَ بِذٰلِكَ مَرْوَانُ فَاَرْسَلَ اِلَيْهَا فَاَمَرَهَا اَنْ تَرْجِعَ اِلَى مَسْكَنِهَا حَتَّى تَنْقَضِىَ عِدَّتُهَا فَاَرْسَلَتْ اِلَيْهِ تُخْبِرُهُ اَنَّ خَالَتَهَا فَاطِمَةَ اَفْتَتْهَا بِذٰلِكَ وَاَخْبَرَتْهَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَفْتَاهَا بِالْاِنْتِقَالِ حِيْنَ طَلَّقَهَا اَبُو عَمْرِو بْنُ حَفْصٍ الْمَخْزُوْمِىُّ فَاَرْسَلَ مَرْوَانُ قَبِيْصَةَ بْنَ ذُؤَيْبٍ اِلَى فَاطِمَةَ فَسَاَلَهَا عَنْ ذٰلِكَ فَزَعَمَتْ اَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ اَبِى عَمْرٍو لَمَّا اَمَّرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلِىَّ بْنَ اَبِىْ طَالِبٍ عَلَى الْيَمَنِ خَرَجَ مَعَهُ فَاَرْسَلَ اِلَيْهَا بِتَطْلِيْقَــةٍ وَهِىَ بَقِيَّةُ طَلَاقِهَا فَاَمَرَ لَهَا الْحَارِثُ بْنَ هِشَامٍ وَعَيَّاشُ ابْنُ اَبِى رَبِيْعَةَ بِنَفَقَتِهَا فَاَرْسَلَتْ اِلَى الْحَارِثِ وَعَيَّاشٍ تَسْاَلُهُمَا النَّفَقَةَ الَّتِى اَمَرَلَهَا بِهَا زَوْجُهَا فَقَالَا وَاللّٰهِ مَالَهَا عَلَيْنَا نَفَقَــةٌ اِلاَّ اَنْ تَكُوْنَ حَامِلاً وَمَا لَهَا اَنْ تَسْكُنَ فِى مَسْكَنِنَا اِلاَّ بِاِذْنِنَا فَزَعَمَتْ فَاطِمَــةُ اَنَّهَا اَتَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَتْ ذٰلِكَ لَهُ فَصَدَّقَهُمَا قَالَتْ فَقُلْتُ اَيْنَ اَنْتَقِلُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ انْتَقِلِىْ عِنْدَ ابْنِ اُمِّ مَكْتُوْمٍ وَهُوَ الْاَعْمَى الَّذِى عَاتَبَهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ فِى كِتَابِهِ فَانْتَقَلْتُ عِنْدَهُ فَكُنْتُ اَضَعُ ثِيَابِىْ عِنْدَهُ حَتَّى اَنْكَحَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ زَعَمَتْ اُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ *

৩৫৫৩. আমর ইব্ন উসমান ইব্ন সাঈদ (র) - - - - উবায়দুল্লাহ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন উতবা (র) বলেন : আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর ইব্ন উসমান সাঈদ ইব্ন যায়দ এর কন্যাকে চূড়ান্ত (বাইন বা তিন) তালাক দিল। সেই কন্যার মাতার নাম ছিল হামনা বিন্ত কায়স। তিনি তাকে এমন তালাক দিলেন, যা দ্বারা সম্পর্ক একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, অর্থাৎ তিন তালাক। তার খালা ফাতিমা বিন্ত কায়স (রা) তাকে বললেন : তুমি আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর-এর ঘর থেকে চলে যাও। মারওয়ান একথা শুনে আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর ইব্ন উসমানের স্ত্রীকে নির্দেশ দিলেন : তোমার ইদ্দত পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত তুমি নিজের ঘরে অবস্থান কর। আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর-এর স্ত্রী মারওয়ানের কাছে লোক পাঠিয়ে জানালেন যে, আমাকে আমার খালা ফাতিমা (রা) ঘর হতে চলে যাওয়ার আদেশ করেছেন। আর তিনি বলেছেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে ঐ সময় ঘর হতে বের হয়ে যাওয়ার আদেশ

করেন, যখন তাকে (তার স্বামী) আবূ আমর ইব্‌ন হাফস তালাক দিয়েছিলেন। মারওয়ান যখন এ ঘটনা জানতে পারলেন, তখন তিনি কাবীসা ইব্‌ন যুআয়বকে ফাতিমা (রা)-এর নিকট পাঠালেন। এ ব্যাপারে তিনি তাকে (ফাতিমাকে) জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন : আমার স্বামী আবূ আমর আলী (রা)-এর সাথে চলে যান, যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে ইয়ামানের শাসক নিযুক্ত করেন। (সেখানে গিয়ে) আমার স্বামী এক তালাক দিয়ে পাঠান, আর তা ছিল তার অবশিষ্ট (শেষ) তালাক। তখন হারিস ইব্‌ন হিশাম (রা) এবং আইয়্যাশ ইব্‌ন আবূ রবীআ (রা) -কে বলে পাঠান আমাকে খোরপোষ দেয়ার জন্য। আমি আমার খরচ চাওয়ার জন্য তাদের নিকট লোক পাঠালাম, যা আমার স্বামী আমাকে দিতে বলেছিল। তারা বললেন : আল্লাহ্‌র শপথ ! আমাদের নিকট তার জন্য কোন খোরপোষ নেই। তবে যদি সে গর্ভবতী হয়, (তা হলে তার জন্য খোরপোষ ছিল)। আর আমরা যতক্ষণ না বলি, সে যেন আমাদের ঘরে না থাকে। ফাতিমা (রা) বলেন : তখন আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হলাম এবং তাঁকে এ ঘটনা জানালাম। তিনি তাদের সত্যায়ন করলেন। আমি বললাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমি এখন কোথায় যাব ? তিনি বললেন : ইব্‌ন উম্মু মাকতূমের নিকট চলে যাও, ইনি সে অন্ধ লোক, যার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কিতাবে তাকে (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে) মৃদু ভর্ৎসনা করেছিলেন। আমি তাঁর নিকট চলে গেলাম। আমি তাঁর নিকট অপ্রয়োজনীয় কাপড় ফেলে দিতাম। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উসামা ইব্‌ন যায়দ (রা)-এর সাথে (তার বক্তব্য মতে) তাকে বিবাহ দেন।

اَلاَقْرَاءِ

পরিচ্ছেদ : আক্‌রা[১] এর ব্যাখ্যা

٣٥٥٤. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيْدُ بْنُ اَبِى حَبِيْبٍ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ الاَشَجِّ عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ الْمُغِيْرَةِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ اَنَّ فَاطِمَةَ ابْنَةَ اَبِى حُبَيْشٍ حَدَّثَتْهُ اَنَّهَا اَتَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَشَكَتْ اِلَيْهِ الدَّمَ فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّمَا ذٰلِكِ عِرْقٌ فَانْظُرِى اِذَا اَتَاكِ قُرْؤُكِ فَلاَ تُصَلِّى فَاِذَا مَرَّ قُرْؤُكِ فَلْتَطَهَّرِىْ قَالَ ثُمَّ صَلِّى مَا بَيْنَ الْقُرْءِ اِلَى الْقُرْءِ *

৩৫৫৪. আমর ইব্‌ন মানসূর (র) - - - - ফাতিমা বিন্‌ত আবূ হুবায়শ (রা) বলেন : তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট গিয়ে (সর্বদা) রক্ত নির্গমনের কথা ব্যক্ত করলেন। তিনি তাকে বললেন : এই রক্ত কোন শিরা (জনিত ব্যাধি) হতে প্রবাহিত হয় (অর্থাৎ জরায়ু হতে আসে না)। যখন তোমার হায়েয আরম্ভ হয়, তখন তুমি এর প্রতি লক্ষ্য রাখ। তখন সালাত আদায় করবে না। হায়েযের সময় চলে গেলে তুমি পাক হবে। তিনি বললেন : উভয় হায়েযের মধ্যবর্তী সময় সালাত আদায় করবে।

بَابُ نَسْخِ الْمُرَاجَعَةِ بَعْدَ التَّطْلِيْقَاتِ الثَّلاَثِ

পরিচ্ছেদ : তিন তালাকের পর ফিরিয়ে নেয়ার (রুজু' করার) বিধান রহিত হওয়া সম্পর্কে

১. اَقْرَاءُ শব্দটি قُرْءُ এর বহুবচন। অর্থ - হায়েয। কেউ কেউ এর অর্থ নেন– হায়েয থেকে পবিত্র থাকাকালীন সময়।

٣٥٥٥. حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ النَّحْوِىُّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِى قَوْلِهِ مَانَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا اَوْ مِثْلِهَا وَقَالَ وَاِذَا بَدَّلْنَا اٰيَةً مَكَانَ اٰيَةٍ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ الْاٰيَةَ وَقَالَ يَمْحُو اللّٰهُ مَايَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ اُمُّ الْكِتَابِ فَاَوَّلُ مَانُسِخَ مِنَ الْقُرْاٰنِ الْقِبْلَةُ وَقَالَ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوْءٍ وَلَايَحِلُّ لَهُنَّ اَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِى اَرْحَامِهِنَّ اِلَى قَوْلِهِ اِنْ اَرَادُوا اِصْلَاحًا وَذٰلِكَ بِاَنَّ الرَّجُلَ كَانَ اِذَا طَلَّقَ امْرَاَتَهُ فَهُوَ اَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا وَاِنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَنَسَخَ ذٰلِكَ وَقَالَ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَاِمْسَاكٌ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ *

৩৫৫৫. যাকারিয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে : مَانَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا اَوْ مِثْلِهَا এ আয়াতের তাফসীরে বর্ণিত যে, 'আমি কোন আয়াত রহিত করলে অথবা ভুলিয়ে দিলে, তা হতে উত্তম বা তার সমতুল্য কোন আয়াত আনি। ইব্‌ন আব্বাস (রা) এরপর অন্য একটি আয়াত বর্ণনা করেন : وَاِذَا بَدَّلْنَا اٰيَةً مَكَانَ اٰيَةٍ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ 'যখন আমি এক আয়াতের বদলে অন্য আয়াত উপস্থিত করি, আল্লাহ্ যা নাযিল করেন, তা তিনি-ই ভাল জানেন, (তখন তারা বলে : তুমি তো কেবল মিথ্যা উদ্ভাবনকারী।') আল্লাহ্‌র বাণী : يَمْحُوْا اللّٰهُ 'আল্লাহ্‌র যা ইচ্ছা তা নিশ্চিহ্ন করেন এবং যা ইচ্ছা তা প্রতিষ্ঠিত রাখেন, আর তাঁরই নিকট আছে কিতাবের মূল।' এরপর ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন : সর্বপ্রথম কুরআনে যা রহিত হয়েছিল, তা ছিল কেবলা। ইব্‌ন আব্বাস (রা) আরো বলেন : وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوْءٍ وَلَايَحِلُّ لَهُنَّ اَنْ يَكْتُمْنَ আল্লাহ্‌র বাণী : 'মহিলারা তিন হায়েয পর্যন্ত অপেক্ষা করবে, আর তাদের জন্য বৈধ হবে না, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের গর্ভে যা সৃষ্টি করেছেন তা গোপন রাখা।' যদি তারা আল্লাহ্ এবং কিয়ামতের দিনের উপর ঈমান রাখে। আর তাদের স্বামিগণ এই অবস্থায় তাদের ফিরিয়ে রাখার অধিক হকদার। যদি তারা অপেক্ষা করার ইচ্ছা রাখে।' তিনি এই আয়াত বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, এই অবস্থা এইরূপ ছিল, যখন কোন লোক তার স্ত্রীকে তালাক দিত, তবে সে-ই তার রজ'আত করার (স্ত্রী রূপে ফিরিয়ে নেয়ার) অধিকারী ছিল, যদিও সে তাকে তিন তালাক দিত। আল্লাহ্ তা'আলা তা রহিত করে বলেন : তালাক দু'বার। এরপর স্ত্রীকে হয় বিধিমত রেখে দেবে, অথবা সদয়ভাবে মুক্ত করে দেবে।

بَابُ الرَّجْعَةِ

পরিচ্ছেদ : রজ'আত করা

٣٥٥٦. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ

قَالَ سَمِعْتُ يُوْنُسَ ابْنَ جُبَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ قَالَ طَلَّقْتُ امْرَأَتِى وَهِىَ حَائِضٌ فَأَتَى النَّبِىَّ ﷺ عُمَرُ فَذَكَرَ لَهُ ذٰلِكَ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ مُرْهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا فَإِذَا طَهُرَتْ يَعْنِى فَإِنْ شَاءَ فَلْيُطَلِّقْهَا قُلْتُ لاِبْنِ عُمَرَ فَاحْتَسَبْتَ مِنْهَا فَقَالَ مَايَمْنَعُهَا أَرَأَيْتَ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ *

৩৫৫৬. মুহাম্মাদ ইব্ন মুসান্না (র) - - - - ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি আমার স্ত্রীকে তার হায়েয অবস্থায় তালাক দেই। এরপর উমর (রা) নবী ﷺ -এর নিকট এসে এই ঘটনা জানালে তিনি বললেন : সে যেন তাকে ফিরিয়ে নেয়। তারপর যখন সে পাক হবে, তখন ইচ্ছা হলে (তাকে রাখবে, অথবা) তালাক দেবে। ইব্ন উমরের শাগরিদ বলেন, আমি বললাম : এই তালাকও আপনি হিসাব করেছেন ? তিনি বললেন : তবে কী, তুমি বল তো যদি কোন ব্যক্তি অপরাগ হয়— কিংবা নির্বুদ্ধিতার কাজ করে (অজ্ঞতার কারণে তালাক দিয়ে বসে— তা তো হিসাবে ধরা হবে)।

٣٥٥٧. حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ أَنْبَأَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنِ ابْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحٰقَ وَيَحْيَى ابْنُ سَعِيدٍ وَعُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ح وَأَخْبَرَنَا زُهَيْرٌ وَمُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالُوا إِنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِىَ حَائِضٌ فَذَكَرَ عُمَرُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ لِلنَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى فَإِذَا طَهُرَتْ فَإِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا فَإِنَّهُ الطَّلَاقُ الَّذِى أَمَرَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ قَالَ تَعَالَى فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ *

৩৫৫৭. বিশ্‌র ইব্ন খালিদ (র) - - - - ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : তিনি তাঁর স্ত্রীকে তার হায়েয অবস্থায় তালাক দিয়ে দিলেন। উমর (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট এই ঘটনা বর্ণনা করলে তিনি বললেন : তাকে বলে দাও, অন্য হায়েয না আসা পর্যন্ত সে যেন তাকে ফিরিয়ে নেয়। এরপর যখন সে পাক হবে তখন ইচ্ছা করলে সে তাকে তালাক দেবে, বা তাকে রেখে দেবে। কেননা, এই তালাকই হবে সে তালাক, মহান মহিয়ান আল্লাহ্ তাকে যার আদেশ করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন : তাদের তালাক দেবে ইদ্দতের প্রতি লক্ষ্য রেখে।

٣٥٥٨. أَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِىَ حَائِضٌ فَيَقُولُ أَمَّا إِنْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً أَوِاثْنَتَيْنِ فَإِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ أَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يُمْسِكَهَا حَتَّى

تَحِيْضَ حَيْضَةً أُخْرَى ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ اَنْ يَمَسَّهَا وَاَمَّا اِنْ طَلَّقَهَا ثَلاَثًا فَقَدْ عَصَيْتَ اللّٰهَ فِيْمَا اَمَرَكَ بِهِ مِنْ طَلاَقِ امْرَاَتِكَ وَبَانَتْ مِنْكَ اَمْرَأَتُكَ *

৩৫৫৮. আলী ইব্‌ন হুজ্‌র (র) - - - - নাফি' (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : ইব্‌ন উমর (রা)-এর নিকট যখন ঐ ব্যক্তি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হতো, যে তার স্ত্রীকে হায়েয অবস্থায় তালাক দিয়েছে। তিনি বলতেন : সে যদি এক অথবা দুই তালাক দেয় তবে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন : সে ব্যক্তি নিজের স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেবে, এরপর অন্য হায়েযের পরে পাক পর্যন্ত তাকে রাখবে। (সে পাক হলে) পরে তাকে সহবাসের পূর্বে তালাক দেবে; আর যদি সে তিন তালাক একত্রে দিয়ে থাকে, তবে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে তোমার স্ত্রীকে তালাক দেয়ার ব্যাপারে যে আদেশ করেছেন, তুমি তা লংঘন করলে এবং তোমার স্ত্রী তোমার থেকে বিছিন্ন (বাইন) হয়ে যাবে।

٣٥٥٩. اَخْبَرَنَا يُوْسُفُ بْنُ عِيْسَى مَرْوَزِيٌّ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسَى قَالَ حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ طَلَّقَ امْرَاَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَاَمَرَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَرَاجَعَهَا *

৩৫৫৯. ইউসুফ ইব্‌ন ঈসা মারওয়াযী (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি তাঁর স্ত্রীকে হায়েয অবস্থায় তালাক দেন। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে নির্দেশ দিলে তিনি তাকে ফিরিয়ে নেন।

٣٥٦٠. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو عَاصِمٍ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِيْهِ ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ يُسْاَلُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَاَتَهُ حَائِضًا فَقَالَ اَتَعْرِفُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاِنَّهُ طَلَّقَ امْرَاَتَهُ حَائِضًا فَاَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ ﷺ فَاَخْبَرَهُ الْخَبَرَ فَاَمَرَهُ اَنْ يُرَاجِعَهَا حَتَّى تَطْهُرَ وَلَمْ اَسْمَعْهُ يَزِيْدُ عَلَى هٰذَا *

৩৫৬০. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - ইব্‌ন তাউস (র) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি শুনেছেন, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা)-কে ঐ ব্যক্তি সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হলো, যে তাঁর স্ত্রীকে হায়েয অবস্থায় তালাক দিয়েছিল। তিনি বললেন : তুমি কি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা)-কে চিন ? সে বলল : হ্যাঁ। তিনি বললেন : তিনি তাঁর স্ত্রীকে হায়েয অবস্থায় তালাক দেন। পরে উমর (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট এসে এ সংবাদ দিলে তিনি তাকে ফিরিয়ে নিতে আদেশ করেন, পাক হওয়া পর্যন্ত। রাবী বলেন : এর অধিক বর্ণনা করতে আমি তাঁকে শুনিনি।

٣٥٦١. اَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ اَنْبَأَنَا يَحْيَى بْنُ اٰدَمَ ح وَاَنْبَأَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ مُحَمَّدٍ اَبُو سَعِيْدٍ قَالَ نُبِّئْتُ عَنْ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا عَنْ صَالِحِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ وَقَالَ عَمْرٌو اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ طَلَّقَ حَفْصَةَ ثُمَّ رَاجَعَهَا وَاللّٰهُ اَعْلَمُ *

৩৫৬১. আব্‌দ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) সূত্রে ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হাফ্‌সা (রা)-কে তালাক দেন, পরে তিনি তাঁকে ফিরিয়ে নেন। আল্লাহ্ সম্যক অবগত।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ الْخَيْلِ

অধ্যায় : ঘোড়া

اَلْخَيْرُ مَعْقُوْدٌ فِى نَوَاصِى الْخَيْلِ

ঘোড়ার ললাটে কল্যাণ সংযুক্ত

٣٥٦٢. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيْدَ بْنِ صَالِحِ بْنِ صَبِيْحٍ الْمُرِّىُّ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ اَبِى عَبْلَةَ عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْجُرَشِىِّ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ نُفَيْلٍ الْكِنْدِىِّ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ رَجُلٌ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ أَذَالَ النَّاسُ الْخَيْلَ وَوَضَعُوا السِّلاَحَ وَقَالُوْا لاَ جِهَادَ قَدْ وَضَعَتِ الْحَرْبُ اَوْزَارَهَا فَاَقْبَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِوَجْهِهِ وَقَالَ كَذَبُوْا الآنَ الآنَ جَاءَ الْقِتَالُ وَلاَ يَزَالُ مِنْ اُمَّتِى اُمَّةٌ يُقَاتِلُوْنَ عَلَى الْحَقِّ وَيُزِيْغُ اللّٰهُ لَهُمْ قُلُوْبَ اَقْوَامٍ وَيَرْزُقُهُمْ مِنْهُمْ حَتّٰى تَقُوْمَ السَّاعَةُ وَحَتّٰى يَاتِىَ وَعْدُ اللّٰهِ وَالْخَيْلُ مَعْقُوْدٌ فِى نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُوَ يُوْحٰى اِلَىَّ اَنِّىْ مَقْبُوْضٌ غَيْرَ مُلَبَّثٍ وَاَنْتُمْ تَتَّبِعُوْنِى اَفْنَادًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ وَعُقْرُ دَارِ الْمُؤْمِنِيْنَ الشَّامُ *

৩৫৬২. আহমাদ ইব্‌ন আবদুল ওয়াহিদ (র) - - - - সালামা ইব্‌ন নুফায়ল কিন্‌দী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : (একদিন) আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট বসা ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! লোকেরা ঘোড়ার মর্যাদাকে ক্ষুণ্ন করেছে, অস্ত্রশস্ত্র রেখে দিয়েছে এবং তারা বলছে : যুদ্ধ তার অস্ত্রশস্ত্র রেখে দিয়েছে (এখন আর জিহাদ নেই, জিহাদ শেষ হয়ে গেছে)। এ কথা শুনে তিনি তার প্রতি লক্ষ্য করে বললেন : তারা মিথ্যা বলছে। এখনই জিহাদের আদেশ এসেছে। আর সর্বদা আমার উম্মতের একদল দীনের জন্য যুদ্ধ করতে থাকবে। এখনই আল্লাহ্ তাদের জন্য লোকের অন্তর ঘুরিয়ে দেবেন। আর আল্লাহ্

তাদেরকে ওদের দ্বারা রিযিক দান করবেন কিয়ামত পর্যন্ত। আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামত পর্যন্ত ঘোড়ার ললাটের সাথে কল্যাণ ও মঙ্গলকে সম্পৃক্ত করে রেখেছেন। আমাকে এ কথা ওহী দ্বারা জানানো হয়েছে যে, অচিরেই আমাকে তুলে নেয়া হবে (ইন্তিকাল হবে); (চিরদিন) আমাকে রাখা হবে না। আর তোমরা আমার পরে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়বে। তোমরা একে অন্যের সাথে মারামারি কাটাকাটি করবে, আর ঈমানদারদের নিরাপদ ঠিকানা হবে শামে (সিরিয়ায়)।

٣٥٦٣. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا مَحْبُوبُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو اِسْحٰقَ يَعْنِى الْفَزَارِىَّ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ اَبِى صَالِحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْخَيْلُ مَعْقُوْدٌ فِىْ نَوَاصِيْهَا الْخَيْرُ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ الْخَيْلُ ثَلاَثَةٌ فَهِىَ لِرَجُلٍ اَجْرٌ وَهِىَ لِرَجُلٍ سَتْرٌ وَهِىَ عَلَى رَجُلٍ وِزْرٌ فَاَمَّا الَّذِىْ هِىَ لَهُ اَجْرٌ فَالَّذِىْ يَحْتَبِسُهَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَتَّخِذُهَا لَهُ وَلاَ تُغَيِّبُ فِى بُطُوْنِهَا شَيْئًا اِلاَّ كُتِبَ لَهُ بِكُلِّ شَىْءٍ غَيَّبَتْ فِىْ بُطُوْنِهَا اَجْرٌ وَلَوْ عَرَضَتْ لَهُ مَرْجٌ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ ٭

৩৫৬৩. আমর ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামত পর্যন্ত ঘোড়ার ললাটে কল্যাণ বেঁধে রেখেছেন। ঘোড়া তিন প্রকার : এক প্রকার ঘোড়া যা দ্বারা মানুষ সওয়াব লাভ করে। আর এক প্রকার ঘোড়া, যা (অসচ্ছলতার জন্য) আচ্ছাদন (ঢালস্বরূপ) হয়ে থাকে এবং এক প্রকার ঘোড়া যা বোঝাস্বরূপ হয়ে থাকে। সওয়াবের ঘোড়া তো ঐ ঘোড়া, যাকে (মালিক) আটকে রাখে (লালন পালন করে) আল্লাহ্র পথে জিহাদের জন্য এবং প্রয়োজনমত তাকে জিহাদে ব্যবহার করা হয়। যা কিছু সে খায়, যা কিছু তার পেটের ভেতরে গায়েব করে, তা সবই তার জন্য সওয়াব লেখা হয়। যদিও নতুন চারণভূমিতে সে তার সামনে উদ্ভাসিত হয়। হাদীসের শেষ পর্যন্ত বর্ণনা করেন।

٣٥٦٤. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ اَبِى صَالِحٍ السَّمَّانِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الْخَيْلُ لِرَجُلٍ اَجْرٌ وَلِرَجُلٍ سَتْرٌ وَعَلَى رَجُلٍ وِزْرٌ فَاَمَّا الَّذِى هِىَ لَهُ اَجْرٌ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ فَاَطَالَ لَهَا فِى مَرْجٍ اَوْ رَوْضَةٍ فَمَا اَصَابَتْ فِى طِيَلِهَا ذٰلِكَ فِى الْمَرْجِ اَوِ الرَّوْضَةِ كَانَ لَهُ حَسَنَاتٌ وَلَوْ اَنَّهَا قَطَعَتْ طِيَلَهَا ذٰلِكَ فَاسْتَنَّتْ شَرَفًا اَوْ شَرَفَيْنِ كَانَتْ اٰثَارُهَا وَفِى حَدِيْثِ الْحَارِثِ وَاَرْوَاثُهَا حَسَنَاتٍ لَهُ وَلَوْ اَنَّهَا مَرَّتْ بِنَهَرٍ فَشَرِبَتْ مِنْهُ وَلَمْ يُرِدْ اَنْ تُسْقَى كَانَ ذٰلِكَ حَسَنَاتٍ فَهِىَ لَهُ اَجْرٌ وَرَجُلٌ رَبَطَهَا تَغَنِّيًا وَتَعَفُّفًا وَلَمْ يَنْسَ حَقَّ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ فِى رِقَابِهَا وَلاَ ظُهُوْرِهَا فَهِىَ لِذٰلِكَ سَتْرٌ وَرَجُلٌ رَبَطَهَا فَخْرًا وَرِيَاءً وَنِوَاءً لِاَهْلِ الْاِسْلاَمِ فَهِىَ عَلَى ذٰلِكَ وِزْرٌ وَسُئِلَ النَّبِىُّ ﷺ عَنِ الْحَمِيْرِ فَقَالَ لَمْ يَنْزِلْ عَلَىَّ فِيْهَا

شَىْءٌ اِلاَّ هٰذِهِ الْاٰيَـةُ الْجَامِعَـةُ الْفَاذَّةُ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهُ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهُ *

৩৫৬৪. মুহাম্মাদ ইব্‌ন সালমা ও হারিস ইব্‌ন মিসকীন (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : ঘোড়া কোন লোকের জন্য সওয়াবের কারণ হয়ে থাকে, আর কারো জন্য তা আচ্ছাদন (ঢালস্বরূপ), আর কারো জন্য তা বোঝা (গুনাহের কারণ) হয়ে থাকে। ঘোড়া ঐ ব্যক্তির জন্য সওয়াবের কারণ হয়ে থাকে, যে তাকে আল্লাহ্‌র রাস্তায় বাঁধে (প্রতিপালন করে)। আর সে তার রশি বাগান এবং চারণভূমিতে লম্বা করে দেয়, সেই ঘোড়া সে রশিতে থেকে যতদূর পর্যন্ত চরবে, তার জন্য নেকী লেখা হবে। যদি সে রশি ছিঁড়ে কোন উঁচু স্থানে (টিলায়) বা দুই উঁচু স্থানে চরে, তবে তার প্রত্যেক পদক্ষেপে তার জন্য নেকী লেখা হবে এবং হারিসের হাদীসে আছে, তার গোবরেও নেকী লেখা হবে। যদি ঐ ঘোড়া কোন নহরে গিয়ে পানি পান করে, অথচ মালিকের পানি পান করাবার ইচ্ছা না থাকে, তবুও তা মালিকের জন্য নেকী রূপে লেখা হবে। এইরূপ ঘোড়া সওয়াবের কারণ হয়ে থাকে। আর, যে তা স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য বেঁধে রাখে, অথবা মানুষের কাছে চাওয়া থেকে বাঁচার জন্য এবং তাতে অর্থাৎ (ঘোড়ার) ঘাড়ে ও পিঠে পালনীয় মহান মহীয়ান আল্লাহ্‌র 'হক'-এর কথা বিস্মৃত হয় না (এর যাকাত আদায় করে), তবে তা (ঘোড়া) তার জন্য আচ্ছাদন। আর ঐ ব্যক্তির জন্য পাপ, যে ব্যক্তি তাকে গর্ব করা, লোক দেখানো এবং মুসলমানের সাথে শত্রুতার জন্য বাঁধে (পালন করে)। কোন ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে গাধার কথা জিজ্ঞাসা করলে, তিনি বললেন : এর ব্যাপারে এখনও কিছু আমার উপর নাযিল হয়নি। তবে এই আয়াত যা সর্বব্যাপী মূলবিধি (রূপে স্বীকৃত, যাতে সামগ্রিক বিষয় শামিল রয়েছে)। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন : কেউ অণু পরিমাণ নেককাজ করলে তা সে দেখতে পাবে, আর কেউ অণু পরিমাণ মন্দ কাজ করলে তা-ও সে দেখতে পাবে।

بَابٌ حُبُّ الْخَيْلِ

পরিচ্ছেদ : ঘোড়ার প্রতি ভালবাসা

٣٥٦٥. اَخْبَرَنِىْ اَحْمَدُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنِى اَبِى قَالَ حَدَّثَنِى اِبْرَاهِيْمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِى عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ قَالَ لَمْ يَكُنْ شَىْءٌ اَحَبُّ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بَعْدَ النِّسَاءِ مِنَ الْخَيْلِ *

৩৫৬৫. আহমাদ ইব্‌ন হাফ্‌স (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট স্ত্রীজাতির পর ঘোড়া অপেক্ষা আর কোন বস্তু প্রিয় ছিল না।

مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ شِيَةِ الْخَيْلِ

কোন্ বর্ণের ঘোড়া উত্তম ?

٣٥٦٦. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو اَحْمَدَ الْبَزَّازُ هِشَامُ بْنُ سَعِيْدٍ الطَّالَقَانِىُّ قَالَ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُهَاجِرٍ الْاَنْصَارِيُّ عَنْ عَقِيلِ بْنِ شَبِيبٍ عَنْ اَبِي وَهْبٍ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَسَمَّوْا بِاَسْمَاءِ الْاَنْبِيَاءِ وَاَحَبُّ الْاَسْمَاءِ اِلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ عَبْدُ اللّٰهِ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ وَارْتَبِطُوا الْخَيْلَ وَامْسَحُوا بِنَوَاصِيهَا وَاَكْفَالِهَا وَقَلِّدُوْهَا وَلَاتُقَلِّدُوْهَا الْاَوْتَارَ وَعَلَيْكُمْ بِكُلِّ كُمَيْتٍ اَغَرَّ مُحَجَّلٍ اَوْ اَشْقَرَ اَغَرَّ مُحَجَّلٍ اَوْ اَدْهَمَ اَغَرَّ مُحَجَّلٍ *

৩৫৬৬. মুহাম্মাদ ইব্‌ন রাফি‘ (র) - - - - আবূ ওয়াহাব (রা), যিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাহাবী ছিলেন, তাঁর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমরা নবীগণের নামে নাম রাখবে। আর আল্লাহ্‌র নিকট সর্বাধিক পছন্দনীয় নাম হলো আবদুল্লাহ্ এবং আবদুর রহমান। ঘোড়া বেঁধে রাখবে (লালন-পালন করবে) এবং এর মাথায় এবং পেছনে হাত বুলাবে, আর এর গলায় কালাদা পরাবে, তাকে (জাহিল) যুগের অনুকরণীয় ঘুনটীর কালাদা পরাবে না, লাল কাল মিশান (খয়রী) বর্ণের ঘোড়া পছন্দ করবে, যার ললাট এবং সামনের ও পেছনের পা সাদা হয় অথবা টকটকে লাল রং-এর ঘোড়া, যার ললাট সাদা হয় এবং সামনের পা-ও সাদা।

اَلشِّكَالُ فِي الْخَيْلِ

যে ঘোড়ার তিন পা সাদা ও এক পা শরীরে বর্ণের

٣٥٦٧. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وَاَنْبَأَنَا اِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ اَبِي زُرْعَةَ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَكْرَهُ الشِّكَالَ مِنَ الْخَيْلِ وَاللَّفْظُ لِاِسْمَاعِيلَ *

৩৫৬৭. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী ﷺ শিকাল ঘোড়া (ঐ সকল ঘোড়া) পছন্দ করতেন না যেগুলোর তিন পা সাদা এবং এক পা অন্য বর্ণের (এর দেহের বর্ণের) হতো।

٣٥٦٨. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِي زُرْعَةَ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ كَرِهَ الشِّكَالَ مِنَ الْخَيْلِ قَالَ اَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الشِّكَالُ مِنَ الْخَيْلِ اَنْ تَكُوْنَ ثَلَاثُ قَوَائِمَ مُحَجَّلَةً وَوَاحِدَةٌ مُطْلَقَةً اَوْ تَكُوْنَ الثَّلَاثَةُ مُطْلَقَةً وَرِجْلٌ مُحَجَّلَةٌ وَلَيْسَ يَكُوْنُ الشِّكَالُ اِلَّا فِي رِجْلٍ وَلَا يَكُوْنُ فِي الْيَدِ *

৩৫৬৮. মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত যে, তিনি শিকাল ঘোড়া অপছন্দ করতেন। আবূ আবদুর রহমান (র) বলেন : শিকাল ঐ ঘোড়াকে বলা হয়, যার তিন পা সাদা এবং এক পা অন্য রং-এর হয়। অথবা তিন পা অন্য রংয়ের এবং এক পা সাদা। আর শিকাল শুধু পায়ে হয়, হাতে হয় না।

بَابُ شُؤْمُ الْخَيْلِ

পরিচ্ছেদ : ঘোড়ার অশুভ হওয়া প্রসঙ্গ

٣٥٦٩. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الشُّؤْمُ فِي ثَلاَثَةٍ الْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ وَالدَّارِ *

৩৫৬৯. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ ও মুহাম্মাদ ইব্ন মানসূর (র) - - - - সালিম (র) তার পিতার মাধ্যমে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, (কুলক্ষণ যদি থেকে থাকে তবে) তিন বস্তুর মধ্যে অশুভ লক্ষণ (অপয়া) রয়েছে : নারী, ঘোড়া এবং ঘরে।[১]

٣٥٧٠. أَخْبَرَنِي هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حَمْزَةَ وَسَالِمٍ ابْنَيْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الشُّؤْمُ فِي الدَّارِ وَالْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ *

৩৫৭০. হারূন ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র) - - - - আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তিন বস্তুর মধ্যে কুলক্ষণ (অপয়া) রয়েছে : নারী, ঘোড়া এবং ঘর।

٣٥٧١. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ إِنْ يَكُ فِي شَيْءٍ فَفِي الرَّبْعَةِ وَالْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ *

৩৫৭১. মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল আলা (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যদি কোন বস্তুতে (কুলক্ষণ) থেকে থাকে, তবে তা ঘর, নারী এবং ঘোড়ার মধ্যে।

بَابُ بَرَكَةُ الْخَيْلِ

পরিচ্ছেদ : ঘোড়ার বরকতের বর্ণনা

٣٥٧٢. أَخْبَرَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ أَنْبَأَنَا النَّضْرُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا ح وَأَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو التَّيَّاحِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْبَرَكَةُ فِي نَوَاصِي الْخَيْلِ *

৩৫৭২. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - - আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : বরকত ঘোড়ার ললাটে।

১. নারীর মধ্যে কুলক্ষণ এই যে, যার স্বভাব-চরিত্র খারাপ বা যে কটু কথা বলে। ঘোড়ার কুলক্ষণ এই যে, যা কাল রংয়ের হয় এবং লাথি মারে; আর ঘরের কুলক্ষণ হলো– এর প্রতিবেশী ভাল না হওয়া বা যেখানে শীত, বর্ষা ও গরমে আরাম নেই।

بَابٌ فَتَلُ نَاصِيَةِ الْفَرَسِ

পরিচ্ছেদ : ঘোড়ার ললাটের চুল বানিয়ে দেওয়া

٣٥٧٣. اَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوْسَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِى زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيْرٍ عَنْ جَرِيْرٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَفْتِلُ نَاصِيَةَ فَرَسٍ بَيْنَ اُصْبُعَيْهِ وَيَقُوْلُ الْخَيْلُ مَعْقُوْدٌ فِى نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ الْاَجْرُ وَالْغَنِيْمَةُ *

৩৫৭৩. ইমরান ইব্‌ন মূসা (র) - - - - জারির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে দেখেছি, তিনি ঘোড়ার ললাটের চুল তাঁর দুই আঙ্গুল দিয়ে বানিয়ে দিতেন এবং বলতেন : কিয়ামত পর্যন্ত ঘোড়ার মাথায় খায়ের-বরকত বাঁধা থাকবে, আর সে খায়ের-বরকত হলো সওয়াব এবং গনীমত।

٣٥٧٤. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الْخَيْلُ فِى نَوَاصِيْهَا الْخَيْرُ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ *

৩৫৭৪. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : ঘোড়ার ললাটে কিয়ামত পর্যন্ত খায়ের-বরকত নিবদ্ধ থাকবে।

٣٥٧٥. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ الْعَلَاءِ اَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اِدْرِيْسَ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْخَيْلُ مَعْقُوْدٌ فِى نَوَاصِيْهَا الْخَيْرُ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ *

৩৫৭৫. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আলা আবূ কুরায়ব (র) - - - - উরওয়া বারিকী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : ঘোড়ার ললাটে কিয়ামত পর্যন্ত কল্যাণ ও মঙ্গল নিবদ্ধ থাকবে।

٣٥٧٦. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى عَدِىٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ حُصَيْنٍ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ اَبِى الْجَعْدِ اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ الْخَيْلُ مَعْقُوْدٌ فِى نَوَاصِيْهَا الْخَيْرُ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ الْاَجْرُ وَالْمَغْنَمُ *

৩৫৭৬. মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুসান্না ও মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) - - - - উরওয়া ইব্‌ন আবূ জা'আদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি নবী ﷺ -কে বলতে শুনেছেন : কিয়ামত পর্যন্ত ঘোড়ার ললাটে মঙ্গল ও কল্যাণ নিবদ্ধ থাকবে, আর তা হলো সওয়াব ও গনীমত।

٣٥٧٧. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ قَالَ اَنْبَاَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ جَعْفَرٍ قَالَ اَنْبَاَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ

أَبِى السَّفَرِ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ عُرْوَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ الْخَيْلُ مَعْقُوْدٌ فِى نَوَاصِيْهَا الْخَيْرُ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ الاَجْرُ وَالْمَغْنَمُ *

৩৫৭৭.আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - -উরওয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : কিয়ামত পর্যন্ত ঘোড়ার ললাটে খায়ের-বরকত নিবদ্ধ থাকবে, আর তা হলো সওয়াব ও গনীমত।

٣٥٧٨. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ اَنْبَانَا شُعْبَةُ قَالَ اَخْبَرَنِى حُصَيْنٌ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِى السَّفَرِ اَنَّهُمَا سَمِعَا الشَّعْبِىَّ يُحَدِّثُ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ اَبِى الْجَعْدِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ الْخَيْلُ مَعْقُوْدٌ فِى نَوَاصِيْهَا الْخَيْرُ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ الاَجْرُ وَالْمَغْنَمُ *

৩৫৭৮. আমর ইব্‌ন আলী (র)- - - - উরওয়া ইব্‌ন আবূ জা'আদ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : কিয়ামত পর্যন্ত ঘোড়ার ললাটে কল্যাণ ও মঙ্গল নিবদ্ধ থাকবে, আর তা হলো সওয়াব ও গনীমত।

تَأْدِيْبُ الرَّجُلِ فَرَسَهُ

ঘোড়াকে যুদ্ধ কৌশল শিক্ষা দেয়া

٣٥٧٩. اَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ مُجَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ حَدَّثَنِى اَبُو سَلاَّمٍ الدِّمَشْقِىُّ عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيْدَ الْجُهَنِىِّ قَالَ كَانَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ يَمُرُّبِى فَيَقُوْلُ يَاخَالِدُ اُخْرُجْ بِنَا نَرْمِى فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ اَبْطَأْتُ عَنْهُ فَقَالَ يَاخَالِدُ تَعَالَ اُخْبِرْكَ بِمَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَأَتَيْتُهُ فَقَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ يُدْخِلُ بِالسَّهْمِ الْوَاحِدِ ثَلاَثَةَ نَفَرٍ الْجَنَّةَ صَانِعَهُ يَحْتَسِبُ فِىْ صُنْعِهِ الْخَيْرَ وَالرَّامِىَ بِهِ وَمُنَبِّلَهُ وَارْمُوْا وَارْكَبُوْا وَاَنْ تَرْمُوْا اَحَبُّ اِلَىَّ مِنْ اَنْ تَرْكَبُوْا وَلَيْسَ اللَّهْوُ اِلاَّ فِى ثَلاَثَةٍ تَأْدِيْبِ الرَّجُلِ فَرَسَهُ وَمُلاَعَبَتِهِ امْرَأَتَهُ وَرَمْيِهِ بِقَوْسِهِ وَنَبْلِهِ وَمَنْ تَرَكَ الرَّمْىَ بَعْدَ مَاعَلِمَهُ رَغْبَةً عَنْهُ فَاِنَّهَا نِعْمَةٌ كَفَرَهَا اَوْ قَالَ كَفَرَبِهَا *

৩৫৭৯. হুসায়ন ইব্‌ন ইসমাঈল ইব্‌ন মুজালিদ (র) - - - - খালিদ ইব্‌ন ইয়াযীদ জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : উকবা ইব্‌ন আমির (রা) আমার নিকট দিয়ে যাওয়ার সময় বলতেন : হে খালিদ ! আমাদের সাথে চল, আমরা তীরন্দাযী করবো। একদিন আমি দেরী করলে তিনি বললেন : হে খালিদ ! এসো, আমি তোমাকে এমন কথা অবহিত করব, যা আমাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন। আমি তাঁর কাছে গেলে তিনি বললেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা এক তীর দ্বারা তিন ব্যক্তিকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। (প্রথম,) তীর প্রস্তুতকারী যদি সে তীর তৈরি করার সময় নেক নিয়্যত রাখে ; দ্বিতীয়, তীর নিক্ষেপকারী ; তৃতীয়, তীর

নিক্ষেপকারীকে তীর সরবরাহকারী (তীরে ফলা সংযোগকারী)। নবী ﷺ আরো বলেছেন : তোমরা তীর নিক্ষেপ কর এবং আর আরোহণ কর, আর আরোহণ করার চেয়ে তীর নিক্ষেপ করা আমার নিকট অধিক পছন্দনীয়। আর তিন ধরনের খেলা ব্যতীত কোন খেলা গ্রহণযোগ্য নয়; ১. মানুষ কর্তৃক তার ঘোড়াকে যুদ্ধ কৌশল শিক্ষা দেয়া; ২. নিজ স্ত্রীর সাথে প্রেম খেলা করা; ৩. তীর এবং ধনুক দ্বারা তীর নিক্ষেপ করা। যে ব্যক্তি একবার তীর নিক্ষেপ করা শিক্ষা করে তার প্রতি অনীহার কারণে তা ছেড়ে দেয়, সে এক নিয়ামতের নাশোকরী করে। অথবা তিনি বলেছেন : সে যেন তা অস্বীকার করে।

بَابُ دَعْوَةُ الْخَيْلِ

পরিচ্ছেদ : ঘোড়ার দু'আ

٣٥٨٠. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ اَنْبَأَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيْدُ بْنُ اَبِي حَبِيْبٍ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُدَيْجٍ عَنْ اَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَامِنْ فَرَسٍ عَرَبِيٍّ اِلاَّ يُؤْذَنُ لَهُ عِنْدَ كُلِّ سَحَرٍ بِدَعْوَتَيْنِ اَللّٰهُمَّ خَوَّلْتَنِي مَنْ خَوَّلْتَنِي مِنْ بَنِي اٰدَمَ وَجَعَلْتَنِي لَهُ فَاَجْعَلْنِي اَحَبَّ اَهْلِهِ وَمَالِهِ اِلَيْهِ اَوْ مِنْ اَحَبِّ مَالِهِ وَاَهْلِهِ اِلَيْهِ *

৩৫৮০. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - আবূ যর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আরবী ঘোড়াকে প্রতি ভোর রাতে দুটো দু'আ করার অনুমতি দেয়া হয় : হে আল্লাহ্ ! যে মানুষের হাতে তুমি আমাকে সোপর্দ করেছ, আমাকে তার নিকট তার মালের এবং তার পরিবারের মধ্যে অধিক প্রিয় করে দাও, অথবা তিনি বলেছেন : তার মালের এবং পরিবারের অধিক প্রিয়দের মধ্য হতে করে দাও।

اَلتَّشْدِيْدُ فِي حَمْلِ الْحَمِيْرِ عَلَى الْخَيْلِ

গাধাকে ঘোড়ার উপর চড়ানোর ব্যাপারে কঠোর আপত্তি

٣٥٨١. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِي حَبِيْبٍ عَنْ اَبِي الْخَيْرِ عَنِ ابْنِ زُرَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اُهْدِيَتْ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بَغْلَةٌ فَرَكِبَهَا فَقَالَ عَلِيٌّ لَوْحَمَلْنَا الْحَمِيْرَ عَلَى الْخَيْلِ لَكَانَتْ لَنَا مِثْلُ هٰذِهِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّمَا يَفْعَلُ ذٰلِكَ الَّذِيْنَ لاَ يَعْلَمُوْنَ *

৩৫৮১. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) - - - - আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে একটি খচ্চর হাদিয়া দেয়া হল। তিনি তাতে সওয়ার হলে আলী (রা) বললেন : যদি আমরা (প্রজননের উদ্দেশ্যে) গাধাকে ঘোড়ার উপর চড়াই, তাহলে আমাদের নিকট এরূপ হবে (খচ্চর জন্ম নেবে)। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : এরূপ কাজ তারাই করে, যারা অজ্ঞ।

٣٥٨٢. اَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ اَبِى جَهْضَمٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَسَأَلَهُ رَجُلٌ اَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقْرَأُ فِى الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ قَالَ لاَ قَالَ فَلَعَلَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِى نَفْسِهِ قَالَ خَمْشًا هٰذِهِ شَرٌّ مِنَ الْاُوْلٰى اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَبْدٌ اَمَرَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى بِاَمْرِهِ فَبَلَّغَهُ وَاللّٰهِ مَااخْتَصَّنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِشَىْءٍ دُوْنَ النَّاسِ اِلاَّ بِثَلاَثَةٍ اَمَرَنَا اَنْ نُسْبِغَ الْوُضُوْءَ وَاَنْ لاَنَاْكُلَ الصَّدَقَةَ وَلاَنُنْزِىَ الْحُمُرَ عَلَى الْخَيْلِ *

৩৫৮২. হুমায়দ ইব্ন মাস'আদা (র) - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : (একদা) আমি ইব্ন আব্বাস (রা)-এর নিকট ছিলাম, তখন এক ব্যক্তি তাঁর নিকট জিজ্ঞাসা করলো : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কি জুহর এবং আসরে কিরাআত পড়তেন ? তিনি বললেন : (পড়তেন) না। সে ব্যক্তি বলল : হয়তো মনে মনে পড়তেন। তিনি বললেন : তোমার মাথা, এ তো প্রথম অপেক্ষা মন্দ। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আল্লাহ্র বান্দা ছিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে যা আদেশ করেছেন, তিনি তা পৌঁছে দিয়েছেন, আল্লাহ্র কসম ! তিনি আমাদেরকে বিশেষ কিছু বলেন নি, কিন্তু আমাদেরকে তিনটি কাজের নির্দেশ দিয়েছেন : ১. আমরা যেন পূর্ণরূপে উযূ করি, ২. আমরা যেন সাদ্‌কার মাল না খাই, আর ৩. আমরা যেন গাধাকে ঘোড়ার উপর না চড়াই।

عَلَفُ الْخَيْلِ

ঘোড়াকে ঘাস ও দানাপানি খাওয়ানো

٣٥٨٣. قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ حَدَّثَنِى طَلْحَةُ بْنُ اَبِى سَعِيْدٍ اَنَّ سَعِيْدًا الْمَقْبُرِىَّ حَدَّثَهُ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنِ احْتَبَسَ فَرَسًا فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ اِيْمَانًا بِاللّٰهِ وَتَصْدِيْقًا لِوَعْدِ اللّٰهِ كَانَ شِبَعُهُ وَرِيُّهُ وَبَوْلُهُ وَرَوْثُهُ حَسَنَاتٍ فِى مِيْزَانِهِ *

৩৫৮৩. হারিস ইব্ন মিসকীন (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যে ব্যক্তি আল্লাহ্র উপর ঈমান রেখে এবং তাঁর ওয়াদাকে সত্য জেনে আল্লাহ্র পথে ঘোড়া বাঁধবে, তবে তার (ঘোড়ার) ঘাস খাওয়া, পানি পান, পেশাব ও পায়খানা করা তার পাল্লায় পুণ্যরূপে যুক্ত হবে।

غَايَةُ السَّبَقِ لِلَّتِى لَمْ تُضْمَرْ

যে ঘোড়ার ইয্‌মার[১] করা হয়নি, সে ঘোড়ার দৌড়ের শেষ প্রান্ত

٣٥٨٤. اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنِ ابْنِ اَبِى ذِئْبٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ سَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ يُرْسِلُهَا مِنَ الْحَفْيَاءِ وَكَانَ اَمَدُهَا ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ

১. ইয্‌মার বলা হয়– ঘোড়াকে খাওয়ানোর কারণে মোটাতাজা হওয়ার পর, খাদ্য-পানীয় কমিয়ে দিয়ে হাল্‌কা-পাতলা শরীরবিশিষ্ট করার মাধ্যমে তাকে প্রশিক্ষণ দেয়া ও তার দেহ গঠন করাকে।

وَسَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِى لَمْ تُضْمَرْ وَكَانَ اَمَدُهَا مِنَ الثَّنِيَّةِ اِلَى مَسْجِدِ بَنِى زُرَيْقٍ *

৩৫৮৪. ইসমাঈল ইব্‌ন মাসউদ (র) - - - -ইব্‌ন উমর (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঘোড় দৌড় করিয়েছেন। হাফ্‌য়া নামক স্থান হতে ঘোড়া ছেড়ে দেন যার শেষ সীমা ছিল সানিয়াতুল বিদা পর্যন্ত। আর তিনি যে ঘোড়ার ইযমার করা হয়নি সেগুলোর দৌড় করিয়েছিলেন সানিয়া হতে বনী যুরায়ক মসজিদ পর্যন্ত।

بَابُ اِضْمَارِ الْخَيْلِ لِلسَّبَقِ

পরিচ্ছেদ : প্রতিযোগিতার জন্য ঘোড়াকে ইয্‌মার করা

٣٥٨٥. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ سَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِىْ قَدْ اُضْمِرَتْ مِنَ الْحَفْيَاءِ وَكَانَ اَمَدُهَا ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ وَسَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِىْ لَمْ تُضْمَرْ مِنَ الثَّنِيَّةِ اِلَى مَسْجِدِ بَنِىْ زُرَيْقٍ وَاَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ كَانَ مِمَّنْ سَابَقَ بِهَا *

৩৫৮৫. মুহাম্মাদ ইব্‌ন সালামা ও হারিস ইব্‌ন মিসকীন (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) সূত্রে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঐ সকল ঘোড়ার মধ্যে ঘোড়দৌড় করান, যেগুলোর ইয্‌মার করা হয়েছিল। আর তার সীমানা ছিল হাফয়া হতে সানিয়াতুল বিদা পর্যন্ত। তিনি ﷺ ঐ সকল ঘোড়ার জন্য যাদের ইয্‌মার করা হয়নি, সানিয়া হতে বনী যুরায়কের মসজিদ পর্যন্ত দৌড়ের ব্যবস্থা করেন। আবদুল্লাহ্ (রা) ঐ ঘোড়দৌড়ে শরীক ছিলেন।

بَابُ السَّبَقِ

পরিচ্ছেদ : প্রতিযোগিতা

٣٥٨٦. اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنِ ابْنِ اَبِى ذِئْبٍ عَنْ نَافِعِ بْنِ اَبِى نَافِعٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَاسَبَقَ اِلاَّ فِى نَصْلٍ اَوْ حَافِرٍ اَوْخُفٍّ *

৩৫৮৬. ইসমাঈল ইব্‌ন মাসউদ (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তীর, ঘোড়া এবং উট ব্যতীত আর কিছুতে প্রতিযোগিতা নেই।

٢٣٥٨٧. اَخْبَرَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَبُو عُبَيْدِ اللّٰهِ الْمَخْزُوْمِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ اَبِى ذِئْبٍ عَنْ نَافِعِ بْنِ اَبِى نَافِعٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَاسَبَقَ اِلاَّ فِى نَصْلٍ اَوْ خُفٍّ اَوْ حَافِرٍ *

৩৫৮৭. সাঈদ ইব্‌ন আবদুর রহমান (র) - - - -আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তীর, উট এবং ঘোড়া ব্যতীত আর কিছুতে প্রতিযোগিতা নেই।

٣٥٨٨. اَخْبَرَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ يَعْقُوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى مَرْيَمَ قَالَ اَنْبَأَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ اَبِى جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِى عُبَيْدِ اللّٰهِ مَوْلَى الْجُنْدَعِيِّيْنَ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لاَيَحِلُّ سَبَقٌ اِلاَّ عَلَى خُفٍّ اَوْحَافِرٍ *

৩৫৮৮. ইবরাহীম ইব্ন ইয়াকূব (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) বলেন : উট এবং ঘোড়া ব্যতীত আর কিছুতে প্রতিযোগিতা বৈধ নয়।

٣٥٨٩. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى عَنْ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَتْ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ نَاقَةٌ تُسَمَّى الْعَضْبَاءَ لاَتُسْبَقُ فَجَاءَ اَعْرَابِىٌّ عَلَى قَعُوْدٍ فَسَبَقَهَا فَشَقَّ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ فَلَمَّا رَأَى مَا فِىْ وُجُوْهِهِمْ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ سُبِقَتِ الْعَضْبَاءُ قَالَ اِنَّ حَقًّا عَلَى اللّٰهِ اَنْ لاَيَرْتَفِعَ مِنَ الدُّنْيَا شَىْءٌ اِلاَّ وَضَعَهُ *

৩৫৮৯. মুহাম্মাদ ইব্ন মুসান্না (র) - - - - আনাস (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর 'আযবা' নামক একটি উটনী ছিল, যা প্রতিযোগিতায় কখনও পরাজিত হতো না। হঠাৎ আরবের এক গ্রাম্য লোক একটি জোয়ান উটের উপর সওয়ার হয়ে আসে এবং তা প্রতিযোগিতায় (আযবার) চেয়ে অগ্রগামী হয়ে যায়, যা মুসলমানদের জন্য অতি কষ্টের কারণ হয়। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ লোকদের চেহারার অবস্থা (বিষণ্ণতা) লক্ষ্য করলে, তারা বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আয্বা পিছে পড়ে গেল! তিনি বললেন : আল্লাহ্ যখন কোন বস্তুকে উঁচুতে উঠান, তখন তিনি তাকে (একবারের জন্য হলেও) নীচু করে থাকেন।

٣٥٩٠. اَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوْسَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ اَبِى الْحَكَمِ مَوْلَى لِبَنِى لَيْثٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لاَسَبَقَ اِلاَّ فِى خُفٍّ اَوْحَافِرٍ *

৩৫৯০. ইমরান ইব্ন মূসা (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : উট ও ঘোড়া ব্যতীত অন্য কিছুতে প্রতিযোগিতা নেই।

اَلْجَلَبُ

জালাব[১] প্রসঙ্গে

٣٥٩١. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بَزِيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لاَجَلَبَ وَلاَ جَنَبَ وَلاَ شِغَارَ فِى الْاِسْلاَمِ وَمَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً فَلَيْسَ مِنَّا *

৩৫৯১. মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন বাযী' (র) - - - - ইমরান ইব্ন হুসায়ন (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে, তিনি বলেছেন : ইসলামে জালাব, জানাব ও শিগার নেই। আর যে ব্যক্তি লুণ্ঠন করে, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।

১. জালাব বলা হয় – ঘোড় দৌড় প্রতিযোগিতায় আরোহী তার ঘোড়াকে দ্রুত চলার জন্য এর পেছনে কোন লোককে নিয়োগ করে, যে তাকে উত্তেজিত করতে থাকে।

اَلْجَنَبُ

জানাব[1] সম্পর্কে

٣٥٩٢. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِى قَزَعَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ جَلَبَ وَلاَ جَنَبَ وَلاَشِغَارَ فِى الاِسْلاَمِ *

৩৫৯২. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র) ---- ইমরান ইব্ন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : ইসলামে জালাব, জানাব এবং শিগার[2] নেই।

٣٥٩٣. اَخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ كَثِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّثَنِى شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنِى حُمَيْدٌ الطَّوِيْلُ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَابَقَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَعْرَابِىٌّ فَسَبَقَهُ فَكَاَنَّ اَصْحَابَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَجَدُوْا فِى اَنْفُسِهِمْ مِنْ ذٰلِكَ فَقِيْلَ لَهُ فِى ذٰلِكَ فَقِيْلَ لَهُ فِى ذٰلِكَ فَقَالَ حَقٌّ عَلَى اللّٰهِ اَنْ لاَيَرْفَعَ شَيْءٌ نَفْسَهُ فِى الدُّنْيَا اِلاَّ وَضَعَهُ اللّٰهُ *

৩৫৯৩. আমর ইব্ন উসমান (র) ---- আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (এর উটনী) এক গ্রাম্য লোকের সাথে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয় এবং লোকটি অগ্রগামী (বিজয়ী) হয়। এতে সাহাবিগণ মনঃক্ষুণ্ন হন এবং তাঁর নিকট এ বিষয়ে আলোচনা করা হলে তিনি বলেন : আল্লাহ্ তা'আলার করণীয় এরূপ যে, কেউ নিজেকে উঁচুতে তুললে আল্লাহ্ তাকে নীচু করে দেন।

بَابُ سُهْمَانِ الْخَيْلِ

পরিচ্ছেদ : (গনীমতে) ঘোড়ার অংশ

٣٥٩٤. قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِى سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ ضَرَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَامَ خَيْبَرَ لِلزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ اَرْبَعَةَ اَسْهُمٍ سَهْمًا لِلزُّبَيْرِ وَسَهْمًا لِذِى الْقُرْبَى لِصَفِيَّةَ بِنْتِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اُمِّ الزُّبَيْرِ وَسَهْمَيْنِ لِلْفَرَسِ *

৩৫৯৪. হারিস ইব্ন মিসকীন (র) ---- আব্বাদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন যুবায়র (রা) তাঁর দাদা থেকে বর্ণিত। তিনি বলতেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খায়বর যুদ্ধের পর যুবায়র ইব্ন আওয়ামকে গনীমতের মাল থেকে চার অংশ দেন। এক অংশ তাঁর নিজের, এক অংশ যুবায়রের মাতা সাফয়্যা বিন্ত আবদুল মুত্তালিবের-নিকটাত্মীয়ের অংশরূপে এবং দুই অংশ ঘোড়ার জন্য।

---

১. জানাব বলা হয়– ঘোড় দৌড়ের সময় আরোহীর দ্বিতীয় ঘোড়া পাশে রাখা, যদি প্রথম ঘোড়া ক্লান্ত হয়, তবে তাতে বসে সে দৌড় শেষ করবে।

২. শিগার বলা হয়– বিনিময়ে বিবাহ; যেমন যদি কেউ তার মেয়েকে কারো কাছে এ শর্তে বিয়ে দেয় যে, সে তার বোনকে মেয়ের মোহরানার বিনিময়ে তার কাছে বিয়ে দেবে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ الْاِحْبَاسِ

অধ্যায় : ওয়াক্‌ফ

আল্লাহ্‌র রাস্তায় নিজের মাল দান করা

٣٥٩٥. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ قَالَ مَاتَرَكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ دِيْنَارًا وَلَادِرْهَمًا وَلَا عَبْدًا وَلَا اَمَةً اِلاَّ بَغْلَتَهُ الشَّهْبَاءَ الَّتِىْ كَانَ يَرْكَبُهَا وَسِلَاحَهُ وَاَرْضًا جَعَلَهَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَقَالَ قُتَيْبَةُ مَرَّةً اُخْرٰى صَدَقَةً *

৩৫৯৫. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) - - - - আমর ইব্‌ন হারিস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দীনার-দিরহাম (স্বর্ণ মুদ্রা-রৌপ্য মুদ্রা, টাকা-পয়সা), দাস-দাসী কিছুই রেখে যান নি, একটি সাদা (শাহবা) খচ্চর ব্যতীত, যাতে তিনি আরোহণ করতেন; আর তাঁর হাতিয়ার (রেখে যান)। আর তাঁর যমীন যা তিনি আল্লাহ্‌র রাস্তায় দান করে যান। কুতায়বা (র) কখনো বলেন : (এগুলো) তিনি সাদাকারূপে রেখে যান।

٣٥٩٦. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُو اِسْحٰقَ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ الْحَارِثِ يَقُوْلُ مَاتَرَكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلاَّ بَغْلَتَهُ الْبَيْضَاءَ وَسِلَاحَهُ وَاَرْضًا تَرَكَهَا صَدَقَةً *

৩৫৯৬. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - আমর ইব্‌ন হারিস (রা) বলেন : (আমি দেখেছি), রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর একটি সাদা খচ্চর ও হাতিয়ার ব্যতীত কিছুই রেখে যান নি, আর যমীন তো তিনি সাদাকা করে যান।

٣٥٩٧. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ الْحَارِثِ يَقُوْلُ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَاتَرَكَ اِلاَّ بَغْلَتَهُ الشَّهْبَاءَ وَسِلَاحَهُ وَاَرْضًا تَرَكَهَا صَدَقَةً *

৩৫৯৭. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - আমর ইব্‌ন হারিস (রা) বলেন : আমি দেখেছি, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর একটি সাদা খচ্চর ও হাতিয়ার ব্যতীত কিছুই রেখে যান নি, আর কিছু যমীন যা তিনি সাদ্‌কা করে যান।

كَيْفَ يُكْتَبُ الْحَبْسُ وَذِكْرُ الْاِخْتِلاَفِ عَلَى بْنِ عَوْنٍ فِى خَبَرِ ابْنِ عُمَرَ فِيْهِ

পরিচ্ছেদ : 'ওয়াক্‌ফ' লেখার নিয়ম এবং এ প্রসঙ্গে ইব্‌ন উমর (রা) হতে বর্ণিত হাদীসে ইব্‌ন আওনের বর্ণনায় বিরোধ

٣٥٩٨. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَأَنَا اَبُو دَاوُدَ الْحَفْرِىُّ عُمَرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِىِّ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ قَالَ اَصَبْتُ اَرْضًا مِنْ اَرْضِ خَيْبَرَ فَاَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ اَصَبْتُ اَرْضًا لَمْ اُصِبْ مَالاً اَحَبَّ اِلَىَّ وَلاَ اَنْفَسَ عِنْدِىْ مِنْهَا قَالَ اِنْ شِئْتَ تَصَدَّقْتَ بِهَا فَتَصَدَّقَ بِهَا عَلَى اَنْ لاَتُبَاعَ وَلاَتُوْهَبَ فِى الْفُقَرَاءِ وَذِى الْقُرْبٰى وَالرِّقَابِ وَالضَّيْفِ وَابْنِ السَّبِيْلِ لاَجُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا اَنْ يَاْكُلَ بِالْمَعْرُوْفِ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ مَالاً وَيُطْعِمَ *

৩৫৯৮. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি খায়বর এলাকার একখণ্ড জমি পাই, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট এসে বললাম : আমি একখণ্ড জমি পেয়েছি, আমি তা হতে উত্তম ও প্রিয় আর কোন মাল পাইনি। তিনি বললেন : যদি তুমি তা সাদাকা করতে ইচ্ছা কর (তবে তা সাদ্‌কা করে দাও)। তখন তিনি তা সাদাকা করে দিলেন এভাবে যে, সে জমি বিক্রি হবে না এবং দান-হেবা করাও যাবে না; বরং গরীব আত্মীয়দের মধ্যে এবং দাস মুক্তির জন্য, মেহমান ও মুসাফিরের জন্য সাদাকা হবে। মুতাওয়াল্লী তা থেকে ইনসাফের সাথে ভোগ করতে পারবে, ধনী হওয়ার জন্য নয়। (আর সে তা) অন্যদেরকেও খাওয়াতে পারবে।

٣٥٩٩. اَخْبَرَنِى هٰرُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو وَعَنْ اَبِى اِسْحٰقَ الْفَزَارِىِّ عَنْ اَيُّوْبَ بْنِ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ نَحْوَهُ *

৩৫৯৯. হারূন ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) - - - - উমর (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণিত।

٣٦٠٠. اَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ قَالَ اَصَابَ عُمَرُ اَرْضًا بِخَيْبَرَ فَاَتَى النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ اَصَبْتُ اَرْضًا لَمْ اُصِبْ مَالاً قَطُّ اَنْفَسَ عِنْدِىْ فَكَيْفَ تَاْمُرُبِهِ قَالَ اِنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ اَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا فَتَصَدَّقَ بِهَا عَلَى اَنْ لاَتُبَاعَ وَلاَتُوْهَبَ وَلاَتُوْرَثَ فِى الْفُقَرَاءِ وَالْقُرْبٰى وَالرِّقَابِ وَفِى

سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالضَّيْفِ وَابْنِ السَّبِيْلِ لَاجُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا اَنْ يَاكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوْفِ وَيُطْعِمَ صَدِيْقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيْهِ *

৩৬০০. হুমায়দ ইব্‌ন মাস্‌'আদা (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : উমর (রা) খায়বরে একখণ্ড জমি পান। তিনি নবী ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলেন : আমি একখণ্ড জমি পেয়েছি, আর এতো পছন্দনীয় মাল আর কখনো আমার হস্তগত হয়নি। ঐ জমির ব্যাপারে আপনি আমাকে কী আদেশ করেন ? তিনি বললেন : যদি তুমি (তা ওয়াক্‌ফ করতে) চাও, তবে মূল বস্তু রেখে দাও এবং যা (তাতে উৎপন্ন হয়) তা সাদাকা করে দাও। তখন তিনি তা এভাবে সাদাকা করেন যে, জমি বিক্রয় হবে না, দানও করা যাবে না, আর মীরাসরূপে বন্টনও হবে না (বরং তা দান করা হবে) গরীব ও আত্মীয়দের মধ্যে, দাস-মুক্তির জন্য, আর মেহমানদের এবং মুসাফিরদের মধ্যে (বন্টন করা হবে)। যদি এই জমির মুতাওয়াল্লী ন্যায়-নীতির সাথে খায় এবং বন্ধুদের খাওয়ায়, তবে তার তো পাপ হবে না। কিন্তু তা দ্বারা সে ধনী হতে পারবে না।

٣٦٠١. اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ ابْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرٌ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ وَاَنْبَانَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اَصَابَ عُمَرُ اَرْضًا بِخَيْبَرَ فَاَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَاسْتَأْمَرَهُ فِيْهَا فَقَالَ اِنِّيْ اَصَبْتُ اَرْضًا كَثِيْرًا لَمْ اُصِبْ مَالاً قَطُّ اَنْفَسَ عِنْدِيْ مِنْهُ فَمَا تَأمُرُ فِيْهَا قَالَ اِنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ اَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا فَتَصَدَّقَ بِهَا عَلَى اَنَّهُ لَاتُبَاعُ وَلَاتُوْهَبُ فَتَصَدَّقَ بِهَا فِى الْفُقَرَاءِ وَالْقُرْبٰى وَفِى الرِّقَابِ وَفِى سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ وَالضَّيْفِ لَاجُنَاحَ يَعْنِى عَلَى مَنْ وَلِيَهَا اَنْ يَاكُلَ اَوْ يُطْعِمَ صَدِيْقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ اللَّفْظُ لِاِسْمَاعِيْلَ *

৩৬০১. ইসমাঈল ইব্‌ন মাসঊদ (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : খায়বরে উমর (রা) একখণ্ড জমি পান। এ ব্যাপারে পরামর্শ করার জন্য তিনি নবী ﷺ -এর নিকট এসে বলেন : আমি বড় একখণ্ড জমি পেয়েছি, আর এতো পছন্দনীয় মাল আর কখনো পাইনি। এ ব্যাপারে আপনি আমাকে কী আদেশ করেন ? তিনি ﷺ বললেন : যদি তুমি ইচ্ছা কর, তবে তার মূল অবশিষ্ট রেখে (তা থেকে উৎপন্ন দ্রব্য) সাদ্‌কা করতে পার। গরীব-দুঃখীকে, আত্মীয়দেরকে, দাস-মুক্তকরণে আল্লাহ্‌র রাস্তায় মুসাফিরদেরকে এবং মেহমানদেরকে। যদি এর মুতাওয়াল্লী ন্যায়-নীতির সাথে তা থেকে খায়, কিংবা তার বন্ধুদেরও খাওয়ায়, তবে তার কোন গুনাহ্ হবে না। তবে তা দিয়ে সে ধনবান হতে পারবে না।

٣٦٠٢. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا اَزْهَرُ السَّمَّانُ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ عُمَرَ اَصَابَ اَرْضًا بِخَيْبَرَ فَاَتَى النَّبِيَّ ﷺ يَسْتَأْمِرُهُ فِى ذٰلِكَ فَقَالَ اِنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ اَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا فَحَبَّسَ اَصْلَهَا اَنْ لَاتُبَاعَ وَلَاتُوْهَبَ وَلَا تُوْرَثَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عَلَى الْفُقَرَاءِ

وَالْقُرْبَى وَالرِّقَابِ وَفِي الْمَسَاكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ وَالضَّيْفِ لاَجُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا اَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوْفِ اَوْ يُطْعِمَ صَدِيْقَهُ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيْهِ *

৩৬০২. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, উমর (রা) খায়বরে একখণ্ড জামি পান, তিনি নবী ﷺ -এর নিকট এসে এ ব্যাপারে পরামর্শ চাইলে তিনি বলেন : যদি তুমি ইচ্ছা কর, তবে তার মূলটি রেখে তা (থেকে উৎপন্ন দ্রব্য) সাদাকা করতে পার। এভাবে যে, তা বিক্রি করা যাবে না, দান করা যাবে না, তার কেউ ওয়ারিস হবে না, আর তা সাদাকা করা যাবে, গরীবদের ও আত্মীয়দের মধ্যে, দাস-মুক্তকরণে, মিসকীনদের এবং মুসাফিরদের এবং মেহমানদের জন্য। যে তার তত্ত্বাবধায়ক হবে, তার জন্য তা থেকে ন্যায়সংগতভাবে ভক্ষণ করায় কোন পাপ হবে না। আর তার বন্ধুদের খাওয়ানেতে। কিন্তু এর দ্বারা সে মালদার হতে পারবে না।

٣٦٠٣. اَخْبَرَنَا اَبُو بَكْرِ ابْنُ نَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَهْزٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ اَنَسٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ قَالَ اَبُو طَلْحَةَ اِنَّ رَبَّنَا لَيَسْأَلُنَا عَنْ اَمْوَالِنَا فَاُشْهِدُكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَنِّىْ قَدْ جَعَلْتُ اَرْضِىْ لِلّٰهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اجْعَلْهَا فِى قَرَابَتِكَ فِىْ حَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ وَاُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ *

৩৬০৩. আবূ বকর ইব্‌ন নাফে' (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যখন لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ (অর্থ : তোমরা পুণ্য লাভ করতে পারবে না– যতক্ষণ না তোমরা তেমাদের প্রিয় বস্তু হতে ব্যয় করবে) এ আয়াত নাযিল হলো, তখন আবূ তাল্‌হা (র) বললেন : আমাদের রব আমাদেরকে মাল হতে নিতে ইচ্ছা করেন। ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আপনি সাক্ষী থাকুন, আমি আমার জমি আল্লাহ্‌র জন্য ওয়াক্ফ অর্থাৎ দান করে দিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তুমি তা (তোমার যমীনকে) তোমার আত্মীয় হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত এবং উবাই ইব্‌ন কা'বকে দিয়ে দাও।

بَابٌ حَبْسِ الْمُشَاعِ

পরিচ্ছেদ : বণ্টনের পূর্বে শরীকী জমি ওয়াক্ফ করা

٣٦٠٤. اَخْبَرَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ عُمَرُ لِلنَّبِىِّ ﷺ اِنَّ الْمِائَةَ سَهْمٍ الَّتِىْ لِىْ بِخَيْبَرَ لَمْ اُصِبْ مَالاً قَطُّ اَعْجَبَ اِلَىَّ مِنْهَا قَدْ اَرَدْتُ اَنْ اَتَصَدَّقَ بِهَا فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَحْبِسْ اَصْلَهَا وَسَبِّلْ ثَمَرَتَهَا *

৩৬০৪. সা'দ ইব্‌ন আবদুর রহমান (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : উমর (রা) নবী ﷺ-কে বললেন : খায়বরে আমার যে একশতটি অংশ (জমি) রয়েছে, আর এত পছন্দনীয় মাল আমার কখনও

ছিল না। আমি তা সাদাকা করতে ইচ্ছা করি। নবী ﷺ বললেন : এর মূলটি রেখে (তুমি) এর ফল (উৎপাদন) দান করে দাও।

٣٦٠٥. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْخَلَنْجِىُّ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ عُمَرُ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ اَصَبْتُ مَالاً لَمْ اُصِبْ مِثْلَهُ قَطُّ كَانَ لِىْ مِائَةُ رَأْسٍ فَاشْتَرَيْتُ بِهَا مِائَةَ سَهْمٍ مِنْ خَيْبَرَ مِنْ اَهْلِهَا وَاِنِّىْ قَدْ اَرَدْتُ اَنْ اَتَقَرَّبَ بِهَا اِلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ فَاحْبِسْ اَصْلَهَا وَسَبِّلِ الثَّمَرَةَ *

৩৬০৫. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ খালান্‌জী (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, উমর (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমি এমন উত্তম মাল পেয়েছি, যা আমি এর পূর্বে কখনও পাইনি। আমার নিকট একশত মাল (উট ইত্যাদি) ছিল, আমি খায়বরবাসীদের নিকট থেকে তা দিয়ে জমির একশত অংশ ক্রয় করেছি। এখন আমি তা দিয়ে মহান মহীয়ান আল্লাহ্ তা'আলার নৈকট্য লাভ করতে চাই। তিনি বললেন : তুমি তার মূল (জমি) রেখে দাও এবং তা থেকে উৎপন্নদ্রব্য দান কর।

٣٦٠٦. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصَفًّى بْنِ بَهْلُوْلٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ سَالِمٍ الْمَكِّىِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ قَالَ سَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ اَرْضٍ لِىْ بِثَمْغٍ قَالَ اَحْبِسْ اَصْلَهَا وَسَبِّلْ ثَمَرَتَهَا *

৩৬০৬. মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুসাফ্‌ফা ইব্‌ন বাহ্‌লূল (র) - - - - উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : (মদীনার) সামগ নামক স্থানে আমার একখণ্ড জমি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলে, তিনি বলেন : তুমি তার মূল রেখে দাও এবং এর উৎপাদন (আয়) ব্যয় কর।

بَابٌ وَقْفُ الْمَسَاجِدِ

পরিচ্ছেদ : মসজিদের জন্য ওয়াক্‌ফ করা

٣٦٠٧. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَانَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ اَبِىْ يُحَدِّثُ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ جَاوَانَ رَجُلٍ مِنْ بَنِىْ تَمِيْمٍ وَذَاكَ اِنِّىْ قُلْتُ لَهُ اَرَاَيْتَ اُعْتِزَالَ الْاَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ مَاكَانَ قَالَ سَمِعْتُ الْاَحْنَفَ يَقُوْلُ اَتَيْتُ الْمَدِيْنَةَ وَاَنَا حَاجٌّ فَبَيْنَا نَحْنُ فِىْ مَنَازِلِنَا نَضَعُ رِحَالَنَا اِذْ اَتَى اٰتٍ فَقَالَ قَدِ اُجْتَمَعَ النَّاسُ فِي الْمَسْجِدِ فَاطَّلَعْتُ فَاِذَا يَعْنِى النَّاسَ مُجْتَمِعُوْنَ وَاِذَا بَيْنَ اَظْهُرِهِمْ نَفَرٌ قُعُوْدٌ فَاِذَا هُوَ عَلِىُّ بْنُ اَبِىْ

طَالِبٍ وَالزُّبَيْرُ وَطَلْحَةُ وَسَعْدُ بْنُ اَبِى وَقَّاصٍ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ فَلَمَّا قُمْتُ عَلَيْهِمْ قِيْلَ هٰذَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ قَدْ جَاءَ قَالَ فَجَاءَ وَعَلَيْهِ مُلَيَّةٌ صَفْرَاءُ فَقُلْتُ لِصَاحِبِى كَمَا اَنْتَ حَتّٰى اَنْظُرَ مَاجَاءَ بِهِ فَقَالَ عُثْمَانُ اَهٰهُنَا عَلِىٌّ اَهٰهُنَا الزُّبَيْرُ اَهٰهُنَا طَلْحَةُ اَهٰهُنَا سَعْدٌ قَالُوا نَعَمْ قَالَ فَاَنْشُدُكُمْ بِاللّٰهِ الَّذِى لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ اَتَعْلَمُوْنَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ يَبْتَاعُ مِرْبَدَ بَنِى فُلاَنٍ غَفَرَ اللّٰهُ لَهُ فَابْتَعْتُهُ فَاَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ اِنِّى اَبْتَعْتُ مِرْبَدَ بَنِى فُلاَنٍ قَالَ فَاجْعَلْهُ فِى مَسْجِدِنَا وَاَجْرُهُ لَكَ قَالُوْا نَعَمْ قَالَ فَاَنْشُدُكُمْ بِاللّٰهِ الَّذِى لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ هَلْ تَعْلَمُوْنَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ يَبْتَاعُ بِئْرَ رُوْمَةَ غَفَرَ اللّٰهُ لَهُ فَاَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ قَدْ اَبْتَعْتُ بِئْرَ رُوْمَةَ قَالَ فَاجْعَلْهَا سِقَايَةً لِلْمُسْلِمِيْنَ وَاَجْرُهَا لَكَ قَالُوا نَعَمْ قَالَ فَاَنْشُدُكُمْ بِاللّٰهِ الَّذِىْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ هَلْ تَعْلَمُوْنَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ يُجَهِّزْ جَيْشَ الْعُسْرَةِ غَفَرَ اللّٰهُ لَهُ فَجَهَّزْتُهُمْ حَتّٰى مَايَفْقِدُوْنَ عِقَالاً وَلاَ خِطَامًا قَالُوْا نَعَمْ قَالَ اَللّٰهُمَّ اشْهَدْ اَللّٰهُمَّ اشْهَدْ اَللّٰهُمَّ اشْهَدْ ٭

৩৬০৭. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - - হুসায়ন ইব্ন আবদুর রহমান বনী তামীমের আমর ইব্ন জাওয়ান (রা) হতে বর্ণনা করেন এ প্রসঙ্গে যে, আমি তাকে বললাম : আপনি আহনাফ্ ইব্ন কায়স (রা)-এর (সাহাবিগণের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব) পৃথক থাকা সম্পর্কে আপনার অভিমত বর্ণনা করুন। তিনি বললেন : আমি আহনাফ্কে বলতে শুনেছি। আমি হজ্জ উপলক্ষে মদীনায় আসলাম। আমরা আমাদের মনযিলে ছিলাম, এমন সময় এক ব্যক্তি এসে বললো : লোক মসজিদে একত্রিত হচ্ছে। আমি গিয়ে দেখলাম, লোক মসজিদে একত্রিত রয়েছে। তাঁদের মাঝে রয়েছেন- আলী ইব্ন আবূ তালিব, যুবায়র, তালহা এবং সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাস (রা)। আমি যখন তাদের নিকট দাঁড়ালাম তখন বলা হলো : এই যে, উসমান ইব্ন আফ্ফান এসে গেছেন। তাঁর গায়ে ছিল একখানা হলুদ বর্ণের চাদর। রাবী বলেন : আমি আমার সাথীকে বললাম, তুমি এখানে অবস্থান কর, দেখি উসমান (রা) কি বলেন। উসমান (রা) বললেন : এখানে কি আলী (রা) আছেন ? এখানে কি যুবায়র (রা) আছেন ? এখানে কি তালহা (রা) আছেন ? এবং এখানে কি সা'দ (রা) আছেন ? তারা বললেন : হ্যাঁ (আমরা এখানে আছি)। তিনি বললেন : আমি তোমাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলার কসম দিয়ে বলছি, যিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নেই, তোমরা কি অবগত আছ যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : যে ব্যক্তি অমুক অমুক গোত্রের (উটের) বাথান ক্রয় করবে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে ক্ষমা করে দেবেন। আমি তা ক্রয় করে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট এসে বললাম : আমি অমুক (উটের) বাথান খরিদ করেছি। তিনি বললেন : এখন তুমি তা আমাদের মসজিদের জন্য (ওয়াক্ফ করে) দিয়ে দাও, তাহলে এর সওয়াব তুমি পাবে। তাঁরা বললেন : হ্যাঁ। তিনি আবার বললেন : আমি তোমাদেরকে আল্লাহ্র কসম দিয়ে বলছি। যিনি ব্যতীত আর কোন ইলাহ্ নেই। তোমরা কি অবগত আছ যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন : যে ব্যক্তি 'রূমা' কূপ ক্রয় করবে আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করে দেবেন।

আমি (তা ক্রয় করে) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট এসে বললাম : আমি 'রূমা' কূপ ক্রয় করেছি। তখন তিনি বললেন : এখন তা তুমি মুসলমানদের পানি পান করার জন্য (ওয়াক্‌ফ করে) দিয়ে দাও, আর এর সওয়াব তুমি পাবে। তাঁরা বললেন : হ্যাঁ। তিনি আবার বললেন : আমি তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র শপথ দিয়ে বলছি। যিনি ব্যতীত আর কোন ইলাহ নেই। তোমরা কি জান, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : যে ব্যক্তি অনটনগ্রস্ত (তাবুক) যুদ্ধের বাহিনীর যুদ্ধোপকরণের ব্যবস্থা করে দেবে, আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করে দেবেন। এরপর আমি তাদের জন্য এমন যুদ্ধোপকরণের ব্যবস্থা করে দেই যে, ঐ বাহিনীর কোন লোকের একটি রশির বা একটি লাগামেরও অভাব হয়নি ? তারা বললেন : হ্যাঁ। উসমান (রা) এরপর বলেন : হে আল্লাহ্ ! আপনি সাক্ষী থাকুন ! হে আল্লাহ্ ! আপনি সাক্ষী থাকুন ! হে আল্লাহ্ ! আপনি সাক্ষী থাকুন !

٣٦٠٨. أَخْبَرَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ إِدْرِيْسَ قَالَ سَمِعْتُ حُصَيْنَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ يُحَدِّثُ عَنْ عُمَرَ بْنِ جَاوَانَ عَنِ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ خَرَجْنَا حُجَّاجًا فَقَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ وَنَحْنُ نُرِيْدُ الْحَجَّ فَبَيْنَا نَحْنُ فِي مَنَازِلِنَا نَضَعُ رِحَالَنَا إِذْ أَتَانَا آتٍ فَقَالَ إِنَّ النَّاسَ قَدِ اجْتَمَعُوْا فِي الْمَسْجِدِ وَفَزِعُوا فَانْطَلَقْنَا فَإِذَا النَّاسُ مُجْتَمِعُوْنَ عَلَى نَفَرٍ فِي وَسَطِ الْمَسْجِدِ وَإِذَا عَلِيٌّ وَالزُّبَيْرُ وَطَلْحَةُ وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ فَإِنَّا لَكَذٰلِكَ إِذْ جَاءَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ عَلَيْهِ مُلَاءَةٌ صَفْرَاءُ قَدْ قَنَّعَ بِهَا رَأْسَهُ فَقَالَ أَهٰهُنَا عَلِيٌّ أَهٰهُنَا طَلْحَةُ أَهٰهُنَا الزُّبَيْرُ أَهٰهُنَا سَعْدٌ قَالُوا نَعَمْ قَالَ فَإِنِّي أَنْشُدُكُمْ بِاللّٰهِ الَّذِي لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ أَتَعْلَمُوْنَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ يَبْتَاعُ مِرْبَدَ بَنِي فُلَانٍ غَفَرَ اللّٰهُ لَهُ فَابْتَعْتُهُ بِعِشْرِيْنَ أَلْفًا أَوْ بِخَمْسَةٍ وَعِشْرِيْنَ أَلْفًا فَأَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ اجْعَلْهَا فِي مَسْجِدِنَا وَأَجْرُهُ لَكَ قَالُوا اللّٰهُمَّ نَعَمْ قَالَ فَأَنْشُدُكُمْ بِاللّٰهِ الَّذِي لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ أَتَعْلَمُوْنَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ يَبْتَاعُ بِئْرَ رُوْمَةَ غَفَرَ اللّٰهُ لَهُ فَابْتَعْتُهُ بِكَذَا وَكَذَا فَأَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ قَدِ ابْتَعْتُهَا بِكَذَا وَكَذَا قَالَ اجْعَلْهَا سِقَايَةً لِلْمُسْلِمِيْنَ وَأَجْرُهَا لَكَ قَالُوا اللّٰهُمَّ نَعَمْ قَالَ فَأَنْشُدُكُمْ بِاللّٰهِ الَّذِي لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ أَتَعْلَمُوْنَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَظَرَ فِي وُجُوْهِ الْقَوْمِ فَقَالَ مَنْ جَهَّزَ هٰؤُلَاءِ غَفَرَ اللّٰهُ لَهُ يَعْنِي جَيْشَ الْعُسْرَةِ فَجَهَّزْتُهُمْ حَتّٰى مَا يَفْقِدُوْنَ عِقَالًا وَلَا خِطَامًا قَالُوْا اللّٰهُمَّ نَعَمْ قَالَ اللّٰهُمَّ اشْهَدْ اللّٰهُمَّ اشْهَدْ *

৩৬০৮. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - উমর ইবন জাওয়ান (র) সূত্রে আহনাফ ইব্‌ন কায়স (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা (বাড়ি হতে) হজ্জ করার জন্য (বের হয়ে) মদীনায় পৌঁছলাম। আমরা আমাদের মনযিলে পৌঁছে আমাদের মাল-সামান যখন নামিয়ে রাখছিলাম, তখন এক ব্যক্তি এসে বললেন : লোকজন

মসজিদে একত্রিত হয়েছে এবং তারা ভীত-সন্ত্রস্ত। এরপর আমরা গিয়ে দেখলাম যে, মসজিদের মাঝখানে কয়েকজনকে ঘিরে কিছু লোক একত্রিত রয়েছে এবং এঁদের মধ্যে আছেন আলী, যুবায়র, তালহা এবং সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) আমরা তাঁদের সঙ্গে বসলাম। এমতাবস্থায় উসমান ইব্ন আফ্ফান (রা) উপস্থিত হলেন এবং তাঁর গায়ে একখানা হলুদ রংয়ের চাদর ছিল, যা দিয়ে তিনি তাঁর মাথা ঢেকে রেখেছিলেন। এরপর তিনি বললেন : এখানে কি আলী (রা) আছেন, এখানে কি তাল্হা (রা) আছেন, এখানে কি যুবায়র (রা) আছেন, এখানে কি সা'দ (রা) আছেন ? তারা বললেন : হ্যাঁ, (আমরা এখানে উপস্থিত আছি)। উসমান (রা) বললেন : আমি তোমাদেরকে ঐ আল্লাহ্র কসম দিয়ে বলছি, যিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই, তোমরা কি জান যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : অমুক গোত্রের (উটের) বাথান যে ক্রয় করবে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে ক্ষমা করে দেবেন। আমি ঐ স্থানটি বিশ হাজার বা পঁচিশ হাজার (দিরহাম) দিয়ে ক্রয় করি। এরপর আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর দরবারে উপস্থিত হয়ে তাঁকে এ খবর দেই। তখন তিনি বললেন : তুমি তা আমাদের মসজিদের জন্য (ওয়াক্ফ করে) দিয়ে দাও। এর সওয়াব তুমি পাবে। তাঁরা বললেন : হ্যাঁ, আল্লাহ সাক্ষী। উসমান (রা) আবার বললেন : আমি তোমাদেরকে ঐ আল্লাহ্র শপথ দিয়ে বলছি–যিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই তোমরা কি জান যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : 'রূমা' কূপ যে ক্রয় করবে আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করে দেবেন। তখন আমি তা এত এত মূল্যে ক্রয় করি এবং আমি নবী ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলি : আমি তা এত এত মূল্যে ক্রয় করে। তিনি বললেন : তুমি তা মুসলমানদের পানি পান করার জন্য (ওয়াক্ফ করে) দিয়ে দাও, আর এর সওয়াব তুমি পাবে। তখন তাঁরা বললেন : হ্যাঁ, আল্লাহ সাক্ষী! তিনি আবার বললেন : আমি তোমাদেরকে ঐ আল্লাহ্র শপথ দিয়ে বলছি– যিনি ব্যতীত আর কোন ইলাহ নেই। তোমরা কি জান, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ লোকদের দিকে তাকিয়ে বললেন : যে এদের যুদ্ধের সামান অর্থাৎ অনটনগ্রস্ত (তাবুক) বাহিনীর ব্যবস্থা করে দেবে আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করে দেবেন। তখন আমি তাদের জন্য এমন সামানের ব্যবস্থা করলাম যে, তারা একটি রশি বা লাগামের অভাব অনুভব করল না। তাঁরা বললেন : হ্যাঁ, আল্লাহ সাক্ষী! তিনি বললেন : আল্লাহ্ আপনি সাক্ষী থাকুন! আল্লাহ্ আপনি সাক্ষী থাকুন !

٣٦٠٩. اَخْبَرَنِىْ زِيَادُ بْنُ اَيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِى الْحَجَّاجِ عَنْ سَعِيْدٍ الْجُرَيْرِىِّ عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ حَزْنٍ الْقُشَيْرِىِّ قَالَ شَهِدْتُ الدَّارَ حِيْنَ اَشْرَفَ عَلَيْهِمْ عُثْمَانُ فَقَالَ اَنْشُدُكُمْ بِاللّٰهِ وَبِالْاِسْلَامِ هَلْ تَعْلَمُوْنَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ وَلَيْسَ بِهَا مَاءٌ يُسْتَعْذَبُ غَيْرَ بِئْرِ رُوْمَةَ فَقَالَ مَنْ يَشْتَرِى بِئْرَ رُوْمَةَ فَيَجْعَلُ فِيْهَا دَلْوَهُ مَعَ دِلَاءِ الْمُسْلِمِيْنَ بِخَيْرٍ لَهُ مِنْهَا فِى الْجَنَّةِ فَاشْتَرَيْتُهَا مِنْ صُلْبِ مَالِىْ فَجَعَلْتُ دَلْوِىْ فِيْهَا مَعَ دِلَاءِ الْمُسْلِمِيْنَ وَاَنْتُمُ الْيَوْمَ تَمْنَعُوْنِىْ مِنَ الشُّرْبِ مِنْهَا حَتّٰى اَشْرَبَ مِنْ مَاءِ الْبَحْرِ قَالُوْا اَللّٰهُمَّ نَعَمْ قَالَ فَاَنْشُدُكُمْ بِاللّٰهِ وَالْاِسْلَامِ هَلْ تَعْلَمُوْنَ اَنِّى جَهَّزْتُ جَيْشَ الْعُسْرَةِ مِنْ مَالِى قَالُوْا اَللّٰهُمَّ نَعَمْ قَالَ فَاَنْشُدُكُمْ بِاللّٰهِ وَالْاِسْلَامِ هَلْ تَعْلَمُوْنَ اَنَّ الْمَسْجِدَ ضَاقَ بِاَهْلِهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ يَشْتَرِى بُقْعَةَ اٰلِ فُلَانٍ فَيَزِيْدُهَا فِى الْمَسْجِدِ بِخَيْرٍ لَهُ مِنْهَا فِى الْجَنَّةِ فَاشْتَرَيْتُهَا مِنْ صُلْبِ

مَالِىْ فَـزِدْتُهَا فِى الْمَسْجِدِ وَاَنْتُمْ تَمْنَعُوْنِى اَنْ اُصَلِّىَ فِيْهِ رَكْعَتَيْنِ قَالُوْا اَللّٰهُمَّ نَعَمْ اَنْشُدُكُمْ بِاللّٰهِ وَالْاِسْلاَمِ هَلْ تَعْلَمُوْنَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ عَلَى ثَبِيْرِ ثَبِيْرِ مَكَّةَ وَمَعَهُ اَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَاَنَا فَتَحَرَّكَ الْجَبَلُ فَرَكَضَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِرِجْلِهِ وَقَالَ اسْكُنْ ثَبِيْرُ فَاِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِىٌّ وَصِدِّيْقٌ وَشَهِيْدَانِ قَالُوْا اَللّٰهُمَّ نَعَمْ قَالَ اللّٰهُ اَكْبَرُ شَهِدُوالِىْ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ يَعْنِى اَنِّىْ شَهِيْدٌ *

৩৬০৯. যিয়াদ ইব্‌ন আইউব (র) - - - - ছুমামা ইব্‌ন হায্‌ন কুশায়রী (রা) বলেন : আমি উসমান (রা)-এর (অবরুদ্ধ হওয়ার সময় তাঁর) বাড়িতে উপস্থিত ছিলাম, যখন তিনি উপর হতে নিচের দিকে লক্ষ্য করে লোকদের বললেন : আমি তোমাদেরকে আল্লাহ্ এবং ইসলামের দোহাই দিয়ে জিজ্ঞাসা করছি, তোমাদের কি এ কথা জানা আছে যে, যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মদীনায় আগমন করেন, তখন সেখানে সুপেয় পানি ছিল না– 'রূমা' কূপ ব্যতীত। তিনি জিজ্ঞাসা বললেন : 'রূমা কূপ' কে ক্রয় করবে এইরূপে যে, তাতে তার বালতি মুসলমানদের বালতিগুলোর সমতুল্য করে দিবে (অর্থাৎ সে মুসলমানদের সাথে নিজেও তা থেকে পানি উঠাবে, অর্থাৎ তা মুসলমানদের জন্য ওয়াক্ফ করে দেবে, যে ব্যক্তি এরূপ করবে,) সে বেহেশতে এর চাইতে উত্তম বিনিময় পাবে। তখন আমি তা আমার নিজের ব্যক্তিগত টাকা দিয়ে ক্রয় তাতে আমার বালতিকে মুসলমানদের বালতির সমতুল্য করে দেই (মুসলমানদের পানি পানের জন্য দান করে দেই)। অথচ তোমরা আজ আমাকে সেই পানি পান করতে বাধা দিচ্ছ, আর আমি সমুদ্রের (লোনা) পানি পান করছি। তারা বললেন : হ্যাঁ, আল্লাহ্ সাক্ষী! তিনি আবার বললেন : আমি তোমাদেরকে আল্লাহ্ এবং ইসলামের দোহাই দিয়ে জিজ্ঞাসা করছি, তোমারা কি জানো যে, আমি সংকটাপন্ন (তাবুক যুদ্ধের) মুজাহিদদের সামান আমার মাল দ্বারা ক্রয় করে দিয়েছিলাম ? তারা বললেন: হ্যাঁ, আল্লাহ্ সাক্ষী! তিনি আবার বললেন : আমি তোমাদেরকে আল্লাহ্ এবং ইসলামের শপথ দিয়ে জিজ্ঞাসা করছি, তোমারা কি জানো যে, মসজিদে স্থান সংকুলান হচ্ছিল না (লোকের অনেক কষ্ট হচ্ছিল)। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন : অমুক গোত্রের জমিখণ্ড কে ক্রয় করবে ? আর তা মসজিদ সম্প্রসারণে দান করবে? আল্লাহ্ তা'আলা তাকে জান্নাতে এর চাইতে উত্তম বিনিময় দান করবেন। তখন আমি তা নিজের ব্যক্তিগত মাল দ্বারা ক্রয় করি এবং মসজিদের সম্প্রসারণের জন্য দান করি। অথচ এখন তোমরা আমাকে তাতেই দুই রাক'আত নামায পড়তে বাধা দিচ্ছ ? তারা বললেন : হ্যাঁ, আল্লাহ সাক্ষী! তিনি আবার বললেন : আমি তোমাদেরকে আল্লাহ্ এবং ইসলামের শপথ দিয়ে জিজ্ঞাসা করছি, একদিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মক্কার সাবীর পাহাড়ের উপর ছিলেন, তখন তাঁর সাথে ছিলেন আবূ বকর, উমর এবং আমি। তখন পাহাড় নড়াচড়া করলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পাহাড়ে পদাঘাত করে বলেন : হে সাবীর! থামো, তোমার উপর একজন নবী, এক সিদ্দীক এবং দুই শহীদ রয়েছেন। তারা বললেন : হ্যাঁ, আল্লাহ্ সাক্ষী! তখন তিনি বললেন : আল্লাহু আকবার। তারা আমার পক্ষে সাক্ষ্য দান করেছে : কা'বার মালিকের কসম অর্থাৎ আমি শহীদ।

٣٦١٠. اَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَطَّابُ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ عُثْمَانَ اَشْرَفَ عَلَيْهِمْ حِيْنَ حَصَرُوْهُ فَقَالَ اَنْشُدُ بِاللّٰهِ رَجُلاً سَمِعَ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ يَوْمَ الْجَبَلِ حِيْنَ اهْتَزَّ

فَرَكَلَهُ بِرِجْلِهِ وَقَالَ اُسْكُنْ فَانَّهُ لَيْسَ عَلَيْكَ الاَّ نَبِىٌّ اَوْ صِدِّيْقٌ اَوْ شَهِيْدَانِ وَاَنَا مَعَهُ فَانْتَشَدَلَهُ رِجَالٌ ثُمَّ قَالَ اَنْشُدُ بِاللّٰهِ رَجُلاً شَهِدَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ يَقُوْلُ هٰذِهِ يَدُ اللّٰهِ وَهٰذِهِ يَدُ عُثْمَانَ فَانْتَشَدَ لَهُ رِجَالٌ ثُمَّ قَالَ اَنْشُدُ بِاللّٰهِ رَجُلاً سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ جَيْشِ الْعُسْرَةِ يَقُوْلُ مَنْ يُنْفِقُ نَفَقَةً مُتَقَبَّلَةً فَجَهَّزْتُ نِصْفَ الْجَيْشِ مِنْ مَالِىْ فَانْتَشَدَلَهُ رِجَالٌ ثُمَّ قَالَ اَنْشُدُ بِاللّٰهِ رَجُلاً سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ يَزِيْدُ فِى هٰذَا الْمَسْجِدِ بِبَيْتٍ فِى الْجَنَّةِ فَاشْتَرَيْتُهُ مِنْ مَالِىْ فَانْتَشَدَلَهُ رِجَالٌ ثُمَّ قَالَ اَنْشُدُ بِاللّٰهِ رَجُلاً شَهِدَ رُوْمَةَ تُبَاعُ فَاشْتَرَيْتُهَا مِنْ مَالِى فَاَبَحْتُهَا لاِبْنِ السَّبِيْلِ فَانْتَشَدَ لَهُ رِجَالٌ *

৩৬১০. ইমরান ইব্ন বাক্কার ইব্ন রাশিদ (র) - - - - আবূ সালামা ইব্ন আবদুর রহমান (র) হতে বর্ণিত। যেদিন লোক উসমান (রা)-কে অবরুদ্ধ করেছিল, সেদিন তিনি তার ঘরের উপর হতে তাদের প্রতি লক্ষ্য করে বললেন : আল্লাহ্র নামে কসম দিয়ে আমি ঐ ব্যক্তির নিকট জিজ্ঞাসা করছি, যে ব্যক্তি পাহাড়ের দিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শোনে, যখন পাহাড় নড়াচড়া দিয়ে উঠে। তখন তিনি তাঁর পা দিয়ে পাহাড়ে আঘাত করে বলেন : হে পাহাড় থাম, তোমার উপর একজন নবী, একজন সিদ্দীক এবং দুইজন শহীদ রয়েছেন। তখন আমি তাঁর নিকট উপস্থিত ছিলাম। লোকেরা তাঁর এ কথার সত্যায়ন করলে তিনি বলেন : আমি আল্লাহ্র কসম দিয়ে ঐ ব্যক্তির নিকট জিজ্ঞাসা করছি, যে ব্যক্তি 'বায়আতে রিদওয়ানে' উপস্থিত ছিল এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছিল। বলেছিলেন : ইহা আল্লাহ্র হাত, আর ইহা উসমানের হাত। লোকেরা এ কথার সত্যায়ন করলো। তিনি আবার বললেন : আমি আল্লাহ্র শপথ দিয়ে ঐ ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করছি, যে ব্যক্তি সংকটাপন্ন (তাবুক যুদ্ধের) বাহিনী প্রেরণের দিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শোনে : এমন কে আছে, যে ব্যক্তি কবূলযোগ্য সম্পদ খরচ করতে পারে? আমি (তাঁর এই ইচ্ছা শ্রবণ করে) অর্ধ বাহিনীর সকল খরচ নিজের মালদ্বারা করে দেই। লোকেরা তা স্বীকার করলো। তিনি আবার বললেন : আমি আল্লাহ্র শপথ দিয়ে ঐ ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করছি, যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছে : কোন ব্যক্তি এমন আছে, যে ব্যক্তি এই মসজিদ সম্প্রসারণ করবে, বেহেশতের একখানা ঘরের বিনিময়ে? তখন আমি আমার সম্পদ দিয়ে তা কিনে দেই। লোক এর সত্যায়ন করল। এরপর তিনি বললেন : আমি ঐ ব্যক্তিকে আল্লাহ্র শপথ দিয়ে জিজ্ঞাসা করছি যে, 'রূমা কূপ' ক্রয়কালে উপস্থিত ছিল। আমি তা নিজের টাকায় ক্রয় করি এবং তা পথচারীদের জন্য উন্মুক্ত করে দেই। উপস্থিত লোকেরা তাঁর এ কথারও সত্যায়ন করলো।

٣٦١١. اَخْبَرَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ مَوْهِبٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحِيْمِ قَالَ حَدَّثَنِىْ زَيْدُ بْنُ اَبِىْ اُنَيْسَةَ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السُّلَمِىِّ قَالَ لَمَّا حُصِرَ عُثْمَانُ فِى دَارِهِ اجْتَمَعَ النَّاسُ حَوْلَ دَارِهِ قَالَ فَاَشْرَفَ عَلَيْهِمْ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ *

৩৬১১. মুহাম্মাদ ইব্ন মাওহিব (র) - - - - আবূ আবদুর রহমান সালামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যখন উসমান (রা) নিজের ঘরে অবরুদ্ধ হলেন এবং লোক তাঁর ঘরের চারদিকে একত্রিত হলো, তখন তিনি উপর থেকে তাদের দিকে তাকালেন। রাবী পূর্ণ হাদীস পর্যন্ত বর্ণনা করেন।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ الْوَصَايَا

অধ্যায় : ওয়াসিয়াত

اَلْكَرَاهِيَةُ فِى تَاْخِيْرِ الْوَصِيَّةِ

ওয়াসিয়াতে দেরী করা মাকরূহ

٣٦١٢. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ اَبِى زُرْعَةَ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَىُّ الصَّدَقَةِ اَعْظَمُ اَجْرًا قَالَ اَنْ تَصَدَّقَ وَاَنْتَ صَحِيْحٌ شَحِيْحٌ تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمُلُ الْبَقَاءَ وَلَا تُمْهِلْ حَتَّى اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُوْمَ قُلْتَ لِفُلَانٍ كَذَا وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ *

৩৬১২. আহমাদ ইব্‌ন হারব (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললো : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! কোন্ সাদাকায় সওয়াব বেশি ? তিনি বললেন : ঐ সাদাকা, যা তুমি সুস্থ অবস্থায় কর এবং মালের প্রতি তোমার অত্যধিক লালসা থাকে, আর তুমি অভাবগ্রস্ততার ভয় কর এবং তোমার আরও বহুদিন বেঁচে থাকার আশা থাকে। আর সাদাকা করতে এত দেরী করবে না যে, তোমার মৃত্যু উপস্থিত হয়ে যায়। আর তুমি বলবে : এত অমুকের জন্য, অথচ তা তো অমুকের জন্য হয়েই গেছে।

٣٦١٣. اَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِىِّ عَنْ اَبِى مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِىِّ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَيُّكُمْ مَالُ وَارِثِهِ اَحَبُّ اِلَيْهِ مِنْ مَالِهِ قَالُوا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَامِنَّا مِنْ اَحَدٍ اِلَّا مَالُهُ اَحَبُّ اِلَيْهِ مِنْ مَالِ وَارِثِهِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَعْلَمُوْا اَنَّهُ لَيْسَ مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ اِلَّا مَالُ وَارِثِهِ اَحَبُّ اِلَيْهِ مِنْ مَالِهِ مَالُكَ مَاقَدَّمْتَ وَمَالُ وَارِثِكَ مَا اَخَّرْتَ *

৩৬১৩. হান্নাদ ইব্‌ন সারী (র) - - - - আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমাদের মধ্যে এমন ব্যক্তি কে আছে যে, যার ওয়ারিসের মাল তার নিকট তার নিজের মাল হতে অধিক প্রিয় ? তাঁরা বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যার নিকট তার নিজের মাল তার ওয়ারিসের মাল হতে প্রিয় নয়। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : জেনে রাখ, তোমাদের প্রত্যেকের নিকট তার ওয়ারিসের মাল তার নিজের মাল অপেক্ষা প্রিয়। তোমার মাল তো তা-ই যা তুমি (মৃত্যুর) পূর্বেই পাঠিয়ে দিয়েছ, আর ওয়ারিসের মাল তা-ই যা রেখে তুমি মারা যাও।

٣٦١٤. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ قَالَ يَقُوْلُ ابْنُ اٰدَمَ مَالِى مَالِى وَاِنَّمَا مَالُكَ مَا اَكَلْتَ فَاَفْنَيْتَ اَوْ لَبِسْتَ فَاَبْلَيْتَ اَوْ تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ *

৩৬১৪. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - মুতার্‌রিফ (র) তার পিতার সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদের মোহাচ্ছন্ন রাখে, যতক্ষণ না তোমরা কবরে উপনীত হও। পরে তিনি বললেন : মানুষ (আদম সন্তান) বলে, আমার মাল, আমার মাল। (হে মানুষ !) তোমার মাল তো তা, যা তুমি খেয়ে শেষ করেছ কিংবা যা পরিধান করে পুরাতন করে ফেলেছ, অথবা যা তুমি সাদাকা করে কার্যকর করেছ।

٣٦١٥. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا اِسْحٰقَ سَمِعَ اَبَا حَبِيْبَةَ الطَّائِيَّ قَالَ اَوْصَى رَجُلٌ بِدَنَانِيْرَ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ فَسُئِلَ اَبُو الدَّرْدَاءِ فَحَدَّثَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَثَلُ الَّذِى يَعْتِقُ اَوْ يَتَصَدَّقُ عِنْدَ مَوْتِهِ مَثَلُ الَّذِى يُهْدِى بَعْدَ مَا يَشْبَعُ *

৩৬১৫. মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) - - - - আবূ হাবীবা তাঈ (র) বলেন : এক ব্যক্তি কিছু দীনার (আলাদা করে) আল্লাহ্‌র রাস্তায় দেয়ার ওয়াসিয়াত করলো। এ ব্যাপারে আবূদ্দারদা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করা হলে, তিনি নবী ﷺ থেকে হাদীস বর্ণনা করলেন: যে ব্যক্তি মৃত্যুকালে দাসমুক্ত করে অথবা সাদাকা দেয়, তার উদাহরণ এরূপ, যেরূপ কোন ব্যক্তি তৃপ্ত হওয়ার পর হাদিয়া দিয়ে থাকে।

٣٦١٦. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَاحَقُّ اُمْرِىءٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَىْءٌ يُوْصِى فِيْهِ اَنْ يَبِيْتَ لَيْلَتَيْنِ اِلاَّ وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوْبَةٌ عِنْدَهُ *

৩৬১৬. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : কোন মুসলমানের উচিত নয় যে, যা তার ওয়াসিয়াত করার ছিল, তাতে ওয়াসিয়াতের ব্যাপারে ওয়াসিয়াতনামা না লিখে দু'রাত অতিবাহিত করা।

٣٦١٧. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَىْءٌ يُوصَى فِيْهِ يَبِيْتُ لَيْلَتَيْنِ اِلاَّ وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوْبَةٌ عِنْدَهُ *

৩৬১৭. মুহাম্মাদ ইব্ন সালামা (র) - - - - ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : কোন মুসলমানের পক্ষে দু'টি রাত্রি এমন অবস্থায় অতিবাহিত করা উচিত নয় যে, কোন বিষয়ে তার ওয়াসিয়াত করার রয়েছে। অথচ তার নিকট তার ওয়াসিয়াতনামা লিখিত নেই।

٣٦١٨. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا حِبَّانُ قَالَ اَنْبَانَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَوْلَهُ *

৩৬১৮. মুহাম্মাদ ইব্ন হাতিম (র) - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) থেকে তাঁর উক্তি (রূপে) বর্ণিত।

٣٦١٩. اَخْبَرَنَا يُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلَى قَالَ اَنْبَانَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ فَاِنَّ سَالِمًا اَخْبَرَنِىْ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ تَمُرُّ عَلَيْهِ ثَلاَثُ لَيَالٍ اِلاَّ وَعِنْدَهُ وَصِيَّتُهُ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ مَامَرَّتْ عَلَىَّ مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ ذٰلِكَ اِلاَّ وَعِنْدِىْ وَصِيَّتِىْ *

৩৬১৯. ইউনুস ইব্ন আবদুল আলা (র) - - - - সালিম ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) তার পিতা হতে বর্ণনা করেন, নবী ﷺ বলেছেন : কোন মুসলমান ব্যক্তির জন্য এরূপ উচিত নয় যে, যার নিকট এমন বস্তু রয়েছে, যার ওয়াসিয়াত করা প্রয়োজন, অথচ সে তিন রাত এভাবে অতিবাহিত করে যে, তার নিকট তার ওয়াসিয়াতনামা না থাকে। আবদুল্লাহ্ ইবন উমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে এ কথা বলতে শোনার পর থেকে আমার (এমন কোন সময়) অতিক্রান্ত হয় নি যে, আমার ওয়াসিয়াত (নামা) আমার কাছে ছিল না।

٣٦٢٠. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الْوَزِيْرِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَا حَقُّ اُمْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَىْءٌ يُوصَى فِيْهِ فَيَبِيْتُ ثَلاَثَ لَيَالٍ اِلاَّ وَوَصِيَّتُهُ عِنْدَهُ مَكْتُوْبَةٌ *

৩৬২০. আহমাদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র) - - - - সালিম ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র) তাঁর পিতা সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন : কোন মুসলমানের জন্য উচিত নয়, যে বিষয়ে তার ওয়াসিয়াত করা প্রয়োজন, সে বিষয়ে ওয়াসিয়াতনামা না লিখে সে তিন দিন অতিবাহিত করে।

بَابُ هَلْ اَوْصَى النَّبِىُّ ﷺ ؟

পরিচ্ছেদ : নবী ﷺ ওয়াসিয়াত করেছিলেন কি ?

٣٦٢١. اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثُ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ قَالَ حَدَّثَنَا طَلْحَةُ قَالَ سَاَلْتُ بْنَ اَبِى اَوْفَى اَوْصَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَقُلْتُ كَيْفَ كَتَبَ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ الْوَصِيَّةَ قَالَ اَوْصَى بِكِتَابِ اللّٰهِ *

৩৬২১. ইসমাঈল ইব্‌ন মাসঊদ (র) - - - - তাল্‌হা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি ইব্‌ন আবূ আওফা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কি কোন ওয়াসিয়াত করেছিলেন ? তিনি বললেন : না। তিনি [তাল্‌হা (রা)] বলেন : আমি ইব্‌ন আবূ আওফা (রা)-কে বললাম : তা হলে মুসলমানদের জন্য কিরূপে ওয়াসিয়াতের বিধান করেছেন ? তিনি বললেন : তিনি (নবী ﷺ) আল্লাহ্‌র কিতাব (প্রতিপালন)-এর ওয়াসিয়াত করেছেন।

٣٦٢٢. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اٰدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُفَضَّلٌ عَنِ الْاَعْمَشِ وَاَنْبَاَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ وَاَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَاتَكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ دِيْنَارًا وَلاَدِرْهَمًا وَلاَشَاةً وَلاَبَعِيْرًا وَلاَ اَوْصَى بِشَىْءٍ *

৩৬২২. মুহাম্মাদ ইব্‌ন রাফে‘ (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দীনার, দিরহাম, বকরি এবং উট কিছুই রেখে যাননি, এবং (তাই) তিনি কোন কিছুর ওয়াসিয়াতও করেন নি।

٣٦٢٣. اَخْبَرَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا مُصْعَبٌ حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَاتَرَكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ دِرْهَمًا وَلاَ دِيْنَارًا وَلاَشَاةً وَلاَبَعِيْرًا وَمَا اَوْصَى *

৩৬২৩. মুহাম্মাদ ইব্‌ন রাফে‘ (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দীনার, দিরহাম, বকরি, উট কিছুই রেখে যাননি, এবং (তাই) তিনি কোন কিছুর ওয়াসিয়াতও করেন নি।

٣٦٢٤. اَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْهُذَيْلِ وَاَحْمَدُ بْنُ يُوْسُفَ قَالاَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَاتَرَكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ دِرْهَمًا وَلاَ دِيْنَارًا وَلاَ شَاةً وَلاَ بَعِيْرًا وَلاَ اَوْصَى لَمْ يَذْكُرْ جَعْفَرٌ دِيْنَارًا وَلاَ دِرْهَمًا *

৩৬২৪. জা'ফর ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন হুযায়ল ও আহমদ ইব্‌ন ইউসুফ (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দিরহাম, দীনার, বকরি, উট কিছুই রেখে যাননি, আর তিনি ওয়াসিয়াতও করেন নি। রাবী জা'ফর (র) দীনার ও দিরহামের কথা উল্লেখ করেন নি।

٣٦٢٥. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا اَزْهَرُ قَالَ اَنْبَانَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ يَقُوْلُوْنَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَوْصَى اِلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ لَقَدْ دَعَا بِالطَّسْتِ لِيَبُوْلَ فِيْهَا فَانْخَنَثَتْ نَفْسُهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا اَشْعُرُ فَاِلَى مَنْ اَوْصَى *

৩৬২৫. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : লোক বলে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আলী (রা)-কে ওয়াসিয়াত করেছেন। অথচ তাঁর অবস্থা এই ছিল যে, তিনি পেশাব করার জন্য পাত্র চেয়েছিলেন; এর পরেই তিনি ঢলে পড়লেন (ইনতিকাল করেন), যা আমি অনুভব করতেও পারিনি। তাহলে তিনি কার কাছে ওয়াসিয়াত করলেন ? তিনি কাউকে ওয়াসিয়ত করেছেন বলে আমার জানা নেই।

٣٦٢٦. اَخْبَرَنِيْ اَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَارِمٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ ابْنُ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تُوُفِّيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَلَيْسَ عِنْدَهُ اَحَدٌ غَيْرِيْ قَالَتْ وَدَعَا بِالطَّسْتِ *

৩৬২৬. আহমাদ ইব্‌ন সুলায়মান (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ওফাত বরণ করেছেন, তখন তাঁর কাছে আমি ব্যতীত কেউ ছিল না। তিনি (পেশাব করার জন্য) পাত্র চেয়েছিলেন।

بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ

পরিচ্ছেদ : সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ ওয়াসিয়াত করা প্রসঙ্গে

٣٦٢٧. اَخْبَرَنِيْ عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ مَرِضْتُ مَرَضًا اَشْفَيْتُ مِنْهُ فَاَتَانِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَعُوْدُنِيْ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ لِيْ مَالاً كَثِيْرًا وَلَيْسَ يَرِثُنِيْ اِلاَّ اَبْنَتِيْ اَفَاَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِيْ قَالَ لاَ قُلْتُ فَالشَّطْرَ قَالَ لاَ قُلْتُ فَالثُّلُثَ قَالَ الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيْرٌ اِنَّكَ اَنْ تَتْرُكَ وَرَثَتَكَ اَغْنِيَاءَ خَيْرٌ لَهُمْ مِنْ اَنْ تَتْرُكَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُوْنَ النَّاسَ *

৩৬২৭. আমর ইব্‌ন উসমান ইব্‌ন সাঈদ (র) - - - - আমর ইব্‌ন সা'দ (র) তার পিতা হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর নিকটবর্তী হলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে দেখতে আসলে আমি বললাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমার অনেক সম্পদ রয়েছে। আমার কন্যা ছাড়া আর কোন ওয়ারিছ নেই। আমি কি আমার মালের দুই-তৃতীয়াংশ সাদাকা করে দেব ? তিনি বললেন : না। আমি বললাম : তাহলে অর্ধেক ? তিনি বললেন, না। আমি বললাম, তাহলে এক-তৃতীয়াংশ ? তিনি বললেন : হ্যাঁ; এক-তৃতীয়াংশ, আর

এক-তৃতীয়াংশও অধিক। কেননা তুমি যদি তোমার ওয়ারিসদেরকে ধনী রেখে যাও, তবে তা তাদেরকে এরূপ অভাবগ্রস্ত অবস্থায় রেখে যাওয়া অপেক্ষা উত্তম যে, আর তারা মানুষের কাছে হাত পেতে (দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষা করে) বেড়াবে।

٣٦٢٨. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُوْرٍ وَاَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَاللَّفْظُ لاَحْمَدَ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيمَ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ سَعْدٍ قَالَ جَاءَنِى النَّبِىُّ ﷺ يَعُوْدُنِى وَاَنَا بِمَكَّةَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اُوصِى بِمَالِىْ كُلِّهِ قَالَ لاَ قُلْتُ فَالشَّطْرَ قَالَ لاَ قُلْتُ فَالثُّلُثَ قَالَ الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيْرٌ اِنَّكَ اَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ اَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ اَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُوْنَ النَّاسَ يَتَكَفَّفُونَ فِى اَيْدِيْهِمْ *

৩৬২৮. আমর ইব্‌ন মানসূর ও আহ্‌মাদ ইব্‌ন সুলায়মান (র) - - - - সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমার মক্কায় থাকাকালে নবী ﷺ আমার রোগাবস্থায় আমাকে দেখতে আসলেন। আমি বললাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমি আমার সমস্ত সম্পত্তি ওয়াসিয়াত (আল্লাহ্‌র রাস্তায় দান) করতে চাই। তিনি বললেন : না। আমি বললাম : অর্ধেক সম্পত্তি ? তিনি বললেন : না। আমি বললাম : তাহলে এক-তৃতীয়াংশ ? তিনি বললেন : হ্যাঁ, তিনের এক অংশ। আর এক-তৃতীয়াংশও অধিক। তুমি তোমার ওয়ারিসদেরকে ধনী রেখে যাও, এটা উত্তম এ থেকে যে, তুমি তাদেরকে অভাবগ্রস্ত রেখে যাবে। আর তারা মানুষের দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষা করে বেড়াবে (মানুষের কাছে হাত পাতবে)।

٣٦٢٩. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَعُوْدُهُ وَهُوَ بِمَكَّةَ وَهُوَ يَكْرَهُ اَنْ يَمُوْتَ بِالاَرْضِ الَّذِى هَاجَرَ مِنْهَا قَالَ النَّبِىُّ ﷺ رَحِمَ اللّٰهُ سَعْدَ بْنَ عَفْرَاءَ اَوْ يَرْحَمُ اللّٰهُ سَعْدَ بْنَ عَفْرَاءَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ اِلاَّ اَبْنَةٌ وَاحِدَةٌ قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اُوْصِىْ بِمَالِى كُلِّهِ قَالَ لاَ قُلْتُ النِّصْفَ قَالَ لاَ قُلْتُ فَالثُّلُثَ قَالَ الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيْرٌ اِنَّكَ اَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ اَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ اَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُوْنَ النَّاسَ مَافِى اَيْدِيْهِمْ *

৩৬২৯. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - আমির ইব্‌ন সা'দ (রা) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : মক্কায় থাকাকালে তিনি যখন রোগাক্রান্ত হন, তখন নবী ﷺ তাঁকে দেখতে আসেন। তিনি যে স্থান হতে হিজরত করে গেছেন (মক্কা), সেখানে মৃত্যুবরণ করতে অপছন্দ করতেন। নবী ﷺ বললেন : আল্লাহ্ তা'আলা সা'দ ইব্‌ন আফরাকে রহম করুন। অথবা আল্লাহ্ সা'দ ইব্‌ন আফরাকে রহম করুন। এক কন্যা ব্যতীত তাঁর [সা'দ ইবন আবূ ওয়াক্কাস (রা)-এর] আর কোন সন্তান ছিল না। তিনি বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমি আমার সমস্ত সম্পত্তি (দান) ওয়াসিয়াত করবো ? তিনি বললেন : না। আমি বললাম : অর্ধেক ? তিনি বললেন : না। আমি বললাম : এক-তৃতীয়াংশ ? তিনি বললেন : হ্যাঁ, তৃতীয়াংশ। আর এক-তৃতীয়াংশও অনেক। যদি তুমি

তোমার ওয়ারিসদেরকে ধনী রেখে যাও, তবে তাতে তাদেরকে এমন অভাবগ্রস্ত রেখে যাওয়া অপেক্ষা উত্তম যে, তারা মানুষের হাতে যা আছে তা পাওয়ার জন্য হাত পেতে বেড়াবে।

٣٦٣٠. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنِى بَعْضُ اٰلِ سَعْدٍ قَالَ مَرِضَ سَعْدٌ فَدَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اُوصِىْ بِمَالِىْ كُلِّهِ قَالَ لاَ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ *

৩৬৩০. আহমাদ ইব্‌ন সুলায়মান (র) - - - - সা'দ ইব্‌ন ইবরাহীম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : সা'দ (রা)-এর পরিবারের এক ব্যক্তি আমার নিকট বর্ণনা করেন যে, সা'দ (রা) অসুস্থ হলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে দেখতে যান। তখন তিনি [সা'দ (রা)] বলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমি আমার সমস্ত সম্পদ (দান করার) ওয়াসিয়াত করে যাব ? তিনি বললেন : না। হাদীসের শেষ পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন।

٣٦٣١. اَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيْمِ الْعَنْبَرِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْكَبِيْرِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا بُكَيْرُ بْنُ مِسْمَارٍ قَالَ سَمِعْتُ عَامِرَ بْنَ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ اُشْتَكَى بِمَكَّةَ فَجَاءَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَلَمَّا رَاٰهُ سَعْدٌ بَكَى وَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَمُوْتُ بِالْاَرْضِ الَّتِى هَاجَرْتُ مِنْهَا قَالَ لاَ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ وَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اُوْصِى بِمَالِى كُلِّهِ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ قَالَ لاَ قَالَ يَعْنِى بِثُلُثَيْهِ قَالَ لاَ قَالَ فَنِصْفَهُ قَالَ لاَ قَالَ فَثُلُثَهُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيْرٌ اِنَّكَ اَنْ تَتْرُكَ بَنِيْكَ اَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ اَنْ تَتْرُكَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُوْنَ النَّاسَ *

৩৬৩১. আব্বাস ইব্‌ন আবদুল আযীম আম্বারী (র) - - - - আমির ইব্‌ন সা'দ (রা) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি মক্কায় অসুস্থ হয়ে পড়েন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে দেখতে আসেন। সা'দ (রা) তাঁকে দেখে কেঁদে দিলেন এবং বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমি কি ঐ স্থানেই মারা যাব, যেখান হতে আমি হিজরত করেছি? তিনি বললেন : না, ইন্‌শা আল্লাহ্। তিনি বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমি আমার সমস্ত সম্পদ আল্লাহ্‌র রাস্তায় দান করার ওয়াসিয়াত করে যাব ? তিনি বললেন : না। তিনি বললেন, তাহলে অর্থাৎ- দুই-তৃতীয়াংশ ? তিনি বললেন : না। তিনি (সা'দ) বললেন : অর্ধেক ? তিনি বললেন : না। তিনি (সা'দ) বললেন তাহলে তৃতীয়াংশ ? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : হ্যাঁ, এক-তৃতীয়াংশ, আর এক-তৃতীয়াংশও অধিক। যদি তুমি তোমার ছেলেদেরকে ধনবান রেখে যাও, তবে তা তাদেরকে অভাবগ্রস্ত হয়ে লোকের নিকট হাত পাতা অবস্থায় রেখে যাওয়া অপেক্ষা উত্তম।

٣٦٣٢. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَاَنَا جَرِيْرٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ قَالَ عَادَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى مَرَضِى فَقَالَ اَوْصَيْتَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ بِكَمْ قُلْتُ بِمَالِىْ كُلِّهِ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ قَالَ فَمَا تَرَكْتَ لِوَلَدِكَ قُلْتُ هُمْ اَغْنِيَاءُ قَالَ اَوْصِ بِالْعُشْرِ فَمَا زَالَ يَقُوْلُ وَاَقُوْلُ حَتّٰى قَالَ اَوْصِ بِالثُّلُثِ وَالثُّلُثُ كَثِيْرٌ اَوْ كَبِيْرٌ *

৩৬৩২. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমার অসুস্থতার সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে দেখতে আসলেন এবং তিনি বললেন : তুমি কোন ওয়াসিয়াত করেছ কি ? আমি বললাম : হ্যাঁ। তিনি বললেন : কত ? আমি বললাম : আমার সমস্ত সম্পদ আল্লাহ্‌র রাস্তায় (দান করার ওয়াসিয়াত করেছি)। তিনি বললেন : তুমি তোমার সন্তানের জন্য কি রেখেছ ? আমি বললাম : তারা ধনী। তিনি বললেন : এক-দশমাংশ ওয়াসিয়াত কর। এভাবে তিনি বলতে থাকেন ; আর আমিও বলতে থাকি। অবশেষে তিনি বললেন : এক-তৃতীয়াংশের ওয়াসিয়াত কর। আর এক-তৃতীয়াংশও অধিক অথবা বড়।

٣٦٣٣. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ سَعْدٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَادَهُ فِى مَرَضِهِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اُوْصِىْ بِمَالِىْ كُلِّهِ قَالَ لاَ قَالَ فَالشَّطْرَ قَالَ لاَ قَالَ فَالثُّلُثُ قَالَ الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيْرٌ اَوْ كَبِيْرٌ *

৩৬৩৩. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : তিনি অসুস্থ থাকাবস্থায় নবী ﷺ তাঁকে দেখতে আসেন। তিনি বলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমি কি আমার সমস্ত মালের জন্য ওয়াসিয়াত করবো ? তিনি বললেন : না। তিনি [সা'দ (রা)] বললেন : তাহলে অর্ধেক ? তিনি (নবী ﷺ) বললেন : না। তিনি [সা'দ (রা)] আবার বললেন : এক-তৃতীয়াংশের ? তিনি (নবী ﷺ) বললেন : এক-তৃতীয়াংশের ওয়াসিয়ত করতে পার। আর এক-তৃতীয়াংশও অধিক অথবা বড়।

٣٦٣٤. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيْدِ الْفَحَّامُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيْعَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَتَى سَعْدًا يَعُوْدُهُ فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اُوْصِىْ بِثُلُثَىْ مَالِىْ قَالَ لاَ قَالَ فَاُوْصِىْ بِالنِّصْفِ قَالَ لاَ قَالَ فَاُوْصِىْ بِالثُّلُثِ قَالَ نَعَمْ الثُّلُثَ وَالثُّلُثُ كَثِيْرٌ اَوْ كَبِيْرٌ اِنَّكَ اَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ اَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ اَنْ تَدَعَهُمْ فُقَرَاءَ يَتَكَفَّفُوْنَ *

৩৬৩৪. মুহাম্মাদ ইব্‌ন ওলীদ ফাহ্‌হাম (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : সা'দ (রা) অসুস্থ থাকাকালে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে দেখতে যান। তখন সা'দ (রা) তাঁকে বলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমি কি আমার সমস্ত মালের দুই-তৃতীয়াংশের ওয়াসিয়াত করতে পারি ? তিনি বললেন : না। তিনি [সা'দ (রা)] বললেন : তাহলে আমি কি আমার অর্ধেক মালের ওয়াসিয়াত করতে পারি ? তিনি (নবী ﷺ) বললেন : না। তিনি [সা'দ (রা)] বললেন : আমি কি এক-তৃতীয়াংশের ওয়াসিয়াত করতে পারি ? তিনি বললেন : হ্যাঁ, এক-তৃতীয়াংশ। আর এক-তৃতীয়াংশও অধিক অথবা বড়। আর যদি তুমি তোমার ওয়ারিসদেরকে ধনী রেখে যাও, তবে তা উত্তম হবে এর থেকে যে, তুমি তাদের দরিদ্র অবস্থায় রেখে যাবে, আর তারা (মানুষের কাছে) হাত পাতবে।

٣٦٣٥. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَوْغَضَّ النَّاسُ اِلَى الرُّبُعِ لاَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيْرٌ اَوْ كَبِيْرٌ *

৩৬৩৫. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন : যদি লোক ওয়াসিয়াত করতে গিয়ে এক-চতুর্থাংশে পর্যন্ত নেমে আসে, তবে তা-ই ঠিক হবে। কেননা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তৃতীয়াংশ (ওয়াসিয়াত) করতে পার। আর এক-তৃতীয়াংশই অধিক বা বড়।

٣٦٣٦. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْهِ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ جَاءَهُ وَهُوَ مَرِيْضٌ فَقَالَ اِنَّهُ لَيْسَ لِىْ وَلَدٌ اِلاَّ اَبْنَةٌ وَاحِدَةٌ فَاُوْصِى بِمَالِىْ كُلِّهِ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ لاَ قَالَ فَاُوْصِى بِنِصْفِهِ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ لاَ قَالَ فَاُوْصِى بِثُلُثِهِ قَالَ الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيْرٌ *

৩৬৩৬. মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুসান্না (র) - - - - সা'দ ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ তাঁর নিকট আগমন করেন, তখন তিনি ছিলেন অসুস্থ। তিনি বললেন : আমার এক কন্যা ব্যতীত আর কোন সন্তান নেই। তাই আমি আমার সমস্ত সম্পত্তি ওয়াসিয়াত (আল্লাহ্‌র রাস্তায় দান) করতে চাই। নবী ﷺ বললেন : না। তিনি (সা'দ) : তা হলে কি অর্ধেকের ওয়াসিয়াত করবো ? নবী ﷺ বললেন : না। তিনি [সা'দ (রা)] বললেন : তাহলে কি এক-তৃতীয়াংশের ওয়াসিয়াত করতে পারি ? তিনি (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ) বললেন : হ্যাঁ, এক-তৃতীয়াংশ। আর এক-তৃতীয়াংশও অধিক।

٣٦٣٧. اَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ دِيْنَارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ شَيْبَانَ عَنْ فِرَاسٍ عَنِ الشَّعْبِىِّ قَالَ حَدَّثَنِى جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ اَبَاهُ اُسْتُشْهِدَ يَوْمَ اُحُدٍ وَتَرَكَ سِتَّ بَنَاتٍ وَتَرَكَ عَلَيْهِ دَيْنًا فَلَمَّا حَضَرَ جُدَادُ النَّخْلِ اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ قَدْ عَلِمْتَ اَنَّ وَالِدِى اُسْتُشْهِدَ يَوْمَ اُحُدٍ وَتَرَكَ دَيْنًا كَثِيْرًا وَاِنِّىْ اُحِبُّ اَنْ يَرَاكَ الْغُرَمَاءُ قَالَ اُذْهَبْ فَبَيْدِرْ كُلَّ تَمْرٍ عَلٰى نَاحِيَةٍ فَفَعَلْتُ ثُمَّ دَعَوْتُهُ فَلَمَّا نَظَرُوْا اِلَيْهِ كَاَنَّمَا اُغْرُوا بِىْ تِلْكَ السَّاعَةَ فَلَمَّا رَاٰى مَايَصْنَعُوْنَ اَطَافَ حَوْلَ اَعْظَمِهَا بَيْدَرًا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ جَلَسَ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ اُدْعُ اَصْحَابَكَ فَمَا زَالَ يَكِيْلُ لَهُمْ حَتّٰى اَدَّى اللّٰهُ اَمَانَةَ وَالِدِىْ وَاَنَا رَاضٍ اَنْ يُؤَدِّىَ اللّٰهُ اَمَانَةَ وَالِدِىْ لَمْ تَنْقُصْ تَمْرَةٌ وَاحِدَةٌ *

৩৬৩৭. কাসিম ইব্‌ন যাকারিয়া ইব্‌ন দীনার (র) - - - - জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত যে, তাঁর পিতা উহুদ যুদ্ধে শহীদ হন। তিনি ছয়জন কন্যা রেখে যান। আর তিনি তার উপর দেনাও রেখে যান। খেজুর কাটার সময় হলে আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললাম : আপনি অবগত আছেন যে, আমার পিতা উহুদের যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন, আর তিনি বহু দেনা রেখে গিয়েছেন। আমার মনে চায় যে, পাওনাদাররা যেন আপনাকে দেখে। তিনি (নবী ﷺ) জাবির (রা)-কে বললেন : তুমি গিয়ে প্রত্যেক প্রকারের খেজুরের পৃথক পৃথক স্তুপ লাগাও। আমি তা সম্পন্ন করে তাঁকে ডেকে আনলাম। যখন তারা তাঁকে দেখল, তখন তারা যেন

আমার প্রতি ঐ মুহূর্তে ক্ষুব্ধ হয়ে গেল। যখন (নবী ﷺ) তাদের এ অবস্থা লক্ষ্য করলেন, তখন তিনি সর্ববৃহৎ স্তূপের চারদিকে তিনবার প্রদক্ষিণ করলেন এবং পরে এর উপর বসে পড়লেন। এরপর বললেন : তোমার সেই লোকদেরকে ডাক। এরপরে তিনি তাদেরকে পাত্র দ্বারা মেপে মেপে দিতে আরম্ভ করলেন। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলা আমার পিতার আমানত (সমস্ত দেনা) আদায় করে দিলেন। আর সেখান থেকে একটা খেজুরও কমলো না। আমি শুধু চেয়েছিলাম যে, আল্লাহ্ তা'আলা আমার পিতার দেনা পরিশোধ করে দেন।

بَابٌ قَضَاءِ الدَّيْنِ قَبْلَ الْمِيْرَاثِ وَذِكْرُ اِخْتِلاَفِ اَلْفَاظِ النَّاقِلِيْنَ لِخَبَرِ جَابِرٍ فِيْهِ

পরিচ্ছেদ : মীরাসের পূর্বে করয পরিশোধ করা এবং এ বিষয়ে জাবির (রা)-এর হাদীস বর্ণনাকারীদের মধ্যে বর্ণনা বিরোধ

٣٦٣٨. اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلاَّمٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ وَهُوَ الاَزْرَقُ قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ اَبَاهُ تُوُفِّىَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَاَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اَبِىْ تُوُفِّىَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَمْ يَتْرُكْ اِلاَّ مَا يُخْرِجُ نَخْلُهُ وَلاَ يَبْلُغُ مَا يُخْرِجُ نَخْلُهُ مَاعَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ دُوْنَ سِنِيْنَ فَانْطَلِقْ مَعِى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لِكَىْ لاَ يَفْحَشُ عَلَىَّ الْغُرَّامُ فَاَتَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدُوْرُ بَيْدَرًا بَيْدَرًا فَسَلَّمَ حَوْلَهُ وَدَعَا لَهُ ثُمَّ جَلَسَ عَلَيْهِ وَدَعَا الْغُرَّامَ فَاَوْفَاهُمْ وَبَقِىَ مِثْلُ مَا اَخَذُوْا *

৩৬৩৮. আবদুর রহমান ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন সাল্লাম (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, তাঁর পিতা বহু করয রেখে ইনতিকাল করেন। (তিনি বলেন) আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট এসে বললাম : আমার পিতা করয রেখে ইনতিকাল করেছেন, আর তিনি তার খেজুর বাগানের উৎপাদন ব্যতীত আর কিছুই রেখে যাননি। আর এর উৎপাদন এমন যে, তাতে কয়েক বছর না মিলালে করয আদায় হবে না। ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আপনি আমার সঙ্গে চলুন, যাতে পাওনাদাররা আমার সাথে খারাপ ব্যবহার না করে। এ কথায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার সঙ্গে আসলেন এবং প্রত্যেক স্তূপের চারদিকে প্রদক্ষিণ করতে লাগলেন। তিনি প্রত্যেকটির নিকট গিয়ে সালাম করলেন এবং দু'আ করলেন, এর উপর বসলেন। আর তিনি পাওনাদারদের ডেকে তাদের পাওনা পরিশোধ করতে শুরু করলেন এবং তাদের দেনা পরিশোধ করে দিলেন। আর সে পরিমাণ অবশিষ্ট রইলো, যে পরিমাণ তারা নিয়ে গিয়েছিল।

٣٦٣٩. اَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مُغِيْرَةَ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ جَابِرٍ قَالَ تُوُفِّىَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَرَامٍ قَالَ وَتَرَكَ دَيْنًا فَاسْتَشْفَعْتُ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَلَى غُرَمَائِهِ اَنْ يَضَعُوا مِنْ دَيْنِهِ شَيْئًا فَطَلَبَ اِلَيْهِمْ فَاَبَوْا فَقَالَ لِى النَّبِىُّ ﷺ اِذْهَبْ فَصَنِّفْ تَمْرَكَ اَصْنَافًا الْعَجْوَةَ عَلَى حِدَةٍ وَعِذْقَ ابْنِ زَيْدٍ عَلَى حِدَةٍ وَاَصْنَافَهُ ثُمَّ اَبْعَثْ اِلَىَّ قَالَ فَفَعَلْتُ فَجَاءَ رَسُوْلُ

اللّٰهِ ﷺ فَجَلَسَ فِى اَعْلاَهُ اَوْ فِى اَوْسَطِهِ ثُمَّ قَالَ كِلْ لِلْقَوْمِ قَالَ فَكِلْتُ لَهُمْ حَتّٰى اَوْفَيْتُهُمْ ثُمَّ بَقِىَ تَمْرِىْ كَاَنْ لَمْ يَنْقُصْ مِنْهُ شَىْءٌ *

৩৬৩৯. আলী ইব্ন হুজ্র (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর ইব্ন হারাম (রা) ইনতিকাল করেন। তিনি দেনা রেখে যান। আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট পাওনাদারের কাছে এ মর্মে সুপারিশ করার আবেদন করলাম যাতে তারা তার (পিতার) কিছু ঋণ কমিয়ে দেয়। তিনি তাদের কাছে (তা) দাবীকরলে তারা তা প্রত্যাখ্যান করল। তখন নবী ﷺ আমাকে বললেন : হে জাবির ! তুমি চলে যাও এবং প্রত্যেক প্রকার খেজুর পৃথক করে ফেল অর্থাৎ আজওয়া পৃথক কর এবং 'ইযক ইব্ন যায়দ পৃথক করে রাখ। এভাবে অন্যান্য প্রকারকে (পৃথক কর)। পরে আমার নিকট লোক পাঠাবে। জাবির (রা) বলেন : আমি (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কথামত) কাজ করলাম। পরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এসে সর্বোচ্চ স্তূপের উপর অথবা মধ্যম স্তূপের উপর বসে বললেন : লোকদেরকে মেপে দিতে থাক। তিনি [জাবির (রা)] বলেন : আমি তাদেরকে মেপে দিতে লাগলাম এবং এভাবে তাদের পাওনা পরিশোধ করে দিলাম। আমার খেজুর অবশিষ্ট রইলো। মনে হলো যে, তা হতে কিছুই কমেনি।

٣٦٤٠. اَخْبَرَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ يُوْنُسَ بْنِ مُحَمَّدٍ حَرَمِىٌّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَمَّارِ بْنِ اَبِىْ عَمَّارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كَانَ لِيَهُوْدِىٍّ عَلٰى اَبِىْ تَمْرٌ فَقُتِلَ يَوْمَ اُحُدٍ وَتَرَكَ حَدِيْقَتَيْنِ وَتَمْرُ الْيَهُوْدِىِّ يَسْتَوْعِبُ مَافِى الْحَدِيْقَتَيْنِ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ هَلْ لَكَ اَنْ تَأْخُذَ الْعَامَ نِصْفَهُ وَتُؤَخِّرَ نِصْفَهُ فَاَبَى الْيَهُوْدِىُّ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ هَلْ لَكَ اَنْ تَأْخُذَ الْجِدَادَ فَاٰذِنِّىْ فَاٰذَنْتُهُ فَجَاءَ هُوَ وَاَبُوْ بَكْرٍ فَجَعَلَ يُجَدُّ وَيُكَالُ مِنْ اَسْفَلِ النَّخْلِ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدْعُوْا بِالْبَرَكَةِ حَتّٰى وَفَيْنَاهُ جَمِيْعَ حَقِّهِ مِنْ اَصْغَرِ الْحَدِيْقَتَيْنِ فِيْمَا يَحْسِبُ عَمَّارٌ ثُمَّ اَتَيْتُهُمْ بِرُطَبٍ وَمَاءٍ فَاَكَلُوا وَشَرِبُوْا ثُمَّ قَالَ هٰذَا مِنَ النَّعِيْمِ الَّذِى تُسْئَلُوْنَ عَنْهُ *

৩৬৪০. ইবরাহীম ইব্ন ইউনুস ইব্ন মুহাম্মাদ হারমী (র) - - - - জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমার পিতা এক ইয়াহূদী হতে খেজুর ধার নিয়েছিলেন। তার দেনা আদায় না হতেই তিনি উহুদ যুদ্ধে শহীদ হন এবং দু'টি বাগান রেখে যান। ইয়াহূদীর (পাওনা) খেজুর দুই বাগানের সব ফলকে পূর্ণরূপে গ্রাস করে ফেলেছিল। নবী ﷺ ইয়াহূদীকে বললেন : তুমি কি এরূপ করতে পার যে, তোমার খেজুরের অর্ধেক এ বছর এবং বাকী অর্ধেক আগামী বছর নিবে ? ইয়াহূদী এতে অস্বীকৃতি জানালো। তিনি জাবির (রা)-কে বললেন : তুমি খেজুর কাটার সময় আমাকে সংবাদ দিতে পারবে ? আমি খেজুর কাটার সময় তাঁকে খবর দিলাম। তিনি আবূ বকর (রা)-কে সাথে নিয়ে আসলেন এবং খেজুরের নিচের দিক হতে মেপে মেপে ও কেটে দেওয়া শুরু করা হল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বরকতের জন্য দু'আ করতে থাকলেন। ফলে তার সমস্ত পাওনা (আম্মারের বর্ণনা অনুসারে) আমাদের ছোট বাগানের খেজুর দ্বারাই আদায় হয়ে গেল। (আর বড় বাগান এমনই রয়ে গেল), জাবির (রা) বলেন : পরে আমি তাঁদের নিকট তাজা খেজুর এবং পানি পেশ করলাম। (সকলের

পানাহার শেষ হলে) পরে তিনি (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ) বললেন : এগুলো সেই নিয়ামত, যে সম্পর্কে তোমাদের জিজ্ঞাসা করা হবে।

٣٦٤١. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى عَنْ حَدِيْثِ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ تُوُفِّىَ اَبِىْ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَعَرَضْتُ عَلٰى غُرَمَائِهِ اَنْ يَأْخُذُوا الثَّمْرَةَ بِمَا عَلَيْهِ فَاَبَوْا وَلَمْ يَرَوْا فِيْهِ وَفَاءً فَاَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لَهُ قَالَ اِذَا جَدَدْتَهُ فَوَضَعْتَهُ فِى الْمِرْبَدِ فَاٰذِنِّىْ فَلَمَّا جَدَدْتُهُ وَوَضَعْتُهُ فِى الْمِرْبَدِ اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَجَاءَ وَمَعَهُ اَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ فَجَلَسَ عَلَيْهِ وَدَعَا بِالْبَرَكَةِ ثُمَّ قَالَ اُدْعُ غُرَمَاءَكَ فَاَوْفِهِمْ قَالَ فَمَا تَرَكْتُ اَحَدًا لَهُ عَلٰى اَبِىْ دَيْنٌ اِلَّا قَضَيْتُهُ وَفَضَلَ لِىْ ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَسْقًا فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لَهُ فَضَحِكَ وَقَالَ اُئْتِ اَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ فَاَخْبِرْ هُمَا ذٰلِكَ فَاَتَيْتُ اَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ فَاَخْبَرْتُهُمَا فَقَالَا قَدْ عَلِمْنَا اِذْ صَنَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَاصَنَعَ اَنَّهُ سَيَكُوْنُ ذٰلِكَ *

৩৬৪১. মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুসান্না (র) - - - - জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমার পিতা মারা যান এবং তাঁর উপর দেনা থেকে যায়। আমি আমার পিতার পাওনাদারদের ডেকে বললাম : তারা যেন তার দেনার বিনিময়ে এই খেজুর নিয়ে নেয়। কিন্তু তারা তা অস্বীকার করলো। কেননা, তারা তাতে পরিশোধ দেখতে পেল না (তাদের কাছে খেজুরের পরিমাণ কম মনে হলো)। জাবির (রা) বলেন : এরপর আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে এ কথা বললাম। তিনি বললেন : তুমি যখন খেজুর কাটবে এবং উঠানে স্তূপকৃত করবে, তখন আমাকে সংবাদ দেবে। জাবির (রা) বলেন : আমি খেজুর কেটে উঠানে রেখে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হলাম। তিনি আবূ বকর এবং উমর (রা)-কে সাথে নিয়ে আসলেন। তিনি এসে তার উপর বসে পড়লেন এবং বরকতের জন্য দু'আ করলেন। এরপর তিনি বললেন : তুমি তোমার পাওনাদারদের ডেকে আন এবং তাদের পাওনা দিয়ে দাও। তিনি [জাবির (রা)] বলেন আমার পিতার কাছে যাদের পাওনা ছিল, তাদের সকলের পাওনা আদায় করে দিলাম, কারো পাওনা অবশিষ্ট রইলো না; বরং তের ওসাক[১] (খেজুর) অবশিষ্ট থেকে গেল। তারপর আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে এই সংবাদ দিলে তিনি শুনে হাসলেন এবং বললেন : যাও তুমি আবূ বকর এবং উমরকেও এ খবর দাও। আমি তাঁদের কাছে গিয়ে এ খবর দিলে তারা বললেন : আমরা বুঝতে পেরেছিলাম যে, নবী ﷺ যা করলেন, তার ফল এটাই হবে।

بَابٌ اِبْطَالُ الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ

পরিচ্ছেদ : ওয়ারিসের জন্য ওয়াসিয়াত করা বাতিল

٣٦٤٢. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ عَبْدِ

১. এক ওসাক হলো– ষাট সা' এবং এক সা' হলো তিন সের এগার ছটাক।

الرَّحْمٰنِ بْنِ غَنْمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ قَالَ خَطَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ اَعْطٰى كُلَّ ذِيْ حَقٍّ حَقَّهُ وَلاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ *

৩৬৪২. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) ---- আমর ইব্‌ন খারিজা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খুতবায় বললেন : আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক হকদারের হক দিয়ে দিয়েছেন আর ওয়ারিসদের জন্য ওয়াসিয়াত নেই (বৈধ নয়)।

٣٦٤٣. اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ اَنَّ ابْنَ غَنْمٍ ذَكَرَ اَنَّ ابْنَ خَارِجَةَ ذَكَرَ لَهُ اَنَّهُ شَهِدَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَخْطُبُ النَّاسَ عَلٰى رَاحِلَتِهِ وَاِنَّهَا لَتَقْصَعُ بِجِرَّتِهَا وَاِنَّ لُعَابَهَا لَيَسِيْلُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ خُطْبَتِهِ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ قَسَّمَ لِكُلِّ اِنْسَانٍ قِسْمَهُ مِنَ الْمِيْرَاثِ فَلاَ تَجُوْزُ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ *

৩৬৪৩. ইসামাঈল ইব্‌ন মাসঊদ (র) ---- ইব্‌ন খারিজা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হয়ে দেখলেন যে, তিনি নিজের সওয়ারীর উপর থেকে লোকদের খুতবা দিচ্ছেন। তখন ঐ সওয়ারী (উট) জাবর কাটছিল এবং তার মুখ থেকে ফেনা বেয়ে পড়ছিল। তিনি তাঁর খুতবায় বললেন : আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক লোকের মীরাসের হিস্‌সা বণ্টন করে দিয়েছেন; কাজেই ওয়ারিসের জন্য ওয়াসিয়াত করা বৈধ হবে না।

٣٦٤٤. اَخْبَرَنَا عُتْبَةُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْمَرْوَزِىُّ قَالَ اَنْبَاَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ اَنْبَاَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اَبِىْ خَالِدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ اسْمُهُ قَدْ اَعْطٰى كُلَّ ذِىْ حَقٍّ حَقَّهُ وَلاَوَصِيَّةَ لِوَارِثٍ *

৩৬৪৪. উতবা ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ মারওয়াযী (র) ---- আমর ইব্‌ন খারিজা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : মহীয়ান নামের মালিক আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক হকদারের অংশ নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, এখন আর ওয়ারিসের জন্য ওয়াসিয়াতের অবকাশ নেই।

بَابٌ اِذَا اَوْصٰى لِعَشِيْرَتِهِ الْاَقْرَبِيْنَ

পরিচ্ছেদ : নিকটাত্মীয়ের জন্য ওয়াসিয়াত

٣٦٤٥. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ مُوْسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ دَعَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قُرَيْشًا فَاجْتَمَعُوْا فَعَمَّ وَخَصَّ فَقَالَ يَابَنِىْ كَعْبِ بْنِ لُؤَىٍّ يَابَنِىْ مُرَّةَ بْنِ كَعْبٍ يَابَنِىْ عَبْدِ شَمْسٍ

وَيَابَنِىْ عَبْدِ مَنَافٍ وَيَابَنِىْ هَاشِمٍ وَيَابَنِىْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اَنْقِذُوْا اَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ وَيَافَاطِمَةُ اَنْقِذِىْ نَفْسَكِ مِنَ النَّارِ اِنِّىْ لاَ اَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا غَيْرَ اَنَّ لَكُمْ رَحِمًا سَاَبُلُّهَا بِبِلاَلِهَا *

৩৬৪৫. ইসহাক ইব্‌ন ইবরহীম (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الاَقْرَبِيْنَ (অর্থাৎ : আপনি আপনার নিকট আত্মীয়দের সতর্ক করে দিন।) এ আয়াত নাযিল হলে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (বিশেষভাবে) কুরায়শদের ডাকলেন। তারা একত্রিত হলে তিনি প্রথমে সাধারণ ও ব্যাপকভাবে লোকদেরকে, পরে নিজের আত্মীয়দেরকে (সতর্ক করে) বললেন : হে কা'ব ইব্‌ন লুআঈয়ের বংশধর, হে বনী মুররা ইবন কা'ব, হে বনী আবদে শামস, হে আবদে মানাফের সন্তানেরা ! হে হাশেমিগণ, হে আবদুল মুত্তালিবের সন্তানগণ ! তুমি নিজেকে দোযখের আগুন হতে রক্ষা কর। এরপর তিনি নিজ কন্যা ফাতিমা (রা)-কে বললেন : হে ফাতিমা ! নিজেকে দোযখের আগুন হতে রক্ষা কর। আমি তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র (আযাব হতে) রক্ষা করার মালিক নই। তবে তোমাদের আত্মীয়তা (রক্ত) সম্বন্ধ রয়েছে এবং তার আর্দ্রতায় আমি আর্দ্রিত করব।

٣٦٤٦. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسَى قَالَ اَنْبَأَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ مُعَاوِيَةَ وَهُوَ ابْنُ اِسْحٰقَ عَنْ مُوْسَى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَابَنِىْ عَبْدِ مَنَافٍ اُشْتَرُوا اَنْفُسَكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ اِنِّى لاَ اَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا يَابَنِى عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اُشْتَرُوا اَنْفُسَكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ اِنِّىْ لاَ اَمْلِكَ لَكُمْ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا وَلَكِنْ بَيْنِى وَبَيْنَكُمْ رَحِمٌ اَنَا بَالُّهَا بِبِلاَلِهَا *

৩৬৪৬. আহমাদ ইব্‌ন সুলায়মান (র) - - - - মূসা ইব্‌ন তাল্‌হা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : হে আবদে মানাফের বংশধর ! তোমরা নিজেদেরকে ক্রয় করে নাও (আল্লাহ্‌র আযাব হতে রক্ষা কর)। আমি তোমাদেরকে কোন কিছু করার ক্ষমতা রাখি না; (আল্লাহ্‌র আযাব হতে রক্ষা করতে) সক্ষম নই। হে আবদুল মুত্তালিবের সন্তানগণ ! তোমরা তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র আযাব হতে বাঁচাও। আমি তোমাদের জন্য কিছু করার ক্ষমতা রাখি না। আমি তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র আযাব থেকে রক্ষা করতে পারব না। কিন্তু আমার ও তোমাদের মধ্যে রক্তের সম্পর্ক রয়েছে। আমি তার আর্দ্রতা দ্বারা নিজেকে আর্দ্রিত করব (হক আদায় করব)।

٣٦٤٧. اَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَاَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ اُنْزِلَ عَلَيْهِ وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ قَالَ يَامَعْشَرَ قُرَيْشٍ اشْتَرُوْا اَنْفُسَكُمْ مِنَ اللّٰهِ لاَ اُغْنِى عَنْكُمْ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا يَابَنِى عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لاَ اُغْنِىْ عَنْكُمْ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا يَاعَبَّاسُ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لاَ اُغْنِىْ عَنْكَ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا يَاصَفِيَّةُ عَمَّةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لاَ اُغْنِىْ عَنْكِ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا يَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَلِيْنِىْ مَاشِئْتِ لاَ اُغْنِىْ عَنْكِ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا *

৩৬৪৭. সুলায়মান ইব্‌ন দাঊদ (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর উপর وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ "আপনি আপনার নিকটাত্মীয়দেরকে সতর্ক করে দিন" নাযিল হলো, তখন তিনি বললেন : হে কুরায়শ সম্প্রদায় ! তোমরা নিজেদেরকে আল্লাহ্‌র নিকট হতে ক্রয় করে নাও (আল্লাহ্‌র আযাব হতে রক্ষা কর)। আমি তোমাদেরকে আল্লাহ্ (আযাব) হতে রক্ষা করতে সক্ষম নই। হে আবদুল মুত্তালিবের সন্তানেরা ! তোমরা নিজেদের ক্রয় করে নাও। আমি তোমাদেরকে আল্লাহ্ (আযাব) হতে রক্ষা করতে পারব না। হে আব্বাস ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব ! আমি তোমাদেরকে আল্লাহ্ (আযাব) হতে রক্ষা করতে পারব না। হে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ফুফী সফিয়্যা ! আমি আপনাকে আল্লাহ্‌র আযাব হতে রক্ষা করতে পারব না। হে মুহাম্মদের কন্যা ফাতিমা ! তুমি যা ইচ্ছা আমার নিকট চাইতে পার, আমি তোমাকে আল্লাহ্ (আযাব) হতে রক্ষা করতে পারব না।

٣٦٤٨. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِيْ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَاَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ اُنْزِلَ عَلَيْهِ وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ اشْتَرُوا اَنْفُسَكُمْ مِنَ اللّٰهِ لَا اُغْنِى عَنْكُمْ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا يَابَنِيْ عَبْدِ مَنَافٍ لَا اُغْنِىْ عَنْكُمْ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا يَاعَبَّاسُ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لَاُغْنِىْ عَنْكَ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا يَاصَفِيَّةُ عَمَّةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَا اُغْنِىْ عَنْكِ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا يَافَاطِمَةُ سَلِيْنِىْ مَاشِئْتِ لَاُغْنِىْ عَنْكِ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا *

৩৬৪৮. মুহাম্মাদ ইব্‌ন খালিদ (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যখন "আপনি আপনার নিকটাত্মীয়কে সতর্ক করুন", এ আয়াত নাযিল হলো, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : হে কুরায়শের লোকগণ ! তোমরা নিজেদেরকে আল্লাহ্‌র নিকট হতে খরিদ কর (আযাব হতে রক্ষা কর)। আমি আল্লাহ্‌র (আযাবের) সামনে তোমাদেরকে কোন উপকার করতে পারব না। (রক্ষা করতে সক্ষম হবো না)। হে আবদে মানাফের বংশধরগণ ! আমি তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র আযাব হতে রক্ষা করতে পারব না। হে আব্বাস ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব ! আমি তোমার কোন উপকার সাধন করতে পারব না। হে রাসূলুল্লাহ্‌র ফুফী সফিয়্যা ! আমি আল্লাহ্‌র আযাব হতে আপনাকে রক্ষা করতে সক্ষম নই। হে ফাতিমা ! তুমি যা ইচ্ছা আমার নিকট চাইতে পার, আল্লাহ্‌র আযাব হতে তোমাকে রক্ষা করার সামর্থ্য আমার নেই।

٣٦٤٩. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَاَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ وَهُوَ ابْنُ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَافَاطِمَةُ ابْنَةَ مُحَمَّدٍ يَاصَفِيَّةُ بِنْتَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَابَنِيْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لَاُغْنِىْ عَنْكُمْ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا سَلُوْنِىْ مِنْ مَالِىْ مَاشِئْتُمْ *

৩৬৪৯. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যখন وَاَنْذِرْ

عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ আয়াত নাযিল হলো, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : হে মুহাম্মাদ-তনয়া ফাতিমা! হে আবদুল মুত্তালিবের কন্যা সফিয়্যা ! হে আবদুল মুত্তালিবের বংশধররা ! আল্লাহ্‌র বিপক্ষে আমি তোমাদের কোন কাজে আসব না (আমি তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র আযাব হতে রক্ষা করতে সক্ষম নই)। তোমরা আমার মাল হতে যা ইচ্ছা চেয়ে নিতে পার।

اِذَا مَاتَ الْفُجَاةُ هَلْ يُسْتَحَبُّ لاَهْلِهِ اَنْ يَتَصَدَّقُوْا عَنْهُ

হঠাৎ মৃত্যু হলে মৃতের পক্ষ হতে তার পরিবারের সাদাকা করা কি মুস্তাহাব ?

٣٦٥٠. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَجُلاً قَالَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اُمِّى اُفْتُلِتَتْ نَفْسُهَا وَاِنَّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ اَفَأَتَصَدَّقُ عَنْهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَعَمْ فَتَصَدَّقْ عَنْهَا *

৩৬৫০. মুহাম্মাদ ইব্‌ন সালামা (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বললেন : আমার আম্মা হঠাৎ ইনতিকাল করেছেন, আমার বিশ্বাস, যদি তিনি কথা বলার সময় পেতেন, তবে দান করার কথা বলতেন। আমি কি তার পক্ষ হতে সাদাকা করবো ? তিনি বললেন : হ্যাঁ। তুমি তার পক্ষ হতে সাদাকা কর।

٣٦٥١. اَنْبَانَا الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيْلَ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ خَرَجَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ فِى بَعْضِ مَغَازِيْ وَحَضَرَتْ اُمَّهُ الْوَفَاةُ بِالْمَدِيْنَةِ فَقِيْلَ لَهَا اَوْصِى فَقَالَتْ فِيْمَ اُوْصِى الْمَالُ مَالُ سَعْدٍ فَتُوُفِّيَتْ قَبْلَ اَنْ يَقْدَمَ سَعْدٌ فَلَمَّا قَدِمَ سَعْدٌ ذُكِرَ ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ هَلْ يَنْفَعُهَا اَنْ اَتَصَدَّقَ عَنْهَا فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ نَعَمْ فَقَالَ سَعْدٌ حَائِطُ كَذَا وَكَذَا صَدَقَةٌ عَنْهَا لِحَائِطٍ سَمَّاهُ *

৩৬৫১. হারিস ইব্‌ন মিসকীন (র) - - - - সা'দ ইব্‌ন উবাদা (রা) থেকে বর্ণিত যে, সা'দ নবী ﷺ -এর সাথে কোন যুদ্ধে বের হলেন, এ সময় তার মাতা মদীনায় মুমূর্ষু অবস্থায় ছিলেন। তাকে বলা হলো : আপনি ওয়াসিয়াত করুন। তিনি বললেন : আমি কিসের ওয়াসিয়ত করবো, মাল তো সা'দ-এর। সা'দ পৌছার পূর্বেই তিনি ইনতিকাল করলেন। সা'দ (রা) আসলে তার নিকট একথা বলা হলে তিনি বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! যদি আমি তার পক্ষ হতে সাদাকা করি, তবে কি তার কোন উপকার হবে ? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : হ্যাঁ, তখন সা'দ একটি বাগানের নাম নিয়ে বললেন : আমি তা তার পক্ষ হতে সাদাকা করলাম।

فَضْلُ الصَّدَقَةِ عَنِ الْمَيِّتِ

মৃতের পক্ষ হতে সাদাকার ফযীলত

٣٦٥٢. اَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنَا الْعَلاَءُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا مَاتَ الْاِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ اِلاَّ مِنْ ثَلاَثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْ لَهُ *

৩৬৫২. আলী ইব্ন হুজ্‌র (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যখন কোন লোক মারা যায়, তখন তার সকল আমল বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু তিন প্রকার আমল (জারি থাকে)। (প্রথম) সাদাকা জারিয়া (চলমান সাদাকা); (দ্বিতীয়) ঐ ইল্‌ম, যা দ্বারা অন্য লোক উপকৃত হয়; (তৃতীয়) নেক সন্তান, যে তার জন্য দু'আ করে।

٣٦٥٣. اَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ اَنْبَانَا اِسْمَاعِيْلُ عَنِ الْعَلاَءِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبِىِّ ﷺ اِنَّ اَبِىْ مَاتَ وَتَرَكَ مَالاً وَلَمْ يُوْصِ فَهَلْ يُكَفِّرُ عَنْهُ اَنْ اَتَصَدَّقَ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ *

৩৬৫৩. আলী ইব্ন হুজ্‌র (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি নবী ﷺ-কে বললেন : আমরা পিতা কিছু মাল রেখে মারা গেছেন, কিন্তু তিনি ওয়াসিয়াত করেন নি। আমি যদি তার পক্ষ হতে সাদাকা করি, তবে কি তা- তার জন্য কাফ্ফারা হবে ? তিনি বললেন : হ্যাঁ।

٣٦٥٤. اَخْبَرَنَا مُوْسَى بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنِ الشَّرِيْدِ بْنِ سُوَيْدٍ الثَّقَفِىِّ قَالَ اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ اِنَّ اُمِّىْ اَوْصَتْ اَنْ تُعْتِقَ عَنْهَا رَقَبَةً وَاِنَّ عِنْدِىْ جَارِيَةً نُوْبِيَّةً اَفَيُجْزِىءُ عَنِّىْ اَنْ اُعْتِقَهَا عَنْهَا قَالَ ائْتِنِىْ بِهَا فَاَتَيْتُهُ بِهَا فَقَالَ لَهَا النَّبِىُّ ﷺ مَنْ رَبُّكِ قَالَتِ اللّٰهُ قَالَ مَنْ اَنَا قَالَتْ اَنْتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فَاعْتِقْهَا فَاِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ *

৩৬৫৪. মূসা ইব্ন সাঈদ (র) - - - - শারীদ ইব্ন সুআয়দ সাকাফী (রা) বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললাম : আমার মাতা একটি গোলাম আযাদ করার ওয়াসিয়াত করেছেন। আর আমার নিকট একটি হাবশী দাসী রয়েছে, আমি যদি তাকে আমার মার পক্ষ হতে মুক্ত করি, তবে কি তা যথেষ্ট হবে ? তিনি বললেন : তাকে (সেই দাসীকে) আমার নিকট নিয়ে এসো। পরে আমি তাকে তাঁর নিকট নিয়ে গেলাম। নবী ﷺ তাকে বললেন : তোমার রব কে ? সে বলল : আমার রব আল্লাহ্। তিনি তাকে বললেন : আমি কে? সে বলল : আপনি আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ। তিনি বললেন : তাকে মুক্ত করে দাও, সে ঈমানদার।

٣٦٥٥. اَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عِيسَى قَالَ اَنْبَانَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ سَعْدًا سَاَلَ النَّبِيَّ ﷺ اِنَّ اُمِّيْ مَاتَتْ وَلَمْ تُوصِ اَفَأَتَصَدَّقُ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ *

৩৬৫৫. হুসায়ন ইব্‌ন ঈসা (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, সা'দ (রা) নবী ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলেন : আমার মাতা ইনতিকাল করেছেন, কিন্তু তিনি কোন ওয়াসিয়াত করে যাননি। আমি কি তার পক্ষ হতে সাদাকা করবো ? তিনি বললেন : হ্যাঁ, (করতে পার)।

٣٦٥٦. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ الاَزْهَرِ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ اِسْحٰقَ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَجُلاً قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اُمَّهُ تُوُفِّيَتْ اَفَيَنْفَعُهَا اِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاِنَّ لِيْ مَخْرَفًا فَاُشْهِدُكَ اَنِّيْ قَدْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا *

৩৬৫৬. আহমাদ ইব্‌ন আযহার (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! তার (আমার) মাতা ইনতিকাল করেছেন। তার পক্ষ হতে আমি সাদাকা করলে তার কি কোন উপকার করবে ? তিনি বললেন : হ্যাঁ। সে বললে : আমার একটি বাগান আছে। আমি আপনাকে সাক্ষী রাখলাম, আমি তা তাঁর পক্ষ হতে সাদাকা করলাম।

٣٦٥٧. اَخْبَرَنِيْ هٰرُوْنُ بْنُ عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيْرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ اَنَّهُ اَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ اِنَّ اُمِّيْ مَاتَتْ وَعَلَيْهَا نَذْرٌ اَفَيُجْزِيْ عَنْهَا اَنْ اَعْتِقَ عَنْهَا قَالَ اَعْتِقْ عَنْ اُمِّكَ *

৩৬৫৭. হারূন ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) সূত্রে সা'দ ইব্‌ন উবাদা (রা) থেকে বর্ণিত যে, (একদা) তিনি নবী ﷺ -এর নিকট এসে বললেন : আমার মাতা মানন্নত (অনাদায়ী) রেখে ইনতিকাল করেছেন, আমি তাঁর পক্ষ হতে দাসমুক্ত করলে তা কি তার জন্য যথেষ্ট হবে ? তিনি বললেন : হ্যাঁ। তুমি তোমার মাতার পক্ষ হতে গোলাম আযাদ কর।

٣٦٥٨. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ اَبُوْ يُوْسُفَ الصَّيْدَلاَنِيُّ عَنْ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنَا عِيسَى وَهُوَ ابْنُ يُوْنُسَ عَنِ الاَوْزَاعِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ اَخْبَرَهُ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ اَنَّهُ اُسْتَفْتَى النَّبِيَّ ﷺ فِيْ نَذْرٍ كَانَ عَلَى اُمِّهِ فَتُوُفِّيَتْ قَبْلَ اَنْ تَقْضِيَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُقْضِهِ عَنْهَا *

৩৬৫৮. মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ আবূ ইউসুফ সায়দালানী (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) সূত্রে সা'দ ইব্‌ন উবাদা

(রা) হতে বর্ণিত। তিনি (নবী ﷺ -কে) জিজ্ঞাসা করলেন : তাঁর মায়ের মান্নত সম্পর্কে যে, তিনি তা পূর্ণ করার পূর্বেই মারা গেছেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তুমি তা তাঁর পক্ষ হতে আদায় কর।

٣٦٥٩. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَدَقَةَ الْحِمْصِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ عَنِ الْاَوْزَاعِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ اَخْبَرَهُ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ اَنَّهُ اُسْتَفْتَى النَّبِيَّ ﷺ فِى نَذْرٍ كَانَ عَلَى اُمِّهِ فَمَاتَتْ قَبْلَ اَنْ تَقْضِيَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَقْضِهِ عَنْهَا *

৩৬৫৯. মুহাম্মাদ ইব্‌ন সাদাকা হিমসী (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) সূত্রে সা'দ ইব্‌ন উবাদা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি নবী ﷺ -এর নিকট জিজ্ঞাসা করলেন তাঁর মাতার মান্নত সম্পর্কে, তিনি তা আদায় করার পূর্বেই ইনতিকাল করেছেন। তিনি বললেন : তুমি তা তার পক্ষ হতে আদায় কর।

٣٦٦٠. اَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيْدِ بْنِ مَزْيَدَ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِىُّ قَالَ اَخْبَرَنِىْ الزُّهْرِىُّ اَنَّ عُبَيْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ اَخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اُسْتَفْتَى سَعْدٌ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِى نَذْرٍ كَانَ عَلَى اُمِّهِ فَتُوُفِّيَتْ قَبْلَ اَنْ تَقْضِيَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَقْضِهِ عَنْهَا *

৩৬৬০. আব্বাস ইব্‌ন ওয়ালীদ ইব্‌ন মজীদ (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : সা'দ ইব্‌ন উবাদা (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করলেন, তার মাতার মান্নত সম্পর্কে, তা আদায় করার পূর্বেই তিনি ইনতিকাল করেন। তিনি বললেন : তুমি তা তার পক্ষ হতে আদায় কর।

ذِكْرُ الْاِخْتِلَافِ عَلَى سُفْيَانَ

সুফিয়ানের বর্ণনায় বর্ণনা বিরোধ

٣٦٦١. قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ اُسْتَفْتَى النَّبِيَّ ﷺ فِىْ نَذْرٍ كَانَ عَلَى اُمِّهِ فَتُوُفِّيَتْ قَبْلَ اَنْ تَقْضِيَهُ فَقَالَ اَقْضِهِ عَنْهَا *

৩৬৬১. হারিস ইব্‌ন মিসকীন (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। সা'দ ইব্‌ন উবাদা (রা) নবী ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করলেন যে তাঁর মাতার উপর মান্নত ছিল, তা আদায় করার আগেই তিনি মারা যান। তিনি (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ) বললেন : তুমি তা তার পক্ষ হতে আদায় কর।

٣٦٦٢. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ

عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ سَعْدٍ اَنَّهُ قَالَ مَاتَتْ اُمِّىْ وَعَلَيْهَا نَذْرٌ فَسَاَلْتُ النَّبِىَّ ﷺ فَاَمَرَنِىْ اَنْ اَقْضِيَهُ عَنْهَا *

৩৬৬২. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইয়াযীদ (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) সূত্রে সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমার মা তাঁর (অনাদায়ী) মান্নত রেখে ইনতিকাল করলেন। আমি নবী ﷺ-কে (এ বিষয়ে) জিজ্ঞাসা করলে, তখন (নবী ﷺ) আমাকে তাঁর পক্ষ হতে তা আদায় করার আদেশ দিলেন।

٣٦٦٣. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اُسْتَفْتَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ الاَنْصَارِىُّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِىْ نَذْرٍ كَانَ عَلَى اُمِّهِ فَتُوُفِّيَتْ قَبْلَ اَنْ تَقْضِيَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُقْضِهِ عَنْهَا *

৩৬৬৩. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। সা'দ ইব্‌ন উবাদা আনসারী (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট মান্নত সম্পর্কে ফাতওয়া জিজ্ঞাসা করলেন যা তাঁর মায়ের যিম্মায় ছিল এবং তা তিনি আদায়ের আগে মারা যান। তিনি (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ) বললেন : তুমি তার পক্ষ হতে তা আদায় কর।

٣٦٦٤. اَخْبَرَنَا هَرُوْنُ ابْنُ اِسْحٰقَ الْهَمْدَانِىُّ عَنْ عَبْدَةَ عَنْ هِشَامٍ هُوَ ابْنُ عُرْوَةَ عَنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ اِنَّ اُمِّىْ مَاتَتْ وَعَلَيْهَا نَذْرٌ وَلَمْ تَقْضِهِ قَالَ اُقْضِهِ عَنْهَا *

৩৬৬৪. হারূন ইব্‌ন ইসহাক হামাদানী (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : সা'দ ইব্‌ন উবাদা (রা) নবী ﷺ -এর নিকট এসে বললেন : আমার মার উপর মান্নত ছিল, কিন্তু তিনি তা আদায় না করে মারা যান। তখন তিনি (নবী ﷺ) বললেন : তুমি তা তার পক্ষ হতে আদায় কর।

٣٦٦٥. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اُمِّىْ مَاتَتْ اَفَاَتَصَدَّقُ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَاَىُّ الصَّدَقَةِ اَفْضَلُ قَالَ سَقْىُ الْمَاءِ *

৩৬৬৫. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুবারক (র) - - - - সা'দ ইব্‌ন উবাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি বললাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমার মাতা ইনতিকাল করেছেন, আমি কি তার পক্ষ হতে সাদাকা করব ? তিনি বললেন : হ্যাঁ। আমি বললাম : কোন্ সাদাকা উত্তম ? তিনি বললেন : পানি পান করানো (-র ব্যবস্থা করা)।

٣٦٦٦. اَخْبَرَنَا اَبُوْ عَمَّارٍ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ عَنْ وَكِيْعٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَىُّ الصَّدَقَةِ اَفْضَلُ قَالَ سَقْىُ الْمَاءِ *

৩৬৬৬. আবূ আম্মার হুসায়ন ইব্‌ন হুরায়স (র) - - - - সা'দ ইব্‌ন উবাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি বললাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! কোন সাদাকা উত্তম ? তিনি বললেন : পানি পান করানো।

٣٦٦٧. اَخْبَرَنِىْ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ حَجَّاجٍ قَالَ سَمِعْتُ شُعْبَةَ يُحَدِّثُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ يُحَدِّثُ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ اَنَّ اُمَّهُ مَاتَتْ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اُمِّى مَاتَتْ اَفَاَتَصَدَّقُ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاَىُّ الصَّدَقَةِ اَفْضَلُ قَالَ سَقْىُ الْمَاءِ فَتِلْكَ سِقَايَةُ سَعْدٍ بِالْمَدِيْنَةِ *

৩৬৬৭. ইবরাহীম ইব্‌ন হাসান (র) - - - - সা'দ ইব্‌ন উবাদা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তাঁর মাতা ইনতিকাল করলে, তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমার মা ইনতিকাল করেছেন। আমি কি তার পক্ষ হতে সাদাকা করবো ? তিনি বললেন : হ্যাঁ। তিনি (সা'দ (রা) বললেন : কোন্ সাদাকা উত্তম ? তিনি বললেন : পানি পান করানো। সেটাই মদীনায় (এখনো) সা'দ -এর পানি পান করানোর ব্যবস্থাপনা (অব্যাহত রয়েছে)।

اَلنَّهْىُ عَنِ الْوَلاَيَةِ عَلَى مَالِ الْيَتِيْمِ

ইয়াতীমের মালের অভিভাবক হওয়ার নিষেধাজ্ঞা

٣٦٦٨. اَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَزِيْدَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ اَيُّوْبَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ جَعْفَرٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ اَبِىْ سَالِمِ الْجَيْشَانِىِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا اَبَا ذَرٍّ اِنِّىْ اَرَاكَ ضَعِيْفًا وَاِنِّىْ اُحِبُّ لَكَ مَا اُحِبُّ لِنَفْسِىْ لاَتَأَمَّرَنَّ عَلَى اثْنَيْنِ وَلاَ تَوَلَّيَنَّ عَلَى مَالِ يَتِيْمٍ *

৩৬৬৮. আব্বাস ইব্‌ন মুহাম্মাদ (র) - - - - আবূ যর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে বললেন : হে আবূ যর ! আমি তোমাকে দুর্বল দেখছি। আর আমি আমার জন্য যা ভালবাসি, তা তোমার জন্যও ভালবাসি। কখনও দুই ব্যক্তির 'আমীর' (পরিচালক) হবে না এবং ইয়াতীমের মালের ওলী হবে না।

مَالِلْوَصِىِّ مِنْ مَالِ الْيَتِيْمِ اِذَا قَامَ عَلَيْهِ

ইয়াতীমের মালের দায়িত্ব পালনকালে কি সুযোগ গ্রহণ করবে

٣٦٦٩. اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ رَجُلاً اَتَى النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ اِنِّىْ فَقِيْرٌ لَيْسَ لِىْ شَىْءٌ وَلِىْ يَتِيْمٌ قَالَ كُلْ مِنْ مَالِ يَتِيْمِكَ غَيْرَ مُسْرِفٍ وَلاَمُبَاذِرٍ وَلاَمُتَاَثِّلٍ *

৩৬৬৯. ইসমাঈল ইব্‌ন মাসউদ (র) - - - - আমর ইব্‌ন শুআয়ব (র) তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি নবী ﷺ -এর নিকট এসে বললো : আমি গরীব, আমার কিছুই নেই, আর আমার (দায়িত্বে) একজন ইয়াতীম রয়েছে। তিনি বললেন : তুমি ইয়াতীমের মাল হতে ভক্ষণ কর; কিন্তু অতিরিক্ত এবং বাহুল্য খরচ করো না, (নাহক খাবে না) আর নিজের জন্য মাল জমা করবে না।

٣٦٧٠. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ ابْنِ حَكِيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو كُدَيْنَةَ عَنْ عَطَاءٍ وَهُوَ ابْنُ السَّائِبِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ وَلَاتَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلاَّ بِالَّتِى هِىَ اَحْسَنُ وَاِنَّ الَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا قَالَ اُجْتَنَبَ النَّاسُ مَالَ الْيَتِيْمِ وَطَعَامَهُ فَشَقَّ ذٰلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ فَشَكَوْا ذٰلِكَ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ وَيَسْاَلُوْنَكَ عَنِ الْيَتَامٰى قُلْ اِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ اِلَى قَوْلِهِ لَاَعْنَتَكُمْ *

৩৬৭০. আহমাদ ইব্‌ন উসমান ইব্‌ন হাকীম (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যখন وَلَاتَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلاَّ بِالَّتِى هِىَ اَحْسَنُ (অর্থ : তোমরা উত্তম পন্থা ব্যতীত ইয়াতীমের মালের নিকটবর্তী হয়ো না।) এবং اِنَّ الَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا (অর্থ : যারা অন্যায়ভাবে ইয়াতীমদের মাল ভক্ষণ করে.....) নাযিল হলো, তখন লোক ইয়াতীমের মালের নিকট যাওয়া এবং তাদের খাদ্যের নিকট যাওয়া হতে নিজকে দূরে রাখতে লাগলো। মুসলমানদের জন্য এটা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়লো। এ ব্যাপারে তারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট অভিযোগ করলে আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন : يَسْاَلُوْنَكَ عَنِ الْيَتَامٰى قُلْ اِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ .... لَاَعْنَتَكُمْ পর্যন্ত। (অর্থ : তারা আপনাকে ইয়াতীমদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। আপনি বলুন, তাদের জন্য সংযত ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করাই উত্তম .....)।

٣٦٧١. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِىْ قَوْلِهِ اِنَّ الَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا قَالَ كَانَ يَكُوْنَ فِى حَجْرِ الرَّجُلِ الْيَتِيْمَ فَيَعْزِلُ لَهُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَاٰنِيَتَهُ فَشَقَّ ذٰلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ وَاِنْ تُخَالِطُوْهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِى الدِّيْنِ فَاَحَلَّ لَهُمْ خُلْطَتَهُمْ *

৩৬৭১. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) এ আয়াত اِنَّ الَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْيَتَامَى সম্বন্ধে বলেন : যার তত্ত্বাবধানে ইয়াতীম ছিল, এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর সে ইয়াতীমের খাদ্য, তার পানীয় তার হাঁড়ি-পাতিল সব পৃথক করে দেয়। এটা মুসলমানদের জন্য কঠিন হয়ে পড়লো। তখন আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন : وَاِنْ تُخَالِطُوْهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِى الدِّيْنِ [অর্থ : যদি তাদের সাথে মিশ্রিত কর (সম্মিলিত রান্নাবান্না ইত্যাদি . . .) তবে তারা তো তোমাদের দীনী ভাই-ই]। ইয়াতীমের মাল তাদের মালের সাথে মিশ্রিত করার অনুমতি দিলেন।

اِجْتِنَابُ اَكْلُ مَالُ الْيَتِيْمِ

পরিচ্ছেদ : ইয়াতীমের মাল খাওয়া থেকে বিরত থাকা

٣٦٧٢. اَخْبَرَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ اَبِى الْغَيْثِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اُجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوْبِقَاتِ قِيْلَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَاهِىَ قَالَ الشِّرْكُ بِاللّٰهِ وَالشُّحُّ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلاَّ بِالْحَقِّ وَاَكْلُ الرِّبَا وَاَكْلُ مَالِ الْيَتِيْمِ وَالتَّوَلِّىْ يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاَتِ الْمُؤْمِنَاتِ *

৩৬৭২. রবী‘ ইব্‌ন সুলায়মান (র) ---- আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমরা ধ্বংস আনয়নকারী সাত বস্তু হতে আত্মরক্ষা করবে। জিজ্ঞাসা করা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! সেগুলো কি? তিনি বললেন : (তা হলো) : ১. আল্লাহ্‌র সঙ্গে শরীক করা, ২. যাদু করা,[১] ৩. যে প্রাণ আল্লাহ্ নিষিদ্ধ (মর্যাদা-সম্পন্ন) করেছেন তা (আইনগত) যথার্থ কারণ ব্যতীত (অন্যায়ভাবে কাউকে) হত্যা করা, ৪. সুদ খাওয়া, ৫. ইয়াতীমের মাল খাওয়া, ৬. যুদ্ধের ময়দান হতে পলায়ন করা, ৭. মু'মিন (সরলা সতী) মহিলাদের প্রতি ব্যভিচারের (মিথ্যা) অপবাদ দেয়া।

---

১. নাসাঈ-র রিওয়ায়াতে الشح। শব্দ রয়েছে যার অর্থ অতিশয় লোভজনিত কৃপণতা। তবে বুখারী-মুসলিমসহ অন্যান্য কিতাবে السحر। শব্দ রয়েছে যার অর্থ যাদু করা।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ النَّحْلِ

অধ্যায় : বিশেষ দান

ذِكْرُ اخْتِلاَفِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِيْنَ لِخَبَرِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ فِى النَّحْلِ

'নাহল' সম্পর্কিত নু'মান ইব্ন বশীর (রা)-এর হাদীসের বর্ণনায়বিরোধ

٣٦٧٣. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ حُمَيْدٍ ح وَاَنْبَاَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ سَمِعْنَاهُ مِنَ الزُّهْرِىِّ اَخْبَرَنِى حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَمُحَمَّدُ بْنُ النُّعْمَانِ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ اَنَّ اَبَاهُ نَحَلَهُ غُلاَمًا فَاَتَى النَّبِىَّ ﷺ يُشْهِدُهُ فَقَالَ اَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ قَالَ لاَ قَالَ فَارْدُدْهُ وَاللَّفْظُ لِمُحَمَّدٍ *

৩৬৭৩. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র)*- - - - নু'মান ইব্ন বশীর (রা) থেকে বর্ণিত যে, তাঁর পিতা তাঁকে একটি দাস দান করলেন। এরপর তিনি এর সাক্ষী রাখার জন্য নবী ﷺ-এর নিকট আসলে তিনি বললেন : তুমি কি তোমার প্রত্যেক সন্তানকে দান করেছো ? তিনি বললেন : না। তিনি বললেন : তা হলে তা প্রত্যাহার করে নাও।

٣٦٧٤. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَمُحَمَّدِ ابْنِ النُّعْمَانِ يُحَدِّثَانِهِ عَنِ النُّعْمَانِ (بْنِ بَشِيْرٍ) اَنَّ اَبَاهُ اَتَى بِهِ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اِنِّىْ نَحَلْتُ ابْنِىْ غُلاَمًا كَانَ لِىْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ قَالَ لاَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَارْجِعْهُ *

৩৬৭৪. মুহাম্মাদ ইব্ন সালামা ও হারিস ইব্ন মিসকীন (র) - - - - নু'মান ইব্ন বশীর (রা) থেকে বর্ণিত যে, তাঁর পিতা তাকে সাথে নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট এসে বললেন : আমি আমার একটি গোলাম আমার এ

ছেলেকে দান করেছি। তিনি বললেন : তুমি তোমার প্রত্যেক সন্তানকেই দান করেছ ? তিনি বললেন : না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তুমি তা (তোমার দান) ফিরিয়ে নাও।

٣٦٧٥. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَاشِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الاَوْزَاعِىُّ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ اَنَّ اَبَاهُ بَشِيْرَ بْنَ سَعْدٍ جَاءَ بِاَبْنِهِ النُّعْمَانِ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنِّىْ نَحَلْتُ اُبْنِىْ هٰذَا غُلاَمًا كَانَ لِىْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَكُلُّ بَنِيْكَ نَحَلْتَ قَالَ لاَ قَالَ فَارْجِعْهُ *

৩৬৭৫. মুহাম্মাদ ইব্ন হাশিম (র) - - - - নু'মান ইব্ন বশীর (রা) থেকে বর্ণিত যে, তাঁর পিতা বশীর ইব্ন সা'দ (রা) তার ছেলে নু'মানকে সঙ্গে নিয়ে এসে বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমি আমার এই ছেলেকে একটি দাস দান করেছি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তোমার সকল ছেলেকে কি দান করেছ ? তিনি ﷺ বললেন : না। তিনি বললেন : তাহলে তা ফিরিয়ে নাও।

٣٦٧٦. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ عَنِ الاَوْزَاعِىِّ عَنِ الزُّهْرِىِّ اَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ النُّعْمَانِ وَحُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَاهُ عَنْ بَشِيْرِ بْنِ سَعْدٍ اَنَّهُ جَاءَ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ بِالنُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ فَقَالَ اِنِّىْ نَحَلْتُ اُبْنِىْ هٰذَا غُلاَمًا فَاِنْ رَاَيْتَ اَنْ تُنْفِذَهُ اَنْفَذْتُهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَكُلُّ بَنِيْكَ نَحَلْتَهُ قَالَ لاَ قَالَ فَارْدُدْهُ *

৩৬৭৬. আমর ইব্ন উসমান ইব্ন সাঈদ (র) - - - - বশীর ইব্ন সা'দ (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি নু'মান ইব্ন বশীরকে নিয়ে নবী ﷺ -এর নিকট এসে বললেন : আমি আমার এই ছেলেকে একটি দাস দান করেছি। যদি আপনি অনুমতি দেন, তাহলে আমি এই দান বহাল রাখবো। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তুমি কি তোমার সকল ছেলেকে দান করেছ ? বশীর বললেন : না। তিনি (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ) বললেন : তুমি তা ফিরিয়ে নাও।

٣٦٧٧. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ اَنَّ اَبَا نَحَلَهُ نُحْلاً فَقَالَتْ لَهُ اُمُّهُ اَشْهِدِ النَّبِىَّ ﷺ عَلَى مَا نَحَلْتَ ابْنِىْ فَاَتَى النَّبِىَّ ﷺ فَذَكَرَ ذٰلِكَ لَهُ فَكَرِهَ النَّبِىُّ ﷺ اَنْ يَشْهَدَ لَهُ *

৩৬৭৭. আহমাদ ইব্ন হারব (র) - - - - নু'মান ইব্ন বশীর (রা) থেকে বর্ণিত যে, তাঁর পিতা তাঁকে কিছু দান করলেন ; তখন তাঁর মাতা তাঁর পিতাকে বললেন : এই দানের জন্য আপনি নবী ﷺ -কে সাক্ষী রাখুন। তিনি নবী ﷺ -এর নিকট এসে একথা তাঁর কাছে উল্লেখ করলে নবী ﷺ তার জন্য সাক্ষী হওয়া অপছন্দ করলেন।

٣٦٧٨. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدٍ يَعْنِىْ ابْنَ

اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ بَشِيْرٍ اَنَّهُ نَحَلَ اَبْنَهُ غلاما فَاَتَى النَّبِىَّ ﷺ فَاَرَادَ اَنْ يُشْهِدَ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ اَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ ذَا قَالَ لاَ قَالَ فَارْدُدْهُ *

৩৬৭৮. মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুআম্মার (র) - - - - বশীর (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি তার এক ছেলেকে একটি দাস দান করলেন, তিনি নবী ﷺ -এর নিকট এসে নবী ﷺ -কে এ ব্যাপারে সাক্ষী রাখতে ইচ্ছা করলেন। তিনি বললেন : তুমি কি তোমার প্রত্যেক ছেলেকে অনুরূপ দান করেছ ? তিনি (বশীর) বললেন : না। তখন তিনি (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ) বললেন : তাহলে তা (এই দান) ফিরিয়ে নাও।

٣٦٧٩. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَبَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ هِشَامٍ عَنِ ابْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ بَشِيْرًا اَتَى النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ يَانَبِىَّ اللّٰهِ نَحَلْتُ النُّعْمَانَ نِحْلَةً قَالَ اَعْطَيْتَ لِاِخْوَتِهِ قَالَ لاَ قَالَ فَارْدُدْهُ *

৩৬৭৯. মুহাম্মাদ ইব্‌ন হাতিম (র) - - - - উরওয়া (র) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন, বশীর (রা) নবী ﷺ -এর নিকট এসে বললেন : হে আল্লাহ্‌র নবী ! আমি নু'মানকে কিছু দান করেছি। তিনি বললেন : তুমি কি তার ভাইদেরকেও দান করেছ ? বশীর বললেন : না। তিনি বললেন : তাহলে তুমি তা ফিরিয়ে নাও।

٣٦٨٠. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ اَبِى الشَّوَارِبِ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنِ النُّعْمَانِ قَالَ انْطَلَقَ بِهِ اَبُوْهُ يَحْمِلُهُ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اُشْهَدْ اَنِّى قَدْ نَحَلْتُ النُّعْمَانَ مِنْ مَالِى كَذَا وَكَذَا قَالَ كُلَّ بَنِيْكَ نَحَلْتَ مِثْلَ الَّذِى نَحَلْتَ النُّعْمَانَ *

৩৬৮০. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল মালিক (র) - - - - নু'মান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : তাঁর পিতা তাঁকে নবী ﷺ -এর নিকট নিয়ে গেলেন, এবং বললেন : আপনি সাক্ষী থাকুন আমি আমার ছেলে নু'মানকে আমার এই এই মাল দান করেছি। তিনি বললেন : তুমি তোমার প্রত্যেক ছেলেকে অনুরূপ দান করেছ, যা নু'মানকে করেছ ?

٣٦٨١. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَنْ عَامِرٍ عَنِ النُّعْمَانِ اَنَّ اَبَاهُ اَتَى بِهِ النَّبِىَّ ﷺ يُشْهِدُ عَلَى نُحْلٍ نَحَلَهُ اِيَّاهُ فَقَالَ اَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ مِثْلَ مَانَحَلْتَهُ قَالَ لاَ قَالَ فَلاَ اَشْهَدُ عَلَى شَىْءٍ اَلَيْسَ يَسُرُّكَ اَنْ يَكُوْنُوْا اِلَيْكَ فِى الْبِرِّ سَوَاءً قَالَ بَلَى قَالَ فَلاَ اِذًا *

৩৬৮১. মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুসান্না (র) - - - - নু'মান (রা) থেকে বর্ণিত যে, তাঁর পিতা তাঁকে নিয়ে নবী ﷺ -এর নিকট আসেন, তাকে যে দান করেন তার ব্যাপারে তাঁকে সাক্ষী করার জন্য। তখন তিনি বললেন : তোমার

প্রত্যেক ছেলেকেই কি তার দানের মত দান করেছ ? তিনি বললেন : না। তিনি ﷺ বললেন : তাহলে এ ধরনের ব্যাপারে আমি সাক্ষী থাকছি না। বশীরকে বললেন : তোমাকে আনন্দিত করে না যে, তারা (পুত্ররা) সকলেই তোমার সাথে ভাল ব্যবহার করুক। তিনি বললেন : হ্যাঁ-অবশ্যই। তখন তিনি বললেন : তবে এমন (কাজ) করো না (সাক্ষী বানিয়ো না)।

٣٦٨٢. اَخْبَرَنَا مُوْسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو أُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو حَيَّانَ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيْرٍ الْاَنْصَارِيُّ اَنَّ اُمَّهُ اَبْنَةَ رَوَاحَةَ سَأَلَتْ اَبَاهُ بَعْضَ الْمَوْهِبَةِ مِنْ مَالِهِ لِابْنِهَا فَالْتَوَى بِهَا سَنَةً ثُمَّ بَدَالَهُ فَوَهَبَهَالَهُ فَقَالَتْ لاَاَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اُمَّ هٰذَا اَبْنَةَ رَوَاحَةَ قَاتَلَتْنِي عَلَى الَّذِيْ وَهَبْتُ لَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَابَشِيْرُ اَلَكَ وَلَدٌ سِوَى هٰذَا قَالَ نَعَمْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَفَكُلَّهُمْ وَهَبْتَ لَهُمْ مِثْلَ الَّذِيْ وَهَبْتَ لِابْنِكَ هٰذَا قَالَ لاَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَلاَ تُشْهِدْنِي اِذًا فَاِنِّيْ لاَ اَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ *

৩৬৮২. মূসা ইব্‌ন আবদুর রহমান (র) - - - - নু'মান ইব্‌ন বশীর আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত যে, তার মাতা, রাওয়াহার কন্যা তার পিতার কাছে তার মাল হতে তার পুত্রের জন্য কিছু দান দাবি করলেন। তিনি এক বছর পর্যন্ত এ ব্যাপারে টাল-বাহানা করতে লাগলেন। পরে ভাল মনে হলে তিনি তাকে দান করলেন। তিনি (নু'মানের মা) বললেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে সাক্ষী না করা পর্যন্ত আমি সন্তুষ্ট হবো না। এরপর তিনি (নু'মানের পিতা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট গিয়ে) বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! এর মা রাওয়াহার কন্যা একে কিছু দান করার জন্য আমার সাথে ঝগড়া করায় আমি তাকে দান করেছি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : হে বশীর ! এই ছেলে ব্যতীত তোমার আরও ছেলে আছে কি ? তিনি বললেন : হ্যাঁ। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তুমি এই ছেলেকে যেরূপ দান করেছ, সেরূপ তাদের সকলকে দান করেছ ? তিনি বললেন : না। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তাহলে তুমি আমাকে সাক্ষী রেখো না। কেননা আমি যুলুমের সাক্ষী হই না।

٣٦٨٣. اَخْبَرَنَا اَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو حَيَّانَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ النُّعْمَانِ قَالَ سَأَلَتْ اُمِّي اَبِي بَعْضَ الْمَوْهِبَةِ فَوَهَبَهَا لِي فَقَالَتْ لاَاَرْضَى حَتَّى اُشْهِدَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فَاَخَذَ اَبِي بِيَدِيْ وَاَنَا غُلاَمٌ فَاَتَى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اُمَّ هٰذَا اَبْنَةَ رَوَاحَةَ طَلَبَتْ مِنِّيْ بَعْضَ الْمَوْهِبَةِ وَقَدْ اَعْجَبَهَا اَنْ اُشْهِدَكَ عَلَى ذٰلِكَ قَالَ يَابَشِيْرُ اَلَكَ ابْنٌ غَيْرُ هٰذَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَوَهَبْتَ لَهُ مِثْلَ مَاوَهَبْتَ لِهٰذَا قَالَ لاَقَالَ فَلاَ تُشْهِدْنِي اِذًا فَاِنِّيْ لاَاَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ *

৩৬৮৩. আবূ দাউদ (র) - - - - নু'মান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমার মাতা আমার পিতার নিকট

আমার জন্য কিছু দান চাইলে তিনি আমাকে তা দান করলেন। তখন আমার মাতা বললেন : রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -কে সাক্ষী না করা পর্যন্ত আমি সন্তুষ্ট হবো না। তিনি নু'মান (রা) বলেন : আমার পিতা আমার হাত ধরে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর নিকট নিয়ে গেলেন। ঐ সময় আমি ছোট বালক ছিলাম। তিনি বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এর মা, রওয়াহার কন্যা আমার নিকট কিছু দান চায় এবং এতে আপনি সাক্ষী থাকলে সে সন্তুষ্ট হবে। তখন তিনি (রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন : হে বশীর ! এই ছেলে ব্যতীত তোমার আর কোন ছেলে আছে কি ? তিনি বললেন : হ্যাঁ। তিনি (রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন : তুমি একে যা দান করেছো তাকেও কি এই দানের অনুরূপ দান করেছ ? তিনি বললেন : না। তখন তিনি (রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন : তাহলে তুমি আমাকে সাক্ষী রেখো না। কারণ আমি যুলুমের সাক্ষী হই না।

٣٦٨٤. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ عَنْ عَامِرٍ قَالَ اُخْبِرْتُ اَنَّ بَشِيْرَ بْنَ سَعْدٍ اَتَى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ امْرَاَتِى عَمْرَةَ بِنْتَ رَوَاحَةَ اَمَرَتْنِى اَنْ اَتَصَدَّقَ عَلَى ابْنِهَا نُعْمَانَ بِصَدَقَةٍ وَاَمَرَتْنِى اَنْ اُشْهِدَكَ عَلَى ذٰلِكَ فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ ﷺ هَلْ لَكَ بَنُوْنَ سِوَاهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاَعْطَيْتَهُمْ مِثْلَ مَااَعْطَيْتَ لِهٰذَا قَالَ لاَ قَالَ فَلاَ تُشْهِدْنِى عَلَى جَوْرٍ *

৩৬৮৪. আহমাদ ইব্ন সুলায়মান (র) - - - - আমির (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমাকে অবহিত করা হয়েছে যে, বশীর ইব্ন সা'দ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর কাছে এসে বললেন : আমার স্ত্রী, আমরা বিন্‌ত রাওয়াহা আমাকে তার ছেলে নু'মানকে কিছু দান করতে বলছে; সে আরো বলছে যে, আমি যেন এ ব্যাপারে আপনাকে সাক্ষী রাখি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন : এই ছেলে ব্যতীত তোমার কি আরো ছেলে আছে ? তিনি বললেন : হ্যাঁ। তিনি (রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন : একে যেমন দান করেছ, তাদেরকেও তেমন দান করেছ ? তিনি বললেন : না। তিনি (রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন : তাহলে তুমি আমাকে যুলুমের সাক্ষী রেখো না।

٣٦٨٥. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا عَنْ عَامِرٍ قَالَ حَدَّثَنِى عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُوْدٍ ح وَاَنْبَانَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ اَنْبَانَا حَبَّانُ قَالَ اَنْبَانَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ زَكَرِيَّا عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّ رَجُلاً جَاءَ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ وَقَالَ مُحَمَّدٌ اَتَى النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ اِنِّىْ تَصَدَّقْتُ عَلَى ابْنِىْ بِصَدَقَةٍ فَاشْهَدْ فَقَالَ هَلْ لَكَ وَلَدٌ غَيْرُهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ اَعْطَيْتَهُمْ كَمَا اَعْطَيْتَهُ قَالَ لاَ قَالَ اَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ *

৩৬৮৫. আহমাদ ইব্ন সুলায়মান ও মুহাম্মাদ ইব্ন হাতিম (র) - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্ন উৎবা ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর নিকট এসে বললো : আমি আমার ছেলেকে কিছু দান করেছি। আপনি এর সাক্ষী থাকুন। তিনি বললেন : এই ছেলে ব্যতীত তোমার আরো ছেলে আছে কি ? সে বললো : হ্যাঁ। তিনি বললেন : এই ছেলেকে যেমন দান করেছ, তাদেরকেও কি তেমন দান করেছ সে বললো : না। তিনি বললেন : আমি (কি) যুলুমের সাক্ষী হবো ?

٣٦٨٦. اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ يَحْيَى عَنْ فِطْرٍ قَالَ حَدَّثَنِى مُسْلِمُ بْنُ صُبَيْحٍ قَالَ سَمِعْتُ النُّعَانَ بْنَ بَشِيْرٍ يَقُوْلُ ذَهَبَ بِىْ اَبِىْ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ يُشْهِدُهُ عَلَى شَىْءٍ اَعْطَانِيْهِ فَقَالَ اَلَكَ وَلَدٌ غَيْرُهُ قَالَ نَعَمْ وَصَفَ بِيَدِهِ بِكَفِّهِ اَجْمَعَ كَذَا اَلاَ سَوَّيْتَ بَيْنَهُمْ *

৩৬৮৬. উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন সাঈদ (র) - - - - মুসলিম ইব্ন সুবায়হ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নু'মান ইব্ন বশীর (রা)-কে আমি বলতে শুনেছি : আমার পিতা আমাকে নিয়ে নবী ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হলেন, আমাকে যা দান করেছেন, তাঁকে তার সাক্ষী করার জন্য। তিনি বললেন : এই ছেলে ব্যতীত তোমার আরো ছেলে আছে কি ? তিনি বললেন : হ্যাঁ। তিনি তালুর সাথে হাত একত্রিত করে ইশারা করে বললেন যে, তাদের মধ্যে সমতা রক্ষা করলে না কেন ?

٣٦٨٧. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ اَنْبَاَنَا حِبَّانُ قَالَ اَنْبَاَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ فِطْرٍ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ صُبَيْحٍ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ يَقُوْلُ وَهُوَ يَخْطُبُ اُنْطَلَقَ بِىْ اَبِىْ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يُشْهِدُهُ عَلَى عَطِيَّةٍ اَعْطَانِيهَا فَقَالَ هَلْ لَكَ بَنُوْنَ سِوَاهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ سَوِّ بَيْنَهُمْ *

৩৬৮৭. মুহাম্মাদ ইব্ন হাতিম (র) - - - - নু'মান (রা) খুতবা দিতে গিয়ে বলেন : আমার পিতা আমাকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হন, তিনি আমাকে যে দান করেন, তাঁকে তার সাক্ষী করার জন্য। তিনি বললেন : এই ছেলে ব্যতীত তোমার আরও ছেলে আছে কি ? তিনি (পিতা) বললেন : হ্যাঁ। তিনি (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ) বললেন : তাদের মধ্যে সমতা বিধান কর।

٣٦٨٨. اَخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ الْمُهَلَّبِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيْرٍ يَخْطُبُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَعْدِلُوا بَيْنَ اَبْنَائِكُمْ اَعْدِلُوابَيْنَ اَبْنَائِكُمْ *

৩৬৮৮. ইয়াকূব ইব্ন সুফিয়ান (র) - - - - জাবির ইব্ন মুফায্যাল ইব্ন মুহাল্লাব (র) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি নু'মান ইব্ন বশীর (রা)-কে খুতবায় বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমাদের ছেলেদের মধ্যে (সমতা এবং) ইনসাফ করবে, তোমরা তোমাদের ছেলেদের মধ্যে (সমতা এবং) ইনসাফ করবে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ الْهِبَةُ

অধ্যায় : হিবা

هِبَةُ الْمُشَاعِ

শরীকী বস্তু হিবা করা

٣٦٨٩. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عَدِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحٰقَ عَنِ ابْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَتَتْهُ وَفْدُ هَوَازِنَ فَقَالُوْا يَامُحَمَّدُ اِنَّا اَصْلٌ وَعَشِيْرَةٌ وَقَدْ نَزَلَ بِنَا مِنَ الْبَلاَءِ مَالاَيَخْفٰى عَلَيْكَ فَامْنُنْ عَلَيْنَا مَنَّ اللّٰهُ عَلَيْكَ فَقَالَ اُخْتَارُوْا مِنْ اَمْوَالِكُمْ اَوْ مِنْ نِسَائِكُمْ وَاَبْنَائِكُمْ فَقَالُوا قَدْ خَيَّرْتَنَا بَيْنَ اَحْسَابِنَا وَاَمْوَالِنَا بَلْ نَخْتَارُ نِسَاءَنَا وَاَبْنَاءَنَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَمَّا مَاكَانَ لِىْ وَلِبَنِىْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَهُوَلَكُمْ فَاِذَا صَلَّيْتُ الظُّهْرَ فَقُوْمُوْا فَقُوْلُوْا اِنَّا نَسْتَعِيْنُ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اَوِ الْمُسْلِمِيْنَ فِىْ نِسَائِنَا وَاَبْنَائِنَا فَلَمَّا صَلُّوا الظُّهْرَ قَامُوْا فَقَالُوْا ذٰلِكَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَمَا كَانَ لِى وَلِبَنِى عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَهُوَ لَكُمْ فَقَالَ الْمُهَاجِرُوْنَ وَمَا كَانَ لَنَا فَهُوَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَقَالَتِ الْاَنْصَارُ مَاكَانَ لَنَا فَهُوَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ الْاَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ اَمَّا اَنَا وَبَنُوْ تَمِيْمٍ فَلاَ وَقَالَ عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنٍ اَمَّا اَنَا وَبَنُوْ فَزَارَةَ فَلاَ وَقَالَ الْعَبَّاسُ بْنُ مِرْدَاسٍ اَمَّا اَنَا وَبَنُوْ سُلَيْمٍ فَلاَ فَقَامَتْ بَنُوْ سُلَيْمٍ فَقَالُوا كَذَبْتَ مَاكَانَ لَنَا فَهُوَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا اَيُّهَا النَّاسُ رُدُّوا عَلَيْهِمْ نِسَاءَهُمْ وَاَبْنَاءَهُمْ فَمَنْ تَمَسَّكَ مِنْ هٰذَا الْفَىْءِ بِشَىْءٍ فَلَهُ سِتُّ فَرَائِضَ مِنْ اَوَّلِ شَىْءٍ يُفِيْئُهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْنَا وَرَكِبَ رَاحِلَتَهُ وَرَكِبَ النَّاسُ اُقْسِمْ عَلَيْنَا فَيْأَنَا فَاَلْجَؤُهُ اِلَى شَجَرَةٍ فَخَطِفَتْ

رِدَاءَهُ فَقَالَ يَاأَيُّهَا النَّاسُ رُدُّوا عَلَيَّ رِدَائِي فَوَاللّٰهِ لَوْ اَنَّ لَكُمْ شَجَرَ تِهَامَةَ نَعَمًا قَسَمْتُهُ عَلَيْكُمْ ثُمَّ لَمْ تَلْقُونِي بَخِيْلاً وَلاَ جَبَانًا وَلاَكَذُوْبًا ثُمَّ اَتَى بَعِيْرًا فَاَخَذَ مِنْ سَنَامِهِ وَبَرَةً بَيْنَ اُصْبُعَيْهِ ثُمَّ يَقُولُ هَا اِنَّهُ لَيْسَ لِي مِنَ الْفَيْءِ شَيْءٌ وَلاَ هٰذِهِ اِلاَّ خُمُسٌ وَالْخُمُسُ مَرْدُوْدٌ فِيكُمْ فَقَامَ اِلَيْهِ رَجُلٌ بِكُبَّةٍ مِنْ شَعْرٍ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَخَذْتُ هٰذِهِ لاُصْلِحَ بِهَا بَرْذَعَةَ بَعِيْرٍ لِي فَقَالَ اَمَّا مَاكَانَ لِي وَلِبَنِيْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَهُوَ لَكَ فَقَالَ اَوْبَلَغَتْ هٰذِهِ فَلاَ اَرَبَ لِي فِيهَا فَنَبَذَهَا وَقَالَ يَاأَيُّهَا النَّاسُ اَدُّوا الْخِيَاطَ وَالْمِخْيَطَ فَاِنَّ الْغُلُوْلَ يَكُوْنُ عَلَى اَهْلِهِ عَارًا وَشَنَارًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ *

৩৬৮৯. আমর ইব্‌ন যায়দ (র) - - - - আমর ইব্‌ন শুআয়ব (র) তাঁর পিতা সূত্রে তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন : (একদা) আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট ছিলাম, এমন সময় হাওয়াযিন গোত্রের এক প্রতিনিধি দল তাঁর নিকট এসে বললো : হে মুহাম্মাদ! আমরা আরবের একটি গোত্র। আমাদের উপর যে বিপদ আপতিত হয়েছে, তা আপনার নিকট গোপন নয়। অতএব আপনি আমাদের উপর অনুগ্রহ করুন। আল্লাহ্ আপনার উপর অনুগ্রহ করবেন। তিনি বললেন : তোমরা দুইটার যে কোন একটা গ্রহণ কর। হয়তো তোমাদের মাল-দৌলত নিয়ে যাও, অথবা তোমাদের নারী ও সন্তানদের নিয়ে যেতে পার। তারা বললো : আপনি আমাদেরকে নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী যে কোন একটা গ্রহণ করতে বলেছেন। অতএব আমরা আমাদের নারী ও সন্তানদের নিতে চাই। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : (গনীমতের মালে) আমার এবং আবদুল মুত্তালিবের সন্তানদের যে অংশ রয়েছে, আমি তা তোমাদেরকে দিয়ে দিলাম। কিন্তু আমি যুহরের সালাত আদায় করলে তোমরা দাঁড়িয়ে বলবে যে, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর উসিলায় মু'মিনদের (অথবা মুসলমানদের) নিকট আমাদের নারী এবং সম্পদের ব্যাপারে সাহায্য প্রার্থনা করছি। বর্ণনাকারী বলেন: লোকেরা যুহরের সালাত আদায় করলে তারা ঐরূপই বললো। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : যা আমার এবং আবদুল মুত্তালিবের সন্তানদের অংশ রয়েছে, তা তোমাদের। এ কথা শুনে মুহাজিরগণ বললেন : আমাদের অংশ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর জন্য। আনসারগণও বললেন : আমাদের অংশও রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর জন্য। আকরা' ইব্‌ন হাবিস (রা) বললেন : আমি এবং বনূ তামীম এতে রাযী নই। উয়ায়না ইব্‌ন হিসন (রা) বললেন : আমি এবং বনূ ফাযারাও এতে সম্মত নই। আব্বাস ইব্‌ন মিরদাস (রা) বললেন : আমি এবং বনূ সুলায়ম এতে নেই। তখন বনূ সুলায়ম-এর লোক দাঁড়িয়ে বলল, তুমি মিথ্যা বলছ, আমাদের যা কিছু রয়েছে তা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর জন্য। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : হে লোক সকল ! তাদের নারীদের এবং সন্তানদের ফেরত দিয়ে দাও। আর যে ব্যক্তি বিনিময় ব্যতীত দিতে না চায়, মহান মহীয়ান আল্লাহ্ আমাদের সর্বপ্রথম যে গনীমত দিবেন তা থেকে তাকে ছয়টি উট দেয়া হবে। এই বলে তিনি তাঁর বাহনে আরোহণ করলেন। কিন্তু লোকেরা তাঁর পিছু নিল (এবং ঘেরাও করে রাখল) এবং তারা বলতে লাগলো : আমাদের গনীমতের মাল বণ্টন করে দিন। লোকেরা তাঁকে একটি গাছের নিকট নিয়ে গেল এবং গাছে তাঁর চাদর আটকে দিল। তিনি বললেন : হে লোকসকল! আমার চাদর আমাকে ফিরিয়ে দাও। আল্লাহ্‌র শপথ! যদি তিহামার (মরু আরবের) গাছের সমসংখ্যক জন্তু আমার নিকট থাকে, তবে তা আমি তোমাদের মাঝে বণ্টন করে দেব। তোমরা আমাকে কৃপণ, ভীরু ও মিথ্যাবাদী পাবে না। পরে তিনি একটি উটের নিকট

এসে তার কুঁজের পশম তুলে নিয়ে বললেন : শোন, আমি তোমাদের এই গনীমতের মালের কিছুই নেব না, এমনকি পশমও নেব না; শুধু খুমুসই (পঞ্চমাংশ) নিতে চাই আর এই খুমুস বা পঞ্চমাংশও তোমাদের জন্যই ব্যয় হবে। একথা শুনে এক ব্যক্তি হাতে কিছু চুলের গুচ্ছ নিয়ে তাঁর নিকট এসে বললো : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি এটা এইজন্য নিয়েছি, যেন এর দ্বারা আমি আমার উটের চাদর ঠিক করতে পারি। তিনি বললেন : যা আমার এবং আবদুল মুত্তালিবের সন্তানদের, তা তোমার। সে ব্যক্তি বললো : যখন ব্যাপারটি এই পর্যন্ত পৌঁছেছে, তখন আমার এর প্রয়োজন নেই। সে চুলের গুচ্ছ ফেলে দিল। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : হে লোক সকল! তোমাদের যার কাছে যা আছে, এমন কি সুঁই-সুতা পর্যন্ত ফেরত দাও। কেননা গনীমতের মাল চুরি করা লজ্জার ব্যাপার; আর কিয়ামতের দিন তা তার (চোরের) জন্য লজ্জা ও অপমানের কারণ হবে।

رُجُوْعُ الْوَالِدِ فِيْمَا يُعْطِى وَلَدَهُ وَذِكْرُاِخْتِلاَفِ النَّاقِلِيْنَ لِلْخَبَرِ فِىْ ذٰلِكَ

পিতা কর্তৃক সন্তানকে দান করে তা ফেরত নেয়া এবং এ বিষয়ের হাদীসে বর্ণনাকারীদের বিরোধ

٣٦٩٠. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنِىْ اِبْرَاهِيْمُ عَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ عَرُوْبَةَ عَنْ عَامِرِ الْاَحْوَلِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَيَرْجِعُ اَحَدٌ فِى هِبَتِهِ اِلاَّ وَالِدٌ مِنْ وَلَدِهِ وَالْعَائِدُ فِى هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِىْ قَيْئِهِ ★

৩৬৯০. আহমাদ ইব্‌ন হাফ্‌স (র) - - - - আমর ইব্‌ন শুআয়ব (র) তাঁর পিতার সূত্রে তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : কেউ যেন কাউকে কিছু দান করে তা ফেরত না নেয়, কিন্তু পিতা তার সন্তানকে (দান করে তা ফেরত নিতে পারবে)। কেননা, যে ব্যক্তি দান করে তা ফেরত নেয়, সে ঐ ব্যক্তির মত, যে বমি করে তা পুনরায় ভক্ষণ করে।

٣٦٩١. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عَدِىٍّ عَنْ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنِى طَاوُسُ عَنِ ابْنِ عُمَرَوَ ابْنِ عَبَّاسٍ يَرْفَعَانِ الْحَدِيْثَ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لاَيَحِلُّ لِرَجُلٍ يُعْطِى عَطِيَّةً ثُمَّ يَرْجِعُ فِيْهَا اِلاَّ الْوَالِدَ فِيْمَا يُعْطِىْ وَلَدَهُ وَمَثَلُ الَّذِىْ يُعْطِىْ عَطِيَّةً ثُمَّ يَرْجِعُ فِيْهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ اَكَلَ حَتّٰى اِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِى قَيْئِهِ ★

৩৬৯১. মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুসান্না (র) - - - - ইব্‌ন উমর ও ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁরা হাদীসটি নবী ﷺ পর্যন্ত উন্নীত (মারফূ') করেছেন, তিনি (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ) বলেছেন : কারো জন্য এটা বৈধ নয় যে, সে কাউকে দান করে তা ফেরত নেবে। কিন্তু পিতা যা সে তার সন্তানকে দান করে (তা নিতে পারে)। কাউকে কিছু দান করে তা ফেরত নেয়া ঐ কুকুরের মত, যে অত্যধিক খাওয়ার পর বমি করে, সে বমি আবার খায়।

٣٦٩٢. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْجَلَنْجِىُّ الْمَقْدِسِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ سَعِيْدٍ وَهُوَ مَوْلَى

بَنِى هَاشِمٍ عَنْ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْعَائِدُ فِى هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِىْءُ ثُمَّ يَعُوْدُ فِى قَيْئِهِ *

৩৬৯২. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ জালানজী মাকদিসী (র) ---- ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি দান করে তা ফেরৎ নেয়, সে ঐ কুকুরের মত, যে বমি করে সে বমি আবার খায়।

٣٦٩٣. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا حِبَّانُ قَالَ اَنْبَاَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ نَافِعٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَيَحِلُّ لاَحَدٍ اَنْ يَهَبَ هِبَةً ثُمَّ يَرْجِعَ فِيْهَا اِلاَّ مِنْ وَلَدِهِ قَالَ طَاوُسٌ كُنْتُ اَسْمَعُ وَاَنَا صَغِيْرٌ عَائِدٌ فِى قَيْئِهِ فَلَمْ نَدْرِ اَنَّهُ ضَرَبَ لَهُ مَثَلاً قَالَ فَمَنْ فَعَلَ ذٰلِكَ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَاْكُلُ ثُمَّ يَقِىْءُ ثُمَّ يَعُوْدُ فِى قَيْئِهِ *

৩৬৯৩. মুহাম্মাদ ইব্‌ন হাতিম (র) ---- তাউস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : কাউকে কিছু দান করে তা ফেরত নেয়া কারো জন্য বৈধ নয়। কিন্তু (পিতা) পুত্র হতে (ফেরত নিতে পারে)। তাউস (রা) বলেন : আমি ছোটবেলায় 'নিজের বমি লেহনকারী' কথাটি শুনতাম, কিন্তু বুঝতে পারিনি যে, (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এটা দান ফেরত গ্রহণকারীর) উপমা স্বরূপ বর্ণনা করেছেন। তিনি বললেন : যে এরূপ করে, তার উদাহরণ ঐ কুকুরের ন্যায়, যে খেয়ে বমি করে, এরপর সে তা আবার খায়।

ذِكْرُ الاِخْتِلاَفِ لِخَبَرِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ فِيْهِ

এ বিষয়ে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর হাদীসে বর্ণনায় বিরোধ

٣٦٩٤. اَخْبَرَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ عَنِ الاَوْزَاعِىِّ قَالَ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِىِّ بْنِ حُسَيْنٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَثَلُ الَّذِىْ يَرْجِعُ فِى صَدَقَتِهِ كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَرْجِعُ فِى قَيْئِهِ فَيَاْكُلُهُ *

৩৬৯৪. মাহমূদ ইব্‌ন খালিদ (র) ---- আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি দানের পর তা আবার ফেরত নেয়, সে ঐ কুকুরের ন্যায়, যে বমি করে তা আবার ভক্ষণ করে।

٣٦٩٥. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا حَرْبٌ وَهُوَ ابْنُ شَدَّادٍ قَالَ حَدَّثَنِى يَحْيَى هُوَ ابْنُ اَبِىْ كَثِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَمْرٍو وَهُوَ الاَوْزَاعِىُّ اَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِىِّ بْنِ حُسَيْنِ بْنِ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حَدَّثَهُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ

ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ مَثَلُ الَّذِى يَتَصَدَّقُ بِالصَّدَقَةِ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيْهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِىْ قَيْئِهِ فَاَكَلَهُ *

৩৬৯৫. ইসহাক ইব্ন মানসূর (র)- - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি কিছু দান (প্রদান) করে তা ফেরত নেয়, সে ঐ কুকুরের ন্যায়, যে বমি করে পুনরায় সে বমি ভক্ষণ করে।

٣٦٩٦. اَخْبَرَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ مَرْوَانَ بْنِ الْهَيْثَمِ بْنِ عِمْرَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ وَهُوَ ابْنُ بَكَّارِ بْنِ بِلاَلٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ الْاَوْزَاعِىِّ اَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ حَدَّثَهُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَثَلُ الَّذِىْ يَرْجِعُ فِى صَدَقَتِهِ كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَقِىءُ ثُمَّ يَعُوْدُ فِىْ قَيْئِهِ قَالَ الْاَوْزَاعِىُّ سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَطَاءَ بْنَ اَبِىْ رَبَاحٍ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ *

৩৬৯৬. হায়ছাম ইব্ন মারওয়ান (র) - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি দান করে তা ফেরত নেয়, সে ঐ কুকুরের মত, যে বমি করে সে বমি আবার ভক্ষণ করে।

٣٦٩٧. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ الْعَائِدُ فِى هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِى قَيْئِهِ *

৩৬৯৭. মুহাম্মাদ ইব্ন মুসান্না (র) - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : দান করে যে ফেরত নেয়, সে বমি করে সে বমি ভক্ষণকারীর ন্যায়।

٣٦٩٨. اَخْبَرَنَا اَبُو الْاَشْعَثِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْعَائِدُ فِى هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِى قَيْئِهِ *

৩৬৯৮. আবুল আশ'আস (র) - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : দান করে তা ফেরত গ্রহণকারী বমি করে তা পুনঃভক্ষণকারীর ন্যায়।

٣٦٩٩. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو خَالِدٍ وَهُوَ سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِى عَرُوْبَةَ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ الْعَائِدُ فِى هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِى قَيْئِهِ *

৩৬৯৯. মুহাম্মাদ ইব্ন আলা' (র) - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : 'কু' দৃষ্টান্ত আমাদের জন্য প্রযোজ্য নয়। দান করে তা ফেরত গ্রহণকারী বমি করে সে বমি পুনঃ ভক্ষণকারীর ন্যায়।

٣٧٠٠. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ عَنْ اَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ الْعَائِدُ فِى هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُوْدُ فِى قَيْئِهِ *

৩৭০০. আমর ইব্‌ন যুরারা (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : মন্দ উপমা আমাদের জন্য গ্রহণযোগ্য নয়। দান করে তা ফেরত গ্রহণকারী, বমি করে তা পুনঃ ভক্ষণকারীর কুকুরের ন্যায়।

٣٧٠١. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا حِبَّانُ قَالَ اَنْبَانَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ الرَّاجِعُ فِى هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ فِى قَيْئِهِ *

৩৭০১. মুহাম্মাদ ইব্‌ন হাতিম (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : মন্দ উদাহরণ আমাদের জন্য স্বীকার্য নয়। দান করে তা ফেরত গ্রহণকারী ঐ কুকুরের ন্যায়, যে বমি করে সে বমি পুনঃ ভক্ষণ করে।

ذِكْرُ الْاِخْتِلَافِ عَلَى طَاوُسٍ فِى الرَّاجِعِ فِى هِبَتِهِ

দানকরে পুনঃগ্রহণকারী সম্পর্কে তাউস (রা)-এর হাদীসে বর্ণনায় বিরোধ

٣٧٠٢. اَخْبَرَنِى زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ قَالَ حَدَّثَنَا الْمَخْزُوْمِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ طَاوُسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الْعَائِدُ فِى هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِىءُ ثُمَّ يَعُوْدُ فِى قَيْئِهِ *

৩৭০২. যাকারিয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : দান করে যে ফেরত নেয়, সে ঐ কুকুরের মত, যে বমি করে সে বমি আবার খায়।

٣٧٠٣. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْعَائِدُ فِى هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِى قَيْئِهِ *

৩৭০৩. আহমাদ ইব্‌ন হারব (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : দান করে ফেরত গ্রহণকারী ব্যক্তি ঐ কুকুরের ন্যায়, যে বমি করে সে বমি ভক্ষণ করে।

٣٧٠٤. اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَّامٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ الْاَزْرَقُ قَالَ حَدَّثَنَا بِهِ حُسَيْنُ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ قَالَا قَالَ رَسُوْلُ

اللّٰهِ ﷺ لَايَحِلُّ لاَحَدٍ اَنْ يُعْطِىَ الْعَطِيَّةَ فَيَرْجِعَ فِيْهَا اِلاَّ الْوَالِدَ فِيْمَا يُعْطِى وَلَدَهُ وَمَثَلُ الَّذِى يُعْطِى الْعَطِيَّةَ فَيَرْجِعُ فِيْهَا كَالْكَلْبِ يَاْكُلُ حَتّٰى اِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فَرَجَعَ فِى قَيْئِهِ *

৩৭০৪. আবদুর রহমান ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন সাল্লাম (র) - - - - ইব্‌ন উমর ও ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁরা বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : কারো জন্য বৈধ নয়, যে সে কিছু দান করে তা ফেরত নিবে। তবে পিতা (-র জন্য আলাদা) যা সে তার সন্তানকে দান করে। আর যে ব্যক্তি কিছু দান করে তা ফেরত নেয়, সে ঐ কুকুরের মত যে পেটপুরে খাওয়ার পর বমি করে এবং সে বমি আবার খেয়ে ফেলে।

٣٧٠٥. اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَخْلَدٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَيَحِلُّ لاَحَدٍ يَهَبُ هِبَةً ثُمَّ يَعُوْدُ فِيْهَا اِلاَّ الْوَالِدَ قَالَ طَاوُسٌ كُنْتُ اَسْمَعُ الصِّبْيَانَ يَقُوْلُوْنَ يَاعَائِدًا فِىْ قَيْئِهِ وَلَمْ اَشْعُرْ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ضَرَبَ ذٰلِكَ مَثَلاً حَتّٰى بَلَغَنَا اَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ مَثَلُ الَّذِىْ يَهَبُ الْهِبَةَ ثُمَّ يَعُوْدُ فِيْهَا وَذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَاْكُلُ قَيْئَهُ *

৩৭০৫. আবদুল হামিদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ (র) - - - - তাউস (র) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : দান করে তা পুনঃ গ্রহণ করা কোন ব্যক্তির জন্যই বৈধ নয়, পিতা ব্যতীত। তাউস (রা) বলেন : আমি ছেলেদেরকে বলতে শুনতাম "হে বমি লেহনকারী !" কিন্তু আমার জানা ছিল না যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তা উপমা স্বরূপ বলেছেন। পরে আমরা জানতে পারি যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলতেন, দান করে পরে তা ফেরত নেয়। এরপর তিনি একটি কথা বললেন, যার অর্থ হলো : (দান করে ফেরত গ্রহণকারী) ঐ কুকুরের মত, যে নিজ বমি আবার ভক্ষণ করে।

٣٧٠٦. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا حِبَّانُ اَنْبَانَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ حَنْظَلَةَ اَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا يَقُوْلُ اَخْبَرَنَا بَعْضُ مَنْ اَدْرَكَ النَّبِىَّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ مَثَلُ الَّذِىْ يَهَبُ فَيَرْجِعُ فِى هِبَتِهِ كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَاْكُلُ فَيَقِىءُ ثُمَّ يَاْكُلُ قَيْئَهُ *

৩৭০৬. মুহাম্মাদ ইব্‌ন হাতিম ইব্‌ন নুআয়ম (র) - - - - হানযালা (র) বলেন, তিনি তাউস (র)-কে বলতে শুনেছেন, এমন লোক আমাদের অবহিত করেছেন, যিনি নবী ﷺ -কে দেখতে পেয়েছেন। (তা এই যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন :) যে ব্যক্তি দান করে, তা ফেরত নেয়, সে ঐ কুকুরের ন্যায়, যে খেয়ে বমি করে, তারপর আবার তার বমি খেয়ে ফেলে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ الرُّقْبٰى

অধ্যায় : রুক্‌বা[১]

ذِكْرُ الْاِخْتِلاَفِ عَلٰى ابْنِ اَبِىْ نَجِيْحٍ فِىْ خَبَرِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فِيْهِ

এ প্রসঙ্গে যায়দ ইব্‌ন সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে আলী ইব্‌ন আবূ নাজীহ্‌ (র)-এর বর্ণনায় বর্ণনা বিরোধ

٣٧٠٧. اَخْبَرَنَا هِلاَلُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ وَهُوَ ابْنُ عَمْرٍو عَنْ سُفْيَانَ عَنِ ابْنِ اَبِىْ نَجِيْحٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ الرُّقْبٰى جَائِزَةٌ *

৩৭০৭. হিলাল ইব্‌ন আলা (র) - - - - যায়দ ইব্‌ন সাবিত (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রুক্‌বা বৈধ (কার্যকর)।

٣٧٠٨. اَخْبَرَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِىِّ بْنِ مَيْمُوْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ وَهُوَ ابْنُ يُوْسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ اَبِىْ نَجِيْحٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ جَعَلَ الرُّقْبٰى لِلَّذِىْ اُرْقِبَهَا *

৩৭০৮. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন মায়মূন (র) - - - - যায়দ ইব্‌ন সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ 'রুকবা'-কে ঐ ব্যক্তির জন্য সাব্যস্ত করেছেন (আইনগত মালিকানা দিয়েছেন) যাকে তা 'রুকবা' (-রূপে দান) করা হয়েছে।

٣٧٠٩. اَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلاَءِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ

---

১. রুক্‌বা– এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে বললো : আমি এই ঘর তোমাকে দান করলাম। এই শর্তে যে, যদি তোমার পূর্বে আমার মৃত্যু হয়, তবে এ ঘর তোমার হবে। আর আমার পূর্বে তোমার মৃত্যু হলে, ঘর আমার থাকবে। এইরূপভাবে দান করাকে রুক্‌বা বলা হয়।

ابْنِ اَبِى نَجِيحٍ عَنْ طَاوُسٍ لَعَلَّهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لاَرُقْبَى فَمَنْ أُرْقِبَ شَيْئًا فَهُوَ سَبِيلُ الْمِيرَاثِ *

৩৭০৯. যাকারিয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রুক্‌বা করা উচিত নয়, তবে যার জন্য কিছু রুক্‌বা করা হয়, তা মীরাসের পন্থায় চলবে।

ذِكْرُ الاِخْتِلاَفِ عَلَى اَبِى الزُّبَيْرِ

আবূ যুবায়র (র)-এর বর্ণনায় বর্ণনা বিরোধ

٣٧١٠. اَخْبَرَنِى مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنِى اَبُو عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ حَدَّثَنِى زَيْدٌ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَتُرْقِبُوا اَمْوَالَكُمْ فَمَنْ اَرْقَبَ شَيْئًا فَهُوَ لِمَنْ اَرْقَبَهُ *

৩৭১০. মুহাম্মাদ ইব্‌ন ওহাব (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নিজেদের মালে তোমরা রুক্‌বা করো না। তবুও যদি কেউ কোন বস্তুর রুক্‌বা করে, তবে যার জন্য রুক্‌বা করা হয়, ঐ বস্তু তারই হয়ে যাবে।

٣٧١١. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لِمَنْ أُعْمِرَهَا وَالرُّقْبَى جَائِزَةٌ لِمَنْ أُرْقِبَهَا وَالْعَائِدُ فِى هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِى قَيْئِهِ *

৩৭১১. আহমাদ ইব্‌ন হারব (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : 'উমরা' (কাউকে তার হায়াতকালের জন্য কিছু দান করা) জায়েয (কার্যকর), আর তখন তা তারই হয়ে যাবে, যাকে দেয়া হবে। আর রুক্‌বা ঐ ব্যক্তির জন্য (কার্যকর) হয়ে যায়, যার জন্য তা করা হয়। দান করে ফেরত গ্রহণকারী ঐ ব্যক্তির মত, যে বমি করে তা আবার খায়।

٣٧١٢. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ الْعُمْرَى وَالرُّقْبَى سَوَاءٌ *

৩৭১২. মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : উম্‌রা এবং রুক্‌বা সমান (কার্যকর)।

٣٧١٣. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لاَتَحِلُّ الرُّقْبَى وَلاَ الْعُمْرَى فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ وَمَنْ أُرْقِبَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ *

৩৭১৩. আহমাদ ইব্‌ন সুলায়মান (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রুক্‌বা এবং উমরা করা (উচিত) নয়। যাকে উমরা হিসাবে কোন বস্তু দান করা হয়, তা তারই হয়ে যায়। আর যাকে রুক্‌বা হিসাবে কোন কিছু দেয়া হয়, তা তারই হয়ে যায়।

٣٧١٤. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لاَتَصْلُحُ الْعُمْرَى وَلاَالرُّقْبَى فَمَنْ اَعْمَرَ شَيْئًا اَوْ اَرْقَبَهُ فَاِنَّهُ لِمَنْ اُعْمِرَهُ وَاُرْقِبَهُ حَيَاتَهُ وَمَوْتَهُ اَرْسَلَهُ حَنْظَلَةُ *

৩৭১৪. আহমাদ ইব্‌ন সুলায়মান (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : উম্‌রা এবং রুক্‌বা করা সুষ্ঠ (পদ্ধতি) নয়। তবে যদি কোন ব্যক্তি উম্‌রা বা রুক্‌বা হিসাবে কাউকে কোন বস্তু দান করে, তবে জীবনে ও মরণে তা ঐ ব্যক্তিরই হয়ে যায় যাকে উমরা বা রুকবা করা হয়েছে।

٣٧١٥. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ اَنْبَاَنَا حِبَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ حَنْظَلَةَ اَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَتَحِلُّ الرُّقْبَى فَمَنْ اُرْقِبَ رُقْبَى فَهُوَ سَبِيْلُ الْمِيْرَاثِ *

৩৭১৫. মুহাম্মাদ ইব্‌ন হাতিম (র) - - - - হান্‌যালা (র) বলেন, তিনি তাউস (র)-কে বলতে শুনেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : রুক্‌বা করা হালাল নয়। এরপরও যদি কাউকে রুক্‌বা হিসাবে কোন বস্তু দান করা হয়, তবে তা মীরাসরূপে গণ্য হবে।

٣٧١٦. اَخْبَرَنِىْ عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيْمِ عَنْ وَكِيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ اَبِىْ نَجِيْحٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْعُمْرَى مِيْرَاثٌ *

৩৭১৬. আবদা ইব্‌ন আবদুর রহীম (র) - - - - যায়দ ইব্‌ন সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : উম্‌রা মীরাস হবে।

٣٧١٧. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ حُجْرِ الْمَدَرِىِّ عَنْ زَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْعُمْرَى لِلْوَارِثِ *

৩৭১৭. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইয়াযীদ (র) - - - - যায়দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, উমরা ওয়ারিসদের জন্য।

٣٧١٨. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ حُجْرِ الْمَدَرِىِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ الْعُمْرَى جَائِزَةٌ *

৩৭১৮. মুহাম্মাদ ইব্‌ন উবায়দ (র) - - - - যায়দ ইব্‌ন সাবিত (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : উমরা বৈধ (কার্যকর)।

٣٧١٩. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْعُمْرَى لِلْوَارِثِ *

৩৭১৯. মুহাম্মাদ ইব্‌ন উবায়দ (র) - - - - যায়দ ইব্‌ন সাবিত (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : উমরা ওয়ারিসদের জন্য।

٣٧٢٠. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ اَنْبَانَا حِبَّانُ قَالَ اَنْبَانَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ دِيْنَارٍ يُحَدِّثُ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ حُجْرٍ الْمَدَرِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الْعُمْرَى لِلْوَارِثِ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ *

৩৭২০. মুহাম্মাদ ইব্‌ন হাতিম (র) - - - - যায়দ ইব্‌ন সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : উমরা ওয়ারিসদের জন্য। আল্লাহ্ সম্যক অবহিত।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ الْعُمْرَى

অধ্যায় : উমরারূপে দান[১] করা

٣٧٢١. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ قَالَ سَمِعْتُ طَاوُسًا يُحَدِّثُ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْعُمْرَى هِيَ لِلْوَارِثِ *

৩৭২১. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল আলা (র) - - - - যায়দ ইব্‌ন সাবিত (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : উমরা ওয়ারিসদের জন্য। আবদু আবদু

٣٧٢٢. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ قَالَ سَمِعْتُ طَاوُسًا يُحَدِّثُ عَنْ حُجْرٍ الْمَدَرِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الْعُمْرَى لِلْوَارِثِ *

৩৭২২. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - যায়দ ইব্‌ন সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : উমরা ওয়ারিসদের জন্য।

٣٧٢٣. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ طَاوُسٍ عَنْ حُجْرٍ الْمَدَرِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى بِالْعُمْرَى لِلْوَارِثِ *

৩৭২৩. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইবন ইয়াযীদ (র) - - - - যায়দ ইব্‌ন সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ ওয়ারিসদের জন্য উমরার ফয়সালা দিয়েছেন।

٣٧٢٤. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنِيْ اَبِيْ اَنَّهُ عَرَضَ عَلَيَّ

১. আমি তোমার জীবদ্দশা পর্যন্ত তোমাকে এই ঘর (বা অন্য কিছু) দান করলাম। তোমার মৃত্যুর পর এটা তোমার ওয়ারিসদের প্রাপ্য হবে, এরূপ বললে তা হিবা বলে গণ্য হবে। আর যদি বলে : আমার এই ঘর তোমার জন্য, তোমার মৃত্যু হলে এই ঘর আবার আমার হবে। ইমাম আবূ হানীফার মতে এটা হিবা, তবে যে শর্ত করে, সে শর্ত অকার্যকর বলে গণ্য হবে।

مَعْقِلٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ حُجْرِ الْمَدَرِىِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ أَعْمَرَ شَيْئًا فَهُوَ لِمُعْمَرِهِ مَحْيَاهُ وَمَمَاتَهُ وَلاَتَرْقُبُوا فَمَنْ أَرْقَبَ شَيْئًا فَهُوَ لِسَبِيلِهِ *

৩৭২৪. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) - - - -যায়দ ইব্‌ন সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি কোন বস্তুর 'উমরা' করে, তা ঐ ব্যক্তির হয়ে যাবে যার জন্য তা করা হয়— তার হায়াত ও মওত সর্বাবস্থার জন্য। (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ) বলেন : তোমরা 'রুক্‌বা' করো না। আর যে ব্যক্তি কোন বস্তুতে রুক্‌বা করে, তবে তা তার বিধানমত চালু থাকবে।

٣٧٢٥. أَخْبَرَنِى زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ قَالَ أَنْبَأَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِى أَبِى عَنْ قَتَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ الْحَجُورِىِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ الْعُمْرَى جَائِزَةٌ *

৩৭২৫. যাকারিয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র) - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : উমরারূপে দান বৈধ (চলমান থাকবে)।

٣٧٢٦. أَخْبَرَنَا هٰرُونُ ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَكَّارِ بْنِ بِلاَلٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِى قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ هُوَ ابْنُ بَشِيرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ إِنَّ الْعُمْرَى جَائِزَةٌ *

৩৭২৬. হারূন ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাক্কার (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : উমরা করা বৈধ (কার্যকর)।

٣٧٢٧. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا حِبَّانُ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحٰقَ قَالَ حَدَّثَنَا مَكْحُولٌ عَنْ طَاوُسٍ بَتَلَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ الْعُمْرَى وَالرُّقْبَى *

৩৭২৭. মুহাম্মাদ ইব্‌ন হাতিম (র) - - - - মাকহূল (র) তাউস (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উম্‌রা এবং রুক্‌বাকে স্থায়ী (-রূপে কার্যকর) করেছেন।

ذِكْرُ اخْتِلاَفِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِيْنَ لِخَبَرِ جَابِرٍ فِى الْعُمْرَى

উমরার ব্যাপারে জাবির (রা)-এর রিওয়ায়াতে রাবীদের বর্ণনায় বিরোধ

٣٧٢٨. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا بِسْطَامُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ دِينَارٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ خَطَبَهُمْ فَقَالَ الْعُمْرَى جَائِزَةٌ *

৩৭২৮. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - আতা (র) জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদেরকে খুতবা দিতে গিয়ে বললেন : উমরা বৈধ (কার্যকর)।

٣٧٢٩. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ اَنْبَانَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْعُمْرَى وَالرُّقْبَى قُلْتُ وَمَا الرُّقْبَى قَالَ يَقُوْلُ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ هِىَ لَكَ حَيَاتَكَ فَاِنْ فَعَلْتُمْ فَهُوَ جَائِزَةٌ *

৩৭২৯. আহমাদ ইব্ন সুলায়মান (র) - - - - আতা (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উমরা এবং রুক্‌বা করতে নিষেধ করেছেন। আমি বললাম : রুক্‌বা কি ? তিনি বললেন : কোন ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে এই বলা যে, এই বস্তু তোমার, যতদিন তুমি বেঁচে থাকবে। তবে যদি তোমরা এরূপ কর, তবে তা বৈধ (কার্যকর হবে)।

٣٧٣٠. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْعُمْرَى جَائِزَةٌ *

৩৭৩০. মুহাম্মাদ ইব্ন মুসান্না (র) - - - - জাবির (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : উমরা বৈধ (কার্যকর)।

٣٧٣١. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ اَنْبَانَا حِبَّانُ قَالَ اَنْبَانَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ اَبِى سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اُعْطِىَ شَيْئًا حَيَاتَهُ فَهُوَلَهُ حَيَاتَهُ وَمَوْتَهُ *

৩৭৩১. মুহাম্মাদ ইব্ন হাতিম (র) - - - - আতা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যদি কোন ব্যক্তিকে তার জীবন শর্তে কোন কিছু দান করা হয়, তবে তা জীবনকালে ও মৃত্যুর পরে তারই হয়ে যাবে।

٣٧٣٢. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَتُرْقِبُوا وَلاَتُعْمِرُوا فَمَنْ اُرْقِبَ اَوْ اُعْمِرَ شَيْئًا فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ *

৩৭৩২. মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইয়াযীদ (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমরা রুক্‌বা করো না এবং উমরা কর না। আর যাকে উম্‌রা এবং রুক্‌বা হিসেবে কিছু দান করা হয়, তা তার ওয়ারিসদের জন্য হবে।

٣٧٣٣. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَانَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَنْبَانَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ اَنْبَانَا حَبِيْبُ بْنُ اَبِى ثَابِتٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَعُمْرَى وَلاَرُقْبَى فَمَنْ اُعْمِرَ شَيْئًا اَوْ اُرْقِبَهُ فَهُوَ لَهُ حَيَاتَهُ وَمَمَاتَهُ *

৩৭৩৩. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - - ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : উমরা এবং রুক্বা (করা উচিত) নয়। তবু যদি কাউকে উমরা অথবা রুক্বা হিসেবে কিছু দেয়া হয়, তবে তা ঐ ব্যক্তির হয়ে যাবে, তার জীবনকাল ও মৃত্যুর পরেও।

٣٧٣٤. اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَطَاءٌ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ اَبِىْ ثَابِتٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَلَمْ يَسْمَعْهُ مِنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَاعُمْرَى وَلَارُقْبَى فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا اَوْ أُرْقِبَهُ فَهُوَلَهُ حَيَاتَهُ وَمَمَاتَهُ قَالَ عَطَاءٌ هُوَ لِلْاٰخَرِ *

৩৭৩৪. উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন সাঈদ (র) - - - - ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : উমরা এবং রুক্বা (করা উচিত) নয়। যাকে উমরা অথবা রুক্বা হিসেবে কিছু দেয়া হয়, তবে তা তারই হবে— জীবিত অবস্থায় এবং মরণের পরেও। আতা (র) বলেন, তা দ্বিতীয় (দানকৃত) ব্যক্তির জন্য।

٣٧٥٨. اَخْبَرَنِىْ عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيْمِ قَالَ اَنْبَاَنَا وَكِيْعٌ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ زِيَادِ بْنِ اَبِى الْجَعْدِ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ اَبِىْ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الرُّقْبَى وَقَالَ مَنْ أُرْقِبَ رُقْبَى فَهُوَ لَهُ *

৩৭৩৫. আবদা ইব্ন আবদুর রহীম (র) - - - - হাবীব ইবন আবূ সাবিত (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বলতে শুনেছি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রুক্বা করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন : যাকে কিছু রুক্বা হিসেবে দেয়া হয়, তা তারই হয়ে যাবে।

٣٧٣٦. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبُو الزُّبَيْرِ اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ حَيَاتَهُ وَمَمَاتَهُ *

৩৭৩৬. আমর ইব্ন আলী (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যাকে উমরা হিসেবে কিছু দান করা হয়, তা জীবনে ও মরণে ঐ ব্যক্তিরই হয়ে যায়।

٣٧٣٧. اَخْبَرَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ صُدْرَانَ عَنْ بِشْرِ ابْنِ الْمُفَضَّلِ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ الصَّوَّافُ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا جَابِرٌ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَامَعْشَرَ الْاَنْصَارِ اَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ يَعْنِى اَمْوَالَكُمْ لَاتُعْمِرُوْهَا فَاِنَّهُ مَنْ اَعْمَرَ شَيْئًا فَاِنَّهُ لِمَنْ اُعْمِرَهُ حَيَاتَهُ وَمَمَاتَهُ *

৩৭৩৭. মুহাম্মাদ ইব্ন ইবরাহীম ইব্ন সুদ্রান (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : হে আনসারগণ ! তোমরা তোমাদের ধন-সম্পদ নিজের কাছে রাখ, তা উমরা করো না। কেননা যে ব্যক্তি কাউকে কোন বস্তু উমরা হিসেবে দান করে, ঐ মাল ঐ ব্যক্তির হয়ে যাবে যাকে উমরারূপে দেয়া হবে, তার জীবিতাবস্থায় এবং মরণান্তে।

٣٧٣٨. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ اَمْوَالَكُمْ وَلَاتُعْمِرُوْهَا فَمَنْ اُعْمِرَ شَيْئًا حَيَاتَهُ فَهُوَلَهُ حَيَاتَهُ وَبَعْدَ مَوْتِهِ *

৩৭৩৮. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল আলা (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমাদের সম্পদ তোমাদের নিজেদের নিকট রেখে দাও, তা উমরা করো না। কেননা যদি কাউকে তার হায়াতকালের জন্য উমরারূপে কিছু দান করা হয়, তবে তা ঐ ব্যক্তির জীবিতাবস্থায় এবং মরণান্তে তার হয়ে যাবে।

٣٧٣٩. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ دَاوُدَ بْنِ اَبِى هِنْدٍ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الرُّقْبَى لِمَنْ اُرْقِبَهَا *

৩৭৩৯. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল আলা (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যার জন্য রুক্‌বা করা হয়, (রুকবা) তারই হয়ে যায়।

٣٧٤٠. اَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ دَاوُدَ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْعُمْرَى جَائِزَةٌ لِاَهْلِهَا وَالرُّقْبَى جَائِزَةٌ لِاَهْلِهَا *

৩৭৪০. আলী ইব্‌ন হুজ্‌র (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : উমরা (-র বস্তু) যাকে দেয়া হয়, তা তার জন্য বৈধ হয়ে যায়। আর রুক্‌বা যাকে দেয়া হয়, তা তার জন্য বৈধ হয়ে যায়।

ذِكْرُ الْاِخْتِلَافِ عَلَى الزُّهْرِى فِيْهِ

এ বিষয়ে যুহরী হতে বর্ণনাকারীদের বর্ণনায় বিরোধ

٣٧٤١. اَخْبَرَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ عَنِ الْاَوْزَاعِىِّ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ قَالَ وَاَخْبَرَنِىْ عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ اَنْبَاَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيْدِ عَنِ الْاَوْزَاعِىِّ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اُعْمِرَ عُمْرَى فَهِىَ لَهُ وَلِعَقِبِهِ يَرِثُهَا مَنْ يَرِثُهُ مِنْ عَقِبِهِ *

৩৭৪১. মাহমূদ ইব্‌ন খালিদ (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যাকে উমরারূপে কিছু দেয়া হয়, তা তার এবং তার (পরে তার) উত্তরসূরীদের জন্য। তার উত্তরসূরীদের মধ্যে যারা তার ওয়ারিস হবে, তারাই এর (উমরার) ওয়ারিস হবে।

٣٧٤٢. اَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ مُسَاوِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو عَمْرٍو عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ

اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْعُمْرَى لِمَنْ أُعْمِرَهَا هِىَ لَهُ وَلِعَقِبِهِ يَرِثُهَا مَنْ يَرِثُهُ مِنْ عَقِبِهِ *

৩৭৪২. ঈসা ইব্ন মুসাবির (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যার জন্য উমরা করা হয়, 'উমরা'(কৃত বস্তু) তারই হবে। তার (পরে তার) উত্তরসূরীদের জন্য। তার উত্তরসূরীদের মধ্যে যারা তার ওয়ারিস হবে, তারাই এর (উমরার) ওয়ারিস্ হবে।

٣٧٤٣. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامٍ الْبَعْلَبَكِّىُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِىُّ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ وَاَبِى سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْعُمْرَى لِمَنْ أُعْمِرَهَا هِىَ لَهُ وَلِعَقِبِهِ يَرِثُهَا مَنْ يَرِثُهُ مِنْ عَقِبِهِ *

৩৭৪৩. মুহাম্মাদ ইব্ন হিশাম বা'লাবাক্কী (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন: যার জন্য উমরা করা হয়েছে, উমরা তারই। আর তার পরে যারা তার ওয়ারিস হবে, তা তাদের জন্য।

٣٧٤٤. اَخْبَرَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيْمِ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ اَبِى سَلَمَةَ الدِّمَشْقِىُّ عَنْ اَبِى عُمَرَ الصَّنْعَانِىِّ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَيُّمَا رَجُلٍ اَعْمَرَ رَجُلاً عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَهِىَ لَهُ وَلِمَنْ يَرِثُهُ مِنْ عَقِبِهِ مَوْرُوْثَةٌ *

৩৭৪৪. মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবদুর রহীম (র) - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে কেউ (যদি) কাউকে উমরা হিসেবে কিছু দান করে এবং তার পরবর্তীদেরকে তাহলে ঐ বস্তু যাকে দেয়া হয়েছে, তার হয়ে যাবে এবং তার উত্তরসূরীদের মধ্যে যারা তার ওয়ারিস হবে তাদের জন্য মীরাসরূপে হয়ে যাবে।

٣٧٤٥. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ اَعْمَرَ رَجُلاً عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَقَدْ قَطَعَ قَوْلُهُ حَقَّهُ وَهِىَ لِمَنْ أُعْمِرَ وَلِعَقِبِهِ *

৩৭৪৫. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি : কেউ যদি কোন ব্যক্তিকে উমরা হিসেবে কিছু দান করে এবং তার ওয়ারিসদেরকে, তবে সে নিজের কথা দ্বারা নিজের অধিকার রহিত করল। তার কথা দ্বারা ঐ মাল ঐ ব্যক্তির এবং তার উত্তরসূরীদের হয়ে যাবে।

٣٧٤٦. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ عَنِ ابْنِ

الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَإِنَّهَا لِلَّذِي يُعْطَاهَا لَاتَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا لِأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيْهِ الْمَوَارِيْثُ ٭

৩৭৪৬. মুহাম্মাদ ইব্ন সালামা ও হারিস ইব্ন মিসকীন (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে কোন ব্যক্তি উমরা হিসেবে কাউকে কিছু দান করে এবং তার ওয়ারিসদেরকে ; তবে ঐ বস্তু যাকে দেয়া হয়েছে তার হয়ে যাবে; যে দান করেছে তা তার নিকট ফিরে আসবে না। কেননা সে এমন একটি দান করেছে যাতে 'মীরাস'-এর অধিকার প্রযুক্ত হয়েছে।

٣٧٤٧. أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّ جَابِرًا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَضَى أَنَّهُ مَنْ أَعْمَرَ رَجُلًا عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَإِنَّهَا لِلَّذِي أُعْمِرَهَا يَرِثُهَا مِنْ صَاحِبِهَا الَّذِي أَعْطَاهَا مَا وَقَعَ مِنْ مَوَارِيْثِ اللّٰهِ وَحَقِّهِ ٭

৩৭৪৭. ইমরান ইব্ন বাক্কার (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সিদ্ধান্ত প্রদান করেছেন যে, যে ব্যক্তি কাউকে কিছু উম্‌রা হিসেবে তাকে দান করে এবং তার উত্তরসূরীদের (দান করে) তবে তা অবশ্যই তার হয়ে যাবে যাকে তা দান করা হয়েছে। যাকে দান করা হয়েছে, সে মালিকের পক্ষে তা মীরাস সাব্যস্ত হবে— আল্লাহ্ তা'আলার মীরাসের বিধান ও অধিকার অনুসারে।

٣٧٤٨. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنِ ابْنِ أَبِي فُدَيْكٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَضَى فِيْمَنْ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَهِيَ لَهُ بَتْلَةً لَايَجُوْزُ لِلْمُعْطِي مِنْهَا شَرْطٌ وَلَا ثُنْيَا قَالَ أَبُو سَلَمَةَ لِأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيْهِ الْمَوَارِيْثُ فَقَطَعَتِ الْمَوَارِيْثُ شَرْطَهُ ٭

৩৭৪৮. মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবদুল হাকাম (র) - - - -জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফয়সালা প্রদান করেছেন : যে ব্যক্তি নিজের মাল অন্যের জন্য উমরা করে এবং তার ওয়ারিসদের জন্যও, তবে তা অখণ্ডনীয়রূপে তার হয়ে যাবে। দাতার জন্য এতে কোন শর্ত করা এবং কিছু বাদ রাখাও বৈধ নয়। রাবী আবূ সালামা (র) বলেন : কেননা সে এমন দান করেছে যাতে (গ্রহীতার) ওয়ারিসদের মীরাস ধার্য হয়ে গেছে, মীরাসের বিধানদাতার শর্ত কর্তন (শেষ) করে দিয়েছে।

٣٧٤٩. أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ أَخْبَرَهُ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْمَرَ رَجُلًا عُمْرَى

لَهُ وَلِعَقِبِهِ قَالَ قَدْ أَعْطَيْتُكُهَا وَعَقِبَكَ مَابَقِيَ مِنْكُمْ أَحَدٌ فَإِنَّهَا لِمَنْ أُعْطِيَهَا وَإِنَّهَا لَاتَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ أَعْطَاهَا عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ *

৩৭৪৯. আবূ দাউদ সুলায়মান ইবন সায়ফ (র) - - - -জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি কোন ব্যক্তি এবং তার উত্তরসূরীদের জন্য উমরা করলো, এই বলে যে, আমি ইহা তোমাকে এবং তোমার উত্তরসূরীদেরকে দান করলাম— যতদিন তোমাদের কেউ বেঁচে থাকবে। তবে যাদেরকে দান করা হয়েছে, তা তাদের হয়ে যাবে। আর এটা দাতার দিকে ফিরে আসবে না। কেননা সে এমনভাবে দান করেছে, যাতে (গ্রহীতার) মীরাসের বিধান সাব্যস্ত হয়ে গেছে।[১]

٣٧٥٠. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَضَى بِالْعُمْرَى أَنْ يَهَبَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ وَلِعَقِبِهِ الْهِبَةَ وَيَسْتَثْنِي إِنْ حَدَثَ بِكَ حَدَثٌ وَبِعَقِبِكَ فَهُوَ إِلَيَّ وَإِلَى عَقِبِي إِنَّهَا لِمَنْ أُعْطِيَهَا وَلِعَقِبِهِ *

৩৭৫০. মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন ইয়াযীদ (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ 'উমরা' সম্পর্কে এভাবে ফায়সালা দিয়েছেন : যদি কেউ এই শর্তে কাউকে কোন কিছু দান করে এবং তার উত্তরসূরীদেরও যে, যদি তোমার উপর কোন বিপদ উপস্থিত হয়, তখন তা আমার এবং আমার উত্তরসূরীদের হয়ে যাবে। তিনি ফয়সালা দিয়েছেন যে, ঐ মাল যাকে দেয়া হয়েছে তার এবং তার (গ্রহীতার এবং গ্রহীতার) ওয়ারিসদের হয়ে যাবে।

ذِكْرُ اخْتِلَافِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ وَمُحَمَّدِ ابْنِ عَمْرٍو عَلَى أَبِي سَلَمَةَ فِيهِ

এ বিষয়ে আবূ সালমা (র)-এর হাদীসে ইয়াহ্য়া ইব্ন আবূ কাসীর (র) ও মুহাম্মাদ ইবন আমর (র)-এর বর্ণনা বিরোধ

٣٧٥١. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ الْعُمْرَى لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ *

৩৭৫১. মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল আ'লা (র) - - - - আবূ সালমা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জাবির (রা)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : উমরা (-রূপে প্রদত্ত জিনিস) ঐ ব্যক্তির হয়ে যায়, যার জন্য উমরা করা হয়।

٣٧٥٢. أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ دُرُسْتَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ حَدَّثَهُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ نَبِيِّ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الْعُمْرَى لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ *

১. এরূপ শর্ত করা সঠিক নয়।

৩৭৫২. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন দুরস্ত (র) - - - - জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যার জন্য উমরা দান করা হয়, তা তারই হয়ে যায়।

٣٧٥٣. اَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ اَنْبَانَا اِسْمَاعِيلُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَعُمْرَى فَمَنْ اُعْمِرَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ *

৩৭৫৩. আলী ইব্‌ন হুজ্‌র (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : 'উমরা' করা ঠিক নয়; তবে যদি কাউকে উমরা হিসেবে কিছু দান করা হয়, তবে তা তারই হয়ে যাবে।

٣٧٥٤. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا عِيْسَى وَعَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو سَلَمَةَ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ اُعْمِرَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ *

৩৭৫৪. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যাকে উমরা হিসেবে কিছু দেয়া হয়; তা তারই হয়ে যায়।

٣٧٥٥. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّضْرِ ابْنِ اَنَسٍ عَنْ بَشِيْرِ بْنِ نَهِيْكٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْعُمْرَى جَائِزَةٌ *

৩৭৫৫. মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুসান্না (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : উমরা (করা) বৈধ (কার্যকর)।

٣٧٥٦. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَأَلَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ هِشَامٍ عَنِ الْعُمْرَى فَقُلْتُ حَدَّثَ مُحَمَّدُ بْنُ سِيْرِيْنَ عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ قَضَى نَبِيُّ اللّٰهِ ﷺ اَنَّ الْعُمْرَى جَائِزَةٌ قَالَ قَتَادَةُ قُلْتُ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ النَّضْرِ بْنِ اَنَسٍ عَنْ بَشِيْرِ بْنِ نَهِيْكٍ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ اَنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الْعُمْرَى جَائِزَةٌ قَالَ قَتَادَةُ وَقُلْتُ كَانَ الْحَسَنُ يَقُوْلُ الْعُمْرَى جَائِزَةٌ قَالَ قَتَادَةُ فَقَالَ الزُّهْرِيُّ اِنَّمَا الْعُمْرَى اِذَا اُعْمِرَ وَعَقِبُهُ مِنْ بَعْدِهِ فَاِذَا لَمْ يَجْعَلْ عَقِبَهُ مِنْ بَعْدِهِ كَانَ لِلَّذِيْ يَجْعَلُ شَرْطَهُ قَالَ قَتَادَةُ فَسُئِلَ عَطَاءُ ابْنُ اَبِي رَبَاحٍ فَقَالَ حَدَّثَنِيْ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الْعُمْرَى جَائِزَةٌ قَالَ قَتَادَةُ فَقَالَ الزُّهْرِيُّ كَانَ الْخُلَفَاءُ لاَيَقْضُوْنَ بِهٰذَا قَالَ عَطَاءٌ قَضَى بِهَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ *

৩৭৫৬. মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুসান্না (র) - - - - শুরায়হ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র নবী ﷺ ফায়সালা দিয়েছেন : উমর (করা) বৈধ। কাতাদা (র) বলেন, আমি বললাম, মুহাম্মাদ ইব্‌ন নাযর (র) বাশীর ইবন নাহিক (র) সূত্রে আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র নবী ﷺ বলেছেন : 'উমরা' জায়েয (কার্যকর)।

কাতাদা (র) বলেন, হাসান (র) বলেছেন : উমরা করা বৈধ। কাতাদা (র) বলেন, যুহ্রী (র) বলেছেন : 'উমরা' করা তখন বৈধ হবে যখন কোন ব্যক্তিকে এবং তার উত্তরসূরীদেরকে (ওয়ারিসদেরকে) উমরা করা হয়, (তখন ঐ উমরা করা বস্তু দাতার দিকে পুনঃ প্রত্যাবর্তন করবে না)। তবে যদি ওয়ারিসদের জন্য উমরা না করে থাকে, তবে তা শর্ত মত হবে, (অর্থাৎ দাতা ফেরত পাবে)। কাতাদা (র) বলেন, কোন ব্যক্তি আতা ইব্ন আবূ রাবাহ (র)-কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : উমরা করা বৈধ। কাতাদা (র) বলেন, যুহ্রী (র) বলেছেন : খলীফাগণ এর আদেশ করেন নি। আতা (র) বলেন : আবদুল মালিক ইব্ন মারওয়ান এরূপ করার আদেশ দিতেন।

عَطِيَّةُ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ اِذْنِ زَوْجِهَا

স্বামীর বিনা অনুমতিতে স্ত্রীর দান

٣٧٥٧. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا حِبَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ح وَاَخْبَرَنِى اِبْرَاهِيْمُ ابْنُ يُوْنُسَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ دَاوُدَ وَهُوَ ابْنُ اَبِى هِنْدٍ وَحَبِيْبٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ يَجُوْزُ لاِمْرَاَةٍ هِبَةٌ فِىْ مَالِهَا اِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا اَللَّفْظُ لِمُحَمَّدٍ *

৩৭৫৭. মুহাম্মাদ ইব্ন মা'মার (র) - - - - 'আমর ইব্ন শুআয়ব (র) তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : স্ত্রীর পক্ষে তার মাল হতে দান করা বৈধ নয়, যখন তার স্বামী তার ইযযতের মালিক হয়ে যায়।[১]

٣٧٥٨. اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ اَنَّ اَبَاهُ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عَمْرٍو ح وَاَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ لَمَّا فَتَحَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَكَّةَ قَامَ خَطِيْبًا فَقَالَ فِىْ خُطْبَتِهِ لاَيَجُوْزُ لاِمْرَاَةٍ عَطِيَّةٌ اِلاَّ بِاِذْنِ زَوْجِهَا *

৩৭৫৮. ইসমাঈল ইব্ন মাসউদ ও হুমায়দ ইব্ন মাস'আদা (র) - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর ইবন শু'আয়ব (র) তাঁর পিতা হতে, তিনি তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মক্কা বিজয়ের পর খুতবা দিতে গিয়ে দাঁড়িয়ে বললেন : স্বামীর অনুমতি ব্যতীত কোন স্ত্রীর জন্য কাউকে কিছু দান করা বৈধ নয়।

٣٧٥٩. اَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِىِّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِى هَانِىءٍ عَنْ حُذَيْفَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بَشِيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَلْقَمَةَ الثَّقَفِىِّ قَالَ قَدِمَ وَفْدُ

১. অর্থাৎ নৈতিকভাবে স্বামীকে না জানিয়ে স্ত্রীর দান করা অনুচিত। তবে তার মালিকানা স্বীকৃত হওয়ার কারণে আইনত অবৈধ নয়।

ثَقِيْفٍ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَمَعَهُمْ هَدِيَّةٌ فَقَالَ اَهَدِيَّةٌ اَمْ صَدَقَةٌ فَاِنْ كَانَتْ هَدِيَّةً فَاِنَّمَا يُبْتَغٰى بِهَا وَجْهُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَقَضَاءُ الْحَاجَةِ وَاِنْ كَانَتْ صَدَقَةً فَاِنَّمَا يُبْتَغٰى بِهَا وَجْهُ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالُوْا لاَبَلْ هَدِيَّةٌ فَقَبِلَهَا مِنْهُمْ وَقَعَدَمَعَهُمْ يُسَائِلُهُمْ وَيُسَائِلُوْنَهُ حَتّٰى صَلَّى الظُّهْرَ مَعَ الْعَصْرِ *

৩৭৫৯. হান্নাদ ইব্‌ন সারী (র) - - - - আবদুর রহমান ইব্‌ন আলকামা (রা) বলেন : সাকাফী গোত্রের প্রতিনিধি দল রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হয়, তখন তাদের হাতে কিছু হাদিয়া ছিল। তিনি বললেন : এটা হাদিয়া না সাদকা ? যদি তা হাদিয়া হয়, তবে এরদ্বারা তো আল্লাহ্‌র রাসূলের সন্তুষ্টি অর্জন এবং উদ্দেশ্য পূর্ণ হওয়ার বাসনা হয়ে থাকে। আর যদি তা সাদাকা হয়, তবে তা মহান মহীয়ান আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভ করা উদ্দেশ্য। তারা বললেন : না, ইহা হাদিয়া। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদের এই হাদিয়া গ্রহণ করলেন। আর তিনি তাদের সাথে উপবেশন করলেন এবং তিনি জিজ্ঞাসাবাদ করতে লাগলেন (তাদের প্রশ্ন করতে লাগলেন এবং তারাও তাঁকে প্রশ্ন করতে) লাগলো। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জুহরের সালাত আদায় করলেন আসরের সালাতের সঙ্গে, অর্থাৎ জুহরের শেষ ওয়াকতে জুহরের সালাত আদায় করে, আসরের প্রথম ওয়াকতে সেখানে আসরের সালাত আদায় করেন।

٣٧٦٠. اَخْبَرَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ خُشَيْشُ بْنُ اَصْرَمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَنْبَانَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَقَدْ هَمَمْتُ اَنْ لاَ اَقْبَلَ هَدِيَّةً اِلاَّ مِنْ قُرَشِىٍّ اَوْ اَنْصَارِىٍّ اَوْ ثَقَفِىٍّ اَوْ ثَقَفِىٍّ اَوْ دَوْسِىٍّ *

৩৭৬০. আবূ আসিম খুশায়শ ইব্‌ন আসরাম (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আমি ইচ্ছা করেছিলাম, কারো হাদিয়া গ্রহণ করবো না; তবে কুরায়শী, আনসারী, 'সাকাফী এবং দাওসীদের হাদিয়া গ্রহণ করবো।

٣٧٦١. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اُتِىَ بِلَحْمٍ فَقَالَ مَاهٰذَا فَقِيْلَ تُصُدِّقَ بِهِ عَلٰى بَرِيْرَةَ فَقَالَ هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ *

৩৭৬১. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, (একদা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে গোশ্‌ত দেয়া হলে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : এ কী (এই গোশত কোন্ ধরনের)? বলা হলো : তা বারীরাহ্‌কে সাদ্‌কারূপে দেয়া হয়েছে। তিনি বললেন : তা তার জন্য তো সাদ্‌কা, কিন্তু আমাদের জন্য হাদিয়া।

তৃতীয় খণ্ড সমাপ্ত

ইফাবা—(উন্নয়ন) ২০০৭—২০০৮—অঃসঃ/৫০০৭—৩২৫০